মুক্তি

২০শে মাঘ, পুরুলিয়া

৩০শে জানুয়ারী

৩০শে জানুয়ারী গান্ধীজীকে—দিল্লীর প্রার্থনা সভায় হত্যা করা হয়েছিল। হত্যাকারী নাথুরাম গডসে গান্ধীজীর দৈহিক মৃত্যু এনেছিল—আর তারপরে কংগ্রেস এনেছে তার আত্মিক মৃত্যু।

যীশুখৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হবার পূর্ব্বে যখন ধরা দিতে যাচ্ছিলেন—তখন তার শিষ্য সাইমন পীটার তাকে বললেন—প্রভু কোথায় যাচ্ছেন?

যীশু বললেন—যেখানেই যাই না কেন তুমি আমাকে অনুসরণ করতে পারবে না।

পীটার বললেন—কেন আমি আপনার পিছনে যেতে পারব না? আমি আপনার জন্য আমার জীবন দিয়ে দোব।

যীশু তার উত্তরে বললেন—তুমি কি সত্যই আমার জন্য তোমার প্রাণ দিতে পারবে? আমি তোমাকে সত্যই বলছি যে—তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে এবং যতক্ষণ না তিনবার অস্বীকার করবে ততক্ষণ মুরগী ডাকবে না।

তারপরে জুডাস বিশ্বাসঘাতকতা করে যীশুকে ধরিয়ে দিল। [illegible] লোকেরা যীশুর শি[illegible] থেকে যী[illegible] ফেলল, [illegible]

পী[illegible]

তা[illegible] জেলে [illegible] পীটার[illegible]

যী[illegible] হয়েছি[illegible] করছি[illegible]

অ[illegible] একম[illegible]

পী[illegible]

হ[illegible] দিয়েছি[illegible]

বলল—আমি কি তোমাকে [illegible]

পীটার তখন আবার অস্বীকার করল—আর তখনই মুরগী ডেকে উঠল।

এমনি ভাবেই যুগে যুগে মহামানবদের অস্বীকার করা হয়। যীশুখৃষ্টকে এক সাইমন পীটারই অস্বীকার করেনি—তার পরবর্ত্তী যুগে আজও সমস্ত ইউরোপ আমেরিকা—সভ্য খৃষ্ট জগত তাকে অস্বীকার করে চলেছে।

৩০শে জানুয়ারী গান্ধীজীর নিধন দিবস। কিন্তু তার জীবিত অবস্থায়ই তাকে অস্বীকার করা হয়েছিল। তার মৃত্যুর পরেতো কথাই নেই—কংগ্রেসের নেতৃবর্গ আশ্বস্ত হলেন—এবং তারপরে এই দীর্ঘ একুশ বৎসরের ইতিহাস হচ্ছে—ঐ সাইমন পীটারের মত শিষ্যদের থেকে আরম্ভ করে কংগ্রেস তাকে অস্বীকার করেছে। ভারতবর্ষ তাকে অস্বীকার করেছে। তাকে অস্বীকার—সাময়িকভাবে করা যেতে পারে—কিন্তু তাকে অস্বীকার করে রাখার উপায় নেই।

যীশু সাইমন পীটারকে বলেছিলেন যেখানেই আমি যাই না কেন তুমি এখন আমাকে অনুসরণ করতে পারবে না। কিন্তু পরে তোমাকে—আমাকেই অনুসরণ করতে হবে।

৩০শে জানুয়ারী এই কথাই বার বার উপলব্ধি করছি যে—গান্ধীজীকে অনুসরণ করতেই হবে। জাতির মুক্তি একমাত্র ঐ পথেই।

—•—

অপরাজেয়ের জনশক্তি

১৯৬৭ সনের সাধারণ নির্ব্বাচনে পশ্চিম বঙ্গের [illegible] রায় দিয়েছিল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। [illegible]ঠন করা হয় নি পশ্চিমবঙ্গের [illegible] করেছে। বাংলার প্রগতিশীল—[illegible]ক্ষিত, কায়েমী স্বার্থ বিরোধী [illegible]ছে—যুক্তফ্রন্টের নামে; আর [illegible] বিরোধী শক্তিগুলি কংগ্রেসকে [illegible]আবর্তিত হচ্ছে। দেশে পরিষ্কার [illegible] হয়েছে—কায়েমী স্বার্থকে [illegible] বহুদিন পরে রুদ্ধ জল স্রোত বাঁধ [illegible]লেছে।

[illegible] পরিচয় আর ব্যাপক চাঞ্চল্যের [illegible]দিয়ে পরিস্ফুট। কংগ্রেসের নিশ্চিত [illegible]নকে দ্রুতবৃদ্ধি করেছে। জয়ের [illegible] কাছে অসম্ভূপায় নয় কোন পন্থাই [illegible]

[illegible]শনার ১লা ফেব্রুয়ারী তার এক [illegible] নির্বাচনে সকলকে শান্ত, সততা,

৩য় বর্ষ
৩য় সংখ্যা - ৪৮ সংখ্যা
৩রা ফেব্রুয়ারী - ১৯৬৮
২৯শে ডিসেম্বর - ১৯৬৯

এবং স্বাধীনতার আবহাওয়া বজায় রাখতে আবেদন করেছেন। তিনি অনুরোধ করেছেন—নির্ব্বাচনী সভায় বা ভোটের দিন কোন প্রকারে বাধার সৃষ্টি করা বা হিংসার পন্থা যেন না নেওয়া হয়। ভোটারদের ভয় দেখান, বেআইনী টাকার প্রলোভন দেওয়া, ধর্ম্ম বা জাতের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার যেন আশ্রয় না লওয়া হয়।

কিন্তু আমরা দেখছি কংগ্রেসই নির্বিচারে এগুলি করে চলেছে—আর কংগ্রেসের প্রবল হিংসাত্মক আচরণ—শাসন শক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনে অথবা নিষ্ক্রিয়তার আবরণে এ একটা বিপরীত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে চলেছে। বর্ত্তমান শাসন শক্তি স্বাভাবিক ভাবেই কংগ্রেসকে সমর্থন করবে কারণ বর্ত্তমান শাসন শক্তির নেতৃত্বও প্রতিক্রিয়াশীল।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই আমাদের সিদ্ধান্তকে কার্য্যকরী রূপ দিতে হবে।

পশ্চিম বাংলায় ২৮০টি আসনেই কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে সত্য কথা—কিন্তু যুক্তফ্রন্টও একটি শক্তিরূপেই কংগ্রেসের মোকাবিলা করে ২৮০টি প্রার্থী দিয়েছে। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটা অভিনব এবং কংগ্রেস এটা কল্পনাও করতে পারে নাই। পশ্চিম বঙ্গের জনশক্তির এই জাগ্রত মোকাবিলা কংগ্রেসকে—ক্ষুদ্র বৃহৎ ক্ষেত্রে কংগ্রেস নেতৃত্বকে শঙ্কিত, বিচলিত ও ত্রস্ত করে তুলেছে। তারই পরিচয় আজ দিকে দিকে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী থেকে, চাবন, অতুল্য ঘোষ, এবং সর্ব্ব নিম্ন দেবেন মাহাত পর্য্যন্ত আজ বাক্য ও আচরণে বিভ্রান্ত।

এমনিই হয়। এদের বুদ্ধি নাশ অনেক দিনই হয়েছে—এবং এখন নিশ্চিত বিনাশের দিকে এরা—এই কংগ্রেস চলেছে। ৯ই ফেব্রুয়ারী এই কংগ্রেসের শেষ দিন সমাগত। পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের বিপর্যয় অর্থ কেন্দ্রেও কংগ্রেস শক্তির ক্ষয়। শুধু তাই নয় ভারতবর্ষে কংগ্রেস শক্তির অবসানের নিশ্চিত পর্য্যায়। তাইতো আজ কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব দুঃস্বপ্নে চঞ্চল-উন্মত্তের মতো পশ্চিমবঙ্গের পথে ঘাটে প্রলাপ বকে চলেছে।

আজ পশ্চিম বাংলায় সাধারণ মানুষের কাছে প্রশ্ন এই—তারা মৃতপ্রায় বিষধর সাপকে বাঁচিয়ে তুলবে কি না? গত নির্ব্বাচনে নয়টা প্রদেশ থেকে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হয়ে—লাঠিতে কোমরভাঙ্গা সাপের মতো নড়বার ও চলবার শক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বাংলার জনসাধারণ যুক্তফ্রন্ট গঠন করে, এবং তারপরে গণতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে এই বিষধর সাপকে ঠেঙিয়ে মৃতের দাখিল করেছে। বিষ দাঁত বের করে এখনও শেষ নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করছে। আজ যদি এ বাঁচে তবে সে বিষ দাঁত দিয়ে দংশনই করবে।

অপরাজেয় জনশক্তি—একে শেষ কর, একে একেবারে শেষ কর। এই তোমার সুযোগ, এই তো সন্ধিক্ষণ? এখন আর কোন সংশয় নেই দ্বিধা নেই, কোন দ্বন্দ্ব নেই—আমাদের সামনে দিনের আলোর মতো আমাদের কর্ত্তব্য পরিস্ফুট—আমাদের শক্তির পরিচয় আজ আমরা পেয়েছি।

জনশক্তি যে কেমন অপরাজেয় এই নির্ব্বাচনে তা প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে এবং নিশ্চিত ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হবে।

—•—

এস. ডি. ও নং ২ এর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

সরোজিনী বাস নং W. G. W. 74 তার ড্রাইভার নারায়ণচন্দ্র শর্ম্মা, কণ্ডাক্টার গোপালচন্দ্র পাত্র এবং বিশ্বেশ্বর সিং—সেক্রেটারী মোটর মজদুর সমাজ যে অভিযোগ পাঠিয়েছেন মুক্তিতে প্রকাশ করার জন্য, তা প্রকাশ করা হল—

"আমরা নারায়ণচন্দ্র শর্ম্মা ড্রাইভার ও গোপালচন্দ্র পাত্র কণ্ডাক্টার গত ২৯শে জানুয়ারী নামসোল গ্রামে সাইড করে প্যাসেঞ্জার নামাচ্ছিলাম। সেই সময় পুরুলিয়ার এস. ডি. ও নং ২ ড্রাইভারের কাছে লাইসেন্স চাইলে ড্রাইভার দিতে অস্বীকার এবং বলে যে লাইসেন্স দিতে হলে থানায় দারোগাকে দিব। তিনি যে সরকারী অফিসার তা আমরা বুঝতে পারি নাই। তার কোন চাপরাশী বা কোন ইউনিফর্ম্ম বা এমন কোন নিদর্শন ছিল না—যাতে তিনি যে সরকারী কর্ম্মচারী তা বোঝা যায়।

তিনি ড্রাইভারের দরজা খুলে তার জামা ধরে টেনে নামাবার চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না।

সেই সময়ে এস. ডি. ও সাহেব বলেন যে—চল আমি থানায় দেখছি। আমরা বেলা ১২টার সময় বলরামপুর থানায় পৌঁছিলে আমাদের ইন্সপেকশন রুমেতে ডেকে—এস. ডি. ও সাহেব প্রথমে কণ্ডাক্টার গোপালচন্দ্র পাত্রকে মারেন পরে ড্রাইভার নারায়ণচন্দ্র শর্ম্মাকে মারেন। উপরন্তু তিনি যেভাবে গালি দেন—তা অত্যন্ত আপত্তিকর পরে বলেন যে ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টারের লাইসেন্স তিনমাস করে সাসপেণ্ড করব।"

অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর।

—•—

জন্য সারা বিশ্ব থেকে নানা অভিনন্দন এসেছে এবং গণতন্ত্র ও সংবিধানের মর্য্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে এই রুলিং ভবিষ্যৎ ইতিহাসে এক বলিষ্ঠ ও মহান পদক্ষেপ বলে গণ্য হবে।

একাধারে প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শন

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন যে—তাঁর ঐ ঐতিহাসিক রুলিং নাকচ করার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নানান্ প্রলোভন তাঁর কাছে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রীর পদ, রাষ্ট্রদূতের পদ, রাজ্যপালের পদ, লক্ষ লক্ষ টাকার প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে আদর্শচ্যুত করার চেষ্টা হয়েছে এবং এই অপচেষ্টা সফল না হওয়ায় তাঁর জীবননাশের চেষ্টাও হয়েছে। বিধান সভায় ঐ রুলিং প্রদানের পর তাঁর গৃহে বোমা নিক্ষেপ করে তাঁর প্রাণহানীর চেষ্টাও হয়।

এক যাত্রায় পৃথক ফল

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন যে—সংবিধানে সুস্পষ্ট বিধান আছে যে নূতন স্পীকার নির্ব্বাচিত না হওয়া পর্য্যন্ত বাতিল বিধান সভার স্পীকার স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যায় ও অবৈধভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার স্পীকারের পদ বাতিল করে দেওয়া হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিধান সভা বাতিলের পর আরও বহু রাজ্যের বিধান সভার বাতিল হয়েছে—কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই বিধানসভার স্পীকারের পদ বাতিল করা হয় নি—কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম ঘটেছে।

কোনও দলভুক্ত নই

শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে কংগ্রেস হইতে "বিতাড়িত" হবার পর তিনি অন্য কোনও দলে যোগদান করেন নি। কংগ্রেস থেকে বহিস্কারের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে তিনি যখন কংগ্রেস সদস্য হিসাবে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন সেই সময় ছাব্বিশে জানুয়ারীর গণতন্ত্র দিবস পালন উপলক্ষ্যে মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আসছিলেন তখন রাস্তার ডাষ্টবিন থেকে আহার সংগ্রহের চেষ্টায় সন্তান সহ একটি স্ত্রীলোককে কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করতে দেখে তিনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন এবং তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা গণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে ব্যক্ত করেন। স্বাধীন ভারতে দেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির যে বড়াই করা হয় সেই তথাকথিত উন্নতি যে কত অসার তা ঐ ঘটনা প্রতিপন্ন করে। —এই সত্য কথা প্রকাশ করার অপরাধে তিনি কংগ্রেস থেকে বহিস্কৃত হন এবং তারপর থেকে আজ পর্য্যন্ত তিনি অন্য কোনও দলে যোগদান করেন নি। বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনে যুক্তফ্রন্টের সমর্থিত নির্দ্দলীয় প্রার্থী হিসাবে নির্ব্বাচিত হয়ে তিনি পরবর্ত্তীকালে স্পীকার নির্ব্বাচিত হন। তিনি যে বিশেষ যোগ্যতা, সততা ও নিরপেক্ষতার সহিত স্পীকার বা বিধান সভার অধ্যক্ষের কার্য্য পরিচালনা করছিলেন—এই স্বীকৃতি কংগ্রেস দলও অকুণ্ঠভাবে প্রদান করেন—কিন্তু কংগ্রেস দলের অবৈধ, অন্যায় ও গর্হিত আচরণ ও কার্য্যকলাপ সমর্থন না করার "অপরাধে" কংগ্রেসের পাণ্ডারা তাঁর উপর খড়্গহস্ত হয়েছেন। অগণিত মানুষের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে তিনি রাজী হন নি—এই তাঁর অপরাধ।

গণতন্ত্রের প্রশ্ন

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণ প্রসঙ্গে আরও বলেন যে—বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠন করে যোগ্যতা ও সততার সঙ্গেই কাজ করে যাচ্ছিলেন। তিনি কংগ্রেসী আমলের মন্ত্রীদেরও দেখেছেন এবং যুক্তফ্রন্টের প্রত্যেকটি মন্ত্রীর কার্য্যকলাপ ঘনিষ্টভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেছেন ও উন্মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীরা প্রত্যেকেই সৎ ও নিষ্ঠাবান ছিলেন—কেবল একমাত্র ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষই বিশ্বাস ঘাতকতার কার্য্য করেন। তিনি গোপনে গোপনে রাজ্যপালের সঙ্গে যোগাযোগ করে যুক্তফ্রন্টের দল ভাঙ্গানো কার্য্যে ব্রত

হন এবং পরে ১৪ জন সদস্য নিয়ে দলত্যাগ করেন। পরে দলত্যাগী ১৪ জন সদস্যের মধ্যে ১১ জনই মন্ত্রী হন। নির্ব্বাচিত সদস্যেরা যদি এইভাবে দলত্যাগ করতে থাকেন—ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিকে যদি জনস্বার্থের উর্দ্ধে স্থান দেন তবে গণতন্ত্র টেঁকে না। দলত্যাগকারীদের মন্ত্রীত্বের পদ দিয়ে পুরস্কৃত করার নীতি চালু গণতন্ত্রের অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

দেশের জনসাধারণই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী—সুতরাং জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত বিধানসভাই জনসাধারণের ক্ষমতা, অধিকার ও মান সম্মান রক্ষার প্রতিভূ। তার বিধানসভার অপমান—জনসাধারণেরই অপমান। রাজ্যের রাজ্যপাল একজন মানুষ—দেশের কোটী কোটী নাগরিকের ন্যায় একজন নাগরিক বা ব্যক্তি বিশেষ মাত্র। তাই তাঁর পদ যত উচ্চই হোক—তিনি একজন বেতনভুক উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীরূপে সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জনসাধারণের প্রভু কখনই হতে পারেন না।' রাজ্যপালের মতের চেয়ে জনমত অনেক অনেক বেশী বড়। বিধানসভার সম্মতি ছাড়া কোনও রাজ্যপাল একে ভাঙতে পারেন না। যদি প্রচলিত সংবিধানকে হত্যা করে—জনমতকে উপেক্ষা করে রাজ্যপাল জনমতকে নস্যাৎ করেন—তবে দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে সেটা একটা বিশেষ দুর্দিন। এই পরিস্থিতি ও পরিবেশে গণতন্ত্রের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু অবধারিত।

বিধানসভায় চাবী আমার হাতে

প্রাক্তন স্পীকার শ্রীবিজয় কুমার বন্দোপাধ্যায় দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে তিনি যে ঐতিহাসিক রুলিং তথা রায় দিয়েছেন তাতে বিধানসভার দরজায় তালা লাগিয়ে এসেছেন এবং সেই বিধান সভার চাবী তাঁর হাতেই রয়েছে—তিনি নিজে গিয়ে আবার সেই বিধানসভা খুলবেন। আসন্ন মধ্যবর্ত্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয় অবশ্যম্ভাবী বলে তিনি ঘোষণা করেন এবং যুক্তফ্রন্ট অধিকতর সংখ্যায় জয়লাভ করে স্থায়ী সরকার গঠন করতে পারবে বলে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন যে কংগ্রেসের অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছে—সুতরাং স্থায়ী সরকার ত দূরের কথা কোনও সরকার গঠন করা এখন কংগ্রেসের সাধ্যাতীত। পশ্চিমবঙ্গে জনজাগরণের যে প্রবল জোয়ার দেখা দিয়েছে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন যে গত শতাব্দীকাল ধরে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে ও গণআন্দোলনে বাংলা যে নেতৃত্ব দান করে এসেছে—বাংলাদেশ আবার কংগ্রেসী অপশাসন ও শোষণের হাত থেকে দেশের মুক্তি আন্দোলনে পুনরায় নেতৃত্ব গ্রহণ করতে চলেছে। সেইজন্য সারা ভারত, এমন কি সারা বিশ্ব আজ এই মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচনের ফলাফল জানবার জন্য পশ্চিম বঙ্গের দিকে তাকিয়ে আছে। সুতরাং ভবিষ্যৎ ভারতের ভাগ্য গঠনের ভার আজ পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করছে।

সুতরাং এই মহান দায়িত্ব পালনে পশ্চিম বাংলার মানুষ যেন অগ্রণী ও সচেষ্ট হন তার জন্য তিনি বিশেষ আবেদন জানান।

জয়পুরের অনুষ্ঠান—

গড়জয়পুর গ্রামের নির্ব্বাচনী সভায় শ্রীবিজয় কুমার বন্দোপাধ্যায় ভাষণ দেন। এই সভায় শ্রীহরিপদ মাহাত সভাপতিত্ব করেন। প্রাক্তন মেয়রকে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয় এবং শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মানপত্র পাঠ করেন। শ্রীরামপুর গ্রামের দুইটী বালক টুসু সঙ্গীত পরিবেশন করে এবং শ্রীযোগেন্দ্র নাথ কয়াল ও শ্রীনারায়ণ রায় উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শ্রীবন্দোপাধ্যায়কে মানপত্র প্রদানের সময় শ্রীরামপুর, উপরকাহন, তুম্বা হোয়াংদা প্রভৃতি গ্রাম থেকে ধামসা, মাদল মদনভেড়ী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে শোভাযাত্রা করে যেসব কম্মারা সভায় এসেছিলেন তাঁরা পাঁচ মিনিট ধরে বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান সহ শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানান। সভায় প্রচুর জনসমাবেশ হয়।

— —

যুক্তফ্রণ্টের সমস্ত প্রার্থীকে জয়যুক্ত করুন

জেলাবাসীর সকলের প্রতি লোকসেবক সংঘের আবেদন

অযোগ্য স্বৈরাচারী কংগ্রেস শাসনকে সরাইয়া আবার জন শাসন চাই

২০ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসী শাসন দেশের অপরিমেয় ক্ষতি সাধন করিয়াছে। দুর্ব্বিসহ কংগ্রেসী অত্যাচারে দেশের মানুষ সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া ১৭টি রাজ্যের মধ্যে ৯টী রাজ্যে কংগ্রেসকে বিতাড়িত করিয়া দিকে দিকে বিভিন্ন দলের যুক্ত শাসন কায়েম করে। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার সংবিধান বিরোধী বেআইনী চক্রান্ত করিয়া এই যুক্তফ্রন্ট শাসনগুলি বাতিল করে। জনগণ এই স্বৈরাচার মানিয়া লয় নাই। প্রচণ্ড সংগ্রাম দিয়া কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারকে নত মস্তকে 'নির্ব্বাচন' মানিয়া লইতে বাধ্য করে। এই নির্ব্বাচন আগত। আপনার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন।

পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার ৯ মাসের শাসনেই জনগণের গভীর ভরসার আধার রূপে দেখা দেয়। জনগণের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য যে সেবা যুক্তফ্রন্ট সরকার দেয়—তাহা গত বন্যার সময়ে জেলার মানুষ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে। আজ আবার যাহাতে জনগণের আশা আকাঙ্খার আশ্রয় এই জনশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়—তজ্জন্য যুক্তফ্রন্টের সমস্ত প্রার্থীকে জয়যুক্ত করিতে আবেদন করি। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় যুক্তফ্রন্ট বিপুল সংখ্যায় জয়ী হইলে এই শাসন অবশ্যই স্থায়ী হইবে। তাই সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।

এই জেলায় যুক্তফ্রণ্টের প্রার্থী ঃ—

(১) কাশীপুর নির্বাচন ক্ষেত্র—শ্রীপ্রবীর কুমার মল্লিক—ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি—প্রতীক—কাস্তে ধানের শীষ।
(২) ঝালদা নির্ব্বাচন ক্ষেত্র—শ্রীচিত্তরঞ্জন মাহাত—(ফরোয়ার্ড ব্লক)— প্রতীক সিংহ
(৩) আড়ষা নির্ব্বাচন ক্ষেত্র—শ্রীভোমন চন্দ্র কুইরী—(ফরোয়ার্ড ব্লক)— " সিংহ
(৪) রঘুনাথপুর নির্ব্বাচন ক্ষেত্র—শ্রীহরিপদ বাউরী—(এস, ইউ, সি)— " সাইকেল
(৫) পাড়া নির্ব্বাচন ক্ষেত্র—শ্রীতিনকড়ি বাউরী— (বাংলা কংগ্রেস)— " লাঙ্গল

এই সমস্ত প্রার্থীকে এবং লোক সেবক সংঘের প্রার্থীদের জয়যুক্ত করিয়া পশ্চিম বাংলায় শক্তিশালী স্থায়ী জনশাসন যুক্তফ্রন্ট শাসন কায়েম করিতে আবার আপনাদের অনুরোধ জানাই।

লোক সেবক সংঘের প্রার্থীগণ ঃ—

১। পুরুলিয়া নির্ব্বাচন ক্ষেত্র—শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত
২। জয়পুর " " —শ্রীঅশোক চৌধুরী
৩। হুড়া " " —শ্রীসমরেন্দ্র ওঝা
৪। মানবাজার " " —শ্রীগিরিশ মাহাত
৫। বান্দোয়ান " " —শ্রীকাঁদরু মাঝি
৬। বলরামপুর " " —শ্রীগোবর্দ্ধন মাঝি

বিহারে সংঘ প্রার্থীগণ ঃ—

৭। পটমদা নির্ব্বাচন ক্ষেত্র —শ্রীগোবর্দ্ধন মাহাত
৮। ইচাগড় " " —শ্রীগোপাল মাহাত
৯। খরসোঁয়া " " —শ্রীজগবন্ধু সিং

বাংলা ও বিহারে লোক সেবক সংঘের সমস্ত প্রার্থীর প্রতীক—'ইঞ্জিন'। লোক সেবক সংঘ তথা যুক্তফ্রণ্টের সকল প্রার্থীকে জয়যুক্ত করে পশ্চিম বাংলার জনশাসনের বাঞ্ছিত ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করুন—এই অনুরোধ।

নিবেদিকা—লাবণ্যপ্রভা ঘোষ
পরিচালিকা, লোক সেবক সংঘ

২৯।১।৬৭

—·—

আগামী সাধারণ নির্বাচনের জন্য এবারে
লোক সেবক সংঘের নূতন প্রতীক 'ইঞ্জিন'
বাংলা ও বিহারে এবারে সংঘের এক প্রতীক—'ইঞ্জিন'

প্রতীক পরিবর্ত্তনের ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি যাতে না হয়—তজ্জন্য এই প্রচারপত্র দিলাম
প্রতীক বিষয়ে কংগ্রেসী শাসনের অবিচারের ফলে লোক সেবক সংঘের বিবিধ হয়রানী
কংগ্রেসী শাসনে সংবিধান বিরোধী প্রতীক ব্যবস্থা এবং বর্ত্তমান পরিস্থিতি
প্রতীক পরিবর্ত্তনের ফলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা বিষয়ে সাবধান থাকার জন্য অনুরোধ

১৯৫২ সালে প্রথম যখন গণভোট হয় সেই প্রথম নির্ব্বাচনে—গণভোটে লোক সেবক সংঘের প্রতীক ছিল ইঞ্জিন। সেবারে সর্ব্বত্র লোক সেবক সংঘের বিপুল জয়লাভ হয়। সংঘের 'ইঞ্জিন' চিহ্নটিও খুব জনপ্রিয় হয়। লোকে সংঘকে ইঞ্জিনের দল বা ইঞ্জিন পার্টি বলে নাম দেয়। তারপরই দেখা গেল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন নির্ব্বাচন কমিশন পরের নির্ব্বাচনে 'ইঞ্জিন' প্রতীক বাতিল করে দিলেন। একথা সকলের জানা দরকার যে, প্রথম নির্ব্বাচনে যত প্রতীক ছিল সব প্রতীকের মধ্যে একমাত্র ইঞ্জিন প্রতীকটিই বাতিল করা হল। সেজন্য আমাদের দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, সেই সময় লোক সেবক সংঘের মত উদীয়মান নূতন শক্তিশালী দল যেভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অপূর্ব্ব সাফল্য প্রদর্শন করেছিল—তাতে ভীত হ'য়ে পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষ ভাবে বলা কওয়া ক'রে ঐ 'ইঞ্জিন' প্রতীকটি বাতিল করান। এ কেবলমাত্র লোক সেবক সংঘের বিরুদ্ধে কংগ্রেসী চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ প্রতীকটি কোনো অসুবিধার প্রতীক নয়—বেশ ভাল প্রতীক—এত প্রতীকের মধ্যে কেবল এটিকে বাছাই ক'রে বাদ

দেবার কোনো যুক্তি বা কারণই ছিল না। এবারে আমাদের দাবীতে এই 'ইঞ্জিন' প্রতীকটিই আবার দেওয়া হয়েছে। তাতে তো কোনো অসুবিধা দেখা দেয় নি। এর থেকেই সমস্ত অবস্থাটি বিচার্য্য।

কংগ্রেসী শাসনের অধীনস্থ নির্ব্বাচন কমিশন বরাবর প্রতীক বিষয়ে যে সমস্ত আইন কানুন করছেন—তাতে আমরা মনে করি যে, দেশের ছোট ছোট দলগুলি যাতে বড় না হতে পারে, প্রতীক বিষয়ে নানা অসুবিধায় পড়ে, ভোটে মার খায়,—তার জন্য সংবিধান-বিরোধী নানা আইন কানুনের চক্রান্ত এই কংগ্রেসী শাসন বা তার অধীনস্থ নির্ব্বাচন কমিশন করে রেখেছেন—যা অহেতুক, অন্যায় এবং বেআইনী। স্থায়ী সব দলকে স্থায়ী প্রতীক দেবার কোনো অসুবিধে নেই। বরং তাতে নির্ব্বাচন কমিশনেরও বহু সুবিধে এবং সমস্ত পার্টিগুলিরও তাতে অশেষ সুবিধে। তা না ক'রে কংগ্রেসী শাসন যা করছে তা বিসদৃশ ষড়যন্ত্র মাত্র। তা অগণতান্ত্রিক এবং সংবিধান বিরোধী। কংগ্রেসী কায়েমী স্বার্থের আসন যাতে না টলে, বড় দলের বিশেষ সুযোগের নামে কংগ্রেস যাতে ভোটের সময় সংবিধান বিরোধী বিশেষ সুযোগ সুবিধা পায়, আর অন্য ছোট দলগুলি তা না পায় তারই জন্য এই সব নগ্ন ষড়যন্ত্র ক'রে রাখা হ'য়েছে। প্রতীক বিষয়ে পার্সেণ্টেজ নীতি দুর্নীতির জনক। এই ষড়যন্ত্রের কারণেই লোক সেবক সংঘকে তার প্রথমবারের পরিচিত প্রতীক থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়েছে। আর বিভিন্ন নির্ব্বাচনে বিভিন্ন প্রার্থীর জন্য বিভিন্ন প্রতীক পেয়ে লোক সেবক সংঘকে নানা অসুবিধার মধ্যে নির্ব্বাচনী লড়াই দিতে হয়েছে—তা' আপনারা সকলেই জানেন।

এবার আমরা নির্ব্বাচনী কমিশনের কাছে দাবী জানালাম—যে, আমাদের সেই পুরোনো প্রতীক ইঞ্জিন আবার তালিকাভুক্ত করা হোক—কারণ আমরা এটা পেতে চাই। এ বিষয়ে দিল্লী দৌড়োদৌড়ি ক'রে মুখ্য নির্ব্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বারম্বার দেখা করে 'ইঞ্জিন' প্রতীকের জন্য চেষ্টা করলাম। অবশেষে আমাদের চেষ্টা ফলবতী হোল। 'ইঞ্জিন' তালিকাভুক্ত করা হোল। এবং বাংলা বিহার উভয় স্থানেই আমাদের ৯ জন প্রার্থীর জন্য ইঞ্জিন ধার্য্য হোল। ইঞ্জিনটা এইভাবে দাবী ক'রে আদায় ক'রে না নিলে, এবারেও বিভিন্ন নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন প্রার্থীর জন্য বিভিন্ন প্রতীক হোত। সেজন্য এই ইঞ্জিনের পথ ধরতে হল। যদিও এতে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি করবে—কিন্তু উপায় ছিল না।

গতবারে কয়েকটি নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে আমাদের প্রতীক ছিল সাইকেল। সেজন্য ঐ সব ক্ষেত্রে লোকের ধারণা হয়েছে আমাদের স্থায়ী প্রতীক বোধ হয় সাইকেল। এবারে পুরুলিয়া নির্বাচন ক্ষেত্রে আমাদের বিরোধী একটি দলকে 'সাইকেল' প্রতীক দেওয়া হয়েছে। এর ফলে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। ভোটারদের মনেও ভুল ধারণা হওয়া স্বাভাবিক এবং এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভুল ধারণা সৃষ্টি করারও অপচেষ্টা চলতে পারে। যাঁরা সংঘের সমর্থক—তাঁরা ভালভাবে সংঘের এবারের প্রতীকের বিষয় না জানা পর্য্যন্ত কিছুটা গোলমাল হচ্ছিল। এখন অবস্থা ঠিক হয়ে আসছে। এবং এবিষয়ে সম্পূর্ণ বিভ্রান্তি যাতে দূর হয় তজ্জন্য সমস্ত বিষয় সকলের জ্ঞাতার্থে লিখলাম। এবং কর্ম্মীদের এবিষয়ে সজাগ থেকে উপযুক্ত প্রচারের ব্যবস্থা করতে জানালাম।

নিবেদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সংঘ

—·—

(সংঘের বিরুদ্ধে অপচেষ্টা সমূহের তথ্যাদি)

ঝালদা নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে তুলিনে ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী শ্রীচিত্তরঞ্জন মাহাতর সমর্থনে লোক সেবক সংঘের শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্তের ভাষণকালে আক্রমণ

যুক্তফ্রণ্ট জনসভায় কংগ্রেসীদের হামলা

২৮-১-৬৯ তারিখে যুক্তফ্রন্টের উদ্যোগে তুলিনে এক নির্ব্বাচনী জনসভা ডাকা হয়। লোক সেবক সংঘের প্রধান সচিব শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত ঐ জনসভায় ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী শ্রীচিত্তরঞ্জন মাহাতর সমর্থনে ভাষণ দিতে যান। ঐ দিন জনসভার বহু আগে থেকেই ঝালদা ক্ষেত্রের কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মাহাতর প্রচারকেরা জনসভা যেখানে হবার কথা—সেই হাটতলার রাস্তার অপর দিকে মাইক বাজাতে থাকে। কয়েকদিন আগে থেকেই ফরোয়ার্ড ব্লক প্রচারপত্র সহযোগে প্রচার করেছিল—ঐ জায়গায় যুক্তফ্রন্টের জনসভা হবে।

বৈকাল ৪টায় জনসভা চলতে থাকে—তখন কংগ্রেসী প্রচারকদের প্রায় দুই শত লোক কংগ্রেসের পোষ্টার পতাকা সহ এবং তার সঙ্গে লাঠি, টাঙ্গী প্রভৃতি অস্ত্রসহ চকে ঢোল বাজিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে শ্রীসৃষ্টিধর সিংদেব কাটিহার ও অঙ্গাঙ্গের নেতৃত্বে সভার দিকে আসতে থাকে। সেই শোভাযাত্রার একটি লোক রিক্সার উপর দাঁড়িয়ে মাইক দিয়ে যুক্তফ্রন্টকে অশ্লীল গালাগাল ও নানাপ্রকার বিরোধী ধ্বনি ও উত্তেজক বক্তৃতা দিতে দিতে আসতে থাকে। ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মীরা এই দেখে সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারদের এই সংবাদ দিয়ে দাবী করেন—ঐ কংগ্রেসী শোভাযাত্রীদের পথে আটক করতে। কারণ নির্ব্বাচনের সময়ে অপর দলের সভার অধিকারকে অন্যায়ভাবে বাধা দেওয়া আইনবিরোধী। আইনে এর প্রতিকার বিষয়ে ব্যবস্থার নির্দেশ আছে।

ভারপ্রাপ্ত পুলিশ এ বিষয়ে কোনো কিছু করলেন না। বরং তারা পরে যা করলেন—তাতে বোঝা গেল যে, সুপরিকল্পিতভাবে উপদ্রবকারীদের সহায়তা প্রদান করার জন্যই যেন তাঁরা উপস্থিত ছিলেন।

কংগ্রেসের ঐ শোভাযাত্রাকারীরা যুক্তফ্রন্টের জনসভার ওপর এসে হামলা করল। লোক সেবক সংঘের বিভূতিবাবু তখন ভাষণ দিচ্ছিলেন। কংগ্রেসী প্রচারকেরা ইঁট পাটকেল ছুঁড়তে সুরু করেন। বিভূতি বাবুর কানের পাশ দিয়ে বড় বড় ইঁট পার হয়ে যেতে লাগল। তিনি আহত হননি। তবে যুক্তফ্রন্টের দিকের তিন জন কর্মী বিশেষ আহত হন। দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। একজনকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। তিনি এখনও হাসপাতালে।

এই ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনা স্থলে এসে উপদ্রবকারীদের প্রতিরোধ করার কোনো ব্যবস্থা না ক'রে জনসভার দিকে লক্ষ্য করে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে থাকেন।

এই ঘটনায় তুলিনে ঝালদায় সর্বত্র প্রবল বিক্ষোভ হয়। প্রতিবাদে ঝালদায় পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভূতি বাবু লিখিতভাবে ২৮শে রাত্রিতেই ঝালদা থানাতে অভিযোগ দায়ের করেন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, নির্বাচনে নিজ নিজ প্রচারের যে অধিকার সকলের আছে তাকে এই ভাবে কংগ্রেসী পক্ষীয়েরা উপদ্রব করে ব্যাহত করতে চান—তাতে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেও যাঁরা আমাদের পক্ষে আছেন, আমাদের সমর্থন করেন—তাঁদের প্রতি অনুরোধ—সর্ব্বপ্রকার প্ররোচনা সত্বেও আমাদের সকলকে শান্ত থাকতে হবে। এবং শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে আমরা গণতান্ত্রিক চেতনার পরিচয় দিয়ে কংগ্রেসী উপদ্রবের জবাব দেব—এই আমাদের সানুনয় অনুরোধ।

জয়পুর নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে কংগ্রেসী উপদ্রব

গাড়াফুসড়ু গ্রামে সংঘের প্রচারে বাধাসৃষ্টি

গত ১৭ই জানুয়ারী তারিখে যুক্তফ্রন্ট তথা লোক সেবক সংঘের প্রার্থীর জন্য প্রচার করতে করতে জীপসহ লোক সেবক সংঘের কর্মীরা গাড়াফুসড়ু গ্রামে যান। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এই গ্রামে জয়পুর নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীরামকৃষ্ণ মাহাতর বাড়ী। জিপটি যখন রামকৃষ্ণবাবুর বাড়ীর সামনে আসে তখন দেখা গেল ২৫।৩০ জন লোক জিপটিকে আটক করে। কর্মীরা রাস্তা ছেড়ে দিতে বললেও তারা যায় না। অনেক পরে তারা যায়—কিন্তু ইতিমধ্যে জিপের প্রতি ঢিল পড়তে থাকে। অবশ্যই ঢিলে কারও গুরুতর আঘাত লাগে নাই। দুইজন কর্মীর হাতে ও মাথায় ঢিল পড়ে।

এই সংবাদটি মুক্তিতে প্রকাশিত হয়। এই সংবাদ প্রকাশ হইবার পর জনৈক শিক্ষক যিনি গাড়াফুসড়ু স্কুলে শিক্ষকতা করেন তিনি একটি প্রতিবাদ পত্র প্রকাশ করেন। এর উত্তরে আমাদের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত নিম্নলিখিত এই বিবৃতিটি দিতেছেন :—

জয়পুর নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে গাড়াফুসড়ু গ্রামে কংগ্রেস প্রার্থীর বাড়ী। সেখানে লোক সেবক সংঘের জীপ প্রচার করতে গেলে সেই গাড়ীতে ঢিল ছোড়া হয়। এবং নানা উপদ্রবের চেষ্টা হয়। সেই সংবাদ মুক্তিতে প্রকাশিত হ'লে পরে—তা মিথ্যা ব'লে কংগ্রেস প্রার্থীর পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে। আমি সেটি দেখলাম।

আমি ঐ গাড়ীতে নিজে ছিলাম। মুক্তিতে সংঘের পক্ষ থেকে যা প্রকাশিত হয়েছে তার প্রত্যেকটি অক্ষর সত্য। কংগ্রেস প্রার্থীরা এই জিলায় মিথ্যা প্রচার ছাড়া আর কিছুর ধার ধারেন না। এই বিজ্ঞপ্তিটি তার একটি জলন্ত উদাহরণ।

জয়পুর নির্বাচন ক্ষেত্রে কংগ্রেসী নগ্ন বিসদৃশ মিথ্যাচার

জয়পুর নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীরামকৃষ্ণ মাহাতর সমর্থনে এক জনসভার প্রচারপত্রে বোপো, সিধী, ঘাগরা অঞ্চলের বহু গণ্যমান্য এমন ব্যক্তির নাম কংগ্রেসী প্রচারপত্রে দেওয়া হইয়াছে—যাহারা প্রকাশ্যে লোক সেবক সংঘ তথা যুক্তফ্রন্টের প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা লইয়া কাজ করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে জন কয়েক আছেন যাঁহারা সংঘের বিশিষ্ট সহায়ক ও যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন দলের কর্মী ও সদস্য। সকলেই অনুমেয় যে, এই সমস্ত ব্যক্তির নাম তাদের বিনা অনুমতিতে প্রচারপত্রে দেওয়া হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত গ্লানীজনক, নিন্দনীয়, প্রতারণার কাজ। নির্বাচনে এইভাবে গণতান্ত্রিক অধিকারকে বঞ্চনার দ্বারা দূষিত করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। ঐ অঞ্চলবাসীরা এই প্রচারপত্রের দ্বারা যেন বিভ্রান্ত না হন—তজ্জন্য আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছি।

পোষ্টার নষ্ট করার কার্যধারা—

সংবাদ পাইতেছি এবং নিজেরাও দেখিতেছি যে, বহু স্থানে পরিকল্পনা সহকারে আমাদের পোষ্টার প্রভৃতি দেওয়াল হইতে ছিঁড়িয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা সঙ্গত মনোভাবের পরিচয় নয়। গণতান্ত্রিক অধিকার এই প্রচারের সুযোগ সকলকে দেওয়া উচিৎ। আমাদের সমর্থক যাহারা তাঁহাদেরও আমরা বলি যে, আমাদের বিরোধীদের পোষ্টার প্রভৃতি নষ্ট করার কার্যধারা কেহ না গ্রহণ করেন তাহাই উচিৎ। অবশ্য নিজের বাড়ীর দেওয়ালে কাহারও পোষ্টার লাগাইতে আপত্তি থাকিলে, তিনি আপত্তি করিতে পারেন বা নিজের দেওয়াল হইতে নিজের অবাঞ্ছিত প্রচারপত্র সরাইতে পারেন। অপরের দেওয়াল হইতে কাহারও প্রচারপত্র নষ্ট করা সমীচীন বলিয়া মনে করিও না। গণতান্ত্রিক সুযোগ ও সহনশীলতার ক্ষেত্র করা প্রয়োজন।

পুরুলিয়া
৩০।১।৬৯

নিবেদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সংঘ

———•———

সারা বাংলার ডাক ঃ কংগ্রেসকে সরাও

সংগ্রামকারী দলগুলি এক হও ঃ জনশাসন কায়েম করো

কায়েমীস্বার্থের অংশীদার আরো যে দলগুলি ভোটে অবতীর্ণ, তাহাদেরও এই ভোটে দুরীভূত করো

কারণ কংগ্রেসের স্বরূপ এই—

কেননা, বিশ বৎসরের অযোগ্য অত্যাচারী কংগ্রেসী কুশাসন আমাদের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহা এই—

(১) জনগণের উন্নতির পরিবর্ত্তে ২০ বৎসর ধরিয়া জনগণের খাজনার টাকা, জাতির টাকা লুণ্ঠন করিয়াছে।

(২) কৃষির জন্য নির্দ্ধারিত হাজার হাজার কোটী টাকা কংগ্রেসী শাসনে লুঠ হইয়াছে।

(৩) আজও সেচের কিছুই হয় নাই, নিষ্পেষিত চাষী সাহায্য পায় নাই—চাষী মরিতে চলিয়াছে।

(৪) কংগ্রেসের অযোগ্য শাসনের ফলে দেশে খাদ্যের উন্নতি না হইয়া ভয়াবহ অবনতি হইয়াছে।

(৫) চারিদিকে খাদ্যকষ্ট ও হাহাকার নিত্য বাড়িয়া চলিতেছে—নিত্যদুর্ভিক্ষ, অনাহার মৃত্যু।

নিজস্বার্থে কংগ্রেস যে দুর্নীতি ও অত্যাচারের রাজত্ব সৃষ্টি করিল

(১) কংগ্রেস শোষণকারী ধনী পুঁজিপতি, চোরাকারবারী, মুনাফাখোর, মজুতদারের দল।

(২) কায়েমী স্বার্থের ধারক ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বাহক, সমাজ-বিরোধী জনশত্রুদের দল।

(৩) তাইচলিতেছে জনশোষণ, লুঠ, দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি, তৈরী করা অনটন, খাদ্য পাচার ও খাদ্যে ভেজাল।

(৪) কংগ্রেসের স্বার্থে হাকিম, হুকুম, পুলিস পাইকদের অবাধ দুর্নীতি, জুলুম ও ঘুষের রাজত্ব চলিয়াছে।

(৫) অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ কংগ্রেসী অনাচার সমূহের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া পাইয়াছে—লাঠি গুলি, খুন, বর্ব্বরতা, দমন, পীড়ন, অত্যাচার।

কংগ্রেসী শাসনে সমাজবাদের নামে যে লুঠ চলিল

(১) দেশের কোটি কোটি টাকা লুঠ করিয়া সুখ হয় নাই—বিদেশের কাছে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ করিয়াছে।

(২) পঞ্চবার্ষিকীর নামে ঋণ করিয়া অযোগ্য প্রকল্পগুলিতে অপব্যয় ও লুঠ করিয়া অজস্র টাকা বরবাদ করিয়াছে।

(৩) ফলে ভারতবর্ষের পঞ্চাশ কোটি মানুষ আজ কংগ্রেসের পাপে ঋণগ্রস্ত। প্রত্যেকটি শিশুনারী বৃদ্ধ যুবার মাথা প্রতি একশত টাকা ঋণ।

(৪) কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রবাদ ধোঁকা মাত্র, মুষ্টিমেয় ধনীদের অবাধ সুযোগ দিয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে শোষণের। ভারতের ৭৫টি শিল্পপতি পরিবার আজ দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ জাতীয় সম্পদের মালিক। বাকী ২৫ ভাগ সম্পদ মাত্র দেশের বাকী ৫০ কোটী জনগণের ও সরকারের !!!

(৫) সেজন্য দেশের অন্যান্য সকল শ্রেণী আজ লুণ্ঠিত বঞ্চিত—চাষী, শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, কারিগর ছোট ব্যবসায়ী, ক্রেতা ও বিক্রেতা, আর দেশের অগণিত মানুষ আজ বঞ্চিত, শোষিত, নিগৃহীত।

তাই অত্যাচারিত শোষিত মানুষের অভিযান সুরু হইল—

(১) তাহারা বিগত নির্ব্বাচনে ১৭টী রাজ্য হইতে এই পাপ কংগ্রেসী শাসন বিতাড়িত করিল।

(২) জনগণের দাবীতে বিভিন্ন প্রগতিশীল দলগুলির মিলনে বিভিন্ন রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হইয়া জনগণের শাসন কায়েম করিল।

(৩) পশ্চিম বাংলায় ১৪টি দলের সরকার গঠিত হইয়া জনগণের জীবনে নূতন আশা ও সুযোগের দ্বার উন্মোচন করিল।

(৪) কংগ্রেস সরকার তখন খাদ্য ভাণ্ডার রাজকোষ শূন্য করিয়া গিয়াছে—তথাপি যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতা হাতে লইয়া দুর্ভিক্ষে অভূতপূর্ব সাহায্য, শিক্ষক কর্ম্মচারীদের উন্নতি ও দ্রুত বিবিধ উন্নয়ন ব্যবস্থা করিল।

তখন আবার গণতন্ত্রের শত্রু কংগ্রেস কি করিল শুনুন

১) জনগণের ভোটের রায়ে বিতাড়িত হইয়া ভদ্রলোকের মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল না। লক্ষ লক্ষ টাকার থলি লইয়া যুক্তফ্রন্টের সদস্য ভাঙ্গাইবার হীন চক্রান্তে গণতন্ত্রকে দূষিত করিতে অপচেষ্টা করিতে লাগিল।

২) তাহাতে ব্যর্থ হইবে ভাবিয়া এই ষড়যন্ত্রকারী কংগ্রেস কেন্দ্রীয় আইনের সাহায্যে বেআইনীভাবে যুক্তফ্রন্টের আইনসভা ডাকিবার অধিকার ছিনিয়া লইল।

৩) তাহার পর সংবিধান পদদলিত করিয়া বেআইনীভাবে এক জাল তাঁবেদার মন্ত্রীসভা খাড়া করিয়া জনগণের শাসনের অবমান করিয়া গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করিল।

৪) এই অবৈধ ঘোষমন্ত্রীসভা—কংগ্রেস ও দলত্যাগীদের মিলিত এই শাসন চক্রান্ত রচনা করিয়া মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহকে চারিদিক হইতে টিপিয়া মারিতে লাগিল।

৫) এই স্বৈরাচারের প্রতিবাদে মানুষ আগাইয়া আসিলে সে অত্যাচার, নৃশংসতা, লাঠি, গুলি, টিয়ারগ্যাস বর্ব্বর পৈশাচিকতা করিল, চরম অরাজকতার সৃষ্টি করিল।

ইহার প্রতিবাদে সারা বাংলার মানুষ গর্জ্জন করিয়া উঠিল

১) যুক্তফ্রন্টের ১৪টি দলের ঐক্যবদ্ধ যুক্ত নেতৃত্বে অপূর্ব্ব সংগ্রাম অভিযান আরম্ভ হইল।

২) ৪৫ হাজার নরনারী লাঠি, গুলি, জেল উপেক্ষা করিয়া সত্যাগ্রহ বরণ করিল—যাহা একটি সত্যাগ্রহে ভারতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব।

৩) যুক্তফ্রন্ট অগণতান্ত্রিক লাটতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া নির্ব্বাচন দাবী করিল।

৪) সারা বাংলা আলোড়নকারী অভিযানের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্ব্বাচন স্বীকার করিতে বাধ্য করিল।

৫) সেই নির্বাচন আগত। সত্যাগ্রহে যে যুক্তফ্রন্ট অপূর্ব ঐক্যশক্তি ও শৃঙ্খলা প্রদর্শন করিল—প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় দিল—সেই যুক্তফ্রন্ট আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসকে বহিষ্কার করিয়া জনগণের শাসন কায়েম করিবে —ইহা অবধারিত।

যুক্তফ্রন্ট শাসন ও কংগ্রেসী শাসনের তুলনা এইখানে করুন

১) ১৯৬৭ সালের নির্ব্বাচনের পূর্ব্ব মুহূর্তে পুরুলিয়া জেলায় ভয়াবহ অজন্মা সত্ত্বেও তখন জেলার ধান জেলায় রাখিবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়াও কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী রাত্রিযোগে রেলওয়াগনে ভর্ত্তি করিয়া এই জেলার অবলম্বন কয়েক লক্ষ মণ ধান এই জেলা হইতে নৃশংস অপহরণকারীর মত কাড়িয়া লইয়া গেলেন।

২) খাদ্যে সরকারী সরবরাহ নাই—অথচ এই লুণ্ঠন। জেলার সরকারী ভাণ্ডার ধান শূন্য হইল—চাষীর হাতেও ধান নাই। কংগ্রেসের বন্ধু চোরাবাজারী মজুতদারেরা সুযোগ বুঝিয়া দারুণ মূল্যবৃদ্ধি চালাইল—খাদ্যের অভাবে মানুষ মরিতে লাগিল।

৩) সেই সময় বিধাতার আশীর্বাদের মত যুক্তফ্রন্ট শাসন দখল করিল। সরকারী তহবিলে অর্থের অভাব সত্ত্বেও পুরুলিয়া বাঁকুড়া প্রভৃতির জন্য বিবিধ সহায়তা ছুটিয়া আসিল। প্রতি মাসে জেলার জন্য দেড় লক্ষ মণ খাদ্য পাঠাইতে লাগিল।

৪) সঙ্গে সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট এই জেলায় শত শত লঙ্গরখানা, চীপ ক্যানটিন, লক্ষ লক্ষ টাকার জি, আর, টি, আর, লক্ষ লক্ষ টাকার কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করিল। সমস্ত স্কুলে ছাত্রদের জন্য আহার, এক বছরের খাজনা মকুব করিল। ট্রাকে ট্রাকে জল আনিয়া তৃষ্ণার্ত মানুষকে রক্ষা করিল।

৫) অগণিত ক্ষুধিত মানুষ খাদ্য পাইল। সেই কারণে এই বছরে চুরি ডাকাতি বন্ধ রহিল। ২০ বছর ধরিয়া কংগ্রেস অনাহার মৃত্যু ও দুর্ভিক্ষ অস্বীকার করিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষকে খাদ্যে বঞ্চিত করিয়াছে। আর যুক্তফ্রন্ট সঙ্গে সঙ্গে আর্ত বিপন্ন মানুষকে বাঁচাইতে আগাইয়া আসিল। যুক্তফ্রন্ট ও কংগ্রেসে তফাৎ কোথায় এই একটি বিষয়েই নগ্নভাবে প্রকাশিত।

আর যুক্তফ্রন্ট শাসনের শরিক লোক সেবক সংঘের ভূমিকা

১) কংগ্রেসী শাসনকে তাড়াইয়া লাঞ্ছিত বঞ্চিত মানুষকে রক্ষা করিতে যে যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজন ছিল—বাংলার দলগুলিকে এক করিয়া সেই যুক্তফ্রন্ট গঠন করিতে লোক সেবক সংঘ সেদিন যে অগ্রণীর ভূমিকা ও ঐক্যবোধের পরিচয় দিয়াছে তাহা সারা বাংলার মানুষের কাছে বিদিত।

২) মন্ত্রিত্বে যাইবার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও, জেলার তীব্র জনমতের কারণে লোক সেবক সংঘকে মন্ত্রিত্বে যুক্ত হইতে হয়।

৩) যুক্ত হইয়া এই জেলার দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম বিষয়ে—এই জেলার জন্য যুক্তফ্রন্টের কাছ হইতে বিশেষ দায়িত্বের স্বীকৃতি বিষয়ে লোক সেবক সংঘ যাহা করিয়াছে—তাহা সকলে জানেন।

৪) পশ্চিমবঙ্গ তথা বিহারের যুক্তফ্রন্ট শাসনের কাছ হইতে জেলার জনগণের স্বার্থ ও অধিকার সমূহ আনিতে লোক সেবক সংঘের প্রতিনিধিত্বের যে উপযোগিতা আছে, তাহা ছাড়াও সংঘের এই প্রতিনিধিত্বের অন্য বিশেষ উপযোগিতাও যাহা আছে জেলাবাসী তাহাও জানেন।

(৪) সুদীর্ঘ ২০ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসী শাসনের কাছ হইতে বহু আন্দোলন করিয়া বহু যোগাযোগ করিয়া লোক সেবক সংঘ অগণিত অধিকার, সুযোগ সুবিধা জেলার জন্য আনিয়াছে।

(৫) যুক্তফ্রন্ট যাইবার পরও, এই লাটতন্ত্রের সময়েই রাজ্যপালের কাছে দাবী করিয়া জেলা হইতে ধান চাল নেওয়া বন্ধ করা, জেলায় যতটুকু হোক রিলিফ প্রভৃতি ব্যবস্থা করা, জেলায় ধান সংগ্রহ বিষয়ে বি, ডি, ও, প্রভৃতির উপদ্রব বন্ধ করা প্রভৃতি বহু বিষয়ে লোক সেবক সংঘ জনগণের দাবী আদায় করিয়াছেন।

লোক সেবক সংঘের সংগ্রাম জীবনের ভূমিকা

(১) লোক সেবক সংঘ তাহার দীর্ঘ জীবন ইতিহাসে জনগণের অধিকার ও স্বার্থে অগণিত সংগ্রাম করিয়াছে।

(২) ভাষার সংগ্রাম —বঙ্গ সত্যাগ্রহ অভিযান, লেভীর সংগ্রাম,—ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম—হালজোয়ালের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম,—সরকার গাড়ীর ট্যাক্স মকুবের সংগ্রাম—খাদ্য চলাচল আইনের প্রতিরোধে সংগ্রাম,—রিলিফ আদায় সংগ্রাম প্রভৃতি সংগ্রাম ইতিহাস লোক সেবক সংঘের তথা এই জেলার অগণিত মানুষের গণশক্তির বিপুল সাফল্যের পরিচায়ক।

(৩) সমগ্র জেলার জন্য বহু সুযোগ সুবিধা স্বার্থ ও অধিকার আদায়ের সঙ্গে বহু মানুষের বা বহু গোষ্ঠির ন্যায়সঙ্গত, ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা সমূহের জন্যও লোক সেবক সংঘ আন্তরিকতার সহিত বহু চেষ্টা করিয়া গিয়াছে এবং সে সমস্ত বিষয়ে বহু সফলতাও অর্জন করিয়াছে।

(৪) কায়েমীস্বার্থের আধার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লাঞ্ছিত নিগৃহীত মানুষের যে সংগ্রাম চলিয়াছে—সেই সংগ্রামের প্রয়োজনেই এই জেলায় গণশক্তির আধার রূপে গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৫) পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পরিপ্রেক্ষিতে লোক সেবক সংঘের ভূমিকা আজ বৃহত্তর। কারণ বাংলাকে আজ জন শাসন দিতে হইবে। নতুবা বাংলা তথা ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

ভোট দিবার সময় এই সমস্ত ইতিহাস যারা আপনাকে সত্য বিচারে ন্যায় বিচারে সহায়তা দিক্ এই কামনা করি।

যুক্তফ্রন্ট ও কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য দলের ভূমিকা

(১) জনসংঘ, লোকদল, আই, এন, ডি, এফ, পি, এস, পি, চাষী সংঘ প্রভৃতি অন্যান্য দলগুলির আজ রাজনৈতিক মূল্য কিছু নাই। কারণ ইহারা প্রত্যেকে এক এক বিচ্ছিন্ন। ইহাদের দ্বারা শাসন যন্ত্র দখল সম্ভব নয়।

(২) ইহাদের মধ্যে কতকগুলি দল কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাহারা চাহিতেছে ক্ষমতায় আসন পাইয়া কংগ্রেসের শোষণের ধারাটা তাহাদের হাতে আসুক।

(৩) ইহাদের মধ্যে কতকগুলি দল আবার সাম্প্রদায়িকতাবাদী প্রতিক্রিয়াশীলের গোষ্ঠিভুক্ত।

(৪) ইহাদের মধ্যে কয়েকটীর উদ্ভব বিশ্বাসঘাতক দলত্যাগীদের দ্বারা যাহারা সুবিধাবাদী গণতন্ত্রের শত্রু, যাহারা আপন নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে বিশ্বাসভঙ্গকারী।

(৫) ইহাদের মধ্যে কতকগুলি দল সত্যকার কংগ্রেস বিরোধী নয়, কংগ্রেসের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া কংগ্রেস বিরোধী ভোট ভাগ করিয়া কংগ্রেসকে জয়যুক্ত করার কাজে নিযুক্ত। ইহাদের সব চিনিতে হইবে।

সুতরাং আজ দেশের শত্রু কংগ্রেসকে বিতাড়িত করিতে হইলে এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন প্রচ্ছন্ন দলগুলি হইতে সাবধান হইতে হইবে এবং যুক্তফ্রন্ট ছাড়া ইহার আর অন্য কোনো পথ আজ নাই।

সেজন্য ভোট দিবার সময় এই সমস্ত ইতিহাস যারা আপনার মনে জাগ্রত থাকিয়া আপনার সত্য, বিচারে, ন্যায় বিচারে ইহা আপনার সহায়ক হউক এই কামনা করি।

পুরুলিয়া
১২।৩৭

নিবেদিকা—সাবণ্যপ্রভা ঘোষ
পরিচালিকা লোক সেবক সংঘ

—•—

পুরুলিয়ায় যুক্তফ্রণ্টের বিশাল নির্বাচনী সভা

প্রাক্তন স্পীকার শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃপ্ত ভাষণ

বিধান সভার চাবী আমার হাতে—আমিই চাবী খুলবো

মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচনে যুক্তফ্রণ্টের জয় অবশ্যম্ভাবী

যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার প্রাক্তন স্পীকার এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নির্ব্বাচনী সফরের উপলক্ষ্যে গত ২০শে জানুয়ারী তারিখে পুরুলিয়া পরিদর্শন করেন এবং লোক সেবক সংঘের উদ্যোগে ও যুক্তফ্রন্টের সহযোগিতায় আয়োজিত পুরুলিয়া সহরে ও গড়জয়পুর গ্রামের দুইটি বিশাল নির্ব্বাচনী জনসভায় ভাষণদান করেন।

পুরুলিয়া রাস ময়দানে যুক্তফ্রন্টের সমর্থিত লোক সেবক সংঘের প্রার্থী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্তের সমর্থনে দশ সহস্রাধিক শ্রোতার বিশাল সমাবেশে ইতিহাস-বিশ্রুত ও স্বনামধন্য প্রাক্তন স্পীকার শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান বক্তা ছিলেন এবং লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রাক্তন মেয়র ও প্রাক্তন স্পীকার শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয় এবং পুরুলিয়ার নাগরিকগণের পক্ষে শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায়; যুক্তফ্রন্টের পক্ষে শ্রীপ্রহ্লাদ বাউরী; লোক সেবক সংঘের পক্ষে শ্রীসমরেন্দ্র নাথ ওঝা এবং শিক্ষক-শ্রমিক ও সরকারী কর্ম্মচারীদের সংস্থার পক্ষ থেকে শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাল্যদান করেন। পৌর সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে এই সভায় শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি মানপত্র প্রদান করা হয় এবং শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায় ঐ মানপত্রটি পাঠ করেন।

শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ

ঋষি নিবারণচন্দ্র ও সর্ব্বত্যাগী অতুলচন্দ্রের ত্যাগ, সংগ্রাম ও সাধনার ঐতিহ্যমণ্ডিত পুরুলিয়া জেলার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে তিনি কোনও বিশেষ পদমর্য্যাদার গৌরব নিয়ে এখানে আসেন নি—তিনি একজন সাধারণ নাগরিকরূপে তাঁর বক্তব্য ও যুক্তি তথ্য নির্ব্বাচনী জনসভায় পেশ করবেন।

মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচনের বৈশিষ্ট্য

তিনি বলেন যে এই আসন্ন মধ্যবর্ত্তীকালীন নির্ব্বাচন অন্যান্য সাধারণ নির্ব্বাচনের মত দেশের শাসনব্যবস্থা গঠনের উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক নির্ব্বাচন মাত্রই নয়—ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের মৌলিক নীতি ও আদর্শ এবং ভারতীয় সংবিধানের মূল্য ও মর্য্যাদা নিরূপণের গুরুতর প্রশ্নাদি এই মধ্যবর্ত্তীকালীন নির্ব্বাচনের মধ্যে নিহিত আছে। দেশের সাধারণ মানুষের মতের কি দাম আছে—তার গণতান্ত্রিক অধিকারের মূল্য কতটুকু এবং ভারতীয় সংবিধান স্বীকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূল্য ও মর্য্যাদা কতটুকু তা এই মধ্যবর্ত্তীকালীন নির্ব্বাচনের মাধ্যমে নিরূপণ করতে হবে।

সংবিধান সম্মত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জ্জনকারী কোনও দল বা দলগোষ্ঠীর বৈধভাবে গঠিত সরকার বা শাসনব্যবস্থাকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে ছলে বলে ও কৌশলে দলত্যাগ ঘটিয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রতিপন্ন করার অন্যায় ও অবৈধ প্রচেষ্টা যদি চলে—তবে সেই দেশে গণতন্ত্র কখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। উপরন্তু দেশের তথাকথিত শাসন ব্যবস্থায় দলত্যাগীদের প্রতি উপযুক্ত শাস্তিবিধানের পরিবর্তে মন্ত্রীত্বের মূল্য ও মর্য্যাদা দান করে

পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা যদি চলতে থাকে তবে সেই দেশে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য। নির্ব্বাচক মণ্ডলীর নিকট একরকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্ব্বাচিত হবার পর নির্ব্বাচক মণ্ডলীর অজ্ঞাতে ও গোপনে দলত্যাগ করে অন্য দলে নাম লেখানোর জঘন্য অপরাধকে শাস্তিদান করা হবে, না পুরস্কৃত করা হবে—তার সুস্পষ্ট রায় এই মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচনে দিতে হবে।

গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হলে—গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সজীবতা আনতে হলে—তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হলে—দলত্যাগের কঠোর শাস্তি বিধান করতে হবে এবং ঐরূপ দলত্যাগে উৎসাহদানকারী দল বা উপদলকে জাতীয় জীবন থেকে সমূলে উৎপাটন ও নিশ্চিহ্ন করতে হবে। তাছাড়া জনমতের উপর কোনও এক ব্যক্তি তাঁর পদাধিকার বলে উপেক্ষা ও অমর্য্যাদা প্রদর্শন করবেন—কোটী কোটী জনসাধারণের সুস্পষ্ট মত বা রায়কে পদদলিত করবেন—এই ঘৃণ্য দুর্নীতিকে যদি সংবিধানের স্বীকৃতির অপচেষ্টা হয়—তবে সেই সংবিধানের কাঠামোও তাসের ঘরের মতই ভেঙ্গে পড়বে। সুতরাং এই নীতিগত মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কেও আসন্ন মধ্যবর্ত্তীকালীন নির্ব্বাচনে সুস্পষ্ট অভিমত জ্ঞাপন করতে হবে। সুতরাং এই সব গুরুতর মৌলিক প্রশ্ন এই নির্ব্বাচনের মধ্যে নিহিত থাকায় এই মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচনের এত গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য।

কংগ্রেসের রামরাজত্ব

মহাত্মা গান্ধীর পরিচালিত কংগ্রেস বিদেশী শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করে দেশের হরিজন, আদিবাসী ও আপামর জনসাধারণের জন্য রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর স্বরাজ অর্জ্জন করে কংগ্রেস গত একুশ বৎসরের শাসনে পঞ্চান্ন কোটী চাষী, মজুর, মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য সম্প্রদায় অধ্যুষিত ভারতে যে "রাম রাজত্ব" প্রতিষ্ঠা করেছে—তা টাটা-বিড়লা-ডালমিয়া প্রমুখ ভারতের প্রায় দেড়শটি পুঁজিপতি ও শিল্পপতি পরিবারের রামরাজত্ব। দেশের আপামর জনসাধারণ সমানভাবে স্বাধীনতা উপভোগ করার এবং দেশের সুখ দুঃখের সমান অধিকারী হয়ে একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলার কংগ্রেসের এই প্রতিশ্রুতি এখন বিরাট ধোঁকাবাজী ছাড়া আর কিছু নয়। সাধারণ মানুষের শুধু একটু বেঁচে থাকার দাবী সেটুকুও কি আজ পূর্ণ হয়েছে?

ভারতবর্ষের বাইরে অনেক দেশ গেছি—ভারতের মতই দীনদরিদ্র দেশ একসঙ্গে স্বাধীনতালাভ করেছে এমন দেশও ঘুরে দেখেছি—কিন্তু কোথাও ভারতের মত এমন শোচনীয় দুর্দ্দশা ও দুরবস্থা চোখে পড়ে নি। শাসন ব্যবস্থার এমন অপদার্থতা ও অযোগ্যতার শোচনীয় দৃষ্টান্ত আর একটিও নেই।

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর কংগ্রেসেরও মৃত্যু ঘটেছে। এখন কংগ্রেসের প্রেতাত্মা দেশের স্কন্ধে চেপেছে।

গান্ধীজীর আমলের দীন-দরিদ্র ও চাষীভূষোর কংগ্রেসের সদর অফিস এখন স্থাপিত হয়েছে কলিকাতার সর্ব্বাপেক্ষা অভিজাত মহল্লা চৌরঙ্গী রোডের ওপর নয়তালা বা চৌদ্দতালা এক বিরাট অট্টালিকায়। আর কেরাসীন তেলের আলোর বদলে চোখ ঝলসানো নিওন লাইটের মালা সেই অভিজাত মহল্লার চৌরঙ্গী রোড ও পার্ক ষ্ট্রিটের মোড়ে মহাত্মা গান্ধীর একটি পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। এই পার্ক ষ্ট্রিটের ছোট বড় সব হোটেল ও রেস্তর্াঁয় দিবারাত্র মদের ফোয়ারা ছুটতে থাকে ও বিবিধ আমোদ প্রমোদের হৈ হুল্লোড় চলে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে সেই প্রাণহীন গান্ধী মূর্তি যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও দৃষ্টিলাভ করতো তবে গান্ধীজী স্বচক্ষে দেখতে পেতেন যে স্বাধীন ভারতে তাঁর "বদেশী ও হাসী ভক্ত ও শিষ্যের দল" কিভাবে মদের স্রোতে গা ভাসাচ্ছে এবং ব্যভিচার ও দুর্নীতিতে ডুবে আছে।—আগে যেখানে কংগ্রেস সেবা করেছে ও সংগ্রাম করেছে—যেখানে দীনাতিদীন

মানুষের দুঃখ ও সমবেদনায় কংগ্রেসীদের প্রাণ কেঁদেছে—এখন সেই কংগ্রেসের তেরতলা অট্টালিকার নীচে ফুটপাতে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় অবস্থায় উন্মুক্ত আকাশের তলে মানুষ দিবারাত্রি যাপন করছে আর ক্ষুধার তাড়নায় কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে ডাইবিন (আস্তাকুড়) থেকে উচ্ছিষ্ট আহরণ করে পেটের ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করছে। **একুশ বৎসরের কংগ্রেসী শাসনের পর স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসী রাম রাজত্বের এই হোল স্বরূপ!** যারা খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল দিয়ে সমগ্র জাতিকে হত্যা করছে—তারাই হোল কংগ্রেসের মধ্যমণি।

কংগ্রেসের অন্তিম অবস্থা

এই সব পাপ ও অনাচারের ফলে কংগ্রেসের আজ অন্তিম অবস্থা উপস্থিত। কংগ্রেস আজ কেবল ধাপ্পাবাজ লোকদের স্বার্থসিদ্ধির আখড়ামাত্র—সেইজন্য কংগ্রেস জনসমর্থন সম্পূর্ণভাবে হারিয়েছে—গণসংযোগ থেকেও পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তাই এই নির্বাচনের প্রাক্কালে কোথাও জনসভা অনুষ্ঠানের সাহস কংগ্রেসীদের হচ্ছে না—জনসাধারণের সম্মুখীন হবার সাহস আর তাদের নেই। সেইজন্য দিল্লী থেকে দাদা ও দিদিমণিদের অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্রভৃতিদের আমদানী করে কংগ্রেসী জনসভায় লোক আকৃষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে। এই জনশত্রু কংগ্রেসকে চিরকালের মত সরিয়ে দিতে হবে—দেশের মাটী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। অন্তিম দশাগ্রস্ত কংগ্রেসের গলিত শব দেহের আবহাওয়াকে আরও পঙ্কিল ও দূষিত যাতে করে তুলতে না পারে সেইজন্য কংগ্রেসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আশু সম্পন্ন করতে হবে। বাংলা দেশ থেকে কংগ্রেস মুছে গেছে—আর সারা ভারতকেও পথ দেখাবে বাংলা।

যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা

আজ সাধারণ মানুষের সংগ্রামের হাতিয়াররূপে যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠেছে—আজ যুগের দাবীতে দেশের ঐতিহাসিক প্রয়োজন মেটাতে যুক্তফ্রন্টের আবির্ভাব! সুতরাং জন অধিকার অর্জনে যে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে—স্বার্থ রক্ষার জন্য যে সাংগঠনিক শক্তি গড়ে তুলতে হবে—তার মাধ্যম হোল এই যুক্তফ্রন্ট। এই যুক্তফ্রন্টকে শক্তিশালী করার দ্বারাই জনসংগ্রামকেও সাফল্য ও সিদ্ধির পথে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। এই আসন্ন মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনেও সেই গণসংগ্রামকে তীব্রতর করে তোলার জন্য যুক্তফ্রন্টকে পূর্ণ জয়যুক্ত করতে হবে।

স্পীকারের ঐতিহাসিক রুলিং

শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রুলিং প্রসঙ্গে বলেন যে—বিধান সভার মর্য্যাদা এবং সদস্যদের অধিকার রক্ষা স্পীকারের পবিত্র দায়িত্ব। দেশের কোটী কোটী নরনারীর ভোটে নির্বাচিত বিধানসভা তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের গঠিত মন্ত্রীসভা অপসারণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত একমাত্র বিধানসভাই গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা খারিজ করার যে ফতোয়া পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল প্রদান করেন—তা সম্পূর্ণরূপেই সংবিধান ও গণতন্ত্র-বিরোধী। যেহেতু গণতান্ত্রিক ও সংবিধান-সম্মতভাবে বিধানসভা বাতিল হয় নি—সেই হেতু ঘোষ-কংগ্রেস কোয়ালিশনে নূতন মন্ত্রীসভাও কোনওমতে আইনসিদ্ধ ছিল না। অতএব এই "ফালতু" মন্ত্রীসভার বিধানসভার অধিবেশন ডাকার কোনও অধিকার ছিল না—সেইজন্য আইন ও সংবিধানের দৃষ্টিতে আমি উপরোক্ত বিধানসভার অধিবেশন মুলতবী রাখার জন্য রুলিং দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। এই কাজ না করলে আমাকে পরিষদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায় রচনার দুরপনেয় কালিমা ও অপমানের বোঝা বহন করতে হোত।

এই ঘটনার পরে সারা ভারতের স্পীকারদের যে সম্মেলন হয়েছিল সেই সম্মেলন আমার রুলিংকে সমর্থন করে সুস্পষ্ট অভিমত প্রদান করেন যে রাজ্যপাল বিধান সভা বাতিল করতে পারেন না। আরও ঐ রুলিংএর

কংগ্রেসের অভিসন্ধি

চারিদিকে পরিস্থিতি দেখে কংগ্রেসের নাভিশ্বাস উপস্থিত হয়েছে। কোন রকমে নির্বাচনকে বানচাল করার অভিসন্ধি নিয়ে কংগ্রেস ফাঁক খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার পরিচয় আমরা এখানেই কালদা, জয়পুর, প্রভৃতি নির্বাচন ক্ষেত্র গুলিতেই পাচ্ছি।

কংগ্রেস চাইছে কোন রকম অশান্তির সৃষ্টি করে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যাতে নির্বাচন পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। নির্বাচনের পূর্বে বা কোট গ্রহণ কেন্দ্রে গোলমাল বাধান দ্বারা হাঙ্গামা করা তার একটা কার্য্যক্রম হয়েছে বলে আমরা জানি।

কালদা থানার তুলিন প্রভৃতি কয়েকটা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে জয়পুর থানার জয়পুরে এবং আরও দু একটি কেন্দ্রে কংগ্রেসের লক্ষ থেকে এই মতলবে ব্যবস্থা করা চলছে। আমরা কর্তৃপক্ষকে পূর্বেই জানিয়ে রাখলাম।

কলিকাতায় সম্প্রতি সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ইংরাজী কাগজ ষ্টেটস্‌ম্যান যে অন্যান্য কংগ্রেসের ঠিকাদার কাগজগুলির মধ্যে অন্যতম—এক ইংরাজের লিখিত এমন এক প্রবন্ধ প্রকাশ করে যাতে হজরত মহম্মদের সম্বন্ধে কটুক্তি করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। স্বাভাবিক ভাবেই মুসলমান সমাজ থেকে এর প্রতিবাদ হয়। এবং তারা কলিকাতার ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার অফিসে ঘেয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। ঘটনাটি ঘটে ৩১শে জানুয়ারী শুক্রবার। ফলে কংগ্রেসী রাজ্যপালের পুলিস আসে গুলী করে; চার জন মুসলমান মারা যায়। যুক্তফ্রন্টের নেতৃবর্গ পুলিসের কাজের তদন্ত দাবী করে এক বিবৃতি দেন। ষ্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদক তার ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চান।

এরপর অবশ্যই শান্তি স্থাপিত হয়েছে সমস্ত কলিকাতায় ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছিল তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

এই ভাবেই নানা প্রকারে মধ্যবর্তী নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু তা সফল হবে না।

জবাব দেবেন কি?

পুরুলিয়া ১নং ব্লকের গাড়াফুলডো গ্রামের ১নং প্রাথমিক স্কুলের গৃহ সংস্কারের জন্য উক্ত স্কুলের শিক্ষক শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র লিংকে ৪০০৲ টাকা অগ্রিম স্বরূপ প্রায় ছয় মাস পূর্বে দেওয়া হয়; কিন্তু স্কুল গৃহের প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্য্য আজ পর্য্যন্ত কিছু হইয়াছে কি? যদি না হইয়া থাকে তবে কেন হয় নাই? সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ঐ অগ্রিম টাকা লইয়া কি করিয়াছেন?

উপরোক্ত গাড়াফুলডু গ্রামে এক উন্নয়নমূলক (Improved Accomodation Scheme) পরিকল্পনা অনুসারে অধিকতর সংখ্যক ছাত্রের উপযোগী একটি নূতন স্কুলগৃহ নির্মাণের জন্য অগ্রিম স্বরূপ প্রায় ২৬০০৲ টাকা প্রদান করা হয় এবং গ্রামবাসীরা আরও প্রায় ৯০০৲ টাকার পরিমাণ সাহায্য দিয়া স্কুলগৃহ নির্মাণ সম্পূর্ণ করিবেন এই সর্ত্ত ছিল। প্রকাশ, স্কুলবোর্ড হইতে উক্ত অগ্রিম টাকা প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর পূর্বে দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু আজ পর্য্যন্তও নাকি ঐ স্কুল গৃহ নির্মাণের কার্য্য সুরু করাই হয় নাই।

উপরোক্ত স্কুলগৃহ নির্মাণের কর্মকর্তা তথা পঞ্চায়েৎ এজেন্ট কে বা কাহারা ছিলেন এবং অগ্রিম স্বরূপ প্রদত্ত অর্থ কাহার নিকট আছে ও কিভাবে আছে? এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে স্কুল গৃহটি নির্মাণের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই বা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন?

পাত্রী চাই

অবস্থাপন্ন, ভদ্রবংশ, শিক্ষিত উপার্জ্জনশীল, কায়েস্থ ঘোষ (সৌকালিন গোত্র) পরিবারের ২টি পাত্রের জন্য (বয়স ২৮ এবং ২৫) সুন্দরী, ফর্সা, অল্পবয়স্কা (২০ মধ্যে) গৃহকর্মে নিপুণা ২টি পাত্রীর প্রয়োজন। দেনা পাওনা, পছন্দ এবং গণণে মিলিলে ফাল্গুনেই বিবাহ।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ
পোঃ কেতিকা
পুরুলিয়া

শিক্ষক চাই

দুইজন বি. এ. শিক্ষক চাই। অভিজ্ঞ ও শিক্ষণ প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার। আবেদন করুন।

সম্পাদক—
আড়শা উচ্চ বিদ্যালয়
পোঃ আড়শা
জেলা—পুরুলিয়া

OFFICE OF THE OFFICIAL LIQUIDATOR, PATNA HIGH COURT,
IN THE MATTER OF CHOTANAGPUR BANKING ASSOCIATION
LTD. (IN LIQN.) HAZARIBAGH

NOTICE is hereby given that 31 plots of lands, near Zilla School, Purulia, out of 15 bighas of lands purchased by the Chotanagpur Banking Association Ltd. (now in Liquidation) under registered sale deed dated 17. 9. 1948 and also about 10 kathas of land belonging to the said Bank near Civil Court, Purulia, will be sold in public auction, by the Official Liquidator Patna High Court in Company Act Case No. I of 1958 under order No. 275 dated 13. 9. 68. The auction will commence on 25. 3. 69 as modified by order No. 278 (2) dated 25. 10. 68 and will continue on the following days, as may be necessary. The time for auction on dates as mentioned above, will be from 9 A. M. to 12 Noon each day at the site of the land, commencing with the auction of 31 plots of land, near Zilla Sehool, Purulia. The auction of about ten Kathas of land near Civil Court at Purulia will be taken up after the auction of 31 plots of land have been completed and will be held at the site of the land and at the time mentioned above.

Intending buyers may contact Hazaribagh Office of the Bank for particulars of land conditions of sale.

By order,
Sd/—R. N Ghosh
Official Liquidator.
Patna High Court.

Hazaribagh.
Dated 15. 1. 69.

বীরেন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৭শে মাঘ, ১৩৭৫—১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

পুরুলিয়া সহরের ভোটদান ইতিহাস রচনা করেছে

অভূতপূর্ব্ব গণচেতনা ঃ অভাবনীয় সংগঠন

শতকরা ৬২'৬ ভোটারের ভোটদান

বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসের গুণ্ডামী

ক্রমিক নং	বুথ নং	ভোট গ্রহণ কেন্দ্র	ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের নাম	মোট ভোটার সংখ্যা	প্রদত্ত ভোট সংখ্যা
১।	(১৫)	সদর পাড়া	রাজস্থান বিদ্যাপীঠ কেন্দ্র—১	১১৯৩	৬৯৩
২।	(১৬)	সদর পাড়া	রাজস্থান বিদ্যাপীঠ কেন্দ্র—২	১০৪৫	৫৮৯
৩।	(১৭)	গাড়ীখানা	গাড়ীখানা প্রাইমারী স্কুল	১০৯৭	৭৩০
৪।	(১৮)	মুনসেফডাঙ্গা	মুনসেফডাঙ্গা প্রাঃ স্কুল	১১৩৬	৬১৬
৫।	(১৯)	মিশন রোড	ভিক্টোরিয়া স্কুল	১১৩০	৫৬৮
৬।	(২০)	ভাটবাঁধ	ভাটবাঁধ প্রাঃ স্কুল	১১৯৪	৬৪১
৭।	(২১)	নডিহা-আমডিহা	জিলা স্কুল নং—১	১০৯৪	৫৭৪
৮।	(২২)	" "	" " নং—২	১০৭৪	৫৬২
৯।	(২৩)	"	" " নং—৩	১১৯০	৫৭৪
১০।	(২৪)	কাছারী এলাকা	চিত্তরঞ্জন হাই স্কুল	১১৮৮	৫৮০
১১।	(২৫)	আমলা পাড়া	আমলাপাড়া প্রাঃ স্কুল	১০৪১	৫৫৮
১২।	(২৬)	জেলিয়া পাড়া	জেলিয়া পাড়া প্রাঃ স্কুল	১০৬৮	৬৮২
১৩।	(২৭)	তেলকল পাড়া	জুনিয়ার হাই স্কুল	৮৪৫	৬১৩
১৪।	(২৮)	ষ্টেশন পাড়া	গান্ধী বিদ্যালয়	৮৪৫	৫২৬

১১ই, ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী এবং গুণতি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় 'মুক্তির' বিশেষ সংখ্যা—পুরুলিয়ার ভোট গণতির ফলাফল ও অন্যান্য স্থানের ফলাফল সহ প্রকাশিত হবে।

ক্রমিক নং	বুথ নং	ভোট গ্রহণ কেন্দ্র	ভোট গ্রহন কেন্দ্রের নাম	মোট ভোটার সংখ্যা	প্রদত্ত ভোট সংখ্যা
১৫।	(২৯)	চ্যাটার্জী পাড়া	প্রাঃ স্কুল	৮৭০	৫০৮
১৬।	(৩০)	রথতলা	ষ্ট্যাটিষ্টিকেল অফিস	৮৫০	৫৬৯
১৭।	(৩১)	ভাগাবাঁধ পাড়া	শান্তময়ী গার্লস্ স্কুল নং—১	৯১৮	৬০৫
১৮।	(৩২)	”	” নং—২	১১০০	৬৬৩
১৯।	(৩৩)	নীলকুঠী ডাঙ্গা	প্রাঃ স্কুল	১১৮০	৬৮৩
২০।	(৩৪)	ষ্টেশন পাড়া	ডাক বাংলা নং—১	১১৭৬	৬৯৯
২১।	(৩৫)	”	” নং—২	১০২০	৬২৮
২২।	(৩৬)	কেতিকা ক: মহল্লা	জে, কে, কলেজ নং—১	৯৭৫	৪৯৪
২৩।	(৩৭)	” ”	” নং—২	১০৬৮	৫৬৭
২৪।	(৩৮)	” ”	” নং ৩	৭০৯	৩৫৭
				২৪৮০৬	১৪২৭৯

পুরুলিয়া সহরে মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার মধ্যে ২৪টি বুথে মোট ভোটার সংখ্যা ২৪৮০৬ তার মধ্যে ১৪২৭৯ জন ভোটার ভোট দান করেছেন।

গতবারে অর্থাৎ ১৯৬৭তে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে পুরুলিয়ার ২২টি বুথে মোট ১৩৩৩৬ জন ভোটার ভোট দান করেছিলেন।

এবারে ভোটদানের সংখ্যা আরও বেশী বাড়তো কিন্তু সরকারী অব্যবস্থার ফলে ভোটারদের অসুবিধার চুড়ান্ত হয়েছে। একটা উদাহরণ দেখা যাক—

১৯৬৭ সনের ফেব্রুয়ারীতে পুরুলিয়া নির্বাচন ক্ষেত্রের মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৭১৫০০০ এবার ১৯৬৯ সনের ফেব্রুয়ারীতে এই একই নির্বাচন ক্ষেত্রের মোট ভোটার সংখ্যা হচ্ছে ৭৬৫৪০ অর্থাৎ মাত্র ৫০০০ ভোটার বেড়েছে যদিও এলাকা যা ছিল তাই আছে। এর অর্থ এই যে সরকারী পক্ষ থেকে যোগ্য লোক যারা তাদের ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা বেহাৎ কাজ সারা গোছের করা হয়েছিল।

বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসের গুণ্ডামী

কংগ্রেসের লোকেরা নিশ্চিত এবং শোচনীয় পরাজয়ের সম্ভাবনায় একেবারে মরীয়া হয়ে গুণ্ডামী করতে আরম্ভ করেছে। এ পর্য্যন্ত যা সংবাদ পাওয়া গেছে তার বিশদ বিবরণ আমরা পরে প্রকাশ করছি—এবং সংক্ষেপে সাধারণের অবগতির জন্য দিলাম—

জয়পুরে—কংগ্রেসী বিমু গোস্বামী ও নিমু গোস্বামী প্রভৃতির নেতৃত্বে কংগ্রেসীদের দল ভোটের সময় একটি বুথে দাঙ্গার চেষ্টা করে। যুক্তফ্রন্টের একজন অল্পবয়স্ক কর্মীর ঘুষিতে দাঁত ভেঙ্গে যায়।

বান্দোয়ানে—ধবনীতে কংগ্রেসীরা পোলিং বুথের মধ্যেই ক্যানভাস করার জন্য আপত্তি জানাতে গেলে—লোক সেবক সংঘের প্রার্থী শ্রীকাদরু মাঝিকে ধাক্কাধাক্কি ও মারামারি করে প্রিজাইডিং অফিসারের উপস্থিতিতেই।

লাগদায়—জয়পুর নির্বাচন ক্ষেত্রে পুরুলিয়ার কাছে লাগদা গ্রামে জনৈক কংগ্রেসী মাতব্বরের নেতৃত্বে গুরুচরণ বাউরী একজন যক্ষ্মারোগীগ্রস্ত বাউরীকে গুরুতরভাবে মারামারি করে। তাকে পুরুলিয়া হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। আর একজনকেও মারামারি করে। তারপরে লাগদায় সারারাত ধরে কংগ্রেসীরা ঢিলপাটকেল ছুঁড়তে থাকে—অপরাধ এই যে বাউরী ভাইরা সব লোক সেবক সংঘ তথা যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিয়াছিল।

— মঙ্গলবার ১১ই ফেব্রুয়ারী—(১) আড়ষা, (২) বলরামপুর (৩) মানবাজার, (৪) বান্দোয়ান নির্বাচন ক্ষেত্রে ভোট গণনা হবে।

মুক্তি

২৭শে মাঘ, পুরুলিয়া

তামিলনাদের মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যু

তামিলনাদের মুখ্যমন্ত্রী দ্রাবিড়ি মুনেত্রা কাজাঘাম দলের নেতা শ্রীআন্নাদুরাইয়ের মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যারা জনসাধারণকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে সক্ষম তাদের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু শ্রীআন্নাদুরাই তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। তিনি ইতিপূর্বে ডি, এম, কে দলের পক্ষ থেকে সংসদের সদস্য ছিলেন। সংসদ সদস্য হিসাবে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই দিল্লীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পক্ষে এক নিদারুণ আশঙ্কার পাত্র হয়ে পড়েছিলেন। গত সাধারণ নির্বাচনে তিনি মাদ্রাজ প্রদেশে নির্বাচন যুদ্ধ যে ভাবে পরিচালনা করেছিলেন তাতে তার দল ডি, এম, কে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন। যে কোন কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে কোন একটি দলের পক্ষে নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করা সত্যই একটা অভিনব ব্যাপার। মাদ্রাজে শ্রীআন্না দুরাইয়ের নেতৃত্বে এটা যে সম্ভব হয়েছিল তার প্রধান কারণ তার সুযোগ্য নেতৃত্ব। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পরে কোন একটি দলের পক্ষে এরকম সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করা সম্ভব হয় নাই। শ্রীআন্নাদুরাইয়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে মাদ্রাজ অর্থাৎ তামিলনাদের শাসন ব্যবস্থা সমস্ত দিক দিয়াই উন্নতি লাভ করেছিল। তামিলনাদের নাম পূর্বে ছিল মাদ্রাজ। শ্রীআন্নাদুরাইয়ের প্রচেষ্টাতেই লোক সভায় সেই নাম পরিবর্ত্তন করে তামিলনাদ রাখা হয়। তিনি হিন্দীর কঠোর বিরোধী ছিলেন। হিন্দীতে আদেশ বাক্য দিতে হয় বলে তিনি তার রাজ্যে ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর অর্থাৎ এন, সি, সি বন্ধ করে দেন। কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়ে তামিলনাদ সরকারের অনেক কিছু দাবী মেনে নিয়েছেন।

শ্রীআন্নাদুরাইয়ের মৃত্যুতে দেশ এমন একজন কৃতী পুরুষ হারাল বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যার প্রয়োজন জাতির অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য্য। আমরা তার পরলোকগত আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

—— • ——

জাগ্রত জনচেতনা

গত রবিবার ৯ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে এবং নাগাল্যাণ্ডে বিধান সভার জন্য সাধারণ নির্ব্বাচন শেষ হয়ে গেল। উত্তর প্রদেশে কয়েকদিন ধরে এবং নাগাল্যাণ্ডে তিনদিন ধরে ভোট গ্রহণ চলেছিল, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে একই দিনে ভোট গ্রহণ শেষ হয়ে যায়।

আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার থেকে ভোট গণনা সুরু হবে। ভোটের পরেই সুনির্দিষ্টভাবে জানা যাবে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ কি সিদ্ধান্ত করেছে।

এ বিষয়ে এখন থেকেই জল্পনা কল্পনা করে কোন লাভ নেই। চার পাঁচ দিনের মধ্যেই সমস্ত পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কিন্তু এই মধ্যবর্তী নির্বাচনে সরকারী বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থা দেখে নিরাশ ও লজ্জিত হতে হয়। কারণ ব্যবস্থা দেখলেই মনে হয় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভোটদাতাদের ভোট নেবার ব্যবস্থাটা যেন বেগারী ব্যবস্থা। প্রথমেই ভোটার লিষ্টে যে ভাবে নাম উঠান হয়েছে সেটা একটা সোজা কথায় বলতে গেলে—ক্রিমিন্যাল। গতবারেও যারা ভোট

দিয়েছে—যাদের নাম ১৯৬৭ সালের ভোটার লিষ্টেও ছিল আজ তাদের বহুলোকের নাম নেই। নামের ভুল তো একটা সাধারণ ব্যাপার।

তারপর ভোটার ও বুথের ব্যাপার। এ এক বিচিত্র ব্যবস্থা। একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। পুরুলিয়া সহরে গাড়ীখানার ভোটারদের নামপাড়ায় চ্যাটার্জি পাড়ার প্রাইমারী স্কুলে দেওয়া হয়েছে। গ্রামেও এই রকম ব্যাপার। যে গ্রামে বুথ সেই গ্রামের বহু ভোটারকে অন্য গ্রামে দেওয়া হয়েছে, অন্য গ্রামের ভোটারদের সেই গ্রামে আনা হয়েছে। ভোটারদের অসুবিধা সৃষ্টি করার যত রকম ব্যবস্থা সব মজুত।

তারপর পোলিং বুথ। সহরেই দেখা গেছে যে একটি ছোটঘর সেই ঘরে প্রিসাইডিং অফিসার ও কর্মচারীদের জায়গা হয় না—সেখানে মহিলা-দের ও পুরুষদের ঠেলাঠেলি করে কোনরকমে ভোট দিতে হচ্ছে। ঢুকবার বেরোবার একই রাস্তা—মেয়েদের নাজেহাল হতে হয়েছে।

একটা বুথে দেখা গেল— প্যাডেই কালি নেই ফলে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে—কতকগুলি ব্যালট পেপারে ষ্টাম্প মারা হয়েছে—ষ্টাম্প লাগে নাই। তারপরে প্রিসাইডিং অফিসার তার লাল কালির কলম থেকে প্যাডে কালি ঢেলে ষ্টাম্পের কালির ব্যবস্থা সাময়িকভাবে করেন। একজন অফিসার পর্য্যায়ের লোক এসেছিলেন—তাকে বলাও হল কিন্তু কোন ফল হয়নি।

আমরা অতি সংক্ষেপে সামান্য একটু দিগ্-দর্শন দিলাম মাত্র। মোট কথা নির্বাচনের সমস্ত ব্যবস্থাটা একটা যেন নেহাৎ বেগার সারা ব্যবস্থা। কর্তৃপক্ষ আমাদের মন্তব্যে বিরূপ হতে পারেন—কিন্তু তাতে ঘটনার পরিবর্তন হবে না।

অথচ এই নির্বাচনে যে গণতান্ত্রিক চেতনার অভিব্যক্তি দেখা গেছে তা অভূতপূর্ব্ব। সরকারী ব্যবস্থা এই চেতনার সঙ্গে পাল্লা রেখে চলে নি। সেটা ইচ্ছে করেই হোক বা অক্ষমতার জন্যই হোক আমরা এটা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করছি এবং দেশবাসী আরও অধিক উপলব্ধি করছেন যে ভোটার লিষ্ট তৈরী থেকে আরম্ভ করে নির্বাচনের সমস্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে দেশের সর্বোচ্চ প্রভুরা তাদের ভৃত্য নিয়োগ করেন। যারা সেই ভৃত্যদের ভৃত্য তাদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে নির্ব্বাচন ব্যবস্থা সেই প্রভুদের যোগ্য হওয়া উচিত। অবস্থা ও পরিস্থিতির অতি দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তন সম্বন্ধে যদি কেউ উদাসীন থাকেন তবে এই পরিবর্তনের রোলার তাকে পিষ্ট করবেই। এটা ঐতিহাসিক সত্য।

—•—

জাল ভোট দিতে যেয়ে গ্রেপ্তার

পুরুলিয়া সহরে শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের ৩২নং বুথের ২নং কেন্দ্রে শ্রীরামঅবতার সরাই-ওয়ালা ১৩নং ওয়ার্ডের মুরলীধর কাটারুকার নামে জাল ভোট দিতে যেয়ে ধরা পড়েন। অপরাধী নিজেই স্বীকার করেন যে তিনি অপরের নামে জাল করে ভোট দিচ্ছিলেন। প্রিজাইডিং অফিসার তাকে পুলিসের হাতে অর্পণ করেন। তিনি এখন জামীনে খালাস আছেন। জাল ভোট দিতে যেয়ে ধরা পড়া লোকটি কংগ্রেস পক্ষীয় ব্যক্তি।

—•—

নির্বাচনে অপপ্রচার ও সংঘের জবাব

লোকসেবক সংঘ ও যুক্তফ্রণ্টের বিরুদ্ধে ভীতি প্রচারের চেষ্টা

কংগ্রেস, জনসংঘ, লোকদল প্রভৃতির মিথ্যা প্রচারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন

বিগত নির্ব্বাচনে কংগ্রেস বিতাড়িত হইয়া ভদ্রলোকের মত বসিয়া রহিল না। চক্রান্ত সহকারে যুক্তফ্রণ্ট বাতিল করিল এবং লাটতন্ত্র কায়েম করিল। বাংলার বিশাল জনগণ তাহা মানিয়া লইল না। প্রচণ্ড সংগ্রাম হইল। ফলে নির্ব্বাচন আসিল। কংগ্রেস আজ ভয়ে এত ভীত যে তাহার কোনো অপকৌশল ও ষড়যন্ত্র টিকিতেছে না। আর কংগ্রেসী কুশাসন তো জনগণের দ্বারা বর্জ্জিত। সেজন্য কংগ্রেস যুক্তফ্রণ্টের প্রতি জনগণের ভীতি উৎপাদন করিয়া বহু মিথ্যাপ্রচার করিতেছে। তাহাদের মিথ্যা প্রচারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে আমাদের জবাব এই :—

যুক্তফ্রণ্টে যুক্ত হইয়া কি সংঘের জাত গিয়াছে?

কংগ্রেস, জনসংঘ, লোকদল প্রভৃতি দলগুলি প্রচার করিতেছেন—লোক সেবক সংঘ যুক্তফ্রণ্ট তথা কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হইয়া নিজেদের আদর্শ ভ্রষ্ট হইয়াছেন। উঁহারা বলিতে চান যে, লোক সেবক সংঘের নীতি ও আদর্শ ভিন্ন এবং কমিউনিষ্ট পার্টির ভিন্ন। সুতরাং এই দলগুলির সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সংঘের জাত গিয়াছে। রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা সকলেই জানেন যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দেশের সংকট সময়ে বা প্রয়োজনে আপোষ বা আঁতাত করিয়া দেশের শাসন চালান। তাহাতে নিজ নিজ পার্টির সত্তা, নিজের আদর্শ, নিজের নীতি নষ্ট হয় না। বিগত যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে শ্রমিক দল ও রক্ষণশীল দল এক যোগে দেশের শাসন চালান। ইহাতে শ্রমিক দল রক্ষণশীল দলে পরিণত হন নাই বা রক্ষণশীল দল শ্রমিকে পরিণত হন নাই। সারা পৃথিবীতে এই ধারা চলিতেছে। কেবল এখানেই এই বুদ্ধিহীন অপপ্রচার চলিতেছে যে, রাজনৈতিক আপোষে মিলিত হইয়া সংঘের আদর্শ গেল।

যখন বিভিন্ন দল মিলিত হইয়া আঁতাত করে—যুক্তশাসন কায়েম করে—তখন প্রত্যেক দল নিজ নিজ আদর্শ, নীতি রক্ষা করিয়াও—নিজ নিজ নীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে যুক্ত শাসন কায়েম করিতে পারে। দোষের কিছু নাই। যাহারা যুক্তফ্রণ্টের সহিত লোক সেবক সংঘের এই সম্মানজনক আঁতাতকে হেয় করিতেছেন—সেই কংগ্রেসই একদিন সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম লীগের সহিতও আঁতাত করিয়া শাসন চালাইয়াছেন।

মিথ্যা কমিউনিষ্ট ভীতি সৃষ্টির অপচেষ্টা

লোক সেবক সংঘের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই বলিয়া, জনগণের মধ্যে কমিউনিষ্ট ভীতি উৎপাদন করিবার জন্য বলা হইতেছে যে, কমিউনিষ্টরা সকলের সব কাড়িয়া লইবে, জমি কাড়িবে, সম্পত্তি কাড়িবে ইত্যাদি, দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করিবে, দেশকে চীনের হাতে তুলিয়া দিবে। এবং ঐ কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে হাত মিলাইয়া লোক সেবক সংঘ নাকি দেশদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী হইয়াছে। ইহার উত্তর দিতেছি।

কমিউনিষ্ট পার্টির অতীত লইয়াও অনেক কথা বলা হইয়াছে। আমরা অতীতের কথা আলোচনা এখানে করিতে চাই না। কারণ কোন পার্টির পুরাতন ধারা বদলাইতে পারে। তাহার নেতৃত্ব বদলাইতে পারে। কমিউনিষ্ট পার্টির বর্ত্তমান কার্য্যধারাই আজ বিবেচ্য।

দেশের শাসনে অধিষ্ঠিত কংগ্রেসকে শাসন হইতে না তাড়াইলে দেশ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে বলিয়া দেশের এই সার্ব্বজনীন শত্রুকে শাসন হইতে তাড়াইবার জন্য আমরা ১৪ পার্টি মিলিয়া শাসনের যে কর্ম্মসূচি গ্রহণ করিয়া-ছিলাম, কমিউনিষ্ট পার্টিও তাহা মানিয়া লইয়াছিলেন এবং সকলের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

অরাজকতা সৃষ্টির অভিযোগের উত্তর

অরাজকতা সৃষ্টি করিবার কোনো উদ্দেশ্য তাঁহাদের রহিয়াছে—একথা যদি আমরা দেখিতাম তাহা হইলে আমরা তাহাদের সহিত কখনই যুক্ত হইতাম না। কমিউনিষ্ট পার্টি অরাজকতা সৃষ্টি করিতেছে ইহা যদি কেহ আমাদের দেখাইয়া দিতে পারিতেন তবে আমরা এই যুক্তফ্রণ্টে যুক্ত হইতাম না। কেহ তাহা পারেন নাই। আমরা দেখিলাম যে, যুক্তফ্রন্টকে সরাইয়া তাঁবেদার অবৈধ ঘোষ মন্ত্রীসভা কায়েম করিয়া কংগ্রেস যখন সারা পশ্চিম বাংলার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ছিনিয়া লইয়া অগণিত মানুষের উপর বর্ব্বর অত্যাচার করিল, অরাজকতা সৃষ্টি করিল—তখন তাহার পাল্টা জবাবে কমিউনিষ্ট পার্টিরা অরাজকতা সৃষ্টি করে নাই। যুক্তফ্রণ্টের সকল দলগুলি মিলিতভাবে অপূর্ব্ব শৃঙ্খলায় যে এক বিরাট অহিংস সত্যাগ্রহ উদ্‌যাপিত করিল তাহাতে যুক্তফ্রণ্টের সকল দলগুলির সংযম, শৃঙ্খলা ও ঐক্যবদ্ধ শক্তির পরিচয় হইয়াছে। তাহার মধ্যেই কমিউনিষ্ট পার্টিরও এই পরিচয় আমরা পাইয়াছি। তাহা হইলে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে অরাজকতা সৃষ্টির অভিযোগ ওঠে কিরূপে? তাহা যদি কেহ দেখাইয়া দিতে পারেন—তাহা হইলে তাঁহারা বলিতে পারেন আমরা যুক্তফ্রণ্টে কেন আজ সমর্থন দিতেছি।

ইহা কি সম্ভব আমরা বিদেশীর পরাধীনতা চাই?

কমিউনিষ্টরা চীনকে আমাদের দেশে লইয়া আসিয়া আমাদিগকে পরাধীন করার ব্যবস্থা করিতেছে—বিরোধীরা এই গুরুতর অভিযোগ তুলিয়াছে। ইহার উত্তর হইতেছে যে, যে কংগ্রেস এই ভীষণ ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছেন—তাঁহাদের হাতেই তো কেন্দ্রীয় শাসন শক্তি ও পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতার শক্তি। তাঁহারাই বা কেন কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে এত বড় দেশদ্রোহিতার জন্য ষড়যন্ত্রের মামলা আনিতেছেন না। মামলা আনিতেছেন না; কারণ প্রমাণ নাই। যে অভিযোগের প্রমাণ নাই, কেবল কংগ্রেসের জনৈক প্রচারক একথা বলিতেছেন বলিয়াই কি যুক্তফ্রন্ট ও কমিউনিষ্ট পার্টিকে সহায়তা দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে—এ আবদার কি সমর্থনযোগ্য?

বিরোধীরা এমন কথাও বলিয়াছেন—চীনকে আনার ষড়যন্ত্র হইতেছে বুঝিয়াও আমরা কমিউনিষ্ট পার্টিকে সমর্থন দিয়া দেশদ্রোহিতার অপরাধ করিতেছি। আমাদের জবাব এই যে, আমরা যাহারা বিদেশীর পরাধীনতা হইতে মুক্তির জন্য সমস্ত পণ করিয়া বহু বৎসর ধরিয়া লড়িয়াছিলাম তাহাদের বলে কি না—চীনকে আনিতেছে। যাহারা বলিতেছে সেই কংগ্রেস, জনসংঘ, লোকদল প্রভৃতিতে আজ এমন অগণিত লোক রহিয়াছে—যাহারা দেশকে ইংরাজের পরাধীন রাখিতে বিভীষণের ভূমিকায় ছিল। স্বাধীন হইবে জানিলে ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথম চীনকে লইয়া আসিবেন। ইহা কি সম্ভব হইতে পারে যে, চীনকে আনার ষড়যন্ত্রকারীদের সহিত আমরা যুক্ত হইব?

আমরা কি তল্পিবাহক—

বিরোধীরা বলিতেছেন লোক সেবক সংঘ কমিউনিষ্টদের তল্পিবাহক এবং যুক্তফ্রণ্টে সব দল কমিউনিষ্ট পার্টির তাঁবেদার। আপনারা জানেন, যুক্তফ্রণ্ট ১৮ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৩ জন মন্ত্রী ছিলেন—মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির এবং অপর কমিউনিষ্ট পার্টির মাত্র দুজন মন্ত্রী। দুই কমিউনিষ্ট পার্টির মন্ত্রী ছিলেন ১৮ জনের মধ্যে ৫ জন। সমগ্র যুক্তফ্রণ্ট ক্যাবিনেটে তাঁহারা বহু সংখ্যালঘু। তাহা হইলে সকল দলের উপর তাহাদের আধিপত্যের অভিযোগ টিকে কি করিয়া? এসব মিথ্যা প্রচার করিয়া জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চলিতেছে মাত্র। সব দলের মিলিত বিচারে যুক্তফ্রণ্টের যে কর্ম্মসূচী আগেই প্রস্তুত করা হইয়াছে—সেই কর্ম্মসূচী অনুসারেই যুক্তফ্রণ্ট চলিবে ইহাতে কোন পার্টির আধিপত্যের প্রশ্ন নাই।

লোক সেবক সংঘ ছোট দল। যুক্তফ্রণ্টে অন্যান্য দল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাহা সত্ত্বেও, লোক সেবক সংঘের অহিংস সত্যাগ্রহের আদর্শ ও কর্ম্মধারার স্থান যুক্তফ্রণ্টে হইয়াছে। অভিযোগ এই যে, সংঘ ছোট দল, কিছুই করিতে পারিবে না। কিন্তু কংগ্রেস বড় দল হইয়াও শাসন দখল করিতে পারে নাই। ছোট দল সংঘ শাসনের অংশ পাইয়াছে।

যুক্তফ্রণ্ট নিজে ভাঙ্গে নাই ষড়যন্ত্রে গেছে—

বিরোধীরা প্রচার করিতেছে যে, যুক্তফ্রণ্ট ৯ মাসও টিকিল না—এতগুলি দলের শাসন টিকে না ইত্যাদি।

আমাদের উত্তর—যুক্তফ্রণ্ট নিজে ভাঙ্গে নাই। জনগণের ভোটের রায়ে কংগ্রেস বিতাড়িত হইয়া ভদ্রলোকের মত বুঝিল না যে, জনগণ যাহাদের হাতে ক্ষমতা দিয়াছে—তাহাদের কাজ চালাইতে দেওয়া উচিত। তাহা না ভাবিয়া, অত্যন্ত ঘৃণিত পদ্ধতিতে যুক্তফ্রণ্টকে ভাঙ্গিবার জন্য ঘুষ দিয়া যুক্তফ্রণ্টের সদস্য ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিল। দুই চারিজন সদস্য ভাঙ্গিল কিন্তু ফ্রণ্ট ভাঙ্গিতে পারে নাই। বে-আইনী ভাবে বাতিল করিল। মানুষ দেবতা নয়। দেড়শত দুইশত মানুষের মধ্যে দুই চারিজন সদস্য থাকিতে পারে যাহারা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকার লোভে পড়িয়া যাইতে পারে। যুক্তফ্রণ্টে যদি অর্দ্ধেকের অনেক বেশী সদস্য থাকে তাহা হইলে কংগ্রেসীরা যুক্তফ্রণ্ট ভাঙ্গাইবার চেষ্টাই করিবে না। অর্দ্ধেকের উপর মাত্র চার পাঁচটি সদস্য থাকিলেই কংগ্রেস ভাঙ্গাইবার লোভে পড়িবে। সুতরাং জনগণের আজ দায়িত্ব রহিয়াছে—অনেক বেশী সংখ্যায় যুক্তফ্রণ্টের সদস্যদের শাসনে পাঠানো। তাহা হইলে—যুক্তফ্রণ্ট স্থায়ী হইবে।

জনগণ যাহাদিগকে ভোট দিয়া শাসনে পাঠাইবে—তাহারা স্থায়ী ভাবে ৫ বছর শাসন করিতে পারে যদি কংগ্রেসীদের মত দল ভাঙ্গানোর ঘৃণিত পদ্ধতি আইনতঃ বর্জ্জনীয় হয়। এই আইন করার ক্ষমতা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। তাহারা এই আইন করিতে অনিচ্ছুক। এ বিষয়ে তীব্র আন্দোলন করিয়া উপযুক্ত আইন পাশ করাইতে হইবে। তাহাতে যুক্তফ্রণ্ট সরকার স্থায়ী হইবে।

জমি কাড়িয়া লওয়ার মিথ্যা অপপ্রচার—

বিরোধীরা অপপ্রচার করিতেছে যে, কমিউনিষ্টরা তথা যুক্তফ্রণ্ট চাষীদের জমি ছিনিয়া লইবে। কংগ্রেসী শাসন ৭৫ বিঘা জমির ঊর্দ্ধে সকলের সমস্ত জমি লইয়া লয়। যুক্তফ্রণ্টের প্রধান নেতা শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন—এই আইনকে বদলাইবার কোনো প্রশ্ন তাঁহাদের কাছে নাই। কংগ্রেসীরা আইন করিয়াছে,—কেহ ৭৫ বিঘার বেশী রাখিবে না; অথচ কংগ্রেসী শাসন ও জমির বড় বড় মালিকদের ৭৫ বিঘার বেশী জমি বেনামীতে—চোরাইভাবে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। যুক্তফ্রণ্ট বলিয়াছেন—কোনো শাসন নিজে আইন করিবে আর আইনকে ফাঁকি দিবার লোককে প্রশ্রয় দিবে—এই কংগ্রেসী কৌশল যুক্তফ্রণ্ট সহ্য করিবে না। যুক্তফ্রণ্ট আইনের মর্য্যাদা দিবে—আইনকে ফাঁকি দেওয়ার কাজ বন্ধ করিবে—আইনতঃ দেশের প্রাপ্য জমি আদায় করিবে। যুক্তফ্রণ্টের এই ন্যায়সঙ্গত নীতিকে জমি কাড়িবার নীতি বলিয়া কংগ্রেসীরা মিথ্যা প্রচার করিয়া চিৎকার করিতেছে—কারণ আইনকারী কংগ্রেসীদের আইন ফাঁকি দিবার দুরভিসন্ধি ব্যাহত হইতেছে।

যুক্তফ্রণ্টের যোগ্যতা নাই কে বলে? যে অপরাধী

কংগ্রেসীরা বলিতেছে যুক্তফ্রণ্ট আমলে ৫ টাকায় কেজী চাল হইয়াছিল। আপনারা সকলে জানেন—নভেম্বর ডিসেম্বরে যখন নূতন ফসল উঠে তখন যে সরকার থাকে তাহার উপর সরকারী খাদ্য সংগ্রহের ভার থাকে। গত নির্ব্বাচনের আগে ঐ সময়ে কংগ্রেসীরা শাসনে থাকিয়াও খাদ্য সংগ্রহ করে নাই; কারণ তাহাদের বন্ধু মজুতদার চোরাবাজারীর স্বার্থে চাষীর খাদ্য কিনে নাই। ফলে, যখন যুক্তফ্রণ্ট শাসনে আসিল তখন সরকারের হাতে খাদ্য নাই। সরকারী ভাণ্ডারে খাদ্য না থাকিলে চোরাবাজারীরা চাল ধানের দর বাড়াইতে অবাধ সুযোগ পায়। যেদিন যুক্তফ্রণ্ট শাসনে আসিলেন—সেদিন যে কংগ্রেসী শাসনের অপরাধে জনগণের জন্য সরকারী ভাণ্ডারে খাদ্য ছিল না—এবং যে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা বাংলার খাদ্য সরবরাহে হাত গুটাইয়া ষড়যন্ত্র করিলেন—সেই অপরাধীরাই আজ মিথ্যা প্রচার করিতেছেন যে,—যুক্তফ্রণ্ট খাদ্য দিতে পারে নাই!!

৯ মাসের শাসনের মধ্যে নূতন রাজস্ব আদায়, নূতন সত্যকার বাজেট কিছুই সম্ভব হয় নাই। তবু এই কয় মাসে যুক্তফ্রণ্ট দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য যাহা করিয়াছে—তাহা ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। সেদিন কংগ্রেসীদের অপরাধে রাজকোষে টাকার ভীষণ টানাটানি সত্ত্বেও, কর্ম্মচারী ও শিক্ষকদের জন্য যে আন্তরিক সহায়তা দিয়াছেন তাহাও কংগ্রেসী শাসনে কোনোদিন হয় নাই। বৈষম্যের ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনা—ভারতের সাধনা। যুক্তফ্রণ্টের ঐক্য ক্রমশঃই আরও বাড়িতেছে।

Redg No. C—4290 মুক্তি C. R. No—R. N. 2539/57

সারা বাংলার মানুষ উপলব্ধি করিয়াছে ২০ বছরের স্বৈরশাসনের পর তাহারা সত্যকার জনশাসন পাইয়াছিল। সেজন্য আজ পশ্চিম বাংলার কোটি কোটি মানুষ নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেসীদের অপপ্রচারের জবাব দিবে নির্ব্বাচনের এই ঐতিহাসিক দিনটিতে—এই বিশ্বাস রাখিলাম।

নিবেদিকা—লাবণ্য প্রভা ঘোষ
পরিচালিকা, লোক সেবক সংঘ

—০—

পদবী পরিবর্ত্তন

আমার নাম শ্রীসুখরঞ্জন মিস্ত্রী। আমি রাণাঘাট কোর্ট হইতে এফিডেবিট দ্বারা "মিস্ত্রী" পদবী পরিবর্তন করিয়া ১১।১২।৬৪ তারিখ হইতে রায় হইলাম, এবং বর্তমান আমার বংশধরগণ রায় বলিয়াই পরিচিত হইবে।

শ্রীসুখরঞ্জন রায়

পাত্রী চাই

অবস্থাপন্ন, ভদ্রবংশ, শিক্ষিত উপার্জ্জনশীল, কায়েস্থ ঘোষ (সৌকালিন গোত্র) পরিবারের ২টি পাত্রের জন্য (বয়স ২৮ এবং ২৫) সুন্দরী, ফর্সা, অল্পবয়স্থা (২০ মধ্যে) গৃহকর্ম্মে নিপুণা ২টি পাত্রীর প্রয়োজন। দেনা পাওনা, পছন্দ এবং গুণে মিলিলে ফাল্গুনেই বিবাহ।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ
পোঃ কেতিকা
পুরুলিয়া

বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল

(চাইবাসা রোড, পুরুলিয়া)

পাইকারী এবং খুচরা ঔষধ সুবিধা দরে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে গত ৩১।১।৬৯ তারিখে হুটমুড়া ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের জনগণের সভায় বর্ত্তমান Hutmura Girl's School এর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া Harimati Girl's High School রাখিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। উক্ত বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির গত ৩।২।৬৯ তাং জরুরী অধিবেশনে উক্ত প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হইয়াছে।

শ্রীঅমলেন্দু ওঝা
সেক্রেটারী হুটমুড়া গার্লস্ হাই স্কুল
হুটমুড়া (পুরুলিয়া)

প্লট বিক্রয়

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত মার্কেট রোডে "বি" ব্লক, প্লট নং ২ উপযুক্ত মূল্য পাইলে বিক্রয় করা হইবে।

ডাঃ প্রমথনাথ দাশগুপ্ত
চণ্ডিকর লেন
পুরুলিয়া।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৫ই ফাল্গুন, ১৩৭৫—১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

পুরুলিয়া জেলায় নির্ব্বাচন

লোক সেবক সংঘের ৪টি, ফরোয়ার্ড ব্লকের ১টি, বাংলা কংগ্রেসের ১টি, কম্যুনিষ্ট পার্টির ১টি, এস, ইউ, সির ১টি ও কংগ্রেসের ৩টি আসন লাভ

১। মানবাজার

ভোটার—৮০৯৬২
প্রদত্ত ভোট—৪৫৭৬৪
বাতিল ভোট—২২৯২

গিরিশ মাহাত—২০৫২৯ (নির্ব্বাচিত)
(লোক সেবক সংঘ)
সীতারাম মাহাত (কংগ্রেস)—১৬০৫১
হরলাল মাহাত (জনসংঘ)—৩৬৬৪
শ্যামসুন্দর সিংমহাপাত্র (আই-এন-ডি-এফ)—৩২২৮

২। বলরামপুর (সংরক্ষিত)

ভোটার—৬৯২৮৭
প্রদত্ত ভোট—২৮৪৮১
বাতিল ভোট—৯২৬

গোবর্দ্ধন মাঝি—১৫৪৮৬ (নির্বাচিত)
(লোক সেবক সংঘ)
কৃষ্ণ মাঝি (কংগ্রেস)—৯৩৭৮
চন্দন সিং সর্দার (জনসংঘ)—২৬৯১

৩। আড়ষা

ভোটার—৭৭০৭২
প্রদত্ত ভোট—৩৮৯৮৮
বাতিল ভোট—১৬১২

ডোমনচন্দ্র কুইরী (ফরোয়ার্ডব্লক)—১৭৬৮২(নির্বাচিত
সনৎ কুমার মুখার্জী (কংগ্রেস)—১২৭৮৫
মতিলাল মাঝি (লোকদল)—৫১৭৮
নিতারঞ্জন কুম্ভকার (আই-এন-ডি-এফ)—১৪৫৩
সরিৎ কুমার চক্রবর্ত্তী (হিন্দু মহাসভা)—২৭৮

৪। পুরুলিয়া

ভোটার—৭৬৫৪০
প্রদত্ত ভোট—৩৮৩১২
বাতিল ভোট—১৪৬৪

বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত (লোক সেবক সংঘ)—২৩২৪০ (নির্বাচিত)
সুদর্শন মাহাত (কংগ্রেস)—১০০২৬
আবিদ হোসেন (লোকদল)—১৭৫০
মহম্মদ খলিল (চাষী সংঘ)—১৮৩২

৫। হুড়া

ভোটার—৭১৯৭৯
প্রদত্ত ভোট—৩৩২৬১
বাতিল ভোট—১২৫৫

সমরেন্দ্র ওঝা (লোক সেবক সংঘ)—১৩২৯৯ (নির্বাচিত)
শতদল মাহাত (কংগ্রেস)—১২৯৫৫
ঘনশ্যাম মাহাত (জনসংঘ)—১৩৬৭
রাণেশ্বর মাহাত (চাষীসংঘ)—৩৭৬২
জান মহম্মদ আনসারী (লোকদল)—১৮৭৮

৬। পাড়া (সংরক্ষিত হরিজন)

ভোটার—৭৪১৫৫
প্রদত্ত ভোট—২৭১৯৭
বাতিল ভোট—১০৭৭

তিনকড়ি বাউরী (বাংলা কংগ্রেস)—১১৫৫১ (নির্বাচিত)
বিশ্বেশ্বর বাউরী (কংগ্রেস)—৮৮৪০
বংশী বাউরী (লোকদল)—৮৯০
সহদেব বাউরী (আমরা বাঙ্গালী)—৯৫৭
মঙ্গল রাজোয়াড় (জনসংঘ)—২২৭৯
বিষ্ণুচরণ দাস (বাংলার জাতীয় দল)—১০৭০
সতীশ বাউরী (নির্দ্দলীয়)—৫৪৩

৭। রঘুনাথপুর (সংরক্ষিত হরিজন)

ভোটার—৬৯৫০৪
প্রদত্ত ভোট—৩৫৫৩১
বাতিল ভোট—১৬৩৮

হরিপদ বাউরী (এস-ইউ সি)—২৫১০৫ (নির্বাচিত)
তিলক বাউরী (কংগ্রেস)—৬৩৮১
নেপাল বাউরী (আই-এন-ডি-এফ)—১০৬৭
দিবাকর দাস (জনসংঘ)—৭৯৬
নকুল বাউরী (নির্দ্দলীয়)—৫৪৪

৮। কাশীপুর

ভোটার—৬৮০৯০
প্রদত্ত ভোট—৩৩১৮০
বাতিল ভোট—১৩৪৯

প্রবীর কুমার মল্লিক—১৯৬১১ (নির্বাচিত)
(ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি)
সমরেশ কিশোর লাল সিংদেও (কংগ্রেস)—৯৬৩৮
রবি চৌধুরী (আই-এন-ডি-এফ)—১৭৫৭
নির্ম্মল বাউরী (নির্দ্দলীয়)—৬৪৫
অনিল কুমার চক্রবর্ত্তী (বাংলার জাতীয় দল)—১৮০

(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়)

মুক্তি

৫ই ফাল্গুন, পুরুলিয়া

যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ

এবার মধ্যবর্তী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ কংগ্রেসকে শিকড় সহ উপড়ে ফেলে পশ্চিমবঙ্গের উর্বর জমি চাষযোগ্য করেছে। বড় বড় কংগ্রেসী বিটপীগুলি সব ধরাশায়ী হয়েছে। মত্তমাতঙ্গ আগে নিজের মাহুতকেই পায়ের তলে পিষ্ট করে। যে কংগ্রেস এতদিন মাহুতরূপে পশ্চিমবঙ্গের গণমাতঙ্গকে অঙ্কুশে বিদ্ধ করে জর্জ্জরিত করেছিল—১৯৬৭ সনে সেই মাতঙ্গ কংগ্রেসকে মাটিতে ফেলে দেয়, এবং ১৯৬৯ সনের ৯ইফেব্রুয়ারী তারিখে তাকে পায়ের তলে পিষ্ট করে শেষ করে দিল। যে ৫৫টি ছিটকে বেরিয়ে গেছে সে গুলি মৃত দেহের দলিত বিকৃত দেহাংশ ছাড়া আর কিছু নয়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার এক কোণে এগুলি জড় হয়ে থেকে পূতিগন্ধ ছড়াবে সন্দেহ নেই—তবে সেই ময়লা সাফ করার জন্য সম্মার্জনীর ব্যবস্থার ত্রুটি নিশ্চয়ই হবে না।

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ যে ভোট দিয়েছে সে ভোট দিয়েছে যুক্তফ্রন্টকে। কোনো দল বিশেষকে দেয়নি। ১৯৬৭ সনের ভোটের ব্যাপারটা মুখ্যতঃ ছিল নেতিবাচক—অর্থাৎ কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া হবে না। কিন্তু কাকে ভোট দেওয়া হবে সেটা সিদ্ধান্ত করবার সময়ে ভোটারকে বাছতে হয়েছে—কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে শক্তিগুলি পরস্পর যুধ্যমান ছিল তাদের মধ্যে। কারণ তখন এখনকার যুক্তফ্রন্টের দলগুলি যুক্ত হয়ে নির্বাচনে নামেনি—পরস্পর যুযুৎসু হয়েই ময়দানে নেমেছিল। এবার এই নির্বাচনের পটভূমিকাটাই ভিন্নরূপ। বাংলার জনস্বার্থের জন্য সংগ্রামী দলগুলি যুক্ত হয়ে যখন জনস্বার্থে শাসন পরিচালনা করেছিল তখন তাদের বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থবাদীরা যুক্তভাবে অভিযান করে তাদের বিনাশের চেষ্টা করে। শাসনে অবস্থিত যুক্তফ্রন্ট সেই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিভূ ও মুখপাত্র হয়ে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং জনগণকে পদানত ক'রে রাখার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে জনগণকে সংগ্রামে আহ্বান করে। স্বতস্ফূর্ত্ত সেই সংগ্রাম বাংলার জীবনে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এই গতির মধ্য দিয়েই বাংলার দুই বিরোধী শক্তি স্পষ্টভাবে ভাগ হয়ে গেল। যাকে ইংরাজীতে Polarization বলে—বাংলার জনজীবনে তাই হল। একদিকে হল কংগ্রেসকে ভিত্তি করে বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সমূহ—ভিন্ন ভিন্ন নামে যথা লোকদল প্রভৃতি। আর একদিকে বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধী এবং কায়েমী স্বার্থবিরোধী শক্তি সমূহ যুক্তফ্রন্টে সম্পূর্ণভাবে মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ হল। এবার ভোটের ব্যাপারটা মুখ্যতঃ অস্তিবাচক হয়েছে—অর্থাৎ কংগ্রেসকে দেওয়া হবে না এবং যুক্তফ্রন্টকে দেবে—এই ভাবেই লোক ভোট দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ২৮০টি আসনেই জনসাধারণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে—নির্বাচন ক্ষেত্রগুলিতে ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রতিভূকে পেয়েছে, যে শক্তিকে ক্ষমতার আসনের মধ্য দিয়ে, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলার জনশক্তিই গড়ে তুলেছিল। আজ মধ্যবর্ত্তী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে পরিচয় প্রকাশিত হল তা এই সংহত জনশক্তির সচেতন প্রকাশ।

যুক্তফ্রন্ট শাসন ক্ষমতায় এসেছে এবং এবার স্থায়ীভাবেই যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে চালাবে। মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের ঘোষণা অনুযায়ী এই যুক্তফ্রন্ট সরকারের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর—তিন বছর নয়। এই সময়ের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের শক্তিকে সৃষ্টির কাজে সফলতার সঙ্গে প্রযুক্ত না করতে পারলে—সংহত জনশক্তি আজ আর তাদের ক্ষমার চক্ষে দেখবে না। এর মধ্যে কোন আপোষ বা গোঁজামিল নেই। এই নির্বাচন তা একেবারেই পরিষ্কার করে দিয়েছে। এটাই লক্ষ্যে রেখে যুক্তফ্রন্টকে চলতে হবে এবং দেশের আপামর জনসাধারণকে এ বিষয়ে সচেতন, সজাগ ও সক্রিয় থাকতে হবে। যুক্তফ্রন্টকে জয়ী করেই জনসাধারণের কর্তব্য শেষ হয় নি বরং তাদের কর্তব্য বেড়েছে এবং আরও বেড়ে চলবে। জনসাধারণ

যে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছে, যে ভৃত্যদের নিয়োগ করেছে, যে সেবকদের সেবার দায়িত্ব দিয়েছে—তাদের প্রত্যেকটি কাজ ও আচরণ সম্বন্ধে প্রভুদের সদা জাগ্রত দৃষ্টি ও সতর্ক প্রহরার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে।

যুক্তফ্রণ্টের যারা প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে জনসাধারণের প্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন—তাদের দায়িত্ব খুবই বেশী। এত অধিক যে তার সীমা পাওয়া মুশকিল। বিদেশী শাসনে ইংরেজদের জনসাধারণ সংগ্রাম করে তাড়িয়েছে, তারপরে কংগ্রেসকে শাসনের ক্ষমতায় বসিয়ে জনসাধারণ শাসন ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতা মত্ততা ও লোভের স্বীকার হয়ে দীর্ঘকাল ধুঁকেছে। আজ বহু সংগ্রাম করে তারা আত্ম প্রতিষ্ঠার পথে যুক্তফ্রণ্টের যে শক্তিকে নিয়োজিত করতে চলেছে সে শক্তি যে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের ভার গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম হবে তা আমরা সম্পুর্ণ বিশ্বাস করি।

বাংলায় যুক্তফ্রণ্টের স্থায়ী অভ্যুদয় এক নূতন দিগন্তের, নূতন ইতিহাসের সৃষ্টির পথে চলেছে। একদা মার্ক্সের পথ ও লেনিনের কাজ যেমন পৃথিবীর সমস্ত নিঃসহায় প্রপীড়িত সর্বহারাদের মাথা তুলে বাঁচবার পথ করে দিয়েছিল, গান্ধীজী ও নেতাজীর জীবন, আদর্শ ও কর্মধারা যেমন মুমূর্ষু ভারতবাসীর জীবনে জীবন সঞ্চার করেছিল—তেমনি আজ পশ্চিমবাংলায় যুক্তফ্রণ্টের যে ভাবে অভ্যুদয় হয়েছে তা ভারতবর্ষের মানুষের আশাহীন জীবনে—একটা ভরসার প্রদীপ দেখিয়েছে।

অতীতে ভারতবর্ষের জীবনে বাংলার ও বাঙ্গালীর অবদানের জন্য আমরা গর্বিত সন্দেহ নেই—কিন্তু আজ বাংলা দেশ সমস্ত ভারতবাসীর জীবনে অনির্বাণ আলোর যে শিখা প্রজ্বলিত করল তা কখনও ম্লান হবে না—ম্লান করতে দেওয়া হবে না এই সংকল্প ও দৃঢ়তা নিয়ে বাংলার সর্ব মানুষের জয়যাত্রা শুরু হোক—আজকার দিনে এ ছাড়া অন্য কিছুই কাম্য নেই। যুক্তফ্রণ্ট জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক এবং জীবন প্রতিষ্ঠা করুক।

—•—

যখন যেমন তখন তেমন

যুক্তফ্রণ্টের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনাতেই চারদিকের রূপ ও হাওয়া পালটে গেল। সবচেয়ে আগে কংগ্রেসী খবরের কাগজের ভাব ও রূপ। ইংরাজী ও বাংলা বাংলার প্রখ্যাত দৈনিক কাগজগুলি এ যাবত কাল—৯ই ফেব্রুয়ারীর আগের দিন পর্য্যন্ত কংগ্রেসের ঠিকাদাররূপে যুক্তফ্রণ্টের উপর রোলার চালাচ্ছিল। নির্বাচন কালীন কাগজগুলি নিয়ে যদি কেউ গবেষণা করে দেখেন তা হলে দেখা যাবে কংগ্রেসের মিটিংএ যেখানে ৫০০ লোকও হয়নি (পুরুলিয়া শ্রীপ্রফুল্ল সেনের মিটিং) যেখানে লেখা হয়েছে দশহাজার আর যেখানে যুক্তফ্রণ্টের ১০।১২ হাজার (বিজয় ব্যানার্জির পুরুলিয়ায় সভা) লোক সে সভার উল্লেখ পর্যান্ত করা হয়নি। এই কাগজগুলি অতি সুকৌশলে প্রচার করেছে যুক্তফ্রণ্ট মুর্দাবাদ।

এখন কাগজগুলির সুর ও চেহারা রাতারাতি অদ্ভুত ভাবে বদলে গেছে। এখন যুক্তফ্রণ্টের হাসিতে মুক্তাঝরে কাসীতে বাঁশী বাজে। আহা কি দরদ! কি ভক্তি! কি মায়া! কি প্রেম! ফটোতে ফটোতে ছয়লাপ—আলাপে, প্রলাপে এরা তুড়িলাফ দিচ্ছেন। এই নির্লজ্জ মুখোস বদল—এ কিসের জন্য? সরকারী বিজ্ঞাপনের লক্ষ লক্ষ টাকা! আমাদের দেশের এই হচ্ছে সাংবাদিকতা। সুবিধা বাদ, তোষামোদ বাদ আর শক্তি ও ক্ষমতার চাটুকারীতা।

আর এক শ্রেণীর লোক এতদিন উঁকি মারছিল। হাওয়া বইবার সঙ্গে সঙ্গে এরা লঙ জাম্প দিয়ে আগে এসে দাঁড়িয়েছে। এদের কাজ হচ্ছে যুক্তফ্রণ্টের কোন শরীকের টিকেট নিয়ে কোন কমিটি বা ঐ রকম কোন সংস্থাতে 'জিন্দাবাদ' 'জিন্দাবাদ' বলে ঢুকে পড়া।

আমরা এবার গতবারের অভিজ্ঞতা নিয়েই জিলার সমস্ত যুক্তফ্রণ্টের শরীক ও পার্টিদের অনুরোধ করব—যে কোন কমিটি বা সংস্থাতে যেন তারা কোন অবাঞ্ছিত লোক বা সুবিধাবাদীকে সুযোগ না দেন। আমাদের যুক্তফ্রণ্টের দায়িত্ব যে ভাবে বেড়েছে তাতে যদি কোন প্রকারে কোন সুবিধাবাদী লোক কোন সুযোগ পায় তবে তারা কেবল যুক্তফ্রণ্টের বদনাম এবং সত্যকারের জন স্বার্থে বাধা সৃষ্টি করবে।

স্বাধীনতার সুরু থেকেই দেখছি এক শ্রেণীর লোক যাদের নীতির কোন বালাই নেই—কেবল মাত্র ব্যক্তি স্বার্থই যাদের নীতি-তারা নির্লজ্জভাবে মুখোস পালটে সকলের আগে চলে।

এই যে 'যখন যেমন তখন তেমন' এদের সম্বন্ধে সকলের আগে সতর্ক ও সাবধান থাকতে হবে।

—•—

জয়পুর নির্ব্বাচন ক্ষেত্র বিষয়ে

ভোট গণনা বদলের গুরুতর অভিযোগ

অবিলম্বে পুনর্গণনার জন্য দিল্লীতে তারবার্ত্তা প্রেরণ

মুখ্য নির্ব্বাচনী কমিশনার সংশ্লিষ্ট ভোটপত্র প্রভৃতি আটক রাখিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন

মুখ্য নির্ব্বাচনী কমিশনার এর নিকট গত ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর যে জরুরী তারবার্তা পাঠানো হয়—তা নিম্ন প্রকার :—

মুখ্য নির্ব্বাচনী কমিশনার ; নয়া দিল্লী

২২৫ জয়পুর নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে ভোট গণনার চূড়ান্ত ফলাফল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলেই যে সকল তথ্যাদি গ্রহণ করেন তাতে জানা যায় যে লোক সেবক সংঘের প্রার্থী অশোক চৌধুরী ১৪ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন। কিন্তু রহস্যজনকভাবে দীর্ঘসূত্রতার পর সহকারী রিটানিং অফিসার বলেন যে হিসাব নিকাশ পুনঃপরীক্ষার পর কংগ্রেস প্রার্থী রামকৃষ্ণ মাহাত আমাদের প্রার্থী অপেক্ষা অধিকতর ভোট পেয়েছেন। আমরা পুনরায় ভোট গণনার জন্য আবেদন জানিয়ে দরখাস্ত লিখে প্রস্তুত ছিলুম এবং সেই দরখাস্ত পেশ করতে যাবার সময় সহকারী রিটানিং অফিসার আমাদের কোনও প্রকার সুযোগ না দিয়ে কংগ্রেস প্রার্থীর জয়লাভের কথা ঘোষণা করেন এবং পুনরায় ভোট গণনার জন্য আমাদের আবেদন পত্র নাকচ করেন। এর দ্বারা নিরপেক্ষ নির্ব্বাচনের নীতি থেকে আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছে—সুতরাং অবিলম্বে পুনরায় ভোট গণণার আদেশ প্রদানের জন্য আপনাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। আকাশবাণীতেও লোক সেবক সংঘের প্রার্থীর জয়লাভের সংবাদ প্রচারিত হয়।

অরুণচন্দ্র ঘোষ সচিব, লোক সেবক সংঘ

প্রার্থী—অশোক চৌধুরী

মুখ্য নির্ব্বাচনী কমিশনারের নিকট বিস্তারিত পত্র প্রেরণ

মুখ্য নির্ব্বাচনী কমিশনার ; নয়া দিল্লী।

সবিনয় নিবেদন,

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখের আমাদের জরুরী তারবার্ত্তায় ২২৫ জয়পুর নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের (পশ্চিমবঙ্গ) পুনরায় ভোট গণনার আদেশ দানের জন্য আপনাকে যে অনুরোধ জানানো হয়েছিল—নিরপেক্ষ ও বিধিসঙ্গতভাবে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে আপনাকে জানাচ্ছি যে সহকারী রিটার্নিং অফিসার শ্রী পি, কে, মুখার্জ্জী (অতিরিক্ত জেলা শাসক) এই ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারমূলক আচরণ করেন এবং পুনরায় ভোট গণনার ন্যায্য সুযোগ সুবিধা থেকে আমাদের বঞ্চিত করেন ও আমাদের আবেদনপত্রও নাকচ করে দেন। নিতান্ত সন্দেহজনকভাবে—কংগ্রেস প্রার্থী ১১১টি ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন বলে ঘোষণা করা হয়।

এই প্রকার অন্যায় ও অনাচারের তথ্য বিবরণাদি নীচে প্রদত্ত হোল—

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী জয়পুর নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের ভোট গণনার একেবারে শেষভাগে—যখন মাত্র ১টি বাক্স খুলতে বাকী ছিল—সেই সময় কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীরামকৃষ্ণ মাহাত তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দী লোক সেবক সংঘের প্রার্থী অশোক চৌধুরী অপেক্ষা প্রায় শতাধিক ভোটে অগ্রগামী ছিলেন। এই সময় ২২৫।৬৯ নং পোলিং ষ্টেশন চাকুলা বুথের বাক্স খোলা হয় ও ভোট গণনা শুরু হয়। এই বুথের ভোট গণণার পর সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয় যে সংঘের প্রার্থী কংগ্রেসের প্রার্থীর অপেক্ষা ১৪ ভোট অধিক পেয়ে জয়যুক্ত হচ্ছেন।

এই ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ফলাফল চূড়ান্ত ও জয় পরাজয় নির্দ্ধারক হওয়ায় স্বয়ং সহকারী রিটার্নিং অফিসার—সংশ্লিষ্ট প্রার্থীগণ ও তাঁদের এজেণ্টদের সাক্ষাতে

ভোটপত্র প্রভৃতিগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন এবং লোক সেবক সংঘের প্রার্থীর জয়লাভের প্রশ্ন, সামান্য ভোটের ব্যবধানে, সুনিশ্চিত হয়। এর পর এমন কিছু রহস্যজনক পরিস্থিতি ও সন্দেহজনক গতিবিধি ঘটতে থাকে যার দ্বারা সংঘ প্রার্থীর সুনিশ্চিত জয় আশ্চর্য্যজনক-ভাবে কংগ্রেস প্রার্থীর ১১১ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভে রূপান্তরিত হয়।

জয়পুর নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের ৭৫টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের যে ফলাফল সরকারী ভাবে পরিবেশিত হয় তাতে কংগ্রেস প্রার্থী ও তাঁর এজেন্টরাও হিসাব নিকাশ করে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং তাঁরা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট পুনরায় ভোট গণনার প্রস্তাব করেন। সরকারী স্তরে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও হিসাব নিকাশে ব্যাপৃত কাউন্টিং সুপারভাইজার ও অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীরা যাঁরা ভোট গণনার কার্য্যে রিটার্নিং অফিসারকে সাহায্য করছিলেন—তাঁরাও স্বীকার করেন যে সংঘের প্রার্থী স্বল্প ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন এবং সেই মর্ম্মে নাকি রেডিওগ্রামও সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী দপ্তরে প্রেরণ করা হয় ও আকাশবাণীর দিল্লী কেন্দ্র থেকে সংঘ প্রার্থীর জয়লাভের সংবাদ প্রচারিত হয়।

সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট পুনরায় ভোট গণনায় প্রস্তাব জানিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী সম্ভবতঃ দরখাস্ত লেখাবার জন্য হলের বাইরে যান। কিন্তু কিছু পরে কংগ্রেসের জনৈক এজেন্ট একজন বহিরাগত (দুর্নীতির অভিযোগে পদচ্যুত বিহার সরকারের জনৈক প্রাক্তন অফিসার) সঙ্গে নিয়ে হলে ঢোকেন এবং মঞ্চের উপর ভোট গণনার ফলাফল পরীক্ষা নিরীক্ষায় রত সরকারী কর্ম্মচারীদের সঙ্গে কিছু আলাপ-আলোচনাদি করেন। এরই কিছুক্ষণ পরে, কংগ্রেস প্রার্থী ও তাঁর এজেন্টগণ, যাঁরা নিতান্ত বিমর্ষ ও বিরসবদনে হল ছেড়ে ইতিপূর্ব্বে চলে যান,—তাঁরা অনেকেই দলবেঁধে ও উৎফুল্লভাবে হলে ফিরে এসে জানান যে তাঁরা পাকামাথার দ্বারা হিসেব করিয়ে দেখেছেন যে ১১১ ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেস প্রার্থী জয়লাভ করেছেন। কংগ্রেসী শিবির থেকে এই সংবাদ পরিবেশনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সহকারী রিটার্নিং অফিসার, যিনি এই সময়ে ঘন ঘন বাহিরে যাচ্ছিলেন, হলে প্রবেশ করেন এবং ঐ তথ্য ঘোষণা করেন যে কংগ্রেস প্রার্থী ১১১ ভোট অধিক পেয়ে জয়পুর কেন্দ্রে জয়লাভ করেছেন।

আমরা সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত ঘোষণার প্রতিবাদ করি—এবং কোন্ হিসাব অনুযায়ী ভোটের ফলাফল হঠাৎ বিপরীত হয়ে গেল জানতে চাই। তখন সহকারী রিটার্নিং অফিসার বাকী ১৫টি পোলিং বুথের হিসাব আমাদের দেন। (কারণ ৭৫টি বুথের মধ্যে ৬০ নং পোলিং বুথ পর্য্যন্ত ভোট গ্রহণের ফলাফল বোর্ডে লেখা হয়েছিল) এবং হিসাব নিকাশ করে সরকারী তথ্য ও হিসেবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে সন্দেহ নিরসনের প্রস্তাব দেন। তিনি এই আশ্বাসও দেন যে আমাদের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধাও দেওয়া হবে। এই সময় লোক সেবক সংঘের সচিব সহকারী রিটার্নিং অফিসারের শ্রুতিগোচরে সংঘের প্রার্থীকে পুনরায় ভোট গণনার জন্য আবেদন পত্র লিখে রাখতে পরামর্শ দেন এবং সেই অনুসারে দরখাস্ত লেখাও হয় কিন্তু সেই সময় সহকারী রিটার্নিং অফিসার অনুপস্থিত থাকায় দেওয়া হয় নি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সহকারী রিটার্নিং অফিসার হলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁর নিকট দরখাস্ত নিয়ে উপস্থিত হই—কিন্তু সেদিকে কোনওরূপ লক্ষ্য না করে ফলাফল ঘোষণা করতে থাকেন।

আমরা এইরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রতিবাদ জানিয়ে পুনরায় ভোট গণনার দাবী জানাই এবং সেই মর্ম্মে আবেদনপত্র পেশ করি। কিন্তু সহকারী রিটার্নিং অফিসার আমাদের সেই আবেদনপত্র নাকচ করে দেন। তারপর আমরা প্রদত্ত ব্যালট পেপার ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সীল করে রাখবার আবেদন জানাই এবং তিনি এই বিষয়ে অবশ্য সম্মত হন।

উপরোক্ত তথ্য বিবরণ ও ঘটনাবলী থেকে এই অনুমান স্বাভাবিক যে কোনও রহস্যজনক ও সন্দেহজনক উপায়ে লোক সেবক সঙ্ঘের প্রার্থীর অতি সামান্য হলেও সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটকে সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত করা হয় এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারের এক কলমের খোঁচায় কংগ্রেস প্রার্থীকে জয়ী বলে ঘোষণা করা হয়।

এই বিষয়ও সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয়েছে যে পুনরায় ভোট গণনার কোনও প্রকার সুযোগ সুবিধাই আমাদের দেওয়া হয় নি। সহকারী রিটার্নিং অফিসার তাঁর প্রদত্ত ভোটের ফলাফলগুলির হিসাব নিকাশ করে সরকারী হিসাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার কাজে আমাদের ব্যস্ত রেখে—অতর্কিতে ভোটের ফলাফলের চূড়ান্ত ঘোষণা করে দেন।

এই পরিস্থিতিতে আপনার নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন যে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্ব্বাচনের স্বার্থে পুনরায় ভোট গণনার আদেশ প্রদানে বাধিত করুন। পুনরায় ভোট গণনার পর যে ফল দাঁড়াবে সেটা ভোট দাতাদের রায় বলে সংশ্লিষ্ট সকলেই গ্রহণ করবে। আমরা আশা করি আমাদের এই সামান্য অনুরোধ মাত্র আপনি গ্রহণীয় বলে বিবেচনা করবেন এবং এই ক্ষেত্রে জন প্রতিনিধিত্বমূলক আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে যে ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটছে তা সংশোধন করে নির্ব্বাচন ব্যবস্থার পবিত্রতা ও মর্য্যাদা রক্ষা করবেন। ইতি—

বিনীত—
অশোক চৌধুরী, প্রার্থী (লোক সেবক সংঘ)
জয়পুর নির্ব্বাচন ক্ষেত্র (পুরুলিয়া)

[জয়পুর নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের ভোট গণনার ব্যাপারে মুখ্য নির্ব্বাচনী কমিশনারের নিকট উপরোক্ত জরুরী তার বার্ত্তা ও স্মারক লিপি প্রেরণের পর শোনা যাচ্ছে যে ভোট গণনার সময় কংগ্রেস প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত ভোট পত্রের একটি বাণ্ডিল নাকি ঘটনা চক্রে উদ্ধার হয় এবং সেই বাণ্ডিলের ভোটগুলি যোগ দেবার পর কংগ্রেস প্রার্থীর ভোটের সংখ্যা অধিক হয় এবং তিনি জয়লাভ করেন ঘটনাটি কতদূর সত্য এখনও জানা যায়নি—তবে বাণ্ডিলের কথা সত্য হলে পুনর্গণনায় দেখতে হবে অন্য সিরিজের কোনও ব্যালট পেপার ঢোকান হয়েছে কি না।
মুঃ সঃ]

জয়পুর ক্ষেত্রে ভোট পুনর্গণনার ব্যাপার

নির্ব্বাচন কমিশনের পক্ষ হইতে প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ

পুরুলিয়া সহরের যাহারা সেদিন ১২ই ফেব্রুয়ারী জুবিলি ময়দানে জয়পুর নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের ভোট গণনার ফল জানিতে উপস্থিত ছিলেন—তাঁহারা সকলে জানেন যে সমস্ত বাক্সের গণনা শেষ হইবার পর সরকারী হিসাবে, কংগ্রেস প্রার্থীর হিসাবে ও লোক সেবক সংঘের হিসাবে দেখা গেল—লোক সেবক সংঘের প্রার্থী শ্রীঅশোক চৌধুরী কিছু ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করিয়াছেন। কংগ্রেস প্রার্থী নিজেদের সংগৃহীত গণনার হিসাবে নিজেদের পরাজয় হইয়াছে দেখিয়া, রিটার্নীং অফিসার এ, ডি, সিকে বলেন যে, তিনি পুনর্গণনা দাবী করিতেছেন। এ, ডি, সি তাঁহাকে লিখিত পত্র দিতে বলেন সেই সময়ে কংগ্রেসের দুইজন অন্য গণনায় তদ্বিরকারক লধুড়কার শ্রী সধীর কুমার ব্যানার্জ্জী ও নাগদার শ্রীশক্তিপদ মুখার্জ্জী উপস্থিত হইয়া কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীরামকৃষ্ণ মাহাতর সঙ্গে কথাবার্ত্তা করেন ও এ, ডি, সির পিছন দিকে গণনার টেবিল গুলিতে ঘোরা-ফেরা যাতায়াত করিতে থাকেন। পরে শ্রীরামকৃষ্ণ মাহাত ও তাহারা দুজন চলিয়া যান। এ, ডি, সিও বাহিরে চলিয়া যান। খবর পাওয়া গেল রেডিওগ্রামে সংঘের জয় লাভের বার্ত্তা প্রেরিত হইয়াছে তদনুসারে রেডিওতে সংঘের সেদিনের জয়লাভের বার্ত্তা ঘোষিত হয়।

সুতরাং সংঘের কর্ম্মীরা অপেক্ষা করিতেছিলেন যে, এ, ডি, সি, আসিয়া কখন সংঘের জয়লাভের বার্ত্তা ঘোষণা করিবেন। এমন সময় সহসা এ, ডি, সি বাহির হইতে আসিয়া ঘোষণা করেন যে, কংগ্রেস প্রার্থী ১১১ ভোটে জয়লাভ করিয়াছেন। সেখানে উপস্থিত হাজার হাজার জনতা অবাক হইয়া গেলেন। সংঘের পক্ষ হইতে আমরা এ, ডি, সি কে পুনর্গণনার জন্য বলিলাম। উনি যে ভাবে তাহা এড়াইয়া গেলেন এবং পুনর্গণনার দাবী অগ্রাহ্য করিলেন তাহা এই সংখ্যায় অন্য বিবরণে দেওয়া হইয়াছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীতে দীর্ঘ তার বার্ত্তা পাঠাইয়া পুন-র্গণনার দাবী করিলাম। সংঘের বিশদ পত্র লইয়া এখান হইতে প্রতিনিধি দিল্লী গেলেন। দিল্লী হইতে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার নির্দেশ দিয়াছেন—সংশ্লিষ্ট সমস্ত কাগজ পত্র সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের শিল মোহর দিয়া আলাদা ভাবে আটক রাখা হউক। সেইমত আটক রাখা হইয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন, গণনা সমাপ্ত হওয়ার পর প্রায় ১ ঘণ্টা যে চুপচাপ থাকা হয় ঐ সময়ে ভোট পত্রে কারসাজী হইয়া থাকিলে তাহা পুনর্গণনায় ধরা পড়িবে না। কারণ সামান্য ভোটের ব্যাপার—তাহাতে কারসাজী সম্ভব। তবে মনে হয়, ভোট পত্রে কারসাজী হইয়া থাকিলে—পুনর্গণনা এড়াইবার বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন ছিল না। পুনগননা এড়াইবার বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া মনে হইয়াছে যে, ভোট পত্রে কারসাজী করার হয়ত সময় হয় নাই—হইয়া থাকিলে অল্পেই হয়ত কারসাজী হইয়াছে।

যাহাই হউক, পুনর্গণনায় গলদ ধরা না পড়িলেও, দুর্নীতির অভিযোগের জন্য সংঘ হইতে ইলেকসন পিটিশন অর্থাৎ মামলা করার লক্ষ্যে প্রমাণ প্রভৃতি সংগ্রহ করা হইতেছে।

অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩/৫৪৫ ১৭.২.৬৯

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট শাসন

দলগত নির্ব্বাচিত সদস্যের সংখ্যা

যুক্তফ্রণ্ট—২১৪ : কংগ্রেস—৫৫ : অন্যান্য—১১টী

মোট আসন সংখ্যা—২৮০

যুক্তফ্রণ্ট

দল	প্রার্থী	নির্ব্বাচিত
কম্যুনিষ্ট (মাঃ)—	৯৭	৮০
বাংলা কংগ্রেস—	৪৯	৩৩
কম্যুনিষ্ট—	৩৬	৩০
ফঃ ব্লক—	২৮	২১
আর, এস, পি—	১৭	১২
এস, এস, পি—	১৩	৯
এস, ইউ, সি—	৭	৭
লোক সেবক—	৬	৪
গোর্খা লীগ—	৪	৪
আর, সি, পি, আই—	২	২
ওয়ার্কার্স পার্টি—	২	২
মাঃ ফঃ ব্লক—	১	১
ফ্রণ্ট সমর্থিত নির্দ্দলীয়—	১৩	৯
মোট—	২৭৫	২১৪

কংগ্রেস ও অন্যান্য দল

দল	প্রার্থী	নির্ব্বাচিত
কংগ্রেস—	২৮০	৫৫
পি, এস, পি—	২৪	৫
প্রঃ মুসলীম লীগ—	৪০	৩
আই-এন-ডি-এফ—	৯৭	১
লোকদল—	৫৮	০
জনসংঘ—	৫০	০
জাতীয় দল—	১৭	০
হিন্দু মহাসভা—	৮	০
স্বতন্ত্র—	৪	০
প্রাউটিষ্ট (আনন্দমার্গ)	৬০	০
নির্দ্দলীয়	১০৬	২
মোট—	৭৪৪	৬৬

মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে জিলাবারী দলগত আসন সংখ্যা

জিলা	আসন সংখ্যা	যুক্তফ্রণ্ট	কংগ্রেস	অন্যান্য
কলিকাতা	২৩	১৮	৫	০
২৪ পরগণা	৫০	৪৫	৪	১
হাওড়া	১৬	১৫	১	০
হুগলী	১৮	১৬	২	০
মেদিনীপুর	৩৫	২৫	৬	৪
বাঁকুড়া	১৩	১৩	০	০
বীরভূম	১২	১২	০	০
বর্ধমান	২৫	২৩	২	০
পুরুলিয়া	১১	৮	৩	০
নদীয়া	১৪	৯	৫	০
মুর্শিদাবাদ	১৮	৯	৫	৪
মালদহ	১০	৫	৫	০
পশ্চিম দিনাজপুর	১১	৬	৩	২
দার্জিলিং	৫	৪	১	০
জলপাইগুড়ি	১১	৪	৭	০
কোচবিহার	৮	২	৬	০
মোট—	২৮০	২১৪	৫৫	১১

ভোটের ভাগাভাগি জেলায়/জেলায়

পশ্চিমবঙ্গে মোট ভোটার সংখ্যা ২,০৬,০০০০০ (দুই কোটি ছয় লক্ষ)

জেলা	আসন	ভোট পড়েছে	যুক্তফ্রণ্ট	শতকরা হার	কংগ্রেস	শতকরা হার
কলিকাতা	২৩	১১,০৪,২৬৬	৫,৭৬,৯৮১	৫২.২	৪,৮০,০২৬	৪৩.৪
হাওড়া	১৬	৮,৭১,৪৪৭	৪,৯৯,৩৩৫	৫৭.২	৩,৫৫,২০৯	৪৭.০
পুরুলিয়া	১১	৪,০০,৯৬৫	১,৯৫,৩১৯	৪৮.৭	১,৩৩,৮৩৬	৫৩.৩
বীরভূম	১২	৪,৪৭,৫৪৭	২,৩৩,১৩৩	৫২.০৯	১,৬৩,২৬৬	৩৬.৪
২৪ পরগণা	৫০	২৮,৫৪,৪১২	১৪,৩৯,৬৬৯	৫০.৪	১০,৯৬,৪২৯	৩৮.৪
* মেদিনীপুর	৩৫	১৮,৮১,৮১৮	৯,৭৩,৩৮০	৫১.৭	৭,৫৫,৩১২	৪০.১
কোচবিহার	৮	৪,০১,৬৭১	১,৭৬,৮২২	৪৪.০০	২,০৫,৬৮০	৫১.২
জলপাইগুড়ি	১১	৪,০৪,৯১৮	১,৬৭,০৩০	৪১.২	২,১৫,৭৬১	৫৩.২
দার্জিলিং	৫	১,৯৩,০০৮	৮২,৭৮৩	৪২.৮	৭১,৫৬৬	৩৭.০০
পশ্চিম দিনাজপুর	১১	৪ ৪৫,০৯৪	১,৯০,৬৩০	৪২.৮	১,৭৩,৯২১	৩৯.০৭
মালদহ	১০	৪,২৬,৫০৮	১,৮৫,৫৫০	৪৩.৫	২,১৬,৩৭২	৫০.৭
মুর্শিদাবাদ	১৮	৮,৪৫,৪৩২	৩,৩৭,৯৯৭	৩৯.৯	২,৭৪,৫৮১	৩২.৪
নদীয়া	১৪	৬,৯৪,২৭৫	৩,৩৫,৪৫২	৪৮.৩	২,৯৫,০৯৬	৪২.৫
হুগলি	১৮	৯,৩১,৩৯৩	৫,০৪,৫৪২	৫৪.১	৩,৯৫,১৩৩	৪২.৪
বাঁকুড়া	১৩	৬,০৬,০৪১	৩,১০,৬৮০	৫১.২	২,২৮,৩৮৬	৩৭.৬
বর্ধমান	২৫	১১,৪৫,৭৮৫	৬১৫,০২৩	৫৩.৬	৪,৫৮,২২৭	৩৯.৯
মোট = ১৬	২৮০	১,৩৬,৫৪,৫৮০	৬৮,২৪,৩৩৬	৪৯.৯	৫৫,১৮,৭৯১	৪০.৪

মন্তব্য:—মোট প্রদত্ত ভোটের মধ্যে অন্যান্য দলের ভোট, বাতিল প্রভৃতি ধরা আছে। এগুলি পৃথক করে হিসাব করা হয়নি।

* মেদিনীপুরে ৪টি নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের ভোট যেগুলিতে যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে আপোষে পি, এস, পি প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন সেগুলি ধরা আছে।

—০—

মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিভিন্ন রাজ্যে দলগত অবস্থা

পাঞ্জাব

মোট আসন—১০৪
ঘোষিত—১০৩

কংগ্রেস—৩৮
আকালী—৪৩
জনসংঘ—৮
কম্যুনিষ্ট—৩
মা: কম্যুনিষ্ট—২
এস, এস, পি—২
পি এস পি—১
স্বতন্ত্র—১
জনতা—১
নির্দলীয়—৪
একটি আসনের নির্ব্বাচন ২রা মার্চ্চ হবে।

উত্তর প্রদেশ

মোট আসন—৪২৫
ঘোষিত—৪২০

কংগ্রেস—২০৮
ভারতীয় ক্রান্তি দল—৯৮
জনসংঘ—৪৮
এস, এস, পি—৩৩
স্বতন্ত্র—৫
কম্যুনিষ্ট—৪
মা: কম্যুনিষ্ট—১
পি, এস, পি—৩
রিপাবলিকান পার্টি—১
হিন্দু মহাসভা—১
নির্দলীয় ও অন্যান্য—১৮
বাকী ৫টি আসনের নির্বাচন ২০শে ফেব্রুয়ারী হবে। কংগ্রেস যদি এই ৫টি আসন পায় তবে ১টি মাত্র সংখ্যায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে।

বিহার

মোট আসন—৩১৮
ঘোষিত—৩১৭

কংগ্রেস—১১৮
জনসংঘ ৩৪
এস, এস, পি—৫২
শোষিত দল—৬
ভারতীয় ক্রান্তি দল—৬
মা: কম্যুনিষ্ট—৩
কম্যুনিষ্ট—২৫
জনতা—১৪
পি, এস, পি—১৭
ঝাড়খণ্ড—১০
লোকতান্ত্রিক কংগ্রেস—৯
স্বতন্ত্র—৩
ফ: ব্লক—১
নির্দ্দলীয়—১৯
মৃত বিধায় একটি আসনের নির্বাচন হয় নাই।

নাগাভূমি

মোট আসন—৫২
নির্ব্বাচিত—৪০
মনোনীত—১২
ঘোষিত—৩৮

নাগাল্যাণ্ড জাতীয় সংস্থা—২১
বিরোধী যুক্তফ্রন্ট—৯
নির্দ্দলীয়—৮
ঘোষণা বাকী—২

নাগাল্যাণ্ড জাতীয় সংস্থা বর্ত্তমানে শাসন ক্ষমতায় আছে। তাদের ২১টির সঙ্গে মনোনীত ১২টি যোগ হবে। এই ৩৩টি নিয়ে তারা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে।

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

৯। ঝালদা

ভোটার—৭২৫৬৬
প্রদত্ত ভোট—৪৮৪৬৯
বাতিল ভোট—১২৮৬

চিত্তরঞ্জন মাহাত (ফরোয়ার্ড ব্লক)—২২৫২৫
দেবেন্দ্রনাথ মাহাত (কংগ্রেস)—২৩৯৫৮ (নির্ব্বাচিত)

১০। বান্দোয়ান (সংরক্ষিত আদিবাসী)

ভোটার—৭৫১৩২
প্রদত্ত ভোট—৩৯৬৮৭
বাতিল ভোট—১৭৯১

কান্দরু মাঝি (লোক সেবক সংঘ)—১৬০৭৮
বুদ্ধেশ্বর মাঝি (কংগ্রেস)—১৭৫১১ (নির্ব্বাচিত)
বাসুদেব সর্দ্দার (জনসংঘ)—২৬৯৬
হরিপদ সিং (আই-এন-ডি-এফ)—৪০৮
রাইচরণ মাঝি (ঝাড়খণ্ড)—১২০৩

১১। জয়পুর

ভোটার—৭০২৯৫
প্রদত্ত ভোট—৩০৮২০
বাতিল ভোট—১২৮৭

অশোক চৌধুরী (লোক সেবক সংঘ)—১১২১২
রামকৃষ্ণ মাহাত (কংগ্রেস)—১১৩২৩ (নির্ব্বাচিত)
পদ্মলোচন মাহাত (পি-এস-পি)—৪৯৯৩
প্রমথনাথ বক্সী (জনসংঘ)—২০০৮

পাওয়া গিয়াছে

গত ১২।২।৬৯ তারিখে বৈকাল বেলায় শিবানী হিন্দু হোটেলের সামনে, সাহেব বাঁধ যাইবার পাকা রাস্তার উপর, একটী হাত ঘড়ি কুড়াইয়া পাইয়াছি। যাহার ঘড়ি তিনি উপযুক্ত প্রমাণ তথ্যাদি সহ আমার নিকট উপস্থিত হইলে ঘড়ি ফেরৎ পাইবেন।

ইতি—
শ্রীব্রজগোপাল ঘোষ
১৫।২।৬৯ বিশিষ্ট ভূমিগ্রহ সমাহর্ত্তা কার্য্যালয়, পুরুলিয়া।
(ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশন, অফিস পুরুলিয়া)

বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল

(চাইবাসা রোড, পুরুলিয়া)

পাইকারী এবং খুচরা ঔষধ সুবিধা দরে পাওয়া যায়।

Redg No. C—4290 মুক্তি C. R. No—R. N. 2539/57

OFFICE OF THE OFFICIAL LIQUIDATOR, PATNA HIGH COURT,
IN THE MATTER OF CHOTANAGPUR BANKING ASSOCIATION LTD. (IN LIQN.) HAZARIBAGH

Land on Auction Sale

Notice is hereby given that 31 plots of lands, near Zilla School, Purulia, out of 15 bighas of lands purchased by the Chotanagpur Banking Association Ltd. (now in Liquidation) under registered sale deed dated 17. 9. 1948 and also about 10 kathas of land belonging to the said Bank near Civil Court, Purulia, will be sold in public auction by the Official Liquidator Patna High Court in Company Act Case No. I of 1958 under order No. 275 dated 13. 9. 68. The auction will commence on 25. 3. 69 as modified by order No. 278 (2) dated 25. 10. 68 and will continue on the following days, as may be necessary. The time for auction on dates as mentioned above, will be from 9 A. M. to 12 Noon each day at the site of the land, commencing with the auction of 31 plots of land, near Zilla School, Purulia. The auction of about ten Kathas of land near Civil Court at Purulia will be taken up after the auction of 31 plots of land have been completed and will be held at the site of the land and at the time mentioned above.

Intending buyers may contact Hazaribagh Office of the Bank for particulars of land conditions of sale.

By order.
S/D—R. N. Ghose
Official Liquidator,
Patna High Court.

Hazaribagh.
Dated 15. 1. 69.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১২ই ফাল্গুন, ১৩৭৫—২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় যুক্তফ্রন্টের শাসন

মঙ্গলবার রাজভবনে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ

শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় যুক্তফ্রন্টের নেতা নির্ব্বাচিত

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় ২৮ জন পূর্ণাঙ্গ ও ৪ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী

দীর্ঘ ছয়দিন ব্যাপী আলাপ আলোচনার পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে যুক্তফ্রন্টের নেতা তথা মুখ্যমন্ত্রী নির্ব্বাচিত হন এবং সেই সঙ্গে শ্রীজ্যোতি বসু সহকারী নেতা তথা উপ-মুখ্যমন্ত্রী নির্ব্বাচিত হন। নেতা ও উপ-নেতা নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পরে স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে কেন্দ্র করিয়া যে বিরোধ ও অনিশ্চয়তা ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল—তারও অবসান হয় এবং পুলিশ ও প্রশাসন বিভাগ সহ স্বরাষ্ট্র দপ্তর মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা শ্রীজ্যোতি বসু লাভ করেন এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাজনৈতিক বিভাগটি মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব দপ্তরের অঙ্গীভূত হয়। এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির সর্ব্বাধিক সংখ্যক সদস্য থাকায় তাঁরা যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব পদ এবং সমগ্র স্বরাষ্ট্র দপ্তর সহ অর্থ, শিক্ষা, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব; উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন, শ্রম প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলি দাবী করেন। দীর্ঘকাল ব্যাপী আলাপ আলোচনার পর মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি নেতৃত্বপদ ও অর্থ দপ্তরের দাবী পরিত্যাগ করতে এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে বিভক্ত করতে রাজী হন।

যুক্তফ্রন্টের নেতা নির্ব্বাচন ও স্বরাষ্ট্র দপ্তর বণ্টনের সমস্যা মিটে যাওয়ার পর যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভার আকার এবং কোন দলকে কি কি দপ্তর বণ্টন করা হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পি-এস-পি সদস্যগণ যুক্তফ্রন্ট যোগদানের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করায় এই দলের জন্য একটি মন্ত্রীর আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। কিন্তু এস-এস পি দল দুইজন পূর্ণমন্ত্রী ও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর দাবী করেছেন—অজয়বাবু তাঁদের পক্ষে মন্ত্রীসভায় যোগদান সম্ভব হবে না বলে জানিয়েছেন। তবে মন্ত্রীসভার বাইরে থাকলেও যুক্তফ্রন্টকেই সমর্থন করে যাবেন—একথাও জানিয়েছেন

মন্ত্রীদের নাম

যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীদের নাম ও সেই সঙ্গে তাঁদের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নাম নীচে দেওয়া হোল :—

● বাংলা কংগ্রেস— পূর্ণ মন্ত্রী ৪ জন

১। শ্রীঅজয় কুমার মুখার্জ্জী মুখ্যমন্ত্রী ;
সমাজ শিক্ষা, পশু পালন, অর্থ ও স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক)

২। শ্রীসুশীল ধাড়া—মন্ত্রী, শিল্প ও বাণিজ্য

৩। শ্রীচারুমিহির সরকার—মন্ত্রী, সমষ্টি উন্নয়ন

৪। শ্রীভবতোষ সোরেন—মন্ত্রী, বন

● মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি—পূর্ণ মন্ত্রী ৯ জন

১। শ্রীজ্যোতি বসু উপ-মুখ্যমন্ত্রী,
স্বরাষ্ট্র (পুলিশ ও প্রশাসন,

২। শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার—মন্ত্রী, ভূমি ও ভূমিরাজস্ব

৩। শ্রীনিরঞ্জন সেন গুপ্ত—মন্ত্রী, কারা, উদ্বাস্তু ও পুনর্ব্বাসন

৪। শ্রীআব্দুর রসুল—মন্ত্রী, পরিবহণ

৫। শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষ—মন্ত্রী, শ্রম

৬। শ্রীপ্রভাস চন্দ্র রায়—মন্ত্রী, মৎস্য

৭। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হালদার—মন্ত্রী, আবগারী

৮। শ্রীসত্যপ্রিয় রায়—মন্ত্রী, শিক্ষা

৯। শ্রীগোলাম ইয়াজদানী—মন্ত্রী, পাশপোর্ট

● কম্যুনিষ্ট পার্টি— পূর্ণ মন্ত্রী ৪ জন

১। শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জ্জী—মন্ত্রী, সেচ ও জলপথ

২। শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী—মন্ত্রী, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন
পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও গৃহ ব্যবস্থা

৩। শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী—মন্ত্রী, সমবায় ও সমাজকল্যাণ

৪। শ্রীআব্দুর রেজ্জাক খান—মন্ত্রী, রিলীফ

● ফরোয়ার্ড ব্লক— পূর্ণ মন্ত্রী ৩ জন

১। ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্য—মন্ত্রী, কৃষি

২। শ্রীশম্ভু ঘোষ—মন্ত্রী, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প

৩। শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল—মন্ত্রী, বিচার ও বিধান মণ্ডলী

● আর-এস-পি— পূর্ণ মন্ত্রী ২ জন

১। শ্রীননী ভট্টাচার্য্য—মন্ত্রী, স্বাস্থ্য

২। শ্রীযতীন চক্রবর্ত্তী—মন্ত্রী, সংসদীয়
বিষয়ক ও চীফ হুইপ

● এস-ইউ-সি— ১ পূর্ণ মন্ত্রী, ১ রাষ্ট্রমন্ত্রী

১। শ্রীসুবোধ ব্যানার্জ্জী—মন্ত্রী পূর্ত্ত বিভাগ (সমগ্র)

২। শ্রীমতী প্রতিভা মুখার্জ্জী—রাষ্ট্রমন্ত্রী ;
পূর্ত্ত (রাস্তা)

● লোক সেবক সংঘ— পূর্ণমন্ত্রী ১ জন

১। শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত—মন্ত্রী, পঞ্চায়েৎ বিভাগ

● গোর্খা লীগ— পূর্ণ মন্ত্রী ১ জন

১। শ্রীদেওপ্রকাশ রাই—মন্ত্রী, তপশীল জাতি ও উপজাতি

● ওয়ার্কার্স পার্টি— পূর্ণ মন্ত্রী ১ জন

১। শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য্য—মন্ত্রী, তথ্য ও জনসংযোগ

● আর-সি-পি-আই— পূর্ণ মন্ত্রী ১ জন

১। শ্রীসুধীন কুমার—মন্ত্রী, খাদ্য ও সরবরাহ

● বলশেভিক পার্টি— রাষ্ট্র মন্ত্রী ১ জন

১। শ্রীবরদা মুকুটমণি—রাষ্ট্র মন্ত্রী ; পর্য্যটন

● মার্ক্সবাদী ফঃ বঃ— রাষ্ট্র মন্ত্রী ১ জন

১। শ্রীরাম চ্যাটার্জ্জী—রাষ্ট্র মন্ত্রী ; ক্রীড়া

স্পীকার পদের জন্য শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডেপুটী স্পীকার পদের জন্য শ্রীঅপূর্ব্বলাল মজুমদার মনোনীত হয়েছেন—এই সংবাদ।

এস, এস, পিকে একজন পূর্ণমন্ত্রী ও একজন রাষ্ট্রমন্ত্রীর সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের দাবী দু'জন পূর্ণমন্ত্রীর। এস, এস, পি মন্ত্রী সভায় যোগদানের জন্য এখনো নাম দেন নি। আর, সি, পি, আই-এর দপ্তর কি হবে—এখনো ঠিক হয় নি। দপ্তর ঠিক হলে ওঁদের কে মন্ত্রী হবেন ঠিক হবে। কয়েকজন মন্ত্রীর দপ্তর কি হবে এখনো জানা যায় নি।

স্থির হয়েছে—আগামী মঙ্গলবার বেলা ৪টায় মন্ত্রীরা রাজভবনে শপথ গ্রহণ করবেন। শ্রীধর্ম্মবীর রাজ্যপাল থাকার জন্য মন্ত্রীরা শপথ গ্রহণের সময় আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান আয়োজন বর্জ্জন করেছেন।

———•———

সম্পাদকীয়—

"বিধান সভার চাবি—আমিই খুলবো"

বিগত মধ্যবর্ত্তী সাধারণ নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে পুরুলিয়ায় রাস ময়দানে ভাষণদান কালে যুক্তফ্রন্টের প্রাক্তন স্পীকার শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই দৃপ্ত ঘোষণা করেন—"পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় আমি চাবি লাগিয়ে এসেছি—সেই চাবি আমার হাতে—আবার আমিই গিয়ে সেই চাবি খুলবো।" তাঁর সেই উদাত্ত ঘোষণা ভবিষ্যৎবাণীর ন্যায়ই আজ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার যুক্তফ্রন্টের প্রাক্তন স্পীকার শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় যুক্তফ্রন্টের স্পীকাররূপে তালাবদ্ধ বিধান সভার চাবি খুলে বৎসরাধিক কালব্যাপী শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার অবসান করতে চলেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অন্যায় ও অবৈধভাবে উচ্ছেদের জন্য কংগ্রেস, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার ও যুক্তফ্রন্টের কয়েকজন দলত্যাগী ও কুলত্যাগী বিভীষণের মধ্যে যে চক্রান্ত চলে এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল যার অন্যতম নাটের গুরু ছিলেন—সেই চক্রান্তকারীরা পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। ঐ চক্রান্তকারীদের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষ যেমন প্রচণ্ড গণআন্দোলনের মাধ্যমে গর্জ্জে ওঠে—অন্যদিকে বিধান সভার মান মর্য্যাদা রক্ষায় এবং গণতন্ত্রের অপমৃত্যু রোধের চেষ্টায় যুক্তফ্রন্টের তদানীন্তন স্পীকার শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এককভাবে যে অসম সংগ্রামে লিপ্ত হন এবং ঐতিহাসিক রুলিং দেন তাতে গণতন্ত্রকে হত্যার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যপালের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়—আর বিধানসভাকে দলত্যাগী ও কুলত্যাগী বিশ্বাসঘাতকদের আখড়ায় পরিণত করার হীন অপচেষ্টাও বানচাল হয়ে যায়।

মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচন সমাপ্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যুক্তফ্রন্টকে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়যুক্ত করিয়ে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে জনগণের আশা আকাঙ্খাকে মূর্ত্ত করে তুলতে—দুঃখ ও গ্লানীর অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে এবং সার্থক গণতন্ত্রের পাকা বুনিয়াদ গড়ে তুলতে পূর্ণ সুযোগ দান করেছেন। আর সেই সঙ্গে দেশের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনকে পরিচ্ছন্ন করে তোলার উদ্দেশ্যে নির্ব্বাচনী সম্মার্জ্জনী দ্বারা রাজনৈতিক জীবনের আবর্জ্জনা-স্বরূপ দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতকদের একেবারে সমাজের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছেন। এই মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচন জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসে-পরিষদীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে—যুক্তফ্রন্ট সরকারের অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক উচ্ছেদ ; যুক্তফ্রন্টের পরিচালিত প্রচণ্ড গণসংগ্রাম তথা পি-ডি-এফ-কংগ্রেসী কোয়ালিশন সরকারের পৈশাচিক বর্ব্বরতা ; যুক্তফ্রন্ট স্পীকারের বিশ্ববন্দিত ঐতিহাসিক রুলিং, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বাতিলীকরণ ; মধ্যবর্ত্তীকালীন নির্ব্বাচন এবং তাহার ঐতিহাসিক ফলাফল—কেবল পশ্চিমবঙ্গেরই নয়, সমগ্র ভারতের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পথ নির্দ্দেশ করছে। জগদ্দল পাথরের ন্যায় কংগ্রেসী কুশাসন দেশের আপামর জনসাধারণকে যেভাবে শ্বাসরুদ্ধ করে

রেখেছে—বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকারী ও ঐতিহ্যবাহীরূপে শোষণ ও পীড়নের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে—গণতন্ত্র ও মানবতার শত্রুরূপে প্রতিভাত হয়েছে—সেই কংগ্রেসী অপশাসনের উচ্ছেদের জন্য গণসংগ্রাম গত বিশ বৎসর ধরে বারংবার প্রতিহত ও ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু ঘন মেঘাচ্ছন্ন অমানিশায় বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় গত চতুর্থ সাধারণ নির্ব্বাচনে আশার ক্ষীণ আলোক দেখা দেয়—আজ এই মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচনের পর ভারতের পূর্ব্ব দিগন্ত এই পশ্চিমবঙ্গে প্রভাত সূর্য্যের উদয় হয়েছে—দুঃখের রজনী ও তার ঘনঘটা প্রভাতকালীন কুয়াশার মত অপসারিত হতে চলেছে—আজ দেশের জনসাধারণ স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষরূপে গর্ব্ববোধ ও গৌরব অর্জ্জনের অধিকার পেতে চলেছে। কেবল তালাবদ্ধ বিধান সভার চাবিই খোলা হবে না—সেই সঙ্গে যক্ষের ধনের মত কায়েমী স্বার্থবাদী কংগ্রেস দেশের যাবতীয় সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য যেভাবে কুক্ষিগত করে রেখেছে—গণতন্ত্রকে পাতালপুরীর হিমঘরে আবদ্ধ করে রেখেছে—তারও চাবি আজ খুলতে হবে।

অ. চ.

——•——

প্রতিক্রিয়া

যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস মহল একটা অবাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েন। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র, ক্রোরপতি শ্রীগোবিন্দ দে, কংগ্রেসী বিধান দলের নেতা শ্রীখগেন দাসগুপ্ত যখন ধরাশায়ী হতে লাগলেন তখন একটা মর্মন্তুদ মূক হাহাকারের দীর্ঘশ্বাসে কলিকাতার চৌরঙ্গী ভবন মূঢ় হয়ে পড়ল। যুক্তফ্রন্ট মুর্দাবাদী শ্রীঅতুল্য ঘোষ যিনি নির্বাচনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ পত্র আরও আরও কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে পদত্যাগ পত্র দিলেন। অবশ্যই সে সব মঞ্জুর হয়নি। শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব থেকে পদত্যাগ পত্র দিলেন।

৫৫ জন কংগ্রেসী দলের নেতা এবার বিজয়ী শ্রীপ্রফুল্ল সেনকে করার কথা কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ যুক্তফ্রন্টকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারলেন না। প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বললেন যে যুক্তফ্রন্টের দেশ প্রেম অবিসম্বাদী। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চাবন হতবুদ্ধি। কংগ্রেস শিবিরে শ্মশানের নিস্তব্ধতা।

বড় বড় শিল্পপতি পুঁজিপতিরা ইতিমধ্যে শ্রীজ্যোতি বসুর কাছে দরবার করতে আরম্ভ করেছেন।

কংগ্রেস থেকে বলা হচ্ছে সরকারী কর্মচারীরা স্যাবোটেজ অর্থাৎ নাশকতা মূলক কাজ করে কংগ্রেসকে হারিয়েছে। যুক্তফ্রণ্টের অপরাধ এই যে তাদের শাসনকালে অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ী করেছিল। কংগ্রেস একুশবছরে অনায়াসে এটা করতে পারতো তবে করেনি কেন?

সরকারী কর্মচারী অফিসার শ্রেণীর মধ্যে ইতিমধ্যেই সাড়া পড়ে গেছে। ২২শে তারিখে ময়দানে লাঠি চালানর কর্তা পুলিশ অফিসার সুগত বোস আগেই পদত্যাগ করেছেন। অন্যান্য কর্তারা যারা ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের পদধুলি নিয়ে টিয়ার গ্যাস লাঠী ও গুলি মেরে কলিকাতার রাস্তার মাঠে রাস্তায় প্রেতের নৃত্য আরম্ভ করেছিলেন তারা কোথায় যাবেন তারই ব্যবস্থা করছেন।

পুরুলিয়া থেকে আরম্ভ করে কলিকাতা পর্যান্ত সব হিসাব—জনসাধারণের হিসাবে খতিয়ান করা আছে। যাই হোক—আশা করা যায় যে এবার এরা আর দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে জনসাধারণের উপর হুকুম চালাবেন না—সত্যকারের ভৃত্যরূপে জনসাধারণের পরিচর্য্যায় কুণ্ঠিত বা মর্য্যাদা হানি হল বলে ক্ষুব্ধ হবেন না।

যুগ পালটে গেছে। যুগের পরিবর্ত্তন এমনি ভাবেই হয়।

——○——

৩০/৬৯ ২৪. ২. ৬৯

লোকসেবক সংঘ সচিবের বিবৃতি

যুক্তফ্রণ্টে যোগদান সম্পর্কে লোক সেবক সংঘের জেলা পরিষদে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—তারই পরিপ্রেক্ষিতে লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ নিম্নলিখিত বিবৃতি দান করিয়াছেন:—

নীতির প্রশ্নে আমরা ফ্রণ্টের বাহিরে আসিয়াছিলাম—বৎসরাধিক কাল পূর্বে; এবং বাহিরে থাকিয়াই ফ্রণ্টের আন্দোলন ও নির্ব্বাচনী কাজে সমর্থন দিয়া আসিতেছিলাম। এবং নির্ব্বাচনের পরও আমাদের এই কর্ম্মধারা পরিবর্ত্তন করার কোন প্রয়োজন বোধ আমরা করি নাই। কিন্তু আমরা স্থির করি যে ফ্রণ্টের শরীক না হইয়াও বাহির হইতে আমরা ফ্রণ্টকে শাসনযন্ত্র গঠনে সহায়তা প্রদান করিব। এবং আমরা মনে করি যে, এইভাবেই আমরা ফ্রণ্ট এবং জনগণের বেশী সেবা করিতে পারিব।

সহসা গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যুক্তফ্রণ্টের কনভেনারের কাছ হইতে আমন্ত্রণ আসে—১৫ই তারিখে যুক্তফ্রণ্টের বৈঠকে যোগ দিবার জন্য। আমি ঐ বৈঠকে যোগদান করি ও আমাদের অভিমত ফ্রণ্টের নেতৃবৃন্দকে জানাই যে, ফ্রণ্টের বাহিরে থাকিয়াই আমরা ফ্রণ্ট এবং জনগণের কাজ করিতে চাই। তাহাতে ফ্রণ্টের নেতা শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বারবার অনুরোধ করেন—আমাদের এই সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিয়া ফ্রণ্টে যোগদান করার জন্য সকলের সহিত দায়িত্ব গ্রহণের জন্য। এই বৈঠকে অনুরোধ করা ছাড়াও ফ্রণ্টের বিভিন্ন দলের কয়েকজন নেতা যুক্তফ্রণ্টে সংঘের যোগদানের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়া বিশেষ অনুরোধ জানান। ইহা ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি আমাদের বিশেষ অনুরোধ করেন—সংঘকে যুক্তফ্রণ্টে যোগ দিতে এবং ঐক্যবদ্ধ ভাল সরকার চালাইবার লক্ষ্যে কাজ করিতে।

আমি যখন কলিকাতা হইতে রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হই তখন পুরুলিয়া হইতে ট্রাঙ্ককল যোগে আমাকে জানান হয় যে, মন্ত্রিত্বে যোগদানের অনুরোধ স্বত্বেও মন্ত্রিত্বের ভিতরে না যাওয়ার সংঘ—সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়া পুরুলিয়ায় ব্যাপক উদ্বেগ এবং আঘাত সৃষ্টি করিয়াছে। কলিকাতা হইতে ফিরিলে বহু দায়িত্বশীল ব্যক্তি আমাদের সহিত দেখা করিয়া সর্ব্বত্র জনসাধারণের মধ্যে এই মর্ম্মে যে ব্যাপক তীব্র অভিমত দেখা দিয়াছে তাহার কথা বলেন এবং বলেন যে, সমস্ত শ্রেণীর মানুষ মন্ত্রিত্বে আমাদের যোগদানের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রহিয়াছে এবং তাহা না হইলে সকলেই খুবই আশাহত হইবেন যে, আমাদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ভিতর দিয়া এই জেলার উন্নয়নের যে বিরাট সুযোগের সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা হইতে জেলাকে বঞ্চিত করা হইবে।

এই সমস্ত ঘটনা ও পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটীর এক জরুরী বৈঠক ডাকিয়াছিলাম এবং জেলার জনমত বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে যাহা জানিয়াছি তাহা বিবেচনা করিয়া এবং এই প্রশ্নের সহিত জড়িত অন্যান্য সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমরা আজ যে সিদ্ধান্তে আসিলাম তাহা এই—

নির্ব্বাচনে বহু সংখ্যাধিক্যে যুক্তফ্রণ্টের জয়লাভ হওয়ায়, আপাততঃ আমাদের সামনে নীতিগত প্রশ্নের ব্যাপার না থাকিলেও আমরা অনুভব করিয়াছিলাম যে ফ্রণ্টের বাহিরে থাকিয়াই আমরা শাসন বিষয়ে জনগণের আশা আকাঙ্খাকে তুলিয়া ধরিবার বেশী সুযোগ লাভ করিব। সেজন্যই আমরা যুক্তফ্রণ্টের বাহিরে থাকিবারই সিদ্ধান্ত লইয়াছিলাম। কিন্তু বর্ত্তমানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে অর্থাৎ মন্ত্রিত্ব লওয়ার জন্য সংঘের প্রতি জনগণের যে ব্যাপক দাবী এবং গভীর মনোভাব দেখা দিয়াছে এবং যুক্তফ্রণ্টে যোগদান ও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ বিষয়ে যুক্তফ্রণ্টের তথা অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যে বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছেন, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যুক্তফ্রণ্টে এবং মন্ত্রিত্বে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলাম এবং আমাদের বিশ্বাস জনগণ ইহা আশা করিতে পারেন যে, ফ্রণ্টের শরিক দলগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব, সম্মান ও ঐক্যের পরিবেশেই আমরা আমাদের এই সিদ্ধান্ত ও কর্ম্মধারা বলবৎ রাখিব।

পুরুলিয়া
১৯।২।৬৯

অরুণচন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সংঘ

——•——

॥ নিঃশব্দ বিপ্লবের পরে ॥

—নেপাল চট্টোপাধ্যায়

এ লেখা যখন লিখছি, তখনও যুক্তফ্রন্টের নেতা নির্বাচন শেষ হয় নি। ভোটারদের মনে রয়েছে একটা সংশয়, অনেকের মুখের কথায় সে সংশয় স্পষ্ট হতেও শুনেছি।

মুখ্যমন্ত্রী যিনিই হোন, মন্ত্রীসভার নির্দেশ তাঁকে মেনে চলতে হবে—সংসদীয় গণতন্ত্রে পদগৌরবের কোন দাম নেই। কাজেই এ ব্যাপারে এত বৈঠক, মূল্যবান সময়ের অপচয় ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট দল যে যুক্তির উপর তাঁদের দাবী খাড়া করেছেন, সেই যুক্তিটাই যুক্তফ্রন্টের গঠন আদর্শের পরিপন্থী কিনা তাহাও বিচার্য্য বিষয়। সকল দলের সমান মর্য্যাদার আদর্শেই যুক্তফ্রন্ট গঠিত—সেখানে আসন সংখ্যার বিশেষ কোন স্থান নেই। কারণ তা' যদি থাকত, সব দলই বর্দ্ধিত হারে আসন দাবী করতেন নিজের নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী। ফ্রন্টের ঐক্যের খাতিরে যে সব দল কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করেছেন—তাঁরা হয়তো তা' করতেন না। মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট দলের আসনের যুক্তি যুক্তফ্রন্টের ভিতরে ওপর কি পরিমাণ আঘাত করেছে সেটা স্থির মস্তিষ্কে বিচার করে দেখতে হবে। যুক্তফ্রন্টকে বাঁচাতে হলে এই ধরণের যুক্তি বর্জন করা দরকার।

১৯৬৯ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী সারা পশ্চিম বাঙলায় যা ঘটে গেল, তাকে নিঃশব্দ বিপ্লব বললে অত্যুক্তি হয় না। পশ্চিম বাঙলার ভোটার সকলের সব হিসাব নিকাশ ভণ্ডুল করে দিয়ে, ভোটের কাগজকে মেশিনে বিপ্লবের হাতিয়ারে পরিণত করেছেন, তাতে এইটাই বোঝা গেছে যে তথাকথিত রাজনীতি বিশারদদের চেয়ে আপাত-নির্বাক বাঙালী ভোটার অনেক বেশী বিচক্ষণ। বাঙলার রাজনৈতিক চারণভূমিতে যে সব কালো ভেড়া বহুকাল ধরে লালিত পালিত হয়ে কলেবর বৃদ্ধি করেছিল—১৯৫৭র পলাশী থেকে ১৯৬৭র রাজভবন পর্য্যন্ত যারা বংশবিস্তার করেছিল—১৯৬৯এর ৯ই ফেব্রুয়ারী তারা নির্ব্বাসিত হয়েছে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে—দণ্ডদাতা কোন রাজনৈতিক দল নয়, দণ্ডদাতা পশ্চিম বাঙলার ভোটার। বাঙালী ভোটারের এই সচেতন বিপ্লবী ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্ব্বাচনকে বিচার করতে হবে—কোন দলীয় তাস দিয়ে নয়। কারণ জয়ের মালা দুলছে আজ বাঙালী ভোটারের গলায়, কোন দল বা ব্যক্তির গলায় নয়।

কংগ্রেস বহু আয়োজন করেছিল ভোটার ঠকাবার। আশু ঘোষ আর কবীর সাহেবও বহু তদ্বির করেছিলেন—ভোটের শিকে যদি ফস্কায়! কিন্তু পশ্চিম বাঙলার ভোটারকে বোকা ঠাওরে বোকা বনেছেন তাঁরা নিজেরাই। অপপ্রচারে আতঙ্ক সৃষ্টি করে ভোট ভাঙানো যায় নি—টাকা দিয়ে খরিদ করা যায় নি ভোটারকে—সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়েও ভোটারের মন পান নি তাঁরা।

মানুষ মুক্তি চায়—এইটাই মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় সত্য। মানুষের এই সহজাত মুক্তিকামনা থেকেই জন্ম নিয়েছে নানান রাজনৈতিক দর্শন। তাই মানুষের জন্যেই 'ইজম্' 'ইজমে'র জন্যে মানুষ নয়। মুক্তিকামনাই মানুষকে যুগে যুগে প্ররোচিত করেছে ইতিহাসের নূতন নূতন অধ্যায় রচনার। সকল আন্দোলন, সকল বিপ্লবের কারণ এই অন্তরের তাগিদ। এই সত্যটি ভুলে গিয়ে যখন কোন শাসক বা শাসকগোষ্ঠি নিজেকে অথবা নিজের গোষ্ঠিকে মানুষের মাথার ওপর চাপিয়ে দেবার স্পর্দ্ধা পায়—তখনই আগ্নেয় পাহাড়ের মতো ফেটে পড়ে গণদেবতার প্রচণ্ড রুদ্ররোষ। প্রাচীন পৃথিবীর বহু সাম্রাজ্য, বহু শক্তিশালী শাসকগোষ্ঠি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এই রুষ্ট মানুষের আগ্নেয় ফুৎকারে। আধুনিক পৃথিবীতেও মানুষের মুক্তিকামনা দেশ কাল ও মতবাদের সমস্ত হিসাবের ওপরে নিজের সত্যকে সবলে ভাস্বর করে তুলেছে। পুঁজিবাদী আমেরিকা সাম্যবাদী চেকশ্লোভাকিয়া, একনায়কাধীন পাকিস্তান, নিপীড়িত ভিয়েৎনাম এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ভাঁওতায় শাসিত এই ভারতবর্ষ, কোথাও মানুষের মুক্তিকামনা স্তব্ধ হয়ে যায় নি। পশ্চিম বাঙলার মধ্যবর্তী নির্বাচনে জয় হয়েছে মানুষের এই মুক্তিকামনার—যুক্তফ্রন্ট একটি হাতিয়ার মাত্র। তাই এই নিঃশব্দ বিপ্লবের পরে মনে রাখতে হবে বিপ্লবের মহানায়ককে—পশ্চিম বাঙলার মানুষকে।

কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়ে সারা বাঙলায় যে আনন্দের স্ফূর্তি দেখতে পাচ্ছি, মুক্তির আনন্দই বলব তাকে। এই আনন্দের মধ্যেও আগামী দিনের চিন্তা করতে হবে সচেতন মানুষকে। বিধান সভার বিরোধী আসনের দিকে চেয়ে আজ যতখানি মিটমিটে দুর্বল মনে হচ্ছে কংগ্রেসকে, ততখানি দুর্বল সে সত্যই নয়। ভারতবর্ষের প্রতিক্রিয়াশীল, কালোবাজারী এবং মুনাফাখোরদের যে শক্তি নির্বাচনের সময় লোকদল, জনসংঘ, আই, এন, ডি, এফ প্রভৃতি দলগুলির পেছনে ছিল, নির্বাচনের ফলাফল দেখে তারা বাধ্য হবে কংগ্রেসের পেছনে নিজেদের সমস্ত শক্তি সংহত করতে। আজ কংগ্রেসই তাদের একমাত্র অবলম্বন। তাই বলছি বিরোধী আসনের দিকে চেয়ে কংগ্রেসের শক্তি বিচার করলে ভুল হবে।

দ্বিতীয় যে শক্তি কংগ্রেসকে সাহায্য করবে, তা' হচ্ছে ভারতের সাংবিধানিক দুর্ব্বলতা। যে সংবিধান ১৯৬৭তে মানুষের মুক্তিকামনাকে ব্যাহত করেছিল সেই সংবিধান আজও তেমনি অপরিবর্ত্তিত আছে।

মধ্যবর্তী নির্বাচন এবং যুক্তফ্রন্ট একটি পর্য্যায়—মুক্তিসংগ্রামের শেষ লক্ষ্য নয়। সাংবিধানিক প্রতিকূলতা আর কায়েমীস্বার্থবাদ, এই দুই প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে পদে পদে সংগ্রাম করতে হবে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে। সংগ্রাম সার্থক হলে আসবে নূতন নূতন পর্য্যায়—মানুষ উত্তীর্ণ হবে মুক্তির তোরণদ্বারে। জাগ্রত গণচেতনাই এ সংগ্রামের একমাত্র অমোঘ অস্ত্র। গান্ধীজীর স্বরাজসাধনার মূল মন্ত্র এই জাগ্রত গণবিবেক। ১৯৬৯র নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পশ্চিম বাঙলার মানুষের যে জাগরণ দেখা দিয়েছে, কামনা করবো তাই যেন দেশের শাসনযন্ত্রকে পরিচালিত করে জাতির মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করে। উদ্বোধিত মনুষ্যত্বের প্রকাশই স্বরাজ। মানুষের জয় হোক!

১৭।২।৬৯

সৈনিক স্কুল, পুরুলিয়ার
বার্ষিক দিবস, খেলাধূলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সৈনিক স্কুল, পুরুলিয়ার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বিদ্যালয়ের বার্ষিকী দিবস উপলক্ষ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা; সমবেত ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন, কুচকাওয়াজ প্রভৃতি; চিত্রকলা প্রদর্শনী; বিচিত্রানুষ্ঠান ও পারিতোষিক বিতরণ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগের সচিব শ্রী জে, সি, সেনগুপ্ত আই-এ-এস মহাশয়ের সভাপতিত্ব করার কথা ছিল—কিন্তু অনিবার্য্য কারণে তিনি আসিতে না পারায় স্থানীয় জেলা শাসক শ্রীঅরুণকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় আই-এ-এস মহাশয় সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় পারিতোষিক বিতরণ করেন। বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল লেঃ কর্ণেল টি: সিং ব্যানার্জী সুষ্ঠুভাবে সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

বৈকাল ২-৩০ ঘটিকা হইতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সুরু হয়। দৌড় প্রতিযোগিতা, হাই জাম্প, লং জাম্প, জ্যাভলিন থ্রো, ডিস্কাস থ্রো প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পর বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সমবেতভাবে ফিজিক্যাল ট্রেনিং কৌশল প্রদর্শন করে এবং ক্রীড়ানুষ্ঠানের শেষে ব্যাণ্ড বাদ্যসহ কুচকাওয়াজ করিয়া পুরস্কার বিতরণী মণ্ডপের সম্মুখে নিজ নিজ বিভাগীয় পতাকাসহ প্রত্যয়মান হয়। তাহার পর ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলা শাসক শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে ছাত্রদের ক্রীড়া নৈপুণ্য, শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়ম নিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাহার পর প্রিন্সিপ্যাল

লেঃ কর্ণেল টি, পি, ব্যানার্জী অতিথিদের চিত্রকলা প্রদর্শনী এবং বিচিত্রানুষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। বিউগল ধ্বনি সহকারে ক্রীড়ানুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সৈনিক বিদ্যালয়ের আর্ট গ্যালারীতে বিদ্যালয়ের পঞ্চম চিত্রকলা প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। এই চিত্রকলা প্রদর্শনীতে ওয়াটার কালার, অয়েল পেন্টিং, প্যাস্টেল, পেন্সিল স্কেচ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর চিত্রকলা প্রদর্শিত হয়। বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণী হইতে একাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত বিভিন্ন কুশলী ছাত্রের এবং জন কয়েক এক্স-ষ্টুডেন্টের ৫১টি চিত্রকলা এই প্রদর্শনীতে স্থান পায়। চিত্রকলাতেও ছাত্রদের বিশেষ নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয়।

বিচিত্রানুষ্ঠানে কয়েকটি বিভিন্ন দেশীয় লোকসঙ্গীত, সঙ্গীত, অর্কেষ্ট্রা, ক্যারিকেচার প্রভৃতি পরিবেশিত হয় এবং একটি ইংরাজী একাঙ্ক নাটিকা মঞ্চস্থ করা হয়। ইংরাজী নাটিকার নাম ছিল "পয়জন পার্টি" এবং ইহাতে রাণী মাতার ভূমিকায় কুমারী রত্না ব্যানার্জী, যুবরাজের ভূমিকায় শ্রীমান হীরক সেন; কার্ডিন্যাল (ধর্ম্মযাজক) এর ভূমিকায় শ্রীমান সৌমেন ব্রহ্ম এবং বিয়াঞ্চলিস ও ডেনিস (পিতা-পুত্র) এর ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীমান সন্দীপ সেনগুপ্ত ও রবিক্রম কলিরা অংশ গ্রহণ করে। অভিনয় খুবই উপভোগ্য হয় এবং বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয়ও বেশ সাবলীল, সংযত ও চরিত্রানুগ হয়।

শ্রীমান বিপ্লব কুণ্ডু একটি বাংলা লোকসঙ্গীত এবং সর্ব্বশ্রীমান বিনয় কৃষ্ণ, যদুনন্দন ও বিনয় ওঝা ভোজপুরী লোক সঙ্গীত পরিবেশন করে। তিনটি নাগা ছাত্র সর্ব্বশ্রীমান ভিথাটো, কাহাতো ও থেতোনী নাগাবেশে সজ্জিত হয়ে নাগা লোক সঙ্গীত পরিবেশন করে। শ্রীমান রতন ও সুমিত একটি কমিক সঙ্গীত এবং সর্ব্ব-শ্রীমান দীপঙ্কর, বিদ্যুৎ, হিমাদ্রী ও অশোক একটি বর্ষামুখর রাত্রে সদ্যজাত শিশু, শৃগাল, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি প্রাণীর ডাক ক্যারিকেচার করিয়া শোনায়। সর্ব্বশ্রীমান আর, পি, সিং; বিথাটো, ইবনী ও সম্প্রদায় অর্কেষ্ট্রা পরিবেশন করে এবং সর্ব্বশ্রীমান তুষার, সুদীপ্ত, সুভাব্রত, বিপ্লব ও অন্যান্যেরা সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানের শেষে অতিথিদের ভূরিভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

———•———

রাজ্যপালকে অপসারণের দাবী

যুক্তফ্রন্টের সভায় রাজ্যপাল শ্রীধরমবীরের অপসারণ সম্পর্কে যে সর্ব্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা নিম্নরূপ :—

"পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট বারম্বার ঘোষণা করেছেন যে—যিনি বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন—তিনি স্পষ্টতঃই রাজ্য সরকারের প্রধান হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের তথা ভারতের সংবিধানের প্রতি তাঁর দায়দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে পালনে ব্যর্থ হয়েছেন।

তিনি সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন এবং ১৯৬৭ সালে ইচ্ছাকৃতভাবে পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ও আইনানুগভাবে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন অতএব তিনি পার্লিয়ামেন্টারী গণতন্ত্র কলঙ্কিত করার জন্য দায়ী এবং পশ্চিমবঙ্গের জনগণের বিরুদ্ধে, কংগ্রেস পার্টির দলগত স্বার্থের এবং প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের অনুকূলে কাজ করেছেন বলে মনে করা যেতে পারে। এখন এটা পশ্চিমবঙ্গের জনগণের রায়ে প্রমাণিত হয়েছে।

সুতরাং যুক্তফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছেন।"

———•———

বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল

(চাইবাসা রোড, পুরুলিয়া)

পাইকারী এবং খুচরা ঔষধ সুবিধা দরে পাওয়া যায়।

WANTED

Applications are invited from the graduates with Economics combination for the post of an assistant teacher.

Apply to the Secretary on or before 1st March 1969.

Secretary,
Gobindapur High School
Vill & P. O. Gobindapur
Dist. Purulia.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা | পুরুলিয়া, সোমবার ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৭৫—৩রা মার্চ্চ ১৯৬৯ | বার্ষিক মূল্য—৬, নগদ মূল্য ১৩ পয়সা

সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) নিয়মাবলী, ১৯৬১-এর ৮নং ধারা অনুসারে "মুক্তি" পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত বিবরণ :

(ষোড়শ ফরম—৪)

১। প্রকাশের স্থান—পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ
২। প্রকাশের সময়—সাপ্তাহিক (সোমবার)
৩। মুদ্রাকরের নাম—রামচন্দ্র অধিকারী
জাতীয়তা—ভারতীয়
ঠিকানা—মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া।
৪। প্রকাশকের নাম—রামচন্দ্র অধিকারী
জাতীয়তা—ভারতীয়
ঠিকানা—মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া।
৫। সম্পাদকের নাম—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত
জাতীয়তা—ভারতীয়
৬। মালিকের নাম—শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ
ঠিকানা প্রভৃতি—শিল্পাশ্রম, পুরুলিয়া।

আমি রামচন্দ্র অধিকারী ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিলিখিত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

৩রা মার্চ্চ, ১৯৬৯

স্বাঃ—রামচন্দ্র অধিকারী
প্রকাশক, মুক্তি

পাঞ্চেৎ জলাধারের নিকট শোচনীয় দুর্ঘটনা

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ছয় জন ছাত্রের সলিল সমাধি

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী বেলা প্রায় ১১৩০-টার সময় পাঞ্চেৎ জলাধারের নিম্নে প্রবহমান দামোদর নদে স্নান করিবার সময় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের (পুরুলিয়া) ছয় জন ছাত্র আকস্মিকভাবে জলে ডুবিয়া মারা যায়। বিদ্যাপীঠের কর্তৃপক্ষ জানাইতেছেন যে বিদ্যাপীঠের ১৫৫জন ছাত্র বাৎসরিক প্রশিক্ষণ শিবির উদ্‌যাপন সূত্রে পাঞ্চেৎ জলাধারের (বিহার) নিকট গত কয়েকদিন যাবৎ শিবির যাপন করিয়াছিল এবং দুর্ঘটনার দিন বিদ্যাপীঠের শিক্ষক ও অন্যান্য ছাত্রদের অলক্ষিতে এই মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে শিবিরে উক্ত ছয়জন ছাত্রের অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হইলে অনুসন্ধান কার্য্য চালান হয় এবং ছয় জনের মৃতদেহ নদী বক্ষ হইতে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারপ্রাপ্ত ছাত্রদের নিকটবর্তী খতোড়িয়া হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে তাহাদের মৃত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই শোচনীয় দুর্ঘটনায় যে ছয় জন ছাত্র প্রাণ হারাইয়াছে তাহাদের নাম :—

শ্রীমান অমিতাভ নিয়োগী (একাদশ শ্রেণী)
শ্রীমান বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য্য (একাদশ শ্রেণী)
শ্রীমান ফাল্গুনী সরকার (একাদশ শ্রেণী)
শ্রীমান অশোক পড়িয়া (দশম শ্রেণী)
শ্রীমান জ্ঞানেশ্বর সিং (দশম শ্রেণী)
শ্রীমান মানবেন্দু সরকার (নবম শ্রেণী)

এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে পাঞ্চেৎ জলাধারে এক শোচনীয় নৌকাডুবীর ফলে ১৬জন নরনারী প্রাণ হারায়।

—•—

বিদ্যাপীঠের একজন ছাত্রের আত্মহত্যা ?

প্রকাশ, গত ১লা মার্চ্চ তারিখে বেলা প্রায় ২টার সময় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান উমাশঙ্কর মল্লিক বিদ্যাপীঠের নিকট ট্রেনে কাটা পড়িয়া মারা গিয়াছে। বালকটির মাথায় ও হাতে গুরুতর আঘাত লাগে এবং তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিবার কিছু পরেই বালকটির মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর সঠিক কারণ কিছু জানা নাই—তবে আত্মহত্যা বলিয়াই অনুমিত হয়। কারণ গত ২৭শে ফেব্রুয়ারীর দুর্ঘটনায় তাহার বন্ধুদের শোচনীয় মৃত্যুতে তাহার মনে খুবই আঘাত লাগে এবং মানসিক অবস্থায় সে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

বালকটি বিদ্যাপীঠের গুরু পল্লীতে তাহার অভিভাবকের নিকট থাকিয়া লেখাপড়া করিতেছিল।

—•—

বজ্রাঘাতে একজন কনষ্টেবলের মৃত্যু ও একজন মহিলা আহত

গত ১লা মার্চ্চ তারিখে বৈকালে ঝড়বৃষ্টির সময় পুরুলিয়া ভাটবাঁধ পাড়ার নিকট এক বজ্রাঘাতের ঘটনায় শ্রীশিবেন নাগ নামে একজন পুলিশ কনষ্টেবল মারা যায় এবং একজন মহিলা গুরুতর আহত হন। মহিলাটিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এবং তাঁহার অবস্থা উন্নতির দিকে।

গত কয়েকদিন ধরিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে ঝড়বৃষ্টি এবং কোথাও কোথাও প্রবল শিলাবৃষ্টি হইতেছে।

—•—

WANTED

For Kasturba Hindi Balika Vidyalaya (High School), Purulia (Hindi Medium) two assistant lady mistresses. One should be B. Sc and another B. A., B. A. B. T. is preferable. Pay according to scale approved by W. B. Government. Apply to the Secretary, latest by 7-3-69.

Secretary,
Kasturba H. B. Vidyalaya, Purulia

সম্পাদকীয়—

যাত্রা হোল শুরু

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার পুনরায় রাজ্যের শাসন-ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হোল। দুই বৎসর পূর্ব্বে জনগণের আশা আকাঙ্খার মূর্ত্ত প্রতীকরূপে যে শক্তি ও মর্য্যাদার সঙ্গে এই সমস্যাসঙ্কুল রাজ্যের হাল ধরেছিল—এইবার দ্বিগুণ শক্তি ও মর্য্যাদার অধিকারী হয়ে যুক্তফ্রন্ট কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয় সমগ্র ভারতের রাজনীতির গতি প্রকৃতির দিশারীরূপে এক বলিষ্ঠ ও দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয় সম্পন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছে আর বিগত চতুর্থ সাধারণ নির্ব্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের জনতার দরবারে কংগ্রেসের যে মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়েছিল—এইবার মধ্যবর্ত্তীকালীন নির্ব্বাচনে জনতার সুপ্রীম কোর্টে আপীলে কংগ্রেসের মৃত্যুদণ্ড কেবল বহালই থাকলো না—অবিলম্বে সেই আদেশ পালনের নির্দ্দেশও দেওয়া হোল। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক রঙ্গ মঞ্চ থেকে কংগ্রেসের নিশ্চিত বিদায়—সমগ্র ভারতের রাজনীতি ও শাসনক্ষমতা থেকে কংগ্রেসের অবধারিত অবলুপ্তিরও সুস্পষ্ট সূচনাও ইঙ্গিত করছে। সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের জয়যাত্রা বহুলাংশে নিষ্কণ্টক হলেও যে বিরাট দায় ও দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয়েছে সদা সতর্ক ও জাগ্রত প্রহরীর মত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সেই দায়িত্ব সার্থকভাবে পালনের যোগ্যতা অর্জ্জন ও বিচক্ষণতা প্রদর্শন করতে হবে। পূর্ব্ব আকাশে তরুণ অরুণ উদিত হয়ে তিমির রাত্রির অমানিশা যেমন বিদীর্ণ করে—তারুণ্য ও যুগধর্ম্মের প্রতীকরূপে তেমনি পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট আগামী দিনে সারা ভারতে কংগ্রেস শক্তিবিহীন রাজনীতি কোন্ পথ অবলম্বন করবে—তার পথ নির্দ্দেশ করবে।

গত ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্ব্বাচনে উত্তর ভারতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা পর্য্যন্ত পাঁচটি রাজ্যেই কংগ্রেস শাসনক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয় এবং সব রাজ্যগুলিতেই যুক্তফ্রন্ট সরকার অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কায়েমী স্বার্থপুষ্ট মরণোন্মুখ কংগ্রেসের চক্রান্তে ও সংবিধান বিরোধী কার্য্যকলাপের ফলে যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলির পতন হয় এবং ঘটনার স্রোতে মধ্যবর্ত্তীকালীন নির্ব্বাচনে পুনরায় রাজ্যগুলির ভাগ্য পরীক্ষা হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া বাকী চারটি রাজ্যের অকংগ্রেসী রাজনৈতিক দলগুলি যেমন তাদের সংগঠনশক্তি ও ঐক্যবোধের সার্থক পরিচয় দিতে পারে নি—তেমনি ঐ সকল রাজ্যের জনসগুলীর রাজনৈতিক সচেতনতা ও বিচক্ষণতারও সন্তোষজনক পরিচয় পাওয়া যায় নি। বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানা রাজ্যে কোনওমতে ঠাট বজায় রেখে কংগ্রেস তথা কংগ্রেস-কোয়ালিশনী মন্ত্রীসভা সাময়িকভাবে কায়েম হলেও—তা কখনই দীর্ঘস্থায়ী হবে না। প্রদীপ নিভে যাওয়ার পূর্ব্বে যেমন শেষবারের মত জ্বলে উঠে—এই সব রাজ্যে জোড়া-তালি দেওয়া কংগ্রেসী শাসন ব্যবস্থাগুলিরও সেই দশা হবে; অদূর ভবিষ্যতে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্ত-বিরোধের অবশ্যম্ভাবী শিকার হয়ে এই সকল রাজ্যের কংগ্রেসী মার্কা শাসনব্যবস্থা তাসের ঘরের মতই ভেঙ্গে পড়বে।

মোটামুটীভাবে সমগ্র ভারতের এই রাজনৈতিক পটভূমিকা ও পরিবেশে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট তথা যুক্তফ্রন্ট সরকারের দায়িত্ব বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়েছে। প্রথমতঃ, যুক্তফ্রন্টকে সার্থকভাবে ও সুনিশ্চিতরূপে যুক্ত থাকতেই হবে। দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিমবঙ্গকে যুক্তফ্রন্টের প্রতিশ্রুত ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন শাসন ব্যবস্থা দিতেই হবে। এবং তৃতীয়তঃ সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ও সীমিত সম্পদের মধ্যেও জনগণের আশা আকাঙ্খাকে রূপ দিতে হবে এবং সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করে খাদ্য, শিল্প, শিক্ষা ও বেকারী—মুখ্যতঃ এই চতুর্বিধ সঙ্কট ও সমস্যার সার্থক সমাধানের প্রয়াসের দ্বারা সমগ্র ভারতের আদর্শস্থানীয় হতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সারা ভারতের মানুষের চোখ খুলে দিতে হবে যে, ধিক্কৃত কংগ্রেসী শাসন ব্যবস্থা তথা গোঁজামিল কংগ্রেসী কোয়ালিশন সরকারের প্রশাসনের

তুলনায় প্রগতিশীল ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসন ব্যবস্থা কি পরিমাণ উন্নত, কল্যাণপ্রদ ও পরিচ্ছন্ন। পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণকে সমগ্র ভারতের দৃষ্টান্ত স্থানীয় করে তুলতে পারলে সারা ভারতের জনমানসে কংগ্রেসের বিকল্প শক্তিরূপে কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে যুক্তফ্রন্ট শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা ও আত্ম-বিশ্বাস আসবে। সুতরাং এই মহান্ ও গুরুদায়িত্ব পালনে যুক্তফ্রন্টের জয়যাত্রা সার্থক, সফল ও গৌরবদীপ্ত হয়ে উঠুক—এই প্রার্থনা।

অ. চ,

—·—

বা-বাপুজী শতাব্দী মহিলা শিবির

কস্তুরবা গান্ধী স্মারক নিধির উদ্যোগে এবং বা-বাপু শতাব্দী মহিলা সমিতির ব্যবস্থাপনায় পুরুলিয়া জেলার মাঝিহিড়া জাতীয় উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আগামী ১২ই মার্চ্চ, বুধবার, ২৮শে ফাল্গুন হইতে ১৮ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার, ৪ঠা চৈত্র পর্য্যন্ত একটি শিক্ষা শিবিরে গান্ধীজী ও কস্তুরবার জীবন ও ভাবধারা সম্পর্কে আলোচনাদি হবে।

উদ্যোগী সমাজসেবী মহিলাদের এই শিবিরে যোগদানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাইতেছি। শিবিরে থাকাকালীন থাকা ও খাওয়ার জন্য কোন খরচ লাগিবে না। তবে শিবিরে যোগদানেচ্ছু মহিলাদের রেজিষ্ট্রেশন ফি বাবদ ১৲ এক টাকা সহ আগামী ৭ই মার্চ্চের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে। ইতি—

১।৩।৬৯

চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত
শিবিরের ভারপ্রাপ্ত
মাঝিহিড়া জাতীয় উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
পোঃ ও জেলা পুরুলিয়া।

—·—

জনসাধারণের প্রতি নিবেদন

নির্ব্বাচনের পরে সমস্ত জায়গায় সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ হয়নি বলে আমি দুঃখিত। মন্ত্রীসভা গঠন এবং দপ্তরের কাজের ভার নেওয়ার ব্যাপারে প্রথম কিছুদিন কলিকাতায় থাকার প্রয়োজন অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় আশা করি পুরুলিয়ার জনসাধারণ পুরুলিয়ায় যাওয়ার সম্বন্ধে আমার বিলম্বের কারণ উপলব্ধি করবেন।

পুরুলিয়ায় বহু লোক আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখছেন। অভিনন্দন জনসাধারণেরই প্রাপ্য এবং তাদেরই আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। ব্যক্তিগতভাবে সকলের কাছে চিঠি লেখা সম্ভব নয় ব'লে এই বিবৃতি মারফত সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

—·—

পরলোকে শ্রীবসন্ত কুমার সরকার

এই জেলার বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ, সুরশিল্পী ও সুগায়ক শ্রীবসন্ত কুমার সরকার পরিণত বয়সে এবং সজ্ঞানে গত ১২ই ফাল্গুন তারিখে তাঁহার জন্মস্থান হুড়া থানার রখিয়াড়া গ্রামে ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল এবং তিনি দুই পুত্র, পৌত্র পৌত্রী ও বহু আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন।

এই জেলার সঙ্গীত জগতে বসন্তবাবু এক বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোয়ালিয়র ঘরওয়ানার ৺গোপীনাথ কথক সঙ্গীতে তাঁহার দীক্ষা গুরু ছিলেন। পরে তিনি ভারতের অদ্বিতীয় ধ্রুপদী ৺গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ধ্রুপদ সঙ্গীতে ও সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং সঙ্গীতাচার্য্য ৺পশুপতি দাসের সান্নিধ্যে আসিয়া সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শীতা অর্জ্জন করেন। মানভূমের জাতীয় জাগরণের মন্ত্রগুরু ঋষি নিবারণ চন্দ্রের গুণ মুগ্ধ পরিজনের তিনি অন্যতম ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণে ঋষি বিশেষ পরিতৃপ্ত হইতেন।

বসন্তবাবু অমায়িক, বন্ধুবৎসল, সদালাপী ব্যক্তিরূপে সকলের প্রীতি অর্জন করেন। তিনি বিশিষ্ট বৈষ্ণব ভাগবত ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীত চর্চ্চা ও সঙ্গীত শাস্ত্রের অনুশীলন কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীসুনীল কুমার সরকারকে উত্তরাধিকারীরূপে দিয়া গিয়াছেন

তাঁহার মৃত্যুতে এই জেলা একজন বিশিষ্ট সুরশিল্পী সন্তানকে হারাইল। আমরা তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

—·—

নির্ব্বাচনী অধিকার ও পুলিসের উপদ্রব

নির্ব্বাচনী আইন বিষয়ে ডি, সির অজ্ঞতা ও অবাঞ্ছিত ব্যবহার

আমাদের ভোটের অধিকার মহান অধিকার। এবং ভোটের জন্য প্রচারের অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় অধিকার। নির্ব্বাচন সম্পর্কিত অধিকার সমূহ সংবিধান, নির্ব্বাচনী বিশেষ আইন (গণপ্রতিনিধিত্ব আইন) এবং ভারতের নির্ব্বাচন কমিশনের দ্বারা ঘোষিত নির্দেশ সমূহের দ্বারা প্রদত্ত ও নিয়ন্ত্রিত—ইহা সকলেই জানেন। সংবিধান ও গণপ্রতিনিধিত্ব আইন সংশ্লিষ্ট সকলের কাছেই আছে। এবং ভারতের নির্ব্বাচন কমিশন যখন যাহা ঘোষণা করিতেছেন—তাহা ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির কাছে এবং সমস্ত জেলার নির্ব্বাচনের ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের কাছে জানাইতেছেন।

সুতরাং ভোট সম্পর্কিত প্রচার বিষয়ে নির্ব্বাচন কমিশন আমাদের কাছে যে নির্দ্দেশ পাঠাইয়াছেন তাহাই চূড়ান্ত আমরা জানি। এই নির্ব্বাচনে যে সমস্ত কাজ বিধি-নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—যাহা ভঙ্গ করিলে পুলিস তদারক করিবে—সে বিষয়ে পুলিসকে উপযুক্ত নির্দ্দেশ দেওয়া জেলার কর্ত্তৃপক্ষ তথা রিটার্নিং অফিসারদের জরুরী এবং অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল এবং পুলিস কর্তৃপক্ষেরও এবিষয়ে সম্যক আইন কানুন জানা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। কারণ আইন না জানিয়া বেআইনী পুলিসী উপদ্রব হইলে নির্ব্বাচন সংক্রান্ত মহান নাগরিক অধিকার অযথা বিপন্ন হইবে। ভোটের সামান্য কয়দিনের ব্যাপার ; সেই সময় মধ্যে জনগণের বা পার্টিগুলির বা প্রার্থীদের অধিকার বিপন্ন হইলে তাহা অপূরণীয় ক্ষতি হইবে। সেজন্য এসব আইন কানুন বিষয়ে শাসন কর্তৃপক্ষ এবং পুলিসের অত্যন্ত ভালভাবে জান দরকার এবং সাবধানতার সহিত চলা দরকার।

কিন্তু ভোটের প্রচার বিষয়ে এখানের শাসন কর্তৃপক্ষ ও পুলিস কর্তৃপক্ষ ভালভাবে খবরই রাখেন নাই—সরকারী নির্দ্দেশগুলি পড়িয়াও দেখেন নাই। ফলে আমাদের ন্যায়-সঙ্গত আইনসম্মত প্রচারকে এখানের পুলিস ও শাসন কর্তৃপক্ষ বাধা দিয়া গুরুতর অন্যায়, ক্ষতি ও অসম্মান করিয়াছেন। যথার্থ আইনের কথা বলিতে গেলে পুলিস অভাবনীয় অভদ্রতা ও জুলুম করিয়াছে এবং এ সম্পর্কে শাসন কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কথা বলিবার কালে যে ব্যবহার পাইয়াছি—তাহাও অত্যন্ত আপত্তিজনক। তাহার উপর উপদ্রবকারী পুলিস যখন উপলব্ধি করিয়াছে—ইহা অত্যন্ত বেআইনী উপদ্রব হইয়াছে—তখন আমাদের বিরুদ্ধে বে-আইনী কার্য্যকলাপের অভিযোগ দিয়া বাঁচিতে চাহিয়াছে। আমি এখন ঘটনার বিবরণ দিতেছি।

নির্ব্বাচন কমিশন আমাদের এক সার্কুলার সহযোগে জানিয়েছিলেন যে, ৭ই ফেব্রুয়ারী সাড়ে চারটার পর থেকে কোনো জনসভা হবে না। এবং অন্যান্য যা কিছু প্রচার চলতে পারে—তবে ৯ই তারিখে বুথের একশত মিটারের মধ্যে কোনো রকম নির্ব্বাচনী প্রচার নিষিদ্ধ। সুতরাং ৯ই তারিখে বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে ছাড়া মাইকে প্রচার কোনো সময় বন্ধ করার নির্দেশ ছিল না। আমরা কোথাও পাই নি।

৭ই ফেব্রুয়ারী সাড়ে চারটার পর আমাদের প্রচার-দলগুলি খবর দিল—বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ মাইকে প্রচার বন্ধ করেছে—ও, সি, টাউন সহরের মধ্যে ; ডি, সির বাংলোর কাছে অনেক পুলিশ ইত্যাদি। রাত্রে খবর পেলাম—মানবাজারেও পুলিশ বাধা দেয়। ও, সি, টাউন, মুক্তি প্রেসে ফোন করে জানান মাইক বন্ধ করতে বলুন—না হলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই সংবাদ পেয়ে আমাদের বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে বলেন যে, ও সি, একথা কেন বলছেন। আইনে বন্ধ নেই। আপনারা আইন কানুন দেখে নিন্। এস, পি, বললেন—চেক (check) করে নিচ্ছি। চেক করার ফলটা কি হল শুনুন। কংগ্রেসী গণতন্ত্রে এস, পি; ডি, সি ; ও, সি প্রভৃতি মানুষের মর্য্যাদাপূর্ণ নাগরিক অধিকার

বিষয়ে কত বেপরোয়া তা এই বিষয়টিতে উপলব্ধি করুন। আমাদের কর্মীরা আইনসঙ্গতভাবে প্রচার করছে। আইন বিষয়ে অজ্ঞ পুলিসেরা তা বাধা দিয়ে থামিয়ে দিয়ে অপমান করছে—মর্য্যাদা হানী করছে, ক্ষতি করছে—প্রচারের নাগরিক অধিকার দলিত করছে।

সেদিন বিকেল ৫টার পর কর্মীদের কাছে পুলিশের এই উপদ্রবের কথা শুনে আমি বললুম—পুলিশ জানে না, তোমরা কাজ করে যাও—পুলিশ কিছু বললে আমার কথা বোলো যে, আমি নির্দেশ দিয়েছি। সন্ধ্যার কিছু আগে একটা মাইকের দল এক দফা ঘোরার পর যখন আমাদের সহর অফিসের সামনে জীপ নিয়ে এসে দাঁড়াল—এবং মাইকে যথারীতি ঘোষণা চলছিল—তখন ও, সি, এসে ওদের বলেন—বন্ধ করো। ছেলেরা আমায় অফিসে খবর দেয়। আমি এসে ও, সিকে বলি, আপনার ধারণা ভুল। উনি বলেন—আমাদের ওপর নির্দেশ রয়েছে—মাইক বন্ধ ক'রে দিতে। আমি বললাম কি নির্দেশ আছে দেখান। উনি বললেন— তা আমি কি পকেটে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি যে, রাস্তায় আপনাকে দেখাবো? তাতে আমি বলি যে, যা আপনাকে বন্ধ করতে দেশের আইনে নির্দেশ দেওয়া হয় নি—আপনি বা আর কেউ যদি না জেনে বাধা দিতে আসেন—আপনি অন্যায় করবেন। আমরা আমাদের নাগরিক অধিকার রক্ষা করতে বাধ্য নই। উনি বলেন—তবে আপনার উপর এ্যাকসন নেওয়া হবে অর্থাৎ আমাকে গ্রেপ্তার করা বা অভিযুক্ত করা হবে। আমি তখন মাইক নিয়ে সংঘের প্রচার আরম্ভ করলাম। ও, সি, সরে পড়লেন।

সকলেই দেখেছেন—নির্ব্বাচনের কাজে আমাদের সাহায্য করার জন্য দলে দলে ছাত্রেরা ও বিভিন্ন পাড়ার অগ্রণী ব্যক্তিরা কয়েকদিন ধ'রে আমাদের অফিসে আসছিলেন। তখন অফিসে বহু লোক এবং ও, সি এসে বাধা দেওয়ায় রাস্তায় বহু লোক জমা হয়ে গেলেন। ও, সির সঙ্গে যখন আমার কথাবার্তা হয় তখন বিভূতিদা ও সহরের অনেকগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

আমরা আইনতঃ কোনো অপরাধ না করা সত্ত্বেও চোর ধরার মত আপত্তিজনক, অসম্মানজনকভাবে ও, সি, আমাদের বেআইনী বাধা দিলেন, প্রচার বন্ধ ক'রে ক্ষতি করার চেষ্টা করলেন—এ্যাকসন নেবার হুমকী দেখিয়ে অমর্য্যাদা করলেন—এটা বহু লোক দেখেছেন।

ও, সির সঙ্গে আমার ও বিভূতিদার পরিচয় ছিল—আমরা একদলের দায়িত্বশীল ব্যক্তি কথা বলছি—আমরা যখন আইনের কথা তুললুম—তখন ও,সির এই ভদ্রতা করা উচিত ছিল যে, আপনারা কোন্ নির্দ্দেশের বলে একথা বলছেন তাকি বলবেন বা দেখাবেন। তা না ক'রে তিনি আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করলেন—চোর ডাকাতের সঙ্গে যেমন ব্যবহার ক'রে অভ্যস্ত। তিনি যে নির্দ্দেশের কথা বলেছিলেন আমার মনে তা সম্পূর্ণ অসত্য ছিল। কারণ আমি ধারণা করতে পারি না যে, কোনো দায়িত্বশীল অফিসার নির্ব্বাচনের মত নাগরিক অধিকার ও মহান ব্যাপারে অজ্ঞের মত নির্দ্দেশ দেবেন। ও সির পলায়নের পরই টাউন এস, আই এলেন—তিনিও আইনের প্রতাপ দেখাতে চেষ্টা করলেন। বললুম এই নির্ব্বাচনে নিজেদের মহান দায়িত্ব বিষয়ে আপনারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ—অথচ এইভাবে উপদ্রব করতে আসছেন? উনিও সরে পড়লেন। ভদ্রভাবে আলোচনা ক'রে আইন জানতে চাইলেন না।

আমি নিজে মাইক নিয়ে সহরে খানিকটা প্রচার ক'রে—থানায় গেলাম। ও, সির কাছে কি নির্দ্দেশ রয়েছে দেখতে চাইলাম। জানতাম কোনো নির্দ্দেশ নেই—তবু যদি কোনো নির্দ্দেশ থাকে দেখা দরকার। ও, সি বললেন—আমাদের অফিসিয়েল নির্দ্দেশ দেখাবার নয়। তখনই বুঝলাম—নির্দ্দেশ কিছু নেই। অন্যায় উপদ্রব করে এখন গ্রাম্য চালাকের মত আচরণ করছেন। ওঁকে বললাম—আমি বুঝেছি কোনো নির্দেশ নেই। বে-আইনী উপদ্রব করে এখন এসব কথা বলছেন। নির্দেশ যদি থাকে সে গোপন ব্যাপার নয়—সকলকে দেখাতে হবে সকলের জিনিষ—নাগরিক অধিকার নিয়ে ব্যাপার। জনসাধারণের সঙ্গে অযথা উপদ্রব ক'রে ভেবেছেন সকলকেই অসম্মান করার পরোয়ানা পেয়েছেন। আর যখন

আইনের প্রশ্ন তুলেছি তখন কাগজ দেখালেন না। ও সি বললেন আপনি আমার বিরুদ্ধে ওপরে অভিযোগ করুন। বললাম—ওপর যদি সেরকম হোত তাহলে আপনারা এভাবে এত বেড়ে যেতে পারতেন না। সেজন্য নালিশ না জানিয়ে আপনার কাছেই প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমার নাগরিক অধিকার অন্যায়ভাবে নষ্ট করেছেন। আপনাকে ধমক দিয়ে প্রতিনিবৃত্ত করার অধিকার আছে। ও, সি বললেন—আপনি থানায় এসে এসব বলতে পাবেন না। আমি বললাম এখানে আসবার অধিকার রয়েছে। আমি কাজ না হওয়া পর্যন্ত যাবো না। আমি আরো বললাম যে, জনসাধারণের ওপর উপদ্রব করে আপনি এমন হয়ে গেছেন যে, মনে করছেন সকলের ওপর অসম্মান করার অধিকার পেয়েছেন। উপদ্রব করে বেড়াবেন আর আমি এসে প্রতিবাদ জানাবো না?

তাতে ও সি বললেন প্লিজ, এখান থেকে চলে যান। তখন আমি আশ্চর্য্যান্বিত হলুম যে, উনি এভাবে অসম্মান করতে পারেন? আমি বললাম—আপনার অত্যন্ত স্পর্দ্ধা হয়ে গেছে। আপনারা মানুষের সঙ্গে এভাবে ব্যবহার করতে স্বাধীন জীবনে আজও সাহস করেন। উনি তখন বারবার বলতে লাগলেন—আমার বিরুদ্ধে আপনার যা করার করতে পারেন। আমি বললাম প্রয়োজন বোধ করলে আমি প্রতিবিধানের কথা ভাববো। আপাততঃ আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার যে অধিকার আছে—সেই অধিকারে প্রতিবাদ করতে এসেছিলাম। এই বলে আমি চলে আসি।

পরদিন সকালে ৮টার সময় ডি, সিকে ফোন করলাম। নির্ব্বাচনের ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব তাঁর—কিন্তু তিনি পুলিসকে উপযুক্ত নির্দেশ দিতে গুরুতর ত্রুটি করায় আমাদের ওপর এই অসম্মানের তিন কারণ হয়েছেন বলে প্রতিবাদ জানাতে; এবং জন দুই সরকারী অফিসার কংগ্রেসের পক্ষে প্রচার করছেন এই অভিযোগ তাঁকে জানাতে। ডি, সি অসুস্থ বলে তখনও ওঠেন নি।

পরে বেলা ৯টার সময় ডি সি বিভূতিদাকে ফোন ক'রে বলেন যে, পুরুলিয়া সংঘের ও, সি তাঁর কাছে অভিযোগপত্র দিয়েছেন—তাতে জানিয়েছেন যে, "অকৃণ বাবু তাঁদের অফিসের সামনে জনসভা করছিলেন—৭ই তারিখে ৪।৫ টার পর—যা আইনতঃ নিষিদ্ধ। আমি তাঁকে জনসভা করতে নিষেধ করি কিন্তু তিনি আমাকে শাসিয়ে বলেন যে, তোমায় দেখে নোব।" তাতে আমি বলি যে, ও, সির অভিযোগপত্র পেয়ে, আপনার যা ব্যবস্থা নেবার তা নিন—যথাসময়ে আমি প্রমাণ করব—উপদ্রব ক'রে আবার এই রকম জঘন্য মিথ্যা ভাষণ করতে তাঁর দ্বিধা হয় না। উনি বললেন—কাল ঘটনা হয়েছে—আপনি আমাকে না ব'লে থানায় গেলেন কেন? আমি উত্তরে বললুম—আমি আপনাকে বলব, কি, বলব না, থানায় যাবো কি যাবো না—এ শিক্ষা দেবার অধিকার আপনার নেই। কিন্তু আগে আপনি আমার কাছে কৈফিয়ৎ দিন—নির্ব্বাচনের সব দায়িত্ব নিয়েও পুলিসকে উপযুক্ত নির্দেশ দিতে কেন গাফিলতি করেছেন—যার জন্য আমার ওপর এই অসম্মান হয়েছে এবং আমাদের ক্ষতি এবং প্রচার নষ্ট হয়েছে? বেআইনী কিছু করিনি তবুও আইন না জেনে উপদ্রব করবেন আপনারা? ডি, সি বললেন আমাকে না বলে আপনি আইন নিজের হাতে নিলেন—এটা ঠিক হয় নি। উত্তরে আমি বললুম এই সমস্ত অসম্মানজনক কথা খবরদার আপনি আমাকে বলবেন। বেআইনী গুরুতর উপদ্রব করেছেন আপনারা বেআইনীভাবে অন্যায়ভাবে আইন নিজেদের হাতে নিয়ে অপরকে অসম্মান করেছেন আর উল্টো আমাকে বলছেন—আমি আইন হাতে নিয়েছি। উনি বললেন—দুপক্ষের সংবাদ না শুনে কে সত্য কে মিথ্যা কি করে বুঝবো? উত্তরে বললাম—নির্ব্বাচনের মধ্যে অংশ গ্রহণকারী একটা দায়িত্বশীল দলের দায়ীত্বশীল লোক আমি যখন আপনাকে বললুম তখন আপনার বোঝা উচিৎ ছিল নিশ্চয়ই এই নির্বাচনের সময়ে মিথ্যে করে পুলিসের ওপর অভিযোগ করব না? আমাকে বলতে পারতেন যে, এই হয়ে থাকলে দুঃখিত। পুলিসকে ডেকে দেখছি কি ব্যাপার। আপনি বলতেও পারছেন না—পুলিসকে কি নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ থাকলে পুলিস এত উপদ্রব করতে সাহস পেতো। আইন বিষয়েও আপনার ধারণা নেই। কিন্তু আপনার মনোভাব দেখে

বুঝতে পারছি—আপনি পুলিসকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। শ্রীহুমায়ুন কবিরের জনসভার ব্যাপারেও দেখেছি—আপনি পুলিসের অন্যায় দেখতে পান নি। আপনার ধারাটা আমি উপলব্ধি করছি। ডি, সি বলছিলেন এ বিষয়ে অনেক আপনি বললেন, অন্য কি কথা বলুন। আমি বললুম—অধৈর্য্য হবেন না আমার যতক্ষণ বলবার আপনাকে শুনতে হবে। উনি বললেন—আপনিই অধৈর্য্য হচ্ছেন।

আমি বললুম—অপরকে অপমান করে আপনারা অভ্যস্ত, যার প্রতি অপমান হয় তার ক্ষোভটা বোঝবার ক্ষমতা নেই আজও আমাদের অফিসারদের।

ডি, সি বারবার বলছিলেন—আমি নিরপেক্ষভাবে দেখছি না। আমি বলেছিলুম যথার্থ তথ্য জনসাধারণের কাছে তুলে ধরব। তাই সব তথ্য প্রকাশ করলাম।

অরুণচন্দ্র ঘোষ

—–•—–

যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকের সিদ্ধান্ত

নূতন সরকার প্রতিষ্ঠার শুভ সূচনায় যুক্তফ্রণ্ট সরকারের মন্ত্রীসভা প্রথম বৈঠকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেছেন—

পুলিশী অত্যাচারের তদন্ত

যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে বেআইনীভাবে খারিজ করে দেবার পর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যে পুলিশী অত্যাচার হয়েছিল—সে সব বিষয়ে তদন্ত সুরু হচ্ছে। বর্ত্তমানে বিভাগীয় তদন্ত হবে। প্রয়োজনবোধে ব্যাপক তদন্তের ব্যবস্থা করা হবে এবং প্রয়োজনমত ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে।

মামলা প্রত্যাহার

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রতীক ধর্ম্মঘট উপলক্ষ্যে কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যত মামলা দায়ের হয়েছিল যুক্তফ্রণ্ট সরকার সমস্ত প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। এছাড়া গত ১৬ই মে রাজ্য সরকারী কর্ম্মচারীদের যে প্রতীক ধর্ম্মঘটের জন্য বেতন কাটা হয়েছিল, কর্মচারীদের সেই বেতনও দেবার সিদ্ধান্ত যুক্তফ্রণ্ট সরকার করেছেন।—সর্ব্বপ্রকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় যে সব পুলিশ কেসগুলো হয়েছে—তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।

বন্দী মুক্তির প্রশ্ন

নিবর্ত্তনমূলক আটক আইনে ধৃত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে। আটক আইনে অন্যান্য যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্বয়ং সেই সব ফাইল দেখছেন এবং তাদের সম্পর্কেও পুনর্বিবেচনা করা হবে। জেলে অনশনকারী নক্সালপন্থীদের প্রথম শ্রেণীর বন্দীর মর্য্যাদা দেওয়া হচ্ছে। নীতিগতভাবে স্থির হয়েছে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হবে এবং আইনগত অবস্থা পর্য্যালোচনা করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের কারাগারে সর্ব্বস্তরের বন্দীদের কারাদণ্ড এক মাসের জন্য মকুব করা হচ্ছে। যাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ ছিল এবং ইতিপূর্বে ১৪ বৎসর কারাবাস পূর্ণ হয়েছে—তাদেরও মুক্তি দেওয়া হবে।

বস্তীর কর হ্রাস

১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রণ্ট সরকার বস্তীর কর হ্রাস করে যে আইন পাশ করেছিলেন তার সময় সীমা অতিক্রান্ত হতে চলেছে। সেজন্য একটি অর্ডিন্যান্স জারী করা হচ্ছে যাতে বস্তীর কর ১৪ থেকে ১৮ শতাংশের মধ্যেই থাকে। তাছাড়া রাজ্যের বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে সরকার যে ঋণ ও সাহায্য দিয়েছিলেন—তা আদায় স্থগিত রাখা হচ্ছে।

—•—–

পুলিসের আই-জিকে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর কালীন ছুটি গ্রহণ

পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের ইন্সপেক্টার জেনারেল শ্রীউপানন্দ মুখার্জ্জীকে আগামী ১০ই মার্চের মধ্যে অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে ছুটি গ্রহণ করতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ৩১শে মার্চ্চ তারিখে শ্রী মুখোপাধ্যায়ের চাকুরীর মেয়াদ শেষে অবসর গ্রহণের দিন। যুক্তফ্রণ্টের নেতাদের আপত্তি ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর স্বেচ্ছায় শ্রী মুখোপাধ্যায়ের অবসর গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও দ্বিতীয় বার কার্য্যের মেয়াদ বৃদ্ধি করে দেন। পশ্চিমবঙ্গের আই-জি রূপে শ্রী মুখোপাধ্যায় যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা খারিজ করা বিষয়ে এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন এবং যুক্তফ্রণ্টের পরিচালিত গণ আন্দোলন দমনে পুলিশী নির্য্যাতন ও উৎপাতের জন্যও মুখ্যভাবে দায়ী হন।

সুতরাং যুক্তফ্রণ্ট শাসন ব্যবস্থায় পুলিশী প্রশাসনের সর্ব্বোচ্চ পদে শ্রী মুখোপাধ্যায়ের মত ব্যক্তি কেবল অশোভন ভাবে বেমানানই নয়—সর্ব্বপ্রকারে অনুপযুক্ত বিবেচনায় যুক্তফ্রণ্টের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু আই-জির পদ হইতে শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়কে আগামী ১০ই মার্চ্চের মধ্যে যত শীঘ্র সম্ভব প্রাক্‌-অবসরকালীন ছুটি গ্রহণের নির্দ্দেশ দিয়েছেন।

পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধরমবীরের বিদায় আসন্ন বলে শোনা যাচ্ছে। তাঁর স্থলে ভারতের সেনা-বাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল কুমার মঙ্গলম্ এর নিয়োগের কথা শোনা যাচ্ছে। আগামী জুন মাসে জেনারেল কুমার মঙ্গলম্ সেনা বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করছেন।

—–•—–

পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডলীর আসন্ন অধিবেশন

মাসাধিক কালব্যাপী বাজেট অধিবেশনের দ্রুত প্রস্তুতি

আগামী ৬ই মার্চ তারিখে বৈকাল ৩-০০ ঘটিকার সময় পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভা ও বিধান পরিষদের যুক্ত অধিবেশন হবে। রাজ্যপাল বিধান মণ্ডলীর এই যুক্ত অধিবেশন উদ্বোধন করে ভাষণ দেবেন—তারপর বৈকাল ৪ ঘটিকায় বিধান সভা ও বিধান পরিষদে রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ সূচক আলোচনা সুরু হবে।

এই ৬ই মার্চ তারিখের বেলা ১ ঘটিকায় অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার নির্ব্বাচন-পর্ব সমাপ্ত হবে। যুক্তফ্রণ্ট থেকে শ্রীবিজয় কুমার বন্দোপাধ্যায় স্পীকার পদের জন্য এবং শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার ডেপুটী স্পীকার পদের জন্য মনোনীত হয়েছেন।

আগামী ১০ই মার্চ তারিখে যুক্তফ্রণ্টের মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেট পেশ করবেন। এই বাজেট অধিবেশন আগামী ১২ই এপ্রিল পর্য্যন্ত চলবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে আয়কর, আবগারী কর প্রভৃতি বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের জন্য এবং পশ্চিম বঙ্গের খাদ্য সমস্যা সমাধানে কেন্দ্র থেকে কি পরিমাণ খাদ্য সাহায্য লাভ করা সম্ভব হবে তা স্থির করার উদ্দেশ্যে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এবং খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীন কুমার দিল্লী যাচ্ছেন।

—–•—–

Regd No. C—4290 মুক্তি C. R. No—R. N. 2539/57

OFFICE OF THE OFFICIAL LIQUIDATOR, PATNA HIGH COURT,
IN THE MATTER OF CHOTANAGPUR BANKING ASSOCIATION LTD. (IN LIQN.) HAZARIBAGH

Land on Auction Sale

Notice is hereby given that 31 plots of lands, near Zilla School, Purulia, out of 15 bighas of lands purchased by the Chotanagpur Banking Association Ltd. (now in Liquidation) under registered sale deed dated 17. 9. 1948 and also about 10 kathas of land belonging to the said Bank near Civil Court, Purulia, will be sold in public auction by the Official Liquidator Patna High Court in Company Act Case No. 1 of 1958 under order No. 275 dated 13. 9. 68. The auction will commence on 25. 3. 69 as modified by order No. 278 (2) dated 25. 10. 68 and will continue on the following days, as may be necessary. The time for auction on dates as mentioned above, will be from 9 A. M. to 12 Noon each day at the site of the land, commencing with the auction of 31 plots of land, near Zilla School, Purulia. The auction of about ten Kathas of land near Civil Court at Purulia will be taken up after the auction of 31 plots of land have been completed and will be held at the site of the land and at the time mentioned above.

Intending buyers may contact Hazaribagh Office of the Bank for particulars of land conditions of sale.

By order.
S/D—R. N. Ghose
Official Liquidator,
Patna High Court.

Hazaribagh.
Dated 15. 1. 69.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৬শে ফাল্গুন, ১৩৭৫—১০ই মার্চ্চ ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য
১০ পয়সা

যুক্তফ্রন্টের পঞ্চায়েৎমন্ত্রীর পুরুলিয়া আগমন

জেলার জরুরী সমস্যাগুলি সম্পর্কে সরকারী ও বেসরকারী বৈঠক

অবিলম্বে সেচ প্রকল্প ও পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা চাই

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত গত ৭ই মার্চ্চ তারিখে পুরুলিয়ার এসে এক কর্ম্মব্যস্ত সূচি উদ্যাপন করেন। সকালে পুরুলিয়া জেলা পরিষদের কার্য্যালয়ে তিনি জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, জেলা পঞ্চায়েৎ অফিসার, উপজাতীয় কল্যাণ দপ্তরের স্পেশাল অফিসার প্রমুখ সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, এক্সিকিউটিভ অফিসার, ইঞ্জীনীয়ার প্রমুখ পরিষদের কর্ম্মকর্ত্তা ও পুরুলিয়া জেলা পরিষদ কর্ম্মচারী সঙ্ঘের সভাপতি প্রমুখদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে সেচ, পানীয় জল, রাস্তাঘাট; জেলা পরিষদের আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যার পর্য্যালোচনা করেন।

এই জেলার ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত পুষ্করিণী সংস্কার কার্য্যের প্রগতি পর্য্যালোচনা সূত্রে জানা যায় যে—ফোর্ড ফাউণ্ডেশন তথা মার্কিন সাহায্য কর্ম্মসূচির এক্তিয়ারভুক্ত ৬৮২ সেচ প্রকল্পের মধ্যে ৪৬২টি পুষ্করণীর সংস্কার সম্পূর্ণ এবং সেচের জন্য জল সরবরাহের উপযোগী হয়েছে। তা ছাড়া জেলা পরিষদও ২ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ব্যয়ে চলতি বৎসরে ৩৫টি পুষ্করিণী খননের কার্য্যসূচি গ্রহণ করেছে।

পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী এই জেলায় ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলি দ্রুত রূপায়ণের জন্য পুষ্করিণী খনন ও সংস্কার; জোড় বাঁধ প্রকল্প; এবং পাম্পযোগে সেচের জল সরবরাহ ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রতি ব্লকের প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই বৎসর কটি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প গ্রহণ ও রূপায়ণ সম্ভব তার পূর্ণ তালিকা এবং আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ যতশীঘ্র সম্ভব জানাবার নির্দ্দেশ দেন। সেই সঙ্গে আসন্ন গ্রীষ্মকালে এই জেলার খরাপীড়িত অঞ্চলে পানীয় জলের যে তীব্র সঙ্কট দেখা দেবে তার মোকাবিলা করার জন্য গ্রামাঞ্চলের ঢালা মজা কুপগুলির সংস্কার; গ্রামের "বহাল" তথা নিম্নভূমিতে স্বল্প ব্যয়ে "দাঁড়িকুয়া" খনন এবং বিশেষ জরুরী ক্ষেত্রে ট্রাকযোগে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য পূর্ব্বাহ্নেই একটি সুষ্ঠু কার্য্যসূচি প্রণয়নের উপদেশ দেন। এই সঙ্গে পুরুলিয়া জেলার "জল নির্ণায়ক" ইউনিটটি অবিলম্বে স্থাপনের প্রস্তাবেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের দ্রুত ও সার্থক রূপায়ণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষ; বেসরকারী প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা "মাইনর ইরিগেশন বোর্ড" গঠনের প্রস্তাব জেলা শাসক করেন।

বঙ্গভুক্তির ফলে অধুনা-লুপ্ত মানভূম জেলা ত্রিধা-বিভক্ত হওয়ার এবং তার একাংশ মাত্র পুরুলিয়া জেলারূপে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বার্ষিক প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা আয় বশিষ্ট মানভূম জেলা বোর্ডের স্থলে বর্তমান পুরুলিয়া পরিষদের বার্ষিক আয় দাঁড়িয়েছে তিন লক্ষ টাকারও কম। ফলে, বঙ্গভুক্তির পর থেকে গত ১২।১৩ বৎসর কাল ধরে পুরুলিয়া জেলা পরিষদকে চরম আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে কাল কাটাতে হচ্ছে। এর অবধারিত পরিণাম স্বরূপ জেলা বোর্ড তথা জেলা পরিষদের পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়; প্রাথমিক ও মাইনর স্কুল; ডাক বাংলো প্রভৃতিগুলি সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরের নিকট হস্তান্তর করতে হয়েছে এবং বর্তমানে জেলা পরিষদের রাস্তাঘাট-গুলিরও সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিষদের আর্থিক সঙ্গতির বাইরে যাওয়ায় এইগুলিও সরকারের নিকট হস্তান্তরের প্রশ্ন জেলা পরিষদের বিবেচনাধীন রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জেলা পরিষদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধানে কোনও বাস্তব ভিত্তিক কার্য্যকরী পরিকল্পনা অবিলম্বে গৃহীত না হলে জেলা পরিষদে সম্পূর্ণ অচল অবস্থার উদ্ভব হবে। অন্যদিকে জেলা পরিষদের কর্ম্মচারীদের মধ্যেও তাদের ক্ষেত্রে মহার্ঘ্যভাতা প্রদানে এক বৈষম্যমূলক নীতি প্রবর্তিত হওয়ায় তাদের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে। পুরুলিয়া জেলা পরিষদের আর্থিক সংকট ও সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় সমূহ অবলম্বনের আশ্বাস পঞ্চায়েৎমন্ত্রী প্রদান করেন।

পঞ্চায়েৎমন্ত্রী শ্রীদাসগুপ্ত বৈকালে স্থানীয় হরিপদ সাহিত্য মন্দির হলে সহরের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ ও যুক্তফ্রন্টের শরিক রাজনৈতিক দলগুলির কর্ম্মীদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে সহর তথা জেলার আশু প্রয়োজনীয় বিষয় যেগুলি অবিলম্বে পূরণ করা প্রয়োজন—সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা হয়। পুরুলিয়া সহরের পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কার্য্যসূচী গত পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যেও আরম্ভ না হওয়ায় সহরের এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী যে দারুণ অসুবিধা ভোগ করছে—তা দূরীকরণের জন্য দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কার্য্য অবিলম্বে আরম্ভ করার দাবী জানানো হয়। এ ছাড়া বঙ্গভুক্তির পূর্ব্ব থেকেই সহরের প্রধান সড়কগুলি উপেক্ষা ও অবহেলার ফলে যে জীর্ণ দশা প্রাপ্ত হয়েছে ও সহরবাসীর অসুবিধা ও দুর্ভোগের কারণ হয়েছে—সেই রাস্তাগুলির অবিলম্বে সংস্কারেরও দাবী জানানো হয়। অবশ্য অতি সম্প্রতি পুরুলিয়া জেলা পরিষদ সহরের একটি প্রধান সড়ক নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত রোডের আংশিক সংস্কারের কার্য্য সুরু করেছেন।

বস্তীগুলির রাস্তাঘাট, আলো, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কেও সমধিক দৃষ্টি দেওয়ার দাবীও জানানো হয়। অবশ্য পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত কর্ম্মসূচী অনুসারে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীদাসগুপ্ত পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর এ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের সঙ্গে সহরের বস্তী অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করেন। পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর প্রাথমিক শিক্ষকগণও তাঁদের অভাব অভিযোগের কথা বিবৃত করেন।

এই বৈঠকে আঞ্চলিক পরিবহন সংস্থা (R. T. A.) জেলা স্কুল বোর্ড; রেডক্রশ প্রভৃতি আধা সরকারী সংস্থা-গুলি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনর্গঠনের দাবী জানানো হয়।

—·—

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে পুরুলিয়া রাঁচি রোডস্থ "বিচিত্রা" প্রতিষ্ঠানকে "গোদরেজ" কোম্পানীর ইস্পাত নির্মিত অফিস এবং গৃহে ব্যবহারোপযোগী আসবাব পত্রের পুরুলিয়া জেলার জন্য প্রচারক নিযুক্ত করিলাম।

এন, পি, ব্যাস এণ্ড কোং
আসনসোল।

We are pleased to Announce the
Appointment of
M/s. BICHITRA
Ranchi Road—Purulia
for
Purulia as the Canvasser for
Godrej Steel Furniture for Home, office
Etc.
N. P, Vyas & Co.
Asansol

প্লট বিক্রয়

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত মার্কেট রোডে (দোকানের জন্য) "বি" ব্লক, প্লট নং ২ উপযুক্ত মূল্য পাইলে বিক্রয় করা হইবে।

ডাঃ প্রমথচন্দ্র দাসগুপ্ত
চণ্ডীকর লেন
পুরুলিয়া

সম্পাদকীয়

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক ও সংবিধান

পশ্চিমবঙ্গের কুচক্রী রাজ্যপাল শ্রীধরমবীরার অবিলম্বে অপসারণের দাবীকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে এক গুরুতর সাংবিধানিক সঙ্কট থেকে সাময়িকভাবে পরিত্রাণ পাওয়া গেলেও—সাংবিধানিক জটীলতা যেমন বৃদ্ধি পেল—তেমনি কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্কে তিক্ততা নূতন করে সৃষ্টি হোল। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সম্পূর্ণ অন্যায়, অগণতান্ত্রিক ও সংবিধান-বিরোধী ফতোয়া দ্বারা বরখাস্ত করায় যে রাজ্যপাল নাটের গুরু ছিলেন—সেই রাজ্যপালকে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের অধীনে প্রথম বিধান সভায় অধিবেশনের পূর্ব্বেই অপসারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের সম্পূর্ণ ন্যায় সঙ্গত, গণতান্ত্রিক ও মর্য্যাদাপূর্ণ দাবী ছিল। কিন্তু সংবিধানের অপব্যাখ্যা করে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকার সেই যুক্তিপূর্ণ দাবী মানতে অস্বীকার করে রাজ্যপালের পদকে একদিকে যেমন দলীয় রাজনীতির হাতিয়ার রূপে প্রমাণিত করলেন অন্যদিকে এই পদের যা কিছু মান মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়ে একে একান্তই জনগণের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ; ধিক্কার ও তিরস্কারের বস্তুতে পরিণত করলেন। কলিকাতায় রাজভবন থেকে রাস্তাঘাটে রাজ্যপাল ধরমবীরাকে উদ্বেল জনসমুদ্রের নিকট যেভাবে লাঞ্ছিত হতে এবং বিধান মণ্ডলীতে জন প্রতিনিধিদের নিকট অপমানিত হতে হোল—এটা বহুলাংশে ধরমবীরার ব্যক্তিগত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হলেও—আমাদের সংবিধানে বর্ত্তমান রাজ্যপালের পদটির সত্যই কোন সম্মান আছে কি না এবং এই পদেরও কোনও প্রয়োজন আছে কি না সেই মূলগত প্রশ্নটিও অতি উৎকটভাবে দেখা দিল।

রাষ্ট্রপতির প্রতিভূ হিসাবেই রাজ্যপালের অস্তিত্ব এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারগুলির যোগসূত্র হলেন রাজ্যপাল। সমগ্র ভারতের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট রাজ্য সরকারগুলির আনুগত্যের পরিচয়ের সূত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যই রাজ্যপালের সৃষ্টি কিন্তু যতদিন সারা ভারতে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে সর্ব্বত্রই কংগ্রেস সরকার বিরাজিত ছিল—ততদিন রাজ্যপালের পদটি অলঙ্কার সূচকই ছিল এবং পিঞ্জরাবদ্ধ তোতাপাখীর মত কালেভদ্রে অনুষ্ঠান বিশেষে সযত্নে শিখানো বুলির সদ্ব্যবহার করতেন। কিন্তু গত ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনের পর যখন কেন্দ্রে কংগ্রেসী সরকার কোনওমতে টিকে গেলেও—ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজ্যে অকংগ্রেসী বা যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হোল তখন ভরাডুবী কংগ্রেস নিজ দলীয় স্বার্থ সাধনের চক্রান্তে ও অকংগ্রেসী রাজ্য সরকার-গুলিকে ক্ষমতাচ্যুত বা হীনবল করার অপচেষ্টায় রাজ্যপাল-রূপী নিরীহ ও নির্ব্বিষ সরিসৃপকে কুলোপানা চক্রধারী মহাবিষধর কালভুজঙ্গরূপে প্রতিভাত করার সাংবিধানিক ভোজবাজী সুরু কোরল। অর্থাৎ এই বিষয়টি অতি সহজ ও সরলভাবে বোঝা গেল যে স্বাধীন ভারতের প্রথম গণপরিষদের কংগ্রেসী ভাগ্য বিধাতারা দেশের সংবিধান তথা শাসনতন্ত্র রচনার সময় এই স্বপ্ন-বিলাসে বিভোর ছিলেন যে সসাগরা ভারতে কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস অজর ও অমর হয়েই কায়েম থাকবে; আর ভারতে গণতন্ত্র বলতে চিরকাল কংগ্রেস তন্ত্র তথা আত্মসর্ব্বস্ব কংগ্রেসীদের দলীয় তন্ত্র মন্ত্র বোঝাবে। সুতরাং সারা বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের জন্য সংবিধান-রচয়িতারা

জোড়াতালি দিয়ে যে আদর্শ সংবিধান রচনা করলেন— তা যে বিশ বৎসরের মধ্যেই একেবারে ফুটো নৌকায় পরিণত হবে সেটুকু দূরদৃষ্টি ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা দেশের কংগ্রেসী ভাগ্যবিধাতাদের ছিল না। তাই প্রতি পদে পদে কংগ্রেসকে সাংবিধানিক হোঁচট খেতে হচ্ছে এবং ই তমধ্যে ষোল সতেরোবার সংবিধানের সংশোধন হয়ে গেছে এবং শাসনক্ষমতা রক্ষার জন্য, সম্ভব হলে, কংগ্রেস নিজ দলীয় গঠনতন্ত্রকে দেশের সংবিধান বলে চালাতেও চেষ্টা করবে।

পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের অন্য রাজ্য গুলির সঙ্গে কেন্দ্রের যে পদে পদে বিরোধ দেখা দিয়েছে—কেন্দ্রের ক্ষমতার পরিধি ও রাজ্য সরকার গুলোর নিজ অধিকারের সীমা এবং দেশের অর্জিত সম্পদ সম্পর্কে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির প্রাপ্য বিষয়ে যে সকল জটিল প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে—তার সুষ্ঠু ও সার্থক সমাধান না হলে কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক ক্রমশঃই তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়ে উঠবে এবং ভারতের ঐক্য ও সংহতিকেও বিপন্ন করে তুলবে। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সংবিধানের প্রয়োগ ও পদ্ধতি পর্য্যালোচনা করলে এটা অতি সুস্পষ্ট হবে যে সংবিধানের উপর গণতন্ত্রের লেবেল আঁটা থাকলেও রাষ্ট্র ক্ষমতা ক্রমশঃই কেন্দ্রীভূত করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে এবং ঐক্য ও সংহতির দোহাই দিয়ে একনায়কতন্ত্রী সরকার গঠনের অপপ্রয়াস সুরু হয়েছে। ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানে একনায়কতন্ত্রী সরকারের দুরবস্থা দেখেও ভারতের কংগ্রেসী তথা কায়েমী স্বার্থবাদীরা কোনও শিক্ষাই গ্রহণ করতে পারে নি। পাকিস্তানে যে উত্তাল গণ আন্দোলন শুরু হয়েছে এবং ভারতে যে উদ্বেল গণজাগরণের জোয়ার আরম্ভ হয়েছে এই দুইটি আন্দোলনের ধারার মিলন এশিয়া খণ্ডের কায়েমী স্বার্থের অবসান ঘটিয়ে সার্থক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত করবে এবং ভারতবর্ষই হবে সেই গণতান্ত্রিক যজ্ঞের সাধন বেদী।

কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্কের উপর ভারতের ঐক্য ও সংহতির প্রশ্ন জড়িত আছে এবং বর্তমান সংবিধানের কাঠামোয় এই প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা সম্ভব কিনা ও সাধক গণতন্ত্রের চাহিদা মেটানো সম্ভব কিনা তাও বিচার্য্য বিষয় হয়ে উঠেছে। জনগণের সার্ব্বভৌম অধিকারের যে স্বীকৃতি বর্তমান সংবিধানে রয়েছে তা ছেলে ভুলানো ছড়ার মত যে লোকভুলানো স্তোকবাক্য মাত্র তা বিশ বৎসরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি হয়েছে। সুতরাং সত্য ও সার্থক গণতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য দ্বিতীয় গণপরিষদে নূতন সংবিধান রচনা করার দাবী আজ না হয় কাল অদূর ভবিষ্যতে সোচ্চার হয়ে উঠবে।

অ. চ.

—•—

শোক সংবাদ

গত ২১শে মাঘ তারিখে সহরের বিশিষ্ট নাগরিক এবং মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীকরালী বদন সেন করোনারী থ্রম্বসীস রোগে আক্রান্ত হইয়া অণ্ডাল হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃতদেহ পুরুলিয়ায় আনিয়া শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫২ বৎসর হইয়াছিল এবং এক পুত্র ও চার কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীসেন সহরের বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন। তিনি চকবাজারের দুর্গা মেলা ও হরিবোল কমিটীর সহ-সভাপতি, শক্তি সঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন এবং পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তন কমিশনার ছিলেন। শ্রীসেনের পিতা ৺কেদার নাথ সেন প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের নির্ভীক সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

আমরা শ্রীকরালী বদন সেনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি

—•—

পুরুলিয়া-কোটশিলা রেলপথ ব্রডগেজ করার দাবী

জেলার প্রয়োজনে ও জাতীয় স্বার্থে ব্রডগেজ রেলপথ চাই

জনগণের স্বার্থহানীকর রেল কর্তৃপক্ষের অপচেষ্টা বন্ধ হোক

গত ১৯৫৬ সাল হইতে তদানীন্তন রেলমন্ত্রী হইতে সুরু করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব জেনারেল ম্যানেজার শ্রীখাণ্ডেলওয়াল পর্য্যন্ত সকলেই পুরুলিয়া-কোটশিলার বাইশ মাইল দীর্ঘ ছোট লাইনটি ব্রডগেজ করার একান্ত ন্যায়সঙ্গত এবং জেলার ও জাতীয় প্রয়োজনে অপরিহার্য্য দাবীটি বানচাল করার চক্রান্ত করে আসছেন এবং এই ছোট লাইনের প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি পর্য্যন্ত বন্ধ করে দেবার নানান্ অপচেষ্টা চালাচ্ছেন। এই অপচেষ্টার একটি ইঙ্গিত গত কয়েক মাস পূর্ব্বে পাওয়া যায়।

এই পুরুলিয়া-কোটশিলা ছোট লাইনটি ব্রডগেজ করার জন্য শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল সেন গুপ্ত এম, পি, এবং শ্রীভজহরি মাহাত এম, পি, অক্লান্ত চেষ্টা করে আসছেন। গত ১৩।৭।৬৮ তারিখে পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলপথের আদ্রা ডিভিসন্যাল রেলওয়ে ইউজার্স কনসালটেটিভ কমিটির এক সভায় শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল সেন গুপ্ত এম. পি, এই ছোট লাইনটি ব্রডগেজ করার দাবী পুনরায় উত্থাপন করলে রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ডিভিসন্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রী এম, আর, মূর্ত্তি জানান —"পুরুলিয়া কোটশিলা সেকসনে গৌরীনাথধাম ও গড়জয়পুর ষ্টেশনের যাত্রী, মাল ও পার্শেল পরিবহনের হিসাব থেকে দেখা যায় যে এই ছোট লাইনটি ব্রডগেজ করার কোনও যুক্তি নেইই বরং রাঁচী-পুরুলিয়া সেকসন ব্রডগেজ হবার পর এটা যে ভাবে অলাভজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে এই ছোট লাইনটি বন্ধ করে দেওয়াই উচিত।" সরকারী এই "অকাট্য" (?) যুক্তির সমর্থনে শ্রীমূর্ত্তি সাহেব ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৮ সালের মে মাস পর্য্যন্ত যাত্রী ও মাল পরিবহনের সরকারী তথ্য পরিবেশন করেন।

গৌরীনাথধাম ষ্টেশন

মাস	যাত্রী	আয়	মাল	পার্শেল
ডিসেম্বর ৬৭	৩৭৭	২০২৲	—	—
জানুয়ারী ৬৮	৩৯০	৪১৩৲	—	—
ফেব্রুয়ারী ৬৮	৫৩৭	২২৪৲	—	—
মার্চ ৬৮	৭৬৯	৩৫১৲	—	—
এপ্রিল ৬৮	১১৩৫	৫৬৪৲	—	—
মে ১৯৬৮	৬৮৬	৩৬২৲	—	—
মোট	৩৮৯৪	২১১৬৲		
মাসিক গড়	৬৪৯	৩৫২৲		

গড়জয়পুর ষ্টেশন

মাস	যাত্রী	আয়	মাল	পার্শেল
ডিসেম্বর ৬৭,	১২২০	৮৪৯৲	৪০	৩১
জানুয়ারী ৬৮	১৬৯৮	১৭৪১৲	১৪০	৫২
ফেব্রুয়ারী ৬৮	১৪৯১	১২২৫৲	৩০	৭
মার্চ ৬৮	২১৭৫	১৪০৯৲	৩৫	১৯
এপ্রিল ৬৮	১৭১০	১১৬৮৲	৪৮	১
মে ১৯৬৮	১৬১৩	১২৫৫৲	১০	৪৬
মোট	৯৯০৭	৭৬৪৭৲	৩০৩	১৫৬
মাসিক গড়	১৬৫১	১২৭৪৲	৫০	২৬

পুরুলিয়া-কোটশিলা ছোট লাইনের তিনটি কামরা বিশিষ্ট ছেলেখেলার মত রেল যোগাযোগের ব্যবস্থা সম্পর্কে যাঁহারা ওয়াকিবহাল—তাঁহারা সরকারী তথ্যের এই ধোঁকাবাজী ও শয়তানীর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি (বিশেষ করিয়া সরকারী রেল কর্তৃপক্ষ) ব্যতীত এই যুক্তি ও তথ্যের উপর বিন্দু মাত্র গুরুত্ব আরোপ করিবেন না। কারণ যে শয়তানী ফন্দী ফিকির আঁটিয়া পুরুলিয়া-কোটশিলা রেলপথের যাত্রী মাল ও পার্শেল পরিবহনের তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে সেইরূপ বিকৃত তথ্য পরিবেশন করিলে ভারতবর্ষের কোথাও

কোনও যুক্তি থাকে না। এই দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলপথের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের যাত্রী, মাল ও পার্শেল পরিবহনের অনুরূপ বিকৃত তথ্য যদি পরিবেশন করা হয়—তবে দেখা যাইবে যে হাওড়া-আদ্রা-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেন অথবা পাটনা-টাটা (সাউথ বিহার) এক্সপ্রেস অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। যথা—

হাওড়া চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেনে হাওড়ার কাছাকাছি **সাঁতরাগাছি ও রামরাজাতলা** ষ্টেশনের মধ্যে কোনও যাত্রী, মাল বা পার্শেল পরিবহন করা হয় না।

অনুরূপভাবে **টাটা-পাটনা এক্সপ্রেস** ট্রেনেও পুরুলিয়ার নিকটবর্ত্তী ছড়রা-কুশটাঁড়-বাগালিয়া ষ্টেশনেও আজ পর্য্যন্ত যাত্রী, মাল বা পার্শেল পরিবহনের দ্বারা এক কপর্দ্দকও আয় হয় নি।

বলা বাহুল্য উপরোক্ত ট্রেনগুলি সংশ্লিষ্ট ষ্টেশনগুলিতে থামে না—সুতরাং যাত্রী, মাল ও পার্শেল পরিবহনের কোনও প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং পুরুলিয়া-কোটশিলা ছোট লাইনেরও অনুরূপ অবস্থা। পুরুলিয়া-কোটশিলা লাইন যদি ব্রডগেজ হয় এবং পুরুলিয়া-রাঁচী ও পুরুলিয়া-মারাকারী (বোকারো) সরাসরি রেল যোগাযোগের ব্যবস্থা এবং মাল ও পার্শেল পরিবহনের সুযোগ সুবিধা যদি হয় তবে রেলের আয় নিঃসন্দেহে বিশগুণ বর্দ্ধিত হবে।

এই ছোট লাইনের ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থাটুকু বন্ধ করিবার এক সরকারী চক্রান্ত আবার সুরু হইয়াছে বলিয়া সন্দেহের যথেষ্ট কারণ দেখা দিয়াছে। শোনা যাইতেছে যে এই রেলপথের লেবেল ক্রশিংগুলি হইতে গেটম্যান তুলিয়া লওয়ার আয়োজন চলিতেছে। এই ছোট লাইনের ট্রেনের গার্ড বা ড্রাইভার গাড়ী থামাইয়া গেট বন্ধ করিবেন এবং গাড়ী রাস্তা পার হইবার পর পুনরায় গেট খুলিয়া দিবেন—এইরূপ অভিনব ব্যবস্থা করা হইতেছে। ট্রেনটি বন্ধ করিবার ইহা যে প্রাথমিক ধাপ—সে অতি নির্ব্বোধও বুঝিতে পারে। কিন্তু এই সরকারী ষড়যন্ত্র সফল হইতে দেওয়া হইবে না।

এই পুরুলিয়া-কোটশিলা রেলপথ ব্রডগেজ করার পিছনে যেমন জেলার স্বার্থ রহিয়াছে—সেইরূপ জাতীয় স্বার্থও নিহিত আছে এবং এই দাবীর পিছনে নিম্নলিখি[ত] যুক্তি সমূহ রহিয়াছে—

১। পুরুলিয়া জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন [ও] শিল্পোদ্যোগ প্রসারের স্বার্থে ইহা অপরিহার্য্যরূ[পে] প্রয়োজন। ঝালিদার প্রস্তাবিত সিমেণ্ট কারখানার [জ]ন্য এবং এই অঞ্চলে অন্যান্য খনিজ সম্পদের যথাযোগ্য স[দ্]ব্যবহারের জন্য ইহা প্রয়োজন।

২। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া ট্রে[ন] যোগে বহির্জ্জগতের যোগাযোগের একমাত্র পথ ছি[ল] পুরুলিয়া রাঁচি লাইন। এই সুদীর্ঘকালের যোগাযো[গ] ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত করিবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না। ট্রেন যোগাযোগের ব্যবস্থা না থাকায় এখনও প্রতিদিন শত শত লোক বাসযোগে রাঁচী-পুরুলিয়ার মধ্যে যাতায়াত করিতে বাধ্য হইতেছে।

৩। রাঁচি হইতে কলিকাতার দূরত্ব রাঁচী-পুরুলিয়া আসানসোল হইয়া অনেক কম; তাহা ছাড়াও রাঁচীর সহিত কলিকাতার যোগাযোগের একটি বিকল্প পথ থাকা একান্ত প্রয়োজন। কারণ কোনও জরুরী কালীন অবস্থায় মুরী চাণ্ডিল- টাটানগর হইয়া রেলপথটি বিপর্য্যস্ত হইলে যোগাযোগের অন্য ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৪। বোকারো ইস্পাত কারখানার কাঁচা মাল সরবরা[হ] ও উৎপন্ন মাল প্রেরণের জন্য উন্নততর ব্যবস্থা প্রয়োজন। বর্ত্তমানে যে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা রহিয়াছে—তাহা সম্পূর্ণ প্রয়োজন মিটাইতে অক্ষম। দ্বিতীয়তঃ কাঁড়রা চাণ্ডিল-পুরুলিয়া কোটশিলা হইয়া বোকারোর দূরত্ব বাণ্ডামুণ্ডা-মুরী-কোটশিলা হইয়া অনেক কম; তাহার উপর কাঁড়রা হইতে পুরুলিয়া পর্য্যন্ত সমগ্র রেলপথ বৈদ্যুতীকরণ করা এবং ডবল লাইন পাতা আছে। কিন্তু বাণ্ডামুণ্ডা মুরী-কোটশিলা রেলপথে ডবল লাইন নাই এবং বৈদ্যুতীকরণও হয় নাই। সুতরাং মালপত্র আদান প্রদানের দৃষ্টিতে এই পথটিই অধিকতর সুবিধাজনক।

৫। পুরুলিয়া হইতে কোটশিলা পর্য্যন্ত সমগ্র পথটি সমতল এবং কোনও নদী নালা নাই। সুতরাং ছোট লাইনকে বড় লাইনে রূপান্তর করিবার ব্যয় অতি সামান্যই হইবে।

(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়)

পাকিস্তানী প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের পতন আসন্ন

উত্তাল গণআন্দোলনে বিক্ষুব্ধ পাকিস্তান টাল মাটাল

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে, গত ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের ত্রাণকর্ত্তা রূপে ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান সামরিক ডিক্টেটারের মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন। সেই সময় দুর্নীতি, স্বজন পোষণ, প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা, সামাজিক অধঃপতন ও জনসাধারণের দুর্গতি চরম আকার ধারণ করে। এই অবস্থায় পাকিস্তানের দিশাহারা নাগরিকেরা আয়ুব খানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলে জ্ঞান করতে থাকে। পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্টের পদ জবর দখল করে ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান কড়া সামরিক শাসনে দুর্নীতি দমনে ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা আনয়নে আত্মনিয়োগ করেন—কিন্তু সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের উদ্দেশ্যে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার এবং কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানী জেহাদ আয়ুব খানের জপমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু ডিক্টেটরী শাসনের অপরিহার্য্য ও অবধারিত পরিণাম স্বরূপ আয়ুব খান নিজের গদীকে মৌরসী পাট্টা করার চেষ্টায় পাকিস্তানের গণতন্ত্রকে টুঁটি টিপে মারতে সুরু করেন এবং পূর্ব্ব পাকিস্তান ক্রমশঃই পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হতে থাকে। রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় পূর্ব্ব পাকিস্তানীদের ত কোনও স্থানই ছিল না—পূর্ব্ব পাকিস্তানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন পর্য্যুদস্ত করার জন্য তাদের মাতৃভাষা বাংলাকে হরণ করে উর্দ্দুর জোয়াল কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়। আর পূর্ব্ব পাকিস্তানীদের বিভ্রান্ত করার জন্য ভারত বিদ্বেষের নামে হিন্দু বিদ্বেষ প্রচার করে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা করে তোলা হয়।

এদিকে সমগ্র পাকিস্তানের সর্ব্বময় কর্ত্তা রূপে আয়ুব খান যে দুর্নীতি, স্বজন পোষণ, সামাজিক অধঃপতন ও প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার অভিশাপ নিয়ে আসেন তা ১৯৫৮ সালের পূর্ব্বেকার পরিস্থিতিকে লজ্জায় ম্লান করে দেয়। তাই এই অভিশপ্ত শাসনের বিরুদ্ধে প্রথমে পূর্ব্ব পাকিস্তান মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং ধীরে ধীরে পশ্চিম পাকিস্তানেও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের জোয়ার উদ্বেগ হয়ে উঠতে সুরু করে।

আয়ুব খানও নিজের গদী সুরক্ষিত করার চেষ্টায় তাঁর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের একের পর এক বিদায় দিতে থাকেন। এইভাবে লেঃ জেনারেল শেখ এবং আজম খান; আসগর খান সকলেই বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। অন্যদিকে আয়ুবের স্বজন পোষণ নীতি সকল লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে চরমে পৌঁছয়। আয়ুবের পুত্র ক্যাপ্টেন গোহর আয়ুব ১৯৬২ সালে সামরিক চাকুরি ছেড়ে ব্যবসায়এর সূত্রপাত করেন এবং বৎসরাধিক কালের মধ্যেই নগদ দুই কোটী টাকার মালিক ও প্রচুর ভূসম্পত্তির অধিকারী হন। পাকিস্তানে প্রচুর ভূসম্পত্তি ছাড়াও আয়ুব-নন্দন ভূমধ্য সাগরের সার্ডিনিয়া দ্বীপে বাগানবাড়ী সহ প্রচুর ভূসম্পত্তি খরিদ করেছেন। পিতার আনুকূল্যে গোহর আয়ুবের ব্যবসায়ে লাভ ছাড়া লোকসানের কোনও প্রশ্ন নেই। পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় মোটর, ট্রাক প্রভৃতি আমেরিকার জেনারেল মোটরস কোম্পানী তাদের একমাত্র পাকিস্তানী এজেণ্ট গোহর আয়ুবের মাধ্যমে সরবরাহ করে। এইভাবে ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয়ুব-নন্দন রাতারাতি পাকিস্তানের শাসকদল মুসলীম লীগের একজন হোমড়া-চোমড়া নেতা সেজে বসেন। উদ্দেশ্য ছিল পিতার পর গোহর খান উত্তরাধিকারী রূপে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট হয়ে বসবেন।

কিন্তু সারা পাকিস্তানে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তানেই, যে প্রচণ্ড আয়ুব-বিরোধী আন্দোলন সুরু হয়েছে—তাতে আয়ুব খানের সকল স্বপ্ন ও সাধ এখন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে আয়ুব খান বাধ্য হয়েছেন এই কথা ঘোষণা করতে যে আগামী বৎসর পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনে তিনি আর দাঁড়াচ্ছেন না।

— — • — —

॥ শংখ এখনও ধূলায় নত ॥

—নেপাল চট্টোপাধ্যায়

"তোমার শংখ ধূলায় পড়ে, কেমন করে সইব।
বাতাস আলো গেল মরে, একি রে দুর্দৈব!"

জাতীয় দুর্দৈব যখন আসে, মরে যায় আলো আর বাতাস—রুদ্ধ হয়ে যায় সমস্ত উন্মুক্ততা—মনুষ্যত্বের মুক্তির শাঁখ পড়ে থাকে অবহেলার ধূলোর ওপরে—বিকৃত মিথ্যা দু'পায়ে মাড়িয়ে চলে মনুষ্যত্বের সেই পরম সত্যকে।

২০ বছর ধরে কংগ্রেস ভারতবর্ষের মনুষ্যত্বকে নামিয়ে এনেছে পথের ধূলায়—মানুষকে শিখিয়েছে নিজের মনুষ্যত্বকে নিজের পায়ে মাড়াতে। সততা, সত্যবাদীতা, ন্যায়নিষ্ঠা, ত্যাগ, সবই যেন আজ প্রাগৈতিহাসিক যুগের একান্তে বর্জিত মমি—আধুনিক জীবনের সঙ্গে নাড়ীর বাঁধন নেই তার। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিশাল গবেষণাগারে ২০ বছরের অনলস সাধনায় কংগ্রেস তৈরী করতে চেয়েছে মনুষ্যত্বহীন মানুষের অভূতপূর্ব প্রজাতি। ষ্টিভেনসনের বিখ্যাত গল্পের ডঃ হাইডের মতো কংগ্রেস বুঝি নিজেরই ধ্বংস ডেকে আনবে তা' নিজেই বুঝতে পারে নি। ২০ বছরের মনুষ্যত্ব-মেধ যজ্ঞে সবচেয়ে আগে নিঃশেষ হয়েছে কংগ্রেসের নিজের মনুষ্যত্ব—তার পশুত্বের বিকৃত মুখ ভ্যাঙানীকে নিজের অজেয় শক্তি মনে করে নিশ্চিন্ত থেকেছে সে।

মানুষের শক্তি মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করে কংগ্রেস খর্ব্ব করেছে দেশের শক্তিকে, খর্ব্ব করেছে নিজের শক্তিকে। রাবণের মুখোস পরে 'ছো' নেচে কংগ্রেস জাতির করেছে নিজের প্রচণ্ড মহিমা—হতবাক দেশও ভেবেছে বুঝি ধনটাই মাথা আছে তার। ১৯৬৭র নির্ব্বাচনে দেশ প্রথম বুঝল, রাবণটা আসলে রাবণের মুখোস—ওটাকে কাৎ করা অসম্ভব নয়। ১৯৬৭তে দেশ নিজের ওপর যে ভরসা পেল, তারই পরিণত ফল দেখা দিল ১৯৬৯ এর ফেব্রুয়ারী মাসে। ২০ বছরের সমস্ত গ্লানি মাথায় নিয়ে আক্রোশে মানুষ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছে রাবণের মুখোসটাকে যেটা ২০ বছর ধরে ভয় দেখিয়েছে, স্তব্ধ করে রাখতে চেয়েছে মানুষের কণ্ঠকে—রুদ্ধ করেছে মানুষের মুক্তি—আজ সেটা জনতার বিদ্রূপের বস্তু।

দেশ মুছে দিয়েছে কংগ্রেসকে। কিন্তু ২০ বছরে যা হারিয়েছে সে, ফিরে পায় নি তা' এখনও। মনুষ্যত্ব এখনও ধূলোর ওপরে। মুক্তির সন্ধান করছে মানুষ—সন্ধান করে নি হারানো মনুষ্যত্বের, যা' নইলে মুক্তি থাকবে দূর থেকে আরও দূরে। যদিও জানি মনুষ্যত্বের প্রেরণাই ব্যাপৃত করেছে মানুষকে মুক্তির সন্ধানে।

মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচনে মানুষ সচেতন ভাবেই ভোট দিয়েছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। কিন্তু তবুও কিছু ছেলেকে দেখা গেছে পয়সার জন্যে কংগ্রেসের কাজ করতে—লোকবলের পয়সার আকর্ষণও আকৃষ্ট করেছে অনেককে। পয়সা এবার ভোট পায় নি সর্ব্বত্র—কিন্তু সে পয়সা কেউ ছুঁড়েও দেয় নি পয়সাওলার মুখের ওপর। মনুষ্যত্বের যে অপমান লুকিয়ে থাকে পয়সার আড়ালে, সে অপমান যে কেবল মানুষকে ছোট করে তাই নয়, গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনকে ভরিয়ে তোলে নানান নোংরামিতে। পয়সার জোরে নির্ব্বাচন জেতার মনোভাবের পেছনে মানুষের প্রতি যে অপমান-সূচক অবজ্ঞা আছে মানুষ যদি তা না বোঝে, তবে সৎ আদর্শনিষ্ঠ রাজনৈতিক দলকে আস্তে আস্তে সরে যেতে হবে নির্ব্বাচন থেকে এবং ধীরে ধীরে আবার দুর্নীতি-পরায়ণ ভ্রষ্ট রাজনীতিকদের হাতে পড়বে দেশের শাসন জীবন। তেলেও কড়াই থেকে লাফিয়ে গনগনে উনুনে পড়ার মধ্যে অসহায়ত্ব আছে, যুক্তি নেই।

২০ বছরের শাসনে যে ক্ষতি হয়েছে মানুষের মনুষ্যত্বের সেইটাই দেশের সবচেয়ে বড় ক্ষতি। যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির প্রাথমিক দায়িত্ব হবে মানুষকে মানুষ হিসেবে বড় করে তোলা। মানুষের নৈতিক মেরুদণ্ডকে কুরে কুরে খাবার ঠিকা যারা নিয়েছিল কংগ্রেসের কাছ থেকে, তারাই আজ আশ্রয় নেবার চেষ্টা করবে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির ছত্রছায়ায়। এদের অনুপ্রবেশের প্রয়াস সফল হলে ব্যর্থ হয়ে যাবে এতবড় জনজাগরণ। মনুষ্যত্বের শত্রু যেন ঠাঁই না পায়—প্রশ্রয় না পায়।

ভিয়েৎনাম, চেকোশ্লোভাকিয়া, আমেরিকা, পাকিস্তান, সর্ব্বত্রই আজ অগ্নিপরীক্ষা চলছে মনুষ্যত্বের। আমেরিকার নির্মম চাপ জয়ী হোত যদি ভিয়েৎনামীদের মনুষ্যত্ব দুর্ব্বল হোত। সহায়হীন চেকরা দাঁড়িয়ে আছে একমাত্র মনুষ্যত্বের তেজে। আমেরিকার নিগ্রোরা মনুষ্যত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে দাবী করছে মানুষের অধিকার। পাকিস্তানে ভুট্টো-আসগর খাঁর ক্ষমতার রাজনীতির আড়ালে আবডালে সাধারণ মানুষ চাইছে মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ।

পশ্চিম বাঙলায় একদিকে শোচনীয় দারিদ্র্য আরেক-দিকে নৈতিক অধঃপতনের লোনালী হাতছানি—মানুষের মনুষ্যত্ব এরই মাঝে দোলায়িত। বেকার ছেলে নির্ব্বাচনের হিড়িকে চায় দু'পয়সা রোজগার করতে—বেকারত্বের গ্লানী থেকে কয়েকদিনের জন্যে অব্যাহতি পেয়ে নিজের অর্জন-শক্তি যাচাই পেতে চায় সে। মানুষ অর্জন করতে চায়। স্বাভাবিক সুযোগের পথ যখন বন্ধ তখন বাধ্য হয়ে বিকৃত পথে বেরিয়ে আসে তার অর্জনের আকুলতা।

শক্তির প্রকাশের সহজ পথ থাকলে মনুষ্যত্বের অপমান করতে হয় না মানুষকে। মানুষের সামনে খুলে দিতে হবে সেই সহজ পথ। মানুষকে সবচেয়ে বড় করে দেখলে সার্থক হবে মনুষ্যত্বের সাধনা। যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসূচি আমরা জানি। কোন নীতিকে ঐ কর্মসূচি অনুসৃত হবে তা' স্থির হবে মন্ত্রীসভার বৈঠকে। আমরা বলব, কেবল মানবিক নীতিতে যদি অনুসৃত হয় ঐ কর্মসূচি তবেই সার্থক হবে মানুষের এই বিপুল জয়। মানুষের দুঃখ, মানুষের বেদনা, মানুষের দৈন্য এবং মনুষ্যত্বের শোচনীয় অবনমনের অবসানে পরিচালিত হোক যুক্তফ্রন্টের শাসন।

যে শংখ এখনও ধূলায় নত, সমস্ত শক্তি, সমস্ত প্রযত্ন প্রয়োগ করে তুলে ধরতে হবে তাকে। বীরের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারা, ২০ বছর ধরে ঝংকৃত পশ্চিম বাঙলার শ্যামা মাটিতে। স্বর্গ আজ কেনা হোক। অবক্ষয়ের রাত্রির দীর্ঘ তপস্যা পশ্চিম বাঙলায় নিয়ে আসুক ভাস্বরজ্যোতি মনুষ্যত্বের নবীন প্রভাত।

—•—

জয়পুর সংবাদ

বৈদ্যুতিকরণের দাবী

গড়জয়পুর গ্রামের নামোপাড়ার অধিবাসীরা তাঁহাদের মংলার রাস্তার অসম্পূর্ণ অংশের বৈদ্যুতীকরণের দাবী জানাইয়া সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট দীর্ঘকাল হইল আবেদন করিয়াছেন। এই রাস্তার অসম্পূর্ণ অংশের অধিবাসীরা প্রয়োজনীয় সংখ্যায় নিজ নিজ গৃহে বৈদ্যুতিক সংযোগ গ্রহণ করিবেন বলিয়াও জানাইয়াছেন। সুতরাং অবিলম্বে এই বৈদ্যুতীকরণের কার্য্য ত্বরান্বিত করা একান্ত প্রয়োজন।

—•—

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সুতরাং এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া এবং বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে পুরুলিয়া-কোটশিলা ছোট লাইনকে অবিলম্বে ব্রডগেজ করিবার ব্যবস্থা একান্তভাবেই প্রয়োজন।

আগামী এপ্রিল মাস হইতে পুরুলিয়া কোটশিলা সেকসনে ট্রেন চলাচলের ব্যয় কমাইবার উদ্দেশ্যে যে ব্যবস্থা গৃহীত হইতে চলিয়াছে তাহা যেমন উদ্ভট তেমনি বিপজ্জনক ও দুর্বুদ্ধি প্রসূত। পুরুলিয়া হইতে কোটশিলা পর্য্যন্ত ৬টি লেভেল ক্রসিং আছে—এই গুলি হইতে গেটম্যানদের তুলিয়া লওয়া হইতেছে এবং নূতন ব্যবস্থা হইতেছে যে পুরুলিয়া-কোটশিলা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ড্রাইভার বা খালাসী গাড়ী থামাইয়া গেট বন্ধ করিবেন। এবং রাস্তা বা লেবেল ক্রসিং পার হইয়া আবার গাড়ী থামাইয়া গেট খুলিয়া দিবেন ও তাহার পর গাড়ী চালাইয়া যাইবেন। —এই ব্যবস্থার ফলে ট্রেন যাতায়াতে সময় আরও বেশী লাগিবে; বিনা টিকিটে যাত্রীর সংখ্যা আরও বাড়িবে এবং রাত্রিবেলা যেসব যাত্রী যাইবেন তাঁহাদের জিনিষপত্র চুরি ডাকাতির আশঙ্কা দেখা দিবে ফলে রাত্রিতে যাত্রী যাতায়াত বন্ধ হইয়া যাইবে।

এইরূপ উদ্ভট ও অভূতপূর্ব ব্যবস্থার পশ্চাতে এই ট্রেনটি বন্ধ করিয়া দেওয়া এবং পরবর্ত্তী ধাপে লাইনটি তুলিয়া দিবার একটা অপচেষ্টা বা চক্রান্ত রেল কর্তৃপক্ষ করিতেছেন—ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। সুতরাং এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্য জনসাধারণকে সচেষ্ট ও সক্রিয় হইতে হইবে।

—•—

নেতাজী বিদ্যাপীঠের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দর্শক সমাবেশের মধ্যে নেতাজী বিদ্যাপীঠের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রখ্যাত ফুটবল প্রশিক্ষক শ্রী এস, মিত্র।

মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীপ্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী মহাশয় সভাপতিরূপে উপস্থিত থেকে ছাত্র ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন।

১। (ছাত্রদের সিনিয়ার বিভাগে) ইমানুয়েল সিং;

২। (জুনিয়ার বিভাগে) আনন্দ রায়। (ছাত্রীদের সিনিয়ার বিভাগে) দিপালী সাই ও মিতালী বোস, "গো এস ইউ সাইক" এ পরীক্ষিত মাহাত. বিপদতারণ সেন ও শংকর সীল প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

কৃতী ছাত্র ছাত্রী—

১। পঞ্চম শ্রেণী—প্রথম—চন্দনা ভট্টাচার্য্য
দ্বিতীয় বন্দনা ভট্টাচার্য্য
তৃতীয়—মিতালী বোস

২) ষষ্ঠ শ্রেণী— প্রথম— আলজান আনসারী
দ্বিতীয়—বিপদতারণ সেন
তৃতীয়—হংসধ্বজ মাহাত

৩) সপ্তম শ্রেণী—প্রথম—নীতা চক্রবর্তী
দ্বিতীয়—হিমাংশু মুখার্জী
তৃতীয়—ধরণীধর মাহাত

৪) অষ্টম শ্রেণী—প্রথম—তপন সেন
দ্বিতীয়—গণেশ নন্দী
তৃতীয়—দুলাল পাল

৫) নবম শ্রেণী—প্রথম—নমিতা চক্রবর্তী
দ্বিতীয়—শুক্লা ঘোষ
তৃতীয়—নীলকমল মাহাত

শিক্ষকদের দৌড় প্রতিযোগিতা:—

১। শ্রীসত্য মুখার্জী (প্রথম)
২। শ্রীঅমিয় মিত্র (দ্বিতীয়)
৩। শ্রীশংকর দত্ত (তৃতীয়)

বিচারক:—শ্রীউদয় শঙ্কর দে (ক্রীড়া শিক্ষক)

অনুষ্ঠান শেষে বিদ্যাপীঠের তরফ থেকে বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক শ্রীসতী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত সুধীবৃন্দ ও দর্শকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানান।

—•—

কর্ম্মখালি

নিমডি লোক সেবায়তনের জন্য একজন দক্ষ বুনকরের (তাঁতি) প্রয়োজন। বাণী হিসাবে মজুরী প্রদত্ত হইবে। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

সম্পাদক
লোক সেবায়তন
পোঃ নিমডি (সিংভুম)

হারাইয়াছে

আমার ১টি গাই বাছুর ১৫ই ফাল্গুন তারিখে বেলা ৭টার সময় বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে। আজ তিন মাস হইল গাইটি পুঞ্চা থানার রামখুঁদি গ্রাম হইতে আনা হইয়াছিল। গাইটির রং সাদা, বাছুরটির রং সাদা, শিং ছোট, ৪ বার বাচ্চা হইয়াছে। নিম্ন ঠিকানায় সংবাদ দিলে উপকৃত হইব।

শ্রীগোবিন্দ পদ গোস্বামী
গ্রাম— গোঁসাইডি
পোঃ মানবাজার

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৩রা চৈত্র ১৩৭৫—১৭ই মার্চ্চ ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬,
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

যুক্তফ্রণ্ট সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ

পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচারের বাজেট

বাজেটে প্রায় ২০ কোটি টাকা ঘাটতি ঃঃ নুতন কর বসিবে না

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় গত ১০ই মার্চ্চ তারিখে রাজ্য বিধান-সভায় রাজ্যের ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেট পেশ করে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের এই বাজেটকে জনগণের জন্য "সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচার" সাধনের বাজেট বলে অভিহিত করেন। মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী বাজেট ভাষণের সূচনায় বলেছেন যে মধ্যবর্ত্তী সাধারণ নির্ব্বাচনের পর সবে ফেব্রুয়ারী মাস সমাপ্ত হয় বলে চলতি আর্থিক বৎসরে (১৯৬৯-৭০) সালের প্রতিটি অনুদানের জন্য বিধান মণ্ডলীর ভোট গ্রহণের সময় হাতে না থাকায় আগামী চার মাস কাল সরকারের কাজ চালানো সম্ভব করে তোলার জন্য বর্ত্তমানে এই লেখ-অনুদান (ভোট অন এ্যাকাউন্ট) বাজেট পেশ করা হচ্ছে। যথা সময়ে এই সব আনুমানিক বরাদ্দ খুঁটিয়ে দেখা হবে এবং সেই সময়ে সদস্যরাও সমগ্র বৎসরের দাবীগুলি আলোচনা ও অনুমোদনের সুযোগ পাবেন।

এই যে লেখ অনুদান বাজেট পেশ করা হয় তাতে আগামী বৎসরের জন্য আয় ব্যয় ও ঘাটতির হিসাব ধরা হয়েছে এইরূপ।

রাজস্বখাতে আয়, ব্যয় ও শেষে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ১৯ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকা; রাজস্ব বহির্ভূত খাতে উদ্বৃত্ত হবে ৭ কোটী ৬ লক্ষ টাকা। এইভাবে ১৯৬৯-৭০ সালে রাজস্ব ও মূলধনী খাত মিলিয়ে আয় ব্যয় ঘাটতি দাঁড়াবে ১২ কোটী ৭২ লক্ষ টাকা। এর সঙ্গে প্রারম্ভিক তহবিলের ২২ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি ধরে বৎসরান্তিক নীট ঘাটতি দাঁড়াবে ৩৫ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা। আগামী বৎসরে সরকার রাজ্যে কোনও নূতন কর ধার্য্য করবেন না; তবে খোলা বাজার থেকে সরকার ১০ কোটী টাকা ঋণ সংগ্রহের ইচ্ছা রাখেন।

চলতি বছরের হিসাব

মুখ্যমন্ত্রী এই সঙ্গে চলতি বৎসরের যে সংশোধিত হিসাব পেশ করেন তাতে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ হোল ২২২ কোটী ৯৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ২৫৭ কোটী ৬৩ লক্ষ টাকা দেখানো হয়েছে। এর সঙ্গে প্রারম্ভিক তহবিলের ৭৮ লক্ষ টাকা এবং রাজস্ব বহির্ভূত উদ্বৃত্ত ১১ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা ধরে বছর শেষে নীট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে—২২ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা।

কেন্দ্রের কাছে দাবী

এই বাজেটে নূতন কোনও করের কথা নেই—তবে রাজ্যের অর্থ সংগ্রহের সমস্ত সূত্রগুলিকেই কাজে লাগানো হবে। রাজ্য সরকারগুলিকে অধিক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের জন্যও কেন্দ্রের কাছে যুক্তফ্রন্ট সরকার দাবী জানাবেন এবং প্রয়োজন হলে সংবিধান সংশোধনের কথাও মুখ্যমন্ত্রী বলেন। রাজ্যে শিল্পোন্নয়নের জন্য শিল্পে শান্তি ও আইন শৃঙ্খলা যথাযথ বজায় রাখা হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় আরও বলেন যে—জনগণের দুর্দশা নিবারণের জন্য যেমন সংবিধানের সীমার মধ্যে যতদূর সম্ভব সংস্কার সাধনের চেষ্টা যুক্তফ্রন্ট সরকার করবে—তেমনি জনগণের দুর্দ্দশা দূর করবার জন্য পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌল পরিবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের চাপ অব্যাহত রাখা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে—সংবিধানে রাজ্য সরকারগুলিকে যে দায়াধিকার দেওয়া হয়েছে সে দায়াধিকার পালনের মত সম্পদ যাতে রাজ্য সরকার পান সেজন্য কেন্দ্রের শাসকদলের উচিৎ রাজ্য সরকারগুলিকে আরও বেশী সম্পদ হস্তান্তরিত করা। সুতরাং প্রয়োজন হলে সংবিধান এমনভাবে সংশোধন করতে হবে যাতে রাজ্যগুলিকে প্রদত্ত দায়িত্বের সঙ্গে তাদের জন্য বরাদ্দ কৃত সম্পদের সামঞ্জস্য ঘটে।

শিল্প ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে একমাত্র লাভের মনোবৃত্তি দ্বারা তাঁদের চালিত হওয়া উচিৎ নয়। শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী দাওয়া তাঁদের মানা উচিৎ। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির গতিবেগ বাড়ানোর জন্য এই রাজ্যে শিল্পোন্নয়ন অত্যাবশ্যক। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ থেকে মূলধন অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ায় কোন কথা ওঠা উচিৎ নয়। বস্তুত অধিক থেকে অধিকতর লোকের কর্ম্ম বিনিয়োগের জন্য পশ্চিমবঙ্গে আরও শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার সচেষ্ট হবে।

ফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্য

যুক্তফ্রন্ট সরকারের লক্ষ বিবৃত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন—"আমাদের লক্ষ্য হোল জনগণের মান উন্নত করার প্রয়াস করা। আমি পশ্চিমবঙ্গের জনসমাজকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে, আমরা মুষ্টিমেয় মানুষের উপকারের জন্য সমগ্র সরকারী যন্ত্রের প্রয়োগ না করে শ্রমজীবী জনসাধারণের কল্যাণার্থে তার প্রয়োগ করবো। এই যুক্তফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের জন সমাজের সকল অংশের কাছে দায়ী থাকবেন এবং তাঁদের সকল দাবীতে সাড়া দেবেন। আমরা যুক্তফ্রন্টের সকল সদস্য এই রাজ্যের জনগণের জন্য অধিকতর সুখের ও কল্যাণের জীবন গড়ে তোলার কাজে অংশীদার। পুরাতন ও নূতন সকল সদস্যকেই আমি অভিনন্দন জানাই।

—•—

মত্ত হস্তীর উপদ্রব

বান্দোয়ান থানার কোনও কোনও অঞ্চলে একটি মত্ত হস্তী বিশেষ উপদ্রব সুরু করিয়াছে এবং গ্রামাঞ্চলে প্রবল আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। গত ১৬ই ফাল্গুন সন্ধ্যার পর এই হস্তীটি পাঁড়রা মৌজার খেলাড়ি টোলার শ্রীউমেশ সিংএর গৃহ চড়াও করিলে বাড়ীর সকলে প্রাণ ভয়ে পলায়ন করে—কিন্তু তাঁহার মাতা শ্রীযুক্তা মুকুরমনি সিং পলায়ন করিতে সক্ষম না হওয়ায় হস্তীটি তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

এই হস্তীটি পার্শ্ববর্ত্তী মেদিনীপুর জেলার ধান্দপুর থানাতেও অনুরূপ উপদ্রব চালাইতেছে। সম্প্রতি এই থানার চাকাডোবা গ্রামে সন্ধ্যার পর ইট তৈয়ারীর কার্য্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের আস্তানায় হানা দেয় এবং একজন শ্রমিককে পদদলিত করে হত্যা করে।

এই মত্ত হস্তীটিকে অবিলম্বে মারিবার ব্যবস্থা না করিলে আরও বহু জীবনহানীর আশঙ্কা আছে।

—•—

সম্পাদকীয়

বাজেট

কেন্দ্রের লোকসভা এবং রাজ্যের বিধান সভাগুলিতে বাজেট অধিবেশন সুরু হয়েছে। কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশাই ভারত সরকারের ২৫০ কোটী টাকা ঘাটতি বাজেট পেশ করে নূতন কর ধার্য্যের দ্বারা ঘাটতি পূরণের নীতি অবলম্বন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখোপাধ্যায়ও বিধান সভায় প্রায় ২০ কোটী টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করেছেন এবং এই ঘাটতি পূরণের জন্য তিনি কোনও করধার্য্যের পথ গ্রহণ করেন নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই বাজেট আইনতঃ যুক্তফ্রন্টের হলেও কার্য্যতঃ নয়—কারণ এটা প্রায় ষোল আনাই রাষ্ট্রপতির শাসনে রাজ্যপাল ও আমলাদের তৈরী বাজেট। কিন্তু ঐ কাঠামোর মধ্যেই জনসাধারণের সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষা ও ন্যায় বিচারের যতদূর সম্ভব বিধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পশ্চিম বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার বরাবর বিমাতৃসুলভ আচরণ করে এসেছেন এবং ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে আসছেন। সুতরাং এই ন্যায্য পাওনা আদায়ের দৃঢ় সঙ্কল্প অর্থমন্ত্রী ব্যক্ত করেছেন এবং ঐ ন্যায্য পাওনা আদায় হলে পশ্চিমবঙ্গের ঘাটতিও পূরণ হবে বলে আশা করা যায়। আর রাজ্যের খাদ্য সঙ্কটের অবসান; শিল্পের প্রসার; বেকারী দূরীকরণ; শিক্ষা ব্যবস্থার সামূহিক উন্নতি সাধন প্রভৃতি যে সকল প্রতিশ্রুতি যুক্তফ্রন্ট প্রদান করেছে—তা পালনের ব্যবস্থা তিন মাস পরে যুক্তফ্রন্টের যে নিজস্ব বাজেট পেশ করা হবে—তাতে থাকবে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশাই তাঁর বাজেট বক্তৃতায় উচ্চাঙ্গের অনেক কথা বলেছেন। শিল্পোন্নয়ন ও প্রসারের গতিবেগ বৃদ্ধি করা; দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা; এবং দেশের কৃষিকার্য্যে যে সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে তা জাতির অর্থনীতিকে সুসংগঠিত করে তোলার সুযোগ নেওয়া। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শুভ উদ্দেশ্য যা কিছুই বিবৃত করুন না কেন—গত উনিশ বছরের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই চলতি বৎসরের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য্য হয় যে—কংগ্রেসী শাসনে সবচেয়ে যা বেড়েছে—তা হোল জনসাধারণের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের বোঝা। এই বৎসরের বাজেটেও প্রায় ১০০ কোটী টাকা নূতন করের মধ্যে প্রত্যক্ষ কর হোল ১১ কোটী টাকা এবং পরোক্ষ কর হোল ৮৯ কোটী টাকা। পরোক্ষ কর যে প্রধানতঃ জনসাধারণের স্কন্ধেই চাপে এবং মুদ্রামানের স্ফীতি ঘটায় জনসাধারণই যে অধিকতর বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়—সেটা কোনও প্রমাণ প্রয়োগের অপেক্ষা রাখে না। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর নূতন করধার্য্য ব্যবস্থাগুলি বর্দ্ধিষ্ণু চাষী ও উচ্চ মধ্যবিত্তদের স্কন্ধে চাপাবার ব্যবস্থা থাকলেও সাধারণ চাষী ও নিম্ন মধ্যবিত্তরাও ইহা ছাড়ায় কোনও অবকাশ পাবে না। কারণ সার, কেরাসীন তেল, চিনি, পেট্রল প্রভৃতির উপর ধার্য্য নূতন কর দেশের সাধারণ মানুষকেও অতিষ্ঠ করে তুলবে।

পুলিশ ও মিলিটারী খাতে ব্যয় যেমন বেড়েছে—তেমনি জনসাধারণের সঞ্চয়ের হার ক্রমশঃ কমে আসছে—কারণ অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করতেই দেশবাসীকে যেরূপ হিমসিম খেতে হচ্ছে তাতে সঞ্চয়ের কথা কেবল ভাব-বিলাস হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পাট, বস্ত্র ও চা শিল্পের স্বার্থে কিছু সুযোগ সুবিধা বিধানের দ্বারা বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি বিধানের কিছু প্রচেষ্টা এই বাজেটে থাকলেও সামগ্রীকভাবে কেন্দ্রীয় বাজেট জনসাধারণের পক্ষে হতাশা-ব্যাঞ্জক।

অ. চ.

—•—

আর-টি-এ ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ সক্রিয় হউন

জনস্বার্থের দৃষ্টিতে সমগ্র ব্যবস্থা ধারা নিয়ন্ত্রিত হউক

পুরুলিয়া সহরে যে সব বাস আসে বা যে সব বাস বাহিরে যায় সেগুলি যাঁহাদের চক্ষু আছে—তাঁহারাই দেখিতে পান যে বাসের অভ্যন্তরে ত তিল ধারণের স্থান থাকেই না—উপরন্তু বাসের পশ্চাদ্ ভাগে দাঁড়াইয়া এবং বাসের ছাদের উপর চড়িয়া বহু যাত্রী যাতায়াত করেন। বাসের যে নির্দ্ধারিত যাত্রী সংখ্যা থাকে তাহার তিনগুণ যাত্রী বাসে চড়িয়া যান। ইহাতে বাস কর্তৃপক্ষের হয়ত ষোল আনার স্থলে বত্রিশ আনা লাভ হয়—কিন্তু যাত্রীদের পয়সা দিয়া হায়রানী, কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় এবং নিজের জীবনকেও বিপন্ন করিতে হয়। বিশেষ করিয়া পুরুলিয়া, হুড়া, পুঞ্চা লাইনে। পুরুলিয়া মানবাজার বা বরাবাজার লাইনে এবং পুরুলিয়া-ঝালদা-মুড়ি লাইনে এইরূপ দৃশ্য নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু আজ পর্যন্ত আর-টী-এ কর্তৃপক্ষ অথবা পুলিশ কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে তাঁহাদের যে কিছু করণীয় আছে—তাহার কোনও প্রমাণ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বাসের মালিকদের স্বার্থ অপেক্ষা জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষাই যে তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য—তাঁহাদের এই বোধোদয়ের সময় আসিয়াছে।

জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি বিন্দু মাত্র দৃষ্টি দিতে হইলে—অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে হইবে। বাসযাত্রীদের এই শোচনীয় অবস্থা দীর্ঘকাল ধরিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিতেছে—কিন্তু আর-টী-এ কর্তৃপক্ষ এই সমস্যা সম্পর্কে কতদূর সজাগ ও সচেতন তাহা আমরা জানি না। এই সকল লাইনে আরও নূতন নূতন বাস দিবার ব্যবস্থা কেন করা হয় নাই—রুটের কোনও বাস বন্ধ থাকিলে বিকল্প কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়—বাসযাত্রী জনসাধারণের অভাব অভিযোগ অন্ততঃ জানিবার কোনও প্রয়োজন কর্তৃপক্ষ বোধ করেন কিনা—তাহা তাঁহারাই বলিতে পারিবেন।

সুতরাং জনস্বার্থের খাতিরে অবিলম্বে (১) নূতন নূতন বাস রুটের ব্যবস্থা করিতে হইবে; (২) তৈলাক্ত মস্তিষ্কে তৈলদানের সনাতন নীতি পরিবর্তন করিয়া যতদূর সম্ভব বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান তথা সাধারণ স্তরের মানুষের অভাব পূরণের দৃষ্টিতে বাস রুটের পারমিট দিতে হইবে; (৩) প্রয়োজন হইলে আঞ্চলিক ভিত্তিতে মোটর ট্রান্সপোর্ট কো-অপারেটিভ গঠন করিয়া সমবায় সংস্থা গুলিকে বাস রুট প্রদানে অগ্রাধিকার দিতে হইবে।

প্রত্যেক বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী পরিবহনের সংখ্যা নির্দ্ধারিত থাকে এবং বাসের ভাড়াও সেই অনুপাতেই ধার্য্য হয়। এই ব্যবস্থার দ্বারাই বাস কর্তৃপক্ষের লাভবান হওয়ার কথা—সুতরাং যে সকল যাত্রী বাসে দাঁড়াইয়া, ঝুলিয়া বা ছাদে চড়িয়া যায়—সেই বাবদ যে ভাড়া আদায় হয় তাহার সমস্তটাই অতিরিক্ত ও বে-আইনী আয়। সুতরাং জনস্বার্থের দৃষ্টিতে ঐ সকল যাত্রীদের নিকট হইতে পূর্ণ ভাড়া কেন আদায় হইবে। বাসে যাতায়াতের ন্যায্য আরাম বা সুবিধা যাহাদের দেওয়া হয় না—যাহারা প্রাণান্তকর পরিস্থিতিতে বাসে যাতায়াত করিতে বাধ্য হন—তাহাদের উপর সম্পূর্ণ অন্যায্য ও অনন্তভাবে কেন পূর্ণ ভাড়া আদায় করা হইবে। তাহাদের জন্য ভাড়ার হার অন্ততঃ অর্দ্ধেক হওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ পালাপার্বন, বিবাহ, সফর প্রভৃতি ব্যাপারে প্রায়ই লাইনের বাস রিজার্ভ হইয়া চলিয়া যায়—ফলে লাইনের বাস একেবারে বন্ধ লওয়ায় বা কমিয়া যাওয়ায় যাত্রী সাধারণকে অশেষ কষ্ট ও দুর্ভোগ সহ্য করিতে হয়। জনসাধারণের স্বার্থে ও প্রয়োজনে যেমন রিজার্ভ বাসের ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক তেমনি জনস্বার্থেই প্রশ্নে লাইনের বাসকে রিজার্ভ করিয়া পাঠানো অন্যায় ও ক্ষতিকারক। সুতরাং বিকল্প ব্যবস্থা দ্বারা প্রবর্তন করিতে চইবে।

তৃতীয়তঃ বাস-রুটের পারমিট প্রদানের অন্যতম সর্ত হইল যে নিজস্ব গ্যারেজ আছে তাহা দেখাইতে হইবে। একাধিক বাস পরিচালনা করেন এইরূপ মালিক কর্তৃপক্ষ

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

পুলিশ কর্তৃক পুলিশকে প্রহারের চাঞ্চল্যকর ঘটনা

পুলিশী প্রশাসনের শোচনীয় চিত্র উদঘাটিত

প্রকাশ, গত ৯ই মার্চ্চ তারিখে সকালে পাড়া থানার কনষ্টেবল শ্রীশক্তিপদ দাঁকে থানার মধ্যে ঘর বন্ধ করে অন্য কয়েকজন কনষ্টেবল পাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা এবং রঘুনাথপুর সার্কেলের ইন্সপেক্টার এর উপস্থিতি ও প্ররোচনায় নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করা হয়। অভিযোগে আরও প্রকাশ, কিল, চড়, ঘুঁসি প্রভৃতি ছাড়াও লোহার রড, লাঠি প্রভৃতি দ্বারা শ্রীশক্তিপদ দাঁকে বেপরোয়াভাবে প্রহার করা হয় এবং শরীরে যাহাতে আঘাতের চিহ্ন না থাকে সেই জন্য প্রহৃত কনষ্টেবলকে কম্বলমুড়ি দিয়ে প্রহার করা হয়। এই প্রহারের ফলে শ্রীদাঁয়ের নাকি সর্ব্বাঙ্গে আঘাত লাগে এবং মাথা ও পায়ের ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত হয়। স্বামীকে প্রহারের সংবাদ পেয়ে শ্রীশক্তিপদ দাঁএর স্ত্রী শ্রীমতী সুষমারাণী দাঁ থানায় ছুটে এলে পুলিশ কর্তৃপক্ষেরা নাকি তাঁর সঙ্গেও অভদ্র ব্যবহার করেন। এইভাবে পুলিশ কর্তৃক পুলিশকে প্রহারের সংবাদ পাড়া থানার বি-ডি-ওর গোচরে আনা হয় এবং পাড়া গ্রামের বহু লোকজন সহ শ্রীবজ্রপানী চক্রবর্ত্তী, শ্রীবীণাপানী মিশ্র প্রমুখেরাও এই ঘটনার একরূপ প্রত্যক্ষদর্শী।

এইভাবে প্রহৃত হবার পর শ্রীশক্তিপদ দাঁকে তাঁর স্ত্রী ও অন্যান্য ব্যক্তির সহায়তায় পাড়া থানার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার শ্রীদাঁকে পরীক্ষা ও প্রাথমিক চিকিৎসার পর আরও ভালভাবে পরীক্ষার জন্য পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে থাকার নির্দ্দেশনামা দেন।

পুলিশের নির্দ্দেশে রিক্সা, বাস প্রভৃতি যানবাহন শ্রীদাঁকে বহন করতে অস্বীকার করায় অনেক অনুসন্ধানের পর একটি গরুর গাড়ীতে শ্রীদাঁকে বড় রাস্তায় আনা হয় এবং সেখান থেকে বাস ধরে তিনি স্থানীয় পুরুলিয়া আসেন ও সরাসরি পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি হন। এম্যার্জেন্সী বিভাগে তাঁর দেহ পরীক্ষা করে শরীরে ছয় স্থানে নাকি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় এবং বুকের ব্যথার জন্য এক্স-রে পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়।

কিন্তু পুরুলিয়া হাসপাতালেও শ্রীদাঁয়ের ঠিকমত চিকিৎসা করা হয় নি বা পথ্য দেওয়া হয় নি বলেও অভিযোগ করা হয়। সদর হাসপাতালের পরিচালনা ব্যবস্থার সনাতন ত্রুটি বিচ্যুতি ছাড়াও পাড়া থানার বড় বাবু শ্রীবীরেন্দ্র মজুমদারএর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পুত্রবধূ যথাক্রমে হাসপাতালের কর্মচারী ও নার্স থাকায় শ্রীদাঁএর প্রতি যোগ্য ব্যবহার করা হয় নি বলে অনুমান করা হয়। আরও প্রকাশ রঘুনাথপুর সার্কেলের ইন্সপেক্টার ও পাড়া থানার বড় বাবু ডি-এম-ওর সঙ্গে তাঁর গৃহে সাক্ষাৎ করেন এবং এই সাক্ষাৎকারের পর নাকি ডি-এম-ও হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় শ্রীদাঁএর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেন এবং তাঁকে হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ্জ করার আদেশ দেন। ডি-এম-ওর এই আদেশের বিরুদ্ধে নাকি সি-এম-ও-এইচ এর নিকট আবেদন জানানো হয় এবং তিনি হস্তক্ষেপ করেন।

পাড়া থানার এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার সংবাদ পেয়ে লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ে পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান এবং পুলিশ সাহেবও অবিলম্বে তদন্তাদি করার আশ্বাস দেন।

ইতিমধ্যে সদর হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ্জ হবার পর গত ১৩ই মার্চ্চ তারিখে কাজে যোগ দেবার জন্য পাড়া থানায় উপস্থিত হলে শ্রীশক্তিপদ দাঁকে নাকি রঘুনাথপুর সার্কেলের ইন্সপেক্টারের আদেশ অনুসারে কাজে যোগ দিতে দেওয়া হয় নি। উপরন্তু অন্যান্য কনষ্টেবলরা নাকি মারমুখী হয়ে শ্রীদাঁকে তাড়া করে আসে।

উপরোক্ত প্রকার ঘটনাদির প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটিত হওয়া তদন্ত সাপেক্ষ। বলা বাহুল্য শ্রীশক্তিপদ দাঁএর উপর কোনও কারণবশতঃ বড় বাবু প্রমুখ কর্তৃপক্ষেরা বিরাগভাজন। অভিযোগে প্রকাশ যে ঘটনার দিন (৯।৩।৬৯) সকাল ৮টা নাগাদ নাইট ডিউটী করে শ্রীশক্তিপদ দাঁ থানায় হাজির হলে—তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে

জরুরী ডাক নিয়ে পুরুলিয়া যাবার আদেশ দেওয়া হয়। সারা রাত্রি ডিউটীর পর দুএক ঘণ্টা বিশ্রামের অবকাশ না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার ডিউটীতে পাঠানো সম্পর্কে নাকি শ্রীদাঁ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে এবং কিছু বচসাও নাকি হয়। এই সূত্রে শ্রীমধুসূদন সান্যাল, শ্রীখগেন রায় প্রমুখ কনষ্টেবলরা নাকি শ্রীদাঁকে বড় বাবুর সাক্ষাতেই মারধোর সুরু করে। ইতিমধ্যে রঘুনাথপুর সার্কেলের ইন্সপেক্টারও পাড়া থানায় আসেন এবং তিনিও নাকি মারধোরের প্ররোচনা দেন।

বা-বাপুজী শতাব্দী মহিলা শিবির

মাঝিহিড়ায় শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ কর্ত্তৃক শিবিরের উদ্বোধন

মহাত্মা গান্ধী ও কস্তুরবা গান্ধীর শতবর্ষ জন্মজয়ন্তী উৎসব উদ্যাপনের সূত্রে মাঝিহিড়া গ্রামের জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কস্তুরবা স্মারক নিধির উদ্যোগে সাতদিন ব্যাপী বা-বাপুজী শতাব্দী মহিলা শিবিরের উদ্বোধন গত ১২ই মার্চ্চ তারিখে লোক সেবক সংঘের পরিচালিকা শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ করেন। এই শিবিরে জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে ৩২ জন মহিলা কর্ম্মী যোগদান করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্য বিশিষ্ট গান্ধীবাদী কর্ম্মীরা উপস্থিত ছিলেন। মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সঞ্চালক শ্রীচিত্তভূষণ দাশগুপ্ত এই শিবিরের ভারপ্রাপ্ত ও পরিচালক ছিলেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বুনিয়াদী শিক্ষণ মহা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীজ্যোতি প্রকাশ সরকার, নেতাজী বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরা শিবিরের আলোচনা সভায় গান্ধীজীর ও কস্তুরবার জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন। শিবিরের ও সভার বিশদ বিবরণ আগামী সংখ্যায় দেওয়া হইবে।

এই শিবিরের সূত্রে মাঝিহিড়া গ্রামের জনকয়েক কংগ্রেস-কর্ম্মী গ্রামের প্রকাশ্য স্থলে কয়েকটি অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ পোষ্টার দিলে— গ্রামের লোকেরা বিশেষ বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হন। পোষ্টারগুলি এতই অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ যে তাহার উল্লেখ করা সম্ভব নহে।

পঞ্চায়েৎ মন্ত্রীর পুরুলিয়া আগমন

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত আগামী ২২শে মার্চ্চ তারিখে পুরুলিয়া আগমন করিবেন। পুরুলিয়া হইতে সকালে তিনি বান্দোয়ান যাইবেন এবং বান্দোয়ান হইতে মেদিনীপুর জেলার বাঁশপাহাড়ী যাইবেন। সেখান হইতে তিনি কলিকাতা ফিরিবেন।

শোচনীয় মোটর দুর্ঘটনা

বিহারের মারাফেরী (বোকারো) থেকে পুরুলিয়া হয়ে বাঁকুড়া যাওয়ার পথে পুরুলিয়া রাঁচী রোডে পুরুলিয়া থেকে ৬ মাইল দূরে চাকড়া গ্রামের নিকট এক মোটর দুর্ঘটনা ঘটে। রায়বেশিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক শ্রীমহিমারঞ্জন সিংহ সপরিবারে এই দুর্ঘটনায় পতিত হন এবং তাঁর দেড় বৎসরের পুত্র ঘটনাস্থলে মারা যায় এবং তিনি সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত হবার দুই ঘণ্টা পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার স্ত্রী দুই পুত্র ও এক কন্যাও গুরুতর আহত হন এবং হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

(চতুর্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সহরে অনেক আছেন এবং তাঁহাদের "নাম কে ওয়াস্তে" একটি গ্যারেজও হয়ত আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের গ্যারেজ হইল সদর রাস্তা। সারিবন্দী হইয়া বাসগুলি রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সঙ্কীর্ণ রাস্তায় অন্যান্য গাড়ী যাতায়াতে বহু বিঘ্ন এবং পদযাত্রীদের অশেষ অসুবিধার কারণ হয়। এই প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা ও প্রতিবাদ করা হইয়াছে— কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই।

চতুর্থতঃ বাসষ্ট্যাণ্ডে যাত্রীদের বিশেষ করিয়া মহিলা যাত্রীদের বিশ্রাম কক্ষের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘকাল ধরিয়া আলোচিত হইতেছে—কিন্তু কার্য্যে এক পদও অগ্রসর হয় নাই।

পঞ্চমতঃ জনসাধারণের স্বার্থে ও সুবিধার্থে পোষ্ট অফিসের মোড় হইতে রথতলা পর্য্যন্ত নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত রোডটি অন্ততঃ সকালে ও বিকালে স্কুল, কলেজ, অফিস ট্রেনের সময় একমুখী রাস্তা (one-way traffic) করা প্রশ্নটিও সুদীর্ঘকাল ধরিয়া দাবী করা হইতেছে এ সম্পর্কেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বারান্তরে এই বিষয়গুলি বিশদভাবে আলোচিত হইবে।

সমাজসেবার দৌরাত্ম্যে গ্রামবাসীর আত্মহত্যা ?

এই কদর্য্য কাহিনী উদঘাটনের জন্য অবিলম্বে তদন্ত চাই

জয়পুর থানার গড়জয়পুর গ্রামের সন্নিকটে ভাড্ডী গ্রামে শ্রীঅপু কুমার নামে এক ব্যক্তি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এই আত্মহত্যার পশ্চাতে আত্মহত্যাকারীর জীবনের করুণ কাহিনী ছাড়াও বর্ত্তমান যুগের তথাকথিত সমাজসেবার আড়ালে দরিদ্র ও অসহায়দের নির্ম্মম পীড়ন ও শোষণেরও এক মর্ম্মান্তিক কাহিনী লুক্কায়িত আছে। এরূপ অনুমানেরও যথেষ্ট কারণ আছে।

অনুসন্ধানে প্রকাশ, যে এই দুর্ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীঅপু কুমারের খেসারীর ক্ষেতে প্রতিবেশীর একটি গরু প্রবেশ করলে অপুর নবম বর্ষীয় পুত্র গরুটীকে তাড়াবার উদ্দেশ্যে একটি ঢিল ছোঁড়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে ঢিলটি গরুর এমন কোনও দুর্ব্বল স্থানে আঘাত করে যার ফলে তার মৃত্যু হয়। এই গো-হত্যার ফলে গ্রামে খুবই আলোড়ন দেখা দেয় এবং থানায় সংবাদ দেওয়া হয়। যথারীতি পুলিশী তদন্ত হয় এবং পশু চিকিৎসা বিভাগের চিকিৎসকের দ্বারা শব ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষা করানো হয়। অপু কুমার ও তার পুত্রের বিরুদ্ধে গো-হত্যার অপরাধে মামলা দায়ের হয়।

আরও প্রকাশ যে, ইত্যবসরে গড়জয়পুর গ্রামের জনকয়েক তথাকথিত সমাজসেবী গো-হত্যার গুরুতর অপরাধের ভয়াবহ পরিণাম স্বরূপ মামলায় আসামীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হতে পারে বলে অপু কুমারকে শঙ্কিত করে তোলা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ত্রাণ পাবার উপায়ের ব্যবস্থাও দেখানো হয়। সেই সকল সমাজসেবীরা এই সর্ত্ত আরোপ করেন যে গড়জয়পুর গ্রামের প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য ১২০০্ (বার শত) টাকা চাঁদা দিলে যাতে মামলাটি খারিজ হয়ে যায় এবং অপু কুমার রেহাই পায় সে ব্যবস্থা তাঁরা করে দেবেন। বাধ্যতামূলক চাঁদার পরিমাণ কম করে দেবার জন্য অপু কুমার কাতর অনুনয় বিনয় করলেও সমাজসেবীরা এক কাণাকড়ি কম করতে রাজী হন নি। অবশেষে সে দুচারদিন সময় চেয়ে নিজের বিষয় সম্পত্তি বিক্রী করে প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য ১২০০্ টাকা চাঁদা সমাজসেবীদের হাতে প্রদান করে। এই চাঁদার টাকা ছাড়াও সমাজসেবীদের কেহ কেহ অপু কুমারের বিশেষ দরদী বন্ধু সেজে তার কাছ থেকে আরও বাড়তি দুই তিনশত টাকা আদায় করেন।

ইতিমধ্যে মামলার তারিখের দিন পুরুলিয়ার আদালতে হাজীর হয়ে গো-হত্যার মামলাটি তুলে নেবার কি ব্যবস্থা হচ্ছে অপু কুমার জানতে চাইলে সমাজসেবীরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য দাবীকৃত চাঁদা প্রাপ্তির বিষয় অস্বীকার করে অপু কুমারকে শাসান যে আরও অন্ততঃ পাঁচ ছয় শত টাকা চাঁদা না দিলে ঐ মামলা ত তুলে নেওয়া হবেই না— বরং যাতে কঠোর শাস্তি হয় তার ব্যবস্থা করবেন।

আরও প্রকাশ যে দারুণ দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা নিয়ে গ্রামে ফিরে আসার পর—গো-হত্যার জন্য প্রয়োজনীয় প্রায়শ্চিত্তের জন্যও যে চাপ আসতে থাকে তাতে সে আরও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য চাঁদা দিতেই সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার পরও আরও নূতন নূতন ব্যয়ের বিরাট ফিরিস্তি দেখে অপু কুমার একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়ে। পরদিন ভোর বেলা কাজের অছিলায় গ্রামের বাহিরে গিয়ে একটি গাছে গলায় দড়ি দিয়ে অপু কুমার আত্মহত্যা করে সমাজসেবার দৌরাত্ম্য ও জীবনের জ্বালাযন্ত্রণা থেকে নিস্তার লাভ করে।

এই আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়ামাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অপু কুমারের মৃতদেহ দ্রুত সৎকারের আয়োজন করতে থাকে—কিন্তু ইতিমধ্যে পুলিশকে সংবাদ দেওয়া হয় এবং পুলিশ এসে মৃতদেহ সৎকার বন্ধ করে—শব ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার জন্য পাঠায়।

অপু কুমারের পরিবারে তার বিধবা স্ত্রী ও নবম বর্ষীয় একমাত্র পুত্র বর্ত্তমান।

তথাকথিত সমাজসেবার নামে যে কদর্য্য কার্য্যকলাপ ও নির্ম্মম শোষণ পীড়ন চলছে অবিলম্বে তার উপযুক্ত তদন্তের ব্যবস্থা; দুষ্কৃতকারীদের অনুসন্ধান ও শাস্তিবিধান এবং আদায়ীকৃত চাঁদার টাকা ক্ষতিপূরণ সহ শোকসন্তপ্ত পরিবারদের ফেরৎ দিবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের করভার প্রপীড়িত ঘাটতি বাজেট

ঘাটতির পরিমাণ ২৬০ কোটী টাকা :: ১৫০ কোটী টাকা নূতন কর ধার্য্য

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই লোকসভায় ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেট পেশ করেন। মোট প্রায় ৫০০০ কোটী টাকার বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ হোল ২৫০ কোটী টাকা এবং এই বৎসরের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২৬০ কোটী টাকা। এই ঘাটতির আংশিক পূরণের জন্য অর্থমন্ত্রী ১৫০ কোটী টাকা নূতন কর ধার্য্যের প্রস্তাব করেছেন। অর্থমন্ত্রীর নূতন কর ধার্য্য নীতির প্রধান লক্ষ্য হোল বর্দ্ধিষ্ণু চাষী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। পেট্রল, কেরোসীন, সিগারেট, চিনি, মিহি ও অতি মিহি কাপড়, সার, সাবান, সিমেণ্ট, গৃহস্থালীর বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম, আমদানী করা মোটরগাড়ী, টেলিফোন সহ ডাক ও তারের কয়েকটি দফা, কৃষি জমি সংলগ্ন দালান বাড়ী; দশ হাজার টাকার উপর আয় প্রভৃতির উপর নূতন কর ধার্য্য হয়েছে। প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ হোল ১১ কোটী টাকা বাকী ১৩৯ কোটী টাকা হোল পরোক্ষ কর।

অর্থমন্ত্রীর বাজেট প্রস্তাবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কর রেহাই-এর সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যথা—চট, চায়ের রপ্তানী শুল্ক; বস্ত্র শিল্পের উৎপাদন শুল্ক; চকোলেট; সূচী শিল্প; সিনেমা ফিল্ম প্রভৃতি।

—•—

পূর্ব্ব পাকিস্তানে গণ-অভ্যুত্থান দমনে সৈন্যবাহিনী নিয়োগ

সমগ্র পূর্ব্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান দেখা দিয়াছে। গ্রামে সহরে সর্ব্বত্র প্রবল গণ-আন্দোলনের জোয়ার সুরু হয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষ মারমুখী হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসনকর্ত্তাদের জবরদস্তিমূলক শাসনের শেষ চিহ্ন টুকু মুছে দিতে বদ্ধ পরিকর হয়েছে। ইতিমধ্যে জনতার আক্রমণে কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা সহ ১৬৭ জনকে হত্যা করা হয়েছে এবং প্রায় দশ হাজার গৃহ ভস্মীভূত হয়েছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানে নিযুক্ত সৈন্য বাহিনী ঘটনার মোকাবিলা করতে অক্ষম হওয়ায় পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে জাহাজ যোগে হাজার হাজার সৈন্য পূর্ব্ব পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছে। সমগ্র পাকিস্তানে এখন বেসামাল অবস্থা।

—•—

জমি বিক্রয়

পুরুলিয়া জিলার রুকনী গ্রাম। সাঁওতালডি 'কোল ওয়াসারী' সন্নিকট। উত্তম ধান্য-জমি বিক্রয় হইবে। অনুসন্ধান করুন :—

বি, এন, মুখার্জি
Gr. Foreman,
WF/D-5, New Cable Colony
Jamshedpur-3

অথবা

শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায়
Retd Excise Head Clerk
Chaibasa Road, Nadiha.
Purulia.

পাত্র চাই

পাত্রী ২১।২২। লাবণ্যযুক্তা, বি, এস, সি পাশ। জামসেদপুরস্থিত নামী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। সুহৃদয়, সুযোগ্য অভরদ্বাজ পাত্র চাই।

শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায়
Retd Govt, Servant
Chaibasa Road.
Nadiha
Purulia

মোটর ট্রেণিং স্কুল

দি নিউ বেঙ্গল মোটর এণ্ড টেক্‌নিক্যাল ট্রেনিং স্কুল। চাইবাসা রোড, পুরুলিয়া।

আগামী এপ্রিল মাস হইতে চতুর্থ সেসনের ক্লাস সুরু হইতেছে, ভর্ত্তি চলিতেছে।

অফিস :—ক্যাপকাটা ইনসিওরেন্স সংলগ্ন
হাটতলা, পুরুলিয়া

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

প্রতারণা করিয়া অর্থ আদায়ের অভিযোগ

লোকসভার সদস্য শ্রীভজহরি মাহাত নিম্নলিখিত অভিযোগ সত্য বলিয়া জানেন এবং এই সম্পর্কে যথাবিহিত তদন্ত দাবী করেন —

বান্দোয়ান থানার শিরিষগোড়া গ্রামের সর্ব্বশ্রী উপেন্দ্র মাঝি, গোপাল মাঝি, ফগু মাঝি, সীতারাম মাঝি প্রমুখেরা অভিযোগ করিতেছেন :

বিগত ২রা আষাঢ় শিরিষগোড়া মৌজার টোলা বাঘঘুটু গ্রামের শ্রীকালিপদ মণ্ডল আমাদের গ্রামে আসেন এবং বলেন যে, আমি বরাবাজার জে, এল, আর অফিসে পিয়নের কাজ করি। জে, এল, আর সাহেব বলিয়াছেন যাহাদের কোবালা দলিল আছে, তাহারা আগষ্ট মাসের মধ্যে দলিল খারিজ করাইয়া নূতন চেক না লইলে পরে আর কোন বন্দোবস্ত হইবে না। এই বলিয়া প্রতারণা করিয়া আমাদের নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট সেলামী বাবদ নিম্ন প্রদত্ত টাকা লইয়াছেন. এবং আমাদের টিপসহি জাল করিয়া জে, এল, আর সাহেবের কাছে দরখাস্ত করিয়াছেন।

১।	উপেন্দ্রনাথ মাঝি	৩টী	দলিল খারিজে	২৪৲	টাকা
২।	বিপিন মাঝি	১টী	”	১০৲	”
৩।	ফাগু মাঝি	৩টী	”	২১৲	”
৪।	সীতারাম মাঝি	১টী	”	১৪৲	”
৫।	নলহরি মাঝি	১টী	”	১০৲	”
৬।	ফুলমনি মেঝান	১টী	”	১০৲	”
৭।	বিহারী মাঝি ও তুলসী মাঝি	১টী	”	১৮৲	”
৮।	লবীন মাঝি	১টী	”	১২৲	”
৯।	গোপালচন্দ্র মাঝি	৩টী	”	১৮৲	”
১০।	বানেশ্বর মাঝি সাং নেকড়া টোলা বড়গড়া থানা মানবাজার	১টী	”	২৫৲	”
১১।	কেশরী হোড়ান সাং শিরিষগোড়া স্বাঃ শম্ভু শবর টোলা—বান্দুডাবর	১টী	দলিল খারিজে	১০৲	টাকা
	মোট—			১৭২৲	টাকা

আমাদের কাহাকেও আজ পর্য্যন্ত নূতন চেক দেয় নাই। আমরা জে, এল, আর অফিসের তৈয়শিলদার শ্রীখেতু মাহাতর (কুইলাপাল বিট) সহিত যোগাযোগ করিয়া জানিলাম যে, কালিপদ মণ্ডল জে, এল, আর অফিসের পিয়ন নহেন। তিনি Tank Improvement Office এর পিওন। দলিল খারিজ করিতে কোন টাকা পয়সা লাগে নাই বা জে, এল, আর অফিসে কালিপদ মণ্ডল কোন টাকা পয়সা দেয় নাই। তিনি নিজে প্রতারণা করিয়া টাকা পয়সা আত্মসাৎ করিয়াছেন।

সুতরাং এই বিষয়ে যথাবিহিত তদন্ত ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাইতেছি।

—•—

পুরুলিয়া মুনসেফডাঙ্গায়

আড়াই কাঠা বা ততোধিক জমি প্লট হিসাবে বিক্রয়

মহানন্দ চক্রবর্ত্তী লেন সদর রাস্তার উপর ইলেকট্রিক লাইট এবং জলের সকল রকম সুবিধা আছে। মোট পরিমাণ ৩ বিঘা। মুক্তি অফিসে যোগাযোগ করুন।

প্লট বিক্রয়

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত মার্কেট রোডে (দোকানের জন্য) “বি” ব্লক, প্লট নং ২ উপযুক্ত মূল্য পাইলে বিক্রয় করা হইবে।

ডাঃ প্রমথচন্দ্র দাসগুপ্ত
চণ্ডীকর লেন
পুরুলিয়া

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

স্থানীয় মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশনের জন্য ইংরাজী ও ইতিহাসের এম, এ অথবা বি, এ, অনার্স একজন শিক্ষক আবশ্যক। শিক্ষক শিক্ষণ-প্রাপ্ত; স্থানীয় ও শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ প্রার্থীদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদকের নিকট আবেদন-পত্র দাখিল করার শেষ তারিখ ২৫।৩।৬৯

সেক্রেটারী
মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশন
পুরুলিয়া।

বিশেষ ঘোষণা

আগামী ২৪শে মার্চ্চ, ১৯৬৯ বেলা ২ ঘটিকায় ভূমি সংস্কার কার্য্যালয়ের অধীন অতিরিক্ত জেলা সমাহর্ত্তার প্রধান কক্ষে বাঘমুণ্ডি থানার অন্তর্গত সরকারের খাস্‌াধীন কালিমাটি সাপ্তাহিক হাট ১৯৬৯-৭০ সালের জন্য নিলাম ডাকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য সদর এস, এল, আর, ও অফিসে এবং জে, এল, আর, ও বরাবাজার অফিসে অনুসন্ধান করুন।

তাং ১০-৩-৬৯

পি, কে, মুখার্জী
অতিরিক্ত জেলা সমাহর্ত্তা.
পুরুলিয়া

কর্ম্মখালি

নিমডি লোক সেবায়তনের জন্য একজন দক্ষ বুনকরের (তাঁতি) প্রয়োজন। বাণী হিসাবে মজুরী প্রদত্ত হইবে। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

সম্পাদক
লোক সেবায়তন
পোঃ নিমডি (সিংভুম)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, এই জেলার পুরুলিয়া, বরাবাজার, কাশীপুর এবং রঘুনাথপুর ভূমি সংস্কার সার্কেলের অন্তর্গত বিভিন্ন থানায় সরকারে ন্যস্ত জমি চাষ আবাদ ও বাস্তবাড়ী তৈয়ারীর জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

জমি বন্দোবস্ত গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্থানীয় ভূমি সংস্কার সার্কেল অফিসে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

তাং ১০-৩-৬৯

পি, কে, মুখার্জী
অতিরিক্ত জেলা সমাহর্ত্তা
পুরুলিয়া

We are pleased to Announce the
Appointment of
M/s. BICHITRA
Ranchi Road—Purulia
for
Purulia as the Canvasser for
Godrej Steel Furniture for Home, Office
Etc.
N. P. Vyas & Co.
Asansol

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে পুরুলিয়া রাঁচি রোডস্থ "বিচিত্রা" প্রতিষ্ঠানকে "গোদরেজ" কোম্পানীর ইস্পাত নির্মিত অফিস এবং গৃহের ব্যবহারোপযোগী আসবাব পত্রের পুরুলিয়া জেলার জন্য প্রচারক নিযুক্ত করিলাম।

এন, পি, ব্যাস এণ্ড কোং
আসনসোল।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
অরুণ চন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
১০ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১০ই চৈত্র, ১৩৭৫—২৪শে মার্চ্চ ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬,
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

জেলায় অবিলম্বে ব্যাপক ত্রাণকার্য্য চাই
খরাপীড়িত অঞ্চলের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন
লোক সেবক সংঘের পক্ষ হইতে প্রচেষ্টা

বৎসরের যে দুইটি কাল এই জেলার পক্ষে বিশেষ সঙ্কটজনক—তাহার অন্যতম হইল চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত। এই সময় হাজার হাজার দুঃস্থ পরিবার কাজ ও জীবিকার অভাবে অনাহারে অর্দ্ধাহারে কাল কাটাইতে বাধ্য হয়। সুতরাং প্রতি বৎসর এই সময়ে ত্রাণমূলক ব্যবস্থা প্রয়োজন; বিশেষতঃ গত বৎসর ব্যাপক অঞ্চলে খরাজনিত ফসলহানীর ফলে অবস্থা আরও সঙ্কটজনক হইয়াছে। সেই জন্য লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ সম্প্রতি কলিকাতায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের ত্রাণ মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুরুলিয়া জেলায় অবিলম্বে ত্রাণকার্য্য আরম্ভ করার উপর গুরুত্ব দেন। ত্রাণমন্ত্রী বিশেষ সহানুভূতির সহিত বিষয়টি আলোচনা করেন এবং জানান যে পুরুলিয়ার বিশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বিশেষ অবহিত আছেন এবং পুরুলিয়ার সহায়তায় সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব অবলম্বন করিবেন এবং স্থানীয় প্রশাসনিক কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে অবিলম্বে ত্রাণকার্য্যের জন্য কি কি প্রয়োজন জানাইতে অনুরোধ করেন। পুরুলিয়া জেলায় কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় কুষ্ঠরোগী অন্ধ, আতুর ও দুঃস্থা রমণীদের জন্য খয়রাতী সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেও সচিব অনুরোধ করেন।

এই জেলায় টেষ্ট রিলীফের মাধ্যমে সেচের সাহায্যে পুষ্করিণী খনন, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য সুরু হইতেছে। কিন্তু এই সকল কার্য্য যতদূর সম্ভব দুর্নীতিমুক্ত করিবার জন্য সমাজসেবী, রাজনৈতিক কর্ম্মী ও জনসাধারণকে সজাগ, সচেষ্ট ও সক্রিয় হইতে হইবে। ব্যাপক জন সংগঠন ও জনমত গড়িয়া তোলা প্রয়োজন।

—·—

We are pleased to Announce the Appointment of
M/s. BICHITRA
Ranchi Road—Purulia
for
Purulia as the Canvasser for
Godrej Steel Furniture for Home, Office
Etc.
N. P. Vyas & Co.
Asansol

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে পুরুলিয়া রাঁচি রোডস্থ "বিচিত্রা" প্রতিষ্ঠানকে "গোদরেজ" কোম্পানীর ইস্পাত নির্মিত অফিস এবং গৃহের ব্যবহারোপযোগী আসবাব পত্রের পুরুলিয়া জেলার জন্য প্রচারক নিযুক্ত করিলাম।
এন, পি, ব্যাস এণ্ড কোং
আসনসোল।

গীটার শিক্ষা কেন্দ্র
আধুনিক, হিন্দী ও রবীন্দ্র সঙ্গীত
শিক্ষাদানে—শ্রীমান ভরত চন্দ্র সেন
মেয়েদের জন্য বাড়ীতে গিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং শহরের বাহিরে গিয়েও শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। পত্র লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।
শক্তি সঙ্ঘ ব্যায়ামাগার
(চক্‌বাজার, বড় বাটার পাশে)
সময়—বৈকাল ৪-৩০ হইতে ৬-৩০
বাড়ী—শ্রীভরত চন্দ্র সেন
জেলখানার মোড়, পুরুলিয়া।

প্লট বিক্রয়
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত মার্কেট রোডে (দোকানের জন্য) "বি" ব্লক, প্লট নং ২ উপযুক্ত মূল্য পাইলে বিক্রয় করা হইবে।
ডাঃ প্রমথচন্দ্র দাসগুপ্ত
চণ্ডীকর লেন
পুরুলিয়া

পুরুলিয়া মুনসেফডাঙ্গায়
আড়াই কাঠা বা ততোধিক জমি প্লট হিসাবে বিক্রয়
মহানন্দ চক্রবর্তী লেন সদর রাস্তার উপর ইলেকট্রিক লাইট এবং জলের সকল রকম সুবিধা আছে। মোট পরিমাণ ৩ বিঘা। মুক্তি অফিসে যোগাযোগ করুন।

Land For Sale
For urgent sale one ten Kathah of high plot of land on Desbandhu Road, please contact.
Umapada Maitra.
Desbandhu Road
22.3.69. Purulia

জমি বিক্রয়
পুরুলিয়া শহরে টাটা চাইবাসা রোডের উপর অবস্থিত (তুলমীতে) একটি প্লট আন্দাজ ২ বিঘা ৮ফুট বাউণ্ডারী ওয়াল ৫ খান দোকান ঘর ও ১৫" Dice-এ বাঁধান কুয়া সমেত বিক্রি আছে।

সম্পাদকীয়

অগ্নিগর্ভ পাকিস্তান

পূর্ব ও পশ্চিম সমগ্র পাকিস্তানে আগুন জলিতেছে— এই আগুন বিপ্লবের আগুন—সামরিক একনায়কতন্ত্রের বেপরোয়া জুলুম, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে জাগ্রত জন সাধারণের মনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও প্রতিহিংসার আগুন। পাকিস্তানের ডিক্টেটর আয়ুব খান এই অগ্নিকাণ্ড প্রশমিত করিবার প্রচেষ্টায় বিরোধী নেতাদের সকলের সঙ্গে যে গোলটেবিল বৈঠক ডাকিয়া ছিলেন তাহা আংশিক সফল হইয়াছে। বিপদকাল উপস্থিত হইলে পণ্ডিতেরা যেমন "অর্দ্ধেক ত্যাগ" করিয়া সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইবার আশা প্রকাশ করেন—সেইমত আয়ুব খান সার্বজনীন ভোটাধিকার ও কিছু পরিমাণে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী স্বীকার করিলেও পূর্ব পাকিস্তানের আত্ম নিয়ন্ত্রণের দাবীকে অস্বীকার করিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট আয়ুবের এই চালে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধী নেতৃবৃন্দ ধরা দিলেও—পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সে ফাঁদে পা দেন নাই। আয়ুব খানের প্রস্তাবকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এই গোল টেবিল বৈঠকের পর পূর্ব পাকিস্তানের গণ আন্দোলন আরও দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে—রাজ্য শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—সামরিক বাহিনীও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে এবং পূর্ব পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি বিদ্যমান।

পূর্ব পাকিস্তান এতদিন পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ মাত্র ছিল—নিজ গৃহে পূর্ব বাংলার মানুষের কোনও অধিকার বা মান মর্য্যাদা ছিল না। এই চূড়ান্ত অপমানের প্রতিশোধ লইতে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ আজ ক্ষিপ্ত ও দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে কোনও মূল্য দিতে তাহারা প্রস্তুত এবং তাহাদের এই সংগ্রামী মনোভাবকে দমন করিবার শক্তি আয়ুব খানের সামরিক বাহিনীর নাই।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দুই নেতা মৌলানা ভাসানী ও শেখ মুজীবর রহমান—দুই জনের আদর্শ ও কর্মপন্থা বিভিন্ন। মৌলানা ভাসানী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সহিত কুটনৈতিক চালকেও জড়িত করিতে চাহেন। লাল চীনের সমর্থন, সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি তাঁহার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্যের গ্যারাণ্টি রূপে চাহেন। অন্যদিকে শেখ মুজীবর রহমান জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনসাধারণের অধিকার অর্জন ও প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতেছেন। নিজেদের আত্মবিশ্বাস ও সংগ্রাম শক্তিই তাঁহাদের আন্দোলনের ভিত্তি।

পশ্চিম পাকিস্তানের মুখ্য নেতৃবৃন্দ সত্যকারের গণতন্ত্রের উপর কতদূর আস্থাশীল তাহা কষ্টিপাথরে এখনও যাচাই হয় নাই। তবে পশ্চিম পাকিস্তানের যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার শুরু হইয়াছে—তাহাকে সঠিক নেতৃত্ব দান করিতে না পারিলে বর্তমান নেতৃবৃন্দকে পশ্চাতে ফেলিয়া আন্দোলন হয়ত অগ্রসর হইয়া চলিবে—সেরূপ সম্ভাবনাও আছে।

সমগ্র পাকিস্তান আজ গণ আন্দোলনে উত্তাল ও উত্তাল। ইহাকে গণ অভ্যুত্থান আখ্যা দেওয়াও চলিতে পারে এবং সঠিক নেতৃত্ব পাইলে ইহা গণ বিপ্লবের রূপই গ্রহণ করিবে। এই পরিস্থিতিতে মাও এর চীনের মনোভাব ব্যক্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। কারণ ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণায় সামরিক ডিক্টেটর আয়ুব খান হইলেন মাও এর সোদর প্রতিম বন্ধু—অন্যদিকে আয়ুব-বিরোধী মৌলানা ভাসানীও হইলেন মাও এর বিশেষ অনুগৃহীত বন্ধু। একদিকে পতনোন্মুখ সামরিক ডিক্টেটর আর অন্যদিকে ডিক্টেটর-বিরোধী বিরাট ও বিশাল গণ আন্দোলন।

মাওকে এখনও দুই কুল রক্ষা করিয়া চলিতে হইতেছে—সুতরাং এখন পাকিস্তান সম্পর্কে বুদ্ধিমানের মত মৌনব্রত ধারণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু গণ আন্দোলন কাহারও আশীর্বাদ বা অনুকম্পার উপর নির্ভর করে না। নিজ শক্তিতেই ইহা নিজের গতিপথ করিয়া লয়।

দীর্ঘ বিশ বৎসরের কুশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের এই জন জাগরণ এর পশ্চাতে ভারতের বিশেষ করিয়া পশ্চিম বঙ্গের গণ চেতনা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশেষ অবদান রহিয়াছে। সুতরাং আয়ুব শাহীর অবসানে পাকিস্তানে প্রকৃত গণশাসন প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হইলে পাক-ভারত যে বিরোধ বিসংবাদ একদিন এই দুই রাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত করিতেছিল তাহারও অবসান ঘটিতে এবং এই দুইটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের ভারতের ন্যায় পরস্পরের প্রতি ঐকান্তিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি লইয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ায় ভবিষ্যৎ রচনায় এক নূতন যুগের সূচনা করিবে।

স. চ.

কালান্তরের বিরুদ্ধে মানহানির শুনানী

গত ২রা জুলাইর আনন্দমার্গ সম্পর্কিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য "কালান্তর" সম্পাদক শ্রীজ্যোতি দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে শ্রীশান্তিরঞ্জন পাইন যে মানহানির মামলা দায়ের করেছেন, আজ ব্যাঙ্কশাল কোর্টে নবম প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীদেবকৃষ্ণ রায়ের এজলাসে সেই মামলা শুনানী হয়। আসামী পক্ষে আজ রাজ্যের মন্ত্রী শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত এবং শ্রী জে এম বিশ্বাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত জেরার উত্তরে বলেন যে তিনি ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত পুরুলিয়া থেকে নির্বাচিত লোক সভার সদস্য ছিলেন এবং ১৯৬৭ সাল ও বর্তমান মধ্যবর্তী নির্বাচনে এই জেলা থেকেই বিধানসভা সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

শ্রী দাশগুপ্ত বলেন যে তিনি সাপ্তাহিক 'মুক্তি' পত্রিকায় সম্পাদক এবং এই পত্রিকায় প্রকাশিত "আনন্দমার্গের উপদ্রব" এবং "আনন্দমার্গের প্রাউট দর্শন" "বন জন ও আনন্দমার্গ" প্রবন্ধ তিনিই লিখেছেন এবং এই প্রবন্ধের লিখিত বিষয়বস্তু তাঁর জ্ঞাত মত সত্য।

'—এই সব ঘটনা আপনি কি করে জানলেন?' বাদী-পক্ষের উকিলের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী দাশগুপ্ত বলেন স্থানীয় বহু মানুষ তাঁর কাছে অভিযোগ করেছেন। এছাড়া "কম্পাস" সম্পাদক শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত, লোকসেবক সংঘ সচিব শ্রীঅরুণ ঘোষ ও শ্রীগিরিশ মাহাতো এম, এল, এ এই অভিযোগের তদন্ত করেছিলেন বলে শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত জানান।

আনন্দমার্গ সংগঠনটি সম্পর্কে শ্রীদাশগুপ্তের মত জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সংগঠনটি একটি 'জঙ্গী ফ্যাসিষ্ট' সংস্থা বলেই তিনি মনে করেন।

বাদী পক্ষের উকীল শ্রীদাশগুপ্তের শেষোক্ত মন্তব্যটিতে আপত্তি করায় খুব সম্ভবত এটি সরকারী নথি থেকে মাননীয় বিচারপতি বাদ দিয়েছেন।

জেরার উত্তরে শ্রী জে, এম বিশ্বাস বলেন যে আনন্দ-মার্গ সংলগ্ন গ্রামবাসীদের কাছ থেকে আশ্রমের বিরুদ্ধে তিনি অনেক অভিযোগ শুনেছেন। এই সাধুরা শিব-মন্দির, মসজিদ ও সাঁওতালদের ধর্মীয় স্থান ভাঙ্গতে বলেছে। সাধুরা অনেক আদিবাসী রমণীর উপর পাশবিক অত্যাচার করেছে।

শ্রীবিশ্বাস আরও বলেন যে, পার্লামেন্টে এবং রাষ্ট্রপতির শাসনকালে গঠিত পশ্চিমবঙ্গের কনসালটেটিভ কমিটিতেও তিনি সাধুদের বিরুদ্ধে ঐ সব অভিযোগের কথা বলেছেন।

(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়)

॥ মানুষ বনাম বন্দুক ॥

—নেপাল চট্টোপাধ্যায়

'যার যত ভক্তি দেখ অস্ত্রদেবতারে,
অস্ত্র যত জয়ী হয় আপনি সে হারে।'

রবীন্দ্রনাথের বাণী উদ্ধৃত করে আজকের আলোচনায় অগ্রসর হতে চাই। কারণ রবীন্দ্রনাথের কোন রাজনৈতিক ছাপ নেই। দাড়ি থাকলেও এবং রাশিয়ার চিঠি লিখলেও তিনি মার্কসবাদী নন, গান্ধীজীকে মহাত্মা সম্ভাষণ করেও এবং গান্ধীজীর মুখে 'গুরুদেব' সম্ভাষণ শুনেও তিনি গান্ধীবাদী নন, আবার গভীর স্নেহে এবং পরম বিশ্বাসে আশীর্ব্বাদরূপে সুভাষচন্দ্রকে 'তাসের দেশ' উপহার দিয়েও তিনি বিপ্লববাদী নন। সুতরাং আশা করা যায়, কোন দলই রবীন্দ্রনাথকে নিজের কমরেড অথবা অপরের দালাল মনে করবে না।

দেশের ভবিষ্যত দেশের যৌবন শক্তি। কারণ যৌবন শক্তি সৃজনশীল, গতিশীল, বর্দ্ধিষ্ণু। যৌবন যে দেশে খাঁচায় আবদ্ধ, সে দেশের ভবিষ্যতও খাঁচায়- পোরা। সুতরাং দেশের মুক্তির জন্যেই মুক্তি চাই যৌবনের। কিন্তু সে মুক্তি এমন নয়, যা আরও পাঁচজনের মুক্তির গতি ব্যাহত করবে। আজ দেশময় যে আয়োজন দেখতে পাচ্ছি এবং কোলকাতার বিশ্ববিদ্যালয় আর কলেজপাড়ার রাস্তায় যা আত্মপ্রকাশ করেছে তাকে যৌবনশক্তির মুক্তি বলব না, বলব উন্মাদনা। রাজনীতির 'কবির লড়াইয়ে' আসর মাৎ করার মধ্যে যুবশক্তির প্রকৃত সার্থকতা নেই।

শিশুর মধ্যে জীবনীশক্তির যে প্রাচুর্য্য আছে, তাকে কাজে লাগাবার কোন উপায় তার নেই। অথচ এ শক্তি চুপ করে থাকতে চায় না—নিজেকে নিঃশেষ করার মধ্যেই তার সার্থকতা। তাই অকারণে হাত-পা ছোঁড়ে শিশু, অকারণে লাফায় ঝাঁপায় ডিগবাজী খায়। যৌবনশক্তির সামনে কোন সার্থকতার পথ দেশ খুলে দিতে পারে নি। শিক্ষাহীনতা, বেকারত্ব আর সমাজবিরোধী প্রলোভনের দুঃসহ অবরোধে হাঁপিয়ে ওঠা যৌবনশক্তি আজ মরিয়া হয়ে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছে। তাকে কেবল নিন্দা করলে অবিচার করা হবে। মানুষের হৃদয় নিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে অনুভব করতে হবে তার নিরুপায় যন্ত্রণাকে। বিপ্লবের নামে আত্মহননের পথে যারা প্ররোচিত করেছেন যৌবনশক্তিকে, তাঁরা সুযোগ নিয়েছেন ঐ উপায়-হীন নিস্ফল যন্ত্রণার। দেশের স্বার্থে যৌবনের সার্থকতার স্বার্থে সে সুযোগ বন্ধ হওয়া দরকার।

আজকে যারা নক্সালপন্থী, বিগত দিনে তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বেশীর ভাগই ছিল মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট দলের সদস্য। আজ শোনা যাচ্ছে এদের অনেকে সমাজবিরোধী। তা যদি হয় তাহলে জিজ্ঞাস্য—তারা সমাজ বিরোধী একথা জেনেও কি একটি সমাজবাদী দল তাদের আশ্রয় দিয়েছিল?

বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলকে এ ব্যাপারে দায়ী করে লাভ নেই। কংগ্রেস সহ বহু দলই জেনে শুনেই বহু সমাজবিরোধীকে সাদর আমন্ত্রণ করে এসেছে। অথচ কোন দলই তাদের ভালো করার চেষ্টা করেনি। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনা ঘটে গেল তা সারা বাংলা দেশের পক্ষে লজ্জাজনক। শ্রীকৃষ্ণ রায়, একটি তরুণ, দেশের একটি ভবিষ্যৎ, নিহত হলেন ঘটনাস্থলে। অথচ তিনি ছাত্র ছিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কি কাজে এসেছিলেন তাও জানা যায় নি। তারপরই কফি হাউসে নক্সাল পন্থীদের খোঁজে কিছু যুবক অভিযান করলেন—ছারখার হয়ে গেল কফি হাউস। তারপরই আবার নক্সালপন্থীদের মিছিল, পথসভা এবং লড়ায়ের আহ্বান দেখা দিল কলেজ ষ্ট্রীট জুড়ে। এইভাবে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে একটি গৃহযুদ্ধ – আত্মহননের পথে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে দেশের যৌবন।

এই অবস্থায় ব্যবস্থা নিতে দেরী করা উচিৎ নয় বলে মনে করি। ছাত্রদের হাতে বন্দুক তুলে দেওয়া আর দেশের যৌবনকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করা একই জিনিষ। বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছাত্রসমাজের পবিত্র সম্মানে আঘাত দেবার জন্যে কংগ্রেস সরকার বহুবার ব্যবহার করেছেন পুলিশকে। ছাত্র সমাজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই পবিত্র সম্মান রক্ষার জন্যে পুলিশ নিয়োগ করতে দ্বিধা হওয়া উচিৎ নয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের। পুলিশ যদি

এমনি একটা জঘন্য বস্তু হয় যে উদ্দেশ্য যাই হোক, তার উপস্থিতিটাই অপবিত্র. তবে পুলিশ বিভাগ অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া দরকার।

পুলিশ নিয়োগ করলে দেখা যাবে ছাত্রসমাজের নাম নিয়ে যারা এই থানাহানি চালাচ্ছে তাদের অধিকাংশই ছাত্র নয়। বিবদমান ছাত্রদের দলীয় উস্কানী দেওয়া বন্ধ করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের গঠনমূলক কাজে এই বিপুল যুবশক্তিকে নিয়োগ করার উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

অস্ত্রধারী ব্যক্তি একজন মানুষকে হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে নিজের মনুষ্যত্বকে। কারণ হত্যা, ধ্বংস, মনুষ্যত্বের পরিপন্থী। সৃজনই মনুষ্যত্ব, গঠনই মনুষ্যত্ব। আজ সব দিক দিয়ে চেষ্টা করতে হবে সৃজনধর্মী খাতে দেশের যৌবনকে প্রবাহিত করার। যুবকদের মনুষ্যত্বের ওপরই নির্ভর করছে দেশের মনুষ্যত্ব। তা যেন আত্মহননে নিঃশেষ না হয়। যুবকদের হাতে যদি দেবার মতো কিছু থাকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের তবে বন্দুক নয়, দেওয়া হোক শিল্পের যন্ত্র, চাষের লাঙ্গল, পড়ার বই, লেখার কলম আর মানবতাপূর্ণ আত্মশক্তির অবলম্বন!

—•—

বজ্রাঘাতে দুইজনের মৃত্যু

গত ১৯শে মার্চ্চ তারিখে বৈকাল প্রায় ৪ ঘটিকার সময় "বিনা মেঘে বজ্রপাতের" ন্যায় সামান্য মেঘলা আকাশে হঠাৎ বজ্রপাত হইয়া পুরুলিয়া বাস ষ্ট্যাণ্ডের নিকট অপেক্ষমান যাত্রীদের মধ্যে ২ জন ঘটনাস্থলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং নিকটস্থ অনেকেই আহত হন।

অনেকে অজ্ঞানের মত হইয়া যান এবং তাঁহাদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং প্রাথমিক শুশ্রূষাদির পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই দুর্ঘটনায় যাঁহারা মারা গিয়াছেন তাঁহাদের নাম শ্রীহরি মাহাত ও শ্রীশম্ভু মাহাত এবং কুসটাঁড়ের নিকট কটরা গ্রামের অধিবাসী।

—•—

অগ্নিকাণ্ড

গত ১৩ই মার্চ্চ তারিখে রঘুনাথপুর থানার শ্যামসুন্দরপুর গ্রামে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ১৬টি গৃহ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয় এবং ৭২ জন দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হন।

রেডক্রশ সোসাইটির পক্ষ হইতে অবিলম্বে ত্রাণস্বরূপ দুঃস্থ গ্রামবাসীদের খাদ্য, বস্ত্র ও গুঁড়া দুধ সরবরাহ করা হয়।

—•—

ঘূর্ণীঝড়ে গ্রামের ক্ষয়ক্ষতি

বিগত ৫ই চৈত্র বুধবার বৈকাল ৫ টার সময় প্রবল ঘূর্ণী ঝড়ে মানবাজার ২ নং ব্লকের সনকুড়া গ্রামটি বিধ্বস্ত হয় এবং উক্ত গ্রামের অনেক ঘরবাড়ীর চাল সম্পূর্ণরূপে উড়িয়া যায়। বহু গাছপালা ভাঙ্গিয়া যায়। নিকটস্থ বিরিডুংরী মৌজাতেও অনুরূপ ঘটনায় শ্রীবুড়গা মাঝির ঘর নষ্ট হইয়া যায়। একজন দেওয়াল চাপা পড়িয়া আহত হয়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের বিশেষ ক্ষতি—

সাং—সনকুড়া

১। রূপাই মাঝির দুটি ঘর
২। হলধর মাঝির ২টি
৩। মকর মাঝির ১টি
৪। মনোহর মাঝির ১টি
৫। শিবু মাঝির ১টি
৬। ঈশ্বর মাঝির ১টি
৭। সনাতন মাঝির ৩টি
৮। রুবা মাঝির ১টি
৯। সরকার মাঝির ১টি
১০। ভুজকা মুদির ১টি
১১। বীরবল মাঝির ১টি
১২। ঠেটা মাঝির ১টি
১৩। লেংড়ু মাঝির ১টি
১৪। সেক নাসিরুদ্দিন ১টী

সাং—বিরিডুংরী

১৫। বুড়গা মাঝির ঘর ১টি

—•—

দিল্লীর জনসভায় যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের সম্বর্ধনা

'এই অভিনন্দন জনগণের প্রাপ্য'

(দূরদর্শী)

শুক্রবার, ৭ই মার্চ্চ নয়াদিল্লীর বিটলভাই ভবন প্রাঙ্গণে বেঙ্গল এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত এই বিশাল জনসভায় সম্বর্ধনা জানানো হয় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রী এবং সেচ মন্ত্রীকে। সভানেত্রীত্ব করেন শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী। 'আমাদের যাত্রা হ'ল সুরু' গান দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। দিল্লীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান—বাঙ্গালী এবং অবাঙ্গালী—এবং সঙ্ঘের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট অতিথিদের মাল্যভূষিত করা হয়। লাল গোলাপ উপহার দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের পক্ষ থেকে।

অভিনন্দনের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বলেন যে জনগণের সেবা করার যে সুযোগ যুক্তফ্রন্টের হাতে এসেছে, তা থেকে তারা যেন বঞ্চিত না হন। যুক্তফ্রন্ট সবসময়েই জনগণের ইচ্ছা কাজে রূপায়িত করার চেষ্টা করবে।

সর্ব্বপ্রথমে বক্তৃতা দেন সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন যে এই সম্বর্ধনা, অভিনন্দন যুক্তফ্রন্ট বা কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রাপ্য নয়। এই অভিনন্দন প্রাপ্য বাঙলার জনগণের—যাঁরা নির্মম অত্যাচার, কুটিল চক্রান্ত, অর্থলোভ, কংগ্রেসী অপপ্রচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, যুক্তফ্রন্টকে ফিরিয়ে দিয়েছেন তাঁদের হারানো আসন। বিশ্বনাথবাবু বলেন যে ২৯-৩০ সাল থেকে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে কাজ করেছেন, কিন্তু বৃটীশ যুগেও পুলিশের অত্যাচার গত ১৯৬৭ সনের পুলিশী অত্যাচারের কাছাকাছি পৌছাতে পারে নি। কেন্দ্রীয় সরকার—গভর্ণর—বশিক শ্রেণীর সম্মিলিত চক্রান্তের উল্লেখ ক'রে সেচ মন্ত্রী বলেন যে বাংলার দরিদ্র কৃষক মজদুর, মধ্যবিত্ত মানুষ, ছাত্র-ছাত্রী প্রতিশোধ নিয়েছে বিশ্বাসঘাতকতার। ভবিষ্যতে যদি কেন্দ্র আবার এইরকম জঘন্য কাজ করে, তার ফল হবে ভীষণ।

কৃষি মন্ত্রী ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্য ভাষণ দেন ইংরাজীতে। তিনি অল্প কথায় জানান যে, যুক্তফ্রন্ট সবসময়েই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার চেষ্টা করবে। ৩২ দফা কর্মসূচীর রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সব সময়ই সচেষ্ট থাকবে। বাঙলার জনগণের পক্ষ থেকে কৃষি মন্ত্রী ধন্যবাদ জানান সভার উদ্যোক্তা এবং দিল্লীর অধিবাসীদের।

এরপর যুক্তফ্রন্টের অন্যতম খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুবীন কুমার ভাষণ দেন। তিনি ইংরাজীতে বলেন। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যুক্তফ্রন্ট এবং পশ্চিমবঙ্গবাসীদের সম্বন্ধে ভুল বোঝাবুঝির উল্লেখ ক'রে খাদ্যমন্ত্রী বলেন যে বাংলার রাজনীতি মোটেই সাধারণ নয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি, সাম্প্রতিক নির্ব্বাচন এবং যুক্তফ্রন্টের জয় সবই অ-সাধারণ রাজনীতিক সত্য এবং কংগ্রেসী অপপ্রচার সত্ত্বেও তার গুরুত্ব মোটেই কমেনি—বরং বেড়েছে। বাঙলা দেশের সরকার কয়েকটী দলের সমষ্টি (coalition) নয়। এর পিছনে রয়েছে বিরাট ইতিহাস, বহু দিনের অক্লান্ত সংগ্রাম। যুক্তফ্রন্ট বাঙলার জনগণের আজ্ঞাবাহী, গণ সংগ্রামের ফলশ্রুতি। এই সরকারের নির্দিষ্ট কর্মসূচী আছে, লক্ষ্য আছে, আদর্শ আছে।

কংগ্রেসী অপপ্রচারের কথায় সুবীনবাবু বলেন বাঙলাদেশে আমরা—অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট—একতা, সংহতি নিয়ে বক্ বক্ করি না। আমরা বিভিন্ন ভাষাভাষি এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি, একতা,(integrity, unity) এনেছি। বাঙলার রাজনীতিতে সংহতি একটি বাস্তব সত্য। তাই মিথ্যা প্রচার সত্ত্বেও জনসাধারণ কংগ্রেস এবং প্রতিক্রিয়াশীল সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম চালিয়ে নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে খাদ্যমন্ত্রী বললেন—আমরা কেন্দ্রের সঙ্গে, বিবাদ-বিরোধ চাই না কিন্তু কেন্দ্র মোটেই সহানুভূতিশীল নন।

উপমুখ্য মন্ত্রী জ্যোতি বসু ভাষণ দিতে উঠে দাঁড়ালে জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ে। কিন্তু জনা দশেক তরুণ 'নকশাল বাড়ী জিন্দাবাদ' ইত্যাদি ধ্বনি দিতে দিতে সভায় বিশৃঙ্খলা আনবার চেষ্টা করে, বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তারা যখন শান্ত হল না তখন জনতা ঘাড় ধরে তাদের বের করে দেন। তারা ধ্বনি দিতে দিতে ধিকৃত হ'তে হ'তে চলে গেলে আবার সভার কাজ শুরু হয়, জ্যোতিবাবু ভাষণ (ইংরাজীতে) শুরু করেন।

নকশালীদের উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন, এই 'মহান' বিপ্লবীরা জনসাধারণের বিরুদ্ধে কাজ ক'রে কংগ্রেসের সাহায্য করছে বাঙলার বিপ্লবী জনগণ এদের স্বরূপ চিনতে পেরেছে ব'লে এরা আমল পায় না। দিল্লীতেও যে এরা—এবং এত নগণ্য সংখ্যায় আছে—তা জেনে তিনি আনন্দিত। কিন্তু এটা ভাল নয়, এ পথ ভুল।

জ্যোতিবাবু যুক্তফ্রন্ট, ফ্রন্ট বিরোধী চক্রান্ত, বাঙলার আর্থিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করেন। তার বক্তৃতার সময় জনতা বারবার সিংহ গর্জনে জানিয়েছেন তাঁদের অকুণ্ঠ ভালবাসা—যুক্তফ্রন্ট এবং বাঙলার জনসাধারণের প্রতি।

উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকার বারবার ভারতবর্ষে গণতন্ত্র এবং সংবিধানের অবমাননা করেছে স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে। তারই মূর্ত প্রতিবাদ বাঙলার সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফল। তিনি স্বীকার করেন যে, যুক্তফ্রন্ট যে জিতবে, তা তাঁরা জানতেন—কিন্তু এত বিরাট ব্যবধানে জিতবে তা তারা সত্যি আশা করেন নি। ২৮০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস মাত্র ৫৫টি আসন নিয়ে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে। ফ্রন্ট ২৮০'র মধ্যে ২১৪টি হেসে খেলে পেয়েছে। পি, এস, পি,'র চারজনও যোগদান করবেন। গণতন্ত্রের হত্যার শাস্তি পেয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্র বারবার বলে যে গণতন্ত্র এবং সংবিধানের একমাত্র রক্ষাকর্তা তারা—কংগ্রেস। যদি তাই হয় তা হলে গণতন্ত্রের অর্থ শুধুমাত্র কংগ্রেসই জানে। জনসাধারণের ভোটে আইনানুযায়ী নির্ব্বাচিত একটি সরকারকে যারা ভেঙ্গে দেয়—একদল সংখ্যালঘুর স্বার্থ রক্ষার্থে—তারা কোন মুখে গণতন্ত্রের, সংবিধানের নাম করে? বিধান সভা ভাঙ্গা ত' মামুলি কথা, গভর্ণর বেআইনীভাবে স্পীকারকেও অপসারণ করলেন যাতে ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ হয়। কোন গণতান্ত্রিক সংবিধান অনুসারে গভর্ণর মন্ত্রীসভার উপদেশ অগ্রাহ্য করেন? এই হ'ল কংগ্রেসী গণতন্ত্রের স্বরূপ।

শ্রীবসু বলেন কম্যুনিষ্ট-বিরোধী প্রচারের এক বিশেষ অঙ্গ হ'ল এই কথা যে তাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নন, সংসদীয় রীতিনীতি মানেন না। যত গণতন্ত্র আর সাংবিধানিক আচার তা বাংলা দেশে গভর্ণর করেছেন কেন্দ্রের পরামর্শে! এই যদি গণতন্ত্র হয়, তাহলে যে সংবিধান অনুসারে এই তন্ত্র চলে তা'র অস্তিত্ব অর্থহীন। আসল কথা হ'ল—কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকার খেয়াল-খুশী মত সংবিধানের ব্যাখ্যা দেবে জনগণকে।

তা হতে দেয় নি ফ্রন্ট। যুক্তফ্রন্ট এখনও কিছুই করতে পারেনি জনগণের জন্যে। কিন্তু তাঁরা সবচেয়ে যে বড় কাজ করেছেন, তা হ'ল জনসাধারণের মনে এই বিশ্বাস গড়ে তুলেছেন যে তাঁরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক। তাঁদের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলার ফল হাতে হাতে পেয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার এবং কংগ্রেস দল।

কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে শ্রীবসু বলেন কেন্দ্র আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন, এই আশা করি। কিন্তু তাদের মনোভাব অন্য রকম। অর্থাভাব প্রচণ্ড, কেন্দ্র সাহায্য না করলে কি ক'রে কাজ করা সম্ভব? জ্যোতিবাবু বলেন যে, জনসাধারণ আজ জাগ্রত, তাঁরা সহজে না হ'লে অন্য উপায়ে তাঁদের দাবী আদায় করবেন।

বাঙলার জনগণের রাজনীতিক চেতনার কথায় শ্রীবসু বললেন যে যুক্তফ্রন্টে মতানৈক্য ছিল, বিরোধ ছিল। কিন্তু জনসাধারণ তাঁদের এক সূত্রে গ্রথিত করেছেন। যুক্তফ্রন্ট একবার ভুল করেছিলেন জনগণের ইচ্ছার মর্ম্ম না বোঝায়—সে ভুল আর হবে না। যুক্তফ্রন্ট শিক্ষা পেয়েছেন। জ্যোতিবাবু মনে করিয়ে দেন যে কেন্দ্র আবার সুযোগ বুঝে আঘাত হানবে। কিন্তু বাংলার লোক এবার তৈরী যুদ্ধের জন্যে।

অবশেষে অজয়বাবু বলতে উঠলে উপস্থিত জনতা ধ্বনি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে অভিনন্দন জানান। মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে বাংলায়, তারপর হিন্দীতে দু'চার কথা বলেন।

যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে রাজ্যপাল—কংগ্রেস—বণিক শ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধ ষড়যন্ত্রের বিশদ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, টাকা দিয়ে মন্ত্রীত্বের লোভ দেখিয়ে ক'জন এম, এল, এ, ভাঙ্গিয়ে নেন 'একটি বিশেষ দল'। গভর্ণর তাঁকে ডেকে বলেন যে, যুক্তফ্রন্ট সংখ্যালঘু হয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে জানান সে প্রশ্ন বিধানসভাতেই বিচার হবে। কিন্তু ওঁদের তর সইল না। যারা লোভে চলে গিয়েছিলেন তাঁরা আমায় লিখলেন: দাদা আমাদের ভুল হয়েছে, আপনি ক্ষমা করলে আমরা আবার ফিরে যাই। আমি বললাম: ঘরের ভাই ঘরে ফিরবে, বুকে টেনে নেব—ক্ষমা করতে হবে কেন? ওঁরা লিখলেন কাল যাচ্ছি। সে সব খবর পেয়ে গভর্ণর এবং তার দল শঙ্কিত হয়ে উঠলেন: রাত পোহালেই ত সব গেল। সুতরাং ৫ মিনিটের মধ্যেই অপসারণ করা হ'ল যুক্তফ্রন্টকে।" তারপর দিন ভোরে বাংলার পথেঘাটে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, চাষী মজুর, ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধ বৃদ্ধা নামলেন সংগ্রামে। এবার যুক্তফ্রন্ট ৫ বছর থাকতে পারবে কি না তার ঠিক নেই। তবে যদি কেন্দ্র গতবারের মত কাজ করেন তাহলে জনগণ আবার আরও ভীষণভাবে ঐ পথেই যাবেন। তাঁরাই আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন এক থাকতে। তারাই প্রকৃত কর্ত্তা।

কংগ্রেস ২০ বছরে দেখিয়ে দিয়েছে যে তারা গণতন্ত্রে নয়, নিজতন্ত্রে বিশ্বাসী। তাই জনগণ নিজেদের হাতে দায়িত্ব নিয়ে, ক্ষমতা নিয়ে উপড়ে ফেলেছে তাদের। যুক্তফ্রন্ট চেষ্টা করবে ৩২ দফা কর্ম্মসূচী রূপায়ণ করতে। তাই ফ্রন্ট চায় সকলের সহযোগিতা, আশীর্ব্বাদ, শুভেচ্ছা। যুক্তফ্রন্ট সমালোচনা চায়, উপদেশ চায়। মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে চায়। কেন্দ্রের সাহায্য সহযোগিতা চায়।

সভার শুরুতে এবং শেষে আলকমালী মনে করিয়ে দেন বাঙলার বিপ্লবী ভূমিকার কথা, বাংলার জনগণের মহান আদর্শের কথা। একজন বাঙ্গালী হিসেবে তিনিও সেই গৌরবের অধিকারী—সেই কথাও বলেন। বাঙালী অবাঙালী নির্বিশেষে যে এই সভায় উপস্থিত হয়েছেন তা যে জনচেতনার চিহ্ন সে কথার উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন যে বাঙ্গালী চিরদিন ভারতকে পথ দেখিয়েছে। আজ নব বিপ্লবের মুহূর্ত্তে সমস্ত ভারত তাকিয়ে আছে বাঙলার দিকে—ভারতের প্রতিটি মানুষ বাঙলার জনসাধারণ এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে চলবার জন্যে প্রস্তুত।

সভায় শ্রীকৃষ্ণ মেনন প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় সঙ্গীতের পর সভার কাজ শেষ হয়।

—·—

কালান্তরের বিরুদ্ধে মানহানির শুনানী

(৪র্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

রাজ্যপালের কাছে বহু নিগৃহীত ব্যক্তির সঙ্গে একত্রে যৌথ স্মারকলিপি পেশ করেছেন এবং সাংবাদিক সম্মেলনেও এসব কথাগুলি রেখেছেন।

বাদীপক্ষের উকীলের জেরার উত্তরে শ্রী বিশ্বাস জানান যে, আনন্দমার্গ আশ্রমে তিনি মাধবানন্দ অবধুত এবং লোকেশ্বরানন্দ অবধুতকে দেখেছেন। এই কথার উত্তরে বাদী পক্ষের উকীল বলেন লোকেশ্বরানন্দ অবধুত কলকাতায় থাকেন এবং 'নতুন পৃথিবী'র সম্পাদক।

আসামী পক্ষে মামলা পরিচালনা করছেন এডভোকেট শ্রীরমেন ব্যানার্জী এবং শ্রীবীরেন চক্রবর্তী। আজ বাদী পক্ষে সওয়াল করেন প্রধান উকিল শ্রীশ্যামা কিংকর ভট্টাচার্য্য।

—·—

শোক সংবাদ

গত ২৩শে ফাল্গুন তারিখে বাঘমুণ্ডী থানার লোক সেবক সঙ্ঘের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীশম্ভুনাথ গরাঞ্চ-এর পিতা স্বল্পকাল রোগ ভোগের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৭৯ বৎসর হইয়াছিল।

ইঁহাদের সমগ্র পরিবার লোক সেবক সংঘের বিশেষ সহায়ক ও অনুরাগী। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

—·—

চিঠিপত্র সম্পর্কে

পুরুলিয়া বাস ওনার্স' এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাঁদের বক্তব্য জানিয়ে একটি পত্র এবং "পুলিশ কর্তৃক পুলিশ প্রহারের" সংবাদের কিছু অংশের প্রতিবাদ জানিয়ে একটি পত্র এসেছে। এই সংখ্যায় দেওয়া সম্ভব হোল না। পরবর্তী সংখ্যায় সেগুলি প্রকাশ করা হবে। মুঃ সঃ

—.—

অশোভন অস্বাস্থ্যকর অব্যবস্থার অবসান হোক

পুরুলিয়ার নামোপাড়া মহল্লার শরৎ চাটার্জী ষ্ট্রীট, ঈশান চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট, উমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে পথের ধারে দীর্ঘ দিন ধরিয়া ময়লাভর্ত্তি পাঁচ-ছয়টি ঝুড়ি রাখা হইতেছে। স্থানটির কাছেই জলের কল হইতে মানুষকে পানীয় জল লইতে হয়, কাছেই একটি মাংসের দোকান। এই অশোভন অস্বাস্থ্যকর অব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিতেছে। সম্প্রতি স্থানীয় অধিবাসীরা ইহার অবসানের জন্য পৌরপ্রশাসকের নিকট আবেদন করিয়াছেন। অবিলম্বে এই অশোভন অব্যবস্থার অবসান হওয়া উচিৎ বলিয়া আমরা মনে করি।

—.—

বিজ্ঞপ্তি

পানীয় জলের অভাব মোচনের জন্য স্থানীয় সাহেব বাঁধের জল আগামী ১লা এপ্রিল থেকে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত শুধু পানীয় জল হিসাবে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এসময় সংরক্ষিত জল যাতে দূষিত না হয় সেজন্য সাহেব বাঁধে কাপড় কাচা, বাসন মাজা, স্নান করা, গো মহিষ ও যান বাহনাদি ধোয়ান ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

তা ছাড়া শহরে পানীয় জলের অপচয় বন্ধ করার জন্য আপনাদের নিজ নিজ এলাকার জলকলগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখার অনুরোধ জানান হচ্ছে। রাস্তার জলকলগুলি থেকে পানীয় জলের অপচয় বন্ধ করুন, এবং প্রয়োজন হলে এই বিষয়ে পৌর কর্তৃপক্ষ বা পানীয় জল সরবরাহ বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করুণ।

(জিলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত।)

—.—

বান্দোয়ান জামতড়িয়ায় ঝড়বৃষ্টি

বিগত ১৯-৩-৬৯ বুধবার বেলা ৪টার সময় বান্দোয়ান জামতড়িয়া থানায় প্রবল ঝড় ও শিলা বৃষ্টিপাতে বহু লোকের ঘরবাড়ীর ক্ষতি করিয়াছে। চাষীদের গরম কালের ফসল যেমন কুমড়া, করলা, ডিংলা ইত্যাদি নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

সাধারণ গরীব মানুষের ঘর বাড়ী মেরামত করা বড়ই কষ্টকর হইয়াছে। এই অবস্থায় সরকারের সহায়তা একান্তই কর্তব্য।

ভজহরি মাহাত
এম, পি,
২৬-৩-৬৯

—.—

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
১১শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৭ই চৈত্র, ১৩৭৫—৩১শে মার্চ্চ ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬,
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

সহরে ও গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের তীব্র সঙ্কট

জলের জন্য পাড়ায় পাড়ায় তীব্র কলহ ও মারামারি

গ্রীষ্মকাল আসিতে না আসিতেই পুরুলিয়া সহরে ও জেলার গ্রামাঞ্চলে তীব্র জল সঙ্কট দেখা দিয়াছে এবং পানীয় জলের সঙ্কট ইতিমধ্যেই ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। পুরুলিয়া সহরে পানীয় জল সরবরাহের জন্য যে জলের কলের ব্যবস্থা আছে—তাহার সরবরাহ ইতিমধ্যেই অনিয়মিত ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠিয়াছে। সহরে প্রতি পাড়ায় এই কলের জল লইবার জন্য কাড়াকাড়ি, মারামারি শুরু হইয়াছে এবং একজন স্ত্রীলোক অন্যান্য স্ত্রীলোকের দ্বারা গুরুতর প্রহৃত হইয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। প্রতিদিন দুই বেলা পানীয় জলের জন্য এই কলহ ও লড়াই ব্যাপক ও ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে।

প্রথমতঃ প্রয়োজনের তুলনায় জলের কলের সংখ্যা অনেক কম; দ্বিতীয়তঃ পানীয় জল সরবরাহের পরিমাণও কম এবং তৃতীয়তঃ সহরের এক তৃতীয়াংশের অধিক অঞ্চলে বিস্তৃত পানীয় জল সরবরাহের কোনই ব্যবস্থা নাই। অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কার্য্যক্রম শুরু করাই হয় নাই।

সুতরাং এই পরিস্থিতিতে পানীয় জলের কলের সঙ্কট সমাধানের কার্য্যকরী ব্যবস্থা প্রয়োজন এবং সহরের সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

কেবল মাত্র গ্রীষ্মে দুই তিন মাস সাহেব বাঁধকে (নিবারণ সায়র) সংরক্ষিত বাঁধ বলিয়া ঘোষণা করিলে চলিবে না—ইহাকে এখনও অনির্দিষ্ট কালের জন্য পানীয় জল সরবরাহের উপযুক্ত সংরক্ষিত বাঁধ করিয়া রাখিতে হইবে।

সহরের ন্যায় গ্রামাঞ্চলেও পানীয় জলের তীব্র সঙ্কট দেখা দিয়াছে—সুতরাং অবিলম্বে গ্রামাঞ্চলের হাজা মজা কূপ সংস্কার; দাঁড়ী কুয়া খনন প্রভৃতি ব্যবস্থা ব্যাপক আকারে দ্রুত রূপায়িত করার কার্য্যপন্থা অবিলম্বে গ্রহণ করিতে হইবে।

সমগ্র জেলার এই তীব্র সঙ্কটের কথা বিবেচনা করিয়া এই সঙ্কট সমাধানের জন্য সর্ব্বপ্রকার জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হউক।

—.—

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

সরকারী জীপের অপব্যবহার সম্পর্কে অভিযোগ

বান্দোয়ান থানার জীতান গ্রাম হইতে শ্রীমহেন্দ্র মাহাত জানাইতেছেন :—

গত ২৬।২।৬৯ তারিখে W. G. I. 19 নং গাড়ীটি বরাবাজার হইতে মানবাজার ও পুঞ্চা হইয়া "মাইথন বাঁধ" অভিমুখে যাত্রা করে। মাইথনে দুই দিন অবস্থানের পর উক্ত গাড়ীটি দুর্গাপুর হইয়া গত ২।৩।৬৯ তারিখে বরাবাজারে ফিরিয়া আসে। আরও জানা যায় উক্ত গাড়ীতে বরাবাজারের সমষ্টি উন্নয়ন অফিসার সপরিবারে এবং তৎসহ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এক্সটেন্‌শন অফিসার ও তাঁহার ভাই, পশু চিকিৎসক ও তাঁহার কম্পাউণ্ডার মহাশয়গণও ছিলেন। প্রকাশ যে গাড়ীর চালককে গাড়ী চালাইতে না দিয়া নিজেরাই গাড়ীটি চালাইয়া ছিলেন এবং সরকারী গাড়ীর Log বইতে নিজেরাই গাড়ীর হিসাব লিখিয়াছেন।

এত সরকারী তেল ব্যয় করিয়া সরকারী গাড়ী ব্যবহার করিয়া ঐ অঞ্চলের কি প্রকার সমষ্টি উন্নয়নের প্রয়াসের জন্য দুই দিন মাইথনে অবস্থান করিতে হইয়াছিল তাহা যদি জনসাধারণকে জানানো হয় তবে বিশেষ বাধিত হই। আশা করি এই বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আলোকপাত করিবেন।

—•—

রাষ্ট্রীয় পরিবহন ব্যবস্থার ত্রুটি

দুর্গাপুর—১১ (বর্দ্ধমান) হইতে শ্রীসুনীল কুমার গুপ্ত লিখিতেছেন—

আপনার বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক "মুক্তি" পত্রিকায় আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও রাষ্ট্রীয় পরিবহনের ত্রুটি ও অব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিম্নলিখিত ঘটনাটি প্রকাশিত করবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে একান্ত অনুরোধ করছি।

গভীর দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে গত ২১।২.৬৯ তারিখ দুর্গাপুর-পুরুলিয়াগামী W. G. H. 7413 নম্বর দুর্গাপুর রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার দ্রুতগামী বাসে বৈকাল ৪-৩০ মিঃ দুর্গাপুর হইতে পুরুলিয়া আসি।

আমার তল্পি তল্পা বলতে বাক্স, বেডিং ও একটি বস্তার মধ্যে বড় কড়াই, ২টি পিতলের মিহিদানার ঝাঝরা ২, লোহার ঝাঝরা ২, চাটু ১ কাঁসার গ্লাস ও ঘটি ১টি করে

কিন্তু পুরুলিয়া পৌঁছে জিনিষপত্র নামাতে গিয়ে দেখি বস্তার মধ্যে যে সব মাল থাকা উচিৎ সেগুলি না পেয়ে অপেক্ষাকৃত হাল্কা জিনিষপত্র সহ অন্য একটি বস্তা পাই; হয়তো বা ভুল করে অন্য কোন ব্যক্তি নিজের মাল মনে করিয়া কোথায় নামিয়েছে ঠিক জানা যাচ্ছে না, সেই ব্যক্তির কাছ থেকে পরিবর্ত্তে আমার জিনিষগুলি তার কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব।

১) জিনিষপত্র তোলবার ও নামাবার জন্য লোকের অভাব।

২) জিনীষপত্রের নিরাপত্তার অভাব।

৩) নির্দ্দিষ্ট জায়গা ছাড়াও যেখানে সেখানে দাঁড়ান।

৪) মাল ওঠা নামার জন্য অতিরিক্ত সময়।

৫) লগেজ না করে মাল তোলা।

তাই কর্তৃপক্ষের ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বল প্রশাসন ব্যবস্থা হেতু সমালোচনা না করে পারলাম না। কারণ যাত্রী সাধারণ তাদের সুবিধার্থে অতিরিক্ত মাশুল দিয়ে স্বল্প সময়ে নিরাপত্তার সাথে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে পারবে।

যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেও না পৌঁছে (অবশ্য যাত্রী গোলযোগ বাদ দিয়ে) তাহ'লে 'দ্রুতগামী' কথাটা তুলে দিয়ে 'ধীরগামী' এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে না থেমে যেখানে খুশীমত থামান, (কণ্ডাক্টরের নির্দেশে) যাত্রীসাধারণের অতিরিক্ত মাশুল দিয়ে ভ্রমণের হেতু কি?

দূর পাল্লার দ্রুতগামী বাসে শতকরা ৯০ জন লোকের তল্পি-তল্পা থাকে এবং যাত্রী সাধারণ মাল বহনের জন্য অতিরিক্ত মাশুল আদায় দিতে প্রস্তুত কিন্তু কর্তৃপক্ষকে জিনিষপত্রের অবশ্যই সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে যেমন যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুবিধার প্রশ্ন জড়িত অন্যদিকে জাতীয় আয়-বৃদ্ধির উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। তার কারণ একজন কর্ম্মচারী নিয়োগ করলে কর্তৃপক্ষের মাসিক ১২৫-১৫০ টাকা লাগবে কিন্তু প্রতিবারে দৈনিক ন্যূনপক্ষে ৩০.০০ থেকে ৬০.০০ টাকা মাল ভাড়া বাবদ আদায় সম্ভব।

—•—

সম্পাদকীয়

অস্থায়ী কংগ্রেসের স্থায়ী সরকার !

মধ্যবর্ত্তী সাধারণ নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে কংগ্রেসী প্রচারের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে—গণতন্ত্রের রক্ষাকল্পে রাজ্যে স্থায়ী সরকার গঠন একান্ত আবশ্যক এবং একমাত্র কংগ্রেসই সেই স্থায়ী সরকার গঠন করিতে সক্ষম—সুতরাং কংগ্রেসকে ভোট দিন। আর কংগ্রেস সভাপতি সহ কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের অনেক মাতব্বর কংগ্রেসী জোর গলায় একথাও প্রচার করিতেছিলেন যে চৌদ্দ পার্টির মিলিত সরকার মানে খিচুড়ী সরকার—সেই খিচুড়ী সরকার দ্বারা কোনও কাজ হইতে পারে না; আর কংগ্রেসও সেইরূপ কোয়ালিশন সরকারে বিশ্বাস করে না। সুতরাং মধ্যবর্ত্তী নির্বাচনের পর কংগ্রেস কোনও অবস্থাতেই কোনও রাজ্যে কোয়ালিশন সরকার গঠনে অগ্রণী হইবে না, বা কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার গঠন করিবে না—ইহাও ঘোষনা করা হয়। অন্যদিকে বর্ত্তমান কংগ্রেসী যাত্রাদলের ভীম স্বরূপ স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী চ্যাবন লোকসভায় সর্ব্বদলীয় নেতৃবৃন্দের দলত্যাগ-বন্ধ—করা সম্পর্কিত বৈঠকে দলত্যাগীদের বিরুদ্ধে গদা ঘুরাইয়া জেহাদ ঘোষণা করিতেছিলেন যে—দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণকারী দুঃশাসনের মতই দলত্যাগীরা রাজনৈতিক পাপী—সুতরাং তাহাদের আর বরখাস্ত করা হইবে না এবং কোনও অবস্থায় তাহাদের মন্ত্রী, উপমন্ত্রী করা হইবে না, বা, কোন প্রকার গদীতে বসানো হইবে না। কিন্তু নিয়তির কুটীল পরিহাসে এই সকল কংগ্রেসী ভীমদের শূন্য গর্ভ আস্ফালন যাত্রার আসরে পট পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে শূন্যে বিলীন হইয়া গেল।

কালের চক্রে সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্বও যেখানে সন্দেহের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সেখানে কংগ্রেসের পক্ষে স্থায়ী সরকার গঠনের আস্ফালন যে কত দূর বিড়ম্বনার বিষয় হইতে পারে পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচনের ফলাফল তাহা বিলক্ষণ প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী কংগ্রেসী সরকার গঠণ ত দূরের কথা—এই রাজ্যে মুমূর্ষু কংগ্রেস আর পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কণ্ঠাগত প্রাণবায়ুটিকে পঞ্চভূতে বিলীন হওয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইতে টিকাইয়া রাখিতে পারিবে কিনা—সেই প্রশ্নই উৎকট সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। যদু কুল ধ্বংস হইবার সমস্ত পূর্ব্ব লক্ষণগুলিই এখন কংগ্রেস কুলে বিকটভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এখন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের নিজেদের মধ্যেই চরম তাল ঠোকাঠুকি আরম্ভ হইয়াছে; আর কংগ্রেসের "তরুণ তুর্কী দল" ও তুর্কী নাচন সুরু করিয়া প্রকাশ্য আসরে কংগ্রেসের "র‍্যাঙ্ক এ্যাণ্ড ফাইল"দের কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের বিরুদ্ধে নাগা নৃত্যে মাতাইয়া তুলিতেছে। কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত এবং কন্যা কুমারী হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত সকল রাজ্যে কংগ্রেসের মধ্যে "সামাল সামাল" রব উঠিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের মত অত শোচনীয়ভাবে না হইলেও মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচনের পর পাঞ্জাবের শাসনের গদীও কংগ্রেসের হাত ছাড়া হইয়াছে। এই রাজ্যে আকালী-জনসংঘ কোয়ালিশন, কংগ্রেসকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া মন্ত্রী-সভা গঠন করিয়াছে। আর বিহার রাজ্যে হনুমানজীর জয়ধ্বনি তুলিয়া কংগ্রেসের মুখ রক্ষা করিবার মর্ম্মান্তিক প্রচেষ্টায় কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করিতে গিয়া সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মুখ পুড়াইয়া দশানন রামানুচরের অবস্থা দাঁড় করাইয়াছে। প্রথমতঃ লজ্জার মাথা খাইয়া কংগ্রেসকে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করিতে হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ এই কংগ্রেসী কোয়ালিশনে মন্ত্রীসভার এমন একজন রাজনৈতিক রত্নকে মুখ্যমন্ত্রী করা হইয়াছে—যিনি কৃতিত্বের সহিত তিন তিনবার দল-ত্যাগ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ এই জোড়া তালি দিয়া খিচুড়ী মার্কা কংগ্রেস-কোয়ালিশন গঠনের প্রচেষ্টায় এমন একজন কৃতী রাজপুরুষকে মন্ত্রীসভায় স্থান দিতে হইয়াছিল—যাঁহার মস্তকে কলিকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্ট

দুর্নীতির রাজমুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের পক্ষে সর্পের ছুছুন্দর গলাধঃকরণ এর অবস্থা হইয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত দুর্নীতির সিদ্ধপীঠ ও কাঞ্চন-কৌলিন্য গর্ব্বী রাজপুরুষ কংগ্রেসের কুলরক্ষার জন্য কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা হইতে "সসম্মানে" সরিয়া দাঁড়াইতে যে কারণে সম্মত হইলেন সেই নেপথ্য কাহিনীও কম কলঙ্কময় ও কৌতুকপ্রদ নহে।

বিহারের রাজনীতি সম্পর্কে সাধারণ পরিচয়টুকুও যাহার আছে—তিনিই জানেন যে এই রাজ্যের রাজনীতি মূলতঃ জাতপাত—সম্প্রদায়ভিত্তিক। অর্থাৎ বিহারের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বহিরাবরণে যে কোনও দল বিশেষের নামাবলী থাকুক না কেন—তাঁহাদের প্রকৃত রাজনৈতিক পরিচয় হইল তিনি ভূমিহার, মৈথিলী, রাজপুত, ত্রিবেণী সংঘ বা কায়স্থ কোন সম্প্রদায় ভুক্ত। গত ত্রিশ বৎসর কালের মধ্যে বিহারের বিভিন্ন মন্ত্রীসভার উত্থান পতনকালে ভূমিহার, মৈথিলী, কায়স্থ এমনকি হরিজন পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছেন—ত্রিশ বৎসরাধিক কাল সাধনার পর মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচনের পর এই প্রথমবার একজন রাজপুত প্রবর বিহারের মন্ত্রীসভায় মুখ্য মন্ত্রীত্বের আসন অলঙ্কৃত করিবার পরম গৌরব ও চরম সৌভাগ্য লাভ করিলেন। ফলে বিহারের রাজপুত বংশের যে কোনও অবতংস—তিনি যে কোনও দলভুক্ত হউন না কেন রাজপুতদের এই গৌরবে গর্ব্বিত। সুতরাং রামগড় রাজকে মন্ত্রীসভা ত্যাগে বাধ্য হইতে হইলেও এমন কোনও হঠকারিতার আশ্রয় লইতে পারেন না—যাহাতে রাজপুত মুখ্যমন্ত্রীর মন্ত্রীসভা বেসামাল হইয়া পড়িতে পারে। দলত্যাগীর মুখ্যমন্ত্রীত্বে গঠিত বিহারের কংগ্রেস—কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার এই যাত্রায় টিকিয়া যাওয়ার ইহাই হইল নেপথ্য কাহিনী।

সমগ্র দেশ জুড়িয়া আজ যে পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে তাহাতে কংগ্রেসের পক্ষে স্থায়ী সরকার গঠন ত দূরের কথা পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যের ন্যায় আদৌ মন্ত্রী সভা গঠন সম্ভব হইবে কি না সেই প্রশ্ন দেখা দিয়াছে, এবং কংগ্রেসের পক্ষে একমাত্র রক্ষা—কবচ স্বরূপ কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারকে টিকাইয়া রাখা এবং তিন বৎসর পরে আর কংগ্রেস সরকার আদৌ গঠন করা যে আদৌ সম্ভব হইতে সম্ভব হইবে না—এই বিভীষিকা আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে। এমন কি অন্ধ ব্যক্তিও দেওয়ালের সুস্পষ্ট লিখন দেখিতে পাইতেছে যে—কংগ্রেসের দিন ফুরাইয়াছে!

অ. চ.

———•———

নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির

পুরুলিয়া জেলা শাখার বিংশতি বার্ষিক অধিবেশন

আগামী ৫ই ও ৬ই এপ্রিল তারিখে কাশীপুর পঞ্চ-কোটরাজ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিঃ বঃ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখার বিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন হইবে। এই সম্মেলন উদ্বোধন করিবার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত এবং পৌরহিত্য করিবার জন্য শ্রীমতী অনীলা দেবীকে আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে। সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশীল দেবদাস প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিবেন। জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে দুই শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করিবেন।

———•———

যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে গ্রাম সেবকের আস্ফালন!

যুক্তফ্রন্টের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও অভিযোগ আসিতেছে যে পুরুলিয়া ১নং ব্লকের গাড়াফুসড়া অঞ্চলের গ্রাম সেবক সেখ ইস্মাইল ঐ অঞ্চলের গ্রামবাসীদের এখনও এই বলিয়া শাসাইতেছে যে যাহারা যুক্তফ্রন্ট তথা লোক সেবক সংঘকে ভোট দিয়াছে তাহাদের আর কোনও প্রকার ঋণ দেওয়া হইবে না বা কোনওরূপ সাহায্যাদি দেওয়া হইবে না—আর যাহাদের জি-আর লিষ্টে নাম ছিল—তাহাদের নামও কাটিয়া দেওয়া হইবে।

পুরুলিয়া ব্লকে তথা জেলার অন্যান্য ব্লকে এই প্রকার কট্টর কংগ্রেস পন্থী গ্রামসেবক এবং ভি, এল, ডব্লিউ আর কতজন আছে তাহার আদম সুমারী বা সেন্সাস লওয়া প্রয়োজন।

———•———

আর-টী-এর কার্য্যধারার পূর্ণ পরিবর্তন প্রয়োজন

জন সাধারণের স্বার্থ সাধন—নূতন দৃষ্টিভঙ্গী হোক

পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় বাসযাত্রীদের নানা দুর্ভোগের কাহিনী বিবৃত করা হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি বিশেষ অসুবিধা ও হয়রানীর উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ বাসগুলি বাস ষ্ট্যাণ্ড থেকে নির্দ্ধারিত সময়ে ছাড়বার পরও সাহেব বাঁধ, দশের বাঁধ, হাটতলা প্রভৃতি স্থানে দীর্ঘকাল দাঁড়িয়ে থাকে এবং সেই সময়ে কণ্ডাক্টার ও এজেন্টদের নিজেদের পাওনাগণ্ডার হিসাব নিকাশ হতে থাকে আর বাসযাত্রীরা বাসের মধ্যে বস্তাবন্দী অবস্থায় নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে থাকেন। বাসযাত্রীদের সুবিধা অসুবিধার দৃষ্টিতে এই অবাঞ্ছিত ব্যবস্থা অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন; বাস ষ্ট্যাণ্ড থেকে বাস ছাড়বার পূর্ব্বেই যা কিছু হিসাব নিকাশ চুকিয়ে নিতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ বাস ষ্ট্যাণ্ডে যাত্রীদের সুবিধার জন্য উপযুক্ত বিশ্রামাগার বিশেষ প্রয়োজন। এই বিশ্রামাগারের অভাবে বিশেষ করে মহিলা ও শিশু যাত্রীদের কষ্ট ও অসুবিধার অবশেষ থাকে না। এই বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। সরকার ও বাস মালিকগণ সম্মীলিতভাবে এই কার্য্যে অগ্রসর হোন।

তৃতীয়তঃ সহরের রাস্তাগুলিকে বাসের গ্যারেজ রূপে ব্যবহার করার বদঅভ্যাস বন্ধ হোক। কারণ রাস্তাগুলি জুড়ে যেভাবে বাসগুলি দাঁড়িয়ে থাকে তাতে যানবাহন চলাচল বিশেষ বিঘ্নসঙ্কুল এবং পথচারীদের যাতায়াত একান্ত অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। এ ছাড়াও মধ্যবাজারের পার্শ্ববর্ত্তী গলিগুলি জুড়ে দৈত্যাকার ট্রাকগুলি সঙ্কীর্ণরাস্তা যে ভাবে জুড়ে থাকে তাতে গলিগুলিতে অন্য যানবাহন চলাচল ও পথচারীদের বিশেষ করে শিশু ও মহিলাদের যাতায়াত প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

অবশ্য ব্যবসায়ের খাতিরে ট্রাকগুলিকে আসতেই হবে—তবে দিনের বিশেষ কর্ম্মব্যস্ত সময় যখন যানবাহন ও লোকজনের চলাচল সবচেয়ে বেশী থাকে সেই সময় রাস্তাঘাট যতদূর সম্ভব উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

চতুর্থতঃ পোষ্ট অফিসের মোড় থেকে রথতলা পর্য্যন্ত সহরের প্রধান রাস্তা নিবারণ দাশগুপ্ত রোডটি অন্ততঃ সকালে ও সন্ধ্যায় ট্রেনের সময় ও অফিস, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি বসার সময় ও ছুটি হওয়ার সময় এই রাস্তাটিকে "একমুখী রাস্তা" (One-way Traffic) করা অপরিহার্য্য প্রয়োজন। স্থানীয় প্রশাসনিক ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে বিশেষ সজাগ ও সক্রিয় হওয়া দরকার।

পঞ্চমতঃ প্রত্যেক বাস রুটে যেখানে প্রয়োজন নূতন নূতন পারমিট তথা বাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া নূতন রুটে যেখানে প্রয়োজন আছে অথচ কোনও বাস চলাচলের ব্যবস্থা নেই—বাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রসঙ্গতঃ পুরুলিয়া-পুঞ্চাগ ভায়া চাষ রোড ও কাশী-ঝরিয়ার রুটের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই রুটে সাময়িকভাবে কয়েকমাস বাস চলাচলের পর আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে—ফলে যাত্রীদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে।

জনস্বার্থের দৃষ্টিতে এই বিষয়গুলি আলোচনা করা হোল। এ যাবৎ যে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হোক না কেন—জনস্বার্থ মুখ্যতঃ প্রধান বিষয় বলে গণ্য হয় নি। কিন্তু এখন প্রশাসনিক কর্ত্তৃপক্ষ সহ সকলেরই সেই দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করার সময় এসেছে এবং যে কোনও ব্যবস্থাই জনস্বার্থ ও জনগণের সুযোগ সুবিধার কষ্টিপাথরে যাচাই করে অবলম্বন করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে বাস ওনার্স এসোসিয়েসনের পক্ষ থেকে যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে—তার আলোচনাও প্রয়োজন।

এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকের পক্ষ থেকে পত্রটি প্রেরিত হলেও এতে কারও স্বাক্ষর নেই বা তারিখ দেওয়া নেই। এই রকম ত্রুটির ফলে বক্তব্যের গুরুত্ব অনেক লঘু হয়ে পড়ে। বিগত সংখ্যার মুক্তিতে বাসযাত্রীদের দুর্ভোগ সম্পর্কে যে সব বিষয় আলোচনা করা হয়েছিল এ্যালো-

সিয়েশনও মোটামুটী সে বিষয়ে একমত। তবে বাসের ছাদে বা পিছনে যে সব যাত্রী যাতায়াত করেন—তাঁদের বাসের কর্তৃপক্ষ বা কর্মচারীরা ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিতে বাধ্য হন—এই এ্যাসোসিয়েসনের বক্তব্য। কারণ যাত্রীরা নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এই-ভাবে বাসে যাতায়াত করেন এবং বাস কর্মচারীরা এতে আপত্তি জানালে বা বাধা দিলে তাদের শারীরিক নির্য্যাতন ও বাসের গুরুতর ক্ষতি সাধনের আশঙ্কা থাকে। সুতরাং বাস কর্মচারীরা এতে বাধা দানে সাহস করে না।

এই বক্তব্যটি আংশিক সত্য। কারণ অধিকাংশ বাসযাত্রী পকেটের পয়সা খরচ করে এইভাবে বাস যাত্রায় নিশ্চয় কোনও আনন্দ বা রোমাঞ্চ বোধ করে না। এইরূপ ব্যবস্থা এখন রেওয়াজে পরিণত হওয়ায় এখন বিকল্প বাসের ব্যবস্থা না করে বাধা দিতে যাওয়ায় বিপদ আছে। সুতরাং এই সব রুটে আরও অধিক বাসের প্রয়োজন।

আর স্পেশ্যাল পারমিটে রিজার্ভ বাস দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে যে প্রতিবাদ ও মন্তব্য করা হয়েছিল সে বিষয়ে বাস ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন মূলতঃ একমত বলে জানিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে এ্যাসোসিয়েশন পাল্টা অভিযোগ করেছেন যে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ তথা আর টী-এ কর্তৃপক্ষ নাকি বিশেষ চাপে পড়ে কোনও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের জন্য কয়েকটি স্পেশ্যাল পারমিট ইচ্ছার বিরুদ্ধে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর ফলে নাকি সংশ্লিষ্ট রুটের যাত্রীদের অনেক দুর্ভোগ হয়েছিল।

আমাদের প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে জনস্বার্থকে সবার উপরে স্থান দিতে হবে। বলা বাহুল্য যে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা দলগত স্বার্থেরও বহু উচ্চে জনসাধারণের স্বার্থ। সুতরাং বিশেষ কোনও দলের প্রয়োজনে জনসাধারণের অসুবিধা ও দুর্ভোগ ঘটিয়ে যদি ঐরূপ কোনও স্পেশ্যাল পারমিট দেওয়া হয়ে থাকে—তবে বলা বাহুল্য, তাহা মোটেই সমর্থন যোগ্য নহে।

—·—

বেগুন কোদর রোডের দুর্দ্দশা

ভাটবাঁধের শেষ হইতে উফমানপুর—শ্রীমনপুর হইয়া প্রায় ১৩১৪ ফুট চওড়া বেগুনকোদর রোড (কাঁচা) আড়ষা পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। রাস্তাটি জেলা পরিষদের। উফমানপুর ও শ্রীমনপুরের মধ্যখানে একটি জোড়জাতীয় খাল (সোনাইজুড়ির জোড় বা হাথিয়া ভাঙা জোড় নামে পরিচিত) রাস্তাটিকে গ্রাস করিয়া একটি ডোবার সৃষ্টি করিয়াছে। বর্ষার সময় সাঁতার না দিয়া পার হইবার উপায় থাকে না। খালটির ওপারে শ্রীমনপুর, বেলডি, সোনাইজুড়ি, বেলগাড়া প্রভৃতি বহুগ্রাম আছে, ঐ রাস্তাটি যাহাদের পুরুলিয়ার সহিত একমাত্র যোগাযোগের পথ। বিপদে আপদে ডাক্তার ডাকা, থানা-পুলিশ, দোকান বাজার ইত্যাদি করার কোন উপায় বর্ষাকালে এইসব গ্রামবাসীদের থাকে না।

শ্রীমনপুরের বেশ কিছু সংখ্যক কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত অক্ষম মানুষ সহরে আসিয়া ভিক্ষা করে। বর্ষার সময় তাহাদের অমানুষিক দুর্দশা ভোগ করিতে হয়। সুতরাং বর্ষা পড়িবার আগেই জোড়টির উপর উপযুক্ত সেতু বা কজওয়ে নির্মাণ করিয়া এতগুলি মানুষের দীর্ঘ দিনের অসুবিধা দূর করা দরকার বলিয়া মনে করি।

খালটিকে কাজে লাগাইতে পারিলে এই অঞ্চলে একটি সার্থক ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প রূপায়িত করার সম্ভাবনা রহিয়াছে। শ্রীমনপুরের পশ্চিম প্রান্তে গ্রাম হইতে কিছু দূরে বাঁধ বাঁধিয়া এই খালের জল ধরিয়া রাখিতে পারিলে অসময়ে চাষের জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ সেচের জল পাওয়া যাইতে পারিবে। এই বিষয়েও তৎপর হইবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—·—

এম, আর, এর দোকানগুলি দুর্নীতির আখড়া

অবিলম্বে ব্যাপক তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা চাই

দেশের অন্যান্য স্থানের মত এই জেলার এম, আর (সংশোধিত রেশনের) দোকানগুলির অধিকাংশই দীর্ঘকাল ধরে দুর্নীতির আখড়ায় পর্য্যবসিত হয়েছে। সহরের মানুষ নিজের অধিকার সম্পর্কে অনেকটা সচেতন এবং সকল বিষয়ের মোটামুটী খোঁজখবর রাখেন—ফলে সহরের এম, আর দোকানগুলিতে বেপরোয়া দুর্নীতি ও অনাচার চলিতে পারে না। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা।

গ্রামাঞ্চলের রেশন দোকানগুলির অধিকাংশই কবে রেশনের মাল আনিতেছে এবং কোন্ রেশনের মাল কি পরিমাণ আনিয়াছে—তাহা কাক পক্ষীও জানিতে পারে না। গ্রামাঞ্চলের দোকানে সাধারণতঃ কাঙ্গালী বিদায়ের মত কিছু পরিমাণ চিনি বরাদ্দ করা হয়—কিন্তু কার্ড হোল্ডারগণ মাসের পর মাস রেশন দোকানে গিয়া এক কথাই শুনিতে পান যে মাল আসে নাই; কিম্বা সামান্য পরিমাণ মাল আসিয়াছিল তাহা বিলি হইয়া গিয়াছে। গ্রামাঞ্চলের কার্ড হোল্ডার নানাপ্রকার মিষ্ট কথায় বা ভাঁওতা দিয়া রেশন কার্ডগুলি এম, আর, ডীলার নিজের কাছে রাখিয়া দেয় এবং নিজের খুসীমত ক্যাশ মেমো কাটিয়া এবং দোকানে গচ্ছিত কার্ডগুলিতে রেশন দ্রব্য সরবরাহ করা হইয়াছে বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে এবং সংশ্লিষ্ট খাতাপত্রও সেইভাবে সারিয়া রাখেন; ফলে কাগজে কলমে "সাধু সাজিয়া" থাকে অপরাধী বলিয়া ধরিবার উপায় নাই। গ্রামের অধ্যক্ষ, অঞ্চল প্রধান, প্রভৃতি জনকয়েক মাতব্বরদের হাতে রাখিবার জন্য তাহাদের হয়ত বরাদ্দ অপেক্ষাও বেশী মাল সরবরাহ করিয়া থাকে। আর নিরক্ষর গ্রামবাসীরা তাহাদের কার্ডে সাপ ব্যাং কি লেখা হইল জানিতেও পারে না। এইভাবে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ন্যায্য প্রাপ্য হইতে গ্রামাঞ্চলের কার্ড হোল্ডারগণ বঞ্চিত হইতেছে এবং অভিযোগ করিয়াও ফল হয় না। কারণ অনুসন্ধানের ভার যাঁহাদের উপর পড়ে—তাঁহাদের "সন্তুষ্ট" করিবার পদ্ধতি এম, আর, ডীলারদের বিলক্ষণ জানা আছে।

এম, আর, দোকান সম্পর্কিত যে নিয়ম কানুন আছে তাহাতে এম, আর, ডীলারের অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য হইল:—

(১) সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিবার জন্য কোন্ তারিখে রেশনের কি কি মাল ও কত পরিমাণে আনা হইল নোটীশ বোর্ডে তাহা লিখিয়া জানানো; এবং

(২) রেশনের মালের কোনটির কত দর এবং কার্ড হোল্ডাররা মাথা পিছু কি পরিমাণে পাইবে তাহাও জানাইতে হইবে; আর

(৩) কার্ড হোল্ডাররা নিজ নিজ কার্ড সঙ্গে লইয়া এম, আর দোকানে আসিলে ডীলার যাহার যাহা প্রাপ্য মাল সরবরাহ করিয়া ক্যাশমেমো কাটিবে এবং কার্ডে সরবরাহ করা মালের পরিমাণ লিখিয়া কার্ডটি ফেরৎ দিবে। এই নিয়মগুলি লঙ্ঘন করা এম, আর ডীলারের পক্ষে গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এম, আর ডীলারের পক্ষে আরেকটি গুরুতর অপরাধ হ'ল নিজের দোকানে কার্ড হোল্ডারদের কার্ড জমা রাখা। —এই সকল অপরাধের যে কোনও একটির জন্য এম, আর ডীলারের অন্যান্য শাস্তির সহিত তাহার ডীলারসিপিও নাকচ হইতে পারে।

অধিকাংশ ডীলারই এই সকল গুরুতর অপরাধে অপরাধী। ইহা সর্বজন বিদিত এবং প্রশাসন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও ইহা সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন—কিন্তু "বিশেষ কারণের" জন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। আর অভিযোগ আসিলে ধামাচাপা দিবার চেষ্টা করেন। ঐ সকল গুরুতর অন্যায় ও অপরাধ অপেক্ষাও অধিক আর একটি মারাত্মক অপরাধ অনেক এম, আর ডীলার করিয়া থাকেন—তাহা হইল যে ডীলারেরা রেশনের বরাদ্দের পারমিট পাইবার পর সহর বাজারেই কালো বাজারে কোটার মাল বিক্রয় করিয়া দেন এবং সামান্য পরিমাণ মাল দোকানে লইয়া গিয়া সমাজ বিরোধী মাতব্বরদের সরবরাহ করিয়া সন্তুষ্ট রাখেন এবং বাড়িবেলা

বন্ধঘরে ভূয়া ক্যাশ মেমো কাটিয়া ও দোকানে রক্ষিত কাউণ্ডলিতে ক্যাশ মেমো অনুযায়ী মাল বিতরণের ভূয়া বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একেবারে সাধু সাজিয়া বসিয়া থাকেন। অবশ্য দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মত সৎ এম, আর ডীলার নিশ্চয়ই আছেন—যাঁহারা সততা ও নিষ্ঠার সহিত নিজ কর্তব্য পালন করেন। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।

জনসাধারণের মুখের অন্ন লইয়া এইরূপ ছিনিমিনি খেলা আর বরদাস্ত করা হইবে না। সহর ও গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণকে পূর্ণ সজাগ ও সক্রিয় হইতে হইবে—নিজের ন্যায্য প্রাপ্য ষোল আনাই আদায়ের জন্য। প্রশাসন বিভাগকে ও তাঁহাদের সনাতন দুর্নীতি পোষণ নীতি, জনস্বার্থের প্রতি উপেক্ষা ও গণ অভিযোগ ধামা চাপা দিবার ব্যবস্থা প্রভৃতি ত্যাগ করিতে হইবে।

সমগ্র জেলা ব্যাপী এম, আর এর মাল সরবরাহ ও বণ্টন সম্পর্কে এক বিশেষ তদন্তের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে সকল ডীলার ক্ষমাহীন গুরুতর অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে অবিলম্বে তাহাদের ডীলারশিপ নাকচ সহ অন্যান্য শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এম, আর দোকান সম্পর্কে জনসাধারণের অভিযোগ আসিবার পনেরো দিনের মধ্যেই তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া চাই। প্রশাসন বিভাগের নিকট জনসাধারণের ইহা কৃপা বা অনুগ্রহ ভিক্ষা নহে—তাঁহাদের চক্ষে আঙুল দিয়া কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করিয়া দেওয়া হইতেছে। জনসাধারণের অভিযোগ পাইবার পরও কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হইলে বা ধামাচাপার অপচেষ্টা হইলে সংশ্লিষ্ট অফিসারের প্রয়োজনীয় শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এবং এই সম্পর্কে জনসাধারণের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় সমগ্র জেলাব্যাপী এক প্রবল আন্দোলন গড়িয়া তোলার পূর্বপ্রস্তুতি এখনই করিতে হইবে।

এই বিষয়ে জনসাধারণেরও একটি বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে যে যাহার বা যাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইবে তাহা যেন প্রকৃত ঘটনা ভিত্তিক ও প্রমাণযোগ্য হয়।

—•—

পাকিস্তানের সামরিক ডিক্টেটর আয়ুব খানের বিদায়
সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি

পাকিস্তানের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অতি দ্রুত পট পরিবর্তন হইতেছে এবং ঘটনার স্রোত বিচিত্র গতি গ্রহণ করিতেছে। দশ বৎসর ধরিয়া সমগ্র পাকিস্তানে ডিক্টেটারের একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগ করিবার পর ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান প্রেসিডেন্টের পদ তথা শাসনের গদী হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন। অবশ্য আয়ুব খান পদত্যাগ করিয়া সামরিক বাহিনীর উপর রাষ্ট্রের প্রশাসন ভার অর্পণ করিয়াছেন এবং তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে উত্তরাধিকারী তথা সামরিক প্রশাসক মনোনীত করিয়াছেন। আর পাকিস্তানের নূতন জঙ্গী শাসনকর্তা ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পাকিস্তানে জঙ্গী আইন জারী করিয়া সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কোনও প্রকার বিক্ষোভ, আন্দোলন ও বিরূপ সমালোচনা পর্যন্ত কেবল নিষিদ্ধ অপরাধই নহে গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধ রূপে ঘোষণা করিয়াছেন। দেশের সংবাদ পত্রগুলির উপর কঠোর বিধি নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হইয়াছে এবং সীমান্তের কোন ও ফাঁক দিয়া পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ সংবাদাদি যেন বাহিরে না যায় তাহারও নানা প্রকার বজ্র আঁটুনী আঁটিয়াছেন।

সামরিক শাসন কর্তার নূতন আদেশে বেসামরিক নাগরিকগণের নিকট যে সকল বন্দুক, রাইফেল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র আছে তাহা প্রত্যার্পণের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং একমাত্র করাচী সহরেই এইরূপ ১০ হাজারের অধিক পিস্তল, রিভলবার ও রাইফেল জমা পড়িয়াছে। রাইফেল ও বেয়নেটের প্রতাপে এখন সমগ্র পাকিস্তানে শ্মশানের শান্তি বিরাজ করিতেছে।

—•—

পুরুলিয়ায় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কার্য্যসূচী

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েৎ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত আগামী ২রা এপ্রিল সকালে ট্রেনযোগে পুরুলিয়া পৌছিবেন এবং বেলা ১০টার সময় হরিপদ সাহিত্য মন্দির হলে কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত বেকার যুবক সংস্থার আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন। তাহার পর বৈকাল ৪ টার সময় পুরুলিয়া ২নং ব্লকের পোখরিয়া গ্রামে আয়োজিত জনসভায় যোগদান করিবেন।

আগামী ৩রা এপ্রিল সন্ধ্যার ট্রেনে তিনি কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

—•—

কনেষ্টবল পত্নীর অভিযোগ

পাড়া থানার অন্তর্গত কনেষ্টবল শ্রীশক্তিপদ দাঁ এর স্ত্রী শ্রীমতী সুষমা রাণী দাঁ অভিযোগ করিতেছেন যে—তাঁহার স্বামী (শ্রীশক্তিপদ দাঁ) পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল হইতে ১৩।৩।৬৯ তারিখে ডিস্‌চার্জ হইবার পর সেইদিন রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা দশটার সময় পাড়া থানার কার্যে যোগদান করিতে যান—কিন্তু থানার প্রহরারত কনেষ্টবল তাঁহাকে থানা হইতে তাড়াইয়া দেয়। তাহার পরদিন সকাল প্রায় ৬টার সময় তাঁহার স্বামী কার্য্যে যোগদানের উদ্দেশ্যে পুনরায় পাড়া থানায় যাইলে থানার মেজর বু নাকি বলেন যে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশে থানার চৌহদ্দীর মধ্যেও তাঁহার স্বামীর প্রবেশ নাকি নিষিদ্ধ হইয়াছে—সুতরাং কার্য্যে যোগদান করিতে দেওয়া হয় না। উপরন্তু থানায় কনষ্টেবলদের ব্যারাকে সরকারী বাসতে তাঁহার স্বামীর যে নিজস্ব জামা কাপড় আছে তাহাও লইতে চাহিলে তাঁহার স্বামীকে নাকি অনুমতি দেওয়া হয় নাই। এই ভাবে কার্য্যে যোগদান করিতে না দেওয়ায় সমগ্র পরিবার বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীমতী দাঁ আরও অনুযোগ করিয়াছেন যে পুলিস বিভাগে তাঁহার স্বামীর প্রায় ১৭ বৎসর কর্মজীবনে ঘন ঘন বদলী হওয়ায় বিশেষ কষ্ট ও অসুবিধায় পড়িতেছেন।

—•—

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের ৪৮তম
বার্ষিক অধিবেশন

আগামী ২৬শে ও ২৭শে এপ্রিল, শনি ও রবিবার হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের ৪৮তম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সাহিত্য, গ্রন্থাগার ও সঙ্গীত সম্মেলন এবং সঙ্গীত, আবৃত্তি, প্রবন্ধ, বিতর্ক প্রতিযোগিতাদি অনুষ্ঠিত হবে।

বর্ত্তমান বৎসর মহাত্মা গান্ধীর জন্মশত বর্ষ পূর্তি বৎসর হওয়ায় গান্ধী শতবার্ষিকী উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠান হবে। এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক বিশেষ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হবে, যথা—

স্কুলের ছাত্রদের জন্য—
বিষয়—ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর অবদান।

স্কুলের ছাত্রীদের জন্য—
বিষয়—ভারতের নারী জাগরণে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা।

কলেজের ছাত্রদের জন্য—
বিষয়—হিন্দু মুসলমানের ঐক্য তথা সম্প্রদায়িকতা দূরীকরণে মহাত্মা গান্ধীর অবলম্বিত নীতি ও কর্মপন্থার সার্থকতা।

কলেজের ছাত্রীদের জন্য –
বিষয়—মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলন হরিজন সম্প্রদায়ের কতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছে?

বিতর্ক প্রতিযোগিতা—
১। (কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য)
বিষয়—মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত অহিংস সংগ্রামই দুর্গত মানব সমাজের মুক্তি সাধনার একমাত্র পথ।

২। **স্কুলের ছাত্রীদের জন্য—**
বিষয়—মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন দ্বারাই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : আগামী ২০শে এপ্রিলের মধ্যে প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে।

হরিপদ সাহিত্য মন্দির
পুরুলিয়া।

—•—

Regd No. C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No—R. N. 2539/57

We are pleased to Announce the Appointment of
M/s. BICHITRA
Ranchi Road—Purulia
for
Purulia as the Canvasser for
Godrej Steel Furniture for Home, Office Etc.
N, P, Vyas & Co.
Asansol

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে পুরুলিয়া রাঁচি রোডস্থ "বিচিত্রা" প্রতিষ্ঠানকে "গোদরেজ" কোম্পানীর ইস্পাত নির্মিত অফিস এবং গৃহের ব্যবহারোপযোগী আসবাব পত্রের পুরুলিয়া জেলার জন্য প্রচারক নিযুক্ত করিলাম।
এন, পি, ব্যাস এণ্ড কোং
আসনসোল।

গীটার শিক্ষা কেন্দ্র
আধুনিক, হিন্দী ও রবীন্দ্র সঙ্গীত
শিক্ষাদানে—শ্রীমান ভরত চন্দ্র সেন
মেয়েদের জন্য বাড়ীতে গিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং শহরের বাহিরে গিয়েও শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। পত্র লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।
শক্তি সঙ্ঘ ব্যায়ামাগার
(চক্‌বাজার, বড় বাটার পাশে)
সময়—বৈকাল ৪-৩০ হইতে ৬-৩০
বাড়ী :—শ্রীমান ভরত চন্দ্র সেন
জেলখানার মোড়, পুরুলিয়া।

বিজ্ঞপ্তি

ত্রৈলোক্যনাথ সম্পৎ ট্রাষ্ট এষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত পুরুলিয়া নড়িহা মহল্লায় অবস্থিত ৩ কাঠা ১০ ছটাক জায়গা বিক্রয় হইবে। ক্রয়েচ্ছুক ব্যক্তিগণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ১৫।৪ ১৯৬৯ তারিখের মধ্যে সাক্ষাৎ করুন। অথবা লিখুন।

নারায়ণ ব্যানার্জী
রিসিভার
ত্রৈলোক্যনাথ সম্পৎ ট্রাষ্ট এষ্টেট
পুরুলিয়া

পুরুলিয়া মুনসেফডাঙ্গায়
আড়াই কাঠা বা তদোধিক জমি প্লট হিসাবে বিক্রয়
মহানন্দ চক্রবর্ত্তী লেন সদর রাস্তার উপর ইলেকট্রিক লাইট এবং জলের সকল রকম সুবিধা আছে। মোট পরিমাণ ৩ বিঘা। মুক্তি অফিসে যোগাযোগ করুন।

জমি বিক্রয়
পুরুলিয়া শহরে টাটা চাইবাসা রোডের উপর অবস্থিত (হুলমৌতে) একটি প্লট আন্দাজ ২ বিঘা ৮ ফুট বাউণ্ডারী ওয়াল ৫ খান দোকান ঘর ও ১৫" Dice-এ বাঁধান কুয়া সমেত বিক্রি আছে।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৪শে চৈত্র, ১৩৭৫—৭ই এপ্রিল ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬,
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

পঞ্চায়েতের সর্ব্বস্তরের নির্ব্বাচন স্থগিতের নির্দ্দেশ

পানীয় জল ও সেচের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনার প্রস্তুতি

ত্রাণ ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প দুর্নীতিমুক্ত রাখিবার ছঁশিয়ারী

সরকারী ও বেসরকারী মহলে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রীর কর্ম্মব্যস্ততা

পোখরিয়া গ্রামের জনসভায় পঞ্চায়েৎ মন্ত্রীর বিপুল অভ্যর্থনা

গত ২রা এপ্রিল সকালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত পুরুলিয়া আসেন এবং ২রা ও ৩রা এপ্রিল তারিখে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অনুষ্ঠানের মধ্যে দুই দিবস-ব্যাপী কার্য্যসূচি উদ্‌যাপন করেন।

স্থানীয় কালেক্টোরেটে তিনি জেলাশাসক প্রমুখ বিভিন্ন বিভাগীয় অফিসারদের সহিত জেলার বিভিন্ন সমস্যা ও পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করেন। সম্প্রতি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে পঞ্চায়েতের অঞ্চল প্রধান অথবা গ্রামসভার অধ্যক্ষ প্রভৃতি নির্ব্বাচনের যে প্রস্তুতি চলিতেছে—সেই সম্পর্কে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পঞ্চায়েতের সর্ব্বপ্রকার নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিবার নির্দ্দেশ দেন। এই সূত্রে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী জানান যে আগামী জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধনের উদ্দেশ্যে এক নূতন বিল পেশ করা হইবে এবং নূতন পঞ্চায়েতী আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পর আগামী সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ নূতন আইন অনুসারে পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচন হইবে।

এই নূতন পঞ্চায়েতী আইন অনুযায়ী বর্ত্তমান চার স্তরের পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত্তে মাত্র তিন স্তরের পঞ্চায়েৎ যথা, গ্রামসভা, অঞ্চল পঞ্চায়েৎ ও জেলা পরিষদ থাকিবে। অর্থাৎ বর্ত্তমান পঞ্চায়েৎ আইন অনুযায়ী গঠিত আঞ্চলিক পরিষদের বিলোপ সাধন করা হইবে। ইহা ছাড়া নূতন পঞ্চায়েতের সদস্যগণ সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন। সেইজন্য পঞ্চায়েৎ

মন্ত্রী নির্দ্দেশ দেন যেন ইতিমধ্যে ত্রুটিহীনভাবে পঞ্চায়েতের ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়।

সেচ ও পানীয় জলের সমস্যা

পুরুলিয়া সহর ও গ্রামাঞ্চলের পানীয় জল এবং সমগ্র জেলার সেচ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার সূত্রে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী জেলা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন—যে পানীয় জলের জন্য জেলার কত কূপ আছে এবং সেগুলি কি অবস্থায় আছে সেই সম্পর্কে এবং সেচের জন্য পুষ্করিণী, জোড়বাঁধ বা অন্য কোনও প্রকার জলাধারের মাধ্যমে সেচ সমস্যার কতটুকু সমাধান সম্ভব সে বিষয়ে অবিলম্বে সমীক্ষা করা হউক। তাহার পর ঐ সকল তথ্যের ভিত্তিতে সমগ্র জেলার জন্য পানীয় জল ও সেচের উদ্দেশ্যে একটি মাষ্টার প্ল্যান রচনা করিয়া খরাক্লিষ্ট এই জেলার পানীয় জল ও সেচের সঙ্কট মোচনের স্থায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

পোখরিয়া গ্রামে জনসভা

পঞ্চায়েৎ মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে পুরুলিয়া ২নং ব্লকের অন্তর্গত পোখরিয়া গ্রামে এক বিরাট জনসভার আয়োজন হয় এবং সঙ্ঘের বিশিষ্ট কর্ম্মী সর্ব্বশ্রী রামচন্দ্র অধিকারী, হেমচন্দ্র মাহাত, বিমল কুমার মুখার্জ্জী, রথেশ্বর মাহাত প্রমুখেরা এবং স্থানীয় কর্ম্মী শ্রীপরীক্ষিৎ মাহাত এই জনসভার জন্য ব্যাপক প্রচার ও প্রস্তুতি করেন। সভার পার্শ্ববর্ত্তী ২৭টি গ্রামের দুই সহস্রাধিক ব্যক্তি যোগদান করেন এবং বহু সংখ্যক মহিলা শ্রোতার উপস্থিতি এই সভার বৈশিষ্ট্য ছিল।

গত ২রা এপ্রিল বৈকাল ৪ ঘটিকায় পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত পোখরিয়া গ্রামে পৌঁছিলে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। গ্রামের তরুণ ছৌ-নৃত্য শিল্পীরা অশ্বারূঢ় সৈনিকের বেশে রণনৃত্য সহকারে মন্ত্রীমহোদয়কে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করার পর শোভাযাত্রা সহকারে সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। সমগ্র গ্রামটি পত্রপুষ্পে ও বহুবিধ তোরণ দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। তাহার পর শোভাযাত্রা সুসজ্জিত ও সুপরিসর সভামণ্ডপে আসিয়া সমবেত হয়। শ্রীদীলিপ কুমার সিংহ উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করিবার পর সভার কার্য্য সুরু হয়।

প্রথমে লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ-চন্দ্র ঘোষ সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া বলেন যে যুক্তফ্রন্টের শাসন যে প্রকৃতপক্ষে জনগণের শাসন সেই সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনে জনগণের কি অধিকার এবং দায়িত্ব এই উভয় বিষয় সম্পর্কেই সজাগ করিয়া তুলিতে হইবে; আর একটি পরিচ্ছন্ন প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইলে শাসন ও সমাজ ব্যবস্থার সর্ব্বস্তর দুর্নীতি ও অনাচার মুক্ত করিতে হইবে। জন-সাধারণের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে দ্রুত তদন্ত ও প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বনের উপরও তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন।

পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত তাঁহার ভাষণে বলেন যে সুদীর্ঘকালের কংগ্রেসী শাসনে সরকারী কর্ম্মচারীরা দেশের প্রভু এবং মন্ত্রীগণ সরকারী কর্মচারীদের প্রভু এই রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ফলে জনগণও ঐরূপ চিন্তাধারায় ও মনোভাবে অভ্যস্ত। কিন্তু প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেখানে জনগণই সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সেখানে গণ-নির্ব্বাচিত মন্ত্রীরা জনগণের সেবক মাত্র এবং সরকারী কর্মচারীরাও মন্ত্রীদের অধীনস্থ জনগণের সেবক। সুতরাং যুক্তফ্রন্টের শাসন প্রকৃতপক্ষে জনগণের শাসন হওয়ায়

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়

পরিচ্ছন্ন প্রশাসন

পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন ব্যবস্থা ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন করে তোলা সম্পর্কে যুক্তফ্রন্ট অঙ্গীকারবদ্ধ। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার কায়েম হওয়ার ফলে রাজ্যের প্রশাসনকে পরিচ্ছন্ন করে তোলার কাজ সুরু হবে—জনসাধারণের সেই আশা ও দাবী সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। গত বিশ বৎসরের কংগ্রেসী কুশাসনে আমলাতন্ত্রের অস্থি-মজ্জায় দুর্নীতি ও অনাচার এমন নিবিড়ভাবে মিশে আছে যে রাতারাতি এই প্রশাসনকে পরিচ্ছন্ন ও দুর্নীতিমুক্ত করা দুঃসাধ্য; কারণ প্রশাসনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে যে সব আমলারা ঘাঁটি গেড়ে বসে আছেন তাঁদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী যুক্তফ্রন্টের নীতি ও আদর্শের অনুকূল না হলে—রাজ্যে পরিচ্ছন্ন প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন কেবল সময় সাপেক্ষই নয় স্থান, কাল ও পাত্র হিসাবে সেরূপ পরিবর্ত্তনের কোনও সম্ভাবনা নাও থাকতে পারে—সুতরাং যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সেই ক্ষেত্রে কঠোর ও আপোষহীন হতে হবে। এই দিকে যুক্তফ্রন্টের প্রথম পদক্ষেপ হোল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ও পুলিশের ইন্সপেক্টার জেনারেলের অপসারণ।

যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এবং রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলাকে বিপর্য্যস্ত করে তোলার অভিসন্ধিতে কংগ্রেসের দুষ্ট চক্র গত ১৯৬৭ সনের ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি সাধনে পুনরায় বদ্ধপরিকর হয়েছে এবং এই কংগ্রেসী দুষ্ট চক্রের সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের এক শ্রেণীর আমলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও আবিষ্কৃত হয়েছে। তেলিনীপাড়া, রিষড়া, টিটাগড়, দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থানের ঘটনাবলী তার সাক্ষ্য ও প্রমাণ দিচ্ছে—ফলে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কঠোর হস্তে ঐ কংগ্রেসী দুষ্টচক্রকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা নিতে হয়েছে ও হচ্ছে। রাজ্যের সমাজ বিরোধী শক্তিগুলি, প্রশাসনের দুর্নীতিদুষ্ট আমলা এবং ক্ষমতাচ্যুত কংগ্রেসের অশুভ শক্তি—এই ত্রাহস্পর্শ জোট বেঁধে পশ্চিমবঙ্গকে মরণ-কামড় দিতে উদ্যত—সুতরাং যুক্তফ্রন্ট ও যুক্তফ্রন্ট সরকার তথা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষকে এই শয়তানী চক্রের সার্থক মোকাবিলা করার জন্য অতন্দ্র প্রহরীর মত সজাগ, সতর্ক ও সক্রিয় থাকতে হবে।

গ্রাম, অঞ্চল ও ব্লক থেকে জেলা স্তর পর্য্যন্ত প্রশাসন ব্যবস্থার ধারার এখনও বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয় নি। কংগ্রেসী সনাতন ধারাতেই এখনও প্রশাসন চলছে—জনসাধারণের অভাব অভিযোগ পুঞ্জীভূত হচ্ছে—সে সব দিকে কর্ণপাত বা দৃক্‌পাত করার কোনও মনোভাব বা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত চেষ্টা ক্ষুদ্র বা মাঝারী আমলাদের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বিশেষ করে বিগত আর্থিক বৎসরের পরিসমাপ্তিকে উপলক্ষ্য করে মার্চ্চ মাসের শেষ ছুচারদিন ব্লকে ব্লকে, সরকারী অফিসে অফিসে যেভাবে গৌরী সেনের অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হোল—পুকুরচুরি, কুয়াচুরি, রাস্তাচুরি করে ভুয়া বিলের উপর সাচ্চা লেবেল এঁটে লক্ষ লক্ষ টাকা হাত সাফাই হয়ে গেল—সেই দৃশ্য যাদের নজরে এসেছে—তাদের এই ধারণাই হয়েছে যে কংগ্রেসী শাসনের ধারা অন্ততঃ জেলা স্তরে এখনও অব্যাহত ভাবেই চলছে।

এই পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্ত্তন সাধন করতে না পারলে যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে জনগণের যে ধারণা, আশা ও বিশ্বাস রয়েছে তা ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যাবে। খাদ্য সঙ্কট, শিল্পের প্রসার, সেচের সমস্যা, শিক্ষা ডিভাট প্রভৃতি বিবিধ সঙ্কট ও সমস্যার সমাধান সময় সাপেক্ষ এবং এর সঙ্গে আর্থিক সমস্যা তথা রাজ্যের আর্থিক সঙ্গতির প্রশ্ন জড়িত—এটা জনসাধারণ জানে ও বোঝে। সুতরাং রাতারাতি এ সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয়ে যাবে এই অসঙ্গত দাবী কেউ করে না। কিন্তু জনসাধারণের অতি সাধারণ অভাব অভিযোগ সমূহ বা বেপরোয়া দুর্নীতি ও জুলুমের ঘটনা—এই সকল বিষয়ের

দ্রুত তদন্ত ও উপযুক্ত প্রতিবিধান অনতিবিলম্বে হোক—জনসাধারণ এই আশা অতি যুক্তিসঙ্গত ভাবেই করে। আর এই ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে যুক্তফ্রণ্ট সরকার ও যুক্তফ্রণ্টের শরিক দলগুলির যুগ্ম দায়িত্ব আছে : কারণ "ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন প্রশাসন ব্যবস্থার" প্রতিশ্রুতি যুক্তফ্রণ্টই দিয়েছে। সুতরাং জনসাধারণের অভিযোগাবলীর দ্রুত তদন্ত ও প্রতিকার সম্পর্কে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতি জেলা স্তরে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হোক—এবং প্রয়োজনবোধে "ভিজিল্যান্স কমিশনের" জেলা শাখার পুনর্বিন্যাস করে এর পরিধি ও কার্যক্রম প্রয়োজনীয়ভাবে পরিবর্তন সাধন করা হোক। অন্যদিকে যুক্তফ্রণ্টের জেলা কমিটী অথবা জেলা-ভিত্তিক কোনও তদন্ত কমিটী গঠিত হোক যে কমিটি অতি দ্রুত, যথা দুই সপ্তাহের মধ্যে, জনসাধারণের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করে রিপোর্ট দাখিল করবে এবং প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করবে। আর দুই সপ্তাহ তথা ন্যায্য সময়ের মধ্যে সরকারী তদন্ত কমিটী তদন্ত করে রিপোর্ট দাখিল করতে সক্ষম না হলে—যুক্তফ্রণ্ট কমিটীর তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ বাধ্য হবে। যেক্ষেত্রে সরকারী তদন্ত কমিটি ও যুক্তফ্রণ্ট তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট পরস্পর-বিরোধী হবে সেই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার তথা রাজ্য স্তরের তদন্ত কমিটী হস্তক্ষেপ করবে। মোট কথা দুর্নীতি দমন ও জনসাধারণের অতি সাধারণ অভাব অভিযোগ মোচনের জন্য দ্রুত ও কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে যুক্তফ্রণ্ট শাসন সম্পর্কে জনসাধারণের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করতে হবে।

এই পরিচ্ছন্ন প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার দুরূহ কার্য্যে একদিকে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভাকে যেমন নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে—তেমনি নীচে থেকে প্রবল আন্দোলন ও বলিষ্ঠ জনমত গড়ে তুলে গ্রাম থেকে জেলা স্তর পর্য্যন্ত সমগ্র প্রশাসনিক কাঠামোকে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে নিযুক্ত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

অ. চ.

—·—

মৎস্য ধরিবে—খাইবে সুখে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরগুলির মধ্যে যেগুলি সুখী পরিবারের মত বিরাজ করিয়া আসিতেছে—পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য দপ্তর তাহাদের অন্যতম। গভীর জলের মৎস্যের ন্যায় এই বিভাগটি লোক চক্ষুর অন্তরালে এবং হিসাব নিকাশের উর্দ্ধে অর্থাৎ ধরা ছোঁয়ার বাহিরে নির্বিবাদে দিন কাটাইয়া আসিতেছেন।

প্রায় বৎসর চার পূর্ব্বে এই মৎস্য দপ্তর পুরুলিয়া পৌরসভার নিকট হইতে নিবারণ সায়র (সাহেব বাঁধ) মৎস্য চাষের উদ্দেশ্যে ঢালাও প্রতিশ্রুতি তথা সর্ত্তাবলী দেওয়া হয় যে এই সায়রের চারিপার্শ্বে পীচ দেওয়া রাস্তা, বৈদ্যুতিক আলো, ভ্রমণের উপযোগী পার্ক ও বসিবার আসন, দ্বীপগুলির উন্নতি সাধন, সায়রে নৌকা বিহার প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া একেবারে নন্দন কাননের ক্ষুদে সংস্করণে পরিণত করিবেন। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর গত হইতেছে—মৎস্য দপ্তরের এই "ফালতু" প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোনও লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। তবে জনসাধারণের লাভের মধ্যে এই হইয়াছে যে মৎস্য চাষের "বৃহত্তম স্বার্থে" এই সায়রের জল পানের অযোগ্য হইয়াছে—ফলে গ্রীষ্মকালে সহরে পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দিলে মাস ছয়েকের জন্য ইহাকে সংরক্ষিত জলাধার আখ্যা দেওয়া প্রহসনের সামিল হইতেছে।

এই কয় বৎসরে মৎস্য চাষের কি ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা দপ্তরের কর্ত্তারাই জানেন—তবে মৎস্য ধরার অনেক বৈজ্ঞানিক প্রণালী নাকি অবলম্বন করা হইয়া থাকে যাহার ফলে মাছের আঁশ টুকুও জন সাধারণের ভাগ্যে জুটে কি না সন্দেহ—তবে কোনও সরকারী দপ্তরের অনুগৃহীত ব্যক্তিরা সাহেব বাঁধের মাছের স্বাদ গ্রহণ করিয়া ধন্য হন বলিয়া শোনা যায়। পুরুলিয়ার সাহেব বাঁধ ও গড়জয়পুরের রাণীবাঁধ মৎস্য দপ্তরের এই দুটি জমিদারী সম্পর্কে একই মন্তব্য প্রযোজ্য।

সুতরাং মৎস্য চাষের বিরাট পরিকল্পনাকে এই দুটি সায়রের জলে ডুবাইয়া দিয়া লীজ বাতিল করা হউক এবং পানীয় জল সরবরাহের স্বার্থে ইহাদের পুনরায় সংরক্ষিত জলাধার করা হউক।

—·—

বাঙলা ও পুরুলিয়া

—নেপাল চট্টোপাধ্যায়

দেশের মানুষ নিজেদের অধিকার হারিয়ে ফেলেছিল ২০ বছর ধরে। সেই হারানো অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্যেই যুক্তফ্রণ্টের প্রতিষ্ঠা আর কংগ্রেসের বহিষ্কার। যুক্তফ্রণ্ট যদি মানুষের অধিকার অস্বীকার করে কখনও, সেদিন যুক্তফ্রণ্টের বহিষ্কারও অনিবার্য্য হয়ে দেখা দেবে। এই সহজ সত্যটাকে সহজভাবেই গ্রহণ করতে হবে।

যুক্তফ্রণ্টের বিগত ৯ মাসের শাসনে মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে ফ্রণ্টের আন্তরিকতায় ভেজাল নেই, ফ্রণ্ট কখনও জনসাধারণকে ভুলে গিয়ে শেকড় গজানো স্বার্থ-বাদীদের সঙ্গে হাত মেলাবে না। এ বিশ্বাস ছিল বলেই যুক্তফ্রণ্ট আর কংগ্রেসের মাঝখানে আরও দল এবং ব্যক্তি থাকলেও বিভ্রান্ত করা যায় নি জনমতকে।

সুতরাং সাধারণ মানুষ যে গভীর বিশ্বাস স্থাপন করেছে যুক্তফ্রণ্টের ওপর সেই পরম বিশ্বাসের মর্য্যাদা যুক্তফ্রণ্টকে অবশ্যই রাখতে হবে। এ বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা করতে হলে মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে মেনে নিতে হবে শাসনতান্ত্রিক জীবনে। শাসনযন্ত্রের কাছ থেকে মানুষ যেন সুবিচার পায়, সহায়তা পায় এবং পায় বলিষ্ঠ পথনির্দ্দেশ, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে পরিচালিত করতে হবে শাসনকে।

বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে আলাদা করা হচ্ছে মানবিক অধিকার রক্ষার প্রথম পদক্ষেপ। শাসনের লাল চোখ যেন বিচারকে প্রভাবিত করতে না পারে তারই জন্যে প্রয়োজন এই পৃথকীকরণের। মানুষ বিশ বছর ধরে বিচারের নামে বহু প্রহসন দেখেছে। যুক্ত-ফ্রণ্টের এই উদ্যমকে তারা আন্তরিক অভিনন্দন জানাবে।

কংগ্রেস সারা ভারতবর্ষকে শোষণ করে, আমেরিকা-রাশিয়া প্রমুখ বিদেশী রাষ্ট্রের দরাজ সাহায্য লুঠ করে সমৃদ্ধ করেছে গুটিকয়েক পুঁজিপতির টাকার অঙ্কটাকে। ভারতবর্ষের মধ্যে শোষণের বেপরোয়া রাজত্ব তারা করছিল বাংলা দেশেই সবচেয়ে বেশী। বাঙলা থেকে তারা নিয়েছে সবচেয়ে বেশী, দিয়েছে সবচেয়ে কম। বাঙলার শিল্পে বাঙালীর নির্দ্ধারিত কোন স্থান নেই। বাঙালী উদ্বাস্তুকেও তারা চাপিয়ে দিয়েছে বাঙলার এই বিপর্য্যস্ত অর্থনীতির ঘাড়ে। অথচ অন্যান্য প্রদেশ শিল্প থেকে আরম্ভ করে সমস্ত চাকুরীর ক্ষেত্রে নিজেদের ছেলে-দের জন্যে নির্দ্ধারিত কড়া ব্যবস্থা রেখেছে। সরকারী প্রচেষ্টায় কোন নতুন শিল্প এখানে হবে না, তাও সাফ জানিয়ে দিয়েছেন দিল্লীওয়ালারা। সুতরাং সারা বাঙলা-দেশ আজ একটা সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। বাঙলার মরণ-বাঁচনের এই লড়ায়ে সমস্ত বাঙালী জাতি যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পেছনে দাঁড়াবে, যদি যুক্তফ্রণ্ট সরকার দিল্লী-ওয়ালাদের এই স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধের চেষ্টা করেন।

সারা বাঙলার সমস্যার বুকে পুরুলিয়া জেলার সমস্যাটা আলোচনা করা যাক। আমরা জানি এবং যুক্তফ্রণ্ট সরকারও জানেন যে সার্বিক সমৃদ্ধির সমস্ত উপাদান বুকে নিয়েও অবহেলিত পুরুলিয়া ভিখারীর মতো দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘকাল ধরে। পুরুলিয়ার উন্নয়ন সরকারের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলেই বুঝতে পারি যুক্তফ্রণ্ট পুরুলিয়া সম্পর্কে অবহিত আছেন। কারিগরী বিদ্যায় ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত বেকারের সংখ্যা এখানে প্রায় ২৫০ জন। ডিপ্লোমাহীন পারদর্শী বেকার কারিগরের সংখ্যাও প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ জন। জেলায় কোন শিল্প সংস্থা নেই। সাঁওতালডি' প্রকল্পে ভূমিহীনদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে বললেও আসলে প্রকল্পের বলি এইসব ভূমিহীনরাও সেখানে বিশেষ সুযোগ পাচ্ছেন না। অথচ দুর্গাপুর বার্ণপুর—কল্যাণপুরের শিল্পাঞ্চলে পুরুলিয়ার ছেলেদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত। কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তাই এবার বলি। এখানকার কয়েকটি ছেলে ঐ অঞ্চলে চাকুরীর আশায় গিয়েছিল। তাদের বলা হয়েছে আসানসোলের নিয়োগ-কেন্দ্রে নাকি নাম রেজেষ্ট্রী করাতে। কয়েকজন তাই করিয়েছে, কিন্তু কোন সুযোগ আজ অবধি তাদের সামনে আসেনি। নিয়োগের ক্ষেত্রে বাঙলাদেশের মধ্যেই কোন জেলাওয়ারী নির্দ্ধারিত সীমা অথবা নিয়ন্ত্রণ আছে কিনা জানি না। তবে পুরুলিয়ার ছেলেকে ঐ শিল্পাঞ্চলে চাকুরী পাবার জন্যে যদি আসানসোলে নাম নথিভুক্ত করতে হয়, তবে নিশ্চয় স্থানিক ভিত্তিতে একটা নিয়ন্ত্রণ

আছে বলেই মনে হয়। যদি তা' হয়, তবে আমাদের দাবী, যতদিন পুরুলিয়ায় কোন উল্লেখযোগ্য শিল্পোদ্যোগ দেখা না দিচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশের সমস্ত শিল্পাঞ্চলে এখানকার ছেলেদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। শিল্পপতিরা যদি এখানে শিল্প-প্রতিষ্ঠায় অনাগ্রহী হন, তবে ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ব্যাপক ও উদার অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। কাটলারিতে পুরুলিয়ার একটা ঐতিহ্য আছে। কয়েকজন এই ক্ষেত্রে ব্যবসা করে বেশ লাভবান হচ্ছেন। সারা ভারতবর্ষে এর বাজার আছে। সুতরাং এই ঐতিহ্য অবলম্বন করে এখানে ক্ষুদ্র-শিল্পের ব্যাপক প্রসার হতে পারে যদি অকৃপণ সরকারী সহায়তা থাকে। এখানে ডলোমাইট, চীনা ক্লে, তামা চুনাপাথর প্রভৃতি যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আছে সেই গুলিকে ভিত্তি করে নানা শিল্প গড়ে উঠতে পারে তার জন্যেও সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে।

সাধারণ চাকুরীর ক্ষেত্রেও পুরুলিয়ার ছেলেরা অবহেলিত। এখানকার সরকারী বিভাগগুলিতে বাহিরের লোকের সংখ্যাই বেশী। কয়েকটি বিভাগে শিয়নের চাকুরীতেও বাইরে থেকে লোক আনা হয়েছে। এইভাবে সাধারণ চাকুরীর ক্ষেত্রে বঞ্চিত করা হচ্ছে পুরুলিয়ার ছেলেদের। দিল্লী শোষণ করছে, বঞ্চিত করছে বাঙলাকে, বাঙলা বঞ্চিত করছে পুরুলিয়াকে। মনের শোষণ বন্ধ করতে হবে আগে, নইলে বাইরের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জোরদার হবে না কখনও।

আমরা জানি, ২০ বছর ধরে যে মাথামোটা (উভয় অর্থে) শোষণ ব্যবস্থা বাঁচিয়ে রেখেছিল কংগ্রেস, তারই বিষময় ফল আজকের এই অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়। পুরুলিয়ার বিপর্য্যয়ও তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তবু যুক্তফ্রন্টের কাছে আমরা যা প্রত্যাশা করি, দাবী আমাদের সেই টুকুই। অপরিহার্য্য ক্ষেত্র ছাড়া এখানকার সাধারণ চাকুরীর ক্ষেত্রে পুরুলিয়ার ছেলেদের অগ্রাধিকার স্বীকার করতে হবে। বাঙলার শিল্পাঞ্চলে এখানকার ছেলেদের জন্যে সংরক্ষিত চাকুরীর ব্যবস্থা করতে হবে। সাঁওতালডি প্রকল্পে যাতে প্রকৃত ভূমিহীনরা সুযোগ পান তা দেখতে হবে এবং বাড়তি ক্ষেত্রে স্থানীয় বেকার ছেলেদের সুযোগ দিতে হবে।

বাঙলা ও বাঙালীর বাঁচার লড়াই সামনে রয়েছে। এই লড়াইকে সামনে রেখে পুরুলিয়ার বাঁচার অধিকারকে মেনে নিতে হবে, যাতে বৃহত্তর লড়াইয়ে পুরুলিয়া দেখা দিতে পারে শক্তিশালী সৈনিকের ভূমিকায়।

———•———

কেশরগড়ে নীরা তথা তালগুড় শিল্পের জন্ম

(শ্রীযাত্রামোহন নাথ)

তালগুড় শিল্প পুরুলিয়া জেলায়ও প্রসার লাভ করছে এবং সেই সূত্রে কেশরগড়ে এবার নূতন পরীক্ষা হলো।

এবারকার ঘটনা হলো যে পুরুলিয়া জেলার পাড়া ও হুড়া থানার কিছুটা অংশে তাড়ির লাইসেন্স বন্ধ রাখার জন্য গত নভেম্বর (১৯৬৮) মাসে জেলার একসাইজ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মহাশয়কে অনুরোধ জানালে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন—গত এপ্রিলেই উহার ডাক হয়ে গেছে এখন তিনি অপ্রস্তুত—তবে পরের বছর যথাসময়ে তাঁকে জানানো হলে তাহার একটা ব্যবস্থা করা হবে। বলা বাহুল্য তালগুড় শিল্পের প্রধান প্রতিবন্ধক তাড়ী মদের লাইসেন্স—সেই জন্যই এই আইন হয়েছে যে যেখানে তালগুড় শিল্প কেন্দ্র বা শিক্ষণ কেন্দ্র করা হয়—তার একমাইল পরিধি মধ্যে বা আশেপাশে তাড়ী মদের কোনও লাইসেন্স দেওয়া হবে না।

এদিকে হুড়া থানার বনাঞ্চল কেশরগড় গ্রামে প্রচুর খেজুর গাছ রয়েছে খবর পেয়ে স্থানীয় ব্যক্তিগণের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এবং এরূপ একটা নূতন শিল্পের প্রতি তাঁদের আগ্রহ দেখে তথা খেজুর গুড় উৎপাদন তথা শিল্প শিক্ষণ কেন্দ্র করা হবে স্থির হয়। কিন্তু নানাকারণে তথায় যেতে একটু বিলম্ব হওয়ায় অন্যান্যবারের ন্যায় এবার তাড়ীওয়ালা ওখানে গিয়ে কাজ আরম্ভ করে দেয়। এ অবস্থা দেখে এক হতাশার সৃষ্টি হয়। তবু বহু খেজুর গাছ রয়েছে আর স্থানীয় সকলের আশ্বাস পেয়ে নূতন সাহসে ভর করে—ছয়জন শিক্ষার্থী নিয়ে কাজ আরম্ভ করা হয়। পাশাপাশি অন্য এক অংশে গতবারের শিক্ষাপ্রাপ্ত চারজনকে দিয়ে খেজুর গুড় উৎপাদনের

কাজের সঙ্গে নীরা তথা সুমিষ্ট খেজুরের রস বিক্রয়ের পরামর্শ দেওয়া হয়।

খেজুর গুড় শিল্প শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য সরকারী বন বিভাগের অধিকর্ত্তা মহাশয় পচিশটা খেজুর গাছ বিনা শুল্কে ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। এদিকে একরূপ তোড়জোড় আর জন সাধারণের সেরূপ সক্রিয় সহযোগিতা বা তাড়ির প্রতি নেশা বা আগ্রহটা হালকা হয়ে উঠার ফলে মাঝখানেই তাড়িওয়ালা তার তল্পীতল্পা গুটিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এজন্য এক্ষেত্রে "নীরা তথা তালগুড় শিল্পের" জয় জয়কার বলে গণ্য করা হয়।

উক্ত শিক্ষা কেন্দ্রে ছয় জন শিক্ষার্থী সর্ব্বশ্রী কার্ত্তিক পরামাণিক, নিতাই সহিস, সতীশ বাউরী, কল্যাণ লোহার, নাক সর্দার, মহাদেব মাঝি একত্রে ৭৫টি খেজুর গাছ নিয়ে নিজ খরচে ৮১ দিনে মোট ৩২১৬'০০০ কেজি নীরা হতে—

১। নীরাশ—৪৮'৬৫০ গ্রাম
২। পাটালী—৬২'২০০ গ্রাম
৩। দানা গুড়—৩৪৩'১০০ গ্রাম

সর্ব মোট ৪৬১ কেজির মত খেজুরী গুড় প্রস্তুত করে লাভবান হন; গাছের ভাড়া ও অন্যান্য খরচ মিটিয়ে বাকী গুড় নিজেরা নিয়ে যায়। উল্লেখ থাকে যে "খাদি গ্রামোদ্যোগ বোর্ডের" তরফ হতে শিক্ষার্থীদের ৫০ পঞ্চাশ টাকা হিসাবে তিন মাস বৃত্তি দেওয়া হয়।

তা ছাড়া পাশাপাশি চারি জন উৎপাদক শিল্পী গত বারে শিক্ষাপ্রাপ্ত সর্ব্বশ্রী গঙ্গাধর মাঝি, ভিখা মাঝি, নলিন সহিস ও মনবোধ মাঝি একত্রে ৭৫টি খেজুর গাছ নিয়ে নিজ খরচায় ১। পাটালী—১০২'৭৫০ গ্রাম
২। নীরাশ—২৫৩'৭৫০ গ্রাম
৩। দানা গুড়—৪৮৩'৫০০ গ্রাম

সর্ব মোট ৪৫৭৩০ কেজি নীরা হতে ৮৪০'০০০ কেজি খেজুরী গুড় উৎপাদন করেন। ৫৬৮ কেজির মত গুড় ও কিছু নীরাতে মোট ১০০৭'৭৮ পয়সা নগদে বিক্রী করেন। গাছের ভাড়া ও অন্যান্য খরচ গুড় দিয়ে মিটিয়ে অবশিষ্ট গুড় সুবিধা মত দরে বিক্রয়ার্থে নিজেদের হাতে মজুত রাখেন।

———•———

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

গত ৩০শে মার্চ্চ তারিখে মানবাজার থানার বারী গ্রামে দ্বিপ্রহরে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে যাবার ফলে ৩৫টি পরিবারের ৬৩ গৃহ পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া যায়। প্রায় ২০০ দুই শত ব্যক্তি একরূপ সর্ব্বস্বান্ত ও নিরাশ্রয় হয়।

কোন জীবনহানীর সংবাদ পাওয়া যায় নাই এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও এখন হিসাব করা যায় নাই।

গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে পুরুলিয়া মফঃস্বল থানার পাড়কিডি গ্রামে সন্ধ্যার সময় আগুন লাগে এবং ১৫টি গৃহ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। গ্রামে অগ্নি নির্ব্বাপনের উপযুক্ত কোনও জলাশয় না থাকায় সারা রাত্রি ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও আগুন নেভানো সম্ভব হয় নাই। এই গ্রামে কিছু গবাদি পশু দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বারী ও পাড়কিডি উভয় গ্রামের দুঃস্থ পরিবারদের সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যাদি প্রেরণ করা হয়। স্থানীয় বেড ক্রশ সংস্থা হইতে চাল, গুঁড়া দুধ, বস্ত্র এবং কিছু নগদ টাকাও আর্ত্তদের সাহায্য হিসাবে প্রদান করা হয়।

———•———

পুরুলিয়া জেলায় সরকারী খাদ্য শস্য সংগ্রহ অভিযান

এই বৎসর পুরুলিয়া জেলায় খাদ্য শস্য সংগ্রহের নির্দ্ধারিত লক্ষ্যের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ পূর্ণ হওয়ায় এক বিশেষ সাফল্য অর্জিত হইল। এই বৎসর এই জেলায় খাদ্যশস্য সংগ্রহের নির্দ্ধারিত লক্ষ্য ছিল ৩০ হাজার মেট্রিক টন এবং গত মার্চ্চ মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত সংগৃহীত খাদ্য শস্যের মোট পরিমাণ হইল ২৪ হাজার মেট্রিক টন। গত ১৯৬৮ সালে এই জেলায় মোট ২৩ হাজার মেট্রিক টন চাল সংগৃহীত হয় এবং গত বৎসরের সংগ্রহের পরিমাণ ছিল মোট ১৮০০০ মেট্রিক টন।

এই বৎসর (সরকারী মতে) গত বৎসর অপেক্ষাও শতকরা ২০ ভাগ কম খাদ্য উৎপাদন হইলেও ইতিমধ্যে গত বৎসর অপেক্ষা ৬০০০ মেট্রিক টন অধিক চাল

সংগৃহীত হইয়াছে। পুরুলিয়া জেলায় প্রায় ৭ লক্ষ একর কৃষি যোগ্য জমির উৎপাদন হইতে জেলার ১৬ লক্ষ অধিবাসীর ভরণ পোষণ করিতে হয়। বলা বাহুল্য পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্রতম জেলা এবং একমাত্র ধান ব্যতীত অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য ফসল উৎপন্ন হয় না। ফলে দরিদ্র চাষীদের জীবিকা সংস্থানের অন্য কোনও বিকল্প উপায় না থাকায় ফসল উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে মহাজনের দেনা, সংসারের অন্যান্য খরচ প্রভৃতি মিটাইবার জন্য উৎপন্ন ধানচালের অধিকাংশ ভাগ বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হয়। আর বৎসরের সঙ্কট সময়েও তাহারা সস্তাদরের নিকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্য শস্য ক্রয় করিয়া কোনও মতে জীবন ধারণ করে অথবা কাজের আশায় জেলা ত্যাগ করিয়া কোলিয়ারী অঞ্চলে চলিয়া যায়।

এই বৎসর ৪১টি সমবায় সমিতি ও ১৫টি চালকল সহ ১৫৭ জন ডি, পি এজেন্টের মাধ্যমে খাদ্য কার্পোরেশন ২০টি ব্লক হইতে খাদ্য শস্য সংগ্রহ করে। জেলার বিভিন্ন স্থানে ১৫৩টি প্রধান চাল ক্রয় কেন্দ্র এবং ৮৬টি উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ১০ একরের অধিক কৃষি জমি বিশিষ্ট ৫৬৪০ জন বড় চাষীর উপর লেভী নোটীশ জারী হয় এবং লেভী ধার্য্য ৮০৩২ মেট্রিক টন চালের মধ্যে এই পর্য্যন্ত ৩০০০ হাজার মেট্রিক টন চাল সংগৃহীত হইয়াছে। লেভীর ধান দিবার সময় ৩১শে মার্চ হইতে ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই বৎসর পুঞ্চা থানা হইতে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ অর্থাৎ ৩০৪৮ মেট্রিক টন চাল সংগৃহীত হইয়াছে। মানবাজার ১নং ব্লকের স্থান দ্বিতীয় অর্থাৎ ২৯৮৭ টন।

—— • ——

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীরা জনগণের সেবক রূপেই নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন—জনগণের প্রভু হিসাবে নহে। আর এই যুক্তফ্রন্টের শাসনে সর্ব্বস্তরের সরকারী কর্মচারীকেও জনগণের সেবক-রূপেই প্রশাসনিক কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে এবং এই কর্তব্যের ত্রুটি হইলে অর্থাৎ কংগ্রেসী আমলের পুরাতন অভ্যাস অনুযায়ী জনগণের প্রভু সাজিবার চেষ্টা করিলে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

পুরুলিয়া জেলার বিশেষ পরিস্থিতিতে যে সকল ত্রাণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে বা হইতেছে সে সম্পর্কে কঠোর হুঁসিয়ারী প্রদান করিয়া পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী বলেন যে পূর্ব্বতন ধারা অনুযায়ী সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং তাঁহাদের বেসরকারী এজেন্টরা যদি কোনও প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন—তবে উভয় পক্ষই সমভাবে দণ্ডনীয় হইবেন। প্রতি ব্লকে ব্লকে কাজ কর্ম্মের উপর কঠোর দৃষ্টি রাখার এবং জনগণের অভিযোগ সম্পর্কে দ্রুত তদন্তের আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি আরও সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে দুর্নীতিকে ধামাচাপা দিবার সকল প্রচেষ্টাকেই ব্যর্থ করা হইবে এবং অতীতে অনুষ্ঠিত দুর্নীতির নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদি পাওয়া যাইলে সে সম্পর্কেও অপরাধীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনে ত্রুটি হইবে না।

—— • ——

ভারতের জাতীয় সপ্তাহের মহান আহ্বান

৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিলের সপ্তাহব্যাপী কর্ম্মতালিকা

গান্ধী শতাব্দী বৎসরে জাতীয় সপ্তাহের বিশেষ তাৎপর্য্য

১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল আসমুদ্র হিমাচল ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহাসিক সংকল্প এবং ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের নৃশংস হত্যাকাণ্ড তথা সহীদের আত্মদানের রক্ত তিলকে জাতির অপরাজেয় সংগ্রামের জয়যাত্রায় নূতন দীক্ষা।

যে মহান নেতা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারত মুক্তি সাধনার মহান মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দেশের শৃঙ্খল মুক্তির জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে—আজ স্বাধীন ভারতে সেই বরণীয় নেতা গান্ধীজীর জন্মশতবর্ষ পূর্ত্তি বৎসরে এই জাতীয় সপ্তাহ পালনের এক বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য রহিয়াছে।

এই জাতীয় সপ্তাহের মহান স্মৃতি ও জালিয়ানওয়ালাবাগের জাতীয় দীক্ষা আমাদের জীবনে সার্থক হউক।

নিবেদিকা—লাবণ্যপ্রভা ঘোষ
পরিচালিকা—লোক সেবক সংঘ

শিক্ষক চাই

মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সিনিয়র বেসিক বিভাগের প্রধান শিক্ষকের পদে একজন শিক্ষক পোষ্ট্ গ্র্যাজুয়েট বেসিক ট্রেনড্ অথবা বি টি পাশ করা একজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী প্রয়োজন। পল্লী জীবন যাপনে আগ্রহী, বুনিয়াদী শিক্ষায় শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও কর্মঠ শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর আবেদনে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

আগামী ১৪ই এপ্রিলের ভিতর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত
সঞ্চালক
জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়
পোঃ—মাঝিহিড়া
পুরুলিয়া

—— • ——

ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট

পুরুলিয়া ফোন নং ২৩৪

নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে হায়ার সেকেণ্ডারী বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেওয়ার পরই ভর্ত্তি হওয়া চলে। ভর্ত্তির আসন সীমীত।

১। সর্টহ্যাণ্ড ২। টাইপরাইটিং
৩। টেলিগ্রাফী এ, এস, এম কোর্স
৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।

গভর্ণমেন্ট অফিস ও রেলওয়ে হইতে প্রতিনিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে। মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনসেশন দেওয়া হয়। —বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

রাখহরি চট্টোপাধ্যায়
প্রিন্সিপাল

শিক্ষক চাই

বড়গ্রাম প্রস্তাবিত হাই স্কুলের জন্য একজন B. A. শিক্ষক চাই। ১২।৪।৬৯ তারিখের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করুন। বেতন সরকার অনুমোদিত হারে।

সেক্রেটারী
বড়গ্রাম প্রস্তাবিত হাই স্কুল
পোষ্ট—বড়গ্রাম।

বাড়ী বিক্রয়

তিন কাঠা জায়গার উপর একতলা দালান এক কুটরী, খোলার বড় ঘর ৩টি, কুয়া, পায়খানা, ইলেকট্রিক লাইট-সহ মুনসেফডাঙ্গা, পুরুলিয়াতে একটি বাড়ী বিক্রী আছে। নিম্ন ঠিকানায় খোঁজ করুন।

ব্রাঞ্চ ইনচার্জ্জ
ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী,
পুরুলিয়া।

বিশেষ ঘোষণা

১। আগামী ৯ই এপ্রিল ১৯৬৯ সকাল ৯টার সময় বাঘমুণ্ডি তহশীল কাছারীতে বাঘমুণ্ডি থানার অন্তর্গত সরকারের খাসাধীন কালিমাটি সাপ্তাহিক হাট ১৯৬৯-৭০ সালের জন্য নিলাম ডাকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য সদর এস. এল, আর, ও অফিস এবং জে, এল, আর, ও বরাবাজার অফিসে অনুসন্ধান করুন।

২। আগামী ১১ই এপ্রিল, ১৯৬৯ সকাল ৯টার সময় সরকারের খাসাধীন ঘাটকুল ফেরী-ঘাট, দামোদর ১৯৬৯-৭০ সালের জন্য নিলামডাকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য রঘুনাথপুর জে, এল, আর, ও অফিসে অনুসন্ধান করুন।

তারিখ ৩।৪.৬৯ অতিরিক্ত জেলা সমাহর্ত্তা
পুরুলিয়া।

Regd No. C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No—R. N. 2539/57

পুরুলিয়া মুনসেফডাঙ্গায়

আড়াই কাঠা বা ততোধিক জমি প্লট হিসাবে বিক্রয়

মহানন্দ চক্রবর্ত্তী লেন সদর রাস্তার উপর ইলেকট্রিক লাইট এবং জলের সকল রকম সুবিধা আছে। মোট পরিমাণ ৩ বিঘা। মুক্তি অফিসে যোগাযোগ করুন।

জমি বিক্রয়

পুরুলিয়া শহরে টাটা চাইবাসা রোডের উপর অবস্থিত (তুলমীতে) একটি প্লট আন্দাজ ২ বিঘা ৮ ফুট বাউণ্ডারী ওয়াল ৫ খান দোকান ঘর ও ১৫" Dice-এ বাঁধান কুয়া সমেত বিক্রি আছে।

গীটার শিক্ষা কেন্দ্র

আধুনিক, হিন্দী ও রবীন্দ্র সঙ্গীত

শিক্ষাদানে—শ্রীমান ভরত চন্দ্র সেন

মেয়েদের জন্য বাড়ীতে গিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং শহরের বাহিরে গিয়েও শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। পত্র লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।

শক্তি সঙ্ঘ ব্যায়ামাগার
(চক্‌বাজার, বড় বাটার পাশে)
সময়— বৈকাল ৪-৩০ হইতে ৬-৩০
বাড়ী :— শ্রীমান ভরত চন্দ্র সেন
জেলখানার মোড়, পুরুলিয়া।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে পুরুলিয়া রাঁচি রোডস্থ "বিচিত্রা" প্রতিষ্ঠানকে "গোদরেজ" কোম্পানীর ইস্পাত নির্মিত অফিস এবং গৃহের ব্যবহারোপযোগী আসবাব পত্রের পুরুলিয়া জেলার জন্য প্রচারক নিযুক্ত করিলাম।

এন, পি, ব্যাস এণ্ড কোং
আসানসোল।

We are pleased to Announce the Appointment of
M/s BICHITRA
Ranchi Road—Purulia
for
Purulia as the Canvasser for Godrej Steel Furniture for Home, Office Etc.
N, P, Vyas & Co.
Asansol

বিজ্ঞাপন

পুরুলিয়া জিলা পরিষদের অধীন আড়ষা ভবানীপুর জুনিয়র হাই স্কুলের জন্য মাসিক ১১০ টাকা বেতনে যথাক্রমে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক অস্থায়ী সহকারী শিক্ষক দরকার।

৩০।৪।৬৯ তারিখের মধ্যে চেয়ারম্যান পুরুলিয়া জিলা পরিষদের নিকট আবেদন করুন।

এ, কে, পাইন
নির্ব্বাহী আধিকারিক
পুরুলিয়া জিলা পরিষদ

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত-প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
১৩শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১লা বৈশাখ, ১৩৭৬—১৪ই এপ্রিল ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তের প্রতিবাদে
পুরুলিয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত সর্ব্বাত্মক হরতাল
স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, যানবাহন, সরকারী কার্য্যালয় সব স্তব্ধ

কলিকাতায় নিকটস্থ কেন্দ্রীয় সরকারের কাশীপুর গান ও শেল ফ্যাক্টরীতে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী কর্ত্তৃক বিনা প্ররোচনায় ও সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে গুলি চালনা করিয়া ৭ জন শ্রমিককে নিহত করার বিরুদ্ধে গত ১০ই এপ্রিল তারিখে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী সর্ব্বাত্মক হরতাল প্রতিপালিত হয়। রাষ্ট্রিয় সংগ্রাম সমিতি, হিন্দ মজদুর সভা এই হরতাল আহ্বান করেন এবং যুক্তফ্রন্ট সমর্থন করেন। সেই অনুযায়ী অতি অল্প নোটীশের ব্যবধানে পুরুলিয়াতেও হরতাল আহ্বান করা হয়। গত ১০ই এপ্রিল তারিখে পুরুলিয়াতে স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্ব্বাত্মক হরতাল ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়। স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, হাটবাজার, ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স, যানবাহন এমন কি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, পোষ্ট অফিস, ইনকাম ট্যাক্স অফিস প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলিও বন্ধ থাকে। রিক্সা, মোটর, ট্রাক, বাস প্রভৃতি যানবাহন এবং মালবাহী ও যাত্রীবাহী ট্রেনগুলিও সব বন্ধ থাকে। একমাত্র পাটনা-টাটা এক্সপ্রেস ভোরবেলা আসিয়া পুরুলিয়া ষ্টেশনে কয়েক ঘণ্টা আটক থাকে এবং অনেক পরে উর্দ্ধতন রেল কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ পাওয়ার পর টাটা অভিমুখে যাত্রা করে। কেবলমাত্র মফঃস্বল হইতে পুরুলিয়াগামী কয়েকটি বাস যাহা বোম্বাই হইয়া পুরুলিয়া আসে—কিন্তু পুরুলিয়া হইতে কোনও বাস না ছাড়ায় বহু যাত্রী আটক হইয়া বিশেষ কষ্ট ও অসুবিধায় পড়েন। সহরের সর্ব্বত্র শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল প্রতিপালিত হয়। অবশ্য দুএকটি স্থানে সামান্য অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে।

জনসভা

হরতালের দিন বৈকালে ৫ ঘটিকায় স্থানীয় নেতাজী সুভাষ পার্কে এক জনসভা আহূত হয়। এই জনসভায় শ্রীমতাদের মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনে আইন ও শৃঙ্খলাকে বিপর্য্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে এবং দুর্গাপুর, কাশীপুর প্রভৃতি কারখানায় কেন্দ্রীয় সিকিউরিটী পুলিশ কর্ত্তৃক নৃশংসভাবে গুলি করিয়া শ্রমিকদের হত্যা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার উপর অবৈধ হস্তক্ষেপের কেন্দ্রীয় সরকারী চক্রান্তের তীব্র সমালোচনা করিয়া বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

গীটার শিক্ষা কেন্দ্র

আধুনিক, হিন্দী ও রবীন্দ্র সঙ্গীত

শিক্ষাদানে—শ্রীমান ভরত চন্দ্র সেন

মেয়েদের জন্য বাড়ীতে গিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং শহরের বাহিরে গিয়েও শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। পত্র লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।

শক্তি সঙ্ঘ ব্যায়ামাগার

(চকবাজার, বড় বাটার পাশে)

সময়—বৈকাল ৪-৩০ হইতে ৬-৩০

বাড়ী :—শ্রীমান ভরত চন্দ্র সেন

জেলখানার মোড়, পুরুলিয়া।

ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট

পুরুলিয়া ফোন নং ২৩৪

নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে হায়ার সেকেণ্ডারী বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেওয়ার পরই ভর্ত্তি হওয়া চলে। ভর্ত্তির আসন সীমীত।

১। সর্টহ্যাণ্ড ২। টাইপরাইটিং

৩। টেলিগ্রাফী এ, এস, এম কোর্স

৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।

গভর্ণমেন্ট অফিস ও রেলওয়ে হইতে প্রতিনিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে। মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনসেশন দেওয়া হয়। —বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

রাখহরি চট্টোপাধ্যায়

প্রিন্সিপাল

জমি বিক্রয়

পুরুলিয়া শহরে টাটা চাইবাসা রোডের উপর অবস্থিত (তুলমীতে) একটি প্লট আন্দাজ ২ বিঘা ৮ ফুট বাউণ্ডারী ওয়াল ৫ খান দোকান ঘর ও ১৫" Dice-এ বাঁধান কুয়া সমেত বিক্রি আছে।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে পুরুলিয়া রাঁচি রোডস্থ **"বিচিত্রা"** প্রতিষ্ঠানকে "গোদরেজ" কোম্পানীর ইস্পাত নির্মিত অফিস এবং গৃহের ব্যবহারোপযোগী আসবাব পত্রের পুরুলিয়া জেলার জন্য প্রচারক নিযুক্ত করিলাম।

এন, পি, ব্যাস এণ্ড কোং

আসানসোল।

We are pleased to Announce the Appointment of

M/s. BICHITRA

Ranchi Road—**Purulia**

for

Purulia as the Canvasser for

Godrej Steel Furniture for Home, Office Etc.

N. P. Vyas & Co.

Asansol

পুরুলিয়া মুনসেফডাঙ্গায়

আড়াই কাঠা বা ততোধিক জমি প্লট হিসাবে বিক্রয়

মহানন্দ চক্রবর্ত্তী লেন সদর রাস্তার উপর ইলেকট্রিক লাইট এবং জলের সকল রকম সুবিধা আছে। মোট পরিমাণ ৩ বিঘা। মুক্তি অফিসে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদকীয়

শুভ নববর্ষ

আজ শুভ পয়লা বৈশাখ। কালের চক্রের পূর্ণ আবর্ত্তনে একটি বৎসর গত হোল এবং নূতনের জয়যাত্রা ঘোষণার জন্য আবার নূতন বৎসরের প্রথম দিন বহু আশা, আকাঙ্খা ও আনন্দের পসরা নিয়ে আমাদের জীবনে আবির্ভূত হোল।

গত বৎসরের পর্ব্বত প্রমাণ দুঃখ দৈন্য, হতাশা বঞ্চনা, বাধা ও বিপত্তির তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যেও আমরা এক সর্ব্ব-দুঃখ-হর সুখ-স্মৃতির স্বাদও পেয়েছি এবং তার জেরও এখনও রয়েছে। আমাদের দুঃখের তামস রজনী ভোর হয়ে নবীন দিনের সর্ব্বপাপঘ্ন তরুণ অরুণের স্বর্ণাভ রশ্মি আমাদের প্রাণ আশা ও আনন্দে উদ্ভাসিত করেছে। সেই দিবাকরদীপ্ত প্রভাত সঙ্গীতের সুর মূর্চ্ছনার মধ্যে নববর্ষের প্রথম দিনের জয়যাত্রা সুরু হোল। আমাদের অতীত দিনের যত গ্লানী, পাপতাপ, দুঃখ ও বেদনা হরণ করে নূতন বৎসর আমাদের সকলের জীবন আনন্দ ধ্বনিতে মুখরিত করুক; সঞ্জীবনী মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করুক; আশা ও আকাঙ্খাকে মূর্ত্ত করে তুলুক—এই প্রার্থনা।

সকলের যাত্রা শুভ হোক; জীবন নিরাময় হোক; উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোক এবং সকল শুভ প্রচেষ্টা সার্থক হোক—নববর্ষে সকলের প্রতি এই আমাদের সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা!

অ. চ.

—·—

বৈশ্বানরের ধ্বংসলীলা

খরা ক্লিষ্ট এই জেলা নিদাঘের প্রচণ্ড দাবদাহে এখন শুষ্ক বারুদ স্তূপের মতই দাহ্য ও বিস্ফোরণশীল। সামান্য একটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গ মুহূর্ত্তের মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে সমগ্র গ্রাম বা জনপদকে ভস্মস্তূপে পরিণত করে দিতে পারে। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে এক দিকে গ্রামবাসীদের যেমন বিশেষ সাবধান ও সতর্ক থাকতে হবে—যাতে সামান্য একটু অসাবধানতাজনিত ত্রুটির ফলে সর্ব্বনাশ ঘটতে না পারে; অন্যদিকে তেমনি প্রশাসনের দিক থেকেও অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় দুর্ঘটনা মোকাবিলা করার উপযুক্ত দস্তুরমত কোনও ব্যবস্থার যাতে ত্রুটি না থাকে।

গ্রীষ্মকাল বা তার কিছু পূর্ব্ব থেকেই এই জেলার অধিকাংশ স্থানের কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় প্রায় শুষ্ক হয়ে যায়; ফলে অগ্নিকাণ্ডের সময়ে জলের ব্যবস্থা করা এক কঠিন সমস্যারূপে দেখা দেয়। সেই জন্য পুরুলিয়ার মত জেলায় "ফায়ার ব্রিগেড" তথা অগ্নি-নির্ব্বাপক যান্ত্রিক জরুরীকালীন ব্যবস্থা একান্তই প্রয়োজন। যদিও পুরুলিয়ার মত জেলার প্রয়োজনের তুলনায় ওই ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল বলে মনে হলেও--যেখানে একেবারে কোনও ব্যবস্থাই নেই—সেখানে সামান্য ব্যবস্থারও মূল্য অনেকখানি। সুতরাং পুরুলিয়াতে যাতে অতি শীঘ্র "ফায়ার ব্রিগেড সার্ভিস" ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন সম্ভব হয়—তার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ও সক্রিয় হতে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ও উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষদের অনুরোধ জানাই।

অ. চ.

—·—

কংগ্রেসকে ভোট না দেওয়ার জন্য প্রহারের অভিযোগ

পুরুলিয়া মফঃস্বল থানার চাকলতোড় গ্রামের শ্রীজীতু ধীবরের বিরুদ্ধে দিবা দ্বিপ্রহরে গ্রামের পুষ্করিণী থেকে মাছ চুরির অভিযোগ এনেছেন এই গ্রামের প্রাক্তন জমিদারের পরিবারবর্গের লোকেরা এবং তাকে থানায় চৌকীদারের মারফৎ চালান দেওয়া হয়েছে। থানায় আনার পূর্ব্বে শ্রীজীতু ধীবর প্রচণ্ড প্রহারে জর্জ্জরিত হওয়ায় চিকিৎসার জন্য তাকে সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শ্রীজীতু ধীবর সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে বিবৃতি দেন।

শ্রীজীতু ধীবর বলেন—গত ৯ই এপ্রিল তারিখে বেলা প্রায় ১১-৩০টার সময় চাকলতোড়ের প্রাক্তন জমিদার

শ্রীহরিলালের মেয়ে এবং শ্রীরামদাস লালের ছেলে মন্থু পুকুর থেকে মাছ ধরাবার জন্য আমাকে ডাকতে আসে এবং সেই অনুযায়ী আমি জাল নিয়ে মাছ ধরতে যাই। বাঁধে মাছ ধরার সময় বাঁধের ঘাটে হরিলালের মেয়ে ও রামদাসের ছেলে মন্থু ছাড়াও সর্বশ্রী কৃষ্ণ মোদক, অশোক মোদক প্রভৃতি বহুলোক উপস্থিত ছিল। আমি মাছ ধরে মাছ ও জাল নিয়ে হরিলালদের বাড়ী পৌছতে যাই। তখন বেলা প্রায় ১২টা হবে।

আমি ওদের বাড়ী পৌছলে—আমাকে একটা ঘরের মধ্যে বন্ধ করে জগদীশলাল, বড়মন্থু (হরিলালের বড় ছেলে) ধীরেন্দ্রলাল ও কালাচাঁদ লাল আমাকে নির্দয়ভাবে মারতে থাকে এবং বলে—"শালা, কংগ্রেসকে ভোট দিতে বলেছিলাম না—ভোট দিস্ নি কেন ? আমাদের কথায় চলিস নি তার প্রতিফল দেখ।" কেউ রুল কাঠ দিয়ে, কেউ চটিজুতা দিয়ে আর বাকীরা কীল চড় ঘুষী মারতে থাকে। জগদীশ লাল আমার গলায় পা দিয়ে টিপে ধরে।" এইভাবে প্রহারের সময় গ্রামে খুব হট্টগোল হয় ও বহু লোক জড় হয়ে যায়। আমাকে প্রহারে জর্জ্জরিত করে আমার জাল সমেত চৌকিদারের মারফৎ আমাকে থানায় চালান দেওয়া হয়। সন্ধ্যার সময় থানায় এসে পৌছাই তারপর থানা থেকে আমাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

শ্রীজীতু ধীবরের মেডিকেল রিপোর্ট—সারা পিঠ জুড়ে কালশীরার ক্ষত দাগ এবং ডান পায়ের উরুতে দীর্ঘস্থান জুড়ে কালশীরার ক্ষত দাগ। প্রহারের ফলে পীঠের কোনও হাড় ভেঙ্গেছে কিনা দেখার জন্য এক্স-রে নেওয়া হয়েছে—তবে রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায় নি।

——•——

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

করেন। যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক রাজনৈতিক দল; সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, শ্রমিক, ছাত্র প্রভৃতি বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, যথা—সর্ব্বশ্রী কালিপদ মুখার্জ্জী, রাধানাথ দেব; প্রহ্লাদ বাউরী; রঞ্জিৎ গাঙ্গুলী; বিশ্বনাথ বুটেরিয়া; বুদ্ধেশ্বর দত্ত; সাম্য মল্লিক; অশোক চৌধুরী; বিমল ভাদুড়ী প্রমুখেরা বক্তৃতা করেন।

কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের গুলিতে নিহত শ্রমিকদের প্রতি শোক জ্ঞাপনের জন্য এক মিনিটকাল নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় এবং নিহত ও আহত শ্রমিকদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবী জানানো হয়।

বিশেষ পরিস্থিতিতে গত ১০ই এপ্রিলের হরতাল ও ধর্মঘটের ঘোষণা ৯ই এপ্রিলের রাত্রিতে বিজ্ঞাপিত করিতে হয়—ফলে হরতালের প্রস্তুতির কোনও অবকাশ না পাওয়ায় জনসাধারণ, ব্যবসায়ী, আদালতে মামলাকারীরা, বাস ও ট্রেন যাত্রী প্রভৃতিরা নানা প্রকার কষ্ট ও অসুবিধার মধ্যে পড়েন।

——•——

BISHUDHA MEDICAL HALL
(Chemist & Druggist)
PURULIA (W. B.)
(Wholesale & Retail Medicine Supplier)
Stockists—SQUIBB (Sarabhai Chemicals), Warner. HINDUSTAN LTD. Gluconate Limited; Boots Pure Drug

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণকে অবগত করান যাইতেছে যে পুরুলিয়া "মেডিকো"—অতীতে চার জন অংশীদার দ্বারা পরিচালিত—বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন অংশীদার বিচ্ছিন্ন হওয়ায় নিম্নস্বাক্ষরকারী ঘোষণা করিতেছে যে, 'মেডিকো' কার্য্যতঃ স্থগিত করিয়া তিনজন সদস্য সহযোগে "বিশুদ্ধ মেডিকেল হল" এই নূতন নামে প্রবর্ত্তন করা হইল।

এস, মুখার্জী
অংশীদার
বিশুদ্ধ মেডিকেল হল
পুরুলিয়া

॥ মানুষের দাম ॥

—নেপাল চট্টোপাধ্যায়

বাজার দর ওঠে পড়ে। চাহিদা আর যোগানের টানাপোড়েনে চলে ক্রেতা-বিক্রেতার লেন দেন। আগেকার দিনে মানুষেরও বাজার ছিল—চাহিদা আর যোগানের ওঠাপড়ার সঙ্গে উঠত নামত তার বাজার দর। সে বাজার বহুকাল বন্ধ। ইতিহাস তাকে মুছে ফেলেছে। তবুও, জগতে শেষ হয় না কিছুই—একটা রূপ বদলে আরেকটা রূপ নেয় মাত্র। তাই মানুষের বাজার আছে আজও, তার রূপটা গেছে বদলে। আরব-পারস্যের কোথাও আজ সারিবদ্ধ মানুষ শেকলে বাঁধা থাকে না খদ্দেরের অপেক্ষায়। কিন্তু মতবাদের দুনিয়াজোড়া হাটে আজও যাচাই হয় মানুষের দাম।

পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক দেশ বলছে মানুষের সমৃদ্ধির এইটাই পথ—সমাজতান্ত্রিক দেশ বলছে ওটা বিপথ, পথ এইটাই। কেউ বেছে নিচ্ছে ধনতন্ত্র, কেউ বেছে নিচ্ছে সমাজতন্ত্র। এই দুই ওজন দাঁড়িতে স্থির হচ্ছে মানুষের দাম। অধ্যাত্মবাদী কেউ কেউ হয়তো ক্ষীণকণ্ঠে বলছেন, এহ বাহ্য—মানুষের মূল্য বাইরে নেই, আছে অন্তরে। সে কণ্ঠ পৌছায় নি বেশীর ভাগ কানেই। পৌছায় নি, তার কারণ মানুষ আজ জর্জ্জরিত জীবিকার দায়ে। এ দায় বড় কঠিন। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও বিবেকানন্দ বুঝতেন এ দায় কত বড়। তাই তিনি বলতেন, আগে পেটের ক্ষুধা থেকে মুক্তি দাও মানুষকে, তারপর আধ্যাত্মিক মুক্তির ব্রহ্মজ্ঞান দিও।

পৃথিবীর দিকে চাইলে বোঝা যায়, মানুষের ক্ষুধাই মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে আধুনিক কালের নয়া-উপনিবেশবাদের মুখে। কেউ আনছে খাদ্যের পশরা, কেউ আনছে যন্ত্রের পশরা, আনছে কেউ মুদ্রার পশরা—কিনে নিচ্ছে মানুষকে—অর্থনৈতিক পরাধীনতার শেকলে বাঁধছে মানুষকে—গড়ে উঠছে নয়া উপনিবেশ পৃথিবীর দেশে দেশে।

আজ বাঙলাদেশ জুড়ে কিশোর ও যুবকদের মধ্যে যে অশান্তি দেখা দিয়েছে, পৃথিবী জুড়ে রয়েছে তার শেকড়। অর্থনৈতিক অবনমন যে দেশে ঘটেছে সেই দেশকেই ভুগতে হচ্ছে এই অশান্তিতে। যে আমেরিকার চাক বাজছে অর্দ্ধেক পৃথিবীতে, তারও রেহাই নেই এর হাত থেকে।

মানুষের মধ্যে যা কিছু তার মনুষ্যত্বের অঙ্গ, তার সবটাই সে পায় তার পারিবারিক জীবন থেকে। মায়ের কোল থেকেই তার শিক্ষা আরম্ভ হয়, যদিও সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে। পারিবারিক জীবনের শিক্ষা গড়ে তোলে সমাজ জীবনকে এবং সমাজজীবনের শিক্ষা গড়ে তোলে রাষ্ট্রজীবনকে। সুতরাং রাষ্ট্রজীবন অনেকখানি ঋণী পারিবারিক জীবনের কাছে। অর্থনৈতিক অবনমন প্রথমেই আঘাত করে রাষ্ট্রজীবনের ভিতটাকে—পরিবারকে। পারিবারিক শৃঙ্খলা বিপর্যাস্ত হয়ে পড়ে—বড় ছোটর দায় নিতে চায় না, ছোট মানে না বড়র আনুগত্য, মা বাবা সন্তানকে মনে করেন বোঝা, সন্তানও বিনিময়ে মা-বাবাকে একটা বিরক্তিকর অহেতুক নিয়ন্ত্রণ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। এই বিশৃঙ্খলা অনিবার্য্যভাবে সঞ্চারিত হয় রাষ্ট্রজীবনে। তখন যে যত বিশৃঙ্খলা পোষন করতে পারে তারি দল তত ভারি হয়ে ওঠে।

পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে আর বিশ্বে মানুষ আজ তার দামের নামে যা পাচ্ছে তা আত্মবিড়ম্বনা—তা সত্যকার কোন দাম নয়। অর্থনৈতিক অবনমন প্রতিরোধ করে গড়তে হবে পরিবারকে। কেবল জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি দিয়ে পরিবার গড়া যায় না। স্নেহ, মমতা, প্রেম, দায়িত্ববোধ, পরার্থপরতা, সহিষ্ণুতা, এই সব সেকেলে গুণগুলিকে নূতন করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে পারিবারিক জীবনে। কারণ এইগুলিই রচনা করে পারিবারিক শৃঙ্খলা। বিবাহ বিচ্ছেদ প্রমুখ অতি আধুনিক আইনগুলির প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে কঠোরভাবে—যেন তা মানুষের কল্যাণেই প্রযুক্ত হয় সীমিতক্ষেত্রে, ব্যাপক প্রয়োগে তা যেন মানুষকে বেপরোয়া বিশৃঙ্খল করে না তোলে। মানুষের প্রকৃত মূল্য তার অন্তরেই আছে, তার প্রকাশের জন্যে দরকার বাইরের উপযুক্ত পরিবেশ। অন্তরে-বাহিরে মিল হলেই মানুষ পাবে তার পুরা দাম।

——•——

হাতুড়েদের আইনসিদ্ধ করার বিরুদ্ধে জনমত

মহাত্মা গান্ধী হলে আই-এম-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠান

গত ২৯শে মার্চ্চ তারিখে মহাত্মা গান্ধী হলে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে চিকিৎসক, জনপ্রতিনিধি ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের এক যুক্ত সভায় ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল এ্যাক্ট সংশোধন করিয়া "হাতুড়ে"দের রেজিষ্টার্ড চিকিৎসা ব্যবসায়ী রূপে গণ্য করিবার প্রচেষ্টার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা বিবেচনা করা হয়। এই দিনটি সমগ্র ভারতে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েসনের উদ্যোগে "জনমত সংগ্রহ দিবস" রূপে উদ্‌যাপিত হয়।

পুরুলিয়ার উপরোক্ত সভায় বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ প্রভাত কুমার মল্লিক সভাপতিত্ব করেন। সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া ডাঃ অমরনাথ ব্যানার্জ্জী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক উপরোক্ত আইন সংশোধনের ফলে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভায় শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ শ্রীমতাদের মুখোপাধ্যায়, শ্রীহারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনিল কুমার বসু প্রমুখেরা ভাষণ দেন এবং উপরোক্ত প্রকার আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করেন।

ডাঃ এ. ব্যানার্জ্জীর প্রস্তাবক্রমে এবং শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষের সমর্থনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েসন পুরুলিয়া শাখার উদ্যোগে আহূত পুরুলিয়ার চিকিৎসা ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের এই সভা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক হাতুড়েদের চিকিৎসক বলিয়া স্বীকৃতি দিবার ও রেজিষ্ট্রিভুক্ত করাইবার জন্য ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েসন এ্যাক্ট সংশোধন করিবার যে অপচেষ্টা চলিতেছে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে।

এই সভার মতে উক্ত অবাঞ্ছিত কার্য্যধারার ফলে জনগণের স্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন করা হইবে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা, রোগ নির্ণয় পদ্ধতি প্রভৃতিও বিপন্ন হইবে। যাহারা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা প্রণালী অন্ধতার যুগে লইয়া যাইতে চাহে তাহাদের কার্য্য প্রতিহত করার আবেদন জানাইতে এবং সেই সঙ্গে উপরোক্ত হাতুড়েদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও শিক্ষাদানের দ্বারা তাহাদের চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতি সাধনে সহায়তা করিতে সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে।

রেলের সমস্ত নির্দ্দেশ, পুরুলিয়া ষ্টেশন

১লা এপ্রিল ১৯৬৯ হইতে

		পৌঁছে	ছাড়ে
১।	৮৮ পাটনা টাটা এক্সপ্রেস	৬-২ সকাল	৬-১২
২।	৮৭ টাটা পাটনা এক্সপ্রেস	৯-২৮ রাত্রি	৯-৩৮
৩।	৩১৫ হাওড়া-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার	৬-৩৮ সকাল	৬-৪৮
৪।	৩১৬ চক্রধরপুর-হাওড়া "	৬-৪৮ বৈকাল	৬-৫৮
৫।	১AC আসানসোল-চাণ্ডিল "	১০-৫৭ সকাল	১১-০০
৬।	২AC চাণ্ডিল-আসানসোল "	১-৫২ বৈকাল	১-৫৫
৭।	৪২১ গোমো-চক্রধরপুর "	৭-১০ বৈকাল	৭-১০
৮।	৪২২ চক্রধরপুর-গোমো "	৮-৮ সকাল	৮-১৮
৯।	১KP পুরুলিয়া-কোটশিলা "		১০-১০ বৈকাল
১০।	৩KP পুরুলিয়া-কোটশিলা "		৭-২০ সকাল
১১।	২KP কোটশিলা-পুরুলিয়া "	৫-৩৫ বৈকাল	
১২।	৪KP কোটশিলা-পুরুলিয়া "	৬-২৫ সকাল	

ফুড এবং রিলিফ কমিটির সদস্যদের জ্ঞাতার্থে

আমি বিগত ৮।৪।৬৯ তারিখে পুরুলিয়ার খাদ্য পরিস্থিতি ও কৃষি সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য কলিকাতায় রিলিফমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী ও কৃষি মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আজ জেলা ফুড ও রিলিফ কমিটির বৈঠকে উপরোক্ত আলোচনাগুলির তথ্য কমিটির সহায়তার লাগবে মনে ক'রে এই 'নোট' পাঠালাম।

রিলিফ মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

১) জেলা ফুড ও রিলিফ কমিটি তথা ব্লক স্তর ও অন্যান্য স্তরের ফুড ও রিলিফ কমিটির পুনর্গঠন শীঘ্রই হবে। সেজন্য মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে এ সম্পর্কে আমাদের অভিমত আলোচনা ক'রেছি। মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন—শীঘ্র মধ্যেই এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ক'রে নির্দ্দেশ পাঠাচ্ছেন।

২) T, R,এর (টেষ্ট রিলীফের) জন্য চার লক্ষ টাকা আমরা পেয়েছি। জি, আর এর টাকা শীঘ্র পাঠাতে অনুরোধ করেছি। উনি শীঘ্র পাঠাচ্ছেন। আশা করছি ২।১ দিনের মধ্যে টাকা এসে যাবে।

৩) রিলীফ মন্ত্রী আমাকে বলেছেন যে, আপনাদের জেলার পরিস্থিতি ভালভাবে উপলব্ধি করেছি। আপনাদের এখানকার রিলিফের জন্য যা জরুরী প্রয়োজন—তা আপনারা জানিয়ে যান—আমি যতদূর সম্ভব দেবার জন্য ব্যবস্থা করতে ত্রুটি করব না।

পুরুলিয়া জেলা খাদ্য ও ত্রাণ কমিটির সদস্যদের কাছে আজ যা বিচার্য্য আছে তা এই :—

১) আমরা টেষ্ট রিলীফের জন্য যা টাকা (৪ লক্ষ) পেয়েছি- এখন তাতে কাজ চলবে কি না।

২) জি, আর (G, R.) এর জন্য এক লক্ষ ১৩ হাজার টাকা এখন চলবে কি না?

৩) Group loan (গ্রুপ লোন) এর জন্য কত চাই—শীঘ্র জানাতে হবে—আমি কথাবার্ত্তা করে এসেছি।

৪) Cheap Canteen (চীপ ক্যান্টিন) করার জন্য কতগুলি স্কীম করা দরকার মনে করি। এ সম্পর্কে কমিটির সিদ্ধান্ত ও স্কীম করে জানানো দরকার।

৫) যাঁতা অনেকগুলি পড়ে আছে। সেগুলি কার্য্যকর করার জন্য অবিলম্বে প্রস্তাব ও ব্যবস্থা প্রয়োজন।

কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

বিগত ৮।৪।৬৯ তারিখে কৃষিমন্ত্রী শ্রীকানাইলাল ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি ও জেলার জরুরী অবস্থাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করি।

আলোচনার সময় সবচেয়ে উপেক্ষিত ও কৃষিজীবনে সবচেয়ে অনুন্নত জেলা পুরুলিয়ার জন্য বিশেষ লক্ষ্য দেবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলায় তা তিনি স্বীকার করলেন। এবং আমাদের জেলায় শীঘ্র তাঁর যাওয়া দরকার জানানোতে তিনি দুঃখ ক'রে বললেন যে, মে মাসের আগে আর আপনাদের জেলায় যেতে পারছি না। তবে মে মাসে কৃষি মন্ত্রী অবশ্যই পুরুলিয়া আসছেন জানালেন। ওঁর সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হোল তা এই :—

বাইদ ধান চাষের জন্য বীজ ধান

কৃষি মন্ত্রীকে জানাই যে, এ বছর ফসলের শেষ দিকে বৃষ্টি অত্যন্ত কম হওয়ায় জেলায় ধানের ফসল—বিশেষ ক'রে বাইদ চাষের ফসল অত্যন্ত খারাপ হয়েছে। জেলার সর্ব্বত্রই বাইদ ধানের বীজ নেই বললেই চলে। এবং এই বাইদ চাষের বীজ প্রথম বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে চাই। সেজন্য অবিলম্বে বেশ ভাল পরিমাণ বীজ ধানের জন্য ব্যবস্থা করতে তাঁকে অনুরোধ করি এবং এ বিষয়ে লিখিতভাবে অনুরোধ জানাই। কৃষি মন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিয়েছেন —পুরুলিয়া জেলার জন্য বাইদ চাষের বীজ ধানের ব্যবস্থা করতে। এখন আমাদের দিক থেকে জানানো দরকার মোটামুটি কত পরিমাণ বীজ ধান আমরা চাই। এবং তা অবিলম্বে জানানো দরকার। জি, সি, এ বিষয়ে শীঘ্র জানাবেন আশা করি।

চাষের বলদ কেনার ঋণ

কৃষি মন্ত্রীকে জানাই যে, এই বৎসর চাষের আগে আমাদের জেলায় ব্যাপক হারে গরু, মহিষ ছাগল প্রভৃতি পশুরোগে মারা যায়। সেজন্য আমাদের জেলায় বেশী পরিমাণ টাকা এই ঋণের জন্য ধার্য্য করা দরকার।

তাছাড়া, এই ঋণ দেওয়ার মধ্যে যে দু একটি অসুবিধা-জনক অবস্থা ঘটে তার বিষয়ে আলোচনা করি। বলদ কেনার মত প্রয়োজনীয় টাকা না দিলে অনেকক্ষেত্রে টাকা পেয়েও দরিদ্র চাষীর কাজে লাগে না—এবং সময়ে না পেলেও টাকা পাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। কৃষি মন্ত্রী আমার সামনেই কৃষি কমিশনারকে নির্দেশ দিলেন এই ঋণ উর্দ্ধসীমা ৬০০৲ (ছয় শত) পর্য্যন্ত করতে। এবং কৃষি কমিশনারকে বললেন যে, পুরুলিয়া জেলার যে পরিস্থিতি তাতে পুরুলিয়া থেকে এ সম্পর্কে যা চাহিদা আসবে—সেই মতো দেওয়ার ব্যবস্থা যেন করা হয়। এই ঋণের বাবদ আমাদের কত টাকা চাই তা আমাদের অবিলম্বে জানাতে হবে—ডি, সির মারফত।

সার বিষয়ে ঋণ

সার বিষয়ে ঋণ বাবত আমাদের যা চাই—তা কৃষি মন্ত্রী সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন। তবে এ বিষয়ে আমাদের খুব সাবধানে চলতে হবে বলে আমি মনে করি। ঋণ পাওয়া যাবে ব'লে ব্যাপকভাবে এই ঋণ নেওয়ার হিড়িক হওয়া উচিত নয়। যে চাষী জমিতে জৈব সার ভাল দিতে পারবে—জলের ভাল ব্যবস্থা করতে পারবে—তাদেরই এই ঋণ নেওয়া উচিৎ। অপরকে উৎসাহিত না করাই ভাল। কারণ তাতে জমির ক্ষতি হবে। এই ঋণ আমরা কত চাই জানাতে হবে।

খাদ্য মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

বিগত ৮।৪।৬৯ তারিখে খাদ্য মন্ত্রী শ্রীসুধীন কুমারের সঙ্গে আমাদের জেলার খাদ্য পরিস্থিতি ও খাদ্য বিভাগের বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। আমি যে বিষয়গুলি উত্থাপন করি—সেই বিষয় সম্পর্কে পরামর্শের জন্য খাদ্য-মন্ত্রী ফুড কমিশনার শ্রী বি, আর, গুপ্ত ও এফ, সি, আই-এর রেট ম্যানেজারকে ডাকেন। তাঁদের উপস্থিতিতে খাদ্য মন্ত্রীর সঙ্গে যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হয় তা এখানে জানাচ্ছি।

এই সমস্ত বিষয়গুলির মধ্যে খাদ্য মন্ত্রী যা জানতে চেয়েছেন—সেগুলি যেন আমরা ২।১ দিনের মধ্যে ডি, সির মাধ্যমে জানাই—এই তিনি চেয়েছেন।

চেকি ছাঁটা চাল

১) সরকার চেকি ছাঁটা চাল কিনতে পারেন যদি—

ক) আমাদের জেলায় ঐ চালের চাহিদা থাকে কাংবা অন্য জেলা ঐ চাল নেবে না।

খ) সরকারী দাম যা পড়বে—তা বাজার দরের চেয়ে বেশী হয়ে গেলে বিক্রির অসুবিধে ঘটবে।

২। ব্যবসায়ীদের চেকি ছাঁটা চাল কেনার এবং ষ্টক করার জন্য ২।১ জনকে বা কয়েকজনকে সরকার বিশেষ অনুমতি দিতে পারেন যদি—

ক) তাদের খরিদ ব্যবস্থা, ষ্টক, প্রভৃতির তত্ত্বাবধানের ভার আমরা নিতে পারি। এবং যদি—

খ) বিক্রির সময় একটা লভ্যাংশ যা ধার্য্য করা যাবে—সেই অনুসারে বিক্রি হয় ও জেলার ভেতরে চাহিদা মত বিক্রি হয় এই বিষয়ে আমরা দায়িত্ব নিই।

গম বিষয়ে কথাবার্ত্তা

সাদা গমের সরকারী দাম—০'৯৭ পয়সা কেজি এবং সুপিরিয়র গমের দাম—১'০৭ পয়সা কেজি;

অফিসারেরা বললেন - গত মার্চ্চ মাসে এই জেলায় ১০০০ মেট্রিক টন আটা পাঠানো হয়েছিল কিন্তু এখানের চাহিদা ছিল মাত্র।

ক) এখানে কি গম চলবে? তাহলে গম পাঠাবেন।

খ) সহরে যা আটা আসছে তার চেয়ে কি বেশী আটা চাই?

গ) গ্রামে গম বা আটা চাই কি না—কত চাই?

ঘ) আটার দাম গমের চেয়ে কম হচ্ছে কারণ মিলওয়ালারা গম থেকে সুজি, ময়দা বার ক'রে নিয়ে আটাটা কম দরে দিচ্ছে। গম এনে, তা ভাঙ্গালে বেশী দর পড়বে—এই অবস্থায়—

আমরা আটা চাই, না, গম চাই—আমরা আরো আটা চাই, না, আরো গম চাই এবং তা মাসে কত?

ভুট্টা বিষয়ে কথাবার্ত্তা

ভুট্টার সরকারী দাম—০'৬৫ নয়া কেজি। গ্রামে এই দামের ভুট্টা চলবে কি না, চলবে খাদ্য মন্ত্রী পাঠাবেন। আমি দু'লক্ষ মনের কথা বলেছিলুম হয়তো ৫০ হাজার মণ পাঠাতে পারেন। এ বিষয়ে আমাদের উৎসাহ

এফ, সি, আই-এর ম্যানেজারকে ২।১ দিনের মধ্যে জানাতে হবে।

চিনি বিষয়ে কথাবার্ত্তা

খাদ্য মন্ত্রীকে আমাদের জেলার জন্য চিনি বাড়াবার কথা বলেছি। প্রথমতঃ—খাদ্য মন্ত্রী দেখবেন—জন প্রতি যা পাবার সেই হারে আমাদের জেলাকে চিনি দেওয়া হচ্ছে কি না। কম দেওয়া যদি হচ্ছে সেটা ঠিক করে দেবেন। দ্বিতীয়তঃ—কেন্দ্র শীঘ্র চিনির বরাদ্দ কিছু বাড়াবে। যা বাড়াবে—সেই মতো আমরাও বর্দ্ধিত বরাদ্দ পাবো।

চিনির পরিবহন ব্যয়

এ বিষয়ে খাদ্য মন্ত্রীকে বলেছি যে, এই ব্যয় না বাড়ালে অসুবিধে হচ্ছে। এ বিষয়ে বললেন যে, উনি এখন কিছু বলতে পারছেন না; ভেবে দেখবেন।

ডিলারদের সম্পর্কে খাদ্যমন্ত্রী

ডিলারদের বিষয়ে খাদ্যমন্ত্রী কড়া নজর যেন সবাই দেন—উনি আশা করছেন। ডিলাররা গোলমাল যদি করে—বা যারা করেছে—তাদের দুর্নীতির তথ্য উপস্থাপিত ক'রে তাদের আইনানুগ ভাবে সঙ্গে সঙ্গে সরানো হবে—এটাই খাদ্যমন্ত্রী চান।

খাদ্য বিভাগকে পরিষ্কার করতে হবে

খাদ্য বিভাগের কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হোল। ওঁর বক্তব্য এই যে, খাদ্য বিভাগকে পরিষ্কার করা দরকার। খাদ্য বিভাগের কোনো অফিসার বা কর্ম্মচারীর সম্পর্কে অভিযোগ সমূহ থাকলে—ওঁকে তা লিখে জানাতে বললেন না—অভিযোগ পেলে সঙ্গে সঙ্গে বদলী করবেন বা সাময়িক বরখাস্ত করার মত প্রমাণ থাকলে তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

খাদ্য বিভাগ বিষয়ে কয়েকটি নির্দ্দেশ

১) রেশন কার্ড বদল করা—নতুন কার্ড দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে যে দুর্নীতি চলেছে—তা অবিলম্বে বন্ধ করার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। কোথায় কিভাবে দুর্নীতি চলছে সেটা খাদ্য মন্ত্রী দেখতে বলেছেন।

২) ডিলাররা চিনি, আটা বা যা মাল পান—তা ঠিক মতো নিজের দোকানে নিয়ে যাচ্ছেন কি না তা ভালভাবে দেখতে হবে। নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দোকানে তথ্য টাঙ্গিয়ে দিতে হবে। গ্রামবাসীরা সেই তথ্য কি দেওয়া হল—আমাদের জানাবেন। আমরা মিলিয়ে দেখবো। অন্যায় ঘটলে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩) প্রতি রেশন দোকানের জন্য খাদ্য বিভাগ খাতায় যা বরাদ্দ লেখেন—তা সেই সেই দোকানকে ঠিকমত দেওয়া হল কি না দেখতে হবে।

ঋণ ও ট্যাক্স আদায়

পরিস্থিতি বিবেচনা করে এ সম্পর্কে ব্যাপক ছাড় দিতে হবে—প্রতিটি ক্ষেত্র বিচার করে—এই মনে করি। এই মর্ম্মে সরকার শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন আশা করছি।

টেষ্ট রিলিফের কাজের বিষয়ে অভিযোগ

এ সম্পর্কে ইতিমধ্যে কিছু কিছু অভিযোগ এসেছে। তা এই যে বিভিন্ন স্থানে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের কাজের ভার দেওয়া হচ্ছে। এ সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার ও অভিযোগ সত্য হলে তার প্রতিকারে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সিদ্ধান্তে আসা দরকার মনে করি।

জেলার বর্ত্তমান চাহিদা সম্পর্কে

বিভিন্ন রিলিফ কাজের উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন ঋণের বরাদ্দ হিসাবে আমাদের জেলার জন্য যে খাতে যে অর্থের চাহিদা হওয়া দরকার আমার মনে হয়েছে—তা ফুড ও রিলীফ কমিটির সদস্যদের বিচারের জন্য আমি একটি খসড়া পাঠালাম। কংগ্রেসের কাছ থেকে শাসনের ভার নিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার যে অধিক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন—তা দেশের সকলেই জানেন। তথাপি পুরুলিয়া জেলার বিশেষ সঙ্কটের দৃষ্টিতে যা অপরিহার্য্য মনে হয়েছে—তা লিখে জানালাম। আমি যতদূর সম্ভব কম করার চেষ্টা রেখেও অঙ্কগুলি নিতান্ত অপরিহার্য্য মনে করেছি—তা খসড়াটিতে দিলাম। সদস্যেরা বিবেচনা করে দেখুন। খসড়াটি এই :—

Regd No. C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No—R. N. 2539/57

বিষয়	ব্লকপ্রতি	জন প্রতি গড় টাকা	ব্লক প্রতি টাকা	জেলার জন্য মোট টাকা
১। C. P. loan	২০০ জন	৫০০	১০০০০০	২০,০০০০০৲
২। Fertiliser loan	২০০ জন	২০০	৪০,০০০	৮০০০০০৲
৩। Group loan	২০০০ জন	৫০	১০০০০০	২০,০০০০০৲
৪। T. R.	২০ project	৫০০০	১০০০০০	২০,০০০০০
৫। G. R.	৫০০০ জন (কয়েক মাসের জন্য)			
৬। Cheap canteen	মোট ৫০			

আমি সংবাদ পেলাম যে, জেলা ফুড এবং ত্রাণ কমিটিতে আমার প্রদত্ত বিষয়গুলি আলোচিত হয় ও প্রস্তাবগুলি সমর্থিত হয়। খসড়াটিতে যে দাবীগুলি রাখা হয়েছে সেই দাবী অনুসারে সরকারের কাছে বরাদ্দ চাওয়া হচ্ছে—তবে কমিটি মনে করেন যে, বরাদ্দের যে টাকা তার অর্দ্ধেক ক'রে টাকা এখনই আমাদের পাওয়া দরকার। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারে আমরা চেষ্টা করছি।

বর্ত্তমানে যে জেলা খাদ্য ও ত্রাণ কমিটি আছে—তা রাজ্যপাল আমলে গঠিত। যুক্তফ্রন্টের সিদ্ধান্তমত নূতন কমিটি না হওয়া পর্য্যন্ত এই কমিটি কাজ করছে। এই কমিটিতে লোক সেবক সংঘের পক্ষে আমরা শ্রীসিরিশ চন্দ্র মাহাতকে সদস্যরূপে পাঠিয়েছি। জেলা খাদ্য ও ত্রাণ কমিটির কার্য্য বিবরণী পরে প্রকাশ করছি।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
২।৪।৬৯

১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় সমিতি সমূহের আইন অনুসারে

মানবাজার লার্জ সাইজড্ কোঃ অপারেটিভ এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং সোসাইটী লিঃ

এর ১৯৬৭-৬৮ সালের হিসাব পরীক্ষা সংক্রান্ত

এতদ্বারা উক্ত সমিতির সকল সভ্য, দেনদার ও পাওনাদারদের জানানো যাইতেছে যে, উক্ত সমিতির ১৯৬৭-৬৮ সালের হিসাব পরীক্ষা কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। অতএব তাঁহাদিগকে সকাল ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত সমিতির কার্য্যালয়ে ২২।৪।৬৯ তারিখের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট নিজ হিসাব মিল করাইয়া লইতে অনুরোধ করা যাইতেছে, অন্যথায় সমিতি কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হিসাব চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে।

তাং—১৫।৪।৬৯
মানবাজার

দুর্গা শঙ্কর মুখার্জী
সমবায় সমিতি সমূহের
হিসাব নিরীক্ষক
মানবাজার ১নং সার্কেল
মানবাজার পুরুলিয়া

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৮ই বৈশাখ, ১৩৭৬—২১শে এপ্রিল ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

অবিস্মরণীয় ঋষির জন্মজয়ন্তী আগত

১২ই বৈশাখে নিবারণচন্দ্র স্মরণে আমাদের প্রাণের অর্ঘ্য

পদ্মাপারে একটি মধ্যবিত্তের কুটিরে শঙ্খ বেজেছিল—১২ই বৈশাখে, একটি নবজাতকের আগমনে। তার পরের এক মহান অধ্যায়—সাধারণ সংসারের শিক্ষা দীক্ষা সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত এক শিক্ষাব্রতীর চাকুরীর আসন থেকে বিদায় গ্রহণ। তার পর মুহূর্ত্ত থেকে যে-জীবন ইতিহাস রচিত হল ভারতবর্ষের সংগ্রাম জীবনের পট-ভূমিকায়—তা যেমন চলচ্চিত্র-গতির মতন বিচিত্র তেমনি তা অনবদ্য, মধুর—তপস্যার মহিমায়, ত্যাগের সৌন্দর্য্যে, আত্মনিবেদনের আলোক দীপ্তিতে। গান্ধীজীর মহিমাময় অভিনব তপস্যার যে ইতিহাস রচিত হ'ল—বিশ্বের নব যুগের প্রেক্ষাপটে,—তার প্রাণকেন্দ্রে ঋষির অবদান নূতন ইতিহাসের এক অপূর্ব্ব অধ্যায়। আজ আমরা যেন এই ইতিহাসের মহান লেখনগুলি ১২ই বৈশাখে অনুধাবন করতে পারি—এই আমাদের কামনা।

পুরুলিয়া
১৮।৪।৬৯

নিবেদিকা—লাবণ্যপ্রভা ঘোষ
পরিচালিকা, লোক সেবক সংঘ

১২ই বৈশাখ, শুক্রবার, ২৫শে এপ্রিল পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমে বৈকাল ৬॥টায় জয়ন্তী অনুষ্ঠান

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

বনবিভাগের কার্য্যধারা সম্পর্কে অভিযোগ

পশ্চিমবঙ্গ সাবর্ডিনেট ফরেষ্ট সার্ভিস এ্যাসোসিয়েসনের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ :

সম্প্রতি পুরুলিয়া বনবিভাগে বাগলতা ক্যাম্পে কর্মরত বনরক্ষক কর্মচারীবৃন্দ একই রক্ষণাবেক্ষণে ব্যাপৃত থেকে একেকজন একেক রকম ব্যবহার পাচ্ছেন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। পুরুলিয়া বনবিভাগ ও পাকেট সয়েল কনজারভেশন ডিভিশনের বন-রক্ষকেরা বাগলতায় থাকার জন্য দৈনিক ভাতা পাচ্ছেন, কিন্তু কংসাবতী সয়েল কনজারভেশন ডিভিসন ২ এর কর্ম্মচারীবৃন্দ ঐ ভাতা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। বাড়ীভাড়া ভাতা দেওয়ার প্রশ্নেও পুরুলিয়ার অবস্থিত বিভিন্ন বনবিভাগের কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছাচারিতায় এক নূতন রেকর্ড তৈয়ারী করেছেন। একই কাজ একই জায়গায় থেকে করে ভিন্নতর ব্যবস্থা পাওয়ার প্রতিকারের চেষ্টা করে কর্ম্মচারীরা সফল হননি বা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন সদুত্তরও পাননি।

বনবিভাগে উন্নয়ন প্রকল্প ও সাধারণ খাতে খরচের ব্যয় বরাদ্দ কখনই সময়মত করা হয় না। আর্থিক বছরের শেষের দিকে বিরাট আর্থিক বরাদ্দ করে খাতাপত্রে টাকা খরচ দেখাবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আর্থিক বছরের শেষার্ধে বরাদ্দকৃত টাকার কাজ সম্পন্ন করে স্বভাবতঃই ব্যয় করা সম্ভব হয় না। বিগত ৩১শে মার্চ্চ যে আর্থিক বছর শেষ হয়ে গেল সেখানেও কাজ সম্পন্ন হয় নি এমনি বহু কাজের টাকা খাতাপত্রে খরচ দেখানো হয়ে গিয়েছে। এই প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণের ফলেই বনবিভাগের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রশ্রয় পেয়ে আসছে। নিম্ন বেতনভুক কোন কর্মচারী শেষ মুহূর্ত্তে বরাদ্দকৃত টাকার কাজ সম্পন্ন করে টাকা ব্যয় করা সম্ভব নয় জানালে কর্তৃপক্ষ ক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন কায়দায় সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে উদ্যত হন। বনবিভাগে বয়সের স্তর নির্ব্বিশেষে কর্মচারীদের কর্তৃপক্ষ "তুমি", "তুই" বলে সম্বোধন করে আসছেন। কেউ এই প্রচলিত পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে তাকেও শাস্তির সম্মুখীন করার ষড়যন্ত্র করা হয়।

আর্থিক বছরের শেষের দিকে বরাদ্দকৃত টাকা কাজ শেষ করে ব্যয় করা সম্ভব নয় এই কথা বলায় এবং "তুমি" সম্বোধনের পরিবর্ত্তে "আপনি" বলে সম্বোধন করতে বলায় কংসাবতী—১ ডিভিসনের জনৈক অফিসার ক্ষিপ্ত হয়ে সৌরাঙ্গ ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শ্রীহরেন্দ্রলাল সাহাকে কর্মচ্যুত করার এক ব্যাপক অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ অল্প কিছুদিনের মধ্যে সামান্য "Technical" ত্রুটী বিচ্যুতির অজুহাতে তাঁর বিরুদ্ধে পর পর তিনটি proceedings রুজু করা হয়েছে। অবশেষে বিগত ১০ই মার্চ্চ তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করে ক্ষমতামত্ত "সাহেবের" রোষ প্রশমিত হয় নি—তিনি এই অবস্থাতেই তাঁকে প্রচলিত আইন কানুন লঙ্ঘন করে—'মরগুমা' ক্যাম্পে বদলীর আদেশ দিয়েছেন। এমন কি সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন তাঁর প্রাপ্য বেতনের অর্ধাংশ খেয়াল খুসীমত কমিয়ে আর্থিক সঙ্কট সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে মাত্র ৫০৲ ধার্য্য করেছেন।

শ্রীসাহার সাময়িক বরখাস্তের ঘটনাটিকে বনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নজরে আনা হয়েছে প্রতিকারের দাবী জানিয়ে—প্রতিবিধান এখনো প্রতীক্ষিত।

—•—

গীটার শিক্ষা কেন্দ্র

আধুনিক, হিন্দী ও রবীন্দ্র সঙ্গীত

শিক্ষাদানে—**শ্রীমান ভরত চন্দ্র সেন**

মেয়েদের জন্য বাড়ীতে গিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং শহরের বাহিরে গিয়েও শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। পত্র লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।

শক্তি সঙ্ঘ ব্যায়ামাগার

(চকবাজার, বড় বাটার পাশে)

সময়—বৈকাল ৪-৩০ হইতে ৬-৩০

বাড়ী :—শ্রীমান ভরত চন্দ্র সেন

জেলখানার মোড়, পুরুলিয়া।

জয়পুরের বি-ডি-ওর বিরুদ্ধে থানাবাসীর বিক্ষোভ

গত ১৬ই এপ্রিল তারিখে সকাল ৮ ঘটিকার সময় জয়পুরের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় ৩৫০ জন প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি এবং মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট, কম্যুনিষ্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক ও লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীরা গড়জয়পুরের বি-ডি-ও অফিসের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং জয়পুর ব্লক হইতে বর্ত্তমান বি-ডি-ওর অপসারণ দাবী করে। বিক্ষোভকারীদের মূল বক্তব্য ছিল যে—বি ডি ও তাঁহার কার্য্যকলাপের দ্বারা যুক্তফ্রণ্টের শাসনের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করিতেছেন।

ব্লক অফিস প্রাঙ্গণে বিক্ষোভকারীরা এক জনসভা করেন এবং সভায় গৃহীত মূল প্রস্তাবগুলি স্মারকলিপি আকারে পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের দিন বি-ডি-ও অফিসে অনুপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার অবর্তমানে অফিসে অন্য কোনও কর্ম্মচারী ভারপ্রাপ্ত না থাকায় পঞ্চায়েৎ এক্সটেনসান অফিসারের নিকট স্মারকলিপিটি পেশ করা হয়। উক্ত পাঁচ দফা স্মারকলিপির মূল বিষয়গুলি নিম্নরূপ—

১। জনগণের সহিত বি ডি-ওর দুর্ব্যবহার;

২। ব্লকের প্রাক্তন কর্ম্মচারী ও নিতান্ত দুঃস্থ ব্যক্তি শ্রীদয়াল বাবাজীর প্রতি অন্যায় ও অবিচার;

৩। বি-ডি-ওর গাফিলতীতে ব্লকের স্কুল গ্র্যাণ্টের টাকা ফেরৎ;

৪। টেস্ট রিলিফের কার্য্য সম্পর্কে ব্যাপক দুর্নীতি;

৫। নূতন টেস্ট রিলিফ প্রভৃতি কার্য্য সম্বন্ধে জনসাধারণ তথা যুক্তফ্রণ্টের শরিক দলগুলিকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা।

বিক্ষোভকারীরা ধ্বনি দিতে দিতে ও মিছিল সহকারে বি-ডি-ওর অফিস সম্মুখে সমবেত হন এবং বেলা ১১ ঘটিকা নাগাদ আবার মিছিল সহকারে ও ধ্বনি দিতে দিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন।

—•—

অগ্নিকাণ্ড

হুড়া থানার চটুমাদার অঞ্চলের চাকনাদা গ্রামে ১৩ই এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১২৩টি ঘর ভস্মীভূত হইয়াছে। ইহার ফলে ৫৪টি পরিবার আশ্রয়হীন ও নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। ২০টি ছাগল পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। পরিবারগুলির বাসনপত্র এবং অন্যান্য সাংসারিক সম্বল প্রায় সবই আগুনে ধ্বংস হইয়াছে এবং অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা অপহৃত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা।

বিপন্ন এই ৫৪টি পরিবারের জন্য অবিলম্বে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা দরকার। গ্রামের এই বিপর্য্যয়ে V. L. W. ও অঞ্চল প্রধান যথাক্রমে শ্রীদ্বিজপদ মাহাত ও শ্রীব্রজমোহন মাহাত একেবারে উদাসীন। তাঁহাদের কোনও কাজে কেউ দেখিতে পায় নাই।

ঐ দিনই হুড়া থানার কুলাবহাল গ্রামে বেলা ২॥ টার সময় এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৩টি ঘর ভস্মীভূত হয় এবং ৩টি পরিবার আশ্রয়হীন হইয়া পড়ে। ধান, খড় সবই পুড়িয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৫ হাজার টাকা। ইহাদেরও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা অবিলম্বে করা দরকার।

প্রাথমিক সাহায্যরূপে দুঃস্থ গ্রামবাসীদের সরকারের পক্ষ হইতে এবং রেডক্রশ সংস্থা হইতে চাল, ডাল, গুঁড়া দুধ, বস্ত্র এবং কিছু অর্থ সাহায্যও প্রদান করা হয়।

—•—

চাকলতোড় মাছ চুরির মামলায়

জিতু ধীবরের বিবৃতি

(প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জে. সি. কুণ্ডুর এজলাসে প্রদত্ত)

প্রশ্ন—আমি হাকিম, পুলিশের লোক নই, বুঝতে পারছেন ?

উত্তর হ্যাঁ।

প্রশ্ন আমার কাছে কোন কথা বলতে চান ?

উত্তর- হ্যাঁ।

প্রশ্ন—নিজের ইচ্ছায় ?

উত্তর—হ্যাঁ।

প্রশ্ন—কেউ কিছু শিখিয়ে দিয়েছে ?

উত্তর—না।

প্রশ্ন—কোন কথা মিথ্যা বলবেন না, বুঝতে পারছেন ?

উত্তর- হ্যাঁ।

হাকিম—যা বলার আছে বলুন।

জিতু ধীবর—

আমার বাড়ী চাকলতোড়, পুরুলিয়া থানা। দিন সাতেক আগে হরিলালের মেয়ে এবং আমাদের গাঁয়ের মনলাল সিংদেও তাদের পুকুর থেকে মাছ ধরে দেবার জন্য আমাদের ঘর থেকে আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। মাছ ধরার পর তাদের ঘরে আমায় নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে কালাচাঁদ লাল সিং দেও, জগদীশ লাল সিং দেও, বড়মুন্নুলাল সিং দেও; ধীরেন লাল সিং দেও আমাকে রুল (ছোট লাঠি) এবং চপ্পল দিয়ে মারে এবং বলে 'ইস্তিনে' ভোট দিবি কেন শালা! তিনটা অবধি আমাকে বসিয়ে রাখে এবং তারপর চৌকিদারকে ডেকে আমার চৌকিদার দিয়ে থানায় পাঠিয়ে দেয়। দারোগা আমাকে হাসপাতালে পাঠায় চিকিৎসার জন্য। ১৭।৪।৬৯

—•—

জেলার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যুক্তফ্রন্ট সরকারে সাক্ষাৎকার

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

বিগত ১৬ই এপ্রিল কলকাতায় আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করে জেলার সম্বন্ধে কতকগুলি জরুরী বিষয়ে আলোচনা করি। এই সাক্ষাৎকারের কয়েক দিন আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে জেলার স্বাস্থ্য বিভাগ সম্পর্কিত মোটা ১৫।২০ বিষয়ে বক্তব্য তাঁর কাছে রাখি, এ সম্পর্কে অনেকগুলি নিজের লেখা স্মারকপত্র দিই। জরুরী বিষয়গুলির সঙ্গে এই সমস্ত বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল তাও জানতে চাই। যা কথাবার্তা হোল—তা এই :—

১) জেলার ভয়াবহ জল কষ্টের জন্য কুয়া প্রভৃতি সংস্কারের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে যেন টাকা আসে তাঁকে বলি। তিনি বলেন খুব শীঘ্রই এক লক্ষ টাকা পাঠাচ্ছেন।

২) সদর হাসপাতালে সারা জেলার জন্য যে এ্যাম্বুলেন্স গাড়ী থাকে তা অচল হয়ে থাকায় অতি শীঘ্র ব্যবস্থা করতে বলি। একটি গাড়ীর চারটি টায়ারই খারাপ সেজন্য অচল। এখনই টায়ার পাঠাতে অনুরোধ করি। তিনি পুরুলিয়ায় তার করেন—টায়ার নিতে যাবার জন্য। টায়ার নিতে লোক গেছে।

৩) পুরুলিয়া সহরে জল সরবরাহের কিছুটা উন্নতি হতে পারে—যদি কতকগুলি অকেজো জলের কলের যন্ত্রাংশ অবিলম্বে পাঠানো হয়। এ সম্পর্কে শীঘ্র ব্যবস্থা করার জন্য তিনি আমার পাশে উপবিষ্ট সেক্রেটারীকে বলেন।

৪) অবিলম্বে সহরের জল সরবরাহের উন্নতির জন্য জলাধার বাড়াবার কথা বলি। এ সম্পর্কে শীঘ্র ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা দেখছেন বললেন। পুরুলিয়া সহরে জলের কলের দ্বিতীয় পর্যায় সুরু করা বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একাধিকবার কথাবার্তা বলেছি।

৫) পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের উন্নতিকল্পে আগে যে আলোচনা হয়েছিল তারও প্রসঙ্গ উত্থাপন করি। সারা পশ্চিমবঙ্গের হাসপাতালগুলির উপযুক্ত তদারকের জন্য কমিটি নিয়োগ করার কথা আগে যা হয়েছিল সে বিষয় উত্থাপন করলে, স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেন যে, আপনি তো জানেন; আমি হেলথ্ কাউন্সিল প্রবর্তনের ব্যবস্থা করছি। এবং এই কাউন্সিলগুলিকে কিছুটা ক্ষমতা দিতে চাই—যাতে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা হাসপাতালের উপযুক্ত পরিচালনায় এই কমিটি কার্য্যকরী সাহায্য, তদারক প্রভৃতি করতে পারে। এজন্য এই ব্যবস্থা ঠিকমতো করতে দু এক মাস দেরী হতে পারে। আমি প্রস্তাব রাখলাম যে, এই ২।৩ মাস এই সব হাসপাতাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি জনসাধারণের সহযোগিতা ও তদারক লাভ করতে পারে যদি ইতিমধ্যে এই মধ্যবর্তী কার্য্যকালের জন্য সাময়িক কোনো তদারকী কমিটি নিয়োগ করা হয়। আমার প্রস্তাব সমর্থন করে উনি বললেন—আগে যে হাসপাতাল কমিটি ছিল—সেই ধারা অনুসারে সাময়িক ব্যবস্থা করা যাক। এই বিধানে স্থানীয় এম, পি, এম, এল, এ-রা ও কয়েকজন অফিসার নিয়ে তদারকী কমিটি হতে পারবে। আমি ওঁর এই প্রস্তাব সমর্থন করে বললাম—আপাততঃ এও কাজের বিশেষ সহায়ক হবে। উনি সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেনোকে ডেকে 'ডিক্টেশন' দিয়ে এই মর্মে সার্কুলার পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। এই তদারকী ব্যবস্থা সকল স্তরের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য করা ছিল। আরো যে সব ১৫।২০টি কাজের ব্যাপার আমি আগে ওঁকে বলেছিলাম সে সম্পর্কে কি ব্যবস্থা হচ্ছে জানতে চাওয়ায় বললেন—সেগুলি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগে পাঠানোর কাজ সুরু হয়েছে—যথাবিহিত ব্যবস্থা করার জন্য।

বন বিভাগের মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

ইতিপূর্বে বন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীভবতোষ সরেনের সঙ্গে বন বিভাগের ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও সুদীর্ঘ কালের অব্যবস্থাগুলির সংস্কার বিষয়ে আমাদের কথাবার্তা হয়েছিল। এ সব বিষয়ে আমরা বহুদিন থেকে বহু চেষ্টা করে আসছি একথা মন্ত্রী মহোদয় জানেন ব'লেতিনি এ

সম্পর্কে আমাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা বিশেষ কাম্য ব'লে অভিমত ব্যক্ত করেন।

আমি বিগত ১৬ই এপ্রিল ওঁর সঙ্গে দেখা করি। এই আলোচনাকালে বন ব্যবস্থার পুনর্গঠনে বিশদ আলোচনার সময় না থাকলেও এ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা হয়। বন বিভাগের স্বত্ব ও রায়তের স্বত্ব নিয়ে যে বিভিন্ন বিরোধ চারিদিকে সুরু হয়েছে এ সম্পর্কে বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের কাছে অভিযোগ নিয়ে দরিদ্র চাষীরা আসছেন। সেজন্য এই সম্পর্কে কতকগুলি জরুরী কথাবার্তা করি। মন্ত্রী মশাই আমার সঙ্গে একমত হন যে নোটিফিকেশনের পরও যদি ভুল ক্রমেই হোক বা স্বেচ্ছাকৃতভাবেই হোক অথবা মধ্যস্বত্বাধিকারীদের অপকৌশলের জন্যই হোক, জঙ্গল প্লটের মধ্যে দীর্ঘকাল ধ'রে খানী জমি প্রভৃতি করা হয়েছে—এবং খাদ্যোৎপাদন হচ্ছে তবে তা কেড়ে নেওয়া উচিত হবে না। এর জন্য একটা ব্যবস্থা খাড়া করতে হবে এবং ঐ সব জমিতে খাদ্যোৎপাদন অব্যাহত রাখতে হবে। তবে মন্ত্রী মশাই বলেন—যে সাম্প্রতিক অনধিকার প্রবেশ দৃঢ় হস্তে প্রতিরোধ করা হবে।

এই সূত্রে মন্ত্রীমশাইকে আর একটি কথা বলি। বিগত সেটেলমেন্টের মাপে যে জমি কারুর নামে রেকর্ড হয়েছে এবং হস্তান্তরিত হয় নি অথবা নোটিফিকেশনের আগে যে জমি দলিল ক'রে অধিকার করা হয়েছে সেই সব জমির মালিকদের ওপর বন বিভাগের পক্ষ থেকে অনেকক্ষেত্রে নোটীশ প্রভৃতি দেওয়া হয়েছে যে, ঐ জমি বন বিভাগের অধিকারভুক্ত। এইভাবে চাষীদের হায়রাণ করা হচ্ছে—বন বিভাগের নিজের বিভ্রান্তির জন্য। মন্ত্রীমশাই বললেন—কতকগুলি পূর্ব নোটিফিকেশনের জন্যই এই বিভ্রান্তি ঘটেছে—এর প্রতিকার কিভাবে হয়—উনি দেখবেন। এই সঙ্গে আমি বন বিভাগের বিভিন্ন দুর্নীতির বিষয় এবং জঙ্গল উৎপাদনে যে সব কাজ চলছে তার অব্যবস্থা ও অনাচারের বিষয় বলি। উনি এ সম্পর্কে উপযুক্ত তদন্ত ও প্রতিকারের জন্য কি করা যায়—উনি তা দেখবেন বললেন; এবং এ সম্পর্কে আমাদের পরামর্শও তিনি আশা করেন জানালেন। বন রক্ষা করতে হ'লে গ্রামবাসীর ওপর বন রক্ষার দায়িত্ব দিতে হবে—উপযুক্ত ব্যবস্থা বিধানের ভিত্তিতে আমার এ অভিমত মন্ত্রীমশাই সমর্থন করলেন।

পুরুলিয়ায় আসবার জন্য মন্ত্রীমশাইকে আমন্ত্রণ করায় উনি তারিখ স্থির করলেন—৩০শে এপ্রিল ও ১লা মে আমাদের জেলা সফরে আসবেন এবং দেখবেন ও জানবেন। সফরের কর্মতালিকা স্থির করতে আমাদের তিনি অনুরোধ করলেন।

সমষ্টি উন্নয়ন মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

সমষ্টি উন্নয়ন (ব্লক বিভাগের) মন্ত্রী শ্রীচারু মিহির সরকার মশাইএর সঙ্গে গত এই এপ্রিল তারিখে সাক্ষাৎ করি। ইতিপূর্বেও তাঁর সঙ্গে একাধিকবার দেখা সাক্ষাৎ করেছি এবং ব্লকের কার্য্যধারা ও ব্লকের বিবিধ দুর্নীতি ও ব্যবস্থা বিষয়ে আলোচনা করেছি। জেলায় আসবার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলাম। উনি জানালেন—আগামী ৭ই মে জেলা সফরে আসছেন।

সেচমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা

জেলার সেচ ব্যবস্থা নিয়ে সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জীর সঙ্গে কথাবার্তা করি। সেচের প্রশ্নটি যে সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং এর জন্য উপযুক্ত অর্থাদি সেচ বিভাগকে দিতে পারা যায় নি—এর জন্য সেচমন্ত্রী দুঃখ করেন। এবং এ সম্পর্কে যুক্তফ্রন্টের রাজ্য কমিটির কাছে বক্তব্য রাখবার জন্য একটি বৈঠক আয়োজনের কথাবার্তা হয়। এ সম্পর্কে আমি যুক্তফ্রন্টের কনভেনারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম এবং ২৮শে এপ্রিল এ সম্পর্কে যুক্তফ্রন্টের একটি বৈঠক রাখা হয়েছে।

অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে কথাবার্তা

জেলার বিলিফের জরুরী বিষয়ে রিলিফ বিভাগ, কৃষি বিষয়ে কৃষি বিভাগ প্রভৃতির সঙ্গে কথাবার্তা ক'রে কয়েকটি কাজের ব্যবস্থা করি। এ বিষয়ে পরে লিখবো।

———•———

শান্তময়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য সাহায্য রজনী

ছাত্রীগণ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' নৃত্য নাট্য পরিবেশন

গত ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল তারিখে শান্তময়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে রবীন্দ্রনাথের "শ্যামা" নৃত্য নাট্য মঞ্চস্থ করা হয়। এই নৃত্য নাট্যের বিভিন্ন ভূমিকায় বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ অংশ গ্রহণ করে এবং "শ্যামার" ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে কুমারী রুমা সরকার। নৃত নাট্যের অন্যান্য ভূমিকায় শম্পা সেন, শমিতা সরকার, সুতপা দাশ গুপ্ত, দীপ্তি মুখার্জী, মিতা মাহা, পুষ্পিতা বসু, অন্তলেখা সিংহ, অনিন্দিতা রায়, দুলু ঘোষ, রঞ্জিতা বৈদ্য ও বীণা দাস।

এই নৃত্য নাট্যের সঙ্গীতাংশে বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণ যথা—সর্বশ্রীমতী দুর্গা ঘোষ ; নমিতা রাহা রায়, জ্যোৎস্না নন্দী, ঝুমকা সেন গুপ্তা ; তৃপ্তি সান্যাল, মন্দিরা সরকার ; ইন্দিরা সিংহ, শিখা গাঙ্গুলী ; দীপা চক্রবর্তী ; সীমা ঘোষ ; মায়া চ্যাটার্জী ও সুপ্রভা চ্যাটার্জী অংশ গ্রহণ করেন।

যন্ত্র সঙ্গীত পরিচালনা করেন সর্বশ্রী পটল চন্দ্র ঘোষ, প্রফুল্ল দাশ গুপ্ত, হরি মাহালী ; ভোলা সরকার এবং শ্রীউজ্জ্বলা নন্দী ; নৃত্য পরিচালনা করেন শ্রীমতী ইরা দেবনাথ।

দুই দিবসব্যাপী সমগ্র অনুষ্ঠানটি বিশেষ সাফল্যের সহিত পরিবেশিত হয় এবং নৃত্যাভিনয় ও সঙ্গীত পরিবেশন বিশেষ উপভোগ্য হয়।

—•—

পঞ্চায়েৎ মন্ত্রীর কয়েকটি অঞ্চল পরিদর্শন

গত ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল তারিখে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশ গুপ্ত পুরুলিয়া ১নং ব্লকের অন্তর্গত ভাণ্ডারপুয়ারা, মানাড়া, ডুডকু, চাকলতোড়, গাড়াডুমড়ো, ডিমডিহা, লাগদা ও সোনাইজুড়ী অঞ্চল পরিদর্শন করেন। সংশ্লিষ্ট ব্লক কর্তৃপক্ষ এই সফর সূচী রচনা করেন এবং বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। জেলা পঞ্চায়েৎ অফিসার শ্রী এন, সেন এবং বি, ডি, ও, শ্রী এস, চক্রবর্তী এবং বেসরকারী ব্যক্তিদের পক্ষে শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত এম, এল, এ ; শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত প্রমুখেরা এই সফরকালে উপস্থিত থাকেন।

—•—

সত্যমেব জয়তে

বড় বড় শেঠরাই শুধু আয়কর ফাঁকি দেয় না, ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও যে আয়কর ফাঁকি দেবার চেষ্টা করেন—তারই একটি কাহিনী সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আয়কর স্থাপনযোগ্য সম্পত্তির পরিমাণ বর্তমানে ৩ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। শ্রীমতী গান্ধী ৬৭-৬৮ সালে উক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ৭৫০০ টাকা কম দেখিয়েছেন, ৬৫-৬৬ সালের হিসাবে তিনি ২০,০০১ টাকার কম হিসাব দেখিয়েছিলেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী রাজা দীনেশ সিং-এর সম্পত্তির পরিমাণ ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকার উপর। ৬২ সালে তিনি ১ লাখ ৮ হাজার টাকার সম্পত্তি গোপন করার চেষ্টা করেন। ৬৩ সালে ৫৫০০০ টাকা কম দেখান। সর্বশেষ যে হিসাব দিয়েছেন তাতে মোট সম্পত্তির পরিমাণ জানিয়েছেন—দু'লক্ষ টাকার কিছু বেশী।

অপর মন্ত্রী শ্রী কে, কে শাহ ৬২-৬৩ সালে ৮০০০ টাকা এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে ৭৮০০০ টাকার সম্পত্তি গোপন করার চেষ্টা করেন। এর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। এ ছাড়া আর একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীবলিরাম ভকত সম্প্রতি দিল্লীতে নিজ স্ত্রীর নামে ৭ লাখ টাকার একটি বাড়ী তৈরী করিয়েছেন। অবশ্য তিনি বলছেন যে ঐ বাড়ী তৈরী করতে মাত্র ২-৩ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। (সংগৃহীত)

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। সত্যের জয় হোক!

—•—

গ্রামাঞ্চলে অগ্নি নিরোধ ব্যবস্থা

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও গ্রীষ্মকালে পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলে প্রতিদিনই অগ্নিকাণ্ডের কোন না কোন ঘটনার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। গ্রামে অগ্নি নির্বাপনের কতগুলি বিশেষ অসুবিধা আছে। এজন্য গ্রামাঞ্চলে অগ্নিকাণ্ডের ফলে দরিদ্র গ্রামবাসীর প্রায় সর্বস্ব ক্ষতি হয়।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ঃ

সাধারণতঃ দেখা যায় মানুষের অসাবধানতা বা অজ্ঞানতা আগুন লাগার মূল কারণ। কয়েকটি সাধারণ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অগ্নিকাণ্ডের সংখ্যা হ্রাস করা যায়, কমান যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ।

ক) জনসাধারণকে এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে দিয়াশালাই কাঠি, পোড়া বিড়ি ও সিগারেটের আগুন সম্পূর্ণ নিভাবার আগে ফেলে না দেওয়া হয়।

খ) পল্লী অঞ্চলের খোলামেলা রান্নাঘরের উনুন থেকে অনেক সময় অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়। বাড়ীর মহিলাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে উনুনের কাজ শেষে আগুন বা রান্নার পোড়া কাঠ সম্পূর্ণরূপে নিভিয়ে ফেলা হয়।

গ) অসাবধানতার জন্য গ্রামাঞ্চলে তেলের প্রদীপ বা লম্ফ থেকে আগুন লাগার ভয় আছে, সেজন্য লম্ফের পরিবর্তে হ্যারিকেন লণ্ঠন ব্যবহার নিরাপদ।

ঘ) আলানী, কাগজ, তেল, রং, স্পিরিট পাট বা শণ ইত্যাদি দাহ্য পদার্থ বাসগৃহে না রেখে অন্য কোন ঘরে রাখা বাঞ্ছনীয়।

আগুন নেভাবার ব্যবস্থা ঃ

সর্বপ্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও যদি আকস্মিক কারণে আগুন লেগে যায় তবে দ্রুত তা নিবারণের ব্যবস্থা করতে হবে।

সাধারণতঃ জলের সাহায্যে তাপমাত্রা কমিয়ে অগ্নি নির্বাপণের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে সর্বক্ষেত্রে জল সহজলভ্য নয় সেজন্য বালি বা মাটির সাহায্যে আগুন চাপা দিয়ে অক্সিজেনের সরবরাহ বন্ধ করে আগুন নেভান যেতে পারে। অপর উপায়টি হল আগুন লাগা বাড়ীর চারিপাশের কুটির বা বাড়ীর চাল ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে অগ্নি প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হয়।

আগুন নেভাবার সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য সম্ভব হলে প্রতি গৃহে কিছু বালি সংগ্রহ করে রাখা যেতে পারে। তাছাড়া কিছু বালতি বা টিন, খড় কাটা দা, কাস্তে, কোদাল, গাঁইতি এবং ট্রিরাপ পাম্প প্রভৃতি যন্ত্রপাতি গ্রামের পঞ্চায়েত ঘর বা ক্লাব ঘরে কিনে রেখে দিলে ভাল হয়। হঠাৎ প্রয়োজনে যাতে সবাই এই সব যন্ত্রপাতি অগ্নি নির্বাপনের কাজে ব্যবহার করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামের যুবক বৃদ্ধ সবাইকে একসঙ্গে অগ্নি নির্বাপনের কাজে এগিয়ে আসতে হবে।

অরুণকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
জেলা শাসক; পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া, ৩রা এপ্রিল, ১৩৬৯
(জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত।)

—•—

শোক সংবাদ

গত ২২শে চৈত্র বান্দোয়ান গ্রামসভার সদস্য ও লোক সেবক সংঘের কর্মী শ্রীসুর্যচন্দ্র হাসদার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া বাঁকুড়ায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃতদেহের শেষ কৃত্য "গন্ধ বণিক সমিতি, বাঁকুড়া" সম্পন্ন করেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৫৯ বৎসর হইয়াছিল এবং তিনি এক পুত্র, দুই কন্যা ও বৃদ্ধ মাতা পিতাকে রাখিয়া গিয়াছেন।

দীর্ঘকাল বহু উৎপীড়ন ও কষ্টের মধ্যেও সংঘের নীতি ও আদর্শকে সুদৃঢ়ভাবে অনুসরণ করিয়া তিনি সকলের আপনজন হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সংঘ একজন বিশিষ্ট কর্মীকে হারাইল।

আমরা তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

—•—

Regd No. C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No—R. N. 2539/57

পুরুলিয়ায় হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালের উদ্বোধন

বেসরকারীস্তরে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা

গত ৩১শে মার্চ তারিখে হোমিওপ্যাথিক জগতের বিশিষ্ট পথিকৃৎ ডাঃ জেমস টেলার কেন্টের জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে পুরুলিয়া জেলার সর্বসাধারণের স্বার্থে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক প্রয়াসস্বরূপ "পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল হাসপাতাল"-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ এই হাসপাতালের দ্বারোদ্ঘাটন করেন এবং পুরুলিয়া জেলা হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি ডাঃ জয়ন্ত কুমার সরকার সভাপতিত্ব করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হোমিও সংঘের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সত্যব্রত সিংহ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় সহরের বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক ও নাগরিকেরা উপস্থিত থাকেন।

হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল হাসপাতাল স্থাপনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া ডাঃ গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন যে—সম্পূর্ণ বেসরকারী পরিকল্পনায় এই হাসপাতাল স্থাপন করা হইতেছে এবং বহু হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক বিনা পারিশ্রমিকে এই হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ এই হাসপাতালের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া ইহার প্রসার ও ক্রমোন্নতি কামনা করেন। প্রধান অতিথি ডাঃ সত্যব্রত সিংহ পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল একাডেমীর এই জনহিতকর প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভায় শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায়, স্বামী মায়েশানন্দ প্রমুখ বক্তারা বক্তৃতা করেন।

—•—

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে পুরুলিয়া রাঁচি রোডস্থ **"বিচিত্রা"** প্রতিষ্ঠানকে "গোদরেজ" কোম্পানীর ইস্পাত নির্মিত অফিস এবং গৃহের ব্যবহারোপযোগী আসবাব পত্রের পুরুলিয়া জেলার জন্য প্রচারক নিযুক্ত করিলাম।

এন, পি, ব্যাস এণ্ড কোং
আসানসোল।

We are pleased to Announce the Appointment of
M/s. BICHITRA
Ranchi Road—Purulia
for
Purulia as the Canvasser for
Godrej Steel Furniture for Home, Office
Etc.
N, P, Vyas & Co.
Asansol

কোনেটিক কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট
পুরুলিয়া ফোন নং ২৩৪

নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে হায়ার সেকেণ্ডারী বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেওয়ার পরই ভর্ত্তি হওয়া চলে। ভর্ত্তির আসন সীমীত।

১। সর্টহ্যাণ্ড ২। টাইপরাইটিং
৩। টেলিগ্রাফী এ, এস, এম কোর্স
৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।

গভর্ণমেণ্ট অফিস ও রেলওয়ে হইতে প্রতিনিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে। মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনসেশন দেওয়া হয়। —বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

রাখহরি চট্টোপাধ্যায়
প্রিন্সিপাল

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
১৫শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৫ই বৈশাখ, ১৩৭৬—২৮শে এপ্রিল ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬,
নগদ মূল্য
১০ পয়সা

ঋষি নিবারণচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান

অনাড়ম্বর গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত

গত ১২ই বৈশাখ ঋষি নিবারণচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বৈকাল ৬।০ টায় পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমে এক অনাড়ম্বর ও ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর শতবর্ষ পূর্ত্তি বৎসরে গান্ধীজীর অন্যতম মন্ত্র শিষ্য ঋষি নিবারণচন্দ্রের অবিস্মরণীয় অবদান নূতন ইতিহাসের যে অপূর্ণ অধ্যায় সূচনা করে তার শ্রদ্ধাপূত পর্য্যালোচনা করে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়।

এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীজ্যোতির্ম্ময় দাশ গুপ্ত, ডাঃ প্রভাত কুমার মল্লিক, শ্রীজয়ন্ত কুমার দাঁ, শ্রীবৈদ্যনাথ সরকার, শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনন্দদুলাল মিত্র এবং শ্রীঅশোক চৌধুরী। শ্রীসন্তোষ রায় একটি স্বরচিত কবিতা এবং শ্রীনকুল চন্দ্র সেনগুপ্ত এই উপলক্ষ্যে রচিত বিশেষ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শিল্পাশ্রমে স্মৃতি মন্দিরের চত্বরে জয়ন্তী মণ্ডপে সর্ব্বশ্রী রাজেন্দ্রনাথ রায়, নন্দদুলাল মিত্র ও জয়ন্ত কুমার দাঁ প্রার্থনানুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন— ডাঃ অমরশঙ্কর দে; শ্রীমতী লীলা মৈত্র; কুমারী শুকতারা মল্লিক; শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায়; শ্রীগুরু প্রসাদ সরকার; শ্রীঅরুণ মুখার্জ্জী; কুমারী সারদা মুখার্জ্জী, কুমারী সান্তনা মৈত্র ও কুমারী ভাস্বতী দে। এই অনুষ্ঠানে যন্ত্র সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীপটল চন্দ্র ঘোষ। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ।

সকাল ৯।০ টার সময় নিবারণ পার্কে ঋষির মর্ম্মর মূর্ত্তিতে মাল্য দান করা হয়।

—•—

জেলা, ব্লক ও অঞ্চল ত্রাণ কমিটি গঠনে সরকারী নির্দ্দেশ

ত্রাণ কমিটি গঠনের নিয়মাবলী

ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ১৮৪৭(১৫)—এফ, আর/৮ সি—৩৬৯ তারিখ ১৫।৪।৬৯ আদেশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে জেলা, মহকুমা, ব্লক ও অঞ্চল ত্রাণ কমিটিগুলি নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হবে—

জেলা ত্রাণ কমিটি

জেলাস্তরে ত্রাণ কমিটি নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হবে—

(১) জেলায় কার্য্যরত প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের একজন প্রতিনিধি ;

(২) জেলার প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের এম, এল, এ/এম, এল, পি গণের মধ্যে একজন বিধানমণ্ডলীর সদস্য ;

(৩) ডেপুটি কমিশনার, মহকুমা শাসকগণ ; অতিরিক্ত জেলা শাসক ; অথবা জেলার ত্রাণকার্য্যের ভারপ্রাপ্ত অফিসার এবং খাদ্য কর্পোরেশনের জেলা ম্যানেজার।

এই কমিটির সভা জেলাশাসক আহ্বান করবেন এবং প্রত্যেক সভায় উপস্থিত সদস্যগণের মধ্য থেকে সভাপতি নির্ব্বাচন করা হবে।

মহকুমা ত্রাণ কমিটি

মহকুমা ত্রাণ কমিটিগুলি নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হবে—

(১) মহকুমায় অবস্থিত সমস্ত এম, এল, এ ও এম, এল, সি। (কোনও এম, পি, থাকলে তাঁকে আমন্ত্রণ করা হবে)।

(২) মহকুমায় কার্য্যরত রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যেকের এক একজন প্রতিনিধি।

(৩) মহকুমা শাসক ;

(৪) খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের সাব-ডিভিস্যানাল কন্ট্রোলার ;

(৫) জেলা কমিটি কর্ত্তৃক মনোনীত ৩ বা ৪ জন সদস্য।

মহকুমা শাসক এই কমিটীর আহ্বায়ক হবেন—কিন্তু প্রত্যেক সভায় উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে এবং সভাপতি নির্ব্বাচিত হবেন।

ব্লক পর্য্যায়ে ত্রাণ কমিটী

ব্লক ত্রাণ কমিটী নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হবে—

(১) ব্লকে অবস্থিত এম, এল, এ এবং এম, এল, গণ ;

(২) ব্লকে কার্য্যরত প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি একজন প্রতিনিধি ;

(৩ ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিসার ;

(৪) মহকুমা ত্রাণ কমিটি কর্ত্তৃক মনোনীত ৩ অ ৪ জন সদস্য।

বি, ডি, ও এই কমিটির আহ্বায়কের কার্য্য করবেন এ প্রত্যেক সভায় একজন সভায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হবেন।

অঞ্চল পর্য্যায়ে ত্রাণ কমিটি

অঞ্চল ত্রাণ কমিটি নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হবে—

(১) অঞ্চল প্রধান ;

(২) অঞ্চলে কার্য্যরত প্রধান প্রধান রাজনৈতি দলের একজন প্রতিনিধি ;

(৩) ব্লক ত্রাণ কমিটি কর্ত্তৃক মনোনীত ৩ অথবা ৪ প্রতিনিধি।

(৪) গ্রামসেবক।

এই কমিটির প্রথম সভা বি, ডি, ও আহ্বান করবে এবং প্রথম সভায় কমিটির আহ্বায়ক নির্ব্বাচন করা হবে। প্রত্যেক সভায় একজন সভাপতি নির্ব্বাচি হবেন।

এইভাবে ত্রাণ কমিটিগুলি গঠিত হবে এবং সংশ্লি এলাকায় যাবতীয় ত্রাণমূলক কার্য্যের প্রণয়নে প পরিচালনায় ত্রাণ কমিটিগুলির পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে

বিষয়টির সমধিক গুরুত্ব বিবেচনায় এবং গ্রামা শ্রমিকদের ব্যাপক বেকারী দূর করার উদ্দেশ্যে জে শাসকদের এই ত্রাণ কমিটিগুলি অবিলম্বে গঠন কর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

———•———

সম্পাদকীয়

আবর্জ্জনা পরিষ্কার

গত বিশ বৎসর ধরে কংগ্রেস শিব গড়বার নামে বাঁদর গড়ার কাজেই মনোনিবেশ করে এসেছে—ফলে এখন তথাকথিত কংগ্রেসী কল্যাণ-মূলক রাষ্ট্রের সমাজ ও শাসনব্যবস্থার সর্ব্বক্ষেত্রে ও সর্ব্বস্তরে ছোট, বড় ও মাঝারী নানা প্রকার এবং নানা শ্রেণীর শাখা মৃগদের অসহ্য উৎপাত ও উপদ্রব দেশবাসীকে ভোগ করতে হচ্ছে। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে এই রাজ্যে জনগণের স্বার্থে কোনও প্রগতিমূলক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করতে হলে আগে কংগ্রেসী দুর্নীতি ও ব্যাভীচারের ঘাঁটিগুলি ভেঙ্গে ধূলিসাৎ করতে হবে। প্লেগের ন্যায় মারাত্মক ও সংক্রামক রোগে আক্রান্ত গৃহে বাস করার পূর্ব্বে সেই গৃহটির যেমন আমূল সংস্কার ও কড়া প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ দরকার—তেমনি কংগ্রেসী শাসনে মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত প্রশাসন ব্যবস্থার সর্ব অঙ্গে যে সকল দুষ্ট রোগের সংক্রমণ ও প্রকোপ দেখা দিয়েছে তার উপশমে ও নিরাময়ের জন্য ঔষধ প্রয়োগ কার্য্যকরী না হলে শল্য চিকিৎসারই আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

সম্প্রতি যুক্তফ্রন্ট সরকারকে স্কুলবোর্ড এবং জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদ রূপী কংগ্রেসী দুর্নীতির দুটি প্রধান ঘাঁটি সম্পর্কে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর দুটি বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারী করে পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত জেলার স্কুল বোর্ড এবং জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদগুলি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

বলা বাহুল্য, সুদীর্ঘকাল ধরে এই স্কুল বোর্ডগুলির বিরুদ্ধে স্বজন পোষন, অর্থের অপব্যবহার, সরকারী অর্থ আত্মসাৎ প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ও পুনর্বিন্যাসে স্কুল বোর্ডগুলির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ। কিন্তু কংগ্রেসী আমলে এই স্কুল বোর্ডগুলি কংগ্রেসের ভোট সংগ্রহের আড়কাঠি এবং যাবতীয় দুর্নীতির ঘাঁটিরূপে ব্যবহৃত হোত। সেই জন্য শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে কংগ্রেসের দালাল শ্রেণীর লোকেরা, যোগ্যতার কোনও বালাই না রেখে সর্ব্বত্র অগ্রাধিকার পেত এবং শিক্ষকদের টাকা দেওয়া অথবা প্রাথমিক স্কুলের জন্য বইকেনার ব্যাপারে কংগ্রেসী দুর্নীতির দুষ্টচক্র অবাধ গতিতে চলতো। বিহার আমলে মানভূম জেলায় যেমন হিন্দীর ধ্বজা ধারণ করলে ছাত্রশূন্য ও স্কুল গৃহ-বিহীন প্রাথমিক শিক্ষকেরা সবেতনে এবং বহাল তবিয়তে বিরাজ করতেন—পশ্চিম বঙ্গে কংগ্রেসী স্কুল বোর্ডের আসনে কংগ্রেসের অনুগ্রহ পুষ্ট বহু ব্যক্তি প্রাথমিক শিক্ষক সেজে মাসে মাসে নিয়মিত বেতন গ্রহণ ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থার অন্য কোনও কর্ত্তব্য পালন প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সুতরং এই প্রকার স্কুল বোর্ডের সম্পর্কে চরম ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

অবশ্য সরকারী মুখপাত্র জানিয়েছেন যে স্কুল বোর্ডগুলি বাতিলের ব্যবস্থা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। কারণ ইতিমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রী প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যে সামগ্রিক আইন

প্রণয়ণ করছেন এবং সম্ভবতঃ বিধান সভার আগামী অধিবেশনে ঐ আইনের খসড়া পেশ করা হবে। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও দুর্নীতি মুক্ত করার জন্য যুক্তফ্রন্ট যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—এটি তারই প্রথম পদক্ষেপ।

দ্বিতীয় আরেকটি অর্ডিন্যান্সের বলে পশ্চিম বঙ্গের পনেরটি জেলা পরিষদ এবং তিন শত পঁচিশটি আঞ্চলিক পরিষদ বাতিল করে দেওয়া হোল। রাজ্য সরকার এই অর্ডিন্যান্সের মারফৎ পঞ্চায়েৎ বিলে একটি সংশোধনী এনে প্রয়োজন বোধে পঞ্চায়েৎ ও জেলা পরিষদগুলি সম্পর্কে আবশ্যক অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা নিয়ে রেখেছিলেন। এখন তারই আংশিক প্রয়োগ হোল। এক্ষেত্রে বলা নিষ্প্রয়োজন যে স্কুল বোর্ডের ন্যায় এই জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ, অঞ্চল ও গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলিও কংগ্রেসী দুর্নীতির অন্যতম ঘাঁটি। সরকারী অর্থে কংগ্রেসের স্বার্থে প্রচার অভিযান ও ভোট সংগ্রহের হাতীয়ারূপে এই সকল পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠান ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গৌরী সেনের কোটি কোটি টাকা তছনছ। আত্মসাৎ ও অপব্যবহারের হিমালয় প্রমাণ অভিযোগ এই সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে স্তূপীকৃত হয়ে আছে। সুতরাং এই সকল দুর্নীতির ঘাঁটিগুলির বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সমীচীন ও সঙ্গত। সরকারী নির্দ্দেশে বলা হয়েছে যে জেলা পরিষদের এক্সিকিউটিভ অফিসার এখন থেকে পরিষদের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন এবং আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে বি-ডি-ওর হাতে। এই নির্দ্দেশ বলবৎ করার সঙ্গে সঙ্গে জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের সকল সদস্যের পদ খারিজ হয়ে গেল।

এই প্রসঙ্গে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী জানিয়েছেন যে বিধানসভার আগামী অধিবেশনে প্রয়োজনীয় বিল এনে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করা হবে এবং তাতে আঞ্চলিক পরিষদ সম্পূর্ণ বাতিল করে দেওয়া হবে। তিনটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান যথা গ্রাম, অঞ্চল ও জেলা পরিষদের গঠন কার্য্য প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে। অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট সরকার এই ব্যবস্থার দ্বারা গণতন্ত্রকে আরও প্রসারিত ও বিকেন্দ্রীভূত করে দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

বলা বাহুল্য, যে এই চূড়ান্ত ব্যবস্থার দ্বারা পঞ্চায়েতের স্তরে কংগ্রেসী দুর্নীতি ও কুশাসনের বিরুদ্ধে এক চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোল। রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থায় সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার পথে যুক্তফ্রন্ট সরকারের এ হোল দ্বিতীয় পদক্ষেপ।

দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ও প্রত্যাশিত এই চরম ব্যবস্থা সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের পূর্ণ অভিনন্দন যোগ্য হলেও এটা হোল আংশিক ব্যবস্থা। কারণ কংগ্রেসী পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার নিম্নস্তরে গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ ও অঞ্চল প্রধানদের মৌরসী পাট্টা এখনও যায় নি। এদের সঙ্গে গ্রামসেবক ও ভি. এল. ডব্লিউরা একসূত্রে বাঁধা। সুতরাং সমাজের সাধারণ মানুষের সঙ্গে দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ক্ষেত্রে কংগ্রেস রচিত শনি চক্র এখনও প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে—যদিও তাদের বিষদন্তের বিষ এখন আর তত তীব্র হবে না। এর উপর আবার বি-ডি-ও দের আনুগত্য সম্পর্কে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ হবার সময় এখনও আসে নি। কারণ অধিকাংশ বি-ডি-ও এখনও কংগ্রেসী শাসনের মধুর স্বাদ ভুলতে পারছেন না। সুতরাং এঁদের মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন সময় সাপেক্ষ। সুতরাং রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে, অর্থাৎ বি-ডি-ও, ভি, এল, ডব্লিউ; গ্রাম সেবক; অঞ্চল প্রধান ও গ্রাম সভার অধ্যক্ষদের ছোট ও ঘোঁট এখনও বিষাক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে থাকবে। সুতরাং এই জোটটিকে ভেঙ্গে চুরমার না করা পর্য্যন্ত কংগ্রেসী আমলের আবর্জ্জনা দূরীভূত হবে না। জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদ বাতিল করার পর—তথাকথিত পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার এই বিষময় ক্ষেত্রের দিকেও যে যুক্তফ্রন্ট সরকার দৃষ্টি দেবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন—এ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত।

অ. চ.

———•———

বিভিন্ন সরকারী কর্ম্মধারা প্রসঙ্গে

(অরুণচন্দ্র ঘোষ)

বন বিভাগ সম্পর্কে

বন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীভবতোষ সরেন শীঘ্র জেলায় আসছেন তারিখ সহ জানিয়েছিলাম। গত কাল অর্থাৎ ২৬শে এপ্রিল তারিখে ট্রাঙ্ক টেলিফোনে আমায় জানিয়েছেন যে, উনি পূর্ব নির্দ্ধারিত তারিখ মতো আসতে পারছেন না। উনি আসবেন—আগামী ৫ই মে তারিখে। ঐ দিনই আবার ফিরে যাবেন। এক দিনের মত কর্ম্মতালিকা কি হতে পারে—সে বিষয়ে উনি আলোচনা করলেন। স্থির হোল উনি সেদিন বন বিভাগের কোনো এক জায়গায় কাজ দেখতে যাবেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্ম্মীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। অফিসারদের সঙ্গে মিলিত হবেন। বন বিভাগ সম্পর্কে যদি কেউ কোনো বিষয় মন্ত্রীমহোদয়কে জানাতে চান—তিনি তা লিখিতভাবে জানাতে পারেন। তাতে কাজের সুবিধে হবে।

খাদ্য বিভাগ সম্পর্কে

চারিদিক থেকে অভিযোগ পাচ্ছি যে, বেশনে অন্ততঃ পক্ষে গমটা দেওয়া হোক এবং তা কিছু বেশী করে দেওয়া হোক। আটাটা লোক চাইছেন না। আমি খাদ্য মন্ত্রী শ্রীসুধীন কুমার ও খাদ্য কমিশনার শ্রী বি, আর, গুপ্তের সঙ্গে কয়েকবারই এ বিষয়ে কথাবার্তা বলেছি। গত ২৩শে এপ্রিল তারিখেও কথাবার্তা কই। ওঁরা বলেছেন—এখন প্রচুর গম রয়েছে ওঁদের হাতে। পুরুলিয়া জেলায় গমের চাহিদা থাকলে দিতে ওঁরা রাজী। আমি বললুম যে থানায় যাচ্ছি সেখানের লোক বলছেন—গম দেওয়া হোক, আটা চাই না। আর গমটা কিছু বেশী ক'রে দেওয়া হোক। তাতে খাদ্য মন্ত্রীর অফিসারেরা আমাকে কাগজপত্র দেখিয়ে বললেন দেখুন আমরা আটা বেশী দিতে চেয়েছি—পুরুলিয়ার খাদ্য বিভাগ নিচ্ছেন না। আমি আগের বারে পুরুলিয়া ফিরে এসে ফুড কন্ট্রোলার মশাইকে বলেছিলাম—কি ব্যাপার? উনি বললেন—আমরা যা চেয়েছি ওঁরা দেন নি। আমি সেই কথার উল্লেখ করে ফুড কমিশনারকে বললাম—আপনারা দিচ্ছেন না এই অভিযোগ। উনি বললেন—একথা ঠিক নয়। আমরা গম যা চাই তা দোব। আমি এখানকার খাদ্য বিভাগে প্রস্তাব দিয়েছি—আপনারা বেশী ক'রে গমের দাবী দিন এবং প্রতি থানায় পাঠান এবং পুরুলিয়া সহরের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিন। আমি এবারে কলিকাতা গিয়ে গম যাতে আসে বেশী পরিমাণে তার চেষ্টা করছি।

খাদ্য বিভাগের কাছে একটি প্রস্তাব

রাজ্য সরকারের খাদ্য সরবরাহের যোগানের জন্য ভারত সরকারের ফুড করপোরেশনের মাধ্যমে খাদ্য নিতে হয়। সেই অনুসারে সমস্ত রাজ্যের জেলায় জেলায় যে খাদ্য সংগ্রহের কাজ চলেছে তা ভারত সরকারের ফুড করপোরেশনের মাধ্যমে। এই ফুড করপোরেশন রাজ্যপালের শাসনের সময়ে সিদ্ধান্ত করেন যে চেঁকি ছাঁটাই চাল তারা কিনবেন না। সেই সময়ে এ সম্পর্কে সরকারের কাছে আমরা এই নীতির পরিবর্তন দাবী করি—তাতে রাজ্যপালের নির্দ্দেশে ফুড করপোরেশন আবার চেঁকি ছাঁটা চাল নিতে থাকেন। কিন্তু দিন কয়েক হ'ল—এক নূতন অজুহাতে খাদ্য বিভাগের অফিসারেরা চেঁকি ছাঁটাই চাল কেনা বন্ধ করেন যে, কলিকাতা বা অন্যান্য স্থানে চেঁকি ছাঁটাই চাল চলছে না এবং এই চাল বেশী দিন মজুত রাখা যাচ্ছে না।

আমি খাদ্যমন্ত্রীকে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার জন্য বলি। আমি এই যুক্তি দিই যে, লোকে ধান থেকে যে চাল ক'রে রেখেছে—সেটা কেনার ব্যবস্থা না হ'লে তাদের অর্থের প্রয়োজনে বিক্রির উপায় কি হবে। তাছাড়া, এখন ক্রমশঃ বিহারে চালের দর বাড়ছে

বিহারের দিকে চালটা চলে যাবে। অধিকন্তু, যদিও রাজ্য সরকার আশ্বাস দিয়েছেন যে, পুরুলিয়ায় চালের প্রয়োজন হ'লে চাল সরবরাহের দায়িত্ব সরকারের রইল। তবু ধান ভানাইএর নামে জেলার ধান বাইরে চলে যাওয়া ঠিক হবে না। জেলায় ষ্টক থাকা দরকার। ঢেঁকি ছাঁটা চাল হ'লে জেলায় ষ্টক রাখা যেতে পারবে। তাছাড়া, অগণিত দরিদ্র মানুষ ধান ভেনে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সেজন্য ঢেঁকি ছাঁটাই চাল বর্জ্জনীয় হ'লে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

তাতে খাদ্যমন্ত্রী বললেন যে, যদি আপনারা চান তাহলে ঢেঁকি ছাঁটাই চাল কিনতে নির্দ্দেশ দিতে পারি। তবে সে চাল পুরুলিয়ায় চালাতে হবে, কারণ অন্য জায়গায় এই চাল নিতে চাইছে না। তবে পুরুলিয়ায় চালের বেসরকারী দর কম—ফুড করপোরেশন কিনলে দর অনেকখানা বেড়ে যাবে। আপনাদের জেলায় বেসরকারী ভাবে কেনাবেচায় লোকে কম পাচ্ছে।' এতে আমি খাদ্যমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব করি যে, যে সব ডি, পি এজেন্ট আছেন তাঁদের মধ্যে দুচারজনকে দিয়ে এই ঢেঁকি ছাঁটাই চালটা যদি নির্দ্ধারিত দরে বা বাজার দরে কেনা যায় এবং ষ্টক রাখা যায় এবং যাঁরা পুঁজি সরবরাহ করছেন তাঁদের একটা ন্যায্য লভ্যাংশ দিয়ে প্রয়োজনমত পুরুলিয়া সহরে ও জেলার অন্যত্র বিক্রি করা হবে। যা খরচ পড়বে সেই দরেই বিক্রি করা হবে। ভারতীয় ফুড করপোরেশনের দরের চেয়ে কম দর পড়বে। ফুড করপোরেশনের কার্য্যধারা অন্যায় মুনাফা সংগ্রহের পর্য্যায়ে চলেছে।

খাদ্যমন্ত্রী বললেন যে, যে ডি, পি এজেন্টদের বা ব্যবসায়ীদের দিয়ে চাল কেনানো হবে তাদের ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এবং তাদের কাছে রাখা ষ্টক সর্ব্বদা তদারকের মধ্যে রাখতে হবে। এটা সম্ভব হলে উনি এই ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন দেবেন। ফুড কমিশনারও বললেন—উনিও মনে করেন এ ব্যবস্থা ভালই হবে—এবং অনুমোদন দেওয়া যেতে পারবে।

আমি কলকাতা থেকে ফিরে পুরুলিয়া সহরের কয়েকজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথাবার্তা করলাম। তাঁরা আমাদের সকলের নিয়ন্ত্রণের অধীনে খরিদ, বিক্রি ও ষ্টক রাখার জন্য প্রস্তুত আছেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তার পর আমি এই প্রস্তাব আমাদের যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে এক বৈঠকে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এই বিষয়টিও আলোচনা করলাম। এই আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল এইজন্য যে, আমাদের প্রস্তাবিত এই ঢেঁকি ছাঁটাই চাল খরিদ বিক্রির ব্যবস্থা করতে গেলে জেলা ফুড ও রিলিফ কমিটির অনুমোদন থাকা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে অনেকক্ষণ আলোচনা হল। এই ব্যবস্থায় গোলমাল হ'তে পারে অনেকের মনে আশঙ্কা দেখা দিল। আমি সে আশঙ্কার কারণ কেন নেই—সে বিষয়ে আমার যুক্তি তুলে ধরলাম। অধিকাংশ দলের প্রতিনিধিরা জানালেন—এ বিষয়ে তাঁরা আরো ভেবে দেখতে চান।

রিলিফ বিভাগ সম্পর্কে

সম্প্রতি টি. আর এর কাজ হবে। এই কাজের মজুরী হিসাবে যে ভুট্টা বা মাইলো দেওয়া হচ্ছিল তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে একেবারে অখাদ্য। এই তথ্য জেনে আমরা এই ভুট্টা ও মাইলো দেওয়া বন্ধ করিয়ে দিই। এ বিষয়ে আমি রিলিফ মন্ত্রীকে বলি। তিনি বলেন—বহুদিন আগের জমা করা এই খাদ্য—ব্যয় না দিয়ে পচিয়ে ফেলা হয়েছে—অথবা খারাপ খাদ্য জমা করা হয়েছিল এর জন্য দায়ী কে দেখতে হবে এবং এ হেন খারাপ খাদ্য জেনেও এই খাদ্য জনসাধারণকে দেবার জন্য দায়ী কে তাও দেখতে হবে। রিলিফ মন্ত্রী বললেন—টি, আর এ অর্দ্ধেক গম ও অর্দ্ধেক পয়সা দেবার নির্দ্দেশ আমি দিচ্ছি।

কুটির শিল্প মন্ত্রী সকাশে

কুটির শিল্প মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষের সঙ্গে সম্প্রতি আমার কথাবার্ত্তা হয়েছে। আমি তাঁকে আমাদের জেলার শোচনীয় কৃষি জীবন এবং প্রকৃতপক্ষে শিল্পহীন জীবন বিষয়ে বলেছি। এবং বলেছি যে স্বাধীনতার ২০ বছরে এখানে শিল্পের উন্নতি তো হয়ই নি বরং জেলায় কয়েকটি অতি সম্ভাবনাময় কুটির শিল্প উপেক্ষা ও প্রতিকুলতায় নিঃশেষ হয়ে এল। কুটির শিল্প মন্ত্রী বলেছেন—আপনারা

শীঘ্র আমায় একটা পরিকল্পনা তৈরী করে দিন—জেলার কৃষি বিষয়ে; আমি সেগুলি ভালভাবে অনুধাবন ক'রে নিয়ে, এখানে পরামর্শ ক'রে পুরুলিয়া গিয়ে আপনাদের সকলের সঙ্গে বৈঠক ক'রে কাজের একটা রূপ দেওয়া যাবে।

ওঁর সঙ্গে পশ্চিম বাংলায় পল্লী শিল্পের প্রসার ও উন্নতির বিষয়ে কিছু কথাবার্তা হয়েছে। উনি এ সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতার সহায়তা চান এবং এই কারণে ওঁর বিশেষ আগ্রহে আমাদের খাদী বোর্ডের সদস্য হ'তে হয়েছে। জেলার জন্য কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের পরিকল্পনা বা খাদী বোর্ডের পুনর্গঠন পরিকল্পনা বা এই রাজ্যের কুটির-শিল্প প্রভৃতির প্রস্তাব পরিকল্পনা প্রভৃতি দেবার জন্য কেউ যদি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন—তাহ'লে কৃতজ্ঞ হবো এবং তা কুটির শিল্প মন্ত্রীর কাছে দোব।

ভাটবাঁধে রাঁচীর মিশনারীদের পক্ষ থেকে একটি টেকনিক্যাল স্কুল কয়েক বৎসর আগে করা হয়েছিল—সেটিকে তাঁরা তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সেটি এখান থেকে তুলে না নিয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টা হয়েছে। সেটিকে রাজ্য সরকার থেকে সাহায্য করলে বা হাতে নিলে এটি স্থায়ীভাবে পুরুলিয়ায় থাকবে এবং গড়ে উঠবে। কুটীর শিল্প মন্ত্রী এ বিষয়টি দেখবেন—আশ্বাস দিয়েছেন।

—•—

জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ বাতিল

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ বাতিল হয়ে গেছে। এই সম্পর্কে রাজ্য সরকার কয়েক-দিন আগে রাজ্য মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর অর্ডিন্যান্স জারী করেন। গত ২৫শে এপ্রিলের মধ্যেই ১৫টি জেলা পরিষদ এবং ৩২৫টি আঞ্চলিক পরিষদে বাতিলের সিদ্ধান্ত পৌঁছে যায় ও জেলা পরিষদের এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং আঞ্চলিক পরিষদের এক্সিকিউটিভ অফিসার (বি-ডি ও) গণ যথাক্রমে জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে রাজ্যের পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত বলেন যে নূতন করে নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে এই নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত চলছে এবং এই জন্য বিধানসভার আগামী অধিবেশনে একটি বিলও আনা হবে। এই নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বস্তরে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। এত দিন পর্যন্ত গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের নির্বাচনেই কেবলমাত্র প্রাপ্ত-বয়স্কদের ভোটাধিকার ছিল।

যুক্তফ্রন্টের জনৈক মুখপাত্র এই সূত্রে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন যে—জেলা স্কুল বোর্ডগুলি বাতিলের পর জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদগুলি ভেঙ্গে দিয়ে আমরা গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসী দুর্নীতির আর একটি স্তম্ভ উপড়ে ফেলছি। তা ছাড়া প্রস্তাবিত আইনে বিশ বৎসরে কংগ্রেসী সরকার যা পারে নি বা করে নি অর্থাৎ গ্রাম্য স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্ত্তন—আমরা সেটা প্রবর্ত্তন করে সার্থক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাথে একটা বৃহৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছি।

পুরুলিয়া জেলা পরিষদ ও ২০ টি আঞ্চলিক পরিষদও এইভাবে বাতিল করা হয়েছে।

—•—

আর-টী-এ সংস্থার পুনর্গঠন
কলিকাতা গেজেটে সদস্যদের নাম ঘোষণা

১৯৩৯ সালে মোটর ভেহিক্লস এ্যাক্ট (১৯৩৯ সালের ৪ আইন) এর ৪৪ ধারার (১) ও (২) উপধারা অনুযায়ী এবং কলিকাতা গেজেটের ১০-৭-৬৮ তারিখের ৭০৫৯-ডব্লিউ টি নোটীফিকেশন (বিজ্ঞপ্তি) বাতিল করিয়া রাজ্য-পাল পুরুলিয়া অঞ্চলের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদের লইয়া আঞ্চলিক পরিবহন সংস্থা (R, T, A) গঠন করা হইল—

১। ডেপুটী কমিশনার, পুরুলিয়া চেয়ারম্যান
২। পুলিশের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট
৩। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জীনীয়ার (পি, ডব্লিউ, ডি)
৪। অরুণ ঘোষ লোক সেবক সংঘ, পুরুলিয়া।
৫। সাধু ব্যানার্জী এস. ইউ, সি
৬। চিত্ত রঞ্জন মাহাত (ফরোয়ার্ড ব্লক)
৭। প্রমথ মণ্ডল সি, পি, আই

—•—

পুরুলিয়ায় সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

জেলার জরুরী সেচ সমস্যা সমাধানে বিশেষ কমিশন নিয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা

পশ্চিমবঙ্গের সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় পুরুলিয়া সফরকালে স্থানীয় সার্কিট হাউসে বিভাগীয় অফিসার, যুক্তফ্রন্টের শরিকদল ও জনপ্রতিনিধিদের যুক্ত বৈঠকে জেলার সেচ সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন যে চলতি বৎসরের বাজেটে সমগ্র রাজ্যের জন্য সেচ খাতে মাত্র ৩ কোটি ২৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং এই বরাদ্দের মধ্যে একমাত্র কংসাবতী সেচ প্রকল্পের জন্যই ২ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হবে। যদিও কংসাবতী সেচ প্রকল্পের জন্য কমপক্ষে বাৎসরিক ৫ কোটী টাকা প্রয়োজন—কিন্তু মাত্র অর্দ্ধেক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করায় প্রকল্পের কাজেও অর্দ্ধেক ছাঁটাই করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে ১৯৫৬ সালে কংসাবতী সেচ প্রকল্পের কাজ সুরু হয় এবং গত ১৩ বৎসরে এই সেচ প্রকল্পে প্রায় ২৮ কোটী টাকা ব্যয় করেও এই প্রকল্প অসম্পূর্ণ থেকে গেছে এবং যেভাবে ছিঁটে-ফোঁটা বরাদ্দ করা হচ্ছে তাতে এই প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে আরও পাঁচ ছয় বৎসর লাগতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। সেচ প্রকল্পের উপর সমধিক গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে কংসাবতী সেচ প্রকল্পে যেখানে নয় দশ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করার কথা ছিল—সেখানে মাত্র ২ লক্ষ একর জমিতে জল সেচ করা সম্ভব হয়েছে। সেচ মন্ত্রী দুঃখের সঙ্গে জানান যে সেচ প্রকল্প রূপায়ণে অর্থ বরাদ্দে এইরূপ কৃপণতার মনোভাবের কোনও পরিবর্ত্তন যদি না হয়—তবে পুরুলিয়া জেলার জন্য একমাত্র উল্লেখযোগ্য সেচ প্রকল্প—আপার কংসাবতী প্রোজেক্ট রূপায়ণ কোনও কালেই সম্ভব হবে না এবং এই অবহেলিত জেলাও উপকৃত হবে না।

এই প্রসঙ্গে সেচ মন্ত্রী আর বলেন যে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু, তিনি জানান যে—কেবল উত্তরবঙ্গের বন্যানিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের দরুণই ১১৪ কোটী টাকা প্রয়োজন এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যই প্রয়োজন হোল ২০০ কোটি টাকা। সুতরাং মাত্র ৫০ লক্ষ টাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ত দূরের কথা—ড্রেনেজ বা জল নিষ্কাশনের কোনও সুষ্ঠ পরিকল্পনা রূপায়ণ সম্ভব হবে না। কারণ এক একটি নিম্নজল ভূমিতে প্রায় দেড় দুই লক্ষ একর জমি জলে ডুবে থাকে এবং এইরূপ জলাভূমির জল নিষ্কাশন পরিকল্পনা বাবদই প্রায় চার পাঁচ কোটি টাকা প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ বা মাঝারী সেচ প্রকল্পের জন্য কোনও অর্থ বরাদ্দ নেই বলে সেচমন্ত্রী জানান। তিনি আরও বলেন যে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের জন্য মাত্র ৩০ লক্ষ টাকা সমগ্র রাজ্যের জন্য বরাদ্দ আছে এবং এই সামান্য পরিমাণ অর্থ দিয়ে সমগ্র রাজ্যের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয়।

গভীর ও অগভীর নলকূপ প্রসঙ্গে সেচমন্ত্রী বলেন যে ইতিপূর্ব্বে গভীর নলকূপের পরিকল্পনায় প্রায় ২৫ কোটী টাকা মাটীর নীচে পুঁতে ফেলা হয়েছে—কাজ কিছুই হয় নি। সুতরাং বর্ত্তমান বাজেটে গভীর নলকূপ খাতে কোনও বরাদ্দ নেই। তবে অগভীর নলকূপের পরিকল্পনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং এই পরিকল্পনায় অর্থ জোগানোর জন্যে রাজ্য সরকারের গ্যারান্টিতে ব্যাঙ্কগুলির নিকট থেকে ২৫।৩০ কোটি টাকা অর্থ জোগানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

পুরুলিয়া জেলার প্রসঙ্গে সেচমন্ত্রী স্বীকার করেন যে বৃটীশ আমল থেকে এই জেলা বিশেষভাবে অবহেলিত হয়ে আসছে—সুতরাং এই জেলার প্রয়োজন সম্পর্কে যুক্তফ্রন্ট সরকার সর্ব্বদাই অগ্রাধিকার দেবে। তবে অর্থকৃচ্ছতার জন্যে অবিলম্বে বিশেষ কিছু করা হয়ত সম্ভব হবে না। তিনি এই জেলার সেচ সমস্যার সার্থক সমীক্ষা এবং সম্ভাব্য সেচ প্রকল্পাদি প্রণয়নের জন্য "মাইনর ইরিগেশন কমিশন" গঠনের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন। সেচ বিশেষজ্ঞ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এই কমিশনকে আগামী আগষ্ট মাসের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করতে অনুরোধ করা হবে—যাতে বর্ষার পরই সেচ প্রকল্পগুলির কাজ সুরু করা সম্ভব হয়।

পুরুলিয়া জেলার জরুরী সেচ সমস্যার আংশিক সমাধানের উদ্দেশ্যে সেচমন্ত্রী নির্দ্দেশ দেন যে ট্যাঙ্ক ইমপ্রুভমেন্ট স্কীম বা পুষ্করিণী সংস্কারের উদ্দেশে যে ৪৭৬টি পুষ্করিণী সরকার ২০।২৫ বৎসরের জন্য খাস করেছেন—সেগুলির আমূল সংস্কার করে সেচ সমস্যার আংশিক সমাধানের ব্যবস্থা করা হোক। এই সম্পর্কে সেচমন্ত্রী বিশেষ কয়েকটি তথ্য অবিলম্বে জানতে চান:

ক) এই পুষ্করিণীগুলি সংস্কারের জন্য কত টাকা ব্যয় হবে;
খ) কত একর জমিতে জল সেচ করা সম্ভব হবে;
গ) সম্ভাব্য কতদিনের মধ্যে সংস্কার কার্য্য সম্পূর্ণ করা যাবে।

এই সূত্রে তিনি আরও জানতে চান যে জেলায় ভাল সেচের উপযোগী বড় বাঁধ কি কি এবং কোথায় আছে যেগুলি সরকার কর্ত্তৃক হুকুম দখল করে সেচের উপযোগী করে তোলা সম্ভব হতে পারে। তিনি আরও জানান যে জলসেচের সুযোগ সুবিধা না পেলে কারুর উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা চলবে না।

এই আলোচনায় লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে জেলার বিভিন্ন স্থানে গ্রহণযোগ্য কয়েকটি সেচ প্রকল্পের বিষয় আলোচনা করা হয়।

এই জেলায় গভীর ও অ-গভীর নলকূপের সম্ভাবনা সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য সেচমন্ত্রী জানান যে ভারত জিওলজিকাল সার্ভেকে এই সম্পর্কে ব্যাপক সমীক্ষা চালাবার জন্য সেচমন্ত্রী বিশেষ অনুরোধ জানাবেন।

পঞ্চায়েৎ ও বনবিভাগের মন্ত্রীদের পুরুলিয়ার কার্য্যসূচি

আগামী ৪ঠা মে তারিখে সকালে পঞ্চায়েৎ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী বভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত পুরুলিয়া আসছেন। ঐ দিন সকাল ৯টায় তিনি জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, জেলা পঞ্চায়েৎ অফিসার, বি-ডি-ও প্রমুখ স্থানীয় সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ এবং যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক যুক্ত বৈঠকে মিলিত হবেন। সাম্প্রতিক অর্ডিন্যান্স বলে জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদগুলি বাতিল করার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে—সেই প্রসঙ্গের পর্য্যালোচনা এই বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় হবে।

আগামী ৫ই মে সকালে বন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীভবতোষ সোরেন পুরুলিয়া পৌছবেন। ঐ দিন বেলা ১১ টার সময় তিনি যুক্তফ্রন্টের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা বৈঠকের এক কার্য্যসূচি রেখেছেন।

ইন্দিরা ও চ্যবনের নিজের রাজ্যে !

ছাত্র বিক্ষোভের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তির ক্ষয় ক্ষতির খতিয়ান

গত ১৯৬৮ সালে ছাত্র বিক্ষোভ ও অশান্তির সময় বিভিন্ন রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তির উপর আক্রমণের ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার যে সকল তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন তা নিম্নে দেওয়া হোল —

মহারাষ্ট্র—	৩৮৪,৮৪৪৲
অন্ধ্র প্রদেশ—	২২৫,০০০৲
উত্তর প্রদেশ—	৪৪,১৫১৲
আসাম	৫৬,১০০৲
মহীশূর—	১১,৪৫০৲
তামিল নাড়ু	৭.৪৬২৲
গুজরাট—	৬,৬৪১৲
রাজস্থান—	২.০০০৲
পশ্চিমবঙ্গ—	৩৫০৲
কেরালা—	৩৲

BISHUDHA MEDICAL HALL
(Chemist & Druggist)
PURULIA (W. B)
(Wholesale & Retail Medicine Supplier)
Stockists—SQUIBB Sarabhai Chemicals)
Warner. HINDUSTAN LTD.
Gluconate Limited, Boots Pure Drug

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণকে অবগত করান যাইতেছে যে পুরুলিয়া "মেডিকো"—অতীতে চার জন অংশীদার দ্বারা পরিচালিত – বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন অংশীদার বিচ্ছিন্ন হওয়ায় নিম্নস্বাক্ষরকারী ঘোষণা করিতেছে যে, 'মেডিকো' কার্য্যতঃ স্থগিত করিয়া তিনজন সদস্য সহযোগে "বিশুদ্ধ মেডিকেল হল" এই নূতন নামে প্রবর্ত্তন করা হইল।

এস, মুখার্জ্জী
অংশীদার
'বিশুদ্ধ মেডিকেল হল'
পুরুলিয়া

Regd No. C—4290
Phone No.—175
মুক্তি
C. R. No—R. N. 2539/57

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে পুরুলিয়া রাঁচি রোডস্থ "বিচিত্রা" প্রতিষ্ঠানকে "গোদরেজ" কোম্পানীর ইস্পাত নির্মিত অফিস এবং গৃহের ব্যবহারোপযোগী আসবাব পত্রের পুরুলিয়া জেলার জন্য প্রচারক নিযুক্ত করিলাম।

এন, পি, ব্যাস এণ্ড কোং
আসানসোল।

We are pleased to Announce the Appointment of
M/s. BICHITRA
Ranchi Road—Purulia
for
Purulia as the Canvasser for Godrej Steel Furniture for Home, Office Etc.
N, P, Vyas & Co.
Asansol

ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট
পুরুলিয়া ফোন নং ২৩৪

নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে হায়ার সেকেণ্ডারী বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেওয়ার পরই ভর্ত্তি হওয়া চলে। ভর্ত্তির আসন সীমীত।

১। সর্টহ্যাণ্ড ২। টাইপরাইটিং
৩। টেলিগ্রাফী এ, এস, এম কোর্স
৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।

গভর্ণমেণ্ট অফিস ও রেলওয়ে হইতে প্রতিনিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে। মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনসেশন দেওয়া হয়। —বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

কাশহরি চট্টোপাধ্যায়
প্রিন্সিপাল

ভারতী হোটেল
ও
রেষ্টুরেণ্ট
(অশোক ষ্টুডিওর সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।
স্বল্প খরচে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত আহারের ব্যবস্থা আছে।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করুন
লটারীর টিকিট কিনে লক্ষপতি হউন
পশ্চিম বঙ্গ সরকারী লটারী
২য় খেলার তারিখ— ১৫—৫—৬৯
টিকিটের মূল্য—২৲
এবং অন্যান্য সরকারী লটারীর টিকিট আমার কাছে পাইবেন।
সীমীত সংখ্যক টিকিট সরবরাহ হয়— অতএব সত্বর আপনার প্রয়োজনীয় টিকিট সংগ্রহে নিশ্চিত হউন।

ফোন নং ৬৮

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনিরঞ্জন দত্ত।
C/o. ইউনাইটেড মোটর ওয়ার্কস্ এণ্ড কোং
(লাল বাস কোম্পানী)
পুরুলিয়া

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
১৫শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২২শে বৈশাখ, ১৩৭৬—৫ই মে ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

পরলোকে রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন

হৃদরোগে বিশিষ্ট নেতার জীবনাবসান

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিপদে শ্রী ভি, ভি, গিরি

ভারতের প্রথম নাগরিক এবং তৃতীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন পরলোক গমন করেছেন। গত ৩রা মে বেলা ১১—২০ মিনিটে প্রচণ্ডতম হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মধ্যাহ্নের কিছুক্ষণ আগে রাষ্ট্রপতি ডঃ হোসেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সকাল পর্য্যন্ত রাষ্ট্রপতির শরীরে কোন অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দেয় নি।

দিল্লীর সাতজন বিশিষ্ট চিকিৎসক রাষ্ট্রপতির জীবন রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। কর্মরত অবস্থায় এর আগে আর কোন রাষ্ট্রপতির জীবনাবসান ঘটে নি। প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ অবসর গ্রহণের পর পরলোক গমন করেন এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন এখনও জীবিত।

ডঃ জাকির হোসেন ১৯৬৭ সালের ৯ই মে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৭২ বৎসর বয়স হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যা বর্ত্তমান।

রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের মৃত্যুতে ভারত সরকার ১৩ দিন রাষ্ট্রীয় শোক পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। এই কয়দিন রাষ্ট্রীয় পতাকাও অর্দ্ধনমিত থাকবে।

উপরাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ করেন। প্রধান বিচারপতি শ্রীহিদায়েতুল্লা রাষ্ট্রপতি ভবনের অশোক হলে শ্রী গিরিকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

ভারতীয় সংবিধানের বিধান অনুসারে আগামী ছয় মাসের মধ্যে নূতন রাষ্ট্রপতির নির্ব্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। পার্লিয়ামেন্টের এবং রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনে ভোট দেবেন।

—•—

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে পুরুলিয়া রাঁচি রোডস্থ "বিচিত্রা" প্রতিষ্ঠানকে "গোদরেজ" কোম্পানীর ইস্পাত নির্মিত অফিস এবং গৃহের ব্যবহারোপযোগী আসবাব পত্রের পুরুলিয়া জেলার জন্য প্রচারক নিযুক্ত করিলাম।

এন, পি, ব্যাস এণ্ড কোং
আসানসোল।

We are pleased to Announce the Appointment of
M/s. BICHITRA
Ranchi Road—Purulia
for
Purulia as the Canvasser for
Godrej Steel Furniture for Home, Office Etc.
N. P. Vyas & Co.
Asansol

ভারতী হোটেল
ও
রেষ্টুরেণ্ট
(অশোক ষ্টুডিওর সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।
স্বল্প খরচে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত আহারের ব্যবস্থা আছে।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল
হস্‌পিট্যালের
অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ
খোলা হইয়াছে।
" মুক্ত হস্তে দান করুন "

টেণ্ডার নোটিশ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৯টি বিভিন্ন জেলে মসুর, মটর, অড়হর ও ছোলার ডাল সরবরাহের জন্য ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্স, পঃ বঙ্গ কর্তৃক টেণ্ডার নম্বর, টেণ্ডারে আহূত দ্রব্যের নাম এবং জেলের নাম উপরে লিখিত সীল করা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। প্রিজন্স ডিরেক্টরেট, পঃ বঙ্গ রাইটার্স বিল্ডিং, ব্লক ৩ (সর্ব্বোচ্চ তল) কলিকাতা ১-এর নিকট পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাইবে। নির্দিষ্ট জেল গুদামে বিনা ব্যয়ে ডেলিভারী ধরিয়া দর দিতে হইবে। বিঃ কঃ এবং আঃ কঃ পরিশোধের চলতি সার্টিফিকেট এবং উপরোক্ত অফিসারের অনুকূলে প্রয়োজনীয় বায়নার টাকা জমা দেওয়ার ট্রেজারী চালান বা দায়াবদ্ধ জি. পি. নোট অথবা এন-এস-সি সহ টেণ্ডার ১৯শে মে ১৯৬৯ তারিখ বিকাল ৫টা পর্যান্ত গৃহীত হইবে।

——— নং ১৪৩৫ (২৩) আই পি আর/এ/৬৯ ———

সম্পাদকীয়—

রাষ্ট্রপতির প্রয়াণ

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতই রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ সমগ্র দেশকেই স্তম্ভিত ও বিষাদ মগ্ন করিল। দিল্লীর বিশিষ্ট চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে সকল প্রকার চিকিৎসার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া মৃত্যুর করাল হস্ত রাষ্ট্রপতি হোসেনকে তাঁহার দেশ ও জাতির নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল। ভারতের প্রজাতন্ত্রের অভিজ্ঞতার এই প্রথম ঘটনা যেখানে রাষ্ট্রপ্রধান স্বীয় পদ মর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে নিজ কর্ম্ম অসমাপ্ত রাখিয়া মৃত্যুর কোলে আশ্রয় লইলেন।

রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে সমগ্র দেশ আজ শোকমগ্ন। শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে আচার ও আচরণে, অন্তরে ও বাহিরে তিনি ছিলেন আদর্শ মানুষ। তাঁহার বিনয়-নম্র ব্যবহার, শুভ্র চরিত্র ও সকলের প্রতি আন্তরিক দরদ তাঁহাকে এত জনপ্রিয় করিয়াছিল। তিনি তাঁহার ধর্মমতের সহিত স্বাদেশিকতা তথা জাতীয়তাবাদের বিরোধ উপস্থিত হইতে দেন নাই। বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের ভেদনীতির যুগে যে সময়ে উগ্র মুসলীম সাম্প্রদায়িকতার জোয়ারে ভাসিয়া যাওয়াই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষিত শ্রেণীর একরূপ স্বাভাবিক ধর্ম্মই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল সেই অগ্নি পরীক্ষার সময়েও তিনি তৎকালীন সাম্প্রদায়িক ভেদ ও বিরোধের পীঠস্থান আলিগড় বিশ্ব বিদ্যালয়ে জাতীয়তাবাদের ধ্বজা উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়া ছাত্রাবস্থায় বিশ্ব বিদ্যালয় ত্যাগ করিবার পর সুদীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দী কাল ধরিয়া তিনি একনিষ্ঠভাবে গান্ধীজীর প্রদর্শিত শিক্ষা পদ্ধতি অনুশীলনে ও রূপায়ণে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন।

ডঃ জাকির হোসেন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ছিলেন এবং তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অধিকাংশতাগই শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎসর্গীকৃত ছিল। গান্ধীজীর প্রবর্ত্তিত নঈ তালিম তথা বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা কার্য্যে রূপান্তরিত করিবার মুখ্য দায়িত্ব ডঃ হোসেনের উপর অর্পিত ছিল এবং সেই কারণে এই নঈ তালিম শিক্ষা ব্যবস্থার তিনিই ছিলেন মুখ্য প্রবক্তা।

রাজনৈতিক জীবনে ডঃ হোসেন বিহারের রাজ্যপাল ও পরে কেন্দ্রীয় রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপ-রাষ্ট্রপতিরূপে তিনি স্বীয় মর্য্যাদা ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতের রাষ্ট্রপতিরূপে তাঁহার উপর যে গুরু দায়িত্বভার অর্পিত হইয়াছিল এবং যে মর্য্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন—তাহার সুনাম রক্ষায় তিনি সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। সম্প্রতি কেন্দ্রের সহিত রাজ্য সরকারগুলির সম্পর্কে যে বিরোধ ও ফাটল দেখা দিতে সুরু করিয়াছে—তাহা প্রশমনে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ও সকলের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীকরূপে এবং বর্ণ ও সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রতিভূরূপে তিনি ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষার বিশেষ প্রয়াসী ছিলেন। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে দেশ তাহার এক বিশিষ্ট সুসন্তানকে হারাইল এবং জাতি একজন একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক ও প্রকৃত মানব-দরদী সুহৃদের সেবা ও সাধনা হইতে বঞ্চিত হইল।

অ চ.

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

গত ১লা মে তারিখে সন্ধ্যা প্রায় ৭ ঘটিকার সময় জয়পুর থানার শ্রীরামপুর গ্রামে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে গ্রামের তেঁতুলডি টোলার সমস্ত ঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে ৪৮টি ঘর সম্পূর্ণ ভস্মসাৎ হয় এবং ২৫টি পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হয়। দুঃস্থ পরিবারবর্গের ধান, চাল, থালাবাসন, ছাগল, ভেড়া, হাস, মুরগী প্রভৃতি সমস্তই পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়—কোন কিছু রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। এই দুর্ঘটনায় লোকজন কেউ মারা যায় নি। কিন্তু আগুন নেভাবার চেষ্টায় গ্রামের কয়েকজন ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। আগুন নেভাবার জন্য দু'তিন হাজার লোক সমবেত হ'লেও জলের অভাবে ও হাওয়ার প্রচণ্ড বেগের দরুণ আগুনের বিস্তার বন্ধ করা সম্ভব হয় নি।

দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্যকল্পে সরকার ও রেডক্রশ থেকে সাময়িক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং দুঃস্থ পরিবারবর্গকে এমার্জ্জেন্সী ডি, আর দেবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। গ্রামের অধিবাসীরা সকলে মিলিতভাবে সাহায্য করে দুঃস্থপরিবারবর্গকে একবেলা খিচুড়ী খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

—— • ——

পুরুলিয়ার পোষ্ট অফিসের কর্ত্তব্যজ্ঞানের ফলে ইনল্যাণ্ড খাম দুর্লভ

পুরুলিয়া ডাকঘরে প্রায় মাসাধিককাল ইনল্যাণ্ড খাম নেই। পনেরো পয়সার জায়গায় মানুষ বাধ্য হচ্ছে কুড়ি পয়সা খরচ করতে।

ডাকঘরের পোষ্টমাষ্টার মশাই ঠিকমতো দাবী পেশ না করায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেল। জেলার অন্যান্য ডাকঘরও এই সদর ডাকঘর হতে খাম-পত্র ইত্যাদি পেয়ে থাকেন।

আধুনিক জীবনে যেমন মানুষের জটিলতা বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে চিঠিপত্র লেখা। খাম-পত্র আজ মানুষের অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পর্যায়ে পড়ে। এই অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম কেন্দ্রীয় সরকার বাড়িয়েছেন। তার ওপর ডাকঘরের কর্ত্তার কর্তব্যজ্ঞানের প্রখরতায় মানুষ যদি বাড়তি খরচ করতে বাধ্য হয় তবে সেই কর্তা ব্যক্তির কাছে কৈফিয়ৎ নিতে হবে এবং কর্তব্য-চ্যুতির দ্বারা জনসাধারণের অসুবিধা ঘটাবার জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে বলে আমরা মনে করি।

—— • ——

সহরে ট্রাফিক-কর্ত্তব্য চাই

পুরুলিয়া সহরে অফিস-কাছারী স্কুলের সময় সদর রাস্তায় ঠেলাগাড়ী, ট্রাক, গরুরগাড়ী, রিক্সা ইত্যাদির এমন একটি নিয়ম শৃঙ্খলাহীন ভিড় জমে পথচারীর পক্ষে পথ চলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সহরের কয়েকটি মোড় ছাড়া আর কোথাও ট্রাফিক পুলিশ দেখা যায় না। সদর রাস্তার কয়েক জায়গায় অবিলম্বে যানবাহনের বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনের জন্য নিয়মিত ট্রাফিক কর্ত্তব্যরত পুলিশ থাকা দরকার বলে আমরা মনে করি।

—— • ——

অষ্টম পৃষ্ঠার শেষাংশ

আদায় স্থগিত রাখার নির্দেশ জেলা শাসকের মারফৎ দিয়েছেন।

এই আদেশ নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে কার্য্যকরী হবে—

১। বাঘমুণ্ডী ব্লকের সিঁদরী, বাঘমুণ্ডী, বীরগ্রাম, সুইসা, সেরেংডি ও বুড়দা অঞ্চল সমূহ।

২। বরাবাজার ব্লকের সেলাৎবামু তুকুরহুটু, বাঁধ-জোড়া, ও ভাঙ্গাবাঁধ।

৩। বান্দোয়ান ব্লকের গুড়ুর, কুচিয়া, সুপুডি অঞ্চল।

৪। হুড়া ব্লকের কলাবনী অঞ্চল

৫। পুরুলিয়া ২ নং ব্লকের হুটমুড়া, ভাঙ্গড়া, পীঁড়রা, ছড়রা, বেলমা, আগয়াপেটড়া, রাঘবপুর, গোলামারা ও ঘোঙ্গা।

৬। রঘুনাথপুর ২ নং ব্লকে নূতনডি, জোজোডি, চেলিয়ামা, নীলডি, মঙ্গলডি ও বেড়ো অঞ্চল।

—— • ——

চাষী-ভাইদের কাছে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের সমবায় মন্ত্রীর আবেদন

যুক্তফ্রণ্ট সরকারের ৩২ দফা কর্মসূচীতে সমবায় এক বিশেষ স্থান পেয়েছে। এতে বলা হয়েছে—"সমবায় প্রসারের জন্য যুক্তফ্রণ্ট সরকার প্রয়াসী হবেন। উৎপাদক ও ক্রেতা—উভয় প্রকারের সমবায় বাড়াবার চেষ্টা করা হবে যাতে কৃষি-উৎপাদনের বৃদ্ধি, ক্ষুদ্রশিল্পের স্থাপনা, ঋণদান এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দর নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিবিধ স্বার্থ সিদ্ধ হ'তে পারে।"

খেটে-খাওয়া মানুষের বাঁচার আন্দোলনে সমবায় শক্তিশালী হাতিয়ার হ'তে পারে; কিন্তু কংগ্রেসী শাসকদের কৃপায় এই সমবায় হয়েছে বিশেষ এক গোষ্ঠির কুক্ষিগত। বঞ্চিত দরিদ্র মানুষ কোন সুরাহা পায় নি, বরং তাঁদের কাছে সমবায় এক মারণাস্ত্র হয়েছে।

সমবায় কৃষি-ঋণদান সমিতির টাকা গরীব চাষী-ভাইদের হাতে অভাবের দিনে পৌঁছানোর কথা। তা না হয়ে হয়েছে উল্টো। সমবায় ব্যাঙ্কগুলি মারফৎ গত বছরে ৯ কোটী টাকা কৃষিঋণ বাবদ দেওয়া হয়েছে। গরীব চাষী ভাইরা পেয়েছেন এর মধ্যে মাত্র ৬২ লাখ টাকা। এখন প্রশ্ন, বাকি ৮ কোটী ৩৮ লাখ টাকা কারা পেয়েছেন?

অন্যান্য সমবায় সমিতিরও এই একই চিত্র। সেচের পাম্প, সার—অনেক সময় দেখা গেছে মাঝপথে লোপাট হয়েছে। গরীব চাষী-ভাই প্রায় তা পান নি।

শ্রমিক-ভাইয়েরা, মধ্যবিত্তরাই বা কতটুকু সুযোগ পেয়েছেন? দুধের মোটা সর লুটেপুটে খেয়ে যাচ্ছে এক বিশেষ গোষ্ঠি—তলানিটুকু পেয়েছি আমরা।

যুক্তফ্রণ্ট সরকার সমবায়ের জঞ্জাল দু'হাতে সাফ করবেন। কোন অসৎ কাজ, সমবায় ব্যাঙ্কের অর্থের অপব্যবহার, আমলাতান্ত্রিকতা বরদাস্ত করা হবে না। সমবায়কে এক সজীব আন্দোলনের রূপ আমরা দিতে চাই। এ কাজে সকলের সহযোগিতা পাব—এ বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে আমরা অর্থ-সংকট অনুভব করছি প্রতিপদে।

এই সঙ্কটের মধ্যেও সমবায়ের অর্থ সংগ্রহের অন্য পথ আছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ককে ঋণদান করেন রাজ্য সরকার দায়িত্ব নিলে। কিন্তু বর্তমানে, নিয়ম অনুসারে কোন সমিতি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া টাকার অন্ততঃ শতকরা ৭০ ভাগ শোধ না করলে পরের বছর ঐ সমিতিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নতুন ঋণ দেন না।

গত দু'বছর এই ঋণ পরিশোধ ঠিকমত হচ্ছে না। এ বছর এই বকেয়ার পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। এ কথা ঠিক—খরা, বন্যা, ধ্বসের ফলে ব্যাপক ফসলহানি হয়ে সাধারণ মানুষের দুর্দ্দশা বাড়িয়ে দিয়েছে। যুক্তফ্রণ্ট সরকার যেখানে শতকরা ৬০ ভাগ ফসলহানি হয়েছে, সেই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে যেমন খাজনা মকুবের প্রস্তাব করেছেন, তেমনি স্বল্পমেয়াদী ঋণে পরিণত করার কথা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করছেন।

অন্য সমস্ত অঞ্চলে কৃষি-ঋণ সম্পর্কে আমাদের নীতি হ'ল এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে, না হ'লে আসছে বছরে কৃষকদের ঋণ পাওয়ার পথে ভীষণ অন্তরায় সৃষ্টি হবে। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, গরীব চাষী-ভাইরাই সাধ্যমত কৃষিঋণ পরিশোধ করছেন। ধনীরাই কৃষি-ঋণের সিংহভাগ পেয়েছেন। সুতরাং এই ঋণ তাঁদের পরিশোধ করতেই হবে। সমবায় সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্যদের ঋণ পরিশোধে অগ্রণী হ'তে হবে। নতুবা আগামী মরশুমে সময়মত কৃষি-ঋণ পেতে চাষী-ভাইরা বিশেষ অসুবিধায় পড়বেন।

কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর কাজেও আমরা এই টাকা লগ্নী করব। সেচের পাম্প, সার, ভাল জাতের বীজ, যন্ত্রপাতি আমরা চাষী ভাইদের হাতে পৌঁছাতে চাই সমবায় সমিতি মারফত।

কৃষি ঋণ পরিশোধ ক'রে সমবায় সমিতিগুলিকে বাঁচাতে চাষী-ভাইরা এগিয়ে আসুন—এই আমার অনুরোধ। কারণ, কৃষির উন্নতি অনেকাংশে এর ওপরই নির্ভর করছে। এই সঙ্গে আমি বলতে চাই—

প্রথমতঃ বর্গাদার চাষীরা কোন জামানত না দিয়েই ঋণ পাবার অধিকারী হবেন। ফসল উঠলে সেই ঋণ শোধ করবেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার বর্গাদারদের এই নতুন সুযোগ দিতে চান।

দ্বিতীয়তঃ এই বৎসর আমরা এই নিয়ম ঘোষণা করতে চাই যে, যারা ঋণ পরিশোধ করবেন তাঁদের নতুন কৃষি ঋণ দেওয়া হবে। গরীব চাষী ও ভাগ চাষী এই সুযোগের অগ্রাধিকার পাবেন।

আমরা আমাদের সমবায় বিভাগের কর্মচারীদের শুধু ঋণ আদায় নয়, নতুন ঋণের তালিকা যত শীঘ্র সম্ভব বাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের কাছে পৌঁছে দেবার নির্দ্দেশ দিয়েছি। আমি আশা করি ব্যাঙ্কগুলিও আমাদের এই কাজে সহযোগিতা করবেন। তা হ'লে নতুন ঋণ দিতে কোন অসুবিধা থাকার কথা নয়।

চাষী ভাইদের কাছে আমার আবেদন : ঋণ পরিশোধ করুন এবং দেখুন অন্যরাও যাতে শোধ করেন; আর কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর কাজে সমবায় যাতে আপনাদের সহায় হয় সে বিষয়ে ব্লকের সমবায় ইন্সপেক্টরের এবং সমবায় ব্যাঙ্ক সুপারভাইজারের সঙ্গে পরামর্শ করুন। এ বিষয়ে কোন ক্ষেত্রে অসুবিধা হ'লে জানবেন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা আপনাদের সঙ্গেই আছেন।

যুক্তফ্রন্ট সরকার চাষী ভাইদের অভাব ঘোচাতে বদ্ধ পরিকর। গরিব কৃষক ভাইদের ঘাতক মহাজনী ব্যবসায়ী দল হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন।

শত বাধা অতিক্রম ক'রেও আমরা নিশ্চয়ই এগোতে পারব যদি আপনাদের সকলের সহযোগিতা পাই। ইতি—

১লা এপ্রিল, ১৯৬৯ রেণু চক্রবর্ত্তী

সমবায় মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

—·—

সমস্যা পীড়িত পুরুলিয়া জেলা

(শ্রীভজহরি মাহাত, এম, পি)

বাংলার সমস্যাপীড়িত জেলা পুরুলিয়া—এই সমস্যা মানুষের তৈরী, প্রকৃতির নয়। পুরুলিয়ার মাটীতে সোনা ফলতে পারে। আজও এই জেলার বালিতে সোনা পাওয়া যায়। বহু প্রাকৃতিক ধন সম্পদে পরিপূর্ণ এই জেলা। কিন্তু সে সব সম্পদ ব্যবহার হয় নি কাজে লাগানো হয় নি। তাই পুরুলিয়া আজ মরুভূমি। দারিদ্র্যের করাল ছায়া এই জেলার সর্ব্বাঙ্গে। অন্য যে সব ধন সম্পদ ছিল যেমন লাক্ষা শিল্প—এই জেলার অর্থ নীতির ভিত্তিমূল—তাও ধ্বংস হয়ে গেছে আধুনিক শিল্পের উন্নতির ফলে। সুতরাং এই জেলার আর্থিক বনিয়াদ বলে আজ আর কিছু নেই। এই জেলার বর্ত্তমান ইতিহাস অন্নাভাব বস্ত্রাভাব আর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড নিস্ফল সংগ্রামের ইতিহাস; নিষ্ঠুর সরকারী অবহেলা আর আমলাতান্ত্রিক নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে মৌন প্রতিবাদের ইতিহাস।

যেদিন এই জেলার পরিচয় ছিল "মানভূম" সেদিন বাংলার অন্য কোন জেলার চেয়ে এই জেলার গুরুত্ব কিছু কম ছিল না। কয়লা খনি, তামার খনি, সোনার খনি বিহারে গেছে এবং জঙ্গল সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল। পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের দানে জনগণের সংগ্রামে অর্জিত মানভূমের যে কয়েকটি থানা বিহারে গেল তাতে এই জেলাকে চরম অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। অবশিষ্ট যে সামান্য অংশ আজও পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত তাই বর্ত্তমানে পুরুলিয়া নামে পরিচিত—পাহাড় পর্বতে ঘেরা প্রস্তরময় শুষ্ক নিরস জমি।

এক সময় পুরুলিয়া জেলার চাষী ও মজুরদের অর্থো সমাধানের প্রধান জীবিকা ছিল লাক্ষাশিল্প। আধুনিকতার জোয়ারে আর চিহ্নমাত্র নেই সেই শিল্পের। আজ এই জেলার অধিবাসীরা সামান্য চাষ বাস করে কোন রকমে চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও বেঁচে আছে। প্রতি বছর অনাবৃষ্টিতে ধান, জোনার (ভুট্টা) বাজরা ইত্যাদি ফসল মরে যায়, ফলে দুর্ভিক্ষ এই জেলার নিত্য সঙ্গী। বছরের পর বছর ধরে অনাহার এই জেলার জীবনের এক আবশ্যক অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে প্রতি বছরই পুরুলিয়ার শতকরা ৩০।৩৫ জন লোক অন্যান্য জেলায় গিয়ে ক্ষেত-মজুরের কাজ করতে বাধ্য হয়—অন্ন সংস্থানের জন্য। জোনার বাজরা, কদো, গুন্দলু, মাড়ুয়া, ঘাওয়া ঘাসের বীজ এই জেলার খাদ্য। কারণ এই জেলার অধিবাসীদের মাছ মাংস তো দূরের কথা—চাল, আটা, কিনে খাওয়ারও ক্ষমতা নেই। বন সম্পদ নষ্ট হওয়ায় আজ দারুন বনবাসীদের কাছে কেন্দ, পিয়াল, ফলও অপ্রচুর। এবং সেই জন্য আজকের এই দুর্মূল্যের দিনেও পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলে উৎপন্ন ফসল জলের দরে পাওয়া যায়। অপরদিকে বাজারের জিনিষ অগ্নিমূল্যে জেলাবাসীকে ক্রয় করতে হয়। এর সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়ী কম টাকায় বিরাট মহা পুঁজিপতি হতে পেরেছেন।

পুরুলিয়ার চাকুরী সূত্রে যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী আসেন তারা পারতপক্ষে অন্যত্র বদলি হতে চান না? দরিদ্র মানুষের রক্ত শোষণ করে করে তাদের লোভ হয়ে পড়ে সীমাহীন। রক্তের স্বাদ কি ভোলা যায়?

বাংলার সমস্যা-জেলা পুরুলিয়াকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব এবং তার জন্য অবিলম্বে পন্থা অবলম্বন করা দরকার। যুক্তফ্রন্ট সরকারের ৩২ দফা কর্ম্মসূচীতে পুরুলিয়ার উন্নয়নের উল্লেখ আছে (২৩ নং সূচী) আমরা সেই কর্ম্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে এই জেলার সমস্যা এবং তার সমাধানের পথ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

পুরুলিয়ায় কৃষি কাজের উন্নতির জন্য অবিলম্বে প্রয়োজন সেচের সুব্যবস্থা, ভাল বীজ, উৎকৃষ্ট এবং প্রচুর সার, পুঁজি এবং ভাল বলদ। লাল ফিতায় এগুলো যেন রাস্তায় আটক না পড়ে থাকে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে যাতে চাষীদের হাতে যায় সে দিকে কঠোর নজর রাখতে হবে। এই জেলার শতকরা ৯০।৯৫ জন লোকই চাষী মজুর। এখানকার চাষীরাই পুঁজি এবং সেচের ব্যবস্থার অভাবে বর্দ্ধমান, হুগলী, বীরভূম, বাকুড়া, মেদিনীপুর জেলায় গিয়ে ক্ষেত মজুরের কাজ করতে বাধ্য হয়। চাষের সুবিধা পেলে তারাও ক্ষেতে সোনা ফলাতে পারে।

ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা—পুরুলিয়া জেলায় সেচের সুবিধা থাকলেও কার্য্যকরী করা এখানে এখনো কিছুই হয় নি। ফলে এই জেলায় কৃষি একান্তই প্রকৃতির দয়া দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল। অথচ পুরুলিয়া জেলায় বহু ছোট ছোট নদী, ঝরণা, বাঁধ, পুকুর আছে এবং এমন নদী ও ঝরণা আছে যেগুলিতে সারা বছর জল থাকে। যেমন বান্দোয়ানের টোটকো নদী, বরাবাজারের নেঙ্গসাই নদী। এই সব নদীর জল ২০।৩০ ফুট উপরে তোলা যায়—তা'লেই জেলার বিস্তৃত চাষ যোগ্য জমী বছরে অন্ততঃ দুই বার চাষ করা যাবে। এই ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনায় অবিলম্বে হাত দেওয়া যায়। এবং এর জন্য সময় অর্থ দুইই কম লাগবে।

জেলায় বহু বাঁধ মজে রয়েছে। মালিকদের পক্ষে সেই সব বাঁধ সেচনযোগ্য করে তোলা বিশেষ মুস্কিল। প্রধান কারণ অর্থাভাব। এই বাঁধগুলির পঙ্কোদ্ধার করে সেচ কার্য্যের উপযুক্ত করে তোলা হলে সরকারী সাহায্য প্রয়োজন। বহু বাঁধ ধানী জমিতে পরিণত করেছে—সেগুলিকে উদ্ধার করা দরকার। নীচু জমিতে বড় বড় কূপ খনন করে পাম্প দিয়ে সেচন ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে সম্ভব নলকূপ দ্বারা সেচের ব্যবস্থা করা যাবে। বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে এই উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।

—·—

পুরুলিয়া জেলায় সর্ব্বত্র

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন

গত ১৯৩০ সালের বঙ্গীয় (গ্রামীন) প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুরুলিয়া জেলায় বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা অবিলম্বে প্রবর্তন করিতেছেন।

সরকারীভাবে জানানো হইয়াছে যে এই জেলার প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েৎ অন্তর্ভূক্ত অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা দানের পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় সহ এই জেলায় বর্ত্তমানে অধ্যয়নরত ছাত্র ও ছাত্রীদের সংখ্যা হোল ১৭২০৩৩ জন। শিক্ষকের সংখ্যা হোল ৪০০০।

—·—

রাষ্ট্রপতির জীবনকথা

রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন ১৮৯৭ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী এক আফগান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ সাল ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। সেই সময়ে তিনি আলিগড় ওরিয়েন্টাল কলেজের এম এ ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। সেই বৎসর ১২ই অক্টোবর মহাত্মা গান্ধী-আলী ভ্রাতৃদ্বয় মহম্মদ আলী ও সৌকত আলীকে সঙ্গে নিয়ে আলিগড় কলেজে পদার্পণ ক'রে বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কট করার জন্য অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং ২৩ বৎসরের যুবক জাকির হোসেন গান্ধীজীর সেই আহ্বানে সাড়া দেন। ২৯শে অক্টোবর যে কয়জন ছাত্র ও শিক্ষক নিয়ে "জমিয়া মিলিয়া" (জাতীয় মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয়) স্থাপিত হয় ডঃ হোসেন ছিলেন তার অন্যতম। এই জমীয়া মিলিয়াকে তিনি দেশের আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত করেন এবং ১৯২৬-৪৮' সাল পর্য্যন্ত এই সংস্থার উপাচার্য্য ছিলেন। মহাত্মাজীর নয়া তালিম শিক্ষা পদ্ধতিকে তিনি বাস্তব রূপদান করেন এবং মহাত্মাজীর ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা ব্যবস্থার তিনিই প্রবক্তা। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টর উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৫৭-৬২ সাল পর্য্যন্ত তিনি বিহারের রাজ্যপাল ছিলেন। এর পর ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৭ সালের ৮ই মে পর্য্যন্ত উপরাষ্ট্রপতি পদে অভিষিক্ত ছিলেন এবং ১৯৬৭ সালের ৯ই মে রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে তিনি পদ্ম বিভূষণ এবং ১৯৬৩ সালে ভারতরত্ন উপাধিতে ভূষিত হন।

রাষ্ট্রপতিরূপে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া এবং পূর্ব্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর করে তিনি নূতন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সূচনা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও মানবদরদী ছিলেন এবং শিক্ষাকে তিনি কোনও দিন রাজনীতির বাহন হতে দেন নি।

তাঁর মৃত্যুতে দেশ এক মহান সন্তানকে হারালো।

——•——

পানীয় জল সম্পর্কে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রীর নিকট লিখিত স্বাস্থ্য মন্ত্রীর পত্র

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য্য মহাশয় গত ২১-৪-৬৯ তারিখের PH/1265/W/40 69 নং পত্র যোগে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভুতি ভুষণ দাসগুপ্তকে জানাইতেছেন—

গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ সম্পর্কে সরকারের বর্ত্তমান নীতি হইল যে প্রতি ৪০০ জনসংখ্যা পিছু একটি পানীয় জলের কূপ এবং অন্ততঃ প্রতি গ্রামে একটি পানীয় জলের কূপ দেওয়া হইবে। চলতি বৎসরে এই বাবদে অতি অল্প অর্থ বরাদ্দ আছে। এদিকে গ্রীষ্মকাল সুরু হইয়া গিয়াছে সুতরাং গ্রামাঞ্চলে জল সরবরাহের পরিকল্পনাকে বিশেষ দ্রুততার সহিত কার্য্যকরী করিতে হইবে। সুতরাং এই বৎসর বিধানসভার স্থানীয় সদস্য দ্বারা এই জলাশয়ের স্থান নির্ব্বাচন পর্ব্ব সমাধা করিতে চাই—কারণ প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করিলে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

সুতরাং প্রতি নির্ব্বাচনী এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে চারটি স্থান নির্ব্বাচন করিতে হইবে—ইহার মধ্যে দুইটি নূতন কূপ নির্ম্মাণ এবং দুইটি পুরাতন কূপ সংস্কারের কার্য্য গ্রহণ করা হইবে। নির্ব্বাচনী এলাকা যদি নলকূপ-হীন অঞ্চল হয় তবে অঞ্চলে প্রয়োজন অনুসারে দুইটি "রিং ওয়েল বা মামনারী ওয়েল" এর স্থান নির্বাচন করিতে পারেন। নির্ব্বাচিত স্থানের বিশদ বিবরণ যথা—থানা, মৌজা বা গ্রাম, প্লট নং মালিকের নাম প্রভৃতি অবিলম্বে জানাইলে এই সম্পর্কে যত সত্বর সম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিব।

——•——

খরাপীড়িত দুস্থ অঞ্চলে যুক্তফ্রণ্ট সরকার কর্ত্তৃক ঋণ ও ভূমিরাজস্ব আদায় স্থগিত

পুরুলিয়া জেলার যে সকল খরাপীড়িত অঞ্চলে গত বৎসর শতকরা ৬০ ভাগেরও কম শস্য উৎপন্ন হয়েছে—সেই সকল অঞ্চলের কৃষকদের দুর্দ্দশা ও অভাবের কথা বিবেচনা করে যুক্তফ্রণ্ট সরকার সেই সব কৃষকদের থেকে ভূমি রাজস্ব, গবাদি পশু ক্রয় সহ সমস্ত প্রকার কৃষি ঋণ

শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের বার্ষিক অধিবেশন

গান্ধী শতবার্ষিকী জয়ন্তী অনুষ্ঠান

পুরুলিয়া জেলার প্রাচীনতম গ্রন্থাগার এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের ৪৮তম বার্ষিক অধিবেশন বিশেষ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর জন্ম শতবর্ষ পূর্ত্তি বৎসরে এই অনুষ্ঠান হওয়ার জন্য এই বৎসরের অনুষ্ঠান মূলতঃ গান্ধী শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানরূপে উদযাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে জগন্নাথ কিশোর কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন নিস্তারিণী কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতী সান্ধ্যশ্রী মুখোপাধ্যায়। হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সভাপতি শ্রীদ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনের বিশিষ্ট অতিথি ও আমন্ত্রিতদের স্বাগত সম্ভাষণ জানান এবং সম্পাদক শ্রীঅশোক চৌধুরী গ্রন্থাগারের কার্য্যাবলীর বিবরণ দেন এবং প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাদি বিবৃত করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীমতী সান্ধ্যশ্রী মুখোপাধ্যায় মানভূমের অবিসম্বাদী নেতা ঋষি নিবারণ চন্দ্র ও সর্ব্বত্যাগী অতুলচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং জেলার লোক সংস্কৃতির উচ্চ প্রশংসা করেন। এই সঙ্গে জেলার লোকসঙ্গীত ও লোক নৃত্যের অধিকতর অনুশীলন ও চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তার উপরও সমধিক গুরুত্ব দেন। সভাপতির ভাষণে ডাঃ মুখোপাধ্যায় এই জেলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও প্রচেষ্টার কেন্দ্রভূমিরূপে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের ভূমিকার উল্লেখ করেন ও ভূয়সী প্রশংসা করেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে শ্রীমতী সান্ধ্যশ্রী মুখোপাধ্যায় সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীযুক্তা কল্যাণী দাশগুপ্তা প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে জেলা তথ্যাধিকারিক শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায় গান্ধীজীর জীবন আদর্শের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন এবং গান্ধী শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠানের কার্য্যসূচী ব্যাখ্যা করেন।

সুরতীর্থ সঙ্গীত সংস্থা এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সমগ্র জেলার স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের যে আবৃত্তি, প্রবন্ধ, বিতর্ক প্রভৃতি প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়—তার ফলাফল নিম্ন প্রকার—

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

৬ বৎসরের নিম্নে—

প্রথম—পাপীয়া দত্ত (বি, এফ, সি)
দ্বিতীয়—ঠুমরী দত্ত (বি, এফ, সি)
তৃতীয়—সুমীতা ঘোষ (বি, এফ, সি)

১০ বৎসরের নিম্নে—

প্রথম—গোপা বর্দ্ধন (সবুজ সংঘ)
দ্বিতীয়—সুস্মিত মিত্র (নন্দিতা)
তৃতীয়—রত্না ভট্টাচার্য্য (রাষ্ট্রীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়)

১৬ বৎসরের নিম্নে (মেয়েদের)

১ম—বিজয়া মল্লিক (বি, এফ, সি)
২য়—বর্ণনা চক্রবর্ত্তী (শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়)
৩য়—চৈতালী ব্যানার্জী—(নামোপাড়া)

১৬ বৎসরের নিম্নে (ছেলেদের)

প্রথম—স্নেহতোষ মজুমদার (জেলা স্কুল)
দ্বিতীয়—প্রশান্ত চৌধুরী (জেলা স্কুল)
তৃতীয়—অনুপম ব্যানার্জী (বি, এফ, সি)

১৬ বৎসরের উর্দ্ধে

শ্রীরঞ্জন রায় (বি, এফ, সি)
শ্রীগৌরাঙ্গ বিকাশ মিত্র (বি, এফ, সি)

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা (ছাত্রীদের)

প্রথম—তরুশ্রী দাস্তিদার (শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়)
দ্বিতীয়—নিবেদিতা মজুমদার (রাষ্ট্রীয় বাঃ বিদ্যালয়)
সুমীতা দে (শান্তময়ী বাঃ বিদ্যালয়)
তৃতীয়—জয়ন্তী দত্ত (শান্তময়ী বাঃ বিদ্যালয়)
ভাস্বতী গুপ্তা (রাষ্টীয় বাঃ বিদ্যালয়)

বিষয় ভারতের নারী জাগরণে মহাত্মা গান্ধীর ভুমিকা।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা (ছাত্রদের)

প্রথম—প্রশান্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (জি, ডি, ল্যাং, স্কুল)
দ্বিতীয়—গৌতম সেনগুপ্ত চিত্তরঞ্জন হাই স্কুল)
তৃতীয়—চন্দন আশীষ সাহা (নৈত বদ্যাপীঠ)

বিষয়—ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর অবদান।

——•——

পুরুলিয়া পলিটেকনিক

পুরুলিয়া

১৯৬৯—৭০ সালে প্রথম বর্ষে সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে ৩ বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্ত্তির জন্য নির্ধারিত ফর্মে আবেদন অধ্যক্ষ কর্তৃক **২৫শে জুন, ১৯৬৯** পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে (ডাকযোগে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত)

কাজের দিনগুলিতে বেলা ৯টা হইতে ১২টার মধ্যে নগদ ৭৫ পয়সা আদায় দিলে অথবা নিজ নাম ঠিকানা লেখা, ০·৩৫ পয়সার ডাকটিকিট লাগানো খাম (৯" × ৪" অপেক্ষা কম নহে) সহ পুরুলিয়া পলিটেক্‌নিকের অধ্যক্ষকে প্রদেয় ০·৭৫ পয়সার ক্রসড্‌ পোস্টাল অর্ডার পাঠাইলে ডাকযোগে এই অফিস হইতে **৯ই মে ১৯৬৯** তারিখ হইতে আবেদনের ফরম সহ প্রসপেক্টাস পাওয়া যাইবে।

যে সকল ছাত্র S. F., H. S অথবা সমতুল পরীক্ষা পাশ করিয়াছে অথবা ১৯৬৯ সালে পরীক্ষা দিয়াছে (অবশ্যই পাশ করিতে হইবে) এবং ১৯৬৯ সালের ১লা জানুয়ারী যাহাদের বয়স ১৫ হইতে ২০ বৎসর (তপশীলী ও আদিবাসীদের ক্ষেত্রে উর্দ্ধতন বয়ঃসীমা ২৩ বৎসর পর্য্যন্ত) তাহারাও দরখাস্ত করিতে পারে। H. S. (Technical Branch) ভিন্ন ছাত্রদের অবশ্যই Elective Mathematics-এ পাশ থাকা চাই, নির্ধারিত ফরমে প্রত্যায়িত ফটো, এড্‌মিট কার্ড, মার্কসীট এবং সার্টিফিকেট-সহ এবং রেজিষ্ট্রেশন ফি বাবদ ২৲ টাকা ক্রসড্‌ পোস্টাল অর্ডার (ফেরৎযোগ্য নহে) দরখাস্তকারীকে পাঠাইতে হইবে।

(স্বাঃ) এস, কে, সেন
প্রিন্সিপাল

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক অরুণচন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ ৩৭শ সংখ্যা | পুরুলিয়া, সোমবার ২৯শে বৈশাখ, ১৩৭৬—১২ই মে ১৯৬৯ | বার্ষিক মূল্য—৬৲ নগদ মূল্য ১৩ পয়সা

ভাড়া বৃদ্ধির দাবীতে বে-আইনী বাস ধর্ম্মঘট

বাস মালিকগণের অন্যায় ও জনস্বার্থ বিরোধী কার্য্য

জনস্বার্থ সংরক্ষণে শক্তিশালী বাস যাত্রী সংঘ গঠন প্রয়োজন

১২ই মে সকাল থেকে পুরুলিয়ায় অকস্মাৎ সব রুটেই বাস ধর্ম্মঘট সুরু হয়। পুরুলিয়া থেকে কোনও বাসই ছাড়ে না—কিন্তু মফঃস্বল থেকে মাল বোঝাই ট্রাকের মত যাত্রী বোঝাই করে বাসগুলি পুরুলিয়া সহরে আসে। সংবাদে জানা গেল যে পুরুলিয়ার বাস মালিকগণ রবিবার দিন (১১ই মে তারিখে) তাঁদের বৈঠকে সোমবার সকাল থেকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বাস ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত নেন—কিন্তু সেটা পূর্ব্বাহ্নে জনসাধারণকে না জানিয়ে মফঃস্বল থেকে শিশু ও নারী সহ শত শত বাস যাত্রীকে পুরুলিয়া সহরে এনে তাঁদের চূড়ান্ত কষ্ট, হায়রানী, অর্থনাশ প্রভৃতি বিবিধ ক্ষতির কারণ হয়।

বাস মালিকদের এই সম্পুর্ণ অন্যায়, অযৌক্তিক জনস্বার্থবিরোধী ও বে-আইনী ধর্ম্মঘটের কারণ সম্পর্কে জানা যায় যে তাঁরা বর্দ্ধিত হারে ভাড়া আদায়ের তাঁদের পূর্ব্বেকার কোন এক সিদ্ধান্তকে অকস্মাৎ ১১ই মে থেকে চালু করেন এবং সেই অনুযায়ী বাস যাত্রীদের কাছ থেকে বাড়তি ভাড়া আদায় সুরু করেন। এই বর্দ্ধিত হারে ভাড়া ধার্য্যের পরিমাণ সাধারণ ভাবে প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগে দাঁড়ায় অর্থাৎ বাস ভাড়া রাতারাতি প্রায় দেড়গুণ হয়ে যায়। বাস মালিকেরা তাঁদের এই বাস ভাড়া বৃদ্ধির সমর্থনে বহু বৎসর পূর্ব্বে (কংগ্রেসী আমলে) আর-টি-এ কর্ত্তৃক মঞ্জুরীকৃত "বস্তাপচা রেট" কে হঠাৎ এই সময়ে (অর্থাৎ যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে গঠিত নবগঠিত আর-টি-এ বৈঠক বসার পূর্ব্বাহ্নে) চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যে ভাবে এবং যে পরিস্থিতিতে এই বাস ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কংগ্রেসী বাস মালিকগণ গ্রহণ করেন—তাতে "অর্থনৈতিক" কারণ অপেক্ষা "রাজনৈতিক" কারণটিই যে মূখ্য সে বিষয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

বাস ভাড়া বৃদ্ধি অন্যায় ও অযৌক্তিক—

পুরুলিয়া জেলায় বিভিন্ন রুটে প্রায় বিশ হাজার নরনারী এই বাসগুলিতে যাতায়াত করেন। এই বাসগুলিতে যাতায়াত করা বাসযাত্রীদের পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রত্যেক বাসেই যে নির্দ্ধারিত সংখ্যক যাত্রী বহনের (Capacity) অনুমতি আছে—অন্ততঃ তার তিন-গুণ যাত্রী যাতায়াত করে থাকেন। প্রথমতঃ বাসের ভিতরে আসনগুলি পূর্ণ হবার পর দাঁড়িয়ে থেকেও আর তিল ধারণের স্থান থাকে না। দ্বিতীয়তঃ বাড়তি যাত্রীরা বাসের ছাদে চড়ে এবং পিছনে "বাদুড় ঝোলার" মত ঝুলতে ঝুলতে যাতায়াত করেন। তৃতীয়তঃ যাত্রী ছাড়াও বাস গুলিতে ট্রাকের মত মাল বোঝাই করা হয়ে থাকে। সুতরাং এই ভাবে যাত্রী ও মাল বহন করে তাঁদের "ন্যায্য আয়" অপেক্ষা যে তিন-চারগুণ অধিক অর্থ উপার্জ্জন করে থাকেন—তা বলাই বাহুল্য। — এই অবস্থায় বাস মালিকগণ যদি অনুনাসিক সুরে কাঁদুনী গাইতে থাকেন যে তাঁদের লোকসান হচ্ছে সুতরাং বাসের ভাড়া বৃদ্ধি করতে হবে—তবে তার থেকে মিথ্যা কাহিনী আর কি হতে পারে? — এই পরিবেশ ও পরিস্থিতিতেও যদি তাঁদের "লাভ করবার" ক্ষমতা না থাকে তবে তাঁদের এই বাস চালানোর কোনও যোগ্যতাই নেই এটাই মনে করতে হবে।

তা ছাড়া বহু রুটে এখনও এমন জীর্ণ ও ঝরঝরে বাস যাতায়াত করে যেগুলি যাত্রীদের অসীম কষ্ট, অসুবিধা ও হয়রাণীর কারণ হয়! আর-টী-এ তথা মোটর ভেহিক্লস্ বিভাগ এই বাসগুলিকে চলাচলের অনুমতি যে কেন দেন—সেটাই বিস্ময়ের বিষয়!

ভাড়া বৃদ্ধির ফলে অশান্তি—

গত রবিবার থেকে প্রায় দেড়গুণ অধি বাস ভাড়া দাবী করার ফলে বাসযাত্রীরা স্বভাবতঃ বিশেষ বিক্ষুব্ধ হন এবং অনেকেই বর্দ্ধিত হা ভাড়া দিতে অস্বীকার করেন। ফলে এই উপলক্ষে বাসের কণ্ডাক্টার প্রভৃতি কর্ম্মীদের সঙ্গে যাত্রীদে তীব্র বচসা থেকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে না মারামারি পর্য্যন্ত হয়। জেলার বিভিন্ন স্থা এইরূপ নানা ঘটনা ঘটে এবং বাসযাত্রী ও বা কর্ম্মচারী উভয়ের পক্ষ থেকে নানা প্রকার অভি যোগ ও পাল্টা অভিযোগ আসে। সবচে গুরুতর ঘটনা ঘটে ইউনাইটেড মোটর ওয়ার্কসে (লাল বাসের) রাঁচী থেকে পুরুলিয়াগামী বাসে এই বাসের দুইজন যাত্রী একজন আদিবাসী যুব এবং স্ত্রীপুত্রকন্যা সহ অন্য একজন ভদ্রলো পুরুলিয়া বাস ষ্ট্যাণ্ডে নাকি নির্দ্দয়ভাবে প্রহৃত হ আদিবাসী যুবকটি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি বিবৃতিও দিয়া গিয়াছেন।

এই সকল ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া বা মালিকগণ ও বাস কর্ম্মচারীগণ জোট বাঁধি আকস্মিক বাস ধর্ম্মঘটের কার্য্যসূচি গ্রহণ করেন।

জন সাধারণের দাবী—

বাস যাত্রী জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক কর্ত্তৃপক্ষ তথা আর-টি-একে নিম্নলিখি বিষয়গুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে—

১। বর্ত্তমানে বাসের ভাড়া বৃদ্ধি জনস্বার্থে প্রতিকূল হইবে। আর-টি-এর মঞ্জুরীকৃত ভাড়া হার অত্যধিক এবং ঐ হারে ধার্য্য ভাড়া জনসাধা রণের উপর পীড়ন স্বরূপ হইবে।

২। ন্যায্য হারে ভাড়াবৃদ্ধির প্রশ্ন তখনই বিবেচিত হইবে—যখন প্রত্যেক রুটে উপযুক্ত

(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

রাষ্ট্রপতির সন্ধানে

সম্ভবতঃ আগামী জুলাই মাসে ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্রপতির নির্ব্বাচন পর্ব সম্পন্ন হইবে। ভারতীয় সংবিধানের ৬২ ধারা অনুযায়ী মৃত্যু, পদত্যাগ. পদচ্যুতি বা অন্য কোনও কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে পরবর্ত্তী ছয় মাস কালের মধ্যে নূতন রাষ্ট্রপতির নির্ব্বাচনের বিধান থাকিলেও "যত দ্রুত সম্ভব" ঐ নির্বাচন-অনুষ্ঠানের নির্দ্দেশ আছে। সুতরাং ইতিমধ্যে পরবর্ত্তী রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে নানা আলাপ আলোচনা ও জল্পনা কল্পনা সুরু হইয়াছে।

কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলরূপে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য যোগ্যপ্রার্থীর অনুসন্ধানের মুখ্য দায়িত্ব কংগ্রেসের উপর বর্তাইয়াছে। কংগ্রেসের বিভিন্ন মহল হইতে যে সকল সুপারিশ ও প্রস্তাব এই সম্পর্কে আসিতেছে তাহাতে ভারতের প্রথম নাগরিকএর গুরুত্বপূর্ণ ও মর্য্যাদা সম্পন্ন আসন অলঙ্কৃত করিবার যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের মানদণ্ড অপেক্ষা হরিজন বা আদিবাসী তথা অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সুযোগ দানের প্রশ্ন এবং পরবর্ত্তী রাষ্ট্রপতি উত্তর ভারতের না দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী হইবেন—এই সকল সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারধারাই স্থান পাইতেছে। বর্ত্তমান অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে (ইতিপূর্ব্বে উপ-রাষ্ট্রপতি) রাষ্ট্রপতির স্থায়ীপদে উন্নীত করিবার প্রশ্নও রহিয়াছে। বিষয়টি কংগ্রেসী দলের নিজস্ব ঘরোয়া ব্যাপার মাত্র নহে—কারণ ইহার সহিত সমগ্র দেশের বৃহত্তর স্বার্থ ও ভবিষ্যৎ জড়িত আছে।

প্রথম তিনটি সাধারণ নির্ব্বাচনে কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকায় রাষ্ট্রপতির নির্ব্বাচন পর্ব্ব কংগ্রেসের ঘরোয়া ব্যাপারের মতই দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু চতুর্থ সাধারণ নির্ব্বাচনের পর সমগ্র দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন ঘটে এবং অর্দ্ধেকেরও অধিক রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হয়। এই পটভূমিকায় রাষ্ট্রপতি পদের জন্য উল্লেখজনক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটে। যদিও এই পদের জন্য মোট সতের জন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র পেশ করেন—কিন্তু প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় সমস্ত বিরোধী দল সমর্থিত সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীসুব্বা রাওএর সঙ্গে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী ডঃ জাকির হোসেনের। কংগ্রেস এতকাল যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভোগ করিতেছিল এবং শাসনের গদী সম্পর্কে যে নিশ্চিন্ত আত্মসন্তুষ্টির মধ্যে দিন যাপন করিতেছিল—তাহা চিরদিনের মত চূর্ণ হইয়া যায়।

আগামী পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন কংগ্রেসের পক্ষে আরও ভয়াবহ হইবে। আরও বহু রাজ্য সরকার যেমন কংগ্রেসের হাত ছাড়া হইবে—সেই রূপ কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতা হইতেও কংগ্রেস যে বিদূরিত হইবে—ইহা একপ্রকার অবধারিত সত্য। পাঁচমিশালী দলের সহিত জোট না বাঁধিলে কি কেন্দ্রে, কি রাজ্যে—কোথাও কংগ্রেসের স্থান হইবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন

বিরোধী দলগুলি ও কংগ্রেস উভয়ের পক্ষেই এক সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কারণ এখন যিনি রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইবেন তাঁহার মেয়াদ পূর্ণ পাঁচ বৎসর হইবে। অর্থাৎ ১৯৭২ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল যাহাই হউক—রাষ্ট্রপতির পদের ও মেয়াদের কোনও ইতর বিশেষ হইবে না। কিন্তু রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালনে বহু গুরুতর সমস্যা দেখা দিবে। রাষ্ট্রপতিকে কেবলমাত্র শাসনতান্ত্রিক সাক্ষীগোপালের ভূমিকা ত্যাগ করিয়া পদে পদে যে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট তথা প্রশাসন ব্যবস্থায় জটীল পরিস্থিতি দেখা দিবে—তাহাতে যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার সহিত হস্তক্ষেপ করিয়া সমাধানের পথ দেখাইতে হইবে। রাজ্যস্তরে মন্ত্রীসভা তথা বিধান সভা বাতিল করিয়া রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তনের যে পরিস্থিতি প্রায়ই দেখা দিতেছে—আগামী দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রেও যে সেরূপ সম্ভাবনা দেখা দিবে না—একথা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না। সেই ক্ষেত্রে সসাগরা ভারতের শাসনকার্য্য সাময়িকভাবে পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালন এবং অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন ভাবী রাষ্ট্রপতিকে করিতে হইবে। সেইজন্য রাষ্ট্রপতির নির্ব্বাচন এই বারে অনন্যসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

কংগ্রেসের এখন ভগ্নদশা—অতি সাধারণ স্তরের ব্যক্তিরা এখন কংগ্রেসের ভাঙ্গা আসর জাঁকিয়া বসিয়া আছেন। সুবিধাবাদী ও সমাজবিরোধীদের সহিত তাঁহাদের হরিহর-আত্মা। এই পরিবেশে প্রকৃত প্রতিভাধর, চরিত্রবান ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ কংগ্রেসের ত্রি-সীমানায় খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নহে। সর্ব্বভারতীয় কংগ্রেসের বর্ত্তমান সভাপতি হইলেন কংগ্রেসী আদর্শ পুরুষের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—যাত্রার দলের ভীমের ন্যায় গদা আস্ফালনই যাঁহার গুণ ও যোগ্যতার একমাত্র পরিচায়ক। এই অবস্থায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কোনও শালগ্রাম শিলা যদি রাষ্ট্রপতির আসনে নির্ব্বাচিত হন—তবে তাহা ভারতের পক্ষে সমূহ দুর্দ্দিনের সূচনা করিবে। তাই সঙ্কীর্ণ দলীয় গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করিয়া একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সুযোগ্য ও সর্ব্বজনের শ্রদ্ধা ও আস্থাভাজন পুরুষকে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনয়ন দান করিতে এবং নির্ব্বাচিত করিতে হইবে। কিন্তু এই নির্ব্বাচনের পক্ষে প্রবলতম বাধা হইল পার্লিয়ামেণ্ট ও কয়েকটী রাজ্যের মিলিত শক্তিতে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং অন্যদিকে বিরোধী শক্তিগুলি বিভিন্নমুখী হওয়ায় মিলিতভাবে কংগ্রেসী শক্তির সহিত মোকাবিলা করায় তাহাদের অসুবিধা। বিশেষ করিয়া কংগ্রেস অপেক্ষাও দক্ষিণপন্থী ভাবাপন্ন স্বতন্ত্র দল, ভারতীয় জনসংঘ ও ভারতীয় ক্রান্তি দল জোট বাঁধিতেছেন এবং কংগ্রেস প্রার্থীর অনুকূলে ভোটদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে উপযুক্ত রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে জটীলতার সৃষ্টি করিবে। যাহা হউক এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের অসামান্য গুরুত্ব রহিয়াছে এবং দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতি প্রকৃতির বিষয় বিবেচনা করিয়া অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রগতিশীল ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচনের চেষ্টা করিতে হইবে।

অ. চ.

——•——

ভ্রম সংশোধন

গত ১৫শ সংখ্যার মুক্তিতে (৫ই মে, ১৯৬৯) ৭ম পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ১৯ লাইনে "শোষণ করে করে" এবং "তাদের লোভ হয়ে পড়ে সীমাহীন" এই কথাগুলির মধ্যে "অনেকের" এই শব্দটি মুদ্রাকরের প্রমাদবশতঃ ছাপা হয় নাই। উপরোক্ত কথাগুলির মধ্যে "অনেকের" এই শব্দটি পাঠ করিতে হইবে।

মুঃ সঃ

——•——

জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদ বাতিলের পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা

পঞ্চায়েৎ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সারকীট হাউসে যুক্ত বৈঠক

গত ৪ঠা মে তারিখে স্থানীয় সারকীট হাউসে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতিভূষণ দাসগুপ্তের আগমন উপলক্ষ্যে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ ও বেসরকারী প্রতিনিধিদের এক যুগ্ম বৈঠক হয় এবং এই বৈঠকে অর্ডিন্যান্স যোগে জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদগুলি বাতিল করে দেওয়ার পর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার পর্য্যালোচনা করা হয়। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে জেলা শাসক; অতিরিক্ত জেলা শাসক, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ; এস, ডি, ও, জেলা তথ্যাধিকারিক, জেলা পঞ্চায়েৎ অফিসার, জেলা পরিষদের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর এবং বি, ডি, ও-গণ উপস্থিত থাকেন। বে-সরকারী প্রতিনিধিদের মধ্যে যুক্তফ্রণ্টের শরিকদলগুলির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ও সাংবাদিকেরা উপস্থিত থাকেন।

সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীদাসগুপ্ত বলেন যে সাম্প্রতিক অর্ডিন্যান্স বলে দুর্নীতির পীঠস্থান স্বরূপ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ১৫টি জেলা পরিষদ ও ৩২৫ টি আঞ্চলিক পরিষদ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। কারণ জনসাধারণের সেবামূলক কাজ ছাড়া বাকী সকল রকম অকাজে এই প্রতিষ্ঠানগুলি সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছিল। সুতরাং যুক্তফ্রণ্ট সরকারের এই সুদৃঢ় ও চূড়ান্ত হস্তক্ষেপ সর্ব্বত্র জনসাধারণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হয়েছে। উপরোক্ত অর্ডিন্যান্স জারির পটভূমিকা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন যে—মেদিনীপুর জেলার রামনগর ২ নং ব্লকের আঞ্চলিক পরিষদ সংক্রান্ত একটি মামলা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গড়ায়। ঐ মামলা সম্পর্কে হাইকোর্ট এই নির্দ্দেশ দেন যে যেহেতু উক্ত আঞ্চলিক পরিষদ সুদীর্ঘকাল পূর্ব্বে গঠিত হয়েছে এবং মেয়াদ অতিক্রমের পরও পুনর্নির্ব্বাচন হয় নি সেই হেতু নূতন নির্ব্বাচন না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত আঞ্চলিক পরিষদ বাতিল বলে গণ্য করতে হবে। হাইকোর্টের এই রায় ঘোষিত হবার পর সমগ্র বিষয় সম্পর্কে পঞ্চায়েৎ বিভাগ থেকে এ্যাডভোকেট জেনারেলের মতামত গ্রহণ করা হয় এবং এ্যাডভোকেট জেনারেলের পরামর্শ অনুসারে সংশ্লিষ্ট অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়।

পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী এই সূত্রে দুটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। **প্রথমতঃ পঞ্চায়েৎ সম্পর্কে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করতে হবে** এবং পঞ্চায়েৎ বিষয়ে জনসাধারণের যে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মেছে তা কাজের মধ্য দিয়ে দূর করতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় কেরালা ও পাঞ্জাবে পঞ্চায়েৎ পুনর্গঠনে পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা উল্লেখ করেন। **দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বক্ষেত্রে ও সর্ব্বস্তরে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করতে হবে** এবং এই সম্পর্কে সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্ব ও ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি এই আশা পোষণ করেন যে সরকারী কর্মচারীরা জাতীয় কর্ত্তব্যজ্ঞানে কোনও প্রকার দুর্নীতির প্রশ্রয় দেবেন না। তিনি বি-ডি-ও দের বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেন যে আঞ্চলিক পরিষদগুলি বাতিল হবার পর ঐ প্রতিষ্ঠানের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসাররূপে একরূপ সর্ব্বময় কর্ত্তা হতে যাচ্ছেন এবং এতে তাঁদের ক্ষমতাও যেমন বাড়ছে দায়িত্বও তেমনি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং নিজ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্পর্কে তাঁরা যেন সর্ব্বদা সচেতন ও সতর্ক থাকেন।

এই সকল বিষয়ে বি-ডি-ও দের সুচিন্তিত অভিমত এবং সুবিধা অসুবিধার কথা খোলাখুলিভাবে আলোচনা করার জন্য পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী আহ্বান জানান। **এই প্রসঙ্গে বাঘমুণ্ডী, পুরুলিয়া ১নং, পুরুলিয়া ২ নং, রঘুনাথপুর ২ নং, পাড়া, জয়পুর, আড়ষা, ঝালদা ১ নং ও ঝালদা ২ নং, বরাবাজার ও কাশীপুরের বি-ডি-ওগণ** আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁরা নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করে বলেন যে আঞ্চলিক পরিষদ বিলোপের বহু কাজ করতো এবং নানা খাতে অর্থ ব্যয় করতো—সুতরাং সেই সকল কার্য্য এখন বি-ডি-ও-দের একাই করতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে কাদের সাহায্য ও পরামর্শ তাঁরা গ্রহণ করবেন তার সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকলে কাজের সুবিধা হয়। তাছাড়া আঞ্চলিক পরিষদের কেরাণী, পিয়ন, ঝাড়ুদার প্রভৃতি

কর্মচারীদের বেতন দিবার জন্য কোন টাকার বরাদ্দ নেই —সুতরাং কোন্ খাত থেকে বেতনের টাকা দেওয়া হবে তারও সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা প্রয়োজন।

কেহ কেহ এই প্রশ্নও তোলেন যে জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদ বাতিল হলেও—অঞ্চল ও গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলি বহাল থেকে গেছে। আর অঞ্চল পঞ্চায়েতের ব্যাপারে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটররূপে সরাসরি হস্তক্ষেপের কোনও অধিকার তাঁদের নেই। সুতরাং অঞ্চল পঞ্চায়েৎগুলি যদি নির্দেশ না মানে; ট্যাক্স আদায় না করে এবং নিজেদের খুশীমত চলতে চায়—সে ক্ষেত্রে সরকারী নীতি তাঁরা কিভাবে প্রয়োগ করবেন এবং নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে কার্যধারা অব্যাহত রাখবেন তারও সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা প্রয়োজন।

এই সকল প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী বলেন যে প্রত্যেক ব্লক স্তরে এক একটি পরামর্শদাতৃ কমিটি গঠন করে দেওয়া হবে যাদের পরামর্শ নিয়ে বি-ডি-ও-রা আঞ্চলিক পরিষদের কাজগুলি করে যাবেন। বাকী প্রশ্নগুলি সম্পর্কে বিভাগীয় সার্কুলারযোগে সুস্পষ্ট নির্দেশ বলী তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির পক্ষ থেকে লোক সেবক সংঘ, মার্ক্সিষ্ট কমিউনিষ্ট পার্টি; ফরোয়ার্ড ব্লক; এস, ইউ, সি প্রভৃতি দলের সর্বশ্রী ভজহরি মাহাত এম, পি,; নমরেন্দ্রনাথ ওঝা এম, এল, এ; গিরিশ মাহাত এম, এল, এ, জগদীশ চট্টোপাধ্যায়, নেপাল চট্টোপাধ্যায়, প্রহ্লাদ বাউরী, অশোক চৌধুরী প্রমুখেরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন এবং বলেন যে দুর্নীতি ও অনাচার দূরীকরণের জন্য জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদগুলি বাতিল করে আংশিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে—কারণ দুর্নীতির অন্যতম উৎস অঞ্চল ও গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলি এখনও রয়েছে ও এদের অস্তিত্ব স্বীকৃত হচ্ছে। সুতরাং এই অঞ্চল ও গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলিও বাতিল না করা পর্যন্ত এবং গ্রাম সেবক, ভি, এল, ভলিউ প্রভৃতিদের সঙ্গে অঞ্চল প্রধান ও অধ্যক্ষদের শয়তানী জোট না ভাঙ্গা পর্যন্ত সর্বস্তরে ও সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি অপসারণ করা সম্ভব নয়। অতএব যত সত্বর সম্ভব নিম্নস্তরের পঞ্চায়েৎগুলিকেও বাতিল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এই সূত্রে ১৯৬৬ সালের রিলীফের নামে পুকুরচুরি ও কুয়া চুরির ঘটনাগুলির এবং লাম্প গ্রাণ্টের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অভিযোগের যথাবিহিত ও যথা সত্বর তদন্ত দাবী করা হয়। আলোচনার সূত্রে সরকার কর্তৃক বেনামী জমি উদ্ধার, পতিত জমি বণ্টন; দখলীকৃত জমির ক্ষতিপূরণ দান ত্বরান্বিত করা; সময় মত কৃষি ঋণ ও সাহায্য বণ্টন প্রভৃতি বিষয় উত্থিত হয়।

লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বলেন যে—পরিষদগুলি বাতিলের পর যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এবং নূতনভাবে দায়িত্ব বণ্টনের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সেটা সরকারী কর্মচারী ও রাজনৈতিক কর্মী উভয়কেই সমাকভাবে উপলব্ধি করতে হবে। কারণ যুক্তফ্রন্টের শাসন কায়েম হওয়ায় গত বিশ বৎসরকাল যারা সরকার-বিরোধী রূপে কাজ করে এসেছে এবং বহু সরকারী অফিসারের বিরুদ্ধেও অভিযান চালাতে বাধ্য হয়েছে—তাদের হাতেই আজ শাসন ক্ষমতা এসেছে। বহু সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মীদের সম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে আছে। জনস্বার্থ বিরোধী শাসনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় অনেক সরকারী কর্মচারীও হয়ত ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বহু অন্যায় অনাচার ও অবিচার করতে বাধ্য হয়েছেন—আবার হয়ত অনেক অফিসার দুর্নীতি ও অনাচারে উৎসাহের আতিশয্য দেখিয়েছেন। কিন্তু এখন এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যুক্তফ্রন্ট সরকার সমস্ত কর্মচারীকেই সংশোধনের সুযোগ দিতে চান এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীরও সম্পূর্ণ পরিবর্তন হবে এই আশা করেন। সেই সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের অংশীদাররূপে রাজনৈতিক কর্মীদেরও মনোভাব পরিবর্তনে উদ্যোগী হতে হবে এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাজকে সর্বতোভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তাঁদের প্রধান কর্তব্য হবে।

তিনি আরও বলেন যে কংগ্রেসী প্রশাসন ধারার কোনও প্রকার পুনরাবৃত্তি আমরা চাই না। সেইজন্য যুক্তফ্রন্টের শরিক কোনও দল যদি কোনও অন্যায় করে—তাকে প্রশ্রয় দিতে আমরা কখনও রাজী হব না। দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত লোকেরা শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত থাকুক—এ যেমন আমরা চাই না—ঠিক সেইরূপভাবে দুর্নীতি দুষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের কোনও সরকারী কর্মচারী দহরম মহরম করবেন—এও আমরা বরদাস্ত করবো না। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীরা তথা যুক্তফ্রন্টের সর্বোচ্চ স্তরে বিশৃঙ্খলা কেউই চান না, এবং জন্য ও পরিচ্ছন্ন প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা তাঁদের সকলেরই কাম্য।

পরিষদগুলি বাতিল করার প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে—শাসন ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের দৃষ্টিভঙ্গীতে কংগ্রেসী আমলের পঞ্চায়েৎগুলি গড়া হয় নি—হয়েছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের স্বার্থে। কিন্তু অমলাতন্ত্রের দ্বারা দেশ শাসন সম্ভব নয়—দেশের জনসাধারণকে শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে এবং সেই দৃষ্টিতেই পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা ঢেলে সাজা হচ্ছে।

জেলা শাসক শ্রীঅরুণ কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় সকলের অবগতির জন্য টেষ্ট রিলিফ সংক্রান্ত বিবিধ তথ্য পেশ করেন এবং কৃষি ঋণ, উন্নত শ্রেণীর বীজ প্রভৃতি বিতরণের কি ব্যবস্থা করা হচ্ছে তাও জানান।

পুলিশ সুপার শ্রী বি, সি, সেন বলেন যে পূর্বে এখানে ঘাটোয়ালী প্রথাই চালু ছিল—চৌকিদারী ব্যবস্থা ছিল না। এতে পুলিশের কাজ বিশেষ ব্যহত হয়। সুতরাং বর্তমানে চৌকীদারী ব্যবস্থা প্রযুক্ত হবার পর এর পুনর্বিন্যাসের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন।

অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রী পি, কে, মুখোপাধ্যায় বলেন যে এই পর্যন্ত এই জেলায় প্রায় এক লক্ষ একর জমি সরকার খাস করেছেন এবং এর মধ্যে মাত্র ৩০ হাজার একর জমি কৃষি যোগ্য। এই জমি কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে এবং তার জন্য কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

জেলা কৃষি আধিকারিক শ্রী কে, সি, গাঙ্গুলী আমন ধান ও আউস ধানের বীজ ও সার ভূট্টার বীজ কি পরিমাণে এসেছে এবং বিতরণের কি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে—তা জানান।

জেলা তথ্যাধিকারিক শ্রী পি, কে, ভট্টাচার্য্য সরকারী প্রচারের দ্বারা সম্পর্ক সকলকে অবহিত করেন এবং প্রচার ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির শক্তির সহযোগিতা আহ্বান করেন।

সেচ বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার জানান যে মুরগুমা জলাধারের ক্যানেল খননের কাজ স্থগিত আছে—কারণ ক্ষতিপূরণ না পাওয়া পর্যন্ত গ্রামবাসীরা তাঁদের জমির মধ্য দিয়ে ক্যানেল খনন করতে দিচ্ছেন না—ফলে খরিফ চাষের জন্য ৪০০০ একর জমিতে জলসেচের যে কার্যসূচি নেওয়া হয়েছিল—তা সম্ভব হবে না।

পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলে দুঃসাহসিক সশস্ত্র ডাকাতি

ডাকাতদলের হাত বোমা ব্যবহার ঃঃ ২ জন ডাকাত নিহত

ডাকাতের অনুসন্ধানে পুলিশ কুকুর ঃঃ ১ জন গ্রামবাসী নিহত

সম্প্রতি পাড়া থানার দেউলী গ্রামে সন্ধ্যার সময় এক দুঃসাহসিক ডাকাতির চেষ্টা হয়। কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তিকে গ্রামে ঢুকতে দেখে প্রশ্ন করা হলে—তারা বলে বিবাহ বাড়ীতে যাচ্ছি। ডাকাতেরা একটি সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীর নিকট পৌছে দুতিনটি হাতবোমা ছুঁড়ে সকলকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু বোমার শব্দে বহু গ্রামবাসী জড় হয় এবং লাঠি সোঁটা ও তীর ধনুক নিয়ে ডাকাতদের পাল্টা আক্রমণ করে। তখন পলায়ন পর ডাকাতের পশ্চাদ্ধাবমান গ্রামবাসীদের লক্ষ্য করে হাত বোমা ছুঁড়তে থাকে এবং সর্বশুদ্ধ ১১টি বোমা ছোঁড়ে। গ্রামবাসীরা হামোদর নদের তীরে পৌছে দুজন ডাকাতকে ধরে ফেলে এবং তীর মেরে দুজনকে মেরে ফেলে এবং আর বাকী যে কয়জন ডাকাত আহত হয় তারা কোনও মতে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। নিহত ডাকাতদের মধ্যে একজন নাকি আসানসোল অঞ্চলের কুখ্যাত দুর্বৃত্ত।

দ্বিতীয় আরেকটি ডাকাতি হয় পাড়া থানার ফুলড়াবাদ গ্রামে। রাত্রি প্রায় সাড়ে সাতটার সময় একদল সশস্ত্র ডাকাত বিবাহ বাড়ীতে হানা দেয় এবং একজন নিমন্ত্রিতকে খুন করে এবং একটি বালক গুরুতর ভাবে আহত হয়। ডাকাতেরা কিছু টাকা পয়সা ও অলঙ্কারাদি নিয়ে পলায়ন করে। গৃহস্বামী ডাকাতদের প্রতিরোধের জন্য বন্দুক ছোঁড়েন এবং একজন ডাকাত আহত হয়। তার পরিত্যক্ত টর্চ্চ ও ছুরিতে রক্তের দাগ দেখা যায়।

আততায়ীর অনুসন্ধানে পুলিশ কুকুর নিয়োগ করা হয়। এবং কুকুরটি দুইমাইল দূর পর্য্যন্ত গিয়ে রাণীপুর গ্রামের নিকট রেললাইনের নিকট থেমে যায়। ফলে আততায়ীর অনুসন্ধান আপাততঃ ব্যর্থ হয়।

——•——

সামান্য ঘটনা লইয়া গুরুতর উপদ্রব
৪ ব্যক্তি আহত :: ১৭ জন গ্রেপ্তার

গত ৮ই মে তারিখে পাড়া থানার সাঁকড়া গ্রামে ঐ গ্রামের একটি বালকের সহিত পার্শ্ববর্ত্তী হরিহরপুর গ্রামের আরেকটি বালকের বচসা ও মারামারিকে উপলক্ষ্য করিয়া এক গুরুতর অশান্তি ও উপদ্রবের সৃষ্টি হয়। প্রকাশ, কে বা কাহারা হরিহরপুর গ্রামে গুজব ছড়ায় যে তাহাদের গ্রামের এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে জখম হইয়া সাঁকড়া গ্রামে পড়িয়া আছে। এইভাবে হরিহরপুর গ্রামের লোকজনকে উত্তেজিত করিয়া প্রায় তিন চারি শত লোকের এক জনতা লাঠি, বাঁশ, ইটপাথর প্রভৃতি সহ বৈকাল ৩টা নাগাদ সাঁকড়া গ্রাম চড়াও করে এবং গ্রামের রাস্তায় যাহাকে পায় তাহাকেই মারধোর করে। এইরূপ আক্রমণের ফলে সাঁকড়া গ্রামের অনেকেই অল্পবিস্তর আহত হন এবং ৪ জন ব্যক্তির আঘাত অপেক্ষাকৃত বেশী ও ইহাদের মধ্যে দুইজনকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিতে হয়।

ঘটনার সংবাদ পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং অবস্থা আয়ত্তে আনে। এই উপদ্রবের সহিত সংশ্লিষ্ট ১৭ জন ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং পুনরায় যাহাতে অশান্তি না ঘটে এবং সাঁকড়া গ্রামের উপর আক্রমণ না হয়—সেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে গ্রামে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হইয়াছে।

আরও প্রকাশ যে গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে সাঁকড়া ও হরিহরপুর গ্রামের মধ্যে এইরূপ চারবার অশান্তি ও উপদ্রব ঘটিয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যতে অনুরূপ ঘটনা যাহাতে আর না ঘটে তাহার সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা হিসাবে ঐ অঞ্চলের বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের লইয়া একটি স্থায়ী ও শান্তি কমিটি গঠনের আয়োজন চলিতেছে।

——•——

দিবালোকে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

গত ৩০শে এপ্রিল তারিখে রুকনী কালীবাড়ীর নিকট আনন্দময়ী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সেবাইৎ বাণীবাবাকে তাঁর শয্যায় নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁর মৃতদেহটি খাটিয়ার সঙ্গে বাঁধা ছিল। বাণীবাবা ওরফে শ্রীনিবারণ বিশ্বাস ডাক বিভাগের কর্ম্ম থেকে অবসর গ্রহণ করার পর সাধুর জীবন যাপন করছিলেন এবং সমগ্র অঞ্চলে বাণী বাবা নামে খ্যাত ও জনপ্রিয় ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৭৬ বৎসর হয়েছিল।

এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে পুলিশী তদন্ত চলছে এবং হত্যাকারীর সন্ধানে পুলিশ কুকুর নিয়োগ করারও প্রস্তাব এসেছে।

——•——

লোক সেবক সংঘের সচিব ও লোকসভার সদস্যের দিল্লী যাত্রা

পুরুলিয়া-কোটশিলা ছোট লাইনটি ব্রড গেজ করাইবার দাবীতে রেল মন্ত্রী ডাঃ রামসুভগ সিংহের সহিত সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ এবং লোক সভার সদস্য শ্রীভজহরি মাহাত গত ৮ই মে তারিখে দিল্লী যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তাঁহারা পাটনায় অবতরণ করিয়া বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং পুরুলিয়া-বান্দোয়ান রোডের বিহারের ৮ মাইল রাস্তার অংশটি উপযুক্তভাবে সংস্কার করিয়া রাস্তাটি যাতায়াতের উপযোগী রাখার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানান।

——•——

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সংখ্যক বাস দেওয়ার ফলে প্রত্যেক বাসে "নির্দ্ধারিত সংখ্যক যাত্রী" (Capacity) অপেক্ষা অতিরিক্ত যাত্রী গ্রহণ করা হইবে না।

৩। ভাড়া বৃদ্ধির কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে আর-টি-একে বাসযাত্রী সংঘের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। বাসগুলি লাইনে চলাচলের যোগ্য কিনা তাহা ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

৫। সহরের রাস্তাগুলি বাসের গ্যারেজে পরিণত হইতে দেওয়া চলিবে না। যে সব বাস মালিকের নিজস্ব গ্যারেজ নাই তাহাদের রুট পারমিট প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইবে কিনা তাহা বিবেচনা করিতে হইবে।

৬। বাস ষ্ট্যাণ্ড হইতে বাস ছাড়িবার পর কিছু দূরে গিয়া হিসাব নিকাশের নামে গাড়ী ইচ্ছামত দেরী করা চলিবে না। গাড়ী ছাড়ার ন্যায় গাড়ী পৌঁছাইবার সময়টিও কঠোরভাবে পালনের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

৭। বাসযাত্রীদের সহিত অসদ্ব্যবহারের কোনও ঘটনা বা অভিযোগ সম্পর্কে দ্রুত তদন্ত ও অপরাধীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৮। বাস ষ্ট্যাণ্ডে যাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সহ বিশ্রাম কক্ষ (Waiting Room)-এর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই বিষয়গুলি জনস্বার্থের দৃষ্টিতে অপরিহার্য্য।

——•——

রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকীর হোসেনের মৃত্যুতে শোকসভা
ঋষি নিবারণ পার্কে শোক সভার অনুষ্ঠান

রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকীর হোসেনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে গত ৫ই মে তারিখে ঋষি নিবারণ পার্কে সহরবাসীর পক্ষ থেকে এক শোক সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন।

মৌলানা হাফিজ মহম্মদ এহসান প্রথমে পবিত্র কোরাণ থেকে কিছু অংশ পাঠ করে মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং একটি বালক ডঃ হোসেনের মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করে একটি স্বরচিত উর্দ্দু কবিতা পাঠ করে। এই শোক সভায় মৌলানা একবাল, খোদ বক্স আনসারী, সর্ব্বশ্রী জয়ন্ত কুমার দাঁ, হরকালী মুখার্জী, প্রবীর মল্লিক এম, এল, এ, মহাদেব মুখার্জী, চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত, অশোক চৌধুরী, প্রমুখ বক্তারা ডঃ হোসেনের জীবনী ও গুণাবলীর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ও তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

শ্রী বিভূতিভূষণ দাসগুপ্ত তাঁর সভাপতির ভাষণে শিক্ষা জগতে ডঃ হোসেনের অবদান ও শিক্ষক হিসাবে তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের বিষয় আলোচনা করেন এবং রাজনৈতিক জীবনে তাঁর দেশসেবার একনিষ্ঠতা ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ভারতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করায় তাঁর প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে ডঃ হোসেনের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় তথা যোগাযোগের সূত্রে পরলোকগত রাষ্ট্রপতির মহানুভবতার বিষয় উল্লেখ করেন।

সভার প্রারম্ভে সমবেত সকলে এক মিনিট কাল দণ্ডায়মান থেকে নীরবতা পালন করে মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

——•——

মে দিবসের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

গত ১লা মে তারিখে মে দিবস পালন উপলক্ষো সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারী, শিক্ষক বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, রিক্সা ও বিড়ি ইউনিয়নের শ্রমিক এবং কিষাণদের লইয়া গঠিত এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা প্রবল বর্ষণের মধ্যেও সহরের প্রধান প্রধান সড়কগুলি প্রদক্ষিণ করে। এই শোভাযাত্রায় কয়েক শত রিক্সার যোগদান শোভাযাত্রার সৌন্দর্য ও গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি করে। শোভাযাত্রাটি ঋষি নিবারণ পার্কে আসিয়া সমবেত হয়। এবং প্রবল বর্ষণের মধ্যেও জনসভায় সমবেত জনতা কর্ত্তৃক কয়েকটি বিশেষ প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

ইতিপূর্ব্বে সকালে পতাকা অভিবাদন অনুষ্ঠানে প্রায় তিন শত স্বেচ্ছাসেবক ও কর্ম্মী যোগদান করেন এবং সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

—•—

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে পুরুলিয়া রাঁচি রোডস্থ "বিচিত্রা" প্রতিষ্ঠানকে "গোদরেজ" কোম্পানীর ইস্পাত নির্ম্মিত অফিস এবং গৃহের ব্যবহারোপযোগী আসবাব পত্রের পুরুলিয়া জেলার জন্য প্রচারক নিযুক্ত করিলাম।

এন, পি, ব্যাস এণ্ড কোং
আসানসোল।

We are pleased to Announce the Appointment of
M/s. BICHITRA
Ranchi Road—Purulia
for
Purulia as the Canvasser for
Godrej Steel Furniture for Home, Office Etc.
N, P, Vyas & Co.
Asansol

ভারতী হোটেল
ও
রেষ্টুরেণ্ট
(অশোক ষ্টুডিওর সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।

স্বল্প খরচে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত আহারের ব্যবস্থা আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

বিজ্ঞপ্তি

পুরুলিয়া টাউনে ৭ কাঠা জায়গায় বাড়ীঘর কূপ-সহ বিক্রয় আছে। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

পপুলার মোটর পার্টস্
চাইবাসা রোড, পুরুলিয়া।

টেণ্ডার নোটিশ

এস, সি, সেন রোড-এর মেরামতের জন্য জিলা পরিষদের রেজিষ্ট্রীভুক্ত ও পি, ডব্লিউ, ডি-র অনুমোদিত ঠিকাদারগণের নিকট ১৯শে মে, ১৯৬৯ এর মধ্যে টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। বিস্তারিত বিবরণ যে কোন কাজের দিন জেলা পরিষদ অফিস হইতে সংগ্রহ করা যাইবে।

A. K. Pain
এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর
পুরুলিয়া জিলা পরিষদ।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
১৮শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬—১৯শে মে ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

আর-টি-এ কর্ত্তৃক বাসভাড়া বৃদ্ধি স্থগিত

বাসযাত্রী এবং বাস মালিক প্রতিনিধিদের স্ব স্ব বক্তব্য পেশ

সভায় বাস ধর্ম্মঘট ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর তীব্র সমালোচনা

গত ১৭ই মে তারিখে জেলা শাসকের খাস কামরায় যুক্তফ্রণ্ট সরকার কর্ত্তৃক নবগঠিত আর-টি-এ সংস্থার প্রথম বৈঠক জেলা শাসক শ্রীঅরুণকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় আর-টি-এর অন্যান্য সরকারী সদস্য, যথা শ্রীবি, সি, সেন, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ ও শ্রীজে, মুখার্জ্জী, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার (পি-ডব্লিউ-ডি) এবং বেসরকারী সদস্যগণ, যথা সর্ব্বশ্রী অরুণচন্দ্র ঘোষ, চিত্তরঞ্জন মাহাত, সাধুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রমথনাথ মণ্ডল—সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

এই বৈঠকে বাসভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনার সময় বাসযাত্রী এবং বাস মালিকদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিদের সভায় উপস্থিত থাকিয়া স্ব স্ব বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। বাস মালিকদের পক্ষে পুরুলিয়া বাস ওনার্স এ্যাসোসিয়েসনের সেক্রেটারী শ্রীবিনয় রায়, শ্রীপ্রফুল্ল কুমার মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীবিশ্বেশ্বর সিং (মোটর মজদুর ইউনিয়ন) উপস্থিত ছিলেন। বাস যাত্রীদের পক্ষে বাস যাত্রী সংঘ (নবগঠিত)এর সভাপতি শ্রীঅশোক চৌধুরী, শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস, শ্রীমধু কুইরী প্রমুখ কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন।

বাস মালিকদের বক্তব্য

বাস মালিকদের পক্ষ হইতে বক্তব্য রাখিবার সময় শ্রীবিনয় রায় বলেন যে বাস মালিকগণ ইতিপূর্ব্বে সংঘবদ্ধ হইতে পারেন নাই বলিয়া বাসভাড়া বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে সক্ষম হন নাই। তিনি বলেন যে নবগঠিত বাস ওনার্স এ্যাসোসিয়েসন প্রধানতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাস মালিক অর্থাৎ

যাহাদের মাত্র দুই, তিনটি করিয়া বাস আছে তাহাদের স্বার্থই বিশেষভাবে রক্ষার জন্য গঠিত হইয়াছে। বড় বড় বাস মালিকগণ, বিশেষ করিয়া মহালক্ষ্মী ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিতেছেন না বলিয়া অভিযোগ করেন এবং মহালক্ষ্মী কর্তৃক পুরুলিয়া জেলায় একরূপ এবং বাঁকুড়া জেলায় অন্যরূপ ভাড়া আদায়ের কঠোর সমালোচনা করেন।

শ্রীবিনয় রায় আরও বলেন যে ১৯৫৮ সাল হইতে ১৯৬৯ সাল—এই এগারো বৎসরে মোটর চেসিস, মোটর পার্টস, ডিজেল, পেট্রল, টায়ার প্রভৃতির দাম শতকরা ৭০ হইতে কোন কোন ক্ষেত্রে শতকরা ৩০০ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে—ফলে বাস ভাড়া না বাড়াইলে বাস মালিকদের লোকসান হইতেছে—এই বিবেচনায় তাঁহারা আর-টী-এ কর্তৃক পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত (১০ বৎসর পূর্ব্বে) হার অনুযায়ী বাসভাড়া বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন যে বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় বাসভাড়ার হার পুরুলিয়া অপেক্ষা বেশী। বাসভাড়া বৃদ্ধির দাবীর সূত্রে বাস মালিকদের উদ্যোগে এবং বাস কর্ম্মচারীদের সহযোগিতায় যে বাস ধর্মঘট হইয়াছিল—তাহার পশ্চাতে রাজনৈতিক অভিসন্ধির অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন।

আর-টি-এর সদস্য শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ শ্রীরায়ের বক্তৃতাকালে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে মালিকদের বক্তব্য আরও পরিস্কার করিবার অনুরোধ করেন।

অন্যতম বাস মালিক শ্রীপ্রফুল্ল কুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীবিনয় রায়ের বক্তব্য সমর্থন করিয়া ছোট ছোট বাস মালিকদের অসুবিধা ও সমস্যার কথা বলেন। মোটর মজদুর ইউনিয়নের সেক্রেটারী শ্রীবিশ্বেশ্বর সিং বাস মালিকদের সমর্থন করেন এবং বাস ধর্মঘটের পূর্ব্বদিন বাস কর্মচারী কর্তৃক বাস যাত্রীদের উপর মারধোর করিবার অভিযোগ খণ্ডনের চেষ্টা করেন।

বাস যাত্রীদের বক্তব্য

বাস যাত্রীদের পক্ষ হইতে বক্তব্য পেশ করিবার সূত্রে এবং জেলা শাসকের নিকট পূর্ব্ব প্রদত্ত স্মারকলিপির সমর্থনে শ্রীঅশোক চৌধুরী বলেন যে—পরিবর্ত্তিত শাসন ব্যবস্থায় নবগঠিত আর-টী-এর অধিবেশনের অব্যবহিত প্রাক্কালে বাস মালিকদের সহসা প্রায় দেড় গুণ ভাড়া বৃদ্ধি এবং সেই ভাড়া বৃদ্ধির দাবীতে আকস্মিক বাস ধর্মঘট—এই সকল ঘটনা যে নিছক অর্থনৈতিক প্রশ্নেই উদ্ভূত নহে—ইহা যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত। কারণ বিগত এগারো বৎসর ধরিয়া সর্ব্বস্তরে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতে থাকিলেও বাস মালিকগণ এতকাল দিব্য নিশ্চিন্ত থাকিয়া হঠাৎ এই সময়ে তাঁহাদের লোকসান ও ক্ষতি সম্পর্কে জ্ঞানোদয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাসভাড়া বৃদ্ধির পশ্চাতে যুক্তফ্রন্টের প্রশাসনকে অপদস্থ করার মনোভাব কাজ করিয়াছে। জনসাধারণের বিরুদ্ধে ইহা বাস মালিকদের চ্যালেঞ্জরূপেই প্রতিভাত হইতেছে। এই বিষয়ে "মৃণালিনী" বাসএর কর্তৃপক্ষের ভূমিকার সমালোচনা করিয়া এই এক্সপ্রেস বাসের ভাড়া অন্যান্য এক্সপ্রেস বাসের ভাড়া অপেক্ষাও যে অত্যধিক—তাহা দৃষ্টান্ত সহকারে দেখান।

যাত্রীদের দ্বারা নিগৃহীত হইবার আশঙ্কায় বাস কর্ম্মচারীদের নিরাপত্তার অজুহাতে বাস ধর্মঘটের যে যুক্তি দেখানো হইতেছে তাহা খণ্ডন করিয়া তিনি বলেন যে নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠিলে বাস

(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

বিধান পরিষদের বিলোপ সাধন

যুক্তফ্রন্ট ৩২ দফা কর্ম্মসূচির মধ্যে বিধান পরিষদের বিলোপ সাধন অন্যতম ছিল এবং বিধান সভার প্রথম অধিবেশনেই যুক্তফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ বিলোপের জন্য প্রয়োজনীয় বিল পেশ করেন এবং সরকার ও বিরোধী পক্ষ সর্ব্বসম্মতভাবে উক্ত বিলটি সমর্থন করেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধান মণ্ডলী কর্তৃক বিলটি পাশ হবার পর সে সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য লোকসভায় প্রেরিত হয় এবং লোক সভার বাজেট অধিবেশনের শেষ দিকে উক্ত বিলটি সর্ব্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। ফলে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ বিলোপের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হোল এবং পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার সমগ্র ভারতে যেমন একটি নূতন শাসনতান্ত্রিক নজীর সৃষ্টি করলেন সেই সঙ্গে জনগণের নিকট যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্ব্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করেছেন সেই প্রতিশ্রুতির একটি দফা পূর্ণ করলেন।

বিধান পরিষদ বিলোপের ফলে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভায় এক বিশেষ সমস্যা দেখা দিবে। কারণ মন্ত্রীসভার তিনজন সদস্য বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন—সুতরাং তাঁদের হয় নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিধানসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হতে হবে নতুবা মন্ত্রীত্ব ছাড়তে হবে। মন্ত্রীসভার আরও তিনজন সদস্য যাঁরা বিধানসভা বা বিধান পরিষদ কোনও সংস্থারই সদস্য ছিলেন না—তাঁদের সম্পর্কেও একই যুক্তি প্রযোজ্য।

এই পরিস্থিতিতে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার আয়তনের পুনর্বিন্যাস হবে, না, যুক্তফ্রন্টের ছয় জন মন্ত্রীকে নূতনভাবে সদস্য নির্ব্বাচিত হতে হবে অথবা মন্ত্রীত্ব ছাড়তে হবে এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট শরিকদলগুলি স্বতন্ত্রভাবে এবং যুক্তফ্রন্ট মিলিত-ভাবে গ্রহণ করবেন। আগামী কিছুকালের মধ্যেই যুক্তফ্রন্ট এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

অ, চ.

—•—

[রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পুরুলিয়া শাখা থেকে একটি প্রতিবাদপত্র 'মুক্তিতে' প্রকাশের জন্য এসেছে। স্থানাভাবে প্রতিবাদ পত্রটি এই সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না—আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। মুঃ সঃ]

—•—

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

উপরোক্ত ঘটনা সম্পর্কে অভিযোগ হইল যে উক্ত পত্রিকায় "রাজ্যপালের নিকট খোলা চিঠি" প্রকাশিত হইবার দুই দিন পূর্ব্বে ডি, এম, ও সাহেবের বিশেষ নির্দ্দেশে ওয়ার্ড মাষ্টারের হেফাজত হইতে সংশ্লিষ্ট গোপন দলিলগুলি লওয়া হয় এবং সারারাত্রি ষ্টোর রুম খুলিয়া উক্ত দলিল-গুলির কপি করিয়া স্থানীয় পত্রিকাকে সরবরাহ করা হয়।

আরও প্রকাশ পত্রিকায় ঐ সকল গোপন দলিল প্রকাশিত হওয়ায় সহরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং এই বিষয়ে জেলা শাসকের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয়। জেলা শাসক স্বয়ং সি, এম, ও, এইচের অফিসে আসিয়া ডি, এম, ওকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাঁহার নাকি কৈফিয়ৎ চাহেন। পরে জেলা শাসক এই অবাঞ্ছিত ঘটনার আনুপূর্ব্বিক তদন্তের জন্য ডি, আই, বিকে নির্দেশ দেন এবং ডি, আই, বি যথারীতি তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দাখিল করেন। সম্প্রতি জনশ্রুতি যে উক্ত ডি, আই, বি রিপোর্ট পরিবর্ত্তন করাইবার জন্য কোনও প্রভাবশালী মহল হইতে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। এই বিষয়ের সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য জেলা শাসক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে।

—•—

সদর হাসপাতালে গুরুতর ত্রুটি ও অব্যবস্থা

ঔষধের অভাবে রোগী মরে—তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা হয় না

আর হাসপাতালে ঔষধ পচিয়া নষ্ট হয়—বাজারেও পাচার হয়

অডিটের সূত্রে চাঞ্চল্যকর তথ্যাদি উদ্ঘাটিত

আমরা দীর্ঘকাল পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের কার্যকলাপ সম্পর্কে কোনও প্রকার আলোচনা করি নাই—এই আশা ও বিশ্বাসে যে যুক্তফ্রন্টের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে সরকারী কর্ম্মচারীদের আত্মসংশোধন ও স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে দুর্নীতির অপসারণের যে সময় ও সুযোগ দেওয়া হইয়াছে—তাহার সদ্ব্যবহার তাঁহারা করিবেন। কিন্তু গভীর দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় সদর হাসপাতালের পরিচালনা ব্যবস্থায় যে সকল গুরুতর ত্রুটি, গলদ ও দুর্নীতির অভিযোগ উদ্ঘাটিত হইতেছে—তাহাতে জনস্বার্থের খাতিরে আর নীরব ও নিশ্চেষ্ট থাকা চলে না।

১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমলে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের কার্যাকলাপ পর্য্যালোচনার সূত্রে এই তথ্য উদ্ঘাটিত হয় যে হাসপাতালের চিকিৎসকদের মধ্যেও তীব্র দলাদলি রহিয়াছে—যাহার ফলে পরিচালনা ব্যবস্থায় গুরুতর বিশৃঙ্খলা দেখা দিতেছিল। সদর হাসপাতালের চিকিৎসকদের মধ্যে প্রধানতঃ তিনটি দল ছিল—

(১) ডি, এম, ও ডাঃ চেলের নেতৃত্বে প্রথম দল;

(২) ডাঃ এস, টি, ব্যানার্জ্জী, ডাঃ শ্রীমতী রমা ব্যানার্জ্জী প্রমুখের দ্বিতীয় দল; এবং

(৩) ডাঃ এস, কে, গুপ্তের নেতৃত্বে তৃতীয় দল।

ইতিমধ্যে (অর্থাৎ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে ডাঃ এস, টি, ব্যানার্জ্জী, ডাঃ শ্রীমতী ব্যানার্জ্জী; ডাঃ এস, কে গুপ্ত প্রমুখেরা পুরুলিয়া হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছেন—সুতরাং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের অস্তিত্ব নাই। অন্যান্য নূতন চিকিৎসক যাঁহারা আসিয়াছেন—তাঁহারা সকলেই সম্প্রতি আসিয়াছেন; সুতরাং কোনও দলভুক্ত হইয়াছেন কি না বা দল গঠন করিয়াছেন কি না জানা যায় নাই—তবে এই সকল তরুণ চিকিৎসকেরা হাসপাতালের পরিচালনা ব্যবস্থার তথা ডি-এম-ও প্রশাসনে যে বিশেষ ক্ষুব্ধ তাহার পরিচয় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত চিকিৎসকদের এক বৈঠকে পাওয়া যায়। প্রকাশ উক্ত বৈঠকে তাঁহারা সি, এম, ও এইচ-এর নিকট অভিযোগ করেন যে হাসপাতালের ব্যবহারের জন্য তাঁহাদের এমন সব ঔষধ দেওয়া হইতেছে যাহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে—সুতরাং অকেজো হইয়াছে। এই বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য তদন্ত বা অডিটের ব্যবস্থা যেন করা হয়।

কেঁচো খুঁড়িতে সাপ

ডাক্তারদের অভিযোগের পর সদর হাসপাতালে মেন ষ্টোরে সরকারের ইন্সপেক্টার অব একাউন্টসের তত্ত্বাবধানে তদন্ত হয় এবং দেখা যায় যে প্রায় দশ হাজার টাকার মূল্যের ঔষধ গুরুতর অবহেলা, ত্রুটি ও দায়িত্বহীনতার ফলে তাহাদের মেয়াদ উত্তীর্ণ (expiry of date) হইয়া অকেজো ও বরবাদ হইয়া গিয়াছে। যে সকল ঔষধ এইভাবে নষ্ট হইয়াছে তাহাদের মোটামুটি বিবরণ নিম্নরূপ :—

১। পেনিসিলিন ইঞ্জেকসান	৯৮০০	শিশি
	(ডিসেম্বর—১৯৬৭)	
২। লেডারমাইসিন ড্রপ	১২২	শিশি
	(ফেব্রুয়ারী—'৬৮)	
৩ এমাইসিন ট্যাবলেট	৫৭। (১৯-৮-৬৮)	
৪। সংভিসিন ৫০০ এম, জি	১৮৮	এ্যাম্পু
	(এপ্রিল—'৬৮)	
৫। এপকরলাইন আই ড্রপ	৭২	শিশি
	(এপ্রিল—'৬৮)	

একদিকে হাসপাতালে এইভাবে ঔষধ পচিতে থাকে—আর চিকিৎসার সময় রোগীদের বলা হয় ঔষধ নাই—বাজার হইতে কিনিয়া আনো—তবে চিকিৎসা হইবে !!

ঔষধ পাচার ?

কেবল ইহাই নহে অনুসন্ধান তথা হিসাব পরীক্ষার সময় নাকি দেখা যায় ঔষধের ষ্টকে অনেক গরমিল। অর্থাৎ যথারীতি ঔষধের চালান আসিয়াছে কিন্তু ঔষধের কোনও হদিশ মিলিতেছে না। এইরূপ উধাও হওয়া ঔষধের পরিমাণ মোটামুটী এইরূপ—

১। সালফাগুয়ানাইডিন ট্যাবলেট	৭৯৯৩	
২। অরিশুল ট্যাবলেট	১২২৯	
৩। বি কমপ্লেক্স	৩৫,০০০	
৪। প্রেডনিসোলোন ট্যাবলেট	৯৮৪	
৫। ডুরাবলিন ১০ এম-জি	৩৮৮	
৬। সেডাল	১০০০	
৭। টেরামাইসিন ক্যাপসুল	১১৭	
৮। লেডারমাইসিন ৩০০ এম জি	১২৩	
৯। ষ্ট্রেপ্টো পেনিসিলিন	৭৬	
১০। ক্রিষ্ট পেনিসিলিন	৩৫	

আমাদের আশঙ্কা এইটি সমগ্র চিত্র নহে। পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হইলেন ডি, এম, ও স্বয়ং। তাঁহার অধীনে ষ্টোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ষ্টোরকিপার রহিয়াছেন এবং হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে সাহায্য করিবার জন্য ওয়ার্ডমাষ্টার রহিয়াছেন। সদর হাসপাতাল সম্পর্কে এই অভিযোগ দীর্ঘকালের যে রোগীরা দামী ঔষধ ত দূরের কথা—সাধারণ ঔষধও বাজার হইতে কিনিয়া না আনিলে তাহার চিকিৎসা হয় না। অন্যদিকে হাসপাতালের ঔষধ বাজারে বিক্রয় হয় (রোগীদের ফাঁকি দিয়া) ইহাও সর্ব্বজন বিদিত। সুতরাং পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের যে ঔষধগুলি পাচার হইয়াছে বলিয়া অডিটে ধরা পড়িয়াছে—তাহার সঠিক মূল্য কত হইবে তাহা এখনও নির্ণয় করা না যাইলেও কয়েক হাজার টাকার মূল্যের যে হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। **পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে যাঁহারা কিছু ওয়াকিবহাল তাঁহাদের ধারণা, যে গত ১৯৬৭ সালের প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমল হইতে বর্ত্তমান যুক্তফ্রন্টের আমল পর্য্যন্ত দুই বৎসরকালের মধ্যে এই হাসপাতালের অন্ততঃ কয়েক লক্ষ টাকার ঔষধ গোপনে পাচার হইয়া বাজারে বিক্রয় হইয়াছে এবং এই গোপন কারবারের সঠিক তথ্য নির্দ্ধারণের জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্য বিভাগের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে স্পেশ্যাল অডিট ও উচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন তদন্ত কমিশন বসাইতে হইবে।**

বর্ত্তমান অডিটে এই "সামান্য চুরি" ধরা পড়িবার সময় "অপহৃত ঔষধ" পুরণের প্রচেষ্টাও নাকি হয় কিন্তু তাহা সফলকাম হয় নাই। এই সকল অপরাধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নিজেদের অপরাধ ঢাকিবার জন্য কিছুকাল হইতে নিজেরা এবং এজেণ্ট দ্বারা বাহিরে প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন যে কলিকাতার কেন্দ্রীয় ষ্টোর হইতে ঔষধের সরবরাহ না আসায় সদর হাসপাতালে ঔষধের অভাব দেখা দিয়াছে। আবার অনেক সময় হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের স্কন্ধে অপবাদ দিয়া দোষ স্খালনের চেষ্টা হয়—সুতরাং এ সম্পর্কে তদন্ত প্রয়োজন।

পুকুর চুরি ?

বর্ত্তমান অডিটে ঔষধ চুরি ছাড়াও অন্যান্য "পুকুর চুরির" তথ্যও নাকি উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সদর হাসপাতালের ব্যবহারের জন্য বহু মূল্যবান আসবাব পত্র, যেমন গোদরেজের ষ্টীল আলমারি, টেবিল, চেয়ার, খাট, গদী, মশারী, কম্বল, ইত্যাদি প্রেরণ বা ক্রয় করা হয়। কিন্তু সেই সব বহু দ্রব্যের হদিস নাকি পাওয়া যাইতেছে না। বিশেষ করিয়া সদর হাসপাতালের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে যে পুলিশ ওয়ার্ড ছিল—সেই পুলিশ ওয়ার্ডের জিনিষ পত্রের হদিসও পাওয়া যাইতেছে না এবং রেকর্ডপত্রেরও অনুসন্ধান মিলিতেছে না।

ডায়েট সম্পর্কে অভিযোগ

হাসপাতালের রোগীদের যে খাদ্য বা ডায়েট পরিবেশন করা হয় সে সম্পর্কেও অভিযোগ দীর্ঘকালের। এই বিষয়ে সদর হাসপাতালের প্রশাসন তথা পরিচালনা ব্যবস্থাও বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ। হাসপাতালের কোনও নির্দ্ধারিত খাদ্যতালিকা (diet scale) আছে কিনা জানা নাই—তবে সময় সময় মোটামুটি যে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত হয়—তাহা ডি, এম, ও নিজের দু'একজন অনুচরকে লইয়া প্রস্তুত করেন—হাসপাতালের অন্যান্য চিকিৎসকদের সহিত পরামর্শ বা আলোচনা করার যে নিয়ম আছে তাহা কোনও সময়েই ডি-এম-ও পালন করেন না তাঁহার বিরুদ্ধে ইহাও অন্যতম

অভিযোগ। হাসপাতালে "ডায়েটিশিয়ান" না থাকিলে ওয়ার্ড মাষ্টারেরই ভারপ্রাপ্ত থাকার কথা —এই ব্যবস্থারও নাকি লঙ্ঘন করা হইতেছে। তাহার পর রেসিডেন্সিয়াল ডাক্তার রান্নাঘর ও রোগীদের ডায়েট পরীক্ষাদি করিবেন—এই ব্যবস্থাও নাকি পালন করা হইতেছে না। রোগীদের খাদ্য পরিবেশন সম্পর্কেও স্তূপীকৃত অভিযোগ রহিয়াছে; এখানে কেবল একটির উল্লেখ করা হইল। গত প্রায় এক বৎসর ধরিয়া রোগীদের চিনি সরবরাহ করা হয় নাই—কিন্তু চিনি সরবরাহ বাবদ হাসপাতালের বিল শোধ ও অর্থব্যয় হইয়াছে কিনা তদন্ত করা দরকার।

প্রশাসন ব্যবস্থার ত্রুটি

ডি-এম-ও এবং হাসপাতালের অন্যান্য চিকিৎসকের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাবে সদর হাসপাতালের প্রশাসন ব্যবস্থায় বহু ত্রুটী বিচ্যুতি ঘটিতেছে এবং রোগীরা অবহেলিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। ডি-এম-ওর পক্ষে প্রচার করা হইতেছে যে তিনি হাসপাতালের কাজে অহর্নিশ খাটিয়া পরিশ্রান্ত হইতেছেন—অন্য চিকিৎসকেরা কোনও প্রকার সাহায্য করিতেছেন না—অর্থাৎ কার্য্যে ফাঁকি দিতেছেন। অন্যান্য চিকিৎসকদের অভিযোগ যে ডি-এম-ও তাঁহাদের অবহেলা করেন এবং হাসপাতালের অব্যবস্থার জন্য তাঁহাদেরই অধিক পরিশ্রম করিতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অভিযোগ করা হইতেছে যে অন্যান্য চিকিৎসক ও কর্মীরা যেখানে সপ্তাহে অন্ততঃ ৫ দিন এমার্জেন্সী ডিউটী করেন সেখানে ডি. এম, ও, সপ্তাহে মাত্র এক দিন নাম মাত্র ডিউটি দিয়া থাকেন। ইহা তদন্ত সাপেক্ষ।

২। ডি-এম-ওর জ্ঞাতসারে হাসপাতালের কোয়ার্টারে সদর হাসপাতালের খাট, গদী, মশারী, কম্বল প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া ছয় শয্যাবিশিষ্ট একটি প্রাইভেট নার্সিং হোম পরিচালনা করা হয়। সম্প্রতি অডিটের প্রাক্কালে ধরা পড়িবার ভয়ে গত ১৫ই মে তারিখের ভোর চারিটার সময় ঐ সকল আসবাবপত্র মেন ষ্টোরে নাকি জমা দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য ১৫-৫-৬৯ হইতে হাসপাতালের অডিট সুরু হয়।

৩। গত ১৫।৫।৬৯ তারিখে মেন ষ্টোর অডিটের সময় ডি-এম-ওর উপস্থিতি একান্তভাবে প্রয়োজন হইলেও বেলা ১টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত তাঁহার নাকি অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। তিনি কাহাকেও চার্জ্জ না দিয়া অন্যত্র গিয়াছিলেন। এই বিষয়ের তদন্ত প্রয়োজন।

৪। হাসপাতালের প্রশাসনে সদর হাসপাতালের বহির্ভূত এক অদৃশ্য হস্ত সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ ও প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। ইহা কতদূর সত্য তাহাও নির্ণয় করিতে হইবে।

৫। সদর হাসপাতালে এখন অক্সিজেন দিবার নাকি কোনও ব্যবস্থা নাই। রোগীদের ভুলাইবার বা প্রতারিত করিবার জন্য ফাঁকা অক্সিজেন সিলিণ্ডারের নল মুমূর্ষু রোগীদের নাকে দিয়া প্রহসন করা হয়। এই গুরুতর অভিযোগের অবিলম্বে তদন্ত প্রয়োজন।

৬। হাসপাতালের এক্স-রে বিভাগে এক্স-রে ফিল্ম নাই। তবুও এক্স রে তুলিবার ব্যবস্থাপত্র দিয়া রোগীদের অযথা হায়রান করা হয়। ইহারও তদন্ত প্রয়োজন।

৭। হাসপাতালের ড্রাইভারকে ব্যক্তিগত কাজে নিজের গাড়ীতে নিয়োগ করা হইয়া থাকে। কোন্ চিকিৎসক ইহা করেন?

৮। অন্যান্য চিকিৎসকদের ডিউটীর সময় ডি-এম-ও তাঁহার প্রাইভেট রোগী ভর্ত্তি করিয়া যান—এই অভিযোগ কতদূর সত্য তাহা তদন্ত করা প্রয়োজন।

আরেকটি গুরুতর অভিযোগ

সদর হাসপাতালের চিকিৎসকদের মধ্যে দলাদলির কথা সর্ব্বজন বিদিত। এই দলাদলির জের স্বরূপ কিছুকাল পূর্ব্বে স্থানীয় কোনও এক পত্রিকায় "রাজ্যপালের নিকট খোলা চিঠি" শিরোনামায় সদর হাসপাতালের কিছু গোপন দলিলের বিবরণ দেওয়া হয়। ঐ সকল বিবরণে বেড টিকেট, মেডিসিন শিপ প্রভৃতি দলিল যাহা ওয়ার্ড মাষ্টারের হেফাজতে হাসপাতালের ষ্টোর রুমে সযত্নে রক্ষিত থাকে—সেই সকল তথ্য ফাঁস করা হয়।

(শেষাংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় শ্রীগিরিশ মাহাতর ভাষণ

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় লোকসেবক সংঘের নেতা শ্রীগিরিশ মাহাত গত ১২ই মার্চ্চ তারিখে রাজ্যপালের ভাষণে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব সম্পর্কে নিম্নলিখিত ভাষণ দেন :—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গণতন্ত্র হত্যাকারী, খুনী আসামী, রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করতে গিয়ে আমাদের সরকারকে দু একটি কথা বলতে চাই। গত ২০।২২ বছর কংগ্রেস সরকার আমাদের দেশে কায়েমী স্বার্থবাদী তথা সমাজ বিরোধী ব্যক্তিদের নিয়ে আমলাতান্ত্রিক অফিসারদের নিয়ে কোটি কোটি টাকা লুট করেছে। সেই আমলারা শুধু কংগ্রেস রাজত্বেই লুট করে নি ইংরেজ রাজত্বকাল থেকে গত কংগ্রেস রাজত্ব পর্য্যন্ত তারা কোটি কোটি টাকা লুট করেছে। সেই আমলারা আজ প্রচার করছে যে বাংলাদেশে কংগ্রেসের ক্ষমতা গেছে—কিন্তু জেলা ব্লক অঞ্চলে তাদের লুট করবার ক্ষমতা নাকি আছে। তাই আজ আমার সরকারের কাছে অনুরোধ যে এইসব আমলারা এতকাল মানুষের সংগে ছিনিমিনি খেলা করে রক্ত শোষণ করেছে তাদের আজ উচ্ছেদ করবার পরিকল্পনা করতে হবে। তাদের ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে। যদি তাদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে না দেন তাহলে আজ জনসাধারণ যে রায় দিয়েছে সেই রায়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে জেলা পরিষদ, শিক্ষা বোর্ডে বহু নমিনেটেডে মেম্বার রয়েছে তারা আজও মানুষের রক্ত শোষণ করবার জন্য ছিনিমিনি খেলছে। আমাদের সরকার ১৯৬৯-৭০ সালে ৭০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য উৎপাদন করবার পরিকল্পনা নিয়েছে। যদি এই পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হয় তাহলে ঐ আমলাতান্ত্রিক অফিসারদের সরাতে হবে। বাজেটে কৃষি ও খাদ্যের জন্য অর্থ পাশ হয়েছে। কিন্তু তারা করেছে কি—তারা ভাদ্র আশ্বিন মাসে লোন দিয়েছে—শ্রাবণ মাসে বীজ ধান দিয়েছে বলদ কেনবার টাকা দিয়েছে ভাদ্র আশ্বিন মাসে—সেই সময় চাষীরা কি করেছে?

ব্যক্তিগত পুঁজিপতি যারা রয়েছে অর্থাৎ মহাজন তাদের কাছে মাথা নত করে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করে কৃষকেরা তাদের জমি চাষ করেছে। এজন্য বেশী খাদ্য উৎপাদন করতে পারে নি। তাই আমাদের সরকারের প্রথম কাজ হবে চৈত্র মাসে কৃষকদের লোন দেওয়া, পাম্প দিয়ে সেচের ব্যবস্থা করা, বলদ কেনবার ব্যবস্থা করে দেওয়া। যদি পাম্প দিয়ে চাষের ব্যবস্থা না করেন অন্যান্যভাবে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। সেচ ব্যবস্থা আজ রয়েছে জেলা পরিষদের হাতে সে ক্ষমতা তাড়াতাড়ি কেড়ে নিতে হবে। আজকে সেই রকম ব্যবস্থা করতে হবে। ভূমি সংস্কারের প্রশ্ন রয়েছে। এটা খুব প্রয়োজন। বিশেষ করে পুরুলিয়া জেলার জন্য। কংগ্রেস সরকার ঘিয়ের দর আর তেলের দর এক করেছিলেন, সমান করেছিলেন। একজন লোক ৭৫ বিঘা কৃষি জমি রাখতে পারে। সেই কৃষক মেদিনীপুরের হোক, কি বর্ধমানের হোক, কি ২৪-পরগণা জেলার হোক আর পুরুলিয়া জেলায় হোক। বর্ধমানে—২৪-পরগনায় এক বিঘাতে ২০/২৫ মণ ধান হয়, সেই জায়গায় পুরুলিয়া জেলায় এক বিঘাতে ৮ মণ ধানও হয় না। অথচ তাঁরা সব জেলার জন্যই একই রকম ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই বলছিলাম কংগ্রেসীরা ঘিয়ের আর তেলের দর সমান করেছিলেন। শুধু তাই নয়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে, এক একর জমিতে পশ্চিমবঙ্গের সব জায়গাতেই এক রকম খাজনা। বর্ধমানে ৯ টাকা খাজনা, আবার পুরুলিয়াতেও ৯ টাকা খাজনা। আমি জানি পুরুলিয়াতে একজনের ৬ একর জমির জন্য ৫৪ টাকা খাজনা। অথচ বিভিন্ন জায়গার জমিতে বিভিন্ন পরিমান ফসল হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে এই সমস্ত বিষয় দেখতে হবে।

আর একটা বিষয় বলতে চাই, সেটা হচ্ছে এই যে, বিহার সরকারের আমলে আমাদের জেলায় হিন্দি শেখাবার জন্য কতকগুলো এজেন্ট তৈরী করেছিল। সেই এজেন্টরা আজকে পুরুলিয়া জেলায় রয়েছে। তারা বিহার সরকারের টাকাও লুট করেছে, আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টাকাও লুট করছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার যেন এদিকে নজর দেন যাতে তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারের টাকা লুট করতে না পারে।

আর একটা কথা, কংগ্রেস সরকার বিলিফ বন্ধ করে দিয়েছেন, জি, আর দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আমাদের জেলায় জি, আর দিতে হবে। আমাদের জেলার ধানের উপরই সবাই নির্ভর করে। খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের ৩২ দফা কর্ম্মসূচীর মধ্যে এক দফায় রয়েছে বিশেষ করে পুরুলিয়া জেলার কথা। কংগ্রেসী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করতে হবে।

——•——

একটি নূতন রাজনৈতিক অপচেষ্টা

বিশ্বাস করিবেন কি—লোক সেবক সংঘ নক্সাল বাহিনীতে পরিণত?

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে বহিষ্কৃত হইয়া কংগ্রেসের আত্মসমালোচনার বা বিবেকের উদয় হয় নাই। অথবা আত্মকৃত দোষের জন্য ন্যায়সঙ্গত শাস্তিকে মাথা পাতিয়া লইয়া বসিয়া নাই। সারা পশ্চিমবাংলার জনজীবনে বহুবিধ যে সব বিরোধ আঘাত উপদ্রব দেখা দিয়াছে—তাহার পশ্চাতে পরিকল্পনা সহকারে একটি সক্রিয় দুর্বুদ্ধি কাজ করিতেছে। সেই দুর্বুদ্ধি যে কংগ্রেসের দুইচক্র হইতে উদ্ভূত হইতেছে—এ বিষয়ে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নাই। পরিকল্পনা সহকারে এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ পরিকল্পনা সহকারে নিজেদের কৃত এই সকল অপকর্মগুলি যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির দ্বারা অনুষ্ঠিত বলিয়া কংগ্রেসী পক্ষ হইতে তারস্বরে ঘোষণা করা হইতেছে—তাহাও দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। অতন্দ্রিতভাবে কংগ্রেসী পত্রপত্রিকাগুলি এবং মুখপাত্রগুলি এই প্রচারে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিতেছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে নানা অপকৌশলের দ্বারা যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির কর্মীদের নানা ব্যাপারে আসামী রূপে খাড়া করিবারও নগ্ন ষড়যন্ত্র অনুষ্ঠিত হইতেছে। এ সমস্ত চক্রান্ত অপচেষ্টা সমূহের সঙ্গে কিছু রাজকর্মচারীও জড়িত হইতেছেন। কংগ্রেসী-রাজত্বের অবসানে কিছু কর্মচারীর অবাধ স্বেচ্ছাচারিতার রাজত্বের অবসান হওয়ায়, তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া প্রতিশোধ লইবার চেষ্টায় নিযুক্ত। ইহার সহিত যোগ দিয়াছেন আরো কয়েকটি প্রতিক্রিয়াশীল দল, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি—যাহারা যুক্তফ্রন্টের সমর্থক জনগণের দ্বারা বহিষ্কৃত ও নিন্দিত হইয়াছেন।

এই সুপরিকল্পিত রাজ্যব্যাপী কর্মধারার অঙ্গরূপে পুরুলিয়া জেলাতেও এখন কংগ্রেসী উপদ্রব ও অপপ্রচার সুরু হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে বান্দোয়ান থানাকে বিশিষ্ট ক্ষেত্ররূপে পরিণত করা হইয়াছে। যুক্তফ্রন্টের ক্ষমতা গ্রহণের আগে হইতেই এখানে লোক সেবক সংঘের কর্মীদের দমনের জন্য পুলিশ ও শাসনযন্ত্র সহযোগে অবাধ বর্বাহীনী উপদ্রব চলিতেছিল। যুক্তফ্রন্ট শাসন ব্যবস্থা হাতে লইবার পর হইতে উপদ্রবগুলির চারিত্রিক রূপের পরিবর্তন করার চেষ্টা হইল। অত্যাচার উপদ্রব অনুষ্ঠিত করিয়া তাহা লোক সেবক সংঘ প্রভৃতি দলের কর্মীদের অপরাধী খাড়া করার অভিনব হাস্যকর কর্মধারা গৃহীত হইল। এই ষড়যন্ত্রে দুই চারিজন পুলিশ ও অন্যান্য কর্মচারী নিজেদের জড়িত করিলেন। আমি মুক্তির আগামী সংখ্যায় এগুলির বিবরণ প্রদান করিব। ঐ ঘটনাগুলিকে উপলক্ষ্য করিয়া যে হাস্যকর অপপ্রচার করা হইয়াছে—এই সংখ্যায় তাহার একটি অভিনব দৃষ্টান্ত এখানে উপহার দিতেছি। আমি মুক্তির পরবর্তী সংখ্যায় ইহার জবাব প্রদান করিব। তবে ইহাতে সংঘের বিষয়ে এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় বিভূতিবাবুর বিষয়ে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে—আমি মনে করি—উহার একটি কথাও আমাদের জেলার কোনো লোক—এমন কি এ জেলার কোনো কংগ্রেসীও তাহা বিশ্বাস করিবেন না। তবে তাঁহাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি মনে মনে হাসিবেন যে, নিছক মিথ্যা হইলেও ইহাদ্বারা বৃহত্তর বাংলার লোকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কাজ ভালই হইবে। আমি মনে করি—বৃহত্তর বাংলাতেও লোকে ইহা বিশ্বাস করিবে না। সুতরাং মিথ্যাচারের স্বয়ং প্রকাশরূপী এই লেখাটি এখানে প্রকাশ করিতেছি। ইহা কংগ্রেসের মুখপত্র 'জন সেবক' কাগজে ২৬-৪-৬৯ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। লেখাটি এই :—

"সারা বান্দোয়ান থানায় নক্সালী সন্ত্রাস

মাছ লুঠ, জমি দখল, কাপড় লুঠ : পুলিশ নীরব দর্শক

(বিশেষ প্রতিনিধি কর্তৃক লিখিত)

"পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ানা থানার বিস্তির্ণ অঞ্চল দ্বিতীয় নক্সালবাড়িতে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের ওপর হামলা, পুকুরের মাছ লুট, জমি দখল, জোর করে অপরের জমিতে চাষ-কার্য্য আরম্ভ প্রভৃতি গোটা অঞ্চল জুড়ে প্রতিদিনই এক সন্ত্রাসের রাজত্ব। পুলিশকে এ সম্বন্ধে জানান হলে পুলিশের সাফ জবাব— ঘটনাস্থলে যাওয়ার অর্ডার নেই।

"পুরুলিয়া থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, অজয় মুখার্জিসভার অন্যতম শরিক লোক সেবক সংঘ গত অন্তর্বর্তী নির্বাচনে বান্দোয়ান কেন্দ্রে পরাজিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেস কর্মীদের ওপর হামলা শুরু করেছে। এই সব রাজনৈতিক কর্মী নামধারী হামলাবাজের দল বান্দোয়ান থানার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী শ্রীদত্তোষ সেনের পুকুরের মাছ লুট করেছে, অনেক স্থানে কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, অপরের জমিতে জোর করে চাষ কার্য্য শুরু করেছে।

"নিজস্ব সংবাদদাতা আরও জানিয়েছেন, সম্প্রতি প্রকাশ্য দিবালোকে কংগ্রেস ব্যবসায়ীবন্ধের কাপড়ের গাঁট ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট থানায় এ সংবাদ দিলে পুলিশ অভিযোগকারীদের জানান, "ঘটনাস্থলে যাওয়ার অনুমতি নেই।" পুলিশ সাহায্যে প্রত্যাখ্যাত হয়ে কংগ্রেস কর্মীরা সমবেতভাবেই দুর্বৃত্তদের তাড়া করে। কিন্তু দুর্বৃত্তদের হাতে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র থাকায় বিশেষ সুবিধা করতে পারা যায় নি। কংগ্রেস কর্মীরা পুনরায় থানায় দুষ্কৃতদের গ্রেপ্তার করার দাবী জানালে থানা কর্তৃপক্ষ জানায়, গাড়ী নেই। বান্দোয়ান থানার আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি শ্রীকমল মাহাতো পুলিশকে নিজের গাড়ী দিতে সম্মত হন। থানা সে গাড়িতে মাত্র দু'জন পুলিশ পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় অধিবাসীদের অভিযোগ, উক্ত দু'জন পুলিশকে দুর্বৃত্তদের (লোক সেবক সঙ্ঘের কর্মী) বাড়িতে তল্লাসী করতে বলা হলে পুলিস কংগ্রেস কর্মীদের হাজতবাসী শুরু করেন।

"বান্দোয়ান থানার দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় জনসাধারণ জেলা শাসকের কাছে অভিযোগ করলে, জেলা শাসক ঘটনার পূর্ণ বিবরণ পুলিশ সুপারকে জানাবার নির্দেশ দেন। সংবাদে প্রকাশ, পুলিশ সুপার রিপোর্ট দাখিল করা সত্ত্বেও জেলা শাসক এ ঘটনার কোন ব্যবস্থা নেন নি।

"মন্ত্রীরা আইন চান না

"নিজস্ব সংবাদদাতার অপর এক সংবাদে জানা যায়, পুরুলিয়া থানার অন্তর্গত সিন্দরী চাষ বোডের এক জনসভায় পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি দাসগুপ্ত বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, **জমি যার বেশী আছে তা জোর করে কেড়ে নিতে হবে।** আমরা আইনের মাধ্যমে নিতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাই যে সব জায়গায় ধান চাল বেশী আছে, সেই সব চাষীদের কাছ থেকে ধান চাল জোর করে সাধারণ মানুষ যদি ছিনিয়ে নেয়, তাতে কোনরূপ অন্যায় অজয় মন্ত্রীসভা মনে করেন না।

"বিভূতিবাবুর এই মন্তব্যে স্থানীয় সাধারণ মানুষের মনে বিশেষ ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে।"

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

যাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়ই বিবেচনা করিতে হয়—কারণ বাস যাত্রীরাই বাস কর্মচারীদের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছে—এরূপ ঘটনা পুরুলিয়া বাস ষ্ট্যাণ্ডেই ঘটিয়াছে। জয়পুরের জনসাধারণ বাসে আগুন লাগাইয়া দিবে বলিয়া হুমকি দিয়াছেন বলিয়া যে অভিযোগ বাস মালিকদের পক্ষ হইতে করা হইয়াছে তাহা যে সর্ব্বৈব মিথ্যা ইহা তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেন। তিনি এই বিষয়ে তদন্ত আহ্বান করেন।

বাস মালিকদের লোকসানের যুক্তি খণ্ডন করিয়া তিনি বলেন যে—দুই একটি বাস ছাড়া প্রত্যেক বাসে যেভাবে নির্দ্ধারিত যাত্রী (Capacity) সংখ্যার তিন চারিগুণ যাত্রী ও প্রায় ট্রাকের সমান মাল বোঝাই করিয়া যাত্রীবাহী বাসগুলি চলাচল করে—ইহাতেও যে বাস মালিকগণকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে—ইহা কোনওমতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেন যে—যাত্রীদের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা বিধান—প্রত্যেক বাসে নির্দ্দিষ্ট যাত্রী বহন—বাস ষ্ট্যাণ্ডে যাত্রীদের জন্য উপযুক্ত বিশ্রাম কক্ষ এবং যাত্রীদের প্রতি অন্যায় আচরণ ও অসৎ ব্যবহার বন্ধের পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বতন হারেই বাস ভাড়া নির্দ্দিষ্ট রাখিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে পরে ইহা বিবেচনা করা যাইতে পারে।

আর-টী-এর সভ্যদের মন্তামত

আর-টী-এর সদস্য শ্রী অরুণচন্দ্র ঘোষ বলেন যে—দিন কয়েক পূর্ব্বে বাস মালিকদের বক্তব্য জানিবার জন্য মালিকপক্ষের প্রতিনিধিদের আলোচনার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি বাস

মালিকদের নিকট স্পষ্টভাবে জানিতে চাহেন যে মালিকেরা আর-টী-এ এবং জনসাধারণের সহিত সহযোগিতা করিয়া ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে তাঁহাদের সমস্যা দূর করিতে চাহেন, না, লড়াই করিয়া দাবী আদায়ের নীতি গ্রহণ করিবেন? কংগ্রেসী আমলে কিলোমিটার প্রতি ৩ পয়সা ভাড়া ধার্য্য হইয়াছে এই যুক্তিতে যদি মালিকেরা ভাড়া বৃদ্ধি করার দাবী করেন—তবে যুক্তফ্রন্টের আমলে আর-টী-এ কর্ত্তৃক যদি ভাড়ার হার হ্রাস করে দিয়ে প্রতি কিলোমিটারে দেড় পয়সা রেট বেঁধে দেওয়া হয় তবে তাঁহারা কোথায় দাঁড়াইবেন। সুতরাং একমাত্র সহযোগিতার ও আলাপ আলোচনা দ্বারাই তাহারা উপকৃত হইতে পারিবেন। ইহার উত্তরে বাস মালিকদের প্রতিনিধিরা স্বীকার করেন যে ঐভাবে ভাড়া বৃদ্ধি এবং তার জের স্বরূপ বাস ধর্মঘট করা তাঁদের পক্ষে একান্ত হঠকারিতার বিষয় হয়েছে এবং তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

শ্রীঘোষ আরও বলেন যে বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, প্রভৃতি অন্যান্য জেলার সহিত পুরুলিয়া জেলার তুলনা চলে না। তবে সকল প্রকার তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া এবং পুরুলিয়া জেলার দারিদ্র্যের কথা স্মরণে রাখিয়া, সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিতে হইবে এবং ইহা সময় সাপেক্ষ।—আর-টি-এর অন্যান্য বেসরকারী সদস্যেরাও এই অভিমত সমর্থন করেন।

শ্রী বি, সি, সেন, পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বলেন—মালিক পক্ষের সমস্ত কথা শুনিবার পরও এই বিষয়টি তাঁহার বোধগম্য হইল না কোন যুক্তিতে ও নীতিতে তাঁহারা এরূপ হঠকারীতার সহিত বাসের ভাড়া বৃদ্ধি করিলেন এবং অন্যায় বাস ধর্মঘট করিলেন।

আর-টি-এর চেয়ারম্যান ও জেলাশাসক শ্রী এ কে ব্যানার্জ্জী মহাশয় বলেন যে বাস ধর্ম্মঘট হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি বিন্দুবিসর্গ জানিতেন না যে বাসের ভাড়া বাড়ানো হইতেছে এবং এই সম্পর্কে বাস মালিকদের কোনও প্রচারপত্র সেই পর্য্যন্ত তাঁহার হাতে আসে নাই। তিনি সমগ্র বিষয় নিরপেক্ষভাবে অনুধাবন করিয়া বলেন যে বাস ভাড়ার বৃদ্ধির দাবির পিছনে তিনি কোনও নৈতিক সমর্থনও দিতে পারিতেছেন না—এবং বাস ধর্ম্মঘটের পর মালিকগণ তাঁহার শত অনুরোধ স্বত্বেও শত শত অসহায় নরনারী ও শিশুকে তাঁহাদের গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দিবার প্রশ্নে যে মনোভাব দেখাইয়াছেন—তাহাতে মালিকগণের মানবিকতা বোধের একান্ত অভাবে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। শত প্ররোচনা স্বত্বেও বাস যাত্রী তথা জনসাধারণের শান্ত ও সংযত আচরণের প্রশংসা করিয়া বলেন জয়পুর গ্রামে জনতা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া বাসে আগুন লাগাইবার হুমকি দিয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ—মালিকেরা করিয়াছেন তাহা তদন্তের দ্বারা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হইয়াছে। জেলা শাসক আরও বলেন যে এখনই বাসভাড়া বৃদ্ধির দাবীর তিনি কোনও যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাইতেছেন না—তবে সমস্ত প্রকার তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া পরে বিষয়টি বিবেচনার জন্য একটি সাব-কমিটী গঠনের সুপারিশ করেন।

আর টী-এর সিদ্ধান্ত

শেষ পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্ত হয় যে আর-টী-এর বেসরকারী চারজন সদস্য এবং সেক্রেটারী, আর-টী-এ লইয়া একটি সাব কমিটী গঠন করা হইল এবং উক্ত সাব-কমিটি বাস মালিক ও বাসযাত্রী প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া চার মাসের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করিবেন। তাহার পর আর-টী-এ উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

—•—

বিজ্ঞপ্তি

পুরুলিয়া জেলায় যে সমস্ত কৃষিযোগ্য জমি সরকারে ন্যস্ত হইয়াছে তাহা বন্দোবস্ত লইবার জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হইয়াছে।

কিন্তু যাহাদের জমি ভেষ্ট করা উচিৎ নয় অর্থাৎ উদাহরণ স্বরূপ যাহাদের মোট কৃষিযোগ্য জমি ২৫ একরের কম তাহাদের বহু জমি সরকারে ভেষ্ট করিয়াছে বলিয়া সেটেলমেণ্ট রেকর্ডে দেখান হইয়াছে। এই সমস্ত জমির মালিক এখন তাহাদের জমি যাহাতে সরকার হইতে দখল না নেওয়া হয় এবং বন্দোবস্ত না করা হয় তাহার জন্য দরখাস্ত করিতেছেন।

এই বিষয় লইয়া মাননীয় মন্ত্রী বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্তের উপস্থিতিতে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নেতাদের সহিত আলোচনা হয়।

বর্ত্তমানে ইহাই স্থির হইয়াছে যে যখন দেখা যাইবে কাহারও জমি অন্যায়ভাবে সরকারে ভেষ্ট করিয়াছে বলিয়া দেখান হইয়াছে সেই জমি বর্ত্তমানে দখল লওয়া হইবে না এবং জমির মালিক যাহাতে রেকর্ড সংশোধন করাইতে পারেন তাহার জন্য সময় দেওয়া হইবে, কিন্তু যদি দেখা যায় যে ন্যস্ত জমি কোনও বিগ রায়ত (বড় জোতদার) বেনামী করিয়া রাখিয়াছেন এবং সেই জন্য ভেষ্ট করিয়াছে তাহা হইলে ঐ জমির দখল লওয়া কোনও মতেই স্থগিত রাখা হইবে না বরং সর্ব্বাগ্রে ঐ জমির দখল লওয়া হইবে।

যে সমস্ত জমি অন্যায়ভাবে ভেষ্ট করিয়াছে বলিয়া দেখান হইয়াছে তাহার সেটেলমেণ্ট রেকর্ড সংশোধন ব্যাপারে জে, এল, আর ও বা এ, ডি, সির কিছু করণীয় নাই। ইহার জন্য সেটেলমেণ্ট অফিসে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

প্রভাতকিরণ মুখোপাধ্যায়
অতিরিক্ত জেলা সমাহর্ত্তা
পুরুলিয়া।

—•—

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী উচ্ছেদ আইন অনুযায়ী অনেক জমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারে ন্যস্ত হইয়াছে। এই সমস্ত জমি প্রধানতঃ ভূমিহীন কৃষক ও যাহাদের দুই একরের বেশী জমি নাই সেই সমস্ত কৃষকদিগকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। এই জন্য পুরুলিয়া, বরাবাজার, রঘুনাথপুর এবং কাশীপুর এই চারিটী সার্কেল অফিস হইতে যে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে তাহার তালিকা বিভিন্ন বি, ডি, ও, অঞ্চল পঞ্চায়েৎ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে পাঠান হইয়াছে এবং জমি বন্দোবস্ত লইবার জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হইয়াছে। যাহারা বন্দোবস্ত পাইবার যোগ্য তাহারা সংশ্লিষ্ট জে, এল, আর, ও অফিসে দরখাস্ত করুন। এ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য থাকিলে জে, এল, আর, ও অফিসে সমস্ত সংবাদ পাইবেন।

এ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, এই ভূমি বন্দোবস্ত লওয়া ব্যাপারে কোন অবস্থায় কোনখানে কোনরূপ কোর্টফি, ফি, সেলামী বা অন্য কোনরূপ টাকা দিতে হয় না। যদি কোনও ব্যক্তি এইরূপ কোনও টাকা চায় তবে জানিবেন তাহা ঘুষ—এবং দিবেন না। ঘুষ চাহিলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে জানাইবেন।

জমির খারিজ এবং পত্তন ব্যাপারে কোনরূপ ফি বা টাকা লাগে না।

প্রভাতকিরণ মুখোপাধ্যায়
অতিরিক্ত জেলা সমাহর্ত্তা
পুরুলিয়া

—•—

Regd No. C – 4290
Phone No.—175
মুক্তি
C. R. No—R. N. 2539/57

বিজ্ঞপ্তি

বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র—লোক সেবায়তন, নিমডি

আগামী জুন মাসের (১৯৬৯) তৃতীয় সপ্তাহ হইতে বিহার সমাজ কল্যাণ বোর্ডের মঞ্জুরী প্রাপ্ত কনডেন্সড কোর্স (বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র) নিমডি, লোক সেবায়তনে সুরু হইবে।

এই কোর্সে ১৮ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কা যে সকল মহিলা অষ্টম শ্রেণী পাশ করিয়া আর পড়াশুনা করিবার সুযোগ পান নাই তাহাদের দুই বৎসর পড়াইয়া বিহার শিক্ষাবোর্ডের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়াইবার ব্যবস্থা থাকিবে।

শিক্ষাকালীন থাকা ও আহারের খরচ বিহার সমাজ কল্যাণ বোর্ড বহন করিবে।

এই পাঠক্রমে ভর্ত্তি হইবার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় অবিলম্বে আবেদন করিতে হইবে। আবেদনপত্র ৩০শে মে ১৯৬৯ পর্য্যন্ত পৌছান চাই নিয়মাবলীর জন্য ২০ নঃ পঃ ষ্ট্যাম্প পাঠাইতে হইবে।

সেক্রেটারী—
লোক সেবায়তন
পোঃ নিমডি, জেলা সিংভূম (বিহার)

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে পুরুলিয়া রাঁচি রোডস্থ "বিচিত্রা" প্রতিষ্ঠানকে "গোদরেজ" কোম্পানীর ইস্পাত নির্মিত অফিস এবং গৃহের ব্যবহারোপযোগী আসবাব পত্রের পুরুলিয়া জেলার জন্য প্রচারক নিযুক্ত করিলাম।

এন, পি, ব্যাস এণ্ড কোং
আসানসোল।

We are pleased to Announce the Appointment of
Ms. BICHITRA
Ranchi Road—Purulia
for
Purulia as the Canvasser for Godrej Steel Furniture for Home, Office Etc.
N, P, Vyas & Co.
Asansol

ভারতী হোটেল
ও
রেষ্টুরেণ্ট
(অশোক ষ্টুডিওর সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।
স্বল্প খরচে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত আহারের ব্যবস্থা আছে।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল
হস্‌পিট্যালের
অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ
খোলা হইয়াছে।
" মুক্ত হস্তে দান করুন "

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
১৯শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬—২৬শে মে ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

রেলমন্ত্রীর সঙ্গে পুরুলিয়া-কোটশিলা লাইন সম্পর্কে আলোচনা

ছোট লাইনটি অবিলম্বে ব্রডগেজ করার দাবী

পুরুলিয়া ষ্টেশন ও কোটশিলা রেলপথের বিবিধ উন্নয়নের সুপারিশ

নয়াদিল্লীতে লোক সেবক সংঘের সচিব ও এম. পির—কর্ম্মব্যস্ততা

পুরুলিয়া-কোটশিলা ছোট লাইনটি ব্রডগেজ করার দাবী নিয়ে লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ ও লোকসভার সদস্য শ্রীভক্তহরি মাহাত গত ৮ই মে তারিখে দিল্লীতে রেলমন্ত্রী ডাঃ রামসুভগ সিং-এর সঙ্গে দেখা করেন। এই ছোট লাইনটি ব্রডগেজ করার যুক্তি প্রদর্শন সহকারে গত দশ বৎসরাধিক কাল ধ'রে এই অঞ্চলের প্রতি যে সব অবহেলা ও বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে—তাও ব্যাখ্যা করেন। এবং যত দিন পর্য্যন্ত না এই লাইন ব্রডগেজ করা হয় তত দিন ছোট লাইনে ট্রেনে যাতায়াতের সুযোগ সুবিধার সঙ্কোচ সাধনের পরিবর্তে অধিকতর সুযোগ সুবিধা বিধানের দাবী জানান।

রেলমন্ত্রী সহানুভূতির সঙ্গে সমস্ত কথা শোনেন এবং পুরুলিয়া-কোটশিলা ছোট লাইনটি ব্রডগেজ করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিচার বিবেচনা করার এবং মঞ্জুরী দানের সবিশেষ চেষ্টার আশ্বাস দেন। সেই সঙ্গে রেলমন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ডাঃ গ্যাডগিলের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করার পরামর্শ দেন এবং এই অনুরোধ করেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ আদায়ের ব্যবস্থা যেন করা হয়।

রেলমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ডাঃ গ্যাডগিলের সঙ্গে তাঁরা সাক্ষাৎ করেন এবং বিষয়টির আলোচনা করেন। ডাঃ গ্যাডগিল বলেন—যে পুরুলিয়া-কোটশিলা ছোট লাইন ব্রডগেজ করার প্রশ্ন রেলমন্ত্রণালয়েরই অন্তর্ভুক্ত—তাঁরা কোন কাজকে অগ্রাধিকার দেবেন সেটা স্থির করে এই লাইনটির ব্রডগেজ করার কাজ সুরু করতে পারেন। এর জন্য পরিকল্পনা কমিশনের মঞ্জুরী প্রয়োজন করে না। তবে বিষয়টি নেহাৎই যদি পরিকল্পনা কমিশনের বিবেচনার জন্য আসে তবে কমিশন কর্ত্তৃক প্রয়োজনীয় মঞ্জুরী দানের ব্যবস্থা যাতে হয় সে বিষয়ে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।

রেলমন্ত্রীর নিকট লোক সেবক সংঘের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে রেলওয়ে বোর্ডের দপ্তর থেকে পুরুলিয়া-কোটশিলা লাইন তুলে দেবার প্রস্তুতিরূপে কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। প্রথমতঃ রেলওয়ে ক্রসিংগুলি থেকে

গেটম্যান প্রত্যাহার করে নেওয়ার এক অভিনব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। রেলের গার্ড বা ড্রাইভার রাস্তা পার হবার পূর্ব্বে গাড়ী থামিয়ে রেলওয়ে ক্রসিং-এর গেট বন্ধ করবেন এবং তারপর রাস্তা পেরিয়ে পুনরায় গাড়ী থামিয়ে আবার গেট খুলে দেবেন এবং তারপর আবার ট্রেন চালিয়ে নিয়ে যাবেন। এইভাবে ছয়টি রেলওয়ে ক্রসিংএ বারোবার গাড়ী থামাতে হবে এবং এর জন্য পুরুলিয়া-কোটশিলা যাওয়ার সময় ২ ঘণ্টা থেকে তিন ঘণ্টায় দাঁড়াবে। ফলে যাত্রীর সংখ্যা অনেক কমে যাবে এবং কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে ট্রেনযাত্রীদের প্রাণ ও বিষয় সম্পত্তির নিরাপত্তার প্রশ্নও জড়িত আছে। তাছাড়া গৌরীনাথধাম ষ্টেশন থেকে রেল কর্ম্মচারীদের প্রত্যাহার করে এটাকে প্যাসেঞ্জার হল্টে পরিণত করা হবে।

রেল মন্ত্রীর নিকট বিশেষ অনুরোধ

শ্রী ঘোষ ও শ্রী মাহাত রেল মন্ত্রী ডাঃ রামসুভগ সিংহকে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করে পুরুলিয়া-কোটশিলা লাইনে গৌরীনাথধাম ষ্টেশন তুলে দেওয়ার বা অন্যান্য অসুবিধাজনক পরিবর্তনের আয়োজন পরিত্যাগ করতে এবং বড় লাইন না হওয়া পর্য্যন্ত এই রেলপথে যাতায়াতের উন্নততর ব্যবস্থা করতে বিশেষ অনুরোধ জানান। এই সূত্রে তাঁরা পুরুলিয়া ষ্টেশনের উত্তর ভাগে রেলওয়ে ক্রসিং-এ ওভার ব্রীজ অথবা আণ্ডারওয়ে ব্রীজ, পুরুলিয়া ষ্টেশনের যাত্রীদের ওভারব্রীজ আরও চওড়া করা এবং পুরুলিয়া ষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম আরও উচ্চ করার জরুরী প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও রেলমন্ত্রীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রেলমন্ত্রী এই বিষয়গুলি সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দানের আশ্বাস দেন।

রেল মন্ত্রীর সহিত উপরোক্ত সাক্ষাৎকারের দিনকয়েক পরে গত ২৪শে মে তারিখে আদ্রা ডিভিশ্যানাল অফিসের দুই জন পদস্থ অফিসার ডিভিশ্যানাল কমার্শিয়াল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শ্রীসুবর্ণ এবং ডিভিশ্যানাল ইঞ্জীনীয়ার শ্রী মুখার্জী পুরুলিয়া-কোটশিলা লাইন পরিদর্শনে আসেন এবং এই লাইনে যাত্রীদের যাতায়াতের ব্যবস্থা উন্নততর করিবার ও যাত্রী ও মাল পরিবহন বৃদ্ধি করিবার কি কি উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন তাহার সমীক্ষা সূত্রে জনপ্রতিনিধিদের সহিতও আলাপ আলোচনা করেন। সেই দিনই দুই জন রেলওয়ের অফিসার শিল্পাশ্রমে আসিয়া উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে লোক সেবক সংঘের সচিবের সঙ্গে আলোচনার জন্য আসেন।

ডি-এস-এর সহিত সাক্ষাৎকার

রেলমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎকারের পরিপ্রেক্ষিতে এবং পুরুলিয়া কোটশিলা লাইন ব্রডগেজকরণ ও পুরুলিয়া ষ্টেশন সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী বিষয় আলোচনার উদ্দেশ্যে গত ২৬শে মে তারিখে লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ; প্রাক্তন এম, এল, এ শ্রীসেন্থু মাঝি ও শ্রীঅশোক চৌধুরী আদ্রায় ডিভিশ্যানাল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শ্রীভার্মার সহিত সাক্ষাতকার ও দীর্ঘ আলাপ আলোচনা করেন। এই সাক্ষাৎকারের সময় ডিভিশ্যানাল কমার্শিয়াল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শ্রীসুবর্ণ এবং ডিভিশ্যানাল ইঞ্জীনীয়ার শ্রী মুখার্জী উপস্থিত থাকেন।

ডিভিশ্যানাল সুপারিনটেণ্ডেণ্টের সহিত আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে ছিল :—

১। পুরুলিয়া-কোটশিলা লাইন ব্রডগেজকরণ এবং সে সম্পর্কে রেলমন্ত্রীর আশ্বাস দান;

২। উপরোক্ত লাইনে গেটম্যানবিহীন গেট স্থাপন করার পরিকল্পনা বন্ধ করা;

৩। পুরুলিয়ায় বুচাবাঁধের সন্নিকটস্থ রেলওয়ে ক্রসিংএ ওভার ব্রিজ অথবা আণ্ডার-ওয়ে ব্রীজ করা;

৪। পুরুলিয়া ষ্টেশনের যাত্রীদের ওভার ব্রীজ আরও চওড়া করে রেলওয়ে গুডস্ সেড পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা;

৫। পুরুলিয়া ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্ম আরও উঁচু করা;

৬। পুরুলিয়া-কোটশিলা রেল সার্ভিসের উন্নতিকরণ।

উপরোক্ত আলোচ্য বিষয়ের সূত্রে ডিভিশ্যানাল সুপারিনটেণ্ডেণ্টের বিবেচনার জন্য কয়েকটি বিশেষ সুপারিশও পেশ করা হয়। যথা :—

১। পুরুলিয়া কোটশিলা যাতায়াতের জন্য দুটি ইঞ্জিন এর এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক বগী ও ওয়াগনের ব্যবস্থা;

২। ট্রেনের সময়-তালিকার পরিবর্তন;

৩। মুরী-কোটশিলা-বোকারোর মধ্যে শার্টল ট্রেনের ব্যবস্থা;

৪। চাষ-রোড ষ্টেশনটি ধানবাদ (চাষ) রোডের রেলওয়ে ক্রসিংএর নিকট স্থানান্তর করা;

৫। গোপালা ও চন্দ্রনকিয়ারী রোড লেভেল ক্রশিংএর নিকট প্যাসেনজার হল্টের ব্যবস্থা;

৬। গৌরীনাথ ধাম ও গড়জয়পুর ষ্টেশনে মাল পরিবহনের জন্য রেলওয়ে সাইডিং-এর ব্যবস্থা,

৭। কোটশিলা ষ্টেশনে ন্যারোগেজ লাইন থেকে ব্রডগেজ লাইনের গাড়ীতে মাল চাপাবার জন্য উপযুক্ত ট্র্যানসপমেন্টের ব্যবস্থা;

৮। প্রত্যেক ষ্টেশনে টিকিট বিক্রয়ের সন্তোষজনক ব্যবস্থা।

(ক্রমশঃ)

—— • ——

সম্পাদকীয়—

লোক সভার দুই নূতন সদস্য

সম্প্রতি ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তের দুই উপনির্ব্বাচনে দুই বিপরীত মত ও পথের দুইজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি লোকসভার সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গত ১৯৬৭ সনের চতুর্থ সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় কংগ্রেসের অন্যতম দিক্‌পাল সাদোবা পাতিল এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার অন্যতম বিশিষ্ট প্রবক্তা কৃষ্ণ মেনন বোম্বাই সহরের দুইটি লোকসভার আসনে উভয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উভয়েই পরাজয় বরণ করেন। এই সাম্প্রতিক উপনির্ব্বাচনে কেরালার অধিবাসী কৃষ্ণমেননের পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর কেন্দ্রে এবং সতার ষ্ট্রীর পাতিলের গুজরাটের বনস্কণ্ট কেন্দ্রে জয়লাভ বহু দিক হইতেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ প্রাদেশিকতার বিষে জর্জ্জরিত এই দেশে ভিন্ন প্রদেশবাসীর অধিবাসীকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে নির্ব্বাচিত করার উদার মনোভাব জাতীয় সংহতির দৃষ্টিতে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। মেদিনীপুরে যুক্তফ্রণ্টপ্রার্থী কৃষ্ণমেননের বিরুদ্ধে কংগ্রেসীরা অতি উগ্র রকমের প্রাদেশিকতা প্রচার করিলেও নির্ব্বাচকেরা কোনও মতে বিভ্রান্ত হন নাই। দ্বিতীয়তঃ, স্বতন্ত্রদলের শক্তঘাঁটি রাজস্থানে স্বতন্ত্র দলেরই একটি আসনে কংগ্রেসের জয়লাভ—কংগ্রেস ও স্বতন্ত্রদলের নীতি, কর্মপন্থা ও আদর্শগত ঐক্যের পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্রদলের নেতা চক্রবর্ত্তী রাজগোপালাচারীর গুরুতর অভিযোগ এই ছিল যে পাতিল তাঁহার নির্ব্বাচনী প্রচার অভিযানে স্বতন্ত্রদলের নীতি ও কার্য্যপন্থার প্রচার করিয়া কংগ্রেসের পক্ষে ভোট সংগ্রহ করিয়াছেন। অন্যদিকে মেদিনীপুরের উপনির্ব্বাচনে যুক্তফ্রণ্ট নিজ আসন রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যে বিপুল সংখ্যক—ভোটের ব্যবধানে কৃষ্ণমেনন জয়লাভ করিয়াছেন তাহাতে কোনও প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই যে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের উস্কানীমূলক ও নানা প্রকার শয়তানী অপপ্রচার সত্বেও যুক্তফ্রণ্টের জনপ্রিয়তা তথা ফ্রণ্টের উপর জনগণের আস্থা বিন্দুমাত্র লাঘব হয় নাই। তৃতীয়তঃ এই দুইজন পাকা পার্লিয়ামেণ্টরিয়ানের নির্ব্বাচনে লোকসভার আলোচনাদি যেমন বিশেষ আকর্ষণীয় হইবে—তেমনি কেন্দ্রীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে নানা প্রকার আবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়া মন্ত্রীসভা ভাঙ্গাগড়ার নানান্ চক্রান্ত সুরু হইবে।

প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসের নির্ভেজাল প্রতিক্রিয়ার অন্যতম মূর্ত্ত প্রতীক হইলেন সাদোবা পাতিল। কংগ্রেসের সিণ্ডিকেট তথা ফ্যাসী-পন্থী গোষ্ঠীর তিনি একজন ধারক। লোকসভায় নির্ব্বাচিত হওয়ার ফলে কামরাজ-পাতিল-নিজলিঙ্গাপ্পা এই সিণ্ডিকেট নামধারী জোট আরও প্রবল হইবে। এই সিণ্ডিকেটের অন্যতম দিকপাল অতুল্য ঘোষ কেবল এখনও বেকার রহিলেন। এই সিণ্ডিকেট প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ঘোর বিরোধী এবং কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রের ফাঁকাবুলিও এঁদের শ্রুতিকটু ও অসহ্য। নীতি, ভাব ও আদর্শগতভাবে ইহারা জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্রদল প্রভৃতির সমগোত্রীয়। সুতরাং ইহাদের বিশেষ চেষ্টা হইবে প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে ইন্দিরা গান্ধীর অপসারণ।

অবশ্য প্রথম ধাপেই প্রধান মন্ত্রীর অপসারণ রূপ চূড়ান্ত পন্থা গ্রহণ না করিয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা হইতে প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তিদের অপসারণের চেষ্টা হইবে। এইভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় প্রধান মন্ত্রীর হস্তকে দুর্ব্বল করিয়া সিণ্ডিকেটের নির্দ্দেশমত প্রধান মন্ত্রীকে চলিতে বাধ্য করা হইবে—নতুবা প্রধান মন্ত্রীকেই পথ দেখিতে বলা হইবে। অন্যদিকে কৃষ্ণ মেননের জয়লাভে কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থী শক্তিগুলি আরও সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হইবে এবং মোরারজী দেশাই, চাবন প্রমুখ কায়েমীস্বার্থবাদীদের মুখপাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযান আরও দৃঢ় ও সোচ্চার হইবে। এই দুটি উপনির্ব্বাচন ভারতের দুই প্রান্তে জনগণের বিপরীতমুখী মনোভাবের দিগ্‌দর্শন এবং ভারতের রাজনীতিতে যে দুরন্ত ঝটিকা আসন্ন হইয়াছে তাহারই ইঙ্গিত বহন করিতেছে।

অ. চ.

—— • ——

লোক সেবক সংঘের বৈঠকে একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত

বিগত ২৪।৫।৬৯ তারিখে লোক সেবক সংঘের সাংগঠনিক ব্যবস্থা, জেলার রিলিফ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং যুক্তফ্রন্টের কার্যাধারা ও শাসনধারা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার উদ্দেশ্যে সংঘ-পরিষদের বৈঠক হয়। জেলার সমস্ত স্থান হইতে কর্মীরা আসেন। এই বৈঠকে সংঘের সংগঠন বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তগুলি প্রয়োজনানুসারে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। এই সংখ্যায় 'ঘেরাও' সম্পর্কে সংঘের একটি প্রস্তাব প্রকাশ করিতেছি। তাহা এই :—

ঘেরাও সম্পর্কে সংঘ পরিষদের অভিমত

"যুক্তফ্রন্টের হাতে আজ শাসন যন্ত্র ও শাসন ভার রহিয়াছে। এবং এই রাজ্যের রাজকর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করার ভার যুক্তফ্রন্টের হাতেই আছে। রাজকর্মচারীরা অন্যায় করিলে বা দুর্নীতির আশ্রয় নিলে তাহার প্রতিকার করার শক্তি লইয়া শাসন যন্ত্রের যে বিভিন্ন স্তর আছে—তাহাকে কার্য্যকরী করিয়া প্রতিকার ব্যবস্থার প্রতি আমাদের লক্ষ্য দিতে হইবে। তাহাকে কার্য্যকরী না করিয়া 'ঘেরাও' এর পন্থা অবলম্বন করিলে আমাদের শাসন শক্তির দুর্বলতা ও অসামর্থ্যই সূচিত হয়। সেজন্য আমরা এইরূপ পরিস্থিতিতে 'ঘেরাও'-এর পন্থা অসমীচীন বলিয়া মনে করি।

"বর্ত্তমানে চতুর্দ্দিকে 'ঘেরাও'-এর যে সমস্ত রূপ দেখা যাইতেছে—তাহাতে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ইহার সহিত অমানবিকতার যে দিকগুলি ঘটিতেছে—তাহা কোনো মতেই সমর্থনযোগ্য নহে। আমরা এই অমানবিকতা পূর্ণ ঘেরাও-এর কার্য্যধারা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আবেদন জানাইতেছি।

"যদি কোন জায়গায় লোক সেবক সংঘের কোনো কর্মীগোষ্ঠী "ঘেরাও"এর পন্থা অপরিহার্য্য মনে করেন—তাঁহারা সংঘের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপকদের সহিত আলোচনা করিয়া বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার করিয়া লইবেন।"

কতকগুলি পরিস্থিতির কারণে এ বিষয়টি বিবেচনা করার প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় সংঘের পরিষদ এ সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

অরুণচন্দ্র ঘোষ

—·—

শোক সংবাদ

বিগত ২৪শে মে (১৯৬৯) তারিখে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মাহাত দালীহিড়া গ্রামে (জামতোড়িয়ায়) নিজ বাসভবনে ৮০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দিনে এবং লোক সেবক সংঘের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংগ্রামময় জীবনে ইনি সকল সময়ে সংঘের নিষ্ঠাবান সহায়ক ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সংঘের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীভরত চন্দ্র মাহাত ও সমগ্র পরিবার সহ ইনি জনজীবন তথা জন সংগ্রামের সহিত সর্ব্বদা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ইহাদের পরিবারে সংঘের কর্মীদের জন্য দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। কর্মীদের প্রতি সর্ব্বদা স্নেহশীল এই মানুষটি সকলের ঘরের লোক ছিলেন। ইনি '৪২ এর আন্দোলনে কর্মীদের পক্ষে মামলা পরিচালনায় অগ্রণীরূপে থাকিতেন। ইনি ৩ পুত্র ২ কন্যা, স্ত্রী ও বহু নাতি নাতনী রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

—·—

শিল্পাশ্রমে চুরি

গত ২১শে মে তারিখে রাত্রি প্রায় তিন ঘটিকার সময় জানালার গরাদ ভাঙ্গিয়া কয়েকজন চোর আশ্রমে প্রবেশ করে। রাত্রিতে ঘরের সমস্ত দরজা জানালা খোলা ছিল সুতরাং চোরেরা শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষের ঘরে ঢুকিয়া একটি কাপড়ের সুটকেশ লইয়া পলাইবার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং চোরদের তাড়া করিলে তাহারা ভাঙ্গা জানালার পথ দিয়া পলায়ন করে। রাত্রিতে চার পার্শ্বে অনুসন্ধানের সময় খালি সুটকেশটি কিছু দূরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।

কো-অর্ডিনেশন কমিটির পত্রের প্রতি আমাদের বিনীত জবাব

মুক্তির ১৫শ সংখ্যায় ৫ই এপ্রিল তারিখে "সমস্যা পীড়িত পুরুলিয়া জেলা" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীভজহরি মাহাত এম, পি, এক জায়গায় লিখিয়াছেন—

"পুরুলিয়ায় চাকুরী সূত্রে যে সকল সরকারী কর্মচারী আসেন তারা পারতপক্ষে অন্যত্র বদলী হতে চান না। দরিদ্র মানুষের রক্ত শোষণ করে করে তাদের অনেকের লোভ হয়ে পড়ে সীমাহীন। রক্তের স্বাদ কি ভোলা যায়?"

এই মন্তব্যের জন্য সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পুরুলিয়া জেলা শাখার আহ্বায়ক অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও ক্ষুব্ধ হইয়া একটি তীব্র প্রতিবাদ পত্র পাঠাইয়াছেন—যাহা এই সঙ্গে প্রকাশ করিতেছি। শ্রী মাহাতর বক্তব্য ভাষার দৃষ্টিতে দেখিলে ইহা বলা যাইবে যে, তিনি কাহাকেও বাদ না দিয়া সকলকে এক অপরাধে জড়িত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কথার ধারা হইতে ইহা অনুমিত হওয়া স্বাভাবিক যে, বহু জনের মধ্যে ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া তিনি ঐভাবে কথাটি রাখিয়াছেন। আমি আমার বক্তব্য উপস্থাপিত করার সময়ে এ বিষয়টির সত্যতা সম্পর্কে আলোচনা করিব। তাহার পূর্ব্বে আমি কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বায়কের পত্রটি এখানে প্রকাশ করিতেছি। পত্রটি এখানে দিবার পূর্ব্বে একটি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

নিরপরাধ মানুষদের জড়িত করা হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা গভীরভাবে দুঃখিত হইয়াছেন, তাঁহাদের দুঃখ ও ক্ষোভের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। তাহার সঙ্গে এ কথাও বিনয়ের সঙ্গে বলিব যে, কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বায়ক মহাশয় যুক্তফ্রন্টের কর্মীদের ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক রাখিবার উপর জোর দিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই চিঠি লিখিবার সময় এ সম্পর্কে তাঁহার নিজের দায়িত্বের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি শ্রী মাহাতর প্রতি যে সব ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন এবং জনগণের জন্য শ্রী মাহাতর দরদের প্রতি যে শ্লেষাত্মক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন এবং শোষক শ্রেণী ও কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামকারী শ্রীভজহরি মাহাতকে শোষক শ্রেণীর অনুচররূপে যে ভাবে অভিহিত করিয়াছেন—তাহা আমি কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বায়কের কাছ হইতে আশা করিতে পারি নাই।

আমি এখন কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বায়কের পত্রটি এখানে প্রকাশিত করিতেছি। পত্রটি এই :—
সম্পাদক

"মুক্তি" (সাপ্তাহিক পত্রিকা), পুরুলিয়া।

মহাশয়,

আপনার পত্রিকার ৩০ বর্ষ ১৫শ সংখ্যা (তাং ৫-৫-৬৯) প্রকাশিত শ্রীভজহরি মাহাত এম, পি, মহোদয়ের "সমস্যা পীড়িত পুরুলিয়া জেলা" শীর্ষক প্রবন্ধের চতুর্থ প্যারায় এই জেলার কর্মপলক্ষে আগত সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হইয়াছে তা মোটেই তথ্যপূর্ণ তো নয়ই পরন্তু দুর্ভাগ্য জনক ও মর্য্যাদাহানিকর। আমরা এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করিতেছি এবং প্রত্যাহার দাবী করিতেছি।

মাননীয় এম, পি মহোদয় একটু চেষ্টা করিলেই জানিতে পারিতেন যে বহিরাগত সরকারী কর্মচারীগণ কি প্রকারে অসুবিধার মধ্যে থাকিয়াও নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই এই জেলায় পড়িয়া আছেন এবং বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যে থাকিয়াও এই জেলার উন্নয়নার্থে তাঁহাদের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাইতেছেন। তাহা ছাড়া তাঁহাদের কত শত শত বদলীর আবেদন-পত্র বিভিন্ন দপ্তরে জমিয়া আছে। প্রকৃত তথ্য না জানিয়াই মাননীয় এম, পি মহোদয়ের এইরূপ অশালীন ও মর্য্যাদাহানীকর মন্তব্য স্বভাবতঃই এই জেলায় কর্মরত কয়েক সহস্র সরকারী কর্মচারীদের অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। বিশেষতঃ দীর্ঘ দিন নিষ্পেষিত ও অবহেলিত থাকার পর বত্রিশ দফা কর্মসূচী-বাহী যুক্তফ্রন্ট সরকার যখন কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতির

হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন এবং কর্ম্মচারীগণও তাঁহাদের সংগঠনের মাধ্যমে এই সরকারের বত্রিশ দফা কর্ম্মসূচীর সফল রূপায়ণের জন্য সকল রকম প্রচেষ্টা চালাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, ফলে সরকার ও কর্মচারীদের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতেছে সেই সময়ে এইরূপ দায়িত্বহীন ও মর্য্যাদাহানীকর মন্তব্যে স্বভাবতঃই কর্মচারীগণ বিক্ষুব্ধ হইবেন এবং এই বিক্ষোভের ফলাফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হইতে পারে।

মাননীয় এম, পি মহোদয় এই জেলার দরিদ্র মানুষদের রক্তের প্রতি গভীর মমতা দেখাইয়া যথেষ্ট কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু এই জেলার অগণিত ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমিকদের, মেহনতী মানুষের তত্ত্বে দিক্ষীত করিয়া শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর মানুষের যে চূড়ান্ত সংগ্রাম আগাইয়া আসিতেছে এবং সরকারী কর্ম্মচারীগণ এই সংগ্রামের প্রস্তুতি পর্ব্বে তাঁহাদের ইতিহাস নির্দিষ্ট পথে সংগঠিত শক্তি লইয়া তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিয়া চলিয়াছেন বলিয়া ভীত হইয়া শোষক শ্রেণীর স্বার্থে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামকে বিপথ চালিত করার এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের- সংগঠনে ভাঙ্গন ধরাইবার উদ্দেশ্যে সুচতুরভাবে অপপ্রচার চালাইয়াছেন।

আমরা আশা করি মাননীয় এম, পি মহোদয় তাঁহার প্রবন্ধের উপরোক্ত অংশ প্রত্যাহার করিবেন এবং যুক্ত-ফ্রন্টের একটি শরিক দলের সদস্য হিসাবে সরকারের সহিত কর্ম্মচারীদের প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করিবেন।

আশা করি এই পত্রটি আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি—

ভবদীয়
অনিল বিশ্বাস
আহ্বায়ক
১৪।৫।৬৯
রাজ্য সরকারী কর্ম্মচারী
সমূহের কো-অর্ডিনেশন কমিটি
পুরুলিয়া শাখা

এই পত্রটি আমাদের কাছে দিবার পর কো-অর্ডিনেশন কমিটির জনৈক দায়িত্বশীল সভ্য আমাকে বলিয়াছেন—তাঁহাদের দাবীর প্রতি মর্য্যাদা না দিলে তাঁহারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবেন। শুনিলাম—তাঁহারা আমাদের আশ্রমে বিক্ষোভ মিছিল লইয়া যাইবেন। ইহা দ্বারা তাঁহাদের ক্ষোভের গভীরতা উপলব্ধি করিতেছি।

এই পত্রে সম্পাদক হিসাবে তাঁহারা আমাকে জানাইতেছেন যে, আমরা যদি শ্রীমাহাতর উক্তি প্রত্যাহার না করি তবে এ বিক্ষোভের ফলাফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হইতে পারে। সুতরাং সম্পাদকের দায়িত্ব লইয়া, এই সকল বিক্ষোভ এবং সাবধান বাণীর মধ্যে বসিয়া আমাকে আমার জবাব দিতে হইতেছে। বিষয়টি ইংরাজীতে যাহাকে বলে খুবই 'ডেলিকেট' (delicate) তবুও এই ব্যাপারের সঙ্গে যখন জনজীবন তথা আমাদের সংঘ জীবন সম্পর্কিত কয়েকটি ব্যাপার জড়িত হইয়াছে—তখন সাধ্যমত নম্রতার সহিত আমি খোলাখুলি আলোচনা করিতে চাই। মানুষের অধিকার, মানুষের অবদান, মানুষের আঘাত প্রভৃতির বিষয়ে শ্রদ্ধা রাখিয়াও কোনো বিষয় বিচারের সময় বাস্তব সত্যকে তুলিয়া ধরিবার দায়িত্ব আমাদের আছে। সেজন্য যাহা বলিতেছি তাহা কঠোর হইলে ক্ষমা করিবেন এবং অযুক্তি, অসত্য হইলে কেহ প্রতিবাদ জানাইয়া বাধিত করিবেন—এই আহ্বান জানাইয়া আমার বক্তব্য রাখিতেছি।

সরকারী কর্মে থাকিয়াও—বিবিধ সরকারী দমন ও ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও পশ্চিম বাংলার সরকারী কর্মচারীরা নিজেদের রাজনৈতিক অধিকারের আন্দোলনে যেভাবে নির্ভিকতার সহিত কারা ও দুঃখ বরণ করিয়াছেন—তাহা আমরা প্রশংসা ও শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়াছি এবং তজ্জন্য অভিনন্দিত করিয়াছি। এবং তাহাদের বাঁচার দাবী লইয়া তাঁহারা যে অর্থনৈতিক আন্দোলন করিয়াছেন—তাহাও আমরা সর্ব্বদা সমর্থন করিয়াছি। এবং নির্ব্বাচনে ও বিবিধ সময়ে তাঁহারা যেভাবে যুক্তফ্রন্টকে সহায়তা দিয়াছেন—তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি আমাদের অন্তরের বহু কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছি এবং আজও জানাইতেছি।

তবে তাহার সঙ্গে একটি কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। অধিকার এবং দাবীর দিকটির উপর কর্মচারী সমিতি যে ভাবে জোর দিয়াছেন—জনগণের প্রতি, জনগণের কাজের ব্যবস্থার প্রতি তাঁহাদের সমগ্র বাহিনীর যে দায়িত্ব এবং কর্তব্য রহিয়াছে—সেই দিকটির উপরও সমিতির সমভাবে জোর দিবার রহিয়াছে। উচ্চস্তর হইতে নিম্ন-তম স্তর পর্য্যন্ত কর্ম্মচারী কুলের বহু জনের মধ্যে যে দুর্নীতি চলিতেছে—জনগণের কাজের দায়িত্বে থাকিয়াও জনগণের প্রতি বহু কর্মচারী যে উপেক্ষা, অসাজীনতা, যে দুর্নীতিমূলক আচরণ করেন—সেই সমস্ত বিষয় দূর করিয়া জনজীবনকে সুস্থ ও সংহত এবং দেশকে উন্নত করার জন্য আলোড়ন সৃষ্টি করার কাজ আমরা এই সমিতির দিক হইতেও দেখিতে চাই। এ সম্পর্কে জনগণকে তাঁহাদের অভিযোগ সমিতির কাছে উপস্থাপিত করিতে তাহারা আহ্বান দিবেন—আমরা আশা করি। কারণ ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশের কোটি কোটি মানুষের ব্যাপক শাসন ব্যবস্থার অধিকতম অংশ এই লক্ষ লক্ষ কর্ম্মচারীদের উপর ন্যস্ত। ইহাদের সততা ও কর্ম্মনিষ্ঠার উপর অগণিত মানুষের সুবিধা, কল্যাণ ও স্বার্থ বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে। ইহাদের বহু জনের অসাধুতা ও কর্মবিমুখতার কারণে অগণিত মানুষের অশেষ দুঃখের কারণ হয়—ইহা আমার একলার অভিজ্ঞতা নয়। সারা পশ্চিম বাংলার অগণিত মানুষের ইহা অভিজ্ঞতা। সেটেলমেন্টের মাপে অগণিত আমীন, বদর আমিন ও অন্যান্য ছোট বড় রাজকর্ম্মচারীর কর্ম্মধারা,—জঙ্গল রক্ষার নামে অগণিত গার্ড ও ছোট বড় রাজ-কর্ম্মচারীর কর্ম্মধারা,—ঋণ বিভাগে, রিলিফ বিভাগে, খাদ্য বিভাগে, ভূমি বিভাগে, ব্লক বিভাগে, সেচ বিভাগে, কৃষি বিভাগে, শিল্প বিভাগে, শিক্ষা বিভাগে ও আরো বহু বিভাগের অগণিত ছোট বড় রাজ কর্মচারীদের কর্মধারা—আমাদের জীবনে যে অত্যন্ত দুঃখজনক, এমন কি অত্যন্ত গ্লানীজনক অভিজ্ঞতার চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছে—তাহা কি আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় নয়? রাজকর্ম্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবী ও অধিকারের আন্দোলনের সঙ্গে যেমন যুক্তফ্রন্টের কর্মীদের হাতে হাত মিলাইয়া প্রীতির সম্পর্ক লইয়া চলিতে হইবে—তেমনি রাজকর্মচারীদের উপর ন্যস্ত কর্ত্তব্য সমূহের ক্রটী ঘটিলে, দুর্নীতি ঘটিলে তাহার প্রতিকারে যুক্তফ্রন্টের আহ্বান ও আন্দোলনে রাজকর্মচারী সমিতিকেও হাতে হাত মিলাইয়া প্রীতির সম্পর্ক লইয়া চলিতে হইবে। আমার বিনম্র জিজ্ঞাসা—দোষ ক্রটী, অন্যায় দুর্নীতির কথা বলিলে যদি বিক্ষোভ এবং সুদূরপ্রসারী ফলাফলের সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়—তাহা কি কোনো মহান সমিতির যোগ্য হইবে? ইহা কি প্রীতির সম্পর্ক রাখার পরিচয় হইবে? আমি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি।

শ্রীমাহাতর লেখায় বহিরাগত কর্ম্মচারীদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যখন কোনো শাসন অযোগ্য হয়—কর্ম্মহীনদের ব্যাপকভাবে সমস্ত জেলায় কর্ম্ম দিতে অক্ষম হয়—তখন ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা কিছু লোককে বাধিত করিয়া জেলায় জেলায় পাঠাইয়া দেয়। জেলার লোক কাজ পায় না—বাহিরের লোক আসিলে জেলাবাসী মনে করে—উহাদের দ্বারা বঞ্চিত হইতেছি। বহিরাগত যে মানুষেরা কোন জেলায় আসিয়া কাজ পাইয়াছেন—তজ্জন্য তাঁহাদের নিজেদের কোন দোষ নাই। অভাবগ্রস্ত কর্ম্মহীন মানুষ বাঁচিবার তাগিদে কাজ সংগ্রহ করিয়াছেন—অন্য জেলায় আসিয়াছেন। জেলার বহু মানুষকে বঞ্চিত করিয়া বাহির হইতে লোক পাঠানোর দায়িত্ব সরকারের। সরকার যাহাদের বাহির হইতে পাঠাইয়াছেন—তাহা-দিগকে তাঁহাদের নিজের জায়গায় কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকারের উচিত ছিল—এবং তাহার সঙ্গে সকল জেলার কর্ম্মহীন মানুষকে নিজ নিজ স্থানে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা তাহার উচিত ছিল। ২০ বৎসরের অযোগ্য সরকার সারা দেশজীবনে বিভ্রাট, বৈষম্য, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছে—আর কিছু পারে নাই। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে বাহির হইতে আগত কর্ম্মচারীদের বহুজনে যাঁহারা জেলাকে নিজের স্থান মনে করেন না—জেলার সঙ্গে যাহাদের স্থায়ী স্বার্থের সম্পর্ক নাই—তাঁহারা ভাবেন যে কয়দিন আছি যাহা পারি গুটাইয়া লইয়া যাই। এইরূপ কর্ম্মচারীদের কাছ হইতেই আমরা সবচেয়ে বেশী নির্ম্মম ব্যবহার লাভ করিতেছি। আমাদের জেলায় অধিকাংশ গ্রামবাসী

শিক্ষায় দীক্ষায় বেশী অনগ্রসর ও সরল বলিয়া তাহাদের শোষণ করা সুবিধাজনক হয়—এবং সেজন্য এখানের শোষণের মেয়াদ শোষণকারী কর্ম্মচারীরা যতদিন বাড়াইতে পারেন—তাহার চেষ্টা করেন। শ্রী মাহাত এই কথাই বিশেষভাবে বলিতে চাহিয়াছেন এবং সংক্ষেপে উহাই রূপ লইয়াছিল। যে কর্ম্মচারী সমিতি দেশের শোষক শ্রেণীর কাছ হইতে জনগণের মুক্তির পথ চাহিতেছেন সেই সমিতির কি দেখা উচিত নয় যে, তাহার একটা বড় সংখ্যক কর্ম্মচারী যেন অনগ্রসর বিরাট সংখ্যক জনগণের শোষণকারী না হন?

শ্রীভজহরি মাহাত এই শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের লক্ষ্য করিয়াই ঐ কথা বলিয়াছেন। ইহা কোনো অসঙ্গত বা অসত্য হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। শ্রী মাহাত ইহার বেশী কিছু বলেন নাই। তবে তাঁহার কথার ধারা হইতে যদি কেহ মনে করেন যে ইহা দ্বারা নির্দোষীদেরও জড়িত করা হইতেছে—তাহা পরিষ্কার করা উচিত—তবে তাহা খুবই সঙ্গত হইবে। শ্রী মাহাত নিশ্চয়ই সমস্ত মানুষকে জড়িত করার উদ্দেশ্যে একথা বলেন নাই। বলার ধারায় তাহা হইয়া গিয়া থাকিলে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কারণ আমরা জানি—বহু সৎ কর্তব্যপরায়ণ রাজকর্ম্মচারী তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য উদযাপনে নিষ্ঠাবান। তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাই।

সমিতির আহ্বায়কের প্রতিবাদ পত্রে শ্রীভজহরি মাহাতকে যেসকল আক্রমণাত্মক কথা বলা হইয়াছে—এবারে তাহার কথা বলি। ইহা অত্যন্ত দুঃখজনক হইয়াছে। বলা হইয়াছে—জনগণের প্রতি তিনি "কুম্ভীরাশ্রু" বর্ষণ করিয়াছেন। যাঁহারা লিখিয়াছেন—সম্ভবতঃ তাঁহারা শ্রীভজহরি মাহাতর জীবন ইতিহাস জানেন না। একটি দরিদ্র চাষী পরিবারের ছেলে এই শ্রীভজহরি মাহাত ও তাহার সমস্ত পরিবারবর্গ দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে অভাবনীয় দুঃখবরণ ও সরকারী নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন তাহার কাহিনী দেশের ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়া আছে। বিদেশী সরকারের হুকুমে বাড়ীর গরু, মহিষ, ধন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে—ঘরের সন্তানেরা বছরের পর বছর কারাগারে জীবন অতিবাহিত করিয়াছে—কিন্তু এই চাষী পরিবারের মাথা নত করিতে পারে নাই। শ্রীভজহরি মাহাত ও পরিবারের লোক জন ১৯৩০ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত কত যে আন্দোলনে কত যে নির্মম নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন তাহার হিসাব নাই। সাধারণ মানুষের জীবনে যখনই আর্তনাদ আসিয়াছে, বিপর্য্যয় আসিয়াছে—শ্রীভজহরি মাহাত ও তাহার সহকর্মীরা সেই আর্ত মানুষের সেবায় ছুটিয়া আসিয়াছেন—কত পুলিশের লাঠি খাইয়াছেন—কত কারাবরণ করিয়াছেন—সমাজবিরোধীদের হাতে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন—ইহার হিসাব লইতে গেলে, সারা বাংলায় এই জাতীয় কর্মী কম পাওয়া যাইবে—এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। শ্রী মাহাত লাঞ্ছিত মানুষের জন্য শুধু কথা দিয়া দরদ দেখান নাই—সারাজীবন সিংহের রক্ত দান করিয়াছেন—কুম্ভীরাশ্রু নয়। আজ সেই মানুষেরই প্রতি "কুম্ভীরাশ্রুর" শ্লেষ কি ইতিহাসের অবমাননা নয়?

ক্রোধে বিহ্বল হইয়া সমিতির আহ্বায়ক শ্রীভজহরি মাহাতকে আরো যাহা বলিয়াছেন—তাহা যুক্তফ্রণ্টের সবচেয়ে বড় শত্রুরাও বলিতে সাহস করিবে না। অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক কথা—শ্রী মাহাতকে "শোষক শ্রেণীর" এজেণ্ট রূপে "শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ভাঙ্গন ধরাইবার উদ্দেশ্যে সুচতুর অপপ্রচারের" গুপ্তচর রূপে অভিহিত করার মত এমন নিষ্ঠুর অপবাদও তিনি দিয়াছেন! কতবড় সুকঠিন কথা বলার দায়িত্ব তিনি লইয়াছেন—আহ্বায়ক সম্ভবতঃ উপলব্ধিও করিতে পারেন নাই। তিনি ভাবেন নাই যে, এই জেলার কৃষি জীবনে অগণিত কৃষি শ্রমিক যাহাকে তাহাদের বরেণ্যনেতা রূপে শ্রদ্ধা করে—তাঁহার প্রতি এই অসত্য নিষ্ঠুর অপবাদ কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে। যাঁহারা প্রীতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন তাঁহাদের ইহা উপলব্ধি করা উচিত ছিল। এ হেন অপবাদ দিলেও নিত্য ক্ষমাশীল শ্রী মাহাত তাঁহার কর্মীদের অবিচলিত রাখিতে পারিবেন—ইহা বিশ্বাস করি।

এই জেলার প্রত্যেকটি লোক জানেন, শোষিত বঞ্চিত মানুষের অধিকারের জন্য এই জেলার সমস্ত শোষক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে শ্রী মাহাত কিরূপ বিরামহীন সংগ্রাম

দিয়া গিয়াছেন। যদি শ্রীভজহরি মাহাত আজ শোষক শ্রেণীর গুপ্তচর; তবে সারা ভারতবর্ষে শোষিত মানুষের পক্ষে সংগ্রামী মানুষ কে আছেন আমি জানি না। কর্ম্মচারী সমিতির আহ্বায়কের এই মর্ম্মান্তিক মন্তব্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

কর্ম্মচারী সমিতির সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ রাখিয়া জনজীবনের ক্ষেত্রে চলিতে চাই। এই জাগ্রত মনোভাব রাখিয়াও এই বিশাল কর্মচারী বাহিনীর মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধন ও প্রতিকার আমরা চাই। তজ্জন্য সমিতির আন্তরিক সহযোগিতাও চাই। কর্মচারী সমিতির আহ্বায়ক শ্রী মাহাতর যে উক্তিটি "প্রত্যাহার" করিতে বলিয়াছেন—সেই উক্তিটির সম্পর্কে আমাদের বিশ্লেষণ আমরা রাখিয়াছি। আশা করি তাঁহার দৃষ্টিতে "প্রত্যাহারের" প্রশ্ন আর ওঠে না। তথাপি যদি সমিতির আহ্বায়ক প্রত্যাহার করার প্রশ্ন তোলেন, তবে আমরা তাঁহার কাছে জানিতে চাই যে—আমরা যে মনে করি—'বহু কর্মচারী দুর্ভাগ্যক্রমে বহু দুর্নীতির সঙ্গে নিজেদের জড়াইয়া ফেলিয়াছেন তাহা ছাড়িতে চাহিতেছেন না—কিন্তু এই দুর্নীতির অবসান হওয়া দরকার"—আমাদের এই ন্যায়সঙ্গত বক্তব্যও কি তিনি "প্রত্যাহার" করার দাবী করিতেছেন?

কর্ম্মচারী সমিতির আহ্বায়কের কাছ হইতে যে দুঃখজনক পত্রটি আসিয়াছে—আমার ধারণা—সমিতির সহিত পরামর্শ না করিয়াই সমিতির আহ্বায়ক উত্তেজনার মুখে এই পত্র দিয়াছেন। কারণ আমরা জানি—সমিতির সদস্যেরা সকল সময় আমাদের সহিত সম্প্রীতির সম্পর্ক লইয়া চলেন। আমাদের কাহারও কোনো কথায় আঘাত পাইয়া থাকিলেও, সমিতি এইভাবে বিহ্বলতার সঙ্গে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিবেন—আমার বিশ্বাস হয় না। তাঁহারা মিলিতভাবে লিখিলে প্রীতির ধারায় অন্যভাবে প্রতিবাদ পত্র লিখিতেন আমার বিশ্বাস। তাঁহাদের সহিত প্রীতির সম্পর্ক রাখিবার আগ্রহ লইয়া তাঁহাদের আমি অনুরোধ করি—তাঁহারা এ বিষয়ে আলোকপাত করিয়া আমাদের আশ্বস্ত করুন। কর্ম্মচারী সমিতির সম্পর্কে আমাদের পূর্ব্ব ধারণা অক্ষুন্ন থাক। এই কামনা করিয়া, অন্তরে আহত আহ্বায়কের প্রতি শুভেচ্ছা জানাইয়া লেখা শেষ করিলাম।

—— • ——

সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রতি
রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার

"যুক্তফ্রণ্ট সরকার সংগ্রামের হাতিয়ার সন্দেহ নাই। কিন্তু তা দিয়ে শুধু নিজেদের দাবী আদায় করলেই চলবে না—জনগণের সেবাও করতে হবে।"—আলিপুরে সরকারী কর্ম্মচারীদের এক সমাবেশে রাজ্যের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন—রাজ্যের লোকসংখ্যার অনুপাতে সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা নগণ্য। যুক্তফ্রণ্ট সরকার কর্ম্মচারীদের জন্য ইতিমধ্যে যেটুকু করেছেন, জনগণের জন্য সেই তুলনায় কিছুই করে উঠতে পারেন নি। তাই জনগণের জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের অনেক কিছু করার আছে।

ক্ষোভ প্রকাশ করে শ্রী কোঙার বলেন—সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এখনও তাঁরা কর্তব্যহীনতা, দুর্নীতি ইত্যাদি বহু অভিযোগ পান। তিনি বলেন, সরকারী কর্মচারীদের সততা, সহানুভূতিই যুক্তফ্রণ্ট সরকারের সংগ্রামী চরিত্র প্রকাশ করার একটি হাতিয়ার। ওই দিকে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, আশানুরূপ সহযোগিতা পেলে এত দিনে আরও বেনামী জমি উদ্ধার করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে তা বণ্টন করা সম্ভব হোত।

সরকারী কর্মচারী সমিতির পক্ষ থেকে শ্রী কোঙারের নিকট স্থানীয় কিছু অভাব অভিযোগ তুলে ধরা হলে তিনি তা বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেন—জনগণের দাবীদাওয়া, অভাব অভিযোগ দূর করার জন্য গঠন মূলক পরিকল্পনা নিয়েও সরকারী কর্মচারীদের উদ্যোগী হতে হবে।

—— • ——

Regd No. C—4290
Phone No.—175
মুক্তি
C. R. No—R. N. 2539/57

কয়েকটি আগমন সংবাদ

সমষ্টি উন্নয়ন মন্ত্রীর আগমন

যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমষ্টি উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীচারু মিহির সরকার মহোদয় ২৭শে মে বেলা ৯ টায় পুরুলিয়া আগমন করবেন। সকালের দিকে অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য সাক্ষাৎকারের কাজ সারবেন। এবং দুপুর ৩৷৷ টায় যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদলের কর্মীদের সঙ্গে এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হবেন। ঐ দিন বৈকালেই জেলা পরিত্যাগ করবেন।

কৃষি মন্ত্রীর আগমন

যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি মন্ত্রী শ্রীকানাইলাল ভট্টাচার্য্য মহোদয় জানাইয়াছেন যে, তিনি ৫ই ও ৬ই জুন পুরুলিয়া সহরে আসিবেন। প্রথম দিন তিনি সরকারী অফিসারদের সহিত ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত আলাপ আলোচনা করিবেন ও বৈকালের দিকে গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন করিবেন। ৬ই জুন জেলার বিভিন্ন স্থান ঘুরিবেন।

শ্রীবিনোবাজীর আগমন

শ্রদ্ধেয় শ্রীবিনোবা ভাবেজীর পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে যে তিনি তাঁহার কয়েকজন সহকর্মী লইয়া আগামী ৯ই জুন তারিখে ধানবাদ হইতে রাঁচী যাওয়ার পথে এক দিন পুরুলিয়ায় থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছেন এবং শিল্পাশ্রমে অবস্থান করিতে চান। তাঁহারা জানাইয়াছেন —শ্রীবিনোবাজী ধানবাদ হইতে বৈকাল ৪৷৷০ টায় পুরুলিয়া আসিবেন এবং পর দিন ২৷৷০ টার সময় পুরুলিয়া হইতে রাঁচী রওনা হইবেন। আশ্রমের পক্ষ হইতে তাঁহাকে সাদর স্বাগত জানান হইয়াছে।

—০—

ভারতী হোটেল
ও
রেষ্টুরেণ্ট
(অশোক ষ্টুডিওর সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।
স্বল্প খরচে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত
আহারের ব্যবস্থা আছে।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

WANTED

One experienced B. Sc.; one I. A. S. B. T. and one part time craft teacher deploma or certificate holder in sewing with S. F. Apply to the Secretary, Ranipur Colliery Senior Basic School, Saltore, Purulia, (W. B) by the 1st June '69. Salary according to grant-in-aid-rules.

Secretary,
Ranipur Colliery
Senior Basic School,
Purulia

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে পুরুলিয়া রাঁচি রোডস্থ **"বিচিত্রা"** প্রতিষ্ঠানকে "গোদরেজ" কোম্পানীর ইস্পাত নির্মিত অফিস এবং গৃহের ব্যবহারোপযোগী আসবাব পত্রের পুরুলিয়া জেলার জন্য প্রচারক নিযুক্ত করিলাম।

এন, পি, ব্যাস এণ্ড কোং
আসানসোল।

We are pleased to Announce the
Appointment of
Ms. BICHITRA
Ranchi Road—Purulia
for
Purulia as the Canvasser for
Godrej Steel Furniture for Home, Office
Etc.
N, P, Vyas & Co.
Asansol

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
২০শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬—২রা জুন ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

আর, টি, এ প্রথম বৈঠকে নূতন লাইন

বিগত ১৭ই মে তারিখে পুরুলিয়া জেলার রিজিওন্যাল ট্রান্সপোর্ট অথারিটির প্রথম বৈঠক হয়। ইহাতে বাসভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে যে আলোচনা হয়—তাহার বিবরণ মুক্তিতে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য প্রস্তাব ও কার্য্য বিবরণী পরে প্রকাশিত হইবে। যে সমস্ত রাস্তায় নূতন ১৯টি বাস লাইন দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে—তাহা এই :—

১। পুরুলিয়া হইতে কোটশিলা (রাত্রিবেলা যাতায়াত)
২। পুরুলিয়া হইতে ডুরকুণ্ডাঘাট, ভায়া রঘুনাথপুর গোবরান্দা।
৩। পুরুলিয়া হইতে ঘাটরাঙ্গামাটি ভায়া কাশীপুর, লধুডুকা
৪। পুরুলিয়া হইতে মানবাজার ভায়া মাঝিহিড়া, চেক্যা
৫। পুরুলিয়া হইতে ধাদকা ভায়া লতাপাড়া
৬। পুরুলিয়া হইতে পুরুা (দুটি বাস লাইন)
৭। পুরুলিয়া হইতে সাঁওতালডি ভায়া নডিহা
৮। পুরুলিয়া হইতে ডিসেরগড়ঘাট ভায়া রঘুনাথপুর বিকেল ৫টা
৯। পুরুলিয়া হইতে পায়রাচালী ভায়া মানবাজার
১০। পুরুলিয়া হইতে ব্রজপুর ভায়া ঝালদা;
১১। পুরুলিয়া হইতে ঘাট রাঙ্গামাটি ভায়া রঘুনাথপুর; আদ্রা, কাশীপুর, গৌরাঙ্গডি।
১২। পুরুলিয়া হইতে বান্দোয়ান (যাওয়া—সকালের দিকে, ফেরা—দুপুরের দিকে)
১৩। পুরুলিয়া হইতে বাগমুণ্ডি ভায়া ঝালদা (৪টি বাস লাইন)
১৪। পুরুলিয়া হইতে সুইসা ভায়া বাগমুণ্ডি

এই নূতন ১৮টি বাস সার্ভিস আর, টি, এর নূতন বৈঠকেই দেওয়া হইল। জনগণের দাবী যাহা আমাদের কাছে আসিয়াছিল—তাহা আমরা দিয়াছি। চাপ কমাইবার জন্য জেলার যেখানে যাহা আরো বাসের দাবী থাকিবে আমরা তাহা দিয়া যাইব। যাত্রীর সুবিধা ও অর্থনৈতিক ন্যায্য দাবী প্রভৃতি অনুসারে বাস দেওয়ার লক্ষ্য আমাদের থাকিবে।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

—০—

কর্ম্ম-খালি

স্থানীয় মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশান্-এ নিম্নলিখিত—পদটির জন্য উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদকের নিকট ২৫শে জুন, ১৯৬৯ মধ্যে আবেদন পত্র আহ্বান করা যাইতেছে :—

পদ—

ভোকেশনাল্-গাইডেন্স শিক্ষক

যোগ্যতা—

ক্যারিয়ার মাষ্টার কোর্স শিক্ষণ প্রাপ্ত, শিক্ষায় এম, এ বা এম, এস-সি তে সেকেণ্ড ক্লাস।

Secretary,
M. V. Institution.
Purulia.

We are pleased to Announce the Appointment of

Ms. BICHITRA

Ranchi Road—Purulia

for

Purulia as the Canvasser for Godrej Steel Furniture for Home, Office Etc.

N, P, Vyas & Co.
Asansol

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে পুরুলিয়া রাঁচি রোডস্থ "বিচিত্রা" প্রতিষ্ঠানকে "গোদরেজ" কোম্পানীর ইস্পাত নির্মিত অফিস এবং গৃহের ব্যবহারোপযোগী আসবাব পত্রের পুরুলিয়া জেলার জন্য প্রচারক নিযুক্ত করিলাম।

এন, পি, ব্যাস এণ্ড কোং
আসানসোল।

ভারতী হোটেল
ও
রেষ্টুরেণ্ট
(অশোক ষ্টুডিওর সংলগ্ন)

পুরুলিয়া।

স্বল্প খরচে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত আহারের ব্যবস্থা আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

৫১৲ একান্ন টাকা পুরস্কার

মেসার্স সুরেশ অটোমোবাইল্‌স মোঃ চাষ ফার্ম্মের কর্ম্মচারী শ্রী যুক্ত লছমী নারায়ণ তেওয়ারী ২৬।৫।৬৯ তারিখে ধানবাদ টাটা ষ্টেট বাসে (bus No. BRX 4382) চাষ হইতে বলরামপুর উক্ত ফার্ম্মের হেড্ অফিসে যাইতেছিলেন্। তাঁহার সঙ্গে একটি কিড্ ব্যাগ মধ্যে উক্ত সুরেশ অটো-মোবাইল ফার্ম্মের ২ বৎসরের খাতাবহি (সংবৎ-২০২৩ এবং ২০২৪) সালের ২টি খতিয়ান বহি, ২টী নকল বহ এবং ২টি রোকড় বহি এবং ১টী এলুমিনিয়ামের বাক্স মধ্যে দাড়ি কামাইবার সরঞ্জাম ও জামা কাপড় ইত্যাদি ছিল। উক্ত ব্যাগটি পথিমধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। উপরোক্ত জিনিষগুলি যে কেহ সন্ধান পান্ আনিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌছাইয়া দিলে ৫১৲ একান্ন টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

সুরেশ অটোমোবাইল্‌স
পোঃ চাষ, জেলা ধানবাদ

—০—

সম্পাদকীয়—

রাজনৈতিক ডাষ্টবিন

ক্ষমতা বিপথ চালিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত করে এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা দুর্নীতি ও বিভ্রান্তিকেও চূড়ান্ত পর্য্যায়ে নিয়ে যায়। এখানে ক্ষমতা প্রধানতঃ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাকেই বুঝায়। এই রূপ সত্যকে উপলব্ধি করে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মনীষি ও গণ-অধিনায়কেরা রাষ্ট্র ও সমাজদেহকে ক্ষমতা-প্রসূত দুর্নীতি ও আদর্শ ভ্রষ্টতার বিষক্রিয়া থেকে বাঁচানোর ঔষধ স্বরূপ ক্ষমতার পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠন এবং শাসন ব্যবস্থা প্রণয়নে গণতন্ত্রের মৌলিক আদর্শকে রূপায়ণে গান্ধীজী গণ স্বরাজ তথা পঞ্চায়েৎ রাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতার সার্থক বিকেন্দ্রীকরণের যে পরিকল্পনা ও রূপরেখা দিয়েছিলেন—স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র ও শাসন-ব্যবস্থার কর্ণধার রূপে কংগ্রেস সেই গণতান্ত্রিক আদর্শকে উপেক্ষা ও অবহেলা করেছে। ফলে স্বাধীনতা অর্জ্জনের তথা চূড়ান্ত শাসন ক্ষমতা অধিকারের মাত্র বিশ বৎসরের মধ্যে কংগ্রেসের ন্যায় এক মহান্ ঐতিহ্যপূর্ণ ও গৌরবমণ্ডিত সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান আজ এক রাজ-নৈতিক ডাষ্টবিন তথা আবর্জ্জনা কুণ্ডে পরিণত হয়েছে। ক্ষমতা লাভ এবং ক্রমশঃ অধিকতর ক্ষমতা অর্জ্জনের পর কংগ্রেসের যে নির্লজ্জ ক্ষমতা লিপ্সা ও তজ্জনিত মাস্তিস্ক বিকার দেখা দেয় তার ফলে কংগ্রেস আজ সর্ব্বজনের উপহাস, ঘৃণা ও ধিক্কারের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এত বড় এক মহান প্রতিষ্ঠানের এত শীঘ্র এরূপ চূড়ান্ত অধঃ-পতনের নজীর ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়।

কংগ্রেসের এই শোচনীয় দৃষ্টান্ত থেকে সকলেরই শিক্ষালাভের অনেক কিছু আছে। আজ ভারতের বহু রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতা থেকে বহিষ্কৃত এবং কেন্দ্রেও কংগ্রেসের গদী টলটলায়মান। সর্ব্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেসের বিকল্প শক্তিরূপে একক কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব আজও সম্ভব না হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে অকংগ্রেসী তথা কংগ্রেস-বিরোধী বিভিন্ন শক্তি জোট বেঁধে বিকল্প শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে বা তুলতে উদ্যোগী হয়েছে। এই সমস্ত অকংগ্রেসী রাজ্যের মধ্যে প্রগতিপন্থী ভাবধারা যুক্ত কেরালা ও পশ্চিম বঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেস পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও দুর্নীতমুক্ত ভদ্র প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষুদ্র বৃহৎ মাঝারী বিভিন্ন পর্য্যায়ের রাজ-নৈতিক শরিক দলের মনোনীত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। যুক্তফ্রন্টের শরিক প্রত্যেকটি দলের নিজস্ব আদর্শ, কর্ম্মপদ্ধতি এবং প্রভাবের ক্ষেত্র রয়েছে। আর আদর্শ রূপায়ণে ও কর্ম্মপদ্ধতি অনুশীলনে নূতন নূতন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার ও প্রসার সাধন রাজনৈতিক দলের স্বাভাবিক ধারা ও সহজাত প্রবৃত্তি। পশ্চিম বঙ্গের যুক্তফ্রন্টের শরিক দল-গুলির অনেকের মধ্যেই অনুকূল পরিবেশে দলীয় প্রসার সাধনের স্বাভাবিক প্রবণতা কোথাও কোথাও অতি উগ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করছে। পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করে ক্ষমতা ও অধিকতর ক্ষমতা অর্জ্জনের লক্ষ্যে দলীয় প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির উন্মত্ত অভিযান সংশ্লিষ্ট দল ও যুক্তফ্রন্টের ক্ষেত্রে কতদূর আত্মঘাতী নীতি হতে পারে তা সাম্প্রতিক ঘটনাবলী আমা-দের সকলের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস ও কংগ্রেসের সমভাবাপন্ন অন্যান্য প্রতিক্রিয়া শীল দলগুলি সম্বন্ধে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলিকে বিশেষ সাবধান হতে হবে।

সমাজের যে সব আবর্জ্জনা এতদিন শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে জড় হচ্ছিল, এখন শাসন ক্ষমতা বর্জ্জিত হওয়ায় সেই সব কংগ্রেসী ভূয়ীমাল নানা বেশে ও নানা রূপে যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরীকদলের স্কন্ধে আরোহণ করার সুযোগ খুঁজছে। ইতিমধ্যে কোনও কোনও শরিকদলের মধ্যে ঐরূপ কংগ্রেসীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং ঘটতে যাচ্ছে। সুতরাং সাধারণভাবে সমগ্র যুক্তফ্রন্টকে এবং বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট শরিক-দলগুলিকে এই বিপদ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ও হুঁসিয়ার হতে হবে। কারণ এই কংগ্রেসী সংক্রামক ব্যাধি থেকে যুক্তফ্রন্টকে মুক্ত রাখতে না পারলে ক্ষমতার মোহে দলীয় প্রসারের উন্মাদনা মুখ্য উদ্দেশ্য এবং জনগণের সেবা ও বৃহত্তর স্বার্থসাধন গৌণ লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালে যুক্তফ্রন্টের সংশ্লিষ্ট শরিক দলগুলির এককভাবে এবং যুক্তফ্রন্টের সামগ্রিকভাবে অচিরকালের মধ্যেই কংগ্রেসের ন্যায় আবর্জ্জনা কুণ্ডে পরিণত হবার শঙ্কা ও সম্ভাবনা দেখা দেবে। দুইশত বৎসরের বৃটীশ শাসনের উত্তরাধিকারী কংগ্রেস বিশ বৎসরের মধ্যেই অবশ্যম্ভাবী পতনের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এই রূঢ় ও নির্ম্মম সত্যের কারণানুসন্ধান করে যুক্তফ্রন্টকে সবিশেষ সতর্ক ও সাবধান হতে হবে। কারণ ইতিহাস যেমন নিরপেক্ষ, তেমনি নির্ম্মম। ইতিহাস কারুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না—আবার কাউকে ক্ষমাও করে না।

অ, চ.

—০—

পরলোকে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী

পুরুলিয়ার বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী শ্রীজগদানন্দ দাস (হাবু বাবু) কিছুকাল রোগ-ভোগের পর গত ৭ মে তারিখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। রক্তহীনতা জনিত গুরুতর ব্যাধির চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়—কিন্তু জীবনের শেষ সময় হাসপাতালে কাটাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ ও আপত্তি জ্ঞাপন করায় তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭১ বৎসর হইয়াছিল।

শ্রীজগদানন্দ দাস শৈশব হইতেই সঙ্গীত চর্চ্চার পরিবেশে মানুষ হন। তাঁহার পিতা ৺রাখাল চন্দ্র দাস বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং পিতার নিকট ও তৎকালীন অন্যান্য বিশিষ্ট সঙ্গীত-শিল্পীদের তত্ত্বাবধানে তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন। কর্ম্মজীবনে শ্রী দাস বহু সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং বহু সঙ্গীতানুষ্ঠানে তিনি নিজ কৃতিত্বের পরিচয় দান করেন। পশুপতি গঙ্গাধর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সময় তিনি ঐ প্রতি-ষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং সুরতীর্থ সঙ্গীত সংস্থারও তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সঙ্গীত বিভাগেও দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন।

তাঁহার মৃত্যুতে এই জেলা একজন বিশিষ্ট সন্তানকে হারাইল এবং এই জেলার সঙ্গীতজগৎ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। আমরা তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের উদ্দেশ্যে আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

—০—

শোক সংবাদ

সহরের বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীরবীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, উকিল-গত ২৩ শে মে তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল এবং তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র ও ৭ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

ঋষি নিবারণ চন্দ্র ঘটক পুরুলিয়া জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন সেই সময় তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভের সুযোগ পান। তিনি শ্রীবিভূতিভূষণ দাশগুপ্তেরও সহপাঠী ছিলেন। তিনি সদালাপী, নিরহঙ্কারী ছিলেন—তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হইতেন।

আমরা তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

—০—

যুক্তফ্রন্ট ও যুক্তদায়িত্ব এবং জনজীবনে শান্তির পরিবেশ

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

পশ্চিম বাংলার কিছু কিছু জায়গা থেকে এই দুঃখজনক সংবাদ এসেছে যে, ভেড়ী দখল, জমি দখল প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে যুক্তফ্রন্টের কিছু কিছু শরিক দলের মধ্যে বিরোধ বাধছে এবং মারামারি পর্য্যন্ত ঘটছে। এই বিরোধগুলি ঘটেছে—দলগুলির প্রাথমিক স্তরের ক্ষেত্রে যার জন্য দল-গুলির উর্দ্ধতন স্তরের নেতৃবৃন্দ খুবই দুঃখিত এবং তার সমাধানে তৎপর হয়েছেন। এর জন্য সংশ্লিষ্ট বিবদমান দলগুলি নিজেদের মধ্যে পরস্পরে যেমন কথাবার্ত্তা করছেন —তেমনি রাজ্যস্তরেও নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রতিবিধানের পথ খোঁজা হচ্ছে। ফ্রন্টের রাজ্য কমিটিতেও এ বিষয়ে আলোচনা সুরু হয়েছে—রাজ্য কমিটির ২৮শে মে তারিখের বৈঠকে। রাজ্য কমিটির বৈঠকে অনুভব করলাম যে, সংশ্লিষ্ট দলগুলির নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ের জন্য খুবই দুঃখিত এবং এর স্থায়ী প্রতিকারের জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। নেতৃবৃন্দ মনে করেন—শীঘ্রই এই অবস্থার অবসান হবে। দেখলাম—এই সমস্ত অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যস্তরে বিভিন্ন শরিক দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সদ্ভাবের পরিবেশ অক্ষুণ্ণই আছে। যুক্তফ্রন্টের ব্যাপক ক্ষেত্রে তাঁরা সদ্ভাব ও সম্প্রীতির পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে দৃঢ়সংকল্প।

কলকাতায় সাংবাদিকরা আমাকে ধরলেন যে, এ বিষয়ে পুরুলিয়ার সংবাদ কি। বিভিন্ন দিকের এই উত্তাপ পুরুলিয়ায় কিছু প্রতিক্রিয়া ঘটাবে কি না। এর উত্তর এই ছিল যে, আমাদের জেলারও যুক্তফ্রন্ট বিরোধী স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহল—যারা ফ্রন্টকে বিপন্ন করতে সর্ব্বদা তৎপর রয়েছে তাঁরা আজ নিশ্চয়ই এই অবস্থারও সুযোগ নিতে সাধ্যমত চেষ্টা করবে। কিন্তু আমাদের জেলায় তারা ব্যর্থ হবে—আমার এই দৃঢ় ধারণার কথা তাঁদের বললাম।

কিছু দিন থেকে একটা কথা আমি শুনেছি যে, যুক্ত-ফ্রন্টের শরিক দু'একটি দল বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের বক্তৃতায় বা ব্যক্তিগত মন্তব্যে বলছেন যে, লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীরা তাঁদের দলের প্রভাব নষ্ট করতে চায়—সংঘের কর্ম্মীরা তাঁদের কর্ম্মীদের পিঠের চামড়া তুলে নেবে বলেছে। সংঘ কর্ম্মীরা বলছে—এই জেলায় আমরাই প্রধান—অন্য কোনো দলকে আমরা টিকতে দোব না ইত্যাদি।

এই সব সংবাদ পেয়ে আমার মনে হয়েছে যে, যে সমস্ত সমাজবিরোধী শক্তি যুক্তফ্রন্টের শাসনে বসার পর থেকে ফ্রন্টকে হেয় করার, বিপন্ন করার জন্য অতন্দ্রিত-ভাবে সক্রিয়, তারাই সম্ভবতঃ আমাদের জেলাতেও চেষ্টা করছে—এক দলকে আর এক দলের কথা ব'লে বিরোধের ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে। সুতরাং পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্ট শরিক দলের কর্ম্মীদের বিরোধ আমাদের জেলাতেও যাতে লেগে যায়—আজ তার বিশেষ চেষ্টা যে চলবে—এ স্বাভাবিক। শাসন সুযোগ থেকে বঞ্চিত কংগ্রেসীরা, তথা সমাজবিরোধীরা দলে দলে বিভিন্ন দলের সভ্যরূপে বিভিন্ন দলেও ঢুকে পড়তে চেষ্টা করছে বা পড়ছে। তারা এক এক দলের নিজের লোক সেজে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় মিথ্যা প্রচার করছে যে অমুক দল এসে আমাদের দলকে গাল দিয়ে গেল। এতে এদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনও যেমন হবে—তেমনি যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ভাঙ্গনের কাজও তৈরী করে তুলতে পারবে—যা তাদের মূল লক্ষ্য।

আমাদের দৃঢ়সংকল্প এই যে, এই সব চক্রান্তকে আমরা ব্যর্থ করব এবং যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে সদ্ভাব ও ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখবো। আমরা জানি যে, ফ্রন্টের শরিক অপর দলের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে আমার নিজের দলের সমৃদ্ধি কখনই হবে না। কারণ এর দ্বারা যুক্ত-ফ্রন্টও হেয় হবে—তাতে আমাদের দলও হেয় হবে। আমরা একটা ছোট দল হয়েও আজ পশ্চিম বাংলার বিরাট এই শাসনের সুযোগ ও সমভাগের শরিক হয়েছি—সে কেবল যুক্তফ্রন্টের যুক্ত শক্তির জন্যই। এই যুক্তশক্তিকে বিপন্ন ক'রে আমার নিজের দলকে তুলে ধরবার চেষ্টা করলে যে তার বিপরীত ফলই হবে—এ বিষয়ে আমরা খুবই সচেতন। এবং আমরা মনে করি, ফ্রন্টের মধ্যে

যেগুলি বড় দল তাদের বিষয়েও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। সুতরাং সকলকে একথা ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং ফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ সংহতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। ফ্রন্ট হেরে হ'লে আমরা সকলে হেরে হবো; আর ফ্রন্টের গৌরব হ'লে সকলে গৌরবান্বিত হবো।

সংঘের কর্ম্মীদের নামে যে সব কথা উঠেছে ব'লে বললাম—তার কথা এখন বলি। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে, এগুলি আদৌ সত্য নয়। আমাদের কর্ম্মীরা অপর দলের কর্ম্মীদের প্রতি বন্ধুভাব রাখবে না—বা তাদের হেয় করবে—আমার তা কিছুতেই মনে হয় না। তাছাড়া, আমরা খুব সতর্ক আছি যে, বঞ্চিত কংগ্রেসীরা বা সমাজবিরোধীরা যাতে দলে ঢুকতে না পারে। তবু আমরা নিশ্চই কোনো একটা ধারণা নিয়ে চোখ বন্ধ ক'রে থাকবো না। আমি আমাদের যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য দলের কর্ম্মী ভাইদের—বন্ধুদের আন্তরিকভাবে আহ্বান জানাচ্ছি যে, আমাদের কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে এ সম্পর্কে যার যা অভিযোগ আছে—তা আমাকে জানান—আমরা অন্য কাজ ফেলে এ সম্পর্কে তদন্ত করব এবং ঘটনা কোথাও সত্য হলে সংশ্লিষ্ট কর্ম্মীর কঠোর সাজা বা বহিষ্কারের ব্যবস্থা করব। কারণ আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, যুক্তফ্রন্টের শাসন চালাবার যে মহান দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করেছি, তার সাফল্যের প্রধানতম ভিত্তি হচ্ছে যুক্তফ্রন্টের সকল দলের মিলিত মহান ঐক্যবল এবং আমাদের মিলিত দৃঢ় কর্মধারা।

শুনেছি, বলা হয়েছে,—সংঘ কর্ম্মীরা কোথাও কোথাও নাকি বলেছে—এই জেলায় তারা বড় দল, অন্য দলকে তারা এখান থেকে উড়িয়ে দেবে। আমার নিজের বিশ্বাস যে, আমাদের কর্ম্মীদের এটুকু সচেতনতা আছে যে, এ জেলায় সংঘ বড় দল হ'লেও এই রাজ্যে এই দল নিতান্ত ছোট। জেলা থেকে অন্য ছোট দলদের তাড়াতে চাইলে রাজ্যের মধ্যে ছোট দল হিসাবে অন্য বড় দল কর্তৃক রাজ্য থেকে তারও উচ্ছেদ হতে হবে।

জেলার সকলে জানেন যে, লোক সেবক সংঘ অহিংসার অনুসরণকারী হিসাবে তার কর্ম্মীদের ভেতরেও এই দৃষ্টিভঙ্গী দীর্ঘকাল ধ'রে তৈরী করেছে। সুদীর্ঘ কালের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে সংঘ তথা সংঘ কর্ম্মীদের ওপর কত আঘাত কত নিপীড়ন গেছে। বহু গ্রামে, বহু অঞ্চলে কর্ম্মীরা দলে বহু সংখ্যাধিক্য থেকেও অত্যাচারকারী বিরোধীদের ওপর কোনো দিন প্রতিহিংসা নেয় নি বা তাদের পিঠের চামড়া তুলে দেবার কথা বলে নি। আমি মনে করি, সংঘের বিরোধীরাও সংঘের কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে এ দোষারোপ দিতে পারবেন না। এই যখন সংঘ কর্ম্মীদের জীবনে অবস্থা—তখন একথা কি সত্য হতে পারে যে, যে যুক্তফ্রন্টের সকল দলের সহায়তায় আমরা শাসনের সুযোগ পেয়েছি—আমরা তাদের উচ্ছেদ করতে চাইবো? যেখানে নিপীড়নকারীদের বিরুদ্ধেও সংঘ-কর্ম্মীরা কোনো হিংসার কথা তোলে নি—অহিংসাব্রতী হিসাবে সব সহ্য ক'রে গেছে সেখানে আজ যুক্তফ্রন্টের শরিক দলের কর্ম্মীরা—যারা সংঘ কর্ম্মীদের ওপর কোনো অত্যাচার করে নি—বন্ধু ভাবে এক কক্ষক্ষেত্রে পাশে রয়েছে—সেই সব শরিকদলের কর্ম্মীদের পিঠের চামড়া তুলে নেওয়ার কথা লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীরা বলবে—একথা ভাবতেও পারি না।

সংঘের কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ তোলা হচ্ছে—সেই সব অভিযোগও অন্য দু'একটি দলের বিষয়েও উঠছে যে—তাঁরাও সংঘের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বেড়াচ্ছেন। আমাদের মনে হয়—এ সব ফ্রন্টবিরোধীদের অপপ্রচার ও চক্রান্ত। তবু এই সব একটুও সত্য হলেও, তাকে শান্তির সঙ্গে বহন করে এই জেলায় ফ্রন্টের ঐক্যবজায় রাখবার শক্তি সংঘের আছে।

তবু চোখ বন্ধ ক'রে থাকবো না। যার যা বলার আছে—নিয়ে আসুন তার জন্য আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি। এবং এই সঙ্গে একথাও মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, যুক্তফ্রন্টের কর্ম্মীরা সাবধান হোন—বিরোধীদের তৎপরতার বিষয়ে সচেতন হোন—তাদের দ্বারা আমাদের পারস্পরিক বিরোধের প্রচারকে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস না ক'রে আগে বিষয়গুলি অনুসন্ধান ক'রে নিন। —আমাদের মধ্যে বিরোধ বাধাবার যে স্থায়ী অপচেষ্টা ও কলাকৌশল চলেছে আজ তার বিষয়ে যেমন আমাদের সজাগ থাকতে হবে—তেমনি বিভিন্ন স্থানের দুঃখজনক বিরোধকে আমাদের শান্তিপূর্ণ জেলায় টেনে আনবারও যে অপচেষ্টা চলবে—তার জন্যও আমাদের হুসিয়ার থাকতে হবে।

———•———

মৎস্য মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

যুক্তফ্রন্টের মৎস্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রভাসি চন্দ্র রায় মহোদয়ের সঙ্গে ২৯-৫-৬৯ তারিখে কলিকাতায় সাক্ষাৎ করি। পুরুলিয়া জেলার শোচনীয় আর্থিক অবস্থা এবং বৃষ্টির প্রায়শঃই অনটনের জন্য মৎস্য চাষের দুরবস্থা এবং তজ্জন্য অধিকাংশে মৎস্যজীবিদের নিদারুণ আর্থিক দুর্গতির কথা মন্ত্রী মহোদয়কে বলি। লিজ-গ্রহণকারী অর্থবান লোকেরা বাঁধ, পুষ্করিণী যেভাবে হস্তগত করেন এবং মৎস্যজীবিদের মধ্যে যেভাবে সামান্য পারিশ্রমিকে কাজে লাগান—তার কথা বলি। পুরুলিয়া জেলায় বড় বড় বাঁধ পুষ্করিণীতে সরকারী তত্ত্বাবধানে মৎস্য চাষের যে ব্যবস্থা চলছে—সেগুলির কাজের পরিচয় আদৌ উৎসাহজনক নয়। আমাদের জেলায় এ বছরের খরাজনিত অবস্থার জন্য বহু মৎস্যজীবি অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায় আছে তাও মন্ত্রী মহোদয়কে জানাই। আমাদের জেলা ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানাই।

দরিদ্র মৎস্যজীবিদের বিভিন্নভাবে সহায়তা দান, মৎস্যজীবিদের জন্য ঋণ, সমবায় প্রথায় মৎস্য চাষের ব্যবস্থা, মৎস্য চাষ প্রসারে সরকারী উন্নয়ন ব্যবস্থা প্রভৃতির কথাও বলি।

মন্ত্রী মহোদয় এই সকল কথার উত্তরে বলেন যে, উনি শীঘ্র মধ্যেই পুরুলিয়া যেতে চাইছেন। তবে সামনে বিধান সভায় বাজেট অধিবেশন। তার প্রস্তুতি পর্ব্ব চলছে। সেটা পার হ'লেই উনি পুরুলিয়া যাবেন। যারা মৎস্য চাষের উন্নয়ন ও তার সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলীর কথা ভাবছেন—তাঁদের সঙ্গে ও মৎস্যজীবিদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে উনি দেখাশুনা করবেন। এবং জেলার বিষয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা সমূহ আলোচনা করবেন। ঐ সময়ে পুরুলিয়ায় নিবারণ সায়র, জয়পুরের রাণীবাঁধ প্রভৃতি পরিদর্শন ক'রে এ গুলির বর্তমান পরিস্থিতি অনুধাবন করবেন।

বর্তমানে মৎস্যজীবিদের যে সুযোগ সুবিধা আছে—তার বিষয়ে বললেন যে, অভাবগ্রস্ত মৎস্যজীবিদের জাল তৈরীর জন্য ঋণ দেওয়া হচ্ছে—এই ঋণ নগদে দেওয়া হচ্ছে না—এক বছরের মধ্যে শোধ করলে সুদ লাগবে না। অভাব গ্রস্তদের মাছের পোনা ঋণ দেওয়া হবে। ভরতুকি দিয়ে বাজার মূল্যের চেয়ে কম দরেও দেওয়া হবে। এগুলি জেলা মৎস্য বিভাগে পাওয়া যাচ্ছে।

মৎস্যজীবিদের সমবায় বিষয়ে আলোচনা করায় মন্ত্রী মহোদয় বললেন—এ বিষয়ে সহায়তা দেওয়া—উৎসাহ দেওয়া হবে। তবে যে সব ক্ষেত্রে দেখা যাবে সরাসরি সরকারী ব্যবস্থায় দ্রুত বেশী উৎপাদন ও সরবরাহ হবে—সে ক্ষেত্রে সরকারী ব্যবস্থাধীনে কাজ চালু রাখার কথা ভাববেন। তবে যে সব ক্ষেত্রে সরকারী ব্যবস্থায় মৎস্য উৎপাদনের কাজ সন্তোষজনক হচ্ছে না—বিকল্প ব্যবস্থায় কাজ ভাল হতে পারে সে সব ক্ষেত্রে পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে।

মৎস্য মন্ত্রী শীঘ্র যখন আসছেন—তখন তার কাছে জেলার মৎস্য চাষ উন্নয়নের যা কিছু প্রস্তাব পরিকল্পনা আছে বা এই বিভাগ বা এই বিষয়ে যা কিছু অভিযোগ সমূহ আছে—তা আমাদের জানাবার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বলেছি। এই সব বিষয়ে আর যারা যা কিছু ভাবছেন তা জানাতে অনুরোধ করি। জানালে বাধিত হবো।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

———•———

বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হলে চুরি

গত ২২শে মে তারিখের রাত্রিতে পোষ্ট অফিসের নিকট চাইবাসা রোডের উপর অবস্থিত 'বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হলে' চুরি হয়। প্রায় দশ ফুট উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করে চোর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে এবং দোকানের তালা ও শিকল ভেঙ্গে প্রায় ২০০০৲ টাকা মূল্যের ঔষধ নিয়ে পালায়।

এই স্থানে উল্লেখযোগ্য, যে পথ দিয়ে এই চুরি হয়—তা পোষ্ট অফিসের প্রায় সংলগ্ন এবং সহর থানার কিছু দূরে অবস্থিত।

———•———

বর্ত্তমান পুরুলিয়া-কোটশিলা রেলপথের উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা

পুরুলিয়া ষ্টেশন সম্পর্কিত জরুরী বিষয়গুলি বিবেচনাধীন

আদ্রায় ডি-এস এর সঙ্গে সংঘ প্রতিনিধিদের আলোচনা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গত ২৬শে মে তারিখে লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ; প্রাক্তন এম. এল. এ শ্রীদেহু মাঝি ও অশোক চৌধুরী আদ্রার দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলপথের ডিভিস্যানাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রী ভার্মার সঙ্গে পুরুলিয়া-কোটশিলা রেলপথ ও পুরুলিয়া ষ্টেশনের কয়েকটি জরুরী উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন এবং ডিভিস্যানাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অধিকাংশ বিষয়েই একমত হন। এই আলোচনার সময় ডিভিস্যানাল কমার্শিয়াল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শ্রীসুবর্ণ এবং ডিভিস্যনাল ইঞ্জিনীয়ার শ্রী মুখার্জী উপস্থিত থাকেন ও অংশ গ্রহণ করেন।

পুরুলিয়া কোটশিলা রেলপথ

আলোচনার উদ্দেশ্যে যে সকল আলোচ্য বিষয় দেওয়া হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে ডি, এস, শ্রী ভার্মা বলেন যে পুরুলিয়া-কোটশিলা ছোট লাইন ব্রডগেজ করার বিষয়টি উচ্চতর স্তরের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল এবং সময় সাপেক্ষ; সুতরাং অন্যান্য বিষয়াদির আলোচনা করা যেতে পারে।

১। পুরুলিয়া কোটশিলা রেলপথের জন্য দুটি ইঞ্জিন ও অধিকতর বগী এবং ওয়াগণের দাবী জানানো হলে শ্রী ভার্মা বলেন যে ছোট লাইনে ইঞ্জিনের খুবই টানাটানি তবুও তিনি আরেকটি ইঞ্জিনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করবেন এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক বগী ও ওয়াগনের ব্যবস্থা করবেন।

২। ট্রেনের সময়-তালিকা পরিবর্ত্তনে তিনি রাজী হন এবং যত সত্বর সম্ভব সময় তালিকা পরিবর্ত্তনের সুপারিশ-গুলি পেশ করার জন্য অনুরোধ করেন।

৩। ট্রেনযাত্রীদের সুবিধার জন্য গোশালা এবং চন্দনকিয়ারী রোড লেভেল ক্রসিং-এ দৈনিক স্কুলের নিকট দুটি প্যাসেঞ্জার হল্ট স্থাপনে শ্রী ভার্মা সম্মত হন এবং চাষ রোড প্যাসেঞ্জার হল্টটি বর্ত্তমান স্থান থেকে পুরুলিয়া-ধানবাদ (চাষ) রোডের লেবেল ক্রসিং-এর নিকট স্থানান্তরিত করতে রাজী হন।

৪। গেটম্যান-বিহীন নূতন গেটগুলি স্থাপন করার পরিকল্পনা বাতিল করতে তিনি রাজী হন এবং পরীক্ষা-মূলকভাবে কেবল গোশালা, চন্দনকিয়ারী রোড লেভেল ক্রসিং এবং ধানবাদ (চাষ) রোড লেভেল ক্রসিং-এর নূতন প্যাসেঞ্জার হল্টগুলির স্থানে ঐ নূতন গেটগুলি স্থাপনের প্রস্তাব দেবেন।

৫। মুরী-কোটশিলা-বোকারোর মধ্যে সকালে ও বিকালে সাটল ট্রেনের প্রস্তাব তিনি বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করতে আশ্বাস দেন।

৬। গড়জয়পুর ও গৌরীনাথধাম ষ্টেশনে নূতন সাইডিং-এর ব্যবস্থা ঐ দুটি ষ্টেশনে কি পরিমাণ মাল বুক হবার সম্ভাবনা আছে তার উপর নির্ভর করবে বলে জানান।

পুরুলিয়া ষ্টেশন প্রসঙ্গে

পুরুলিয়া ষ্টেশনের কয়েকটি বিশেষ জরুরী উন্নয়ন ব্যবস্থা সম্পর্কে ডিভিস্যানাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং যত সত্বর সম্ভব এগুলিকে কার্য্যকরী করার অনুরোধ জানানো হয়। বিষয়গুলি হোল—

১। পুরুলিয়া ষ্টেশন প্লাটফর্ম উন্নতকরণ। যাত্রীদের ট্রেনে ওঠা-নামার অসুবিধার কথা বিবেচনা করে পুরুলিয়া ষ্টেশনের প্লাটফর্ম আরও উঁচু করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা জানানো হলে—ডি, এস, প্রথমে মৃদু আপত্তি জানিয়ে বলেন যে—ষ্টেশনের ঘরগুলির মেজে নীচু হয়ে গিয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করবে। কিন্তু বাঁকুড়ার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার পর তিনি এই বিষয় সম্পর্কে নক্সা ও এষ্টিমেট সহকারে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য অধস্তন অফিসারদের নির্দেশ দেন।

২। ষ্টেশন প্লাটফর্ম্মে যাতায়াতের জন্য ওভার ব্রীজটি খুবই সংকীর্ণ হওয়ায় যাত্রীদের বিশেষ কষ্ট ও অসুবিধা হয়। দীর্ঘকাল ধরে এই ওভার ব্রীজটি চওড়া করবার কিম্বা "প্রবেশ" ও "বাহির" হবার জন্য দুটি স্বতন্ত্র ওভার ব্রীজের দাবী করা হচ্ছে এবং সেই দাবীর পুনরায় পুনরাবৃত্তি করা হয়। শ্রী ভার্মা বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেন এবং সেই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

৩। রেলওয়ে মালগুদাম অফিসে যাবার জন্য রেললাইন পার হতে হয় এবং ষ্টেশনের পিছনে যে রেল কলোনী ও সহরের অংশ রয়েছে তাঁদের ষ্টেশনে আসতে বহু অসুবিধা ভোগ করতে হয়। সুতরাং মালগুদামের কাছে রেল লাইন পারাপারের জন্য একটি বিশেষ ওভারব্রীজের দাবী জানানো হয়। ডি. এস. এই দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং এ সম্পর্কেও তদন্ত করে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট দাখিলের জন্য অধঃস্তন অফিসারকে নির্দ্দেশ দেন।

৪। বুগা বাঁধের নিকট লেভেল ক্রসিংএ ওভারব্রীজ অথবা আণ্ডারওয়ে ব্রীজের প্রসঙ্গে ডি. এস আণ্ডারওয়ে ব্রীজের প্রস্তাবটি অধিকতর সমীচিন বলে বিবেচনা করেন এবং বলেন যে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ নিজস্ব অংশ হিসাবে যা করণীয় তার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যয় মঞ্জুর করতে প্রস্তুত—কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটী তথা রাজ্য সরকার নিজের দেয় অংশ স্বরূপ ব্যয়ভার বহন করতে রাজী হোলে যত সত্বর সম্ভব কাজ সুরু করা যেতে পারে।

এই বিষয় সম্পর্কে ওভার ব্রীজ বা আণ্ডারওয়ে ব্রীজ কোনটি সুবিধাজনক বা সমীচিন হবে সে বিষয়েও বিশেষ সমীক্ষার নির্দ্দেশ দেন।

———•———

জয়পুরে জনসভা

পুরুলিয়া-কোটশিলা ছোট লাইন ব্রডগেজ করার প্রশ্নে এবং নূতন রেলওয়ে গেট বসানোর প্রতিবাদে গড়জয়পুর গ্রামের লক্ষীমেলায় এক জনসভা হয় এবং জনসাধারণের দাবী পুরণে থানা ব্যাপী আন্দোলন ও সংগ্রাম গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাসভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যও আবেদন জানানো হয়।

———•———

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

বালিকা বিদ্যালয়ের নাম ভাঙ্গাইয়া অর্থ আদায়?

হুড়া থানার লধুড়কা গ্রামের সর্ব্বশ্রী শশাঙ্ক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানী চরণ চৌধুরী এবং সুধাকর বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করিতেছেন—

গত জানুয়ারী (১৯৬৯) হইতেই লধুড়কা গ্রামে এক উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রতিশ্রুতি দিয়া উক্ত প্রস্তাবিত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য লধুড়কা গ্রাম নিবাসী শ্রীঅধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামক ব্যক্তি পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহে এমন কি বহু দূরবর্তী গ্রামস্থ পরিচিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট অর্থ সাহায্যরূপে বহু পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। এ বিষয়ে লধুড়কা গ্রামস্থ জনসাধারণের কোনও যোগাযোগ বা দায়িত্ব বা অনুমোদন নাই। উক্ত শ্রীঅধীর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন বা এখনও করিতেছেন। তাহার জন্য বালিকা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বা জনসাধারণ মোটেই দায়ী নহেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে বর্তমানে লধুড়কা গ্রামে মাত্র একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় আছে। বর্তমানে তাহা উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার কোনও প্রস্তাব বা পরিকল্পনা গ্রামবাসীদের নাই এবং শিক্ষা বিভাগীয় নিয়ম অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্লাস খোলা সম্ভব ও সঙ্গত নহে। যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি এই ব্যাপারে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন বা করিতেছেন তাঁহারা হয়ত না জানিয়া প্রতারিত হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে কেহ অনুরূপভাবে প্রতারিত না হন সে বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

———•———

হাসপাতালের মেনষ্টোরে দক্ষযজ্ঞ !

মূল্যবান ঔষধপত্রাদি ভেঙ্গে তছনছ করার সংবাদ

পুলিশ কর্তৃক ষ্টোরগুলি শীলমোহর ও খাতাপত্র আটক

ডি, এম, ওর বিরুদ্ধে আর একদফা গুরুতর অভিযোগ

পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের পরিস্থিতি ক্রমশঃই অধিকতর উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে এবং প্রশাসন তথা পরিচালনার ক্ষেত্রে অরাজকতার সৃষ্টি হচ্ছে। স্বাস্থ্য বিভাগের ইন্সপেক্টার অফ একাউন্টস্ কর্তৃক অডিটে উল্লিখিত গুরুতর ত্রুটি ও দুর্নীতিকে ঢাকা দেবার এবং পুরাতন খাতা পত্র মিথ্যা তথ্য দিয়ে ঢেলে সাজবার এক বেপরোয়া পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় বলে প্রকাশ।

ডি, এম, ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ

সম্প্রতি সদর হাসপাতালের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তথা ডি, এম ও ডাঃ পি, কে, চ্যাটার্জ্জী ২৭।৫।৬৯ এক দিনের ছুটি নিলে হাসপাতালের স্টোর কীপাররা পি, এম, ও, এইচ ডাঃ এন, পি, সামন্ত মহাশয়ের নিকট নাকি অভিযোগ করেন যে হাসপাতালের আরও বহু "তারিখ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া" ঔষধ সাহেব বাঁধের জলে ফেলে দিতে তথা নষ্ট করতে ডি, এম, ও নির্দেশ দিচ্ছেন। এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে ইন্সপেক্টার অফ একাউন্টস কর্তৃক অডিটের সময় তাঁকে হাসপাতালের ঔষধের স্টকের মাত্র কয়েকটি দফা ঔষধ দেখানো হয়েছিল, কিন্তু হাসপাতালের আরও প্রায় এক শত বিভিন্ন রকম ঔষধের স্টক খাতায় না তোলায় জন্য ইন্সপেক্টারের পক্ষে সেই সব ঔষধের স্টক অডিট করা সম্ভব হয়নি!

তাঁরা আরও অভিযোগ করেন যে ডি, এম, ও হাসপাতালের স্টোরের খাতা পত্রে নিজ হস্তে ঔষধের বিবরণ সমূহ ভর্ত্তি করছেন এবং ভর্ত্তির তারিখের দুই চারিদিন বাদে ঔষধগুলি খরচ হয়ে গেছে বলে মিথ্যা তথ্য লিপিবদ্ধ করছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে বর্ত্তমান স্টোর কীপারদের পুরাতন খাতায় ভূয়া তথ্য লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য করছেন।

আরও প্রকাশ যে কিছুকাল পূর্ব্বে পি, এম, ও, এইচ হাসপাতালের ষ্টোর "সহসা পরিদর্শনে" (surprise visit) যান এবং ষ্টকের ও হিসাবের বহুবিধ গরমিল দেখে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁর রিপোর্ট "স্পেশ্যাল অডিটের" জন্য বিশেষ সুপারিশ করেন এবং পি, এম, ও, এইচের রিপোর্টের ভিত্তিতে আগামী ১১ই জুন থেকে উপরোক্ত স্পেশ্যাল অডিট সুরু হবার তারিখ নাকি ধার্য্য হয়।

ডি, এম, ওর, দক্ষযজ্ঞ !

বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ, গত ৩১শে মে তারিখে বেলা প্রায় ৩-৩০ ঘটিকার সময় ডি এম, ও হাসপাতালের মেন ষ্টোরে উপস্থিত হয়ে তারিখ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া ঔষধগুলি ভেঙ্গে নষ্ট করে দেবার জন্য ষ্টোর কীপারকে আদেশ দেন। কিন্তু ষ্টোর কীপার ঐ "অন্যায় আদেশ" পালনে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলে ডি, এম, ও স্বয়ং নাকি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তিনি ষ্টোরের বহু মূল্যবান ঔষধ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে, আছড়িয়ে, তুবড়িয়ে, কামড়িয়ে, ছিঁড়ে একেবারে দক্ষযজ্ঞ সুরু করেন। পিটোসীন, হাইড্রো-কোটিসন, ষ্টেক লাইন (ইঞ্জেকশন) প্রভৃতি মূল্যবান ঔষধগুলিও ডি, এম, ওর বজ্র-মুষ্টিতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয় এবং সমগ্র হাসপাতাল প্রাঙ্গণ ঔষধ ভাঙ্গার শব্দে মুখর হয়ে ওঠে। হাসপাতালের বহু কর্মচারী এই ঘটনার নীরব দর্শক হন।

ডি, এম, ওর এই নাশকতামূলক (!) কার্যে আতঙ্কিত হয়ে ষ্টোর কীপার পি, এম, ও, এইচ এর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন কিন্তু বার্থ হয়ে টেলিফোন যোগে সমস্ত ঘটনা পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে সাড়ে তিন ঘটিকার পর জানান।

ইতিমধ্যে হাসপাতালের এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ পেয়ে লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ ডেপুটী কমিশনারের সহিত যোগাযোগ করেন এবং অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু পি, এম, ও, এইচের অনুপস্থিতিতে এই ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে ডেপুটী কমিশনার ইতস্ততঃ করেন এবং ভিজিল্যান্স অথবা ডি. আই. বিকে অনুসন্ধানের নির্দ্দেশ দেবার প্রস্তাব করেন।

তিন ঘণ্টাধিক কাল ডি. এম. ওর এই ধ্বংসমূলক কার্য্য চলার পর প্রায় সওয়া ছয়টার সময় ডি. আই. বি ইন্সপেক্টার কয়েকজন সাদা পোষাকের কনষ্টেবল সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে আসেন এবং বাহির থেকে ডি. এম. ওর কার্য্যকলাপ দেখে তিনি কনষ্টেবলদের ঘটনাস্থলে রেখে চলে যান।

এইভাবে পুলিশের যাতায়াত সুরু হতে দেখে ডি. এম. ওর আত্মীয় স্বজনেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং ডি-এম-ওকে তাঁর কোয়ার্টার্স ডেকে নিয়ে যান। এদিকে হাসপাতালের ষ্টোর্স খোলা পড়ে থাকে।

ডি. এম. ও "হঠাৎ" অসুস্থ

রাত্রি প্রায় ৮-০০ ঘটিকার সময় পি. এম. ও. এইচ সদর হাসপাতালে এসে সমস্ত বিষয় অবগত হন। সেই দিনকার ডি. এম. ওর কার্য্যকলাপ সম্পর্কে একটি লিখিত অভিযোগ ষ্টোর কীপাররা পি. এম. ও. এইচের নিকট দাখিল করেন এবং ঐ অভিযোগ পত্রে ঘটনার সাক্ষীদেরও নাম দেওয়া হয়। ষ্টোর কীপারদের লিখিত অভিযোগপত্রটি পি. এম. ও. এইচ টাউন থানায় ঘটনার ডায়েরী হিসাবে পাঠান।

অতঃপর পি. এম. ও. এইচ টেলিফোন করে ডি. এম. ওকে অবিলম্বে তাঁর চেম্বারে আসার জন্য অনুরোধ করেন কিন্তু তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা জানান যে "ডি. এম. ও হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন" সুতরাং তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না। ডি. এম. ওর "গুরুতর অসুখের সংবাদ পেয়ে পি. এম. ও. এইচ হাসপাতালের দুইজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে ডি. এম. ওর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য পাঠান। তাঁহারা ডি. এম. ওকে পরীক্ষা করে পি. এম. ও. এইচকে নাকি রিপোর্ট দেন যে ডি. এম. ওর কোনরূপ অসুখের লক্ষণ তাঁরা দেখতে পান নি—তবে তিনি পেট বেদনার কথা জানিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট পেয়ে পি. এম. ও. এইচ পুনরায় ডি. এম. ওকে টেলিফোন করেন এবং ঘটনার গুরুত্ব ও তার অবাঞ্ছিত পরিণামের কথা স্মরণ করিয়ে অফিসে আসার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান। কিন্তু অসুস্থতার অজুহাতে ডি, এম, ও অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন অবশ্য পরদিন (১।৬।৬৯) সকালে ডি-এম-ও যথারীতি ডিউটীতে যোগ দেন।

পুলিশের আবির্ভাব

রাত্রি প্রায় ৩-০০ ঘটিকায় সময় অর্থাৎ এস, পি, কে ঘটনা জানানোর ঠিক ১২ ঘণ্টা পরে টাউন থানার পুলিশ সদর হাসপাতালে আসেন এবং মেনষ্টোরে ওষুধের ভগ্নাবশেষগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখতে পান। ভোর প্রায় ৪টার সময় পুলিশ মেন ষ্টোর ও অন্য দুটি ষ্টোর তালা বন্ধ করে সীল করে দেয় এবং সংশ্লিষ্ট খাতাপত্র আটক করে। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

নূতন ডায়েট স্কেল !

সদর হাসপাতালে কোনও নির্দ্ধারিত ডায়েট স্কেল না থাকার অভিযোগ প্রকাশিত হবার পর ডি. এম. ও নাকি ৩।৫।৬৯ তারিখে প্রস্তুত (!) ডায়েট স্কেলটি পি-এম-ও-এইচের মঞ্জুরীর জন্য ২৪।৫।৫৯ তারিখে পাঠিয়েছেন।

আরও প্রকাশ যে কিছুদিন পূর্ব্বে কাঁকর মিশ্রিত বোগড়া চাল "মনুষ্যের খাদ্যের অযোগ্য" বলে ডাক্তারেরা সার্টিফিকেট দিলেও সে সম্বন্ধে ডি, এম, ও কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। আরও অভিযোগ যে হাসপাতালের রন্ধন ঘরে প্রস্তুত ভাল ভাল খাদ্য কোনও কোনও ডাক্তারের কোয়ার্টারে নিয়মিত সরবরাহ হয়ে থাকে। হাসপাতালে বড় মাছ সরবরাহের দিন ডি, এম, ও নিজে সেটা তত্ত্বাবধান করে থাকেন।

অর্থ আত্মসাতের প্রশ্রয় !

প্রকাশ, পূর্ব্বেকার অডিটে তদানীন্তন ষ্টোর কীপার শ্রীরতন মল্লিকের বিরুদ্ধে হাসপাতালের ৩০০০৲ টাকা ভাঙ্গতির অভিযোগ করেন এবং ঐ অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের এ্যাকাউন্ট্যাণ্ট জেনারেল ঐ অর্থ শ্রীরতন মল্লিকের নিকট থেকে আদায়ের জন্য ডি, এম, ওকে নির্দেশ দেন। প্রকাশ, ডি, এম, ও তাঁর উত্তরে একাউন্ট্যাণ্ট জেনারেলকে নাকি সরাসরি জানান যে উক্ত শ্রীরতন মল্লিক চাকুরী ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়ায় ঐ টাকা আদায়ের সম্ভাবনা নেই—সুতরাং ঐ টাকা মকুব করার আদেশ দেওয়া হোক। (এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে সদর হাসপাতালের ষ্টোর কীপার শ্রীরতন মল্লিক সম্প্রতি অন্যত্র বদলী হয়ে গেছেন)। ডি. এম, ওর পত্রের সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য একাউন্ট্যাণ্ট জেনারেল ঐ সম্পর্কে পি. এম. ও. এইচের অভিমত জানতে চাইলে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

হাসপাতালে প্রাইভেট রোগী ভর্ত্তি

আর একটি বিশেষ অভিযোগ যে অন্য ডাক্তারদের ডিউটীর সময় ডি. এম. ও. "এমার্জ্জেন্ট কেস" নয় তাঁর এরূপ প্রাইভেট রোগীদের হাসপাতালে ভর্ত্তি করে থাকেন এরূপ বহু দৃষ্টান্ত নাকি আছে—নিম্নে মাত্র কয়েকটি দেওয়া গেল অনুসন্ধানের জন্য :—

ভর্ত্তির তারিখ	টীকেট নং	রোগীর নাম
২।১।৬৯	৩৯৯	রুমা সহিস
৮।২।৬৯	৬৯৬	শুকলাল কুণ্ডু
৩।৩।৬৯	৭৫৫	হরিপদ মাল্লিক

——০——

Regd No. C—4290
Phone No.—175 মুক্তি C. R. No—R. N. 2539/57

পুরুলিয়া পলিটেকনিক

পুরুলিয়া

১৯৬৯—৭০ সালে প্রথম বর্ষে সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে ৩ বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্ত্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন অধ্যক্ষ কর্তৃক **২৫শে জুন, ১৯৬৯** পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে (ডাকযোগে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত)

কাজের দিনগুলিতে বেলা ৯টা হইতে ১২টার মধ্যে নগদ ৭৫ পয়সা আদায় দিলে অথবা নিজ নাম ঠিকানা লেখা, ০·৩৫ পয়সার ডাকটিকিট লাগানো খাম (৯" × ৪" অপেক্ষা কম নহে) সহ পুরুলিয়া পলিটেক্‌নিকের অধ্যক্ষকে প্রদেয় ০·৭৫ পয়সার ক্রসড্‌ পোস্টাল অর্ডার পাঠাইলে ডাকযোগে এই অফিস হইতে **৯ই মে ১৯৬৯** তারিখ হইতে আবেদনের ফরম সহ প্রসপেক্টাস পাওয়া যাইবে।

যে সকল ছাত্র S. F., H. S. অথবা সমতুল পরীক্ষা পাশ করিয়াছে অথবা ১৯৬৯ সালে পরীক্ষা দিয়াছে (অবশ্যই পাশ করিতে হইবে) এবং ১৯৬৯ সালের ১ লা জানুয়ারী যাহাদের বয়স ১৫ হইতে ২০ বৎসর (তপশীলী ও আদিবাসীদের ক্ষেত্রে উর্দ্ধতন বয়ঃসীমা ২৩ বৎসর পর্য্যন্ত) তাহারাও দরখাস্ত করিতে পারে। H. S. (Technical Branch) ভিন্ন ছাত্রদের অবশ্যই Elective Mathematics-এ পাশ থাকা চাই, নির্ধারিত ফরমে প্রত্যায়িত ফটো, এড্‌মিট কার্ড, মার্কসীট এবং সার্টিফিকেট সহ এবং রেজিষ্ট্রেশন ফি বাবদ ২৲ টাকা ক্রসড্‌ পোস্টাল অর্ডার (ফেরৎযোগ্য নহে) দরখাস্তকারীকে পাঠাইতে হইবে।

(স্বাঃ) এস, কে, সেন
প্রিন্সিপাল

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্‌
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্‌
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
২১শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬—৯ই জুন ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

সদর হাসপাতালের মেন স্টোর সংক্রান্ত বিষয়ের তদন্ত

ভাঙ্গা-চোরা অবস্থায় বহু মূল্যবান ঔষধ উদ্ধার

সদর হাসপাতালের ষ্টোর রুমে ডি, এম, ও কর্তৃক সরকারী ঔষধপত্র নষ্ট করার অভিযোগের তদন্ত সুরু হয়েছে। গত ৫।৬।৬৯ তারিখে ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীটি, এন, গাঙ্গুলী মহাশয়ের তদারকে হাসপাতাল ষ্টোর রুমে পুলিশী তদন্ত আরম্ভ হয়। প্রথম দিন যে সমস্ত জিনিষ ডি, এম, ও সাহেব নিজ হস্তে ভাঙ্গিয়াছিলেন বলিয়া অভিযোগ করা হয়, তাহার একটি পূর্ণ বিবরণ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী টি, এন, গাঙ্গুলীর সামনে Seizer list তৈয়ারী করা হয়। পিটোসিন, ষ্টেক লাইন, হাইড্রো-কোর্টিসন লিভার এক্সট্রাক্ট ইত্যাদি প্রচুর ঔষধের ভাঙ্গা শিশি, লেবেল ছেঁড়া ও কার্টন ছেঁড়া অবস্থায় পাওয়া যায় এবং অনেক কার্টন ছিঁড়িয়া ভাঙ্গা হয় নাই এমতাবস্থায় অনেক ঔষধ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে অনেক ঔষধ যাহাদের তারিখ উত্তীর্ণ হয় নাই—সেই রকম ঔষধ ভাঙ্গা অবস্থায় ও কার্টন ছেঁড়া অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার তালিকা তৈয়ারী করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় দিনের (৬-৬-৬৯) তদন্তকালে অনেক date expiry করা ঔষধ পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার একটি পূর্ণ তালিকা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীটি, এন, গাঙ্গুলী মহাশয় তৈয়ারী করাইয়াছেন। যেমন, ভিটামিন B. Complex injection, Steclin injection, Pitocine injection এইরূপ প্রায় ১০০ items-এর তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। উল্লেখ্য বিষয় যে এই সমস্ত ঔষধ ইন্সপেক্টার অফ এ্যাকাউন্টস-এর তদন্তকালে যাহাতে ধরা না পড়ে সেইজন্য সম্ভবতঃ লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম দিনের "সিজার লিষ্ট" এর বিষয়ে যিনি অভিযোগ-কারী তাঁহাকে কোন কপি সরবরাহ না করিয়া পুলিশ কর্তৃক একমাত্র ডি, এম, ও সাহেবকে কপি দেওয়া হইয়াছে।

এমন কি যিনি জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিক সেই সি, এম, ও সাহেবকেও এর কোন কপি দেওয়া হয় নাই। যে পুলিশ অফিসার তদন্ত করিতেছেন তাঁহার কাছে স্টোর কীপার কেন কপি পাইবে না এই আপত্তি জানাইলেও প্রথম দিনের তাহাকে কোন কপি দেওয়া হয় নাই। আরও প্রকাশ যে পুলিশ অফিসার যিনি তদন্ত করিতেছেন তিনি যে সমস্ত ঔষধ ডি, এম ও সাহেব নিজ হাতে ভাঙ্গিয়াছিলেন বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা যে বাক্সে রাখা হয় সেই ১৮৬টি এ্যামপুলের তালিকা প্রস্তুত না করিয়াই seize করিয়াছিলেন তাহা সীল করিতে প্রথমে রাজী হন নাই। পরে অভিযোগকারী স্টোর কীপারের বার বার আপত্তিতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশে উহা সীল করা হয়।

আরও প্রকাশ যে উক্ত ঘটনার সাক্ষীদিগকে ডি, এম, ও সাহেব ও তাঁহার লোকজন নানা রূপ ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন। এবং ইহাও প্রচার করা হইতেছে যে সামান্য বেতন ভোগী ষ্টোর কীপারকে দায়ী করিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে। কিন্তু উল্লেখ্য যে, যে সমস্ত date expired ঔষধপত্র ডি, এম, ও সাহেব ভাঙ্গিয়াছিলেন তাহার কার্য্যকাল এই ষ্টোর কীপার ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জয়েন করিবার পূর্ব্বেই উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অতএব ইহাই অনুমান হয় যে ঐ সমস্ত ঘটনা পুরাতন ষ্টোর কীপারকে বাঁচাইবারই প্রচেষ্টা মাত্র।

—•—

পাঞ্চেৎ জলাধারে দুর্ঘটনায়
ছয় জন ছাত্রের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত কমিটি

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পাঞ্চেৎ জলাধারের নিকটস্থ লেকের (বিহার) জলে ডুবে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ছয়জন ছাত্রের শোচনীয় মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি বেসরকারী তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটির সদস্য হলেন—শ্রীসমরেন্দ্র নাথ ওঝা এম-এল-এ ; মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনের প্রধান শিক্ষক শ্রীনিতাই গাঙ্গুলী ও পুরুলিয়ার এ্যাডভোকেট শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায়।

উপরোক্ত তদন্ত কমিটির তদন্তের বিষয় হোল—ছাত্রদের নিরাপত্তার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলেন কিনা ; অথবা শোচনীয় দুর্ঘটনার পিছনে উক্ত কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থার দিক থেকে কোথাও শৈথিল্য ছিল কিনা ; এই দুর্ঘটনার জন্য বিদ্যাপীঠের পরিচালক পরিষদ দায়ী কিনা ; এবং এই ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য ডি, ভি, সি, ও বিদ্যাপীঠ কর্তৃপক্ষ কি কি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন—সেই সব বিষয় সম্পর্কে তদন্ত করে কমিটি তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করবেন।

এই তদন্ত কমিটির কাজ ইতিমধ্যে সুরু হয়েছে এবং পুরুলিয়া মুক্তি প্রেসের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে। এই ঘটনা সম্পর্কে কোনও কিছু তথ্যাদি জানাতে হলে আগামী ১৫ই জুনের মধ্যে তদন্ত কমিটিকে জানাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হচ্ছে।

——০——

সম্পাদকীয়—

সমাজের শত্রু

আর্ত্ত মানবের সেবার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য যাঁদের উপর ন্যস্ত—তাঁদের মধ্যেই বিশেষ দায়িত্ব সম্পন্ন কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠি কেবল কর্ত্তব্যের অবহেলাই নয়—"দেশের দুর্দশা" নিয়ে ব্যবসায় ফেঁদে বসেন—তবে সেই জঘন্য কাজের কেবলমাত্র নিন্দা এবং বিকৃত মনোবৃত্তির শুধুমাত্র ধিক্কারই যথেষ্ট নয়। সমাজের সেই শত্রুদের সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে তুলতে হবে, সমাজ দেহ থেকে তাদের সমূলে উৎপাটিত করে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।

হাসপাতাল আর্ত্ত ও পীড়িত মানুষের সেবার স্থান। আর্ত্ত ও পীড়িতদের মধ্যে যারা একান্তই দুঃস্থ ও অসহায় প্রধানতঃ তারাই হাসপাতালের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে অথবা অবস্থাচক্রে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সুতরাং আর্ত্ত, পীড়িত ও অসহায় মানুষের নিদারুণ দুঃখ ও গ্লানির দিনে সেবা ও শুশ্রূষায় তাদের সুস্থ ও নিরাময় করে তোলা—দেহে ও মনে শান্তির প্রলেপে তাদের অন্ধকারময় জীবনে আলোর সন্ধান দেওয়া, এই সব হাসপাতাল তথা আরোগ্য নিকেতনের মূল লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু সমগ্র ভারতে কিম্বা পশ্চিমবঙ্গে সেরূপ একটিও আরোগ্য নিকেতন আছে কিনা সন্দেহ—অন্ততঃ সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এরূপ প্রতিষ্ঠান সমগ্র ভূভারতে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেই সরকারী হাসপাতালগুলির চিত্র একান্ত ভয়াবহ। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল কয়েকটি বিষয়ে অর্থাৎ জনস্বার্থের প্রতি বিরোধিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার কাজে নারা পশ্চিম বাংলার শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে। সদর হাসপাতালের যে সব গুরুতর ত্রুটি ও দুর্নীতির তথ্যাদি এই পর্যন্ত উদ্ঘাটিত হয়েছে তা কেবলমাত্র আংশিক। নিরপেক্ষ তদন্ত ও ব্যাপক অনুসন্ধান কার্য্য চালালে আরও বহু গুরুতর ত্রুটি বিচ্যুতি, অনাচার ও দুর্নীতির প্রকাশ পাবে, তবে সত্যানুসন্ধানের দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের এই দুর্নীতির অভিযান যেমন সুপরিকল্পিত, তেমনি এই দুর্নীতির জাল বহুদূর বিস্তৃত। প্রশাসনের উপর মহলে এই দুর্নীতিকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দানের মত "দায়িত্বশীল ও কর্ত্তব্য জ্ঞান সম্পন্ন" দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তার যেমন অভাব নাই—তেমনি স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থায়ও প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি প্রদর্শন ও ন্যায় বিচারের নামে সত্যকে গোপন করবার সুযোগ দানের চেষ্টারও অভাব নাই। কেবল প্রশাসনের ক্ষেত্রেই নয় সমাজ সেবা বা দেশ সেবাকে যাঁরা জীবনের নেশা ও পেশা করেছেন এরূপ সমাজসেবীদের মধ্যেও ঐ দুর্নীতির সমর্থনে প্রকাশ্য অভিযান চালাবার মত লোকেরও অভাব নেই। এটা আমাদের চরম লজ্জা ও পরম গ্লানির বিষয়।

পচনগ্রস্ত সমাজ দেহের অন্যান্য অঙ্গের মতই সরকারী হাসপাতালগুলিও জটিল ব্যাধিগ্রস্ত। সুতরাং পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের প্রশ্নটি একটি বিশেষ সমস্যা না হলেও সমস্যাটি যে অতি উৎকট ও ভয়াবহ তা নিঃসন্দেহ। জনস্বার্থে খাতিরে সমাজ শত্রুদের হাত থেকে এই সকল সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে উদ্ধার করা ও রক্ষা করা প্রত্যেক সুস্থ নাগরিকের কর্তব্য। আর এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে জনমতকে সুসংবদ্ধ করতে হবে এবং সত্য উদ্ঘাটনের জন্য যে কোনও তদন্ত ব্যবস্থাকে নিরপেক্ষ ও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সদর হাসপাতালের আবর্জনার স্তূপ পরিষ্কারের কাজ সুরু হোক।

অ, চ,

——•——

অবস্থান ধর্ম্মঘট

ঝালদা বঙ্গশালা কুষ্ঠির শ্রমিকগণ কুষ্ঠির গেটের সামনে অবস্থান ধর্ম্মঘট করিয়াছেন—আজ প্রায় ২৬ দিন হইল ধর্ম্মঘট করিয়াছেন। শ্রমিকগণ মিছিল করিয়া ঝালদা রাস্তা দিয়া পরিভ্রমণ করেন। তাঁহাদের স্লোগান "অটো মেশান বন্ধ কর" "শ্রমিক দিকে বাঁচাও", তাহাদের প্রধান দাবী অটো মেশান বন্ধ করা এবং শ্রমিকগণকে কাজ দেওয়া।

পুরুলিয়ায় শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ

জেলার উন্নয়নের অংশরূপে বিবেচিত হওয়া উচিত

পুরুলিয়া জেলায় একটিমাত্র বি. টি. কলেজ আছে। কিন্তু কলেজটি কেবল মহিলাদের জন্য হওয়ায় জেলার পুরুষ শিক্ষকেরা এই কলেজের কোন সহায়তাই পাচ্ছেন না। অপর পক্ষে এই জেলায় সর্বস্তরের বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০টির বেশী নয়। সুতরাং জেলার শিক্ষিকাদের তুলনায় বাইরের শিক্ষিকার সংখ্যাই বি. টি. কলেজে স্বাভাবিক কারণেই অনেক বেশী।

এর থেকেই বোঝা যায় যে বি. টি. কলেজটি এই জেলায় থাকলেও কার্যাক্ষেত্রে এই জেলায় কোন কাজে কলেজটি লাগছে না। বর্তমানে আমাদের জেলায় মাধ্যমিক স্তরে স্নাতকোত্তর শিক্ষকের সংখ্যা ২ হাজারেরও বেশী। তার মধ্যে মাত্র ১০।১২ জন শিক্ষিকা এই বি. টি. কলেজে ট্রেনিঙের সুযোগ পান। এটাকে অবশ্যই পুরুলিয়া জেলার বি. টি. কলেজ বলা যায় না।

কলেজটির মোট আসন সংখ্যা ২০০। কিন্তু ছাত্রী ভর্তি হয় বড় জোর ৫০টি বাকি ১৫০টি আসন খালি থাকলেও জেলার পুরুষ শিক্ষকদের কোন অধিকার নেই ঐ খালি জায়গায় বসবার।

আমরা মনে করি, কলেজটিতে অবিলম্বে সহশিক্ষার প্রবর্ত্তন হওয়া দরকার। জেলার বিপুল সংখ্যক শিক্ষককে বঞ্চিত করে মাত্র ৫০টি শিক্ষিকার জন্য কলেজটিকে সংরক্ষিত করার কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি নেই। শিক্ষিকাদের সঙ্গে সঙ্গে জেলার শিক্ষকেরাও যাতে এই প্রতিষ্ঠানের সুযোগ লাভ করতে পারেন এবং কলেজটি যাতে যথার্থই এই জেলার নিজস্ব হয়ে উঠতে পারে তার জন্য সরকারকে, বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকেই সচেষ্ট হতে হবে।

এই প্রচেষ্টায় সাময়িক অসুবিধা কিছু কিছু দেখা দেবে জানি। কিন্তু শুভ প্রচেষ্টায় সর্ব্বস্তরের সহযোগিতার শক্তির কাছে তা কিছুই নয়; এও আমরা জানি। সুতরাং শুভায় ভবতু!

—·—

নবরাত্রিব্যাপী হরিনাম সংকীর্ত্তন

বর্ত্তমান বৎসরের চক্ বাজার হরিবোল কমিটীর কর্ম্মকর্ত্তা

সভাপতি—শ্রীগোবিন্দরাম সিংহানীয়া
সহ সভাপতি—শ্রীশরৎ চন্দ্র সেন
শ্রীসুবল চন্দ্র পাল
যুগ্ম সম্পাদক—শ্রীবৃন্দাবন নন্দী
শ্রীত্রিভঙ্গ দরিপা
কোষাধ্যক্ষ—শ্রীগণেশ চন্দ্র চন্দ্র
ম্যানেজার—শ্রীতিনকড়ি চৌধুরী
মঞ্চ তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীবদরী দাস খেড়িয়া
শ্রীসুধীর চন্দ্র নাগ
শ্রীনিমাই চরণ দত্ত
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত
মঞ্চ সাজসজ্জা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত (হাবু)
শ্রীপ্রহ্লাদ দত্ত (লচ)

আগামী ৫ঠা আষাঢ় সন ১৩৭৬ সাল শুভ গন্ধাধিবাস ও ১৩ই আষাঢ় জাগরণ ও ১৪ই আষাঢ় রবিবার ধুলট উৎসব।

—·—

যুক্ত আন্দোলন কমিটীর আন্দোলন

গত ১৯শে সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রতীক ধর্ম্মঘট সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের দমনমূলক ও প্রতিহিংসাসূচক নীতির প্রতিবাদে পুরুলিয়ার যুক্ত আন্দোলন কমিটীর আন্দোলনের প্রথম পর্য্যায় গত ৪ঠা জুন শেষ হয়েছে। ঋষি নিবারণ পার্কে অনুষ্ঠিত জনসভায় শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রী কে, জি. বসু এম. এল, এ প্রধান বক্তা ছিলেন। শ্রী বসু তাঁহার বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কঠোর সমালোচনা করেন এবং স্থানীয় পোষ্ট অফিসের দুইজন বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীদুলাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমদন মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাসপেণ্ড করার মূল চক্রান্তকে উদ্ঘাটিত করেন। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়—

(ক) শ্রী ভট্টাচার্য্য ও শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাসপেন্‌সন্ অর্ডার অবিলম্বে প্রত্যাহার;

(খ) ধর্ম্মঘট সম্পর্কের আরোপিত সকল বিধিনিষেধ প্রত্যাহার;

(গ) ইউনিয়নের সক্রিয় কর্ম্মীদের স্বৈরাচারমূলক বদলীর আদেশ প্রত্যাহার;

(ঘ) পুরুলিয়ার পোষ্টমাষ্টার মহাশয়কে অন্যত্র বদলী করা।

—·—

পুরুলিয়া জেলা ত্রাণ কমিটীর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

অন্যান্য স্তরে ত্রাণকমিটী গঠনের প্রস্তুতি

গত ৩০ শে মে তারিখে জেলা ত্রাণ কমিটির বৈঠকে জেলা শাসক শ্রী অরুণ কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিত্ব করেন।

কমিটী গঠনের নিয়মাবলী

ত্রাণ কমিটী গঠন সম্পর্কে গত ১৫।৪।৬৯ তারিখে যে সরকারী নির্দ্দেশ আসিয়াছে সভায় তাহা পঠিত হইলে শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ জানান যে উপরোক্ত নিয়মাবলীর আরও কিছু সংশোধন করা হইয়াছে এবং সংশোধনাবলী সম্বলিত পরবর্ত্তী সরকারী আদেশ শীঘ্রই পাঠানো হইতেছে। এই পরিস্থিতিতে পরবর্ত্তী সরকারী আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত মহকুমা স্তরে ত্রাণ কমিটী গঠনের কার্য্য স্থগিত রাখা হইল। ইতিমধ্যে স্থানীয় এম. এল. এ ও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের লইয়া ব্লক ত্রাণ কমিটীগুলি গঠন করিবার জন্য বি-ডি-ওদের নির্দ্দেশ দেওয়া হইল।

ত্রাণ মূলক কার্য্যাদি

এই জেলায় যে সকল রিলিফ স্কীমে কাজ চলিতেছে তাহার এক পূর্ণ তালিকা মহকুমা শাসক দেন এবং ঐ তালিকার প্রতিলিপি সকল সদস্যকে সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এই প্রসঙ্গে সদস্যগণ এক ব্লক হইতে অন্য ব্লকে রিলিফ স্কীমের সংখ্যার তারতম্য এবং খাদ্য শস্য সরবরাহে বৈষম্যের বিষয় অভিযোগ করেন। সভায় এইরূপ স্থির হয় সদর দপ্তর হইতে দায়িত্বশীল অফিসারেরা একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে সমস্ত ব্লকগুলি পরিদর্শন করিবেন এবং পূর্ব্বাহ্নে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের জানাইয়া দিবেন। জেলা শাসক ও মহকুমা শাসক আড়শা, জয়পুর ও ঝালদা ব্লক পরিদর্শনের ভার নেন।

সভায় ইহাও স্থির হয় যে আগামী ১০ই জুনের মধ্যে প্রত্যেক অঞ্চলে অন্ততঃ একটি স্কীম এবং আগামী ১৫ই জুনের মধ্যে দুটি স্কীম চালু করিতে হবে। এই স্কীমে বাঁধ নির্ম্মাণ বা পুষ্করিণী খননকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে এবং যে ক্ষেত্রে এরূপ কোনও স্কীম সম্ভব হইবে না সে ক্ষেত্রে টেস্ট রিলীফের মাধ্যমে রাস্তা নির্ম্মাণের কার্য্য গ্রহণ করা চলিতে পারে। যে সাতটি ব্লকে খুব কম সংখ্যক রিলিফ স্কীম চালু করা হইয়াছে—সেগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

জি: আর অথবা টেস্ট রিলিফ কার্য্যে "মাইলো" দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং কোন ব্লকে কি পরিমাণ মাইলো গচ্ছিত আছে তাহা জানাইবার জন্য বি-ডি-ওদের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

ডীলার সম্পর্কে

টেস্ট রিলিফ কার্য্যের ডীলার নিয়োগ সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত হয় যে রিলিফ কাজের ক্ষেত্র হইতে এম. আর ডীলারের দোকান বহু দূরে হইলে স্থানীয় কোনও যোগ্য ব্যক্তিকে টী-আর ডীলার নিয়োগ করা যাইতে পারে। সাব-ডিভিস্যানাল কণ্ট্রোলার (খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর) মহাশয়কে অনুরোধ করা হয় যে, যে সকল এম. আর ডীলার পূর্ব্বাহ্নে কোনও রূপ সংবাদ না দিয়া পদত্যাগ করিবে তাহাদের যেন অবাঞ্ছিত ব্যক্তির তালিকাভুক্ত করা হয় এবং ভবিষ্যতে কখনও এম. আর দোকান না দেওয়া হয়। তাঁহাকে আরও অনুরোধ করা হয় যে কোনও এম. এল. ও কোনও এম. আর ডীলার সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করিলে তাহার বিরুদ্ধে যেন কারণ দর্শাইবার নোটীশ জারী করা হয়। খারাপ বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্যশস্য সরবরাহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সাব ডিভিস্যানাল কণ্ট্রোলার মহাশয়কে অনুরোধ করা হয় যে নূতন কোনও মালের চালান আসার সঙ্গে সঙ্গে এবং খাদ্য কর্পোরেশনের গুদাম হইতে মাল সরবরাহ করার সময় তিনি যেন তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

খয়রাতী সাহায্য

জেলার ব্যাপক অঞ্চলে খাদ্য সঙ্কট ও দুর্গত অবস্থা বিরাজ করায় জন্য বেসরকারী সদস্যেরা সকলেই চাষের

কার্য্য সুরু না হওয়া পর্য্যন্ত মোট লোক সংখ্যার শতকরা ৫ ভাগ পর্য্যন্ত দুঃস্থ ব্যক্তিদের খয়রাতী সাহায্য দানের প্রস্তাব করেন। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে জেলার ৫ জন এম. এল. এ কলিকাতার মতাকরণে যাইয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এই জেলার খয়রাতী সাহায্য বৃদ্ধি, বলদ খরিদ ঋণ প্রভৃতি বাবদ অর্থ মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করবেন।

খাদ্য—

সাব ডিভিশ্যানাল কণ্ট্রোলার জেলার খাদ্য পরিস্থিতির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে ময়দার সরবরাহ সন্তোষজনক সুতরাং জেলার বেকারীগুলির ময়দার চাহিদা যতদূর সম্ভব পূরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

—·—

১৯৬৯-৭০ সালের টেষ্ট রিলীফ স্কীম

পুরুলিয়া ১নং ব্লক

স্কীমের নাম	অঞ্চল	আনুমানিক ব্যয়	খাদ্যশস্য অগ্রিম দাদন
১। ভাটগোড়িয়া বাঁধ	ডিয়ডিহা	৭৬৫৩৲	৬০০০ কে, জি
২। বিগশিলীর বন বাঁধ	ডুঁড়কু	৬৯৩৪৲	৬০০০ কে, জি
৩। সায়ালী গড়া	মানাড়া	৫৩৯০৲	৩০০০ কে, জি
৪। বেলকুঁড়ির কামার গড়া	সাগদা	৫৭৮৬৲	৬০০০ কে, জি
৫। ভূরসার নাপিত বাঁধ	মানাড়া	৯২২৪৲	৫০০০ কে, জি
৬। লাচু মাঝি বাঁধ	ভাণ্ডারপুয়াড়া	১০,৪৭৯৲	৬০০০ কে, জি
৭। পিচাশীর হরি বাঁধ	ভাণ্ডারপুয়াড়া	৫৬৮০৲	৬০০০ কে, জি
৮। ভালুমারার ধোবী বাঁধ	সোনাইজুড়ি	৯৩২১৲	৫০০০ কে, জি
৯। ডিলভিউ গ্রাউণ্ড	পুরুলিয়া, পৌর এলেকা	৩২৬৮৲	৩০০৲

পুরুলিয়া ২নং ব্লক—

স্কীমের নাম	অঞ্চল	আনুমানিক ব্যয়	খাদ্যশস্য অগ্রিম দাদন
১। সিং বাজার বড় বাঁধ	রাঘবপুর	১২৭১২৲	৪০০০ কে, জি
২। ছড়রার নূতন বাঁধ	ছড়রা	৯৩০৪৲	৪০০০ কে, জি
৩। কটরার নূতন বাঁধ	বেলমা	১১,০২৭৲	৪০০০ কে, জি
৪। ছাগলা গড়া		৫৮১২৲	২৫০০ কে, জি
৫। আনাইএর জোড় বাঁধ	জামবাদ	৬৭৪০৲	১০০০ কে, জি
৬। গোলামারার স্রোত বাঁধ	গোলামারা	১০,৮০৮৲	৩০০০ কে, জি
৭। আমজোড়ার কমলা বাঁধ	বেলমা	৭৫৪৩৲	১০০০ কে, জি
৮। সালের বাঁধ		১৫,৮৫৫৲	২৫০০ কে, জি

জয়পুর ব্লক

স্কীমের নাম	অঞ্চল	আনুমানিক ব্যয়	খাদ্যশস্য অগ্রিম দাদন
১। রাঁচী রোড-শ্রীরামপুর—	জয়পুর রাস্তা	৩৪১৯৲	৩০০০ কে, জি
২। শ্রীরামপুর-খয়েরটাঁড় রাস্তা		৯৯১৬৲	৩০০০ কে, জি
৩। দাড়িকুড়ি-একদুয়ার রাস্তা		১০,৮৭৩৲	৬০০০ কে, জি
৪। সাবরা বাঁধ		৫৭৫৫৲	৬০০০ কে, জি
৫। কামারসোল বাঁধ (কর্মাটাঁড়)		১২,৫১২৲	২৫০০ কে, জি
৬। বাবিনামো বাঁধ (কামার সোল)		৮০১৭৲	২৫০০ কে, জি
৭। তালমু-একদুয়ার বেসিক স্কুল রাস্তা		৭০১১৲	৩০০০ কে, জি

স্কীমের নাম	অঞ্চল	আনুমানিক ব্যয়	খাদ্যশস্য অগ্রিম দাদন
৮। জয়পুর-হাতীমুড়ী রাস্তা	জয়পুর	৮৩৭৭৲	৩০০০ কে, জি
৯। কাদীর বাঁধ		১০,২৭৮৲	৩০০০ কে, জি

মানবাজার ১ নং ব্লক

স্কীমের নাম	অঞ্চল	আনুমানিক ব্যয়	খাদ্যশস্য অগ্রিম দাদন
১। বাদলা গড়া	জিতুজুড়ী	৯৩৬৮৲	৬০০০ কে, জি
২। বারোঘুটুর বাঁধ		৬৪৯৭৲	২৫০০ কে, জি
৩। রামনগরের বাঁধ		১১,৯৯৬৲	২৫০০ কে, জি

মানবাজার ২নং ব্লক

স্কীমের নাম	অঞ্চল	আনুমানিক ব্যয়	খাদ্যশস্য অগ্রিম দাদন
১। পিটিদিরী জলাধার		৮৬২৭৲	৩৫০০ কে, জি
২। সাল বাঁধ		৯৫৩৩৲	৬১০০ কে, জি
৩। গোবিন্দ বাঁধ	(আঁকরো)	৭৭৬২৲	৯০০০ কে, জি

পুঞ্চা ব্লক

স্কীমের নাম	অঞ্চল	আনুমানিক ব্যয়	খাদ্যশস্য অগ্রিম দাদন
১। গুড়ার বাঁধ	(জামবাদ)	৫৬৯২৲	১৫০০ কে, জি
২। কর্ম্মু বাঁধ	(সোরাং)	১২,৪১৫৲	৩০০০ কে, জি
৩। পুঞ্চা বাঁধ		৭০৪০৲	৬০০০ কে, জি
৪। পরামানিক বাঁধ		৬০৫১৲	২০০০ কে, জি
৫। শিরীষ বাঁধ	(দান্দুড়ি)	৬৪৩৬৲	৪০০০ কে, জি
৬। চঁদডা বাঁধ		৫৬৯২৲	১৫০০ কে, জি

হুড়া ব্লক

স্কীমের নাম	অঞ্চল	আনুমানিক ব্যয়	খাদ্যশস্য অগ্রিম দাদন
১। বড়গ্রাম-বন কানালী রাস্তা		১৬,৮২২৲	৪৫০০ কে, জি
২। কমলা সায়র	(হুড়া)	৪০০০৲	৪০০০ কে, জি
৩। শিমুল গড়া বাঁধ	(লধুড়কা)	৬২২৯৲	২০০০ কে, জি
৪। বানর বাঁধ		২০,৫১৭৲	৭৫০০ কে, জি
৫। গুড়দা বাঁধ	(ভাগাবাঁধ)	১৯,৫২৭৲	৭০০০ কে, জি
৬। পুরাতন বাঁধ	(পিড়রা)	১৮,০১১৲	৩০০০ কে, জি
৭। ভকত বাঁধ	(হুড়া)	২৪০০৲	২৫০০ কে, জি
৮। জন বাঁধ	(লধুড়কা)	১৭,১৭৬৲	২৫০০ কে, জি
৯। গুড়ার বাঁধ	(ভাগাবাঁধ)	১০,৯০০৲	২০০০ কে, জি
১১। কপাটকাটা বাঁধ		৫২৪৭৲	৩০০০ কে, জি
১২। পুনাবাড়ী বাঁধ		১০,৪৪৮৲	২০০০ কে, জি

বরাবাজার ব্লক

স্কীমের নাম	অঞ্চল	আনুমানিক ব্যয়	খাদ্যশস্য অগ্রিম দাদন
১। কুমারী ঘাট-বামুনডি রাস্তা		১২,৪৮৭৲	৩১৫২ কে, জি
২। সাতসায়রডি-বনবীর রাস্তা		৪৫,০৫৩৲	৬২৫০ কে, জি
৩। পলমা থাম বাঁধ		১৪,৭৯৭৲	৪০০০ কে, জি
৪। বুরু মারু থাম বাঁধ		১২,৩৮১৲	৪০০০ কে, জি

বান্দোয়ান ব্লক—

স্কীমের নাম	অঞ্চল	আনুমানিক ব্যয়	খাদ্যশস্য অগ্রিম দাদন
১। বড় বাঁধ	(ভীতান)	৪৪২৭৲	৫৫০০ কে, জি
২। ভাগাবাঁধ	(গঞ্জমুখ)	২৭,১৭২৲	৭০০০ কে, জি
৩। মধুপুর-গঙ্গামাল্লা রাস্তা		২১,৮৪১৲	৬০০০ কে, জি
৪। ভীতান-সায়র রাস্তা		৫৪৭৬৲	৮০০০ কে, জি
৫। পুরাতন গড়্যা	(বড় পড়াশিয়া)	৭০৮৮৲	৩০০০ কে, জি
৬। কেঁদা পাড়া বাঁধ		৭০২০৲	৩০০০ কে, জি
৭। শিরীষ গড়া-কাল্লাবেড়া রাস্তা		১২,৩৪৪৲	৩০০০ কে, জি
৮। লতাবাঁধ-কুচিয়া রাস্তা		১৬,৩৮১৲	৫০০০ কে, জি

(ক্রমশঃ)

যুক্তফ্রন্ট রাজ্য কমিটির সম্পর্কে সংবাদ

আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করছেন যে, সুপার ক্যাবিনেট এখনো চলছে কি না। যুক্তফ্রন্টের রাজ্য কমিটির সাধারণে পরিচিত নাম—সুপার ক্যাবিনেট। এই জিজ্ঞাসার মূলে একটা উৎকণ্ঠা রয়েছে দেখলাম। তা এই যে, বিভিন্ন জায়গায় ফ্রন্টের বিভিন্ন-শরিক দলের প্রাথমিক স্তরের কর্মীদের মধ্যে যে দলাদলি চলছে—সেই দলাদলি কি যুক্তফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সংগঠন ঢিলে হয়ে গেছে বলেই ঘটছে? আমি তাঁদের বলেছি—আগের বারের মতই যুক্তফ্রন্টের রাজ্য কমিটির বৈঠক আলোচনা প্রভৃতি পুরোপুরি চলছে; বরং আরো বেশী এবং নিয়মিত ভাবে। প্রতি বুধবারে বৈঠক হবে—এই স্থায়ী সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রতি বুধবারে রাজ্য কমিটির বৈঠক হচ্ছে। তাছাড়া, বিভিন্ন মন্ত্রীদপ্তরের বিষয়গুলির ওপর নীতি নির্দ্ধারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন বিষয়েও বৈঠক হচ্ছে। এবং আমরাও ঐসব বৈঠকে নিয়মিত যোগদান করছি।

আমি দেখেছি যে, যুক্তফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সকলেই ঐসব প্রাথমিক স্তরে অনুষ্ঠিত দলাদলির জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়েছেন এবং এর আশু অবসান ও প্রতিকারের জন্য আন্তরিকতা প্রকাশ করেছেন ও সেই লক্ষ্যে বিশেষ চেষ্টা করছেন।

আমার মনে হল বিভিন্ন দলের মধ্যে এই ধারণা দেখা দিয়েছে যে, যুক্তফ্রন্টের হাতে শাসন থাকার জন্য ফ্রন্ট-বিরোধী বহু প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি ফ্রন্টের শরিক বিভিন্ন দলে ঢুকে পড়ছে—ব্যক্তিস্বার্থে এবং রাজনৈতিক মতলবে। প্রধানতঃ এই রকম স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরাই দলের মধ্যে থেকে দলীয় সংঘাত সৃষ্টি করছে—এবং তাদের স্বার্থের লড়াইএর ফলেই ফ্রন্ট নেতৃত্ব অমর্য্যাদার সম্মুখীন হচ্ছেন।

পরিস্থিতি দুঃখজনক হলেও, আশার কথা এই যে, ফ্রন্ট নেতৃত্ব মনে করেন যে, অচিরে এই অবস্থা ধারার রোধ করতে পারা যাবে। আমরা মনে করি যে, ফ্রন্টের দলগুলির মধ্যে পূর্ণ ঐক্য বজায় রাখতে হবে। যুক্তফ্রন্টের প্রত্যেক শরিক দলের জন্য তাঁদের নিজের নিজের দলের ক্ষেত্র তৈরী করতে একদিকে যেমন অবাধ সুযোগ থাকবে, —কেউ কাউকে বাধা দেবার কথা উঠবে না; তেমনি অপরদিকে প্রত্যেক দলকে বুঝতে হবে যে, পরিশ্রম, চেষ্টা, সততা এবং নিষ্ঠাপূত কর্ম্মের আদর্শ স্থাপনা দ্বারাই নিজের দলের প্রসার শক্তি এবং সম্মান বাড়বে। এর দ্বারা এবং ফ্রন্টের ঐক্য দ্বারাই ফ্রন্টের সম্মান, শক্তি ও প্রভাবের ক্ষেত্র আরো বেশী হবে।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

আসল নক্সালীদের স্বরূপ

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

আজকে সকলেই জেনে গেছেন যে যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শরিক সি, পি, এমের মধ্য থেকে একাংশ বেরিয়ে গিয়ে নক্সালপন্থী হয়েছেন এবং তারা ভায়াদি লড়াইয়ের প্রেরণায় সি, পি, এম ও যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন। শাসন থেকে বিতাড়িত কংগ্রেস এতে এক মস্ত সুযোগ পেয়েছে। যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে নানা উপদ্রব করার কাজে নক্সালপন্থীদের কংগ্রেস জোর সাহায্য দিয়ছে এবং দিচ্ছে— নির্ব্বাচনের আগে এবং পরে। যেখানে নক্সালপন্থী নেই—সেখানে কংগ্রেসকেই সরাসরি নক্সালী হতে হচ্ছে। আর সে কাজে তারা যেন ধরা না পড়ে—তার জন্য তারা উপদ্রব সমূহ করেই নানা কাহিনী তৈরী ক'রে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির কর্মীদের নক্সালপন্থী ব'লে চেঁচামেচি করছে। এই চেঁচামেচির কাজে তারা তাদের প্রচারপত্রগুলিকে লাগিয়েছে। এই প্রচারপত্র-গুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে—দৈনিক "জনসেবক"। জন-সেবকের এই ধারাবাহিক পরিকল্পিত অপপ্রচারের একটি নমুনা আমরা গত ১৯শে মে তারিখে মুক্তির ১৮শ সংখ্যায় দিয়েছি। ঐ লেখাটি উদ্ধৃত ক'রে আমি বলেছিলাম যে, জনসেবকে আমাদের বিরুদ্ধে যে সব কাহিনী প্রচার করছে আমি তার জবাব দোব। এই সংখ্যায় তার জবাব দিচ্ছি:—

জনসেবক তার সংবাদে "নিখোঁজ" কংগ্রেসীদের ওপর লোকসেবক সংঘের কর্মীদের দ্বারা কি রকম হামলা, মাছ লুঠ, জমি দখল প্রভৃতি হচ্ছে—তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছে।

সেই দুই ঘটনারই স্বরূপ কি দেখুন—

১ নম্বর হচ্ছে:—, বান্দোয়ানের বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী শ্রীসন্তোষ সেনের পুকুরের মাছ আমরা অর্থাৎ সংঘের কর্মীরা লুঠ করে নিয়েছি। আপনাদের মধ্যে যে কেউ বান্দোয়ানে গিয়ে সংবাদ নিন—দেখবেন—শ্রীসন্তোষ সেন বলে আদৌ কোন লোকের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নেই। থাকলে না হয় বোঝা যেতো যে তিনি কতবড় আদর্শবাদী নিখাঁদ কংগ্রেস কর্মী আর তাঁর কটা পুকুরে কত মাছ। এর সঙ্গে এ কথাও দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, এই শ্রীসন্তোষ সেনের অস্তিত্ব যদি নাই থেকে থাকে—তখানে অন্য কোন কংগ্রেসীর পুকুর থেকে মাছ লুঠের দায়ে সংঘের কোনো কর্মী জড়িত নন। একথা তখানকার কংগ্রেসীরাই সাক্ষ্য দেবেন।

জনসেবকের দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, "প্রকাশ্য দিবালোকে কংগ্রেসী ব্যবসাদারদের কাপড়ের গাঁট ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।" আপনারা সেখানে গিয়ে খবর নিন—দেখবেন প্রকাশ্য দিবালোকে কাপড়ের গাঁট ছিনিয়ে নেওয়ার এই ঘটনা একেবারেই আষাঢ়ে গল্প। আর একথাও বলতে পারি যে, দিবালোকেই হোক আর নিশাদ্ধকারেই হোক কোন সংঘকর্মী কাপড় লুঠের কোনো ব্যাপারের সঙ্গে আদৌ জড়িত ন নি। এ বিষয়ের জন্য তখানকার কংগ্রেসীদেরই সাক্ষী মানছি।

সুতরাং মূল কাহিনীই যখন একেবারে ভিত্তিহীন তখন তার আনুষঙ্গিক যে সব গল্প—অর্থাৎ পুলিস লোকসেবক সংঘের মুখ চেয়ে একেবারে নিষ্ক্রিয় ছিল—কংগ্রেসীদের রক্ষায় অগ্রসর হয়নি—ইত্যাদি, ইত্যাদি এই সব গল্পও যে একেবারে ওঁদের উর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্পনা—তা সহজেই অনুমেয়।

আমরা আমাদের জেলার যে কোন ব্যক্তিকে বা যে কোন কংগ্রেসীকে আহ্বান জানাচ্ছি যে, তাঁরা বান্দোয়ান গিয়ে দেখে এসে তাঁদের স্বাক্ষর সহ অভিযোগ আমাদের কাছে দাখিল করুন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত করব—তাঁদের উপস্থিতিতে। এবং আমরা বান্দোয়ানের কংগ্রেসীদের কাছে দাবী রাখছি যে, জনসেবকের প্রদত্ত ঘটনাগুলি সত্য একথা জানিয়ে নিজের স্বাক্ষর সহ যাঁরা

আমাদের কাছে চিঠি লিখতে চান—আমি তাদেরও আহ্বান করছি। স্বাক্ষরের কথা বলছি এইজন্য যে, তাঁদের দাবী অসত্য হলে তার জন্য তাঁরা দায়ী হবেন।

আমি বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পেয়েছি যে, জনসেবকের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অফিসারেরা বান্দোয়ানে সম্প্রতি একটি তদন্ত করেন। স্থানীয় কংগ্রেসীদের তাঁরা ডেকে অভিযোগ সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত জানতে চান। জনসেবক পত্রিকা কংগ্রেসীদের নিজেদের কাগজ হলেও, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ঐ ঘটনাগুলোকে বান্দোয়ানের কর্মীরা কোনোভাবে সমর্থন করা একেবারেই অসম্ভব মনে করেছিলেন; কারণ বাস্তব জীবনে এসব ঘটনা আদৌ ঘটে নি।

জনসেবকের এই সংখ্যাতেই আর একটি সংবাদ আছে। জনসেবকের বক্তব্য এই যে, আমাদের বিভূতিদা মন্ত্রী হিসাবে সিন্দরী চাষ রোডে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন—জমি এবং ধান যার বেশী আছে—আমরা তাদের সেই সব জমি ও ধান লুঠ করে নোব। আমি পুরুলিয়া জেলার এমন একজন লোককে দেখতে চাই যিনি ঐ মিটিংএ উপস্থিত হয়ে ঐ কথা শুনেছিলেন। আমি জানি যে কংগ্রেস বহু সময়ে ভাড়া ক'রে মিথ্যে বলার সাক্ষী জোগাড় ক'রে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে সে চেষ্টা করলেও—এখন নির্জলা হাস্যকর উদ্ভট অসম্ভব মিথ্যে বলার মত পুরুলিয়ার কোনো মানুষ তাদের সাক্ষী দেবার জন্য এগিয়ে আসবে না—আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি। কংগ্রেস একজনকেও হাজির করুক—এই আমার দাবী।

নিজেদের কুকর্মের দিক থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে দেবার—এবং তার সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট তথা লোকসেবক সংঘকে হেয় করার জন্য—এক ঢিলে দু পাখী বিনাশের যাঁরা কর্মধারা নিয়েছেন—তাঁদের পিছনে তাঁদের সহযোগিতায় দু চারজন বিক্ষুব্ধ পুলিস বা অন্য অফিসার রয়েছেন বলে আমি আমার এ সম্পর্কে প্রথম লেখায় বলেছি। কংগ্রেসীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কুকর্মগুলি প্রকাশের সময়ে প্রয়োজন বোধে ঐ সব পুলিস বা অন্য অফিসারের নাম প্রকাশ করব।

আর একটি কথা বলি। জনসেবকের যে বিশেষ প্রতিনিধি এই সংবাদগুলি পাঠিয়েছিলেন—তিনি যদি পুরুলিয়ার লোক হন—আমার দাবী—তিনি জনগণের কাছে নিজের নাম প্রকাশ করুন। জেলার জনগণকে নক্সালীদের হাত থেকে রক্ষার জন্য, সত্য উদ্ঘাটনে কংগ্রেসসেবীর দায়িত্ব পালন করতে তাঁর এগিয়ে আসা উচিত—আমি মনে করি। সংবাদ সরবরাহের নামে জনগণকে বিভ্রান্ত করা যদি তাঁর কাজ না হ'য়ে থাকে—তাহলে নিশ্চয়ই এগিয়ে আসতে সাহস করবেন—আমার বিশ্বাস।

কংগ্রেস বিরোধী শক্তিগুলিকে হেয় ক'রে, কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে,—এই যে কদর্য মিথ্যাচারের আশ্রয় কংগ্রেসীরা নিচ্ছেন—তাতে কংগ্রেস আরো হেয় হয়ে যাচ্ছে। আমার এই দৃঢ় বক্তব্যের প্রতিবাদ ক'রে এর জবাব দেবার জন্য কোনো দায়িত্বশীল কংগ্রেস নেতা বা কংগ্রেস কর্মী এগিয়ে আসবেন কি?

WANTED

For Santamoyee Girls' High School, Purulia a Science Graduate teacher strong in Physics and Mathematics to serve in a deputation vacancy. Pay and D. A. according to rules. Applications stating educational qualifications in details must reach the undersigned by 16.6.69.

S. Mukharjee
Secretary
Santamoyee Girls' High School
Purulia

বিজ্ঞপ্তি

বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের ১৩৭৬ সালের প্রবেশিকা, আদ্য, মধ্য ও অন্য পরীক্ষাদি আগামী ১৬ই জুনের পরিবর্তে আগামী ১৮ই আগষ্ট সুরু হবে। পরীক্ষার্থীরা আবেদন-পত্র ও শুল্কাদি ২০।৬।৬৯ (বিলম্ব শুল্ক সহ ৩০।৬।৬৯) তারিখের মধ্যে কেন্দ্রে জমা দেবেন। অনিবার্য্য কারণে ১৩৭৬ সালে মধ্যর নির্ব্বাচিত (Elective) গণিতের পরীক্ষা গৃহীত হবে না।

পুরুলিয়া।
৫-৬-৬৯

অশোক চৌধুরী
কেন্দ্রকর্ত্তা
পুরুলিয়া শাখা
বিশ্ব-ভারতী লোক শিক্ষা সংসদ

Office of the District School Board, Purulia.

Notice

Applications are invited for preparation of a panel for the post of teachers of Primary and Junior Basic Schools under District School Board, Purulia.

Minimum qualification required :— Must be S. F. passed under Board of Secondary Education, West Bengal or its equivalent with Teachers' Training diploma under any institution recognised by the Director of Public Instruction, West Bengal or its equivalent.

Age— Must not be below 18 years.

Candidates should apply to the undersigned on or before 7th July, 1969.

Applications must be in the candidate's own handwriting accompanied with attested copies of S.F. and Teachers' Training passed certificates.

Candidates who were empanelled by the Board previously but not yet appointed should also apply afresh.

S. M. Roy
District Inspector of Schools,
District School Board, Purulia.

We are pleased to Announce the Appointment of
M/s. BICHITRA
Ranchi Road—Purulia
for
Purulia as the Canvasser for
Godrej Steel Furniture for Home, Office Etc.
N. P. Vyas & Co.
Asansol

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে পুরুলিয়া রাঁচি রোডস্থ "বিচিত্রা" প্রতিষ্ঠানকে "গোদরেজ" কোম্পানীর ইস্পাত নির্মিত অফিস এবং গৃহের ব্যবহারোপযোগী আসবাব পত্রের পুরুলিয়া জেলার জন্য প্রচারক নিযুক্ত করিলাম।
এন, পি, ব্যাস এণ্ড কোং
আসানসোল।

ভারতী হোটেল
ও
রেষ্টুরেণ্ট
(অশোক ষ্টুডিওর সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।
স্বল্প খরচে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত আহারের ব্যবস্থা আছে।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

সুন্দর, ঝক্‌ঝকে ছাপাই,
সময় মত সরবরাহ
এবং
মনোমত বাঁধাইয়ের জন্য
মুক্তি প্রেস
চাইবাসা রোড, পুরুলিয়া।

Regd No. C—4290
Phone No.—175
মুক্তি
C. R. No—R. N. 2539/57

জগন্নাথ কিশোর কলেজ, পুরুলিয়া

(বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত গভর্ণমেণ্ট স্পন্সর্ড কো-এডুকেসন্ কলেজ)

প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় কলা ও বিজ্ঞান বি, এ, ও বি, এস্-সি ১৯৬৯-৭০ শিক্ষাবর্ষে ভর্ত্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। প্রস্পেকটাসের সহিত দরখাস্ত করিবার ফর্ম পাওয়া যাইবে। কলেজ অফিস হইতে ২৫ পয়সা মূল্যে অথবা মনিঅর্ডার যোগে ৪০ পয়সা পাঠাইলে প্রস্পেকটাস পাওয়া যাইবে। কলেজ অফিসে নির্দ্ধারিত ফর্মে দরখাস্ত জমা দেওয়ার সময় মার্কসীট, এডমিট কার্ড, পাসপোর্ট সাইজের ফটো (২ কপি) প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের সার্টিফিকেট (জগন্নাথ কিশোর কলেজের ছাত্রদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে), মাইগ্রেশান্ সার্টিফিকেট (প্রয়োজন হইলে) দাখিল করিতে হইবে। কোন কারণে পড়ার ব্যাঘাত ঘটিলে (Break of studies) তাহার নির্ভরযোগ্য কারণও দর্শাইতে হইবে। আসন সংখ্যা সীমাবদ্ধ। উচ্চ-মাধ্যমিক বা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে দরখাস্ত জমা না দিলে ভর্ত্তির আবেদন গ্রাহ্য হইবে না।

এই প্রসঙ্গে জানান যাইতেছে যে এই কলেজের বার্ষিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীগণকে বা এই কলেজ হইতে বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অকৃত কার্য্য ছাত্রছাত্রীগণকে নিজ নিজ পরীক্ষার ফল প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যেই ভর্ত্তির জন্য নির্দ্ধারিত ফর্মে দরখাস্ত করিতে হইবে। নতুবা ভর্ত্তির আবেদন অগ্রাহ্য হইতে পারে। এই কলেজ হইতে পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় কৃতকার্য্য ছাত্রছাত্রীদিগের ক্ষেত্রেও উহা প্রযোজ্য হইবে।

ইতিহাস, অঙ্ক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স সহ অধ্যয়নের ব্যবস্থা; সুসজ্জিত ল্যাবরেটরী, জল, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহের সুবন্দোবস্ত; অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী; অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা; দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনা বেতনে পড়ার বন্দোবস্ত। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক।

স্বাক্ষর—শ্রীজগন্নাথ মুখোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ—

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
২২শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১লা আষাঢ় ১৩৭৬—১৬ই জুন ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

দুর্গাপুর ঘটনার তদন্ত

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

দুর্গাপুরে সম্প্রতি (২রা জুন) এক গুরুতর ঘটনা সংঘটিত হয়। এ বিষয়ে তদন্তের জন্য যুক্তফ্রন্টের রাজ্য কমিটি ৪ঠা জুনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই তদন্তে যাঁরা থাকেন তাঁদের নাম—

শ্রীসুকুমার রায় (বাংলা কংগ্রেস), শ্রীগণেশ ঘোষ (সি, পি, আই-এম), শ্রীমাখন পাল (আর, এস, পি), শ্রীনীহার মুখার্জ্জী (এস, ইউ, সি) আর আমি। আমরা ৫ই জুন বেলা ১টার সময় দুর্গাপুর রওনা হই। পথিমধ্যে বর্দ্ধমান হাসপাতালে আহত গুলিবিদ্ধ ছাত্রদের দেখতে যাই। সেখানে কয়েকজন ছাত্রকে দেখে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসবার সময় নক্সালপন্থী কয়েকজন ছাত্র এবং তাঁদের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি আমাদের সামনে জমা হ'য়ে নানা রকম প্রশ্ন করতে থাকেন এবং যুক্তফ্রন্ট বিরোধী ধ্বনি দিতে থাকেন। আমরাও তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করি। ঘণ্টা খানেক বা ঘণ্টা দেড়েক এই ভাবে কথাবার্ত্তার পর তারা চলে যায়। সেদিন বর্দ্ধমানে ছাত্র পরিষদ থেকে হরতাল ডাকা হয়েছিল। এই ছাত্র পরিষদ কংগ্রেসের অনুগামী। এদের আহুত হরতালে নক্সালপন্থীরাও যুক্ত ছিল—মনে হয়েছে। আমরা বর্দ্ধমান থেকে দুর্গাপুর রওনা হয়ে খানিকটা যেতেই শহরের মধ্যে ছাত্র পরিষদের একদল ছাত্র আমাদের গাড়ী আটক করে। তারা বলে আজ হরতাল—কোন গাড়ী আজ আমরা চলতে দোব না। আমরা গাড়ী ছেড়ে ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধ'রে দুর্গাপুর চলে গেলাম। পরে খবর পেয়েছিলাম—ছেলেরা আমাদের মোটরের চাকার পাম্প খুলে দিয়েছিল।

আমরা দুর্গাপুর পৌছেই রাত্রি ৯॥ বা ১০টার সময় দুর্গাপুরের যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হই। ওঁরা সারাদিন আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। ওঁদের কাছে থেকে তথ্যাদি জানি। তার পরদিন আমরা সারাদিন ধ'রে বহু দল, পক্ষ, ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করি—

তাদের বিবৃতি গ্রহণ করি এবং দুর্গাপুর হাসপাতাল, দুর্গাপুর কলেজ যেখানে দুঃখজনক ভয়াবহ ঘটনা ঘটে —সেইসব স্থান-পরিদর্শন করি। আমরা ওখানকার শাসন কর্তৃপক্ষ, পুলিস কর্তৃপক্ষ, কলেজ কর্তৃপক্ষ, ছাত্রসমাজ, কলেজের কর্মচারী সমিতি, কোঅর্ডিনেশন কমিটির কর্মকর্তা ও বিভিন্ন আদৃত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমরা জানতে পারি যে হাসপাতালে প্রায় ২৫০শত এবং অন্যান্য ভাবে আরো শ'দেড়েক মোট ৪০০ ব্যক্তি আহত হন। তার মধ্যে ১৩ জন ছাত্র ও কলেজ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গুলি খেয়েছেন। আহত ৪০০ ব্যক্তির মধ্যে ৫জন পুলিস বিভাগীয় ছাড়া বাকি সকলেই কলেজের ছাত্র, কিছু অধ্যাপক ও কর্মচারী।

তদন্ত সমাপন ক'রে ৭ই জুন আমরা কলিকাতায় ফিরি। সেই দিনই রিপোর্ট প্রস্তুত করি। মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীকে পরদিন সমস্ত পরিস্থিতি বলা হয়। ১১ই জুন যুক্তফ্রন্ট রাজ্য কমিটির বৈঠকে আমাদের রিপোর্ট দাখিল করা হয়। কমিটি ঐ রিপোর্ট গ্রহণ ক'রে যে প্রস্তাব নেন তা এই :—

"যুক্তফ্রন্ট নিয়োজিত দুর্গাপুর তদন্ত কমিটি তদন্ত সমাপন করে যে রিপোর্ট উপস্থাপিত করেছেন—তা আজকের বৈঠকে যুক্তফ্রন্ট রাজ্য কমিটি বিবেচনা ক'রে তাঁদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করছেন। কমিটির অভিমত এই যে, ১লা জুন দুর্গাপুরে ছাত্র ও পুলিসের মধ্যে কয়েকটি খণ্ড বিরোধ সংগঠিত হয়। তার পরদিন একটি গুরুতর পুলিস আক্রমণের ঘটনা ঘটে। আমরা মনে করি প্রথম দিনের ঘটনাগুলি দ্বিতীয় দিনের পুলিস-বাহিনীর দ্বারা আর, ই, কলেজের ছাত্রদের ওপর ভয়াবহ আক্রমণ করার বা বেপরোয়া আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার একমাত্র কারণ হতে পারে না। দুর্গাপুরের স্থানীয় ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে বিক্ষুব্ধ কিছু পুলিসকে উত্তেজিত ক'রে—একটি গুরুতর পরিস্থিতি সংঘটিত করার কাজে বৃহত্তর রাজনৈতিক তথা প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে বলে আমাদের ধারণা হয়েছে।

এই সুপরিকল্পিত চক্রান্তের স্বরূপকে সমাক রূপ উদ্ঘাটিত করার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রতি সমাক সহযোগিতা দেবার প্রয়োজনীয়তা যুক্তফ্রন্ট অনুভব করছে। যুক্তফ্রন্টের সরকারের পক্ষ থেকে অবিলম্বে কতকগুলি জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য ফ্রন্টের তদন্ত কমিটি সরকারের কাছে সুপারিশ করেছেন। এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা দোষী ব্যক্তিদের উপযুক্ত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।—যাতে এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে—তজ্জন্য ফ্রন্ট রাজ্য কমিটি যুক্তফ্রন্ট সরকারকে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন।"

বাড়ী বিক্রয়

মুনসেফডাঙ্গায় তিন কাঠা জায়গার উপর একটি তৈয়ারী বাড়ী বিক্রয় আছে। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীঅশোক কুমার চ্যাটার্জী
ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট
পুরুলিয়া।

WANTED

One Intermediate or Graduate to serve in a deputation vacancy for Nandalal Junior High School, Farasini, Po. Lipania; Disc. Purulia. Pay according to G. A. Rules. Arply to the undersiged befo e the 28th instant.

Sri Janardan Mahato
Secretary

ভারতী হোটেল
ও
রেষ্টুরেণ্ট
(অশোক ষ্টুডিওর সংলগ্ন)

পুরুলিয়া।
স্বল্প খরচে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত আহারের ব্যবস্থা আছে।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

ভূমি বিক্রয়

নড়িহায় উদ্ধব চন্দ্র সিংহ ষ্টীটের নিকটে ২৪ ডেসিমেল জায়গা পাকা প্রাচীর দিয়া ঘেরা বিক্রয় করা হইবে। ডাঃ শ্রীঅমর শঙ্কর দে—কমলা ফার্মেসীতে অনুসন্ধান করুন।

সম্পাদকীয়—

তেলেঙ্গানা

অন্ধ্র প্রদেশের তেলেঙ্গানা অঞ্চলের জনসাধারণ পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্যের দাবীতে যে প্রবল আন্দোলন সুরু করেছেন—তা কংগ্রেস ও কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে চরম উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে যেমন বিভেদের উগ্র মনোভাব দেশের ঐক্য ও সংহতিকে বিপন্ন করে তুলেছে অন্যদিকে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃবর্গের পরিচালিত এই আন্দোলন ক্ষীয়মান কংগ্রেসেরও ঐক্য, সংহতি ও শৃঙ্খলাকেও চূড়ান্ত ভাবে বিপন্ন করে তুলছে। স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে বিফল হয়েছেন এবং এর পর দেউলীয়াগ্রস্ত কংগ্রেসের লৌহ মানব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চ্যবন শক্ত হাতে হাল ধরতে উদ্যোগী হয়েছেন।

ভারতবর্ষে কংগ্রেস শাসিত যে কয়টি রাজ্য আছে অন্ধ্র প্রদেশ তাদের অন্যতম। এই রাজ্যে এক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠন করে—কিন্তু কংগ্রেসেরই একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী রাজ্যের কংগ্রেস নেতৃত্ব ও কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে যে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন—তাতে অন্ধ্র প্রদেশে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট আসন্ন হয়ে পড়েছে এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান দ্বিধা-বিভক্ত হতে চলেছে।

প্রায় এক যুগ পূর্বে তেলেঙ্গানা অধিবাসীদের এক ব্যাপক আন্দোলন সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই সময় অন্ধ্র রাজ্য কম্যুনিষ্টদের একটি শক্ত ঘাঁটি ছিল —এবং তেলেঙ্গানা অধিবাসীদের প্রবল ভূমি ক্ষুধাকে ভিত্তি করে তেলেঙ্গানায় কিষাণ আন্দোলন সহিংস পন্থায় পরি-চালিত হয়ে দেশের রাজনীতিতে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং তেলেঙ্গানার দুস্থ কিষাণ তথা দেশের সহায় সম্বলহীন কোটী কোটী কিষাণের উগ্র সমস্যা সম্পর্কে সর্ব-ভারতীয় দৃষ্টি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়।

তেলেঙ্গানায় হিংসাত্মক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের মোকাবিলা করার জন্য ভূদান নেতা আচার্য বিনোবা ভাবে দীর্ঘকাল ধরে তেলেঙ্গানাকে কেন্দ্র করে তাঁর ভূদান আন্দোলনের সার্থকতা, উপযোগিতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা সুরু করেন। তেলেঙ্গানার এই সমস্যার সমাধান কল্পে আচার্য বিনোবার পন্থা ও কম্যুনিষ্ট-দের সহার ফলশ্রুতির কোনও তুলনামূলক সমীক্ষা আজও হয় নি সত্য; কিন্তু কালের প্রলেপে তেলেঙ্গানা সমস্যার উগ্রতা হ্রাস পেতে পেতে একেবারে স্তিমিত হয়ে যায়।

কিন্তু তেলেঙ্গানাকে কেন্দ্র করে আজ যে নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে—যে অশান্তি, উপদ্রব ও বিশৃঙ্খলা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে—তা কংগ্রেসী শাসনের ব্যর্থতা ও কংগ্রেসী নেতৃত্বের দেউলীয়াপনার জলন্ত পরিচয় দিচ্ছে। অন্ধ্রের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা তথা মুখ্যমন্ত্রী তেলেঙ্গানার দাবী-দাওয়া, সমস্যা, আশা আকাঙ্খা প্রভৃতি সম্পর্কে কেবল উদাসীনই নন্—সম্পূর্ণ বিমাতৃসুলভ মনোভাব পোষণ করেন—এই অভিযোগ সমগ্র তেলেঙ্গানায় আজ সোচ্চার এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের ন্যায় বিচার, নিরপেক্ষতা ও জনস্বার্থ সাধনের মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়ে তেলেঙ্গানা-বাসীরা আজ স্বতন্ত্র তেলেঙ্গানা রাজ্যের দাবীতে উদ্দাম ও উদ্বেল হয়ে উঠেছেন। দেশের রাজ্যগুলিকে আরও খণ্ড খণ্ড করে ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন করার বিপজ্জনক পন্থায় পা না বাড়িয়ে—তেলেঙ্গানার সমস্যার কিভাবে সমাধান করা যায়—সেটাই কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গণতন্ত্রের নামে কংগ্রেস নেতৃবর্গের কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণের বিরাম নেই; কিন্তু প্রতিপদে গণতন্ত্রকে জবাই করতে কংগ্রেসীরা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না। কি কংগ্রেসী প্রশাসনিক ব্যবস্থায়, কি কংগ্রেসী সংগঠনে—কোথাও গণতান্ত্রিক নাম গন্ধ নেই—অথচ গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে গণতন্ত্রের শ্রাদ্ধ সাধন করাই কংগ্রেসের নিত্য কর্ম-পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই কংগ্রেসী কাঠামোয় দেশের কোনও মৌলিক সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নয়। সেই জন্যই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে আজ ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে—দেশের জনগণও মলিন বস্ত্রের ন্যায় কংগ্রেসকে আজ পরিত্যাগ করছে!

অ. চ.

রঘুনাথপুর অঞ্চলের বাস ধর্ম্মঘট

গত ৭ই জুন তারিখে রঘুনাথপুরের নিকট বাসভাড়া বিষয়ে অনেক যাত্রীর সঙ্গে রাধেশ্যাম বাসের কণ্ডাক্টারের তীব্র বচসা হয় এবং সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরদিন ৮ই জুন তারিখে নন্দুয়াড়া গ্রামের নিকট রাধেশ্যাম বাসের ড্রাইভার ও খালাসীকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করা হয়। আহত ড্রাইভার ও খালাসীকে রঘুনাথপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসাদির পর পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং রঘুনাথপুর থানায় যথারীতি ডায়েরী করা হয়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রঘুনাথপুরগামী তথা রঘুনাথপুরের মধ্য দিয়ে যায় এমন সমস্ত বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বাস কর্ম্মীরা দাবী করেন যে—(১) বাস চলা কালে তাঁদের নিরাপত্তা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে; (২) মারধোরের জন্য দায়ী অপরাধী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে হবে; বাস কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে—এস, ডি, ও যে সব মামলা দায়ের করেছেন তা প্রত্যাহার করতে হবে; (৪) আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতে হবে, এবং (৪) একটি শক্তিশালী ও দায়িত্ব-সম্পন্ন কমিটি গঠন করে ভবিষ্যতে অনুরূপ ঘটনা যাতে না ঘটে সে বিষয়ে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই দাবী-গুলি পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত বাস কর্ম্মীরা রঘুনাথপুর অঞ্চল দিয়ে বাস চালানোর ঝুঁকি নেবেন না—অর্থাৎ যান ধর্ম্ম-ঘট অব্যাহত থাকবে।

গত ১৪ই জুন তারিখে বাস ষ্ট্যাণ্ডে মটর মজদুর ইউনিয়নের উদ্যোগে এক জনসভা হয় এবং এই সভায় আসানসোল, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের বাস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ পুরুলিয়ার বাস কর্ম্মীদের আন্দোলন ও দাবীগুলির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

গত ১৫ই জুন তারিখে জেলা শাসকের চেম্বারে বাস-কর্ম্মী, যুক্তফ্রন্টের প্রতিনিধি ও সরকারী কর্তৃপক্ষদের এক বৈঠকে এই বাস ধর্ম্মঘট মীমাংসার চেষ্টা হয় এবং সেই সূত্রে সরেজমীনে তদন্ত ও মীমাংসার উদ্দেশ্যে যুক্তফ্রন্টের প্রতিনিধিরা বাসকর্ম্মীদের সঙ্গে রঘুনাপুর যান।

—-•—-

সদর হাসপাতালে মেন ষ্টোর সম্পর্কে তদন্ত

চরম অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার নানা তথ্য উদ্‌ঘাটিত

ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীটি, এন, গাঙ্গুলীর তত্ত্বাবধানে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের মেন ষ্টোরে যে পুলিশী তদন্ত চলছে তাতে প্রায় প্রতিদিন এমন সব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে যাতে ডি-এম-ও এবং ষ্টোর কীপারের (তদানীন্তন) দায়িত্বজ্ঞান-হীনতার চরম নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। গত ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে "এফ করলীন" ইঞ্জেকশনের ৪১৪ শিশির এক প্যাকেট আসে। এই মূল্যবান এবং জরুরী প্রয়োজনের প্রত্যেক শিশির মূল্য প্রায় বারো টাকা অর্থাৎ প্রায় পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের এই প্যাকেটের ঔষধগুলি আজ পর্য্যন্ত খুলিবার বা ষ্টক রেজিষ্টারে ভর্ত্তি করবার অবকাশ ঘটে নি। এই তদন্তের সময় উদ্‌ঘাটিত হয় এবং প্যাকেট খোলার পর দেখা যায় আগামী জুলাই মাসে এই ওষুধগুলির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ পাঁচ হাজার টাকার ওষুধ বরবাদ হোতে চলেছে। এদিকে গত দেড় দুই বৎসরে এই ওষুধ সরবরাহের জন্য ষ্টোরে চাহিদা এলে "ঔষধ নাই" বলা হয়েছে। আরও প্রকাশ, পুলিশী তদন্তের বহু পূর্ব্বে ষ্টক মেলাবার সময় বর্ত্তমান ষ্টোর কীপার এই বিষয়টি ডি এম, ওর দৃষ্টিগোচর করেন।

আরও প্রকাশ, যে তদন্তকালে হাসপাতালের কোনও একটি ঘরে আবর্জনার মধ্যে কাপড়ে বাঁধা কিছু ওষুধের মোড়ক উদ্ধার হয়। পরীক্ষা করে দেখা যায় যে ঔষধগুলি হোল এ্যাক্রোমাইসীন ক্যাপসুল—সংখ্যায় ২৫০ এবং প্রত্যেকটির দাম কমপক্ষে দেড় টাকা। এই ঔষধগুলিও পুরাতন ও পূর্ব্বেকার ষ্টোর কীপারের আমলে এসেছিল—তবে খাতাপত্রে এর নাকি কোনও হিসাব নেই।

—-•—-

৩০/22. ১৬.৮.৬৯

খাদ্য ও ত্রাণ কমিটি গঠনে নূতন সরকারী নির্দ্দেশ

পূর্ব্বেকার কমিটী সমূহ বাতিল বলিয়া গণ্য

গত ২রা জুন তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারী সর্ব্বস্তরে খাদ্য ও ত্রাণ কমিটি গঠনে নূতন সরকারী নির্দেশ জারী করিয়া কমিটী সমূহ গঠনের নিয়মাবলী ও তাহার দায় দায়িত্ব বর্ণনা করিয়াছেন এবং গত ১৫ই এপ্রিল তারিখের সরকারী আদেশ অনুযায়ী গঠিত ত্রাণ কমিটিগুলি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে বলিয়া জানাইয়াছেন। জেলা, মহকুমা, ব্লক ও অঞ্চল স্তরে নূতন কমিটীগুলি কিভাবে গঠিত হইবে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল—

১। জেলা খাদ্য ও ত্রাণ কমিটী

ক) জেলায় কার্য্যরত রাজনৈতিক দলগুলির (১ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) প্রত্যেকের একজন করিয়া প্রতিনিধি;

খ) প্রত্যেক দলের জেলার মধ্যে অবস্থিত এম-এল-এ, এম, এল, সিদের মধ্য হইতে একজন প্রতিনিধি এবং জেলার সকল এম-পি;

গ) জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক, মহকুমা শাসক অথবা জেলার ত্রাণ মূলক কার্য্যাদিতে নিযুক্ত অন্য যে কোনও অফিসার এবং খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের ডিষ্ট্রিক্ট কণ্ট্রোলার;

ঘ) খাদ্য কর্পোরেশনের জেলা ম্যানেজার।

জেলা শাসক এই কমিটির সভা আহ্বান করিবেন। এম, এল, এ; এম, পি প্রমুখেরা প্রয়োজন বোধে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাইতে পারেন।

২। মহকুমা খাদ্য ও ত্রাণ কমিটী

ক) মহকুমায় কার্য্যরত রাজনৈতিক দলের একজন করিয়া প্রতিনিধি। মহকুমায় কোন্ কোন্ দল কার্য্য করিতেছে তাহার তালিকা জেলা কমিটি স্থির করিয়া দিবেন।

খ) মহকুমায় অবস্থিত সকল এম, এল, এ ও এম, এল সি। কোনও এম, পি, থাকিলে তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানানো হইবে। ইহারা নিজ নিজ প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন।

গ) মহকুমা শাসক এবং খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের সাব-ডিভিশ্যানাল কণ্ট্রোলার।

মহকুমা শাসক এই কমিটির আহ্বায়ক হইবেন।

৩। ব্লক খাদ্য ও ত্রাণ কমিটী

ক) ব্লকে কার্য্যরত রাজনৈতিক দলের প্রত্যেকের একজন প্রতিনিধি। সংশ্লিষ্ট ব্লকে কোন্ কোন্ রাজনৈতিক দল কার্য্য করিতেছে তাহা জেলা কমিটি নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন;

খ) ব্লকে অবস্থিত এম, এল, এ ও এম, এল, সি। ইহারা নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন।

গ) বি, ডি, ও এবং/অথবা জয়েন্ট বি, ডি, ও

বি, ডি, ও তথা জয়েন্ট বি, ডি, ও কমিটির আহ্বায়ক হইবেন।

৪। অঞ্চল খাদ্য ও ত্রাণ কমিটী

ক) অঞ্চলে কার্য্যরত রাজনৈতিক দলের একজন প্রতিনিধি। ব্লক কমিটি, কার্য্যরত রাজনৈতিক দলের তালিকা নির্দ্ধারণ করিবেন।

খ) অঞ্চল প্রধান;

গ) গ্রাম সেবক;

ঘ) স্থানীয় এম, এল, এ অথবা তাহার প্রতিনিধি।

অঞ্চল কমিটীর প্রথম সভা বি, ডি, ও আহ্বান করিবেন এবং সেই সভায় কমিটির আহ্বায়ক নির্ব্বাচিত হইবেন।

১নং পরিশিষ্ট

পুরুলিয়া জেলায় কার্য্যরত রাজনৈতিক দলের তালিকা—

(১) লোক সেবক সংঘ; (২) ফরোয়ার্ড ব্লক; (৩) ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি; (৪) ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি (মার্ক্সিষ্ট) (৫) বাংলা কংগ্রেস; (৬) বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল, (৭) সংযুক্ত সোশ্যালিষ্ট পার্টি, (৮) সোশ্যা-লিষ্ট ইউনিটি সেন্টার; (৯) ওয়ার্কাস পার্টি; (১০) প্রজা সোশ্যালিষ্ট পার্টি; (১১) মার্ক্সিষ্ট ফরোয়ার্ড ব্লক; (১২) কংগ্রেস।

বিভিন্ন শ্রেণীর কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

১। জেলা খাদ্য ও ত্রাণ কমিটী

ক) স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে সরকারী খাদ্যনীতি রূপায়ণে ; রিলিফ বণ্টনে , এম, আর, বিতরণে ; খাদ্য শস্য সংগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে সহায়তা ও পরামর্শ দান।

খ) সরবরাহের পরিমাণ অনুযায়ী সমগ্র জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্য শস্য, চিনি, কেরোসীন প্রভৃতি বিতরণের হার নির্দ্ধারণ।

গ) সংশোধিত রেশনিং-এর আওতায় কোন্ কোন্ অঞ্চল এবং কি কি শ্রেণীকে আনা প্রয়োজন সে সম্পর্কে পরামর্শ দান।

ঘ) জেলার জন্য চিনির ইম্পোর্টার, তেল সেলার প্রভৃতির সুপারিস ;

ঙ) জেলার নির্দ্ধারিত ময়দার কোটা হইতে বেকারী-গুলির জন্য ময়দা সরবরাহের পরিমাণ সুপারিস করা ;

চ) সরকারী খাদ্য নীতি সঠিক পন্থায় পরিচালনায় এবং চাল ও খাদ্য শস্যের চোরাই চালান বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে জনমত গঠন।

ছ) যথাযথভাবে রিলীফ বণ্টনে সরকারকে সহায়তা ও পরামর্শ দান।

২। মহকুমা খাদ্য ও ত্রাণ কমিটী

ক) সরকারী খাদ্য নীতি রূপায়ণে বিশেষতঃ এম, আর বিতরণে এবং খাদ্য শস্য সংগ্রহে সহায়তা ও পরামর্শ দান।

খ) মজুত খাদ্য শস্যের সন্ধান দান ও তাহা উদ্ধারে সহায়তা দান ;

গ) সহরাঞ্চলে এম, আর দোকানগুলির প্রয়োজন নির্দ্ধারণ এবং এম, আর ডীলার নিয়োগ সম্পর্কে প্রার্থীদের নাম সুপারিশ করা।

ঘ) বিতরণের জন্য প্রাপ্ত এম, আরের মাল পরিদর্শন করা এবং সহরাঞ্চলে এম, আর ডীলারেরা প্রতি সপ্তাহে কি পরিমাণ মাল তুলিতেছে তাহা যাচাই করা ;

ঙ) সহরাঞ্চলে ভুয়া রেশন কার্ড অনুসন্ধান ও বাতিল করা।

চ) সহরাঞ্চলে এম, আর এর মাধ্যমে সরবরাহের জন্য অগ্রাধিকারের তালিকা নির্দ্ধারণ।

ছ) খাদ্য সম্পর্কে প্রস্তুত আইনের লঙ্ঘন সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

ঝ) রিলিফ বণ্টনে পরামর্শ ও সহায়তা দান এবং রিলিফ স্কীমগুলি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য তদারকী করা।

ঞ) ব্লক ও অঞ্চল খাদ্য ও ত্রাণ কমিটিগুলির কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করা ;

৩। ব্লক খাদ্য ও ত্রাণ কমিটী

ক) সরকারী খাদ্যনীতি রূপায়ণে যথাসাধ্য সহায়তা ও পরামর্শ দান।

খ) লেভী রোল প্রণয়নে এবং প্রতি বৎসর ইহা সংশোধনে বি-ডি-ওকে সহায়তা দান।

গ) লেভী যাহারা ফাঁকি দেয় তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্য আদায়ে জেলা কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করা ;

ঘ) এম, আর-এর মাল, কেরোসীন প্রভৃতি বিতরণে সাহায্য করা ;

ঙ) মজুত খাদ্য শস্যের সন্ধান দেওয়া এবং তাহা উদ্ধারে সাহায্য করা ;

চ) খাদ্য আইন ভঙ্গ করা সম্পর্কে সংবাদ প্রদান ;

ছ) ভুয়া রেশন কার্ড আবিষ্কারে ও বাতিল করায় সাহায্য দেওয়া ;

জ) ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে এম, আর ডীলারদের প্রয়োজন নির্দ্ধারণ এবং এম, আর ডীলারের জন্য প্রার্থীর নাম সুপারিশ,

ঝ) খাদ্য ও শস্যাদির চোরাই চালান বন্ধ, ভুয়া রেশন কার্ড জমা দেওয়া, সরকারী খাদ্য নীতি সঠিক পন্থায় পরিচালনের উদ্দেশ্যে জনমত সৃষ্টি করা।

ঞ) যাবতীয় রিলীফ কার্য্য সম্পর্কে সহায়তা ও পরামর্শ দান এবং অঞ্চল খাদ্য ও ত্রাণ কমিটীর কার্য্য-কলাপ তত্ত্বাবধান করা।

৪। অঞ্চল খাদ্য ও ত্রাণ কমিটী

ক) যাবতীয় রিলীফ কার্য্য সম্পর্কে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান এবং জি-আর, গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি সরকারী সাহায্য এবং কৃষি ঋণ ও অন্যান্য সরকারী ঋণের প্রার্থীদের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন।

খ) বিভিন্ন প্রকার রিলীফ স্কীম প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সাহায্য দান।

গ) গ্রামাঞ্চলে এম, আর দ্রব্য বিতরণের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন ; এবং ভুয়া রেশন কার্ড অনুসন্ধান ও বাতিল করণে সাহায্য ;

ঘ) মধ্যে মধ্যে এম, আর এ সরবরাহ কৃত মালের পরীক্ষা এবং ডীলারেরা প্রতি সপ্তাহে কি পরিমাণ মাল তুলিতেছে তাহা পরিদর্শন করা।

ঙ) খাদ্য শস্য সংগ্রহে সহায়তা দান ও মজুত খাদ্য শস্য উদ্ধারে সাহায্য।

চ) অঞ্চলে অবস্থিত চাল কল ও হাস্কিং মেশিনের তালিকা প্রণয়ন এবং লাইসেন্স বিহীন হাস্কিং মেশিনের অবৈধ কার্য্যকলাপ বন্ধ করা।

ছ) কর্ডনিং, রেশনিং, চোরাই চালান বন্ধ প্রভৃতি সরকারী নীতি সমর্থনে জনমত গঠন।

—·—

আর-টি-এর প্রথম বৈঠকের কয়েকটী সিদ্ধান্ত

১। শ্রীধরণীধর কর পুরুলিয়া হইতে কেশরগড় ভায়া কড়চা ও অর্জ্জুনজোড়াগামী পুরাতন বাসটির পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত একটি নূতন বাস দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা গৃহীত হয়।

২। পুরুলিয়া হইতে আড়ষা ভায়া শিরকাবাদগামী বাসটি উভয় দিক হইতে দুইবার করিয়া যাতায়াতের জন্য শ্রীমোহন চন্দ্র কুণ্ডু যে আবেদন করিয়াছেন তাহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে যাত্রী সাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ৪ মাসের জন্য অস্থায়ী পারমিট দেওয়া হইল।

৩। পুরুলিয়া হইতে আড়ষা ভায়া শিরকাবাদগামী বাসটি সম্পর্কেও দুইবার যাতায়াতের যে আবেদন শ্রীস্বরূপ নারায়ণ সিং করিয়াছেন—তাহাতে ৪ মাসের জন্য অস্থায়ী পারমিট দেওয়া হইল।

৪। তুলিনের শ্রীফকির চাঁদ ভট্টাচার্য্য তুলিন হইতে রাঁচীগামী তাঁহার বাসটি ঝালদা পর্য্যন্ত চালাইবার যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহা সুপারিশ করিয়া এস-টি-এর নিকট পাঠানো হইল।

৫। পুরুলিয়া হইতে সমুদরী ঘাট বাসটি ভায়া টেংকোরিয়া ও পুড়িয়ারার পরিবর্ত্তে বামু ও লাগুডি হইয়া যাইবার জন্য শ্রীসদানন্দ হাজরা যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহা মঞ্জুর করা হইল।

৬। বুড়দা ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের অধিবাসীরা যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহা বিবেচনা করিয়া (ক) পুরুলিয়া হইতে বাঘমুণ্ডী ভায়া ঝালদা এই রুটের জন্য আরও ৪টি নূতন বাস মঞ্জুর করা হইল ; (খ) পুরুলিয়া হইতে সুইসা ভায়া বাঘমুণ্ডী এই রুটেও একটি নূতন বাস মঞ্জুর করা হইল ; (গ) পুরুলিয়া হইতে বাঘমুণ্ডী ভায়া ঝালদা সমস্ত বাসগুলিকে বুড়দা হইয়া যাতায়াত করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

—·—

পুরুলিয়ার সেচ সমস্যা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সেচ মন্ত্রীর জেলা পরিদর্শন সম্ভাবনা

বিগত ১৫-৫-৬৯ তারিখে বেলা ৪ টার সময় কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী ডাঃ কে, এল, রাও এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পুরুলিয়া জেলার সেচ ও বিদ্যুৎ বিষয় আলোচনা করি।

গত ১৩-৫-৬৯ তারিখে ৮ টার সময় তাঁর সেক্রেটারী আমাকে টেলিফোন দ্বারা জানান যে, আমার সঙ্গে ডাঃ রাও সাহেব কথাবর্ত্তা বলবেন কোন সময়ে আমার সুবিধে হবে, তাহা যেন জানাই। আমি উপরোক্ত তারিখে আমার সময় জানালে তিনি আমাকে সাক্ষাৎকারের সময় ঠিক করে জানান। এর আগে আমি একখানা চিঠি ডাঃ রাও সাহেবকে লিখেছিলাম তাতে পুরুলিয়া জেলা সেচ ও বিদ্যুৎ বিহীন অবস্থায় বরাবর দুর্ভিক্ষ জেলা বলেই পরিচিত হয়ে আসছে। যদি সেচন ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারেন তবে সেখানকার চাষীরা সকলেই

উদ্যোগী আছে। তারা কর্ম্ম অভাবে কৃষি কাজ করতে বর্দ্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলাতে চলে যান। এই কর্ম্মশক্তি যদি জেলায় লেগে থাকে তবে দুই তিন বছরের মধ্যেই পুরুলিয়া জেলার অবস্থা উন্নতির পথে যাবে। চিঠির বয়ান এই ছিল।

(শ্রমশক্তি ভবনে সাক্ষাৎ)

মন্ত্রী মহাশয়ের নিকটে আলোচনায় জানা যায় যে পুরুলিয়া জেলার জন্য আজ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সেচ বিভাগে কোন স্কীম পাঠান হয় নি। মন্ত্রী মহোদয়ের সেক্রেটারীদ্বয় পুরুলিয়া জেলার সকল ফাইল ম্যাপ ইত্যাদি দেখালেন এবং বললেন পুরুলিয়াতে ১৯৬১ সালের একটি স্কীম সাহারজোড় বাঁধ তথা মুরগুমা বাঁধ পড়ে আছে; আজ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের সংবাদ অনুযায়ী মাত্র দুই লক্ষ টাকার কাজ হয়েছে। বাকী প্রায় ৪৮ লক্ষ টাকা পড়ে আছে। এইগুলি যাতে তাড়াতাড়ি কার্য্যকরী হয় তার জন্য আপনাদের চাপ সৃষ্টি করতে হবে এবং অবিলম্বে জেলাটিকে সার্ভে করে কোথায় কোন্ স্কীম চলতে পারে তার জন্য স্কীম করে আমাদের কাছে দিলে আমরা সেখানে গিয়ে দেখে শুনে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। মন্ত্রী মহোদয়কে জেলাটি পরিদর্শন করতে অনুরোধ করলে তিনিও সেই কথাই বলেন যে স্কীমগুলি আগে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন তার পর আগষ্ট, সেপ্টেম্বর মাসে আমি সেখানে যাবার চেষ্টা করবো।

তিনি এই কথাও বলেন যে আগষ্ট মাসের মধ্যে স্কীমগুলি আমার নিকটে পাঠালে আমার পরিকল্পনাতে নিতে কোন আপত্তি থাকবে না। আপনি চীফ ইঞ্জিনীয়ার সাহেব (পশ্চিমবঙ্গ) যোগাযোগ করুন; আমিও যোগাযোগ করছি। যাতে শীঘ্র মধ্যে সার্ভের কাজটি হয়ে যায়।

তিনি একথাও বলেন যে বাংলা দেশ সেচনে খুব কম টাকার পরিকল্পনা করেছে, অর্থাৎ ১৯ কোটি টাকা, এর মধ্যে বড় স্কীমেই শতকরা ৭৫ ভাগ খরচা হবে, বাকী যে সামান্য টাকা থাকবে তাতে আর কি হবে। বিহারে যেখানে ১০০ কোটী টাকা খরচা করছে আর বাংলায় মাত্র ১৯ কোটী টাকা। আমি পুরুলিয়া পৌছে বিগত ৩১-৬-৬৯ তারিখে চীফ ইঞ্জিনীয়ার মহোদয়কে চিঠিও লিখেছি। সেই চিঠির উত্তরের অপেক্ষায় আছি।

ভজহরি মাহাত এম. পি.
৫-৬-৬৯

——•——

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

বন বিভাগের তদন্তের অপূর্ব্ব ধারা!

মহাশয়—

বান্দোয়ান থানার গঙ্গামান্না গ্রাম নিবাসী নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণের আবেদন এই যে বান্দোয়ান রেঞ্জের অধীন পাহাড়ী ফরেষ্ট বিট অফিসার শ্রীযুক্ত সুজয় হেমব্রমের বে-আইনীভাবে চাউল আদায় এবং জনগণের উপর অত্যাচারের ঘটনা মাননীয় শ্রীযুক্ত ভজহরি মাহাত এম-পি মহাশয়ের হাত দিয়া পশ্চিম বাংলার বনমন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত ভবতোষ সোরেন মহাশয়ের নিকট প্রতিকারের আবেদন করিয়াছিলাম।

গত ৫-৬-৬৯ তারিখে উক্ত আবেদনের মূলে আমাদের অর্থাৎ আবেদনকারীদের অজ্ঞাতে পুরুলিয়া হইতে A. D. F. O. তদন্তে আসেন। তিনি অভিযোগকারীদের মধ্যে যে নকুল মাহাত ছিল তাহাকে না ডাকাইয়া অপর এক নকুল মাহাতকে—যিনি অভিযোগ ব্যাপারে অজ্ঞাত—তাহাকে ডাকান এবং ঘটনার বিবরণ জিজ্ঞাসা করেন। নকুল মাহাত বলেন যে এ সব ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। তখন A. D. F. O. ঘটনাটির বিবরণ কিছুই জানি না এই কথাটি লেখাইয়া তাহার স্বাক্ষর করাইয়া লন। আমরা আসল অর্থাৎ অভিযোগকারী নকুল মাহাত এ নয় বলিলেও A. D F. O. কিছুতেই তা শুনিতে চান না। মাঝে মাঝে কি সব বুঝিয়া লইবার জন্য ফরেষ্টারের সহিত ইংরাজীতে কথাবার্তা করিতে থাকেন।

বাকী সকলে জবাব দিতে চাহিলে আমার দেরী হইতেছে বলিয়া এড়াইতে চেষ্টা করেন। শেষে শ্রীসাগর মাহাতকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহা মুখামুখি সমাক অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করেন। A. D. F. O, তখন রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলেন—"দেখো এর পর তোমার কি হয়। তুমি দোকানের থেকে চাউল দিয়াছ। ডি, আই, বিকে তদন্ত করাইয়া তোমাকে

জেলে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হবে।" শেষে একটি সাদা কাগজে কি সব লিখিয়া আমাদের সকলের স্বাক্ষর লইয়া যান।

এইভাবে কাহাকেও চালান দিবার ভয় দেখাইয়া, কাহাকেও বা নকল সাক্ষী সাজাইয়া আমাদের স্বাক্ষর লইয়া আমাদেরই সত্য অভিযোগটিকে মিথ্যা প্রমাণ করিয়া দুর্নীতিকারী অফিসারটিকে রক্ষা এবং নিরীহ গ্রামবাসী যারা দুর্নীতি উচ্ছেদ করতে চায় তাহাদেরই উপর আগামী দিনের জন্য দুর্নীতিকারী ফরেষ্টারের আইনের জুলুম রাখিয়া গেলেন।

সেই জন্য অনুরোধ অবিলম্বে নিরপেক্ষ অপর যে কোন অফিসারকে দিয়া পুনরায় তদন্ত করা হোক—ইহাই আমাদের নিবেদন। অন্যথায় আমাদের উপর বহু মিথ্যা মামলা রুজু করিয়া যেমন করিয়াছেন তেমনি আরও করিবেন। নিবেদন ইতি—

স্বাক্ষর—শ্রীভূষণ চন্দ্র মাহাত, শ্রীসাগর চন্দ্র মাহাত, শ্রীমনোহর মাহাত, শ্রীমদন মোহন মাহাত, শ্রীবনমালী মাহাত, শ্রীপবন মাহাত, শ্রীগণেশ চন্দ্র মাহাত, শ্রীঅনন্ত লাল মাহাত, শ্রীমহেন্দ্রনাথ মাহাত, শ্রীনকুল মাহাত শ্রীঈশ্বর মাহাত, শ্রীনিতাই মাহাত, শ্রীলম্বোদর মাহাত।

সাং গঙ্গামান্না, বান্দোয়ান থানা।

——•——

১৯৬৯-৭০ সালের টেষ্ট রিলিফ স্কীম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গত সংখ্যার মুক্তিতে নয়টি ব্লকে যে সকল টেষ্ট রিলীফ স্কীমের কার্য্য সুরু হয়েছে—তার বিবরণ দেওয়া হয়েছিল। নিম্নে বাকী এগারোটি ব্লকের স্কীমের তালিকাদি দেওয়া হোল—

ঝালদা ১ নং

স্কীমের নাম	আনুমানিক ব্যয়	অগ্রিম দাদন
১। ঝালদা-পাট ঝালদা রাস্তা	৪৪০০৲	৪৭০০ কেজি
২। অধিকারী বাঁধ (পাতুর)	৩৫৫৫৲	২০০০ কেজি
৩। খেলারী বাঁধ	২১,০০৩৲	৪০০০ কেজি
৪। উপর বাঁধ (নূতনডি)	১১,৬৩৫৲	৪০০০ কেজি
৫। গোলা রোড-বাংঘুটু	৬২২৯৲	২০০০ কেজি

ঝালদা ২ নং

স্কীমের নাম	আনুমানিক ব্যয়	অগ্রিম দাদন
১। হীড় বাঁধ	৭৩৩০৲	৫০০০ কেজি
২। কুমার বাঁধ (চাতরমী)	৬১১৪৲	৩০০০ কেজি
৩। জল্লার বাঁধ	৬২৩৮৲	২০০০ কেজি
৪। মণ্ডল বাঁধ	৬২২৮৲	২০০০ কেজি
৫। ঝর্ণা বাঁধ	৩০০০৲	৩০০০ কেজি
৬। মোহনপুর-মাঝিডি	৫০২১৲	২০০০ কেজি
৭। লখন বাঁধ	৪৫৩৬৲	২০০০ কেজি
৮। বাঁশগড়িয়া বাঁধ (বেলামু)	৫৭১৭৲	২০০০ কেজি

বলরামপুর

স্কীমের নাম	আনুমানিক ব্যয়	অগ্রিম দাদন
১। গোঁসাই বাঁধ (গিদীঘাটী)	৬৬৪৮৲	১০০০ কেজি
২। কমলা বাঁধ (সীড ফার্ম)	৬৭৫৩৲	৩০০০ কেজি
৩। পীরু বাঁধ (নামশোল)	৫৩১৮৲	২০০০ কেজি
৪। মোহনগড়িয়া বাঁধ (ঘাটবেড়া)	৬২৫৬৲	১০০০ কেজি
৫। নূতন বাঁধ (ফতেপুর)	৯১২৮৲	২৫০০ কেজি
৬। মাঝি বাঁধ (বাঘঝোবড়া)	৬৫৬৭৲	২০০০ কেজি
৭। দেউলী-ডাবর রাস্তা	১৪,৪৪০৲	১৫০০ কেজি
৮। বেরমু-দড়দা রাস্তা	৮১০৮৲	২৫০০ কেজি
৯। হাসপাতাল-ডুংরী রাস্তা	১১,৫২০৲	২৫০০ কেজি
১০। বারী বাঁধ (বড় উর্মা)	১১,২৬১৲	২০০০ কেজি

আড়ষা

স্কীমের নাম	আনুমানিক ব্যয়	অগ্রিম দাদন
১। রাঙ্গামাটি-কাঁসাই নদী রাস্তা	৫০৯১৲	১৫০০ কেজি
২। মধনা বাঁধ (ঝুঁঝকা)	৩৯৪১৲	৫০০০ কেজি
৩। মসজীদ-সাধু আশ্রম সিরকাবাদ	৫০৫৮৲	৫৫০০ "
৪। কাঁটাডি-জামডি রাস্তা (পুয়াড়া)	৮৬৪৯৲	৫৫০০ "
৫। সেনাবনা মোড়-বান্দু নদী ভায়া বীরচালি (সিরকাবাদ)	৪৯৫৮৲	৬০০০ "
৬। জামবাদ-কুলটাঁড় (সিরকাবাদ)	৬২৫৬৲	৪৫০০ "
৭। বীরচালী-কাঁসাই নদী বেলডি	২১৮৬১৲	৬০০০ "
৮। কালীবাঁধ (ঠাকুর সীমা)	৬০১৭৲	৫০০০ "
৯। মানকিয়ারী জোড়-চিটিডি জোড় রাস্তা	৫৭৯৭৲	৬০০০ "

স্কীমের নাম	আনুমানিক ব্যয়	অগ্রিম দাদন
১০। তুড়া-কাঁসাই নদী (আড়ষা)	৮৩২১৲	৭০০০ কেজি
১১। পাতুয়াড়া-কাঁসাই নদী (হেঁসলা)	৭৪৮৪৲	৫৫০০ ”
১২। নূতন বাঁধ (তিলাইটাঁড়)	৯৬৪৫৲	৩০০০ ”
১৩। দুর্লভ বাঁধ (মানকিয়ারী)	৮২৫৮৲	৩০০০ ”
১৪। গোড়াদাগ-বান্দু নদী (বেলডি)	৭৭১৭৲	৩০০০ ”
১৫। বড়াম-নাগরা (মানকিয়ারী)	৮৭২১৲	৩০০০ ”
১৬। কলাবনী জলাধার (সিরকাবাদ)	১১০৭১৲	৫০০০ ”
১৭। সাহার বাঁধ মোড়-আড়ষা টামনা রোড	১১৪০৩৲	৭০০০ ”
১৮। ঘাটবেড়া-উপর গুগুই (হেট গুগুই)		৩০০০ ”
১৯। মুকধীয়ার বাঁধ (চাটুহাঁসা)	৯৬৭৩৲	৩০০০ ”
২০। চিটাহী বাঁধ (হেঁসলা)	৫৮৪৩৲	২০০০ ”
নিতুড়িয়া		
১। কমলা বাঁধ (ব্লক সীড ফার্ম)	৯৫৩৭৲	৫০০০ ”
সাঁতুড়ী		
১। ব্লক সীড ফার্মের বাঁধ (সাঁতুড়ী)	১৮৯৮৮৲	৫০০০ ”
রঘুনাথপুর ১ নং		
১। মনিপুর লেপার কলোনী-আদ্রা	৪৮০৪৲	৬০০০ ”
২। রঘুনাথপুর কলেজ কম্পাউণ্ড সংস্কার	৭৬৮৬৲	৮০০০ ”
৩। বুন্দীয়ার পুকুর (সীড ফার্ম)	১৬২৪৮৲	৪৫৮৪ ”
৪। স্রোতার বাঁধ	২৪৭৮৪৲	৫০০০ ”
৫। রোহিনী বাঁধ	১৯২০৮৲	৫০০০ ”
৬। মালীর গড়িয়া বাঁধ	১২০৮৭৲	৫০০০ ”
৭। বেড়ো বাঁধ (সেকসন ‘এ’)	১২০৫১৲	৫০০০ ”
৮। বেড়ো বাঁধ (সেকসন ‘বি’)	৭২০০৲	৫০০০ ”
৯। নূতন বাঁধ (বাবু গ্রাম)	৬১৯৭৲	৩০০০ ”
রঘুনাথপুর ২নং		
১। হরির বাঁধ (রাঙ্গামাটি নিলডি)	৩৫৯৫৲	২০০০ ”
২। শ্যাম বাঁধ (চেলিয়ামা)	১২৫৯৬৲	৪০০০ কেজি
৩। হিঙ্গডি বাঁধ (নূতনডি)	৪৭২৭৲	৩০০০ কেজি
৪। তেলডি বাঁধ (নূতনডি)	১০২৩০৲	৪০০০ কেজি
৫। নূতন বাঁধ (বডরা)	১৬৫১৭৲	২০০০ কেজি
৬। মনিপুর বাঁধ (নিলডি)	১৪৭০১৲	৪০০০ কেজি

স্কীমের নাম	আনুমানিক ব্যয়	অগ্রিম দাদন
৭। নূতন বাঁধ (মৌতড়)	১১৩৭৯৲	২৫০০ কেজি
৮। তালাহী বাঁধ (মচকুন্দ)	১২০৫৬৲	৪০০০ কেজি
পাড়া		
১। সেচ বাঁধ (ব্লক সীড ফার্ম)	১৬১৮৬৲	১১০০০ কেজি
২। ঠাকুর বাঁধ (সরবেড়িয়া)	১৪৮৮৯৲	৬০০০ কেজি
৩। গোলামগড়িয়া বাঁধ (আনাড়া)	১৭১৮০৲	৫০০০ কেজি
৪। বৈষ্ণব বাঁধ (চালকা-নডিহা)	৩২৭৫৲	৮০০০ কেজি
৫। জগন বাঁধ (বহড়া)	১৮৯৩৯৲	৪০০০ কেজি
কাশীপুর		
১। কাটা রাঙ্গুনী-বেকো রাস্তা	৯৯৯১৲	৫৩৫০ কেজি
২। চুনা ভাটী-চাকলতা রাস্তা	৯৯৯২৲	৭০০০ কেজি
৩। আগরডি-কুসুমডি রাস্তা	৬৫৩৯৲	৭০০০ কেজি
৪। সেদাগড়-কচামোড়	৬৫৩৯৲	৩০০০ কেজি
৫। কার্ত্তিক গঞ্জ গড়া	২৮৯৯৲	২০০০ কেজি
৬। কার্ত্তিক গঞ্জ গড়া	২৪৬৬৲	২০০০ কেজি
৭। গুড়জোড়িয়া-ইন্দ্রবিল রাস্তা	৭৯২৫৲	৩০০০ কেজি
৮। ইন্দ্রবিল-মাকিটাঁড়	১৫৮৪৯৲	৩০০০ কেজি
৯। কাশীপুর-ভাটগোড়া	৩২৫১০৲	৫০০০ কেজি
বাঘমুণ্ডী		
১। নদীয়াপার বাঁধ	১১৬৭৮৲	৩৫০০ কেজি
২। হোয়াংদা বাঁধ	৭৬৫৬৲	১৮৫২ কেজি
৩। এবদার বাঁধ (ঢোড়দা)	১৯০৮৬৲	৩০০০ কেজি
৪। গোড়িয়া বাঁধ (বীরগ্রাম)	১৯০৮০৲	১৫০০ কেজি
৫। রায় বাঁধ	৫১৫৪৲	১৫০০ কেজি
৬। গাগী বাঁধ	৯৫৯২৲	২০০০ কেজি
৭। রাণী বাঁধ (সীড ফার্ম)	৭৪৪৫৲	৪০০০ কেজি
৮। কালিমাটী-সুইসা রোড	১৮১৬৯৲	২০০০ কেজি
৯। মাঝি বাঁধ (মাঝিডি)	৯২৮৬৲	২০০০ কেজি
১০। সুপ্ধা-দেউলি রাস্তা	৭৯৮৩৲	২০০০ কেজি
১১। কুশলডি-রথটাঁড়	২৮৯৯৲	২০০০ কেজি
১২। কালীমাটী থাস বাঁধ	৮৯৭৪৲	২০০০ কেজি

——o——

WANTED

A B. A. preferably trained competent to teach English, Bengali and Sanskrit against deputation vacancy for Keshargarh Krishnananda Vidyapith, P. O. Rakab; Dist. Purulia. Pay according to G. A. rules. Apply to the Secretary by 25-6-69.

Swami Tapa·ananda
Secretary,

We are pleased to Announce the Appointment of
M/s. BICHITRA
Ranchi Road—Purulia
for
Purulia as the Canvasser for Godrej Steel Furniture for Home, Office Etc.

N, P, Vyas & Co.
Asansol

জমি বিক্রয়

ভিক্টোরিয়া স্কুলের সম্মুখে (হুচুকপাড়ায়) গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী পাঁচ কাঠা জমি বিক্রয় আছে। পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর কবিরাজ মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করুন।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে পুরুলিয়া রাঁচি রোডস্থ **“বিচিত্রা”** প্রতিষ্ঠানকে “গোদরেজ” কোম্পানীর ইস্পাত নির্মিত অফিস এবং গৃহের ব্যবহারোপযোগী আসবাব পত্রের পুরুলিয়া জেলার জন্য প্রচারক নিযুক্ত করিলাম।

এন, পি, ব্যাস এণ্ড কোং
আসানসোল।

বিজ্ঞপ্তি

জিলা—হুগলী

ডিঃ জজ আদালত

সন ১৯৬৮। ১৮নং ম্যাটরিমনিয়াল সুট

বাদী
শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
পিতা ৺ক্ষিতিশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সাং সাহাগঞ্জ
১৬৩ ষ্টাফ ফ্লেট—ডানলপ
থানা—চুচুড়া জেলা—হুগলী

প্রতিবাদী
শ্রীমতী শীলা চক্রবর্ত্তী
স্বামী শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
পিতা শ্রীকালিপদ চক্রবর্ত্তী
সাং তুনতুরি
থানা—বাগমুণ্ডি জিলা—পুরুলিয়া

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যায় যে উক্ত মোকর্দ্দমার বাদী শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিবাদী শ্রীমতী শীলা চক্রবর্ত্তীর নামে জিলা হুগলী ডিঃ জজ আদালতে ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইনের ১২ ধারা মতে তাহাদের মধ্যে বিবাহ অসিদ্ধ গণ্যে বিবাহবন্ধন বিচ্ছেদের মামলা আনয়ন করিয়াছেন (ম্যাট সুট—১৮।১৯৬৮ সাল)

উক্ত মামলার পরবর্ত্তী শুনানীর তারিখ ২৭।৬।৬৯ (27.6.69) ধার্য্য হইয়াছে। যদি বিবাদী স্বয়ং বা উপযুক্ত উকিল দ্বারা উক্ত তারিখ মধ্যে কোনও প্রকার আপত্তি দাখিল না করেন তাহা হইলে উক্ত মামলা উক্ত ২৭।৬।৬৯ তারিখে এক তরফা শুনানী হইবে।

তাং ১৫।৬।৬৯

শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ ভট্টাচার্য্য
বাদীপক্ষের এডভোকেট, হুগলী বার চুচুড়া

Regd No. C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No—R. N. 2539/57

Regional Transport Authority, Purulia

NOTICE (1)

An application has been received for extension of the existing route Purulia to Gourangdih Via Raghunathpur, Kashipur of the service belonging to Sri Amaresh Kishore Lal Singh Deo of Kashipur. The application will be available for inspection on any working day in the office of the undersigned during office hours. Any objection to be made in connection with said application under section 57(3) of the M. V. Act, 1939 be submitted so as to reach the undersigned on or before the 15th day of July, 1969.

The application and objection, if any in connection with the said application will be considered by the R T.A. in its meeting to be held after that day. The date, time and place of hearing will be notified in due course.

No objection in connection with the said application will be considered unless it is made in writing before the appointed date and unless a copy thereof is furnished simultaneously to the applicant by the person making such objection.

5.6.69

Sd/-S. Sircar
Secretary
Regional Transport Authority
Purulia.

NOTICE (2)

An application has been received from Sri Sadananda Hazra for the grant of diversion of the existing route "Purulia to Simuduri Nadighat via Tokoria, Puriara" to ply via Bamu and Lagudih. The application will be available for inspection on any working day in the office of the undersigned during office hours. Any objection to be made in connection with the said application under section 57(3) of the M. V. Act 1939 be submitted so as to reach the undersigned on or before the 15th day of July, 1969.

The application and objections, if any in connection with said application will be considered by the Regional Transport Authority in its meeting to be held after that day. The date, time and place of hearing will be notified in due course.

No objection in connection with the said application will be considered unless it is made in writing before the appointed date and unless a copy thereof is furnished simultaneously to the applicant by the person making such objection.

5.6.69

Sd/-S. Sircar
Secretary,
R. T. A. Purulia.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
২৩শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৮ই আষাঢ়, ১৩৭৬—২৩শে জুন ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

বিহারে কংগ্রেস-কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার পতন

বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের মন্ত্রীসভা গঠনের প্রচেষ্টা

গত ২০শে জুন তারিখে সর্দার হরিহর সিংএর নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রী সভার পতন ঘটে। রাজ্য বিধান সভায় পশুপালন দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরীর দাবীর উপর ভোট গ্রহণের কালে ১৬৪—১৪৩ ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার পরাজয় ঘটলে মুখ্যমন্ত্রী সর্দার হরিহর সিং রাজ্যপাল শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগোর কাছে তাঁর মন্ত্রীসভার পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর সর্দার হরিহর সিং মন্ত্রীসভা গঠন করেন এবং মাত্র ১১৫ দিন এই মন্ত্রীসভা ক্ষমতাসীন থাকতে পারে।

ছয় সদস্য বিশিষ্ট শোষিত দল; ছয় ঝাড়খণ্ড দল এবং নিখিল ভারত ঝাড়খণ্ড দলের সদস্যরা একযোগে কোয়ালিশন ত্যাগের ফলে মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। বিহারের এই কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকারের পরাজয়ের পশ্চাতে ইতিহাসের এক নিষ্ঠুর পরিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ১৯৬৭ সালে শ্রীরামানন্দ প্রসাদ সিংহের নেতৃত্বে গঠিত প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানোর জন্য কংগ্রেস নেতারাই শোষিত দল গঠন করেন এবং সেই শোষিত দলই আবার কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার পতন ঘটানোর কারণ হোল।

বিহার বিধান সভায় এস, এস, পি; জনসংঘ; সি, পি, আই ও পি, এস, পি—এই চারিটি বিরোধীদলের নেতাদের মধ্যে এক চুক্তির পরেই মন্ত্রীসভার পতন ঘটানোর চেষ্টা হয় এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার পতনের পর বিকল্প সরকার গঠনে লোকতান্ত্রিক দলের নেতা শ্রীভোলা পাসোয়ান শাস্ত্রীকে পূর্ণ সমর্থন জানানোর সিদ্ধান্ত তাঁরা রাজ্যপালকে জানিয়েছেন—কিন্তু আপাতত এই চারদলের কেউই মন্ত্রীসভায় যোগ দেবেন না।

—•—

মোটর মজদুর সমাজের বাস ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার

গত ৮ই জুন রঘুনাথপুরের নিকট নন্দুয়াড়ার মোড়ে রাধেশ্যাম বাসের ড্রাইভার ও ক্লিনারকে গুরুতর প্রহারের ফলে আহত হওয়ায় পুরুলিয়া মোটর মজদুর সমাজ সমগ্র ঘটনার তদন্ত, বাস কর্ম্মীদের নিরাপত্তা, আসামীদের গ্রেপ্তার ও উপযুক্ত সাজা প্রভৃতির দাবীতে এবং পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে গত ১১ই জুন থেকে সমগ্র রঘুনাথপুর অঞ্চলে বাস চলাচল বন্ধ করে ধর্ম্মঘট চালাতে থাকেন।

গত ১৮ই জুন তারিখে এই ধর্মঘট অবসান কল্পে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পুরুলিয়া মোটর মজদুর সমাজের প্রতিনিধিদের দীর্ঘ বৈঠকের পর নিম্নলিখিত চুক্তি অনুযায়ী বাস ধর্ম্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। এই আলোচনার সময় বর্দ্ধমান ও আসানসোল অঞ্চলের বাস ওয়ার্কার্স এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবর্গও উপস্থিত থাকেন এবং চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

চুক্তিনামা এইরূপঃ

১। বাস ড্রাইভার, কণ্ডাক্টার, ক্লিনার ও অন্যান্য বাস কর্ম্মীদের নিরাপত্তার দিকে পুলিশ কর্তৃপক্ষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন এবং হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। যত দিন না স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে তত দিন রঘুনাথপুর, আদ্রা ও কাশীপুর লাইনে প্রত্যেক বাসে পুলিশ রক্ষী দেওয়া হবে এবং আই-টি-আই-এর নিকট পুলিশ পিকেট বসানো হবে।

২। নন্দুয়াড়ার নিকট যে সকল ব্যক্তি বাস কর্ম্মীদের উপর হামলা করেছে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করার বিশেষ চেষ্টা করবে।

৩। ১৯।৬।৬৯ থেকে রঘুনাথপুর অঞ্চলে পুনরায় বাস চলাচল সুরু হবে।

—•—

শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী আধা-ঘেরাও !

সম্প্রতি শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীসুশীল কুমার ধাড়া রঘুনাথপুর ব্লক-অফিসে জেলা কর্তৃপক্ষ ও বি, ডি, ওদের সঙ্গে আলোচনাদির পর অন্য অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য বাড়িরে এলে পুরুলিয়া পলিটেকনিকের ডিপ্লোমা প্রাপ্ত বেকার যুবকেরা মন্ত্রী মহোদয়কে একটি স্মারকলিপি দিয়ে তাদের বিষয় আলোচনার জন্য কিছু সময় চায়। কিন্তু তাঁর অন্য জরুরী কাজ আছে বলে সময় দিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলে যুবকেরা তাঁর গাড়ীর সামনে অবস্থান করে অবরোধ সৃষ্টি করে। শ্রী ধাড়া তখন মোটর গাড়ী থেকে নেমে পদব্রজে ধর্মশালা অভিমুখে বাংলা কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মেলনে যোগদানের জন্য অগ্রসর হন।

পলিটেকনিকের উপরোক্ত বেকার যুবকেরা এবং রঘুনাথপুর আই-টি আই এর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত বেকার যুবকেরা ধর্মশালা প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য দাবী জানাতে থাকে। ধর্মশালার সম্মুখে প্রচুর জনসমাগম হয় এবং কিছু উত্তেজনার পরিস্থিতিও দেখা দেয়। যথেষ্ট সংখ্যক পুলিশও ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়। পরিস্থিতি শান্ত করার উদ্দেশ্যে জেলা শাসক শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বেকার যুবকদের সমস্যা সম্পর্কে সংকার পূর্ণ মাত্রায় অবহিত আছেন তা জানান এবং সকলকে শান্ত থাকতে আবেদন করেন। জনতার উত্তেজনা এতে প্রশমিত হলেও যুবকেরা মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার দাবীতে অটুট থাকে। শেষ পর্যন্ত শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীসুশীল কুমার ধাড়া কিছুক্ষণের জন্য বাইরে এসে পলিটেকনিকের ও আই টি আই এর প্রাক্তন ছাত্রদের ও জনতাকে উদ্দেশ করে ভাষণ দেন।

—•—

সম্পাদকীয়—

দেশবন্ধু

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ।
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান॥

—রবীন্দ্রনাথ

জন্মের শুভলগ্নে মৃত্যুহীন প্রাণকে যিনি সঙ্গে এনেছিলেন এবং মৃত্যুর পরমক্ষণে সেই মহাপ্রাণকে যিনি দেশময় বিলিয়ে গেছেন সেই মহাপুরুষ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতিথি একরূপ সকলের অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতে অতিক্রান্ত হয়ে গেল। জীবনে যিনি মহান এবং মৃত্যুতে যিনি আরও মহীয়ান —যিনি দেশ ও দশের বন্ধু; বীর্য্যে পুরুষ সিংহ; প্রেম ও ক্ষমায় পরম বৈষ্ণব; দানে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় সেই চিরস্মরণীয় পুরুষকে আমরা ভুলেছি বা ভুলতে বসেছি। কিন্তু মনুষ্য সমাজের এই বিচিত্র সৃষ্টি; ললিত ও কঠোরের এমন দুর্লভ দৃষ্টান্ত; বিলাসে ও দানে এমন অদ্বিতীয় চরিত্র—আমাদের ইতিহাসে একান্তই বিরল। সুতরাং এই দুর্লভ পুরুষকে দেশ ভুললেও ইতিহাস কখনও ভুলবে না—ভুলতে পারে না।

বাংলা দেশ তথা ভারতের দুর্ভাগ্য দেশের রাজনৈতিক জীবনের এক পরম সঙ্কট মুহূর্ত্তে দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যু হয়। কেবল দেশবন্ধুই নন—তাঁর দুজন মন্ত্রপূত সুযোগ্য শিষ্য এবং নিজ নিজ কর্ম্ম, আদর্শ ও চরিত্রে পরম গৌরবদীপ্ত দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনেরও অকাল বিয়োগ হয়, আর দেশগৌরব সুভাষ চন্দ্র জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিতে এক উত্তাল তরঙ্গ ও যুগান্তরকারী তুফানের সৃষ্টি করে রহস্যজনকভাবে অন্তর্হিত হন। বাংলা তথা পশ্চিমবঙ্গের আরও দুর্ভাগ্য দেশ ও জাতিকে যাঁরা নেতৃত্ব দিতে পারতেন, সর্ব্বভারতীয় রাজনীতিতে পশ্চিমবঙ্গকে যাঁরা স্বীয় গৌরবাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন সেই প্রকার আরও দুই জন বিরাট পুরুষ শরৎচন্দ্র বসু ও শ্যামাপ্রসাদ দেশের অতি সঙ্কট সময়ে অকালে দেহত্যাগ করেন।

মৃত্যুর উপর কারো হাত নেই সত্য; দেশ বা জাতির জীবনে যাঁর প্রাণ ধারণ অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন এই দাবী ও যুক্তিতে মৃত্যু যে কাউকে রেহাই দেবে—এই চিন্তাও নিছক কল্পনা বিলাস ব্যতীত আর কিছু নয়। তবু একথা অনস্বীকার্য্য যে দেশবন্ধু যদি জীবনের স্বাভাবিক গতিতে অন্ততঃ উনিশ শত ছেচল্লিশের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকতেন এবং তাঁর দক্ষিণ ও বামহস্ত স্বরূপ দুই শিষ্য সুভাষ চন্দ্র ও যতীন্দ্র মোহনের অন্তর্দ্ধান ও অকাল বিয়োগ না ঘটত—তবে শুধু বাংলা দেশেরই নয় সারা ভারতের রাজনীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হোত—এবং ভারতের স্বাধীনতার মূল্য স্বরূপ ভারত বিভাগের যে রক্তক্ষয়ী মূল্য দিতে হোল তার প্রয়োজন হোত না; আর স্বাধীন ভারতে গত বিশ বৎসর ধরে যে কলঙ্কময় ও সর্ব্বনাশা অধ্যায় রচিত হয়েছে—সেই জাতীয় অপমান ও লাঞ্ছনা দেশবাসীকে ভোগ করতে হোত না। বাংলা দেশ সমগ্র ভারতকে যে নেতৃত্ব দান করতে পারত তাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দেশ বিভাগের সর্ব্বনাশা নীতি প্রয়োগ; অন্ততঃ বাংলা দেশের ক্ষেত্রে কখনও সম্ভব হোত না এবং স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গরূপী খণ্ডিত বাংলাকে বিকলাঙ্গ ও রক্তাক্ত দেহে সারা ভারতের কৃপার পাত্র হয়ে ভিক্ষুকের জীবন যাপন করতে হোত না।—তাই মহান সাধক, পরম তপস্বী, শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমী, অতুলনীয় দানবীর, দেশ ও দশের প্রকৃত বন্ধু দেশবন্ধুর অকাল বিয়োগে দেশ ও জাতির যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে—তা ইতিহাসের দৃষ্টিতে স্মরণ করে এই মহান পুরুষের উদ্দেশ্যে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাই।

—•—

পুরুলিয়া জেলার সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি চরম সংকটের সম্মুখীন

পুরুলিয়া জেলার সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি আজ চরম সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা দু'-তিন মাস মাহিনা পান নাই। তাঁহাদের মধ্যে হতাশা এবং ক্ষোভ স্বভাবতই সঞ্চারিত হইতেছে। বার্ষিক সরকারী সাহায্য বিগত আর্থিক বৎসরের মধ্যে না আসায় এই সংকট দেখা দিয়াছে। দ্রুত ব্যবস্থা না হইলে বিদ্যালয়গুলির অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

স্থানীয় শিক্ষা বিভাগের কোন কোন অফিসার এই সুযোগে শিক্ষক সমাজের চোখে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে সমস্যার সমাধান হইবে না। শিক্ষকসমাজের প্রাপ্য সরকারী সাহায্য যাহাতে অবিলম্বে শিক্ষকদের হাতে আসিতে পারে, তাহারই জন্য সচেষ্ট হওয়া দরকার। আমরা এই বিষয়ে জেলার জনপ্রতিনিধিদের, শিক্ষাবিভাগের এবং রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—•—

বিধান সভার অধিবেশন

আগামী ১লা জুলাই পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধিবেশন শুরু হচ্ছে। এই অধিবেশনে যুক্তফ্রন্ট সরকারের নিজস্ব বাজেট পেশ হবে, ফলে অধিবেশন দীর্ঘস্থায়ী হবে। এই অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারী বিলের মধ্যে পঞ্চায়েৎ বিলটিও পেশ করা হবে।

—•—

পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য

পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের তদন্ত সম্পর্কিত তথ্যাদি এই সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হোল না। মুক্তিতে প্রকাশের জন্য বহু পত্র, প্রতিবাদ পত্র প্রভৃতিও এসেছে—সেগুলিও এই সংখ্যায় স্থানাভাবের কারণে প্রকাশ করা সম্ভব হোল না। পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

—•—

মন্ত্রীদের পুরুলিয়া কর্ম্মসূচি

পশ্চিমবঙ্গের পূর্ত্ত (রাস্তা) মন্ত্রী শ্রীমতী প্রতিভা মুখার্জী আগামী ২৫শে জুন রঘুনাথপুর পরিদর্শন করবেন এবং তারপর ২৭শে জুন পুরুলিয়া আসবেন।

আগামী ২৭শে জুন তারিখে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি মন্ত্রী ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্যও পুরুলিয়া আসবেন। পশ্চিমবঙ্গের আইন মন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল আগামী ২৮শে জুন তারিখে পুরুলিয়া আসবেন। মন্ত্রীরা যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জেলার বিবিধ সমস্যা আলোচনা করবেন।

—•—

রাস্তার দুরবস্থা

সিংবাজার-কেশরগড় রাস্তাটি সংস্কারের অভাবে খুবই দুর্দ্দশাগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। বিশেষ করে চিরুমাচ্চা গ্রামের কাছে রাস্তাটির অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। এই রাস্তা দিয়ে বাসও চলাচল করে এবং রাস্তার দুরবস্থার জন্য যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করছি।

—•—

বিভিন্ন স্থানে গো-মড়ক

মানবাজার ২নং ব্লকের বুড়িবাঁধ, জামতোড়িয়া অঞ্চলের বুড়িবাঁধ, গোলাপাড়া, জামতোড়িয়া, বুরুডি, আমাজাতা প্রভৃতি গ্রামে গরু কাড়ার মড়ক দেখা দিয়েছে। এই রোগের লক্ষণ গলা ফুলছে এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মারা যাচ্ছে। ২নং ব্লকে কোনও ভেটেরেনারী ডাক্তার বা কম্পাউণ্ডার না থাকায় কোন চিকিৎসাই হচ্ছে না।

বরাবাজার থানার ভাগাবাঁধ অঞ্চলের আদাবনা গ্রামে বিগত ১৫।২০ দিনের মধ্যে ১৫।১৬টি হালের বলদ মারা গেছে এবং বহু গবাদি পশু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বরাবাজার থানার পশু চিকিৎসা বিভাগে এবং পুরুলিয়া সদর দপ্তরে সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

—•—

শ্রীবিনোবাজীর পুরুলিয়া আগমন প্রসঙ্গে

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

কলকাতায় জুন মাসের প্রথম দিকে খাদী কমিশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার ডিরেক্টার শ্রীশৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে জানান যে, শ্রীবিনোবা ভাবেজী ধানবাদ থেকে রাঁচী যাওয়ার পথে পুরুলিয়ায় একদিন থেকে যেতে চান—আমরা সম্মত হ'লে উনি তাঁর ১৫-১৬ জন দলবল সহ আমাদের শিল্পাশ্রমে ৯ই জুন বিকেলে এসে উঠবেন—পরদিন দুপুর ২॥০টায় রাঁচী চলে যাবেন। এতে আমি আনন্দিত চিত্তে সম্মতি জানাই ও শ্রীবিনোবাজীকে জানাবার জন্য তাঁকে বলি।

শৈলেশবাবু পরে আমাকে জানান যে, পশ্চিমবঙ্গের ভূদান এবং সর্ব্বোদয়ের কর্ম্মকর্ত্তারা শৈলেশ বাবুর সঙ্গে আবার দেখা ক'রে বলেন যে, শিল্পাশ্রমে বিনোবাজীর থাকার বিষয়ে আপনি অরুণ বাবুর সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করেছেন—এখন আপনি অরুণ বাবুকে আরো বলুন যে, উনি বিনোবাজীর আগমন উপলক্ষ্যে ঐখানে পশ্চিমবঙ্গের ভূদান কর্মে যুক্ত কর্ম্মীদের এক সম্মেলনের ব্যবস্থা করুন। তাতে শৈলেশবাবু কর্ম্মকর্ত্তাদের বলেন যে, অরুণ বাবুকে যা বলা সম্ভব বলেছি। লোক সেবক সংঘ বা অরুণ বাবুকে ভূদানের সম্মেলনের দায়িত্ব নিতে বলা সমীচীন হয় না। আমি ওঁকে আর একথা বলতে পারব না। আপনারা নিজেরা গিয়ে যদি বলতে চান বলুন। তাতে ওঁরা আমাদের সঙ্গে পুরুলিয়ায় যোগাযোগ করেন। (পুরুলিয়ায় আমাদের সঙ্গে এই যোগাযোগের পরে অবশ্য আমি শৈলেশ বাবুর কাছে ঐ কথা শুনেছি ?)

গত ২৬শে মে তারিখে কলকাতা থেকে ভূদানের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক আশ্রমে আসেন। এসে প্রস্তাব করেন যে, আগের প্রস্তাব মত বিনোবাজী দলবল-সহ আশ্রমে উঠবেন—তার সঙ্গে আমাদের একটি সম্মেলনের দায়িত্ব নিতে বলছেন। ঐ সম্মেলনের উদ্দেশ্যে স্থানীয় কর্ম্মীরা ছাড়া কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে ভূদানের শতখানেক নেতৃবর্গ আসবেন ও আশ্রমের অতিথি হবেন। এছাড়া সহরে একটি জনসভার ব্যবস্থা ভার আমাদের নিতে বলছেন যাতে বিনোবাজী ভাষণ দেবেন।

আমি তাতে তাঁকে বললাম যে, বিনোবাজী তাঁর সঙ্গে যত জন নিয়ে আসবেন তারা সবাই আশ্রমে উঠুন। এবং কলকাতা প্রভৃতি থেকে যাঁরা ঐ সময়ে আশ্রমে আসতে চান—তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে আশ্রমের অতিথি হতে চাইলে তাঁদেরও আমরা সাদর ব্যবস্থা করব। এবং আমাদের আশ্রমে বিনোবাজীর থাকা কালীন যত জনের ইচ্ছে দেখা করুন—কথাবার্তা শুনুন। কিন্তু সভা সম্মেলন প্রভৃতি করা ভূদান সংস্থার নিজ দায়িত্ব—ভূদান প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সেই দায়িত্ব আমাদের নেওয়া সমীচীনও হবে না—সুবিধেও হবে না। এই আলোচনা ছাড়াও, ভূদানের এই কার্য্যকর্ত্তাকে লিখিতভাবে আমাদের অভিমত জানিয়ে দিলাম। যা লিখলাম তা এই—

"সবিনয় নিবেদন,

"আমার আশ্রমে পূজ্য শ্রীবিনোবাজীর আসা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হোল। তিনি ধানবাদ থেকে আসার পথে এবং রাঁচী যাওয়ার মুখে এক দিনের জন্য আমাদের আশ্রমে থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। তাঁর জন্য আন্তরিক স্বাগতম জানাই। তাঁর যাত্রাপথে যে ক'জন সহকর্ম্মী থাকবেন—তাঁদেরও জন্য আন্তরিক স্বাগতম জানাই। শ্রীবিনোবাজী ও তাঁর যাত্রা-পথের সহকর্মীদের আশ্রমে থাকা খাওয়া এবং সব রকম স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমাদের যা করার আছে আমাদের জানাতে অনুরোধ করি।

"আপনি আমার কাছে প্রস্তাব রাখছিলেন যে, বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানের সর্ব্বোদয় নেতাদের যদি ঐ সময় আশ্রমে ডাকা যায় এবং তাঁদের সঙ্গে এখানে বিনোবাজীর সম্মেলন করা যায়—সে সম্পর্কে আমাদের অভিমত কি হবে।

"এ সম্পর্কে আমাদের অভিমত এই যে, শ্রীবিনোবাজীর ব্যক্তিগত ব্যবস্থা ও সম্পর্ক ছাড়া তাঁর প্রতিষ্ঠানগত কোনো কাজের ব্যবস্থা কর বা তার জন্য কোনো সম্মেলন বা সভা আমাদের আশ্রমে করা বা এ সমস্ত সম্পর্কে কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করা—আমাদের কাজের নীতির দৃষ্টিতে তা সম্ভব হবে না বলে দুঃখিত। এই কারণে শ্রীবিনোবাজীর আশ্রমে আসার বাধা না দেখা দিলেই সুখী হবো।

"শ্রীবিনোবাজীকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। আপনাকে শ্রদ্ধা জানাই। ইতি—"

আমার এই চিঠি নিয়ে ভূদান নেতৃবর্গের এক দল আমার চিঠির বক্তব্য সমীচীন মনে করলেন—আর একদল ক্ষুব্ধ হলেন। অবশেষে তাঁরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে সার্কিট হাউসে বিনোবাজীর ও তাঁর দলবল ১৫-২০ জনের থাকার ব্যবস্থা করলেন। ওঁদের অভিপ্রায় অনুসারে বিনোবাজী ও তাঁর দলবলের আহারের ব্যবস্থা আশ্রমেই হোল।—দলবল সার্কিট হাউসে থাকলেও-খাবার সময়ে সময়ে আশ্রমে এসে খেয়ে গেছেন। বিনোবাজীর আহার্য্য আমরা সার্কিট হাউসে পাঠিয়ে দিয়েছি। কলকাতা থেকে যাঁরা এসেছিলেন ৫০।৬০ জন তাঁদের জন্য হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল।

শ্রীবিনোবাজী ১০ই জুন সকাল ৮॥ টায় শিল্পাশ্রমে আসেন ও সংঘ কর্মীদের সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ আলোচনা ক'রে কিছু ভাষণ দিয়ে ফিরে যান?

বিনোবাজী পুরুলিয়ায় এসে সার্কিট হাউসে ও আশ্রমে যে ভাষণ দেন এবং আমাদের সঙ্গে যে আলাপ আলোচনা হয় সে সব বিষয়ের বিবরণ পরবর্ত্তী সংখ্যায় হোব।

——•——

ভাগচাষী উচ্ছেদ সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

সাধারণতঃ জোতদার শ্রেণী ভাগচাষী অপেক্ষা বিত্তবান সুতরাং বলশালী এবং ভাগচাষীদের নিরক্ষরতা ও আর্থিক দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া বহু সময় ছলে বলে কৌশলে ভাগচাষীদের উচ্ছেদ করিতেছেন বা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই জন্য ভাগচাষীদের আইনগত কি অধিকার আছে এবং উচ্ছেদের মুখে তাঁহাদের কি কর্ত্তব্য বা করণীয় তাহার বহুল প্রচার প্রয়োজন।

প্রথমেই জানিয়া রাখুন যে জোতদার নিজের খেয়াল খুশিমত কোন ভাগচাষীকে উচ্ছেদ করিতে পারেন না। জোতদার কোনও ভাগচাষীকে উচ্ছেদ করিতে গেলে তাঁহাকে ভাগচাষ অফিসারের কাছে প্রমাণ করিতে হইবে যে, হয় বর্গাদার উপযুক্ত কারণ ব্যতীত বর্গার জমি ভালভাবে চাষ করেন নাই বা বর্গা জমিকে চাষ ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার করিয়াছেন কিংবা বর্গাদার নিজে বা নিজের পরিবারস্থ লোক দ্বারা বর্গা জমি চাষ করেন না, বা বর্গার জমি জোতদারের নিজ হালে চাষের জন্য প্রয়োজন। বর্ত্তমানে এ জেলায় জে, এল, আর, ও, গণই ভাগচাষ অফিসার, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশের জন্য জে, এল, আর, ও, অফিসে সাক্ষাৎ জানিতে পারেন। তবে ১৯৬৯ সালের ওয়েষ্ট বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স '৩' অনুসারে ঐ অর্ডিন্যান্স বলবৎ থাকাকালীন এই সমস্ত কারণে বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধ আছে। ভাগচাষ অফিসারের বা মুনসেফের কোন ডিক্রি জোতদার পাইয়া থাকিলেও অরডিনান্স বলবৎ থাকাকালীন বর্গাদারের উচ্ছেদ স্থগিত থাকিবে।

জোতদার যদি অন্যায়ভাবে কোনও বর্গাদারকে উচ্ছেদ করেন তাহা হইলে ভাগচাষ অফিসার সেই জমি বর্গাদারকে চাষের জন্য ফেরৎ দিতে বাধ্য করিতে পারেন। জোতদার যদি বর্গাদারের জমি নিজে চাষ করিয়া থাকেন তবে উৎপন্ন ফসলের শতকরা ৪০ ভাগ সরকার বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন এবং বাকী শতকরা ৬০ ভাগ ভাগচাষী দিতে পারেন বা যদি অন্য কোনও বর্গাদার দ্বারা ঐ জমি চাষ করাইয়া থাকেন তবে উৎপন্ন ফসলের শতকরা ৫০ ভাগ নূতন বর্গাদার পাইবেন এবং বাকী শতকরা ৫০ ভাগ পুরানো বর্গাদারকে দিতে হইবে।

বর্গাদার এবং জোতদারের মধ্যে উৎপন্ন ফসলের ভাগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে জে. এল, আর. ও, অফিসে সন্ধান লইয়া জানিতে পারেন। তবে ইহা জানিয়া রাখুন যে জমির উৎপন্নের যে পরিমাণ ফসল বর্গাদার জোতদারকে দিলেন তাহার জন্য একটি রসিদ জোতদার বর্গাদারকে দিতে আইনতঃ বাধ্য। যদি কোনও জোতদার রসিদ না দেন তবে যেন সংশ্লিষ্ট জে, এল, আর, ও, এর নিকট জানান।

বহুক্ষেত্রেই জোতদারের দেওয়া কোনও লিখিত রসিদ বর্গাদারের নিকট থাকে না কেননা জোতদারগণ রসিদ অস্বীকার করেন। তবে একথা জানিয়া রাখুন যে, 'বর্গা স্বত্ব প্রমাণ করিবার জন্য লিখিত রসিদ অপরিহার্য্য নয় এবং মৌখিক সাক্ষী সাবুদ দ্বারাও বর্গাস্বত্ব প্রমাণ করা যায়।

অন্যায়ভাবে বর্গাদার উচ্ছেদ করা বা করিবার চেষ্টা করা ল্যাণ্ড রিফরমস্ (ভূমি সংশোধন) আইনের ১৯(২) ধারা অনুযায়ী একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। ইহার জন্য জোতদারের ৬ মাস কারাদণ্ড এবং ১০০০৲ টাকা জরিমানা হইতে পারে। উক্ত আইনের ১৯(৩) ধারা অনুযায়ী এই অপরাধ Cognizable (বিচার্য্য) বলিয়া গণ্য হইবে। অর্থাৎ এ সম্বন্ধে থানায় অভিযোগ করিলে সরকার এই মোকদ্দমা পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবেন। এইরূপ কোন ঘটনা হইলে থানায় F. I. R. এবং F. I. R. লওয়া সম্বন্ধে কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে তাহা নিম্ন সাক্ষাৎকারীর গোচরে আনিবেন।

পুরুলিয়া — প্রভাত কিরণ মুখোপাধ্যায়
২।৬।৬৯ — অতিরিক্ত জেলা শাসক, পুরুলিয়া

——•——

পুরুলিয়া জেলার আবগারী বিভাগের কর্ম্মকুশলতা

পুরুলিয়া জেলা আবগারী কর্তৃপক্ষের বে-আইনী চোলাই মদ উচ্ছেদকল্পে জেলাব্যাপী আবগারী কর্ম্মীবৃন্দের অনুপ্রেরণায় গত ১৬।৫।৬৯ হইতে ৩১।৫।৬৯ তারিখ মধ্যে ৬৬টি চোলাই মদের কেশ ধরা পড়ে। তাহাতে ৬৪ জন আসামী ধৃত হয় এবং ৩৫'৪ লিটার চোলাই মদ, ৩৯৬'০ লিটার ফুটন্ত মহুয়া জাওয়া ও ৯ সেট চোলাই করিবার যন্ত্রপাতী ধৃত হয়। একটি বড় গাঁজা গাছ সহ একজন আসামীও ধৃত হয়।

——•——

আর-টি-এর প্রথম বৈঠকের সিদ্ধান্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১। ঝালিদার শক্তিপদ মোদক ও ভক্তিপদ মোদকের আবেদনক্রমে পশ্চিমবঙ্গের এস-টী-এর সহকারী সেক্রেটারী বাঁকুড়া হইতে মধুকুণ্ডা ভায়া গঙ্গাজলঘাটী, মেঝিয়া ও শালতোড়া বাস রুটটি রঘুনাথপুর ভায়া ডিসেরগড়ঘাট পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করবার জন্য যে পত্র দিয়াছেন এবং বাঁকুড়া আর-টী-এর সেক্রেটারীও উক্ত বাসটি শালতোড়া পর্য্যন্ত যাবার জন্য যে সুপারিশ করেছেন—তাহা মঞ্জুর করা হোল এবং বাস যাত্রীগণের সুবিধার্থে ৪ মাসের জন্য টেম্পোরারী পারমিটও মঞ্জুর করা হোল।

২। পুরুলিয়া-বাঘমুণ্ডী ভায়া বলরামপুর রুটে বাস দেওয়ার জন্য সময় সম্পর্কে পুরুলিয়ার মোটর মজদুর সমাজ যে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন তা বিবেচনা করে তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করা হোল এবং ইতিমধ্যে তিন মাসের জন্য টেম্পোরারী পারমিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত হোল।

৩। পুঞ্চা থেকে কাশীপুর ভায়া রঘুনাথপুর বাস রুটটি মুদালী পর্য্যন্ত যাবার অনুমতি চেয়ে শ্রীশিউ চরণ লিলহা যে আবেদন করেছেন সেটা পরে বিবেচনা করা হবে বলে স্থির হয়—আর ইতি মধ্যে যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে উপরোক্ত বাসটি মুদালী যাবার ৪ মাসের জন্য টেম্পোরারী পারমিট প্রদানের সিদ্ধান্ত করা হয়।

৪। (১) যে সকল বাসরুটে কিছুকাল যাবৎ বাস চলাচল বন্ধ আছে—তাদের পারমিট কেন নাকচ করে দেওয়া হবে না—তার কারণ দর্শাবার জন্য নোটীশ জারির সিদ্ধান্ত করা হয়।

(২) দুর্গাপুর থেকে রাঁচী ভায়া বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াগামী মৃণালিনী বাস সার্ভিস বেড়ো গ্রামে দাঁড়াবার জন্য এস. টি, একে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৩) পুরুলিয়া থেকে ইচাগ ভায়া বলরামপুরগামী রবি ট্রান্সপোর্টের বাসটি চলাচল না করায় তার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কেন গ্রহণ করা হবে না তার কারণ দর্শাতে বলা হবে।

(৪) এই জেলার বিভিন্ন কয়েকটি অঞ্চলে বাস চলাচল খুবই কম হওয়ায় নিম্নলিখিত রুটগুলিতে স্থায়ী বাস রুট মঞ্জুরীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—

(১) কোটশিলা থেকে পুরুলিয়া ভায়া গড়জয়পুর (রাত্রিবেলা)

(২) পুরুলিয়া থেকে ভুরকুণ্ড ঘাট ভায়া রঘুনাথপুর, গোবরান্দা ;

(৩) ঘাট রাঙ্গামাটি থেকে পুরুলিয়া ভায়া কাশীপুর, নধুড়কা।

(৪) পুরুলিয়া থেকে মানবাজার ভায়া মাঝিহিড়া, চেক্যা ;

(৫) পুরুলিয়া থেকে ধাদকা ভায়া লতাপাড়া ;

(৬) পুরুলিয়া থেকে পুঞ্চা (২টি পারমিট) ;

(৭) পুরুলিয়া থেকে সাঁওতালডি ভায়া নডিহা।

(৮) পুরুলিয়া থেকে ডিসেরগড় ঘাট ভায়া রঘুনাথপুর (বিকেল ৫টায়)।

(৯) পুরুলিয়া থেকে পায়রাচালী ভায়া মানবাজার ;

(১০) পুরুলিয়া থেকে ব্রজপুর ভায়া ঝালদা ;

(১১) পুরুলিয়া থেকে ঘাট রাঙ্গামাটী ভায়া রঘুনাথপুর, আদ্রা, কাশীপুর ও গৌরাঙ্গডি।

(১২) সকালে পুরুলিয়া থেকে বান্দোয়ান এবং বিকালে বান্দোয়ান থেকে পুরুলিয়া আসার নূতন বাস রুটের জন্য জনসাধারণের প্রবল দাবী বিবেচনা করে এই আন্তরাজ্য বাস রুটের প্রয়োজনীয় মঞ্জুরীর জন্য এস, টি, এর নিকট আবেদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(৫) পুরুলিয়া থেকে পুন্দাগ রেলওয়ে ষ্টেশন পর্য্যন্ত টেম্পোরারী পারমিট প্রার্থনা করে শ্রীভানু মণ্ডলের আবেদনটি মঞ্জুরীর জন্য এস, টি, এর, নিকট প্রেরণ করা হোল।

(৬) আর-টী-এর ১৮-৫-৬৫ তারিখের বৈঠকের প্রস্তাব অনুযায়ী বাস ভাড় বৃদ্ধি সম্পর্কে এবং বাস ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে শ্রীঅশোক চৌধুরী ও অন্যান্যের পত্রাদি বিবেচনা করার জন্য এবং এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তদন্ত করে রিপোর্ট দাখিল করার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে সাব-কমিটী গঠিত হয়—

(১) শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ, (২) শ্রীসাধু ব্যানার্জী, (৩) শ্রীচিত্তরঞ্জন মাহাতো, (৪) শ্রীপশুপতি মণ্ডল এবং (৫) সেক্রেটারী, আর-টী-এ।

——•——

রঘুনাথপুরে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীসুশীল ধাড়া
খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে দ্রুত সেচ ও বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী এবং এগ্রোইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীসুশীল কুমার ধাড়া, রঘুনাথপুর ব্লক অফিসে জেলার বিভাগীয় সরকারী কর্ম্মচারী ও বি, ডি, ও দের এক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে এগ্রো-ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে চলতি বৎসরে ২০ হাজার পাম্প বিতরণ করবেন এবং এই পাম্পের সাহায্যে অগভীর নলকূপ অথবা স্থায়ী জলাধার থেকে সেচের জন্য জল সরবরাহ করা হবে। শ্রী ধাড়া আরও বলেন যে আগামী ২ বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করে তোলার জন্য কর্পোরেশন কর্তৃক চাষীদের ঋণ হিসাবে পাম্পগুলি সরবরাহ করা হবে এবং চাষীরা সহজ কিস্তীতে ঋণ পরিশোধ করতে পারবে।

শ্রী ধাড়া আরও বলেন যে গ্রামাঞ্চলে এই সকল পাম্প মেরামত ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য একটা বিশেষ স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হবে। পাম্প অগভীর নলকূপের যন্ত্রপাতী, স্প্রেয়ার ডাষ্টার প্রভৃতি মেরামত করার শিক্ষা দেওয়া হবে। এর দ্বারা বেকার যুবকদের নূতন কর্ম্ম সংস্থানেরও সুযোগ হবে বলে তিনি আশা করেন।

শ্রী ধাড়া আরও বলেন যে এগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন গ্রামাঞ্চলে রাসায়নিক সার বিতরণের কাজও সুরু করবেন।

এই বৎসর কর্পোরেশন রাজ্যের ৩৩৫ টি ব্লকে সার বিতরণের জন্য প্রায় ৭০০ ডীলার নিয়োগ করবেন। এ ছাড়াও কর্পোরেশন চাষের জন্য ট্র্যাক্টর সরবরাহ করবেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষীরা ট্র্যাক্টর ভাড়া করে চাষের সুযোগও পাবেন।

গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণ

শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ বৈদ্যুতিকরণ

প্রসারের ক্ষেত্রে বহু পিছিয়ে আছে ; এবং কৃষি দপ্তর ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের মধ্যে যোগাযোগের অভাবে সেচের বহু সম্ভাব্য উৎস থেকে সেচের সুযোগ ও সুবিধা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। সেই জন্য গভীর বা অগভীর নলকূপ প্রভৃতি সেচ পরিকল্পনার সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতী-করণ প্রসার কার্য্যসূচীর ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি আরও বলেন যে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ চলতি বৎসরে সেচপ্রকল্প প্রসারের লক্ষ্যে রাজ্যের ২০০০ গ্রামে বৈদ্যুতী-করণের কার্য্যসূচী গ্রহণ করছেন। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য তিনি কৃষি, সেচ ও বিদ্যুৎ পর্ষদের সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ঘনিষ্ট যোগসূত্র স্থাপন ও পরস্পর সহায়তা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। শিল্প মন্ত্রী আরও বলেন যে জেলা শাসকের সভাপতিত্বে কৃষি, সেচ ও বিদ্যুৎ পর্ষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্ল্যানিং-সেল গঠনের সিদ্ধান্ত তিনি ঘোষণা করেন।

এই আলোচনায় জেলা শাসক শ্রীঅরুণকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় আই-এ-এস ; শ্রী পি. রায়, এগ্রোনোমিষ্ট, এগ্রো-ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন ও কয়েকজন বি-ডি-ও অংশ গ্রহণ করেন।

শ্রীসুশীল কুমার ধাড়া স্থানীয় ধর্ম্মশালায় বাংলা কংগ্রেসের কর্ম্মীদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন।

——∘——

জমি বিক্রয়

ভিক্টোরিয়া স্কুলের সন্মুখে (হুচুকপাড়ায়) গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী পাঁচ কাঠা জমি বিক্রয় আছে। পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর কবিরাজ মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করুন।

——•——

We are pleased to Announce the
Appointment of
M/s. BICHITRA
Ranchi Road—Purulia
for
Purulia as the Canvasser for
Godrej Steel Furniture for Home, Office
Etc.
N, P, Vyas & Co.
Asansol

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে পুরুলিয়া রাঁচি রোডস্থ **"বিচিত্রা"** প্রতিষ্ঠানকে "গোদরেজ" কোম্পানীর ইস্পাত নির্মিত অফিস এবং গৃহের ব্যবহারোপযোগী আসবাব পত্রের পুরুলিয়া জেলার জন্য প্রচারক নিযুক্ত করিলাম।

এন, পি, ব্যাস এণ্ড কোং
আসানসোল।

ভারতী হোটেল
ও
রেষ্টুরেণ্ট
(অশোক ষ্টুডিওর সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।

স্বল্প খরচে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত আহারের ব্যবস্থা আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

ভূমি বিক্রয়

নডিহায় উদ্ধব চন্দ্র সিংহ ষ্ট্রীটের নিকটে ২৪ ডেসিমেল জায়গা পাকা প্রাচীর দিয়া ঘেরা বিক্রয় করা হইবে। ডাঃ শ্রীঅমর শঙ্কর দে—কমলা ফার্ম্মেসীতে অনুসন্ধান করুন।

Regd No. C—4290
Phone No.—175
মুক্তি
C. R. No—R. N. 2539/57

বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত রুটগুলির জন্য ষ্টেজ ক্যারেজ পারমিট মঞ্জুরীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ফরমে (পি, এস, টি, পি, এ) দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। নির্দ্দিষ্ট রুটের "ষ্টেজ ক্যারেজ" শিরোনামাঙ্কিত খামে রেজেষ্ট্রি করিয়া দরখাস্ত নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট ৩০।৬।৬৯ তারিখের বেলা ৩টার মধ্যে নিশ্চিতরূপে পৌছান চাই।

দরখাস্তের সঙ্গে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত বিবরণগুলিও একখানি পৃথক কাগজে দিতে হইবে।

(১) দরখাস্তকারীর নাম (২) পিতার নাম (৩) পুরা ঠিকানা (ডাকঘর ও থানা) (৪) ষ্টেজ কারেজের কোন পারমিট থাকিলে তাহার বিবরণ (৫) আর্থিক অবস্থা (ব্যাংকে জমা টাকার অংক বা জাতীয় সঞ্চয় প্রমাণ পত্র) (৬) মোটর চালনা ও মোটর যন্ত্র কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান এবং (৭) গাড়ী রাখিবার ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা।

প্রকাশ থাকে যে প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দরখাস্তের ফি বাবদ ৫৲ টাকা জমার ট্রেজারী চালান দিতে হইবে। উক্ত ফি কোনক্রমেই ফেরৎ যোগ্য নহে এবং উহা জমা না দিলে দরখাস্ত বিবেচিত হইবে না।

এই সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকিলে যাঁহারা ঐ প্রস্তাবিত রুটে অথবা এলাকা ধরিয়া অথবা উহার নিকট ইতিপূর্ব্বে যে কোন উপায়ে যাত্রী পরিবহনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতেছেন অথবা এতদুদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত পরিবহন ব্যবস্থায় আগ্রহান্বিত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্বমূলক সমিতি—তাঁহারা উক্ত আপত্তি সর্ব্বশেষ ৭।৭।৬৯ মধ্যেই নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট দাখিল করিবেন।

এস, সরকার
সম্পাদক—
আঞ্চলিক পরিবহন কর্ত্তৃপক্ষ, পুরুলিয়া।

১)	পুরুলিয়া হইতে বাঘমুণ্ডি ভায়া ঝালদা—	৪টি
২)	পুরুলিয়া হইতে সুইসা ভায়া বাঘমুণ্ডি —	১টি
৩)	কোটশিলা হইতে পুরুলিয়া ভায়া গড়জয়পুর (রাত্রিকালীন)—	১টি
৪)	পুরুলিয়া হইতে ভূংকুণ্ডাঘাট ভায়া রঘুনাথপুর (গোবরান্দা)—	১টি
৫)	ঘাটরাঙ্গামাটি হইতে পুরুলিয়া ভায়া কাশীপুর লধুড়কা—	১টি
৬)	পুরুলিয়া হইতে মানবাজার ভায়া চেকা মাঝিহিড়া —	১টি
৭)	" " ধাদকা ভায়া লতাপাড়া—	১টি
৮)	" " পুঞ্চা—	২টি
৯)	" " সাঁওতালডি ভায়া নডিহা—	১টি
১০)	" " ডিসেরগড়ঘাট ভায়া রঘুনাথপুর (বৈকাল)	১টি
১১)	" " পায়রাচালী ভায়া মানবাজার—	১টি
১২)	" " ব্রজপুর ভায়া ঝালদা —	১টি
১৩)	" " ঘাটরাঙ্গামাটী ভায়া রঘুনাথপুর, আদ্রা, কাশীপুর, গোবাঙ্গডি	১টি
১৪)	" " বাঘমুণ্ডি ভায়া বলরামপুর—	১টি
১৫)	আদ্রা " মানবাজার ভায়া ছড়া, পুঞ্চা—	১টি
১৬)	পুরুলিয়া হইতে ডুমুরডি নদীঘাট ভায়া চাকলতোড়, শুকলাড়া, টোকোরিয়া, পুড়িমাড়া, কাইপাড়া ইত্যাদি—	১টি

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
২৪শ সংখ্যা
পুরুলিয়া, সোমবার
১৬ই আষাঢ়, ১৩৭৬—১লা জুলাই ১৯৬৯
বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

ডি, এম, ওর অবিলম্বে বদলীর আদেশ

সদর হাসপাতালের বিবিধ প্রকার উন্নতির প্রচেষ্টা

পশ্চিম বঙ্গের স্বাস্থ্য দপ্তরের সেক্রেটারী গত ২৭শে জুন তারিখে সি, এম, ও, এইচের নিকট প্রেরিত এক টেলিগ্রামে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের ডি, এম, ও ডাঃ পি, কে, চ্যাটার্জ্জীকে ২৮।৬।৬৯ তারিখে বেলা ১২ টার মধ্যে চার্জ্জ বুঝাইবার নির্দ্দেশদানের জন্য আদেশ দিয়াছেন। আরও প্রকাশ, উপরোক্ত টেলিগ্রামের সূত্রে পরদিন যে সমর্থনসূচক সরকারী পত্র সি, এম, ও, এইচের নিকট আসে তাহাতে সুস্পষ্টভাবে এই নির্দ্দেশ দেওয়া আছে যে, বিশেষ কোনও পরিস্থিতির জন্য ২৮শে জুনের মধ্যে ডি, এম, ওর নিকট হইতে চার্জ্জ বুঝাইয়া লইবার অসুবিধা দেখা দিলে আগামী ১লা জুলাই বেলা ১২ টার মধ্যে ডি, এম, ওকে অতি অবশ্যই চার্জ্জ বুঝাইয়া দিতে হইবে। পুরুলিয়ার ডি, এম, ওকে সম্ভবতঃ হাওড়া বদলী করা হইতেছে এবং তাঁহার স্থলে নূতন ডি, এম, ও অতি শীঘ্র পুরুলিয়া আসিতেছেন।

এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে সহরের কিছু স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল যাঁহারা সদর হাসপাতালের দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিবার উদ্দেশ্যে পুরুলিয়া হইতে ডি, এম, ওর বদলী বন্ধ করিবার অপচেষ্টা করিতেছিলেন—তাঁহাদের কেহ কেহ ডি, এম, ওর বদলীর আদেশ আসিবার পর সদর হাসপাতালের কোনও কোনও চিকিৎসককে দৈনিক লাঞ্ছনা ও অন্যান্য নির্য্যাতনের ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন।

পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের প্রশাসন, চিকিৎসা ব্যবস্থা, ঔষধ পত্রের যথোপযুক্ত ব্যবহার ও ঔষধের অভাব দূরীকরণ, কিছু শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আরও অধিক সংখ্যক নার্স প্রভৃতি নিয়োগ সম্পর্কেও সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানের এক বিশেষ প্রচেষ্টা হইতেছে।

পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের তদন্ত

পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের বিবিধ দুর্নীতি ও মেন ষ্টোরের ঔষধ পত্রের ষ্টক ও হিসাব সংক্রান্ত নানা কারচুপীর অভিযোগের তদন্ত ও স্পেশ্যাল অডিট সূত্রে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্যাদি উদ্‌ঘাটিত হইতেছে।

কলিকাতার সেন্ট্রাল মেডিক্যাল ষ্টোর হইতে সদর হাসপাতালে প্রচুর ঔষধ পত্রাদি আসিলেও বহু মূল্যবান ঔষধের হিসাব ষ্টক বহীতে দেখানো হয় নাই এবং তাহার নাকি হিসাবও নাই আবার ষ্টক বহীতে যে সব ঔষধ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে অধিকাংশ স্থানে তাহার verification এর কোন প্রমাণ নাই এবং ক্ষেত্র বিশেষ যেখানে যেখানে ষ্টক বহীতে verification সূচক অফিসারের স্বাক্ষরাদি আছে তাহা ভুল তথ্য হিসাবের উপর তাড়াতাড়ি করা হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এমাইসীন ট্যাবলেট একটি দামী ঔষধ—প্রতি ট্যাবলেটের দাম ১৲ টাকা। এই ঔষধেরও নাকি হিসাবে গরামল। কিন্তু এই সব ঔষধাদির সঠিক হিসাব নিকাশ মিলিতেছে না। ষ্টক বহীতে কাটাকাটি করিয়া বা নানা ভুল হিসাব সন্নিবেশিত করিয়া কারচুপি করা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইতেছে। এই সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন।

পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে বর্তমান ডি এম, ওকে কেন্দ্র করিয়া ডাক্তারদের যে গোষ্ঠী চক্র গঠিত হইয়াছে তাহার অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য হইলেন ডাঃ ননী গোপাল চেল। তাঁহার সম্পর্কেও নানা প্রকার অভিযোগাদি আসিতেছে। সহরে ও গ্রামাঞ্চলে ইঁহার প্রাইভেট প্র্যাকটিশ আছে এবং অনেক সময় হাসপাতালের কাজ ফেলিয়া প্রাইভেট প্র্যাকটিশকে অগ্রাধিকার দিয়া থাকেন—ইহাই অভিযোগ। হাসপাতালের ল্যাবরেটরীতে তিনি তাঁর নিজের প্রাইভেট রোগীদের মলমূত্রাদি পরীক্ষা করিতে ব্যস্ত থাকেন এবং প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাহীন ল্যাবরেটরী এ্যাসিষ্ট্যাণ্টএর উপর হাসপাতালের রোগীদের কফ, মলমূত্র প্রভৃতি পরীক্ষার ভার দেওয়া হইয়া থাকে ফলে অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত রোগ নির্ণয় না হওয়ার কারণে চিকিৎসা ব্যাহত হয়। হাসপাতালের ঔষধ পত্রেই প্রাইভেট রোগীদের এই ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা ডাঃ চেল করিয়া থাকেন বলিয়াও অভিযোগ আসিয়াছে।

পুরুলিয়া বড় পোষ্ট অফিসের নিকট এক গলিতে ডাঃ চেলের একটি নিজস্ব ল্যাবরেটরী আছে এবং এখানেও দিনের মধ্যে প্রচুর সময় দিয়া থাকেন। হাসপাতালের কাজ, প্রাইভেট প্র্যাকটিশ ও নিজস্ব ল্যাবরেটরীতে কাজ ছাড়াও ডাঃ চেল নাকি পরিবার পরিকল্পনায় অপারেশানাদিতেও প্রচুর সময় দিয়া থাকেন। প্রকাশ, তিনি গত ১৯৬৮ সালের মে হইতে আগষ্ট মাস পর্যন্ত এই চার মাসে প্রায় ১১৪৪টি ভ্যাসেকটমী অপারেশান করিয়াছেন। গত আগষ্ট মাসেই তিনি নাকি ৫১২টি অপারেশন করেন এবং গত ২৬।৮।৬৮ তারিখে একদিনে ৫০ টি ভ্যাসেকটমী অপারেশান করেন। তাঁহার সরকারী ডিউটী ও প্রাইভেট প্র্যাকটিশের উপর একই দিনে ৫০ টি অপারেশান কিভাবে করিলেন বা করিবার সময় পাইলেন—তাহা চিকিৎসকদের পক্ষেও এক বিস্ময়ের বিষয়। আরও প্রকাশ যে গত বৎসর ফ্যামিলী প্লানিং এ এইরূপ ভ্যাসেকটমী অপারেশানাদর বিল বাবদ ডাঃ চেল প্রায় ৫০০০৲ টাকা অর্থ উপার্জন করিয়াছেন।—এই সকল বিষয় সম্পর্কেও একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত আবশ্যক।

—০—

সম্পাদকীয়—

কে-য়া-র বিতরণে কেলেঙ্কারী

এই জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভোজন ও পুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্যে আমেরিকার কে-য়া-র সংস্থা থেকে যে ব্যাপক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে—সেই দানরূপে প্রাপ্ত খাদ্য বিতরণের ক্ষেত্রে যে বেপরোয়া দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার ও অমানুষিক আচরণ অব্যাহত গতিতে চলছে—তাতে সমগ্র বিষয়টা একটা নির্লজ্জ কেলেঙ্কারীর পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সাধারণতঃ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মারফৎ সংশ্লিষ্ট স্কুলের ছাত্রদের "বাল-ভোজনের" উদ্দেশ্যে বিশেষ খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হয় এবং শিক্ষকদের ব্যবস্থাপনায় স্কুল প্রাঙ্গণেই রন্ধনাদি করে ছাত্রদের আহার করানো হয়। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে এই অভিযোগ শোনা যাচ্ছে যে বহু ক্ষেত্রেই নির্দ্ধারিত পরিমাণের অর্দ্ধেক বা সিকিভাগ রন্ধন করে ছাত্রদের বন্টন করা হয়; আহার্য্য প্রাপ্ত ছাত্রদের প্রকৃত সংখ্যার দেড়গুণ সংখ্যা রিপোর্টে সন্নিবেশিত করা হয় এবং কোনও কোনও ছাত্রদের আদৌ কোনও আহার্য্য বন্টন করা হয় না।

এই কে-য়া-রের খাদ্য সামগ্রী সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি পরায়ণ শিক্ষকের পক্ষে বিনা মূলধনে ব্যক্তিগত স্বার্থে এক লাভজনক ব্যবসায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং কেয়ারের খাদ্য সামগ্রী চোরা বাজারে বিক্রয়; এই খাদ্য সামগ্রী দিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক মহাশয়ের পুষ্করিণী খনন বা ক্ষেত তৈরীর জন্য মজুর লাগিয়ে মাটী কাটানো, প্রভৃতি অন্য নানা কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

শিক্ষক মহাশয়ের বেতন যখন নাম মাত্র ছিল, অভাবের তাড়নায় জীবন ধারণ ও জীবিকা উপার্জ্জন যখন বিকট সমস্যা রূপে দেখা দিত--সেই পরিস্থিতিতে নিছক প্রাণ রক্ষা ও জীবন ধারণের তাগিদে তাঁদের পক্ষে কোনও প্রকার অন্যায় পন্থায় উপার্জ্জন অথবা অল্প বিস্তর দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ সম্মানজনক ও সমর্থন যোগ্য না হলেও--বাস্তব দৃষ্টিতে সহানুভূতির সঙ্গেই বিবেচিত হতো। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের কল্যাণে এবং শিক্ষক সম্প্রদায়ের সঙ্ঘ বদ্ধ প্রচেষ্টা ও দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থার উল্লেখজনক উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং জীবন ধারণ ও জীবিকা অর্জ্জনের সমস্যার বহুলাংশে সমাধান হওয়ায় এখন শিক্ষক মহাশয়দের পক্ষে কে-য়া-র বিতরণের ন্যায় কেলেঙ্কারীর অংশভাগী হওয়ার এখন আর কোনও যুক্তি থাকতে পারে না। এর দ্বারা সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা কেবল মাত্র নিজেদেরই লোক চক্ষে হেয় ও ঘৃণার পাত্র করছেন না; সমগ্র শিক্ষক সম্প্রদায়কে জনসাধারণের বিরূপ সমালোচনা ও কলঙ্ক ভাগী করছেন। কারণ গ্রামাঞ্চলে এই প্রকার দুর্নীতি পরায়ণ শিক্ষকদের গ্রামবাসীরা "মাইলো বিকা পণ্ডিত" এইরূপ বিদ্রুপাত্মক ও ঘৃণাজনক উক্তিতে অভিহিত করে থাকে। এই শ্রেণীর শিক্ষকের দ্বারা আর যা কিছুই হোক শিশু ও বালকদের শিক্ষাদানের কাজ হতে পারে না! শিশুদের মুখের গ্রাস নিয়ে ব্যবসা করতে যাদের বিবেক ও মনুষ্যত্ব বোধে বাধে না সেই সব তথাকথিত শিক্ষকদের হাত থেকে শিক্ষার ভার যত শীঘ্র নিয়ে নেওয়া হয়—ততই মঙ্গল?

কিন্তু এই ব্যাপারে কেবল এক শ্রেণীর শিক্ষককে দাবী করাই অন্যায় হবে। এই দুষ্ট চক্রের সঙ্গে শিক্ষা দপ্তরও ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। যে

সব সার্কেলের শিক্ষকদের মধ্যে এই কে-য়া-র বণ্টন সম্পর্কিত দুর্নীতি যত বেশী; সেই সার্কেলের সংশ্লিষ্ট অফিসারও এই প্রকার দুর্নীতির সঙ্গে সমভাবেই জড়িত। প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারিদের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে ও সহযোগিতায় শিক্ষকদের পক্ষে এই বেপরোয়া দুর্নীতির পথ গ্রহণ করার সাহস ও স্পর্দ্ধা হয়। সুতরাং এই দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করার জন্য শিক্ষা দপ্তরকে যেমন সক্রিয় ও সচেষ্ট হতে হবে তেমনি সাধারণভাবে শিক্ষক সম্প্রদায়কে এবং বিশেষভাবে শিক্ষক সমিতিকে তাঁদের সম্মান ও সুনাম রক্ষায় দুর্নীতি দুষ্ট শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যদি দুর্নীতি এত গভীরে প্রবেশ করে থাকে যে তার মূলোচ্ছেদ সম্ভব নয়—তবে কে-য়া-রের খাদ্য বিতরণের এই প্রহসন একেবারে বন্ধ করে দিয়ে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। অ, চ,

—০—

যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন মন্ত্রীর সফর

যুক্তফ্রন্ট সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী প্রতিভা মুখার্জী গত ২৫শে জুন রঘুনাথপুর আসেন এবং রঘুনাথপুর নেতাজী ময়দানে এস, ইউ, সির উদ্যোগে এক গণ ডেপুটেশন মন্ত্রী মহোদয়ার নিকট ১৫ দফা দাবী পেশ করে। ঐ দাবীগুলির মধ্যে রঘুনাথপুর সাবডিভিসনের দাবী অন্যতম। রঘুনাথপুর ইন্সপেক্সান বাংলোয় তিনি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এবং যুক্তফ্রন্টের প্রতিনিধিদের সহিত এই জেলার কোথায় কি কি রাস্তাঘাট প্রয়োজন সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। ঐ দিন বৈকালে আদ্রা গণেশ ময়দানে তিনি এক জনসভায় ভাষণ দেন এবং ভাষণ দানকালে দুর্গাপুরে পুলিশী নির্য্যাতন সম্পর্কে আলোচনার সময় যুক্তফ্রন্টের কোনও এক শরিক দলের প্রতিনিধিরা সভায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কায় সভা স্থগিত রাখতে হয়।

২৬শে জুন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী প্রতিভা মুখার্জী সাঁওতালডিতে ভোজুডি কোল ওয়াসারী এমপ্লয়ীজ এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক জনসভায় ভাষণ দেন।

২৭শে জুন তিনি পুরুলিয়া সারকিট হাউসে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ও যুক্তফ্রন্টের প্রতিনিধিদের সহিত জেলার রাস্তাঘাট ও বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

২৭শে জুন তারিখে কৃষি মন্ত্রী ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্য ও আইন মন্ত্রী শ্রীভক্তি ভূষণ মণ্ডল পুরুলিয়া আসেন ও কর্ম্মব্যস্ত কার্য্যসূচি উদ্যাপন করেন।

গত ২৮শে জুন পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি গুহ দাসগুপ্ত পুরুলিয়া আসেন এবং জেলার বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

বিশদ বিবরণ পরবর্ত্তী সংখ্যায় দেওয়া হইবে।

চিঠি পত্র

প্রতিবাদ পত্র প্রকাশ না করিবার কারণ

মুক্তি পত্রিকায় ২০শ সংখ্যায় "বালিকা বিদ্যালয়ের নামে অর্থ আদায়ের অভিযোগ" শীর্ষক প্রকাশিত পত্রের একটি মুদ্রিত প্রতিবাদ পত্র হুড়া থানার লধুড়কা গ্রামের শ্রীঅধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠাইয়াছেন। কিন্তু মুক্তিতে প্রকাশিত পত্রের প্রতিবাদ পত্র সরাসরি মুক্তি পত্রিকার নিকট না পাঠাইয়া শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় স্থানীয় কোনও এক পত্রিকায় পাঠান এবং সেই পত্রিকায় তাঁহার প্রতিবাদ পত্রটি প্রকাশিত হইবার পর প্রকাশিত প্রতিবাদ পত্রটি পুনরায় প্রকাশের জন্য মুক্তি পত্রিকায় পাঠাইয়াছেন। ইহা সাধারণ রীতি বিরুদ্ধ পদ্ধতি সুতরাং তাঁহার অন্য পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবাদ পত্র পুনরায় মুক্তিতে প্রকাশ করিবারপ্রয়োজন নাই। মুঃ সঃ

—৪—

দুঃখের বিষয়—এঁরা তিক্ততা সৃষ্টি করতে চান

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

আমি এই জেলার কর্ম্মচারী সমিতিগুলির কো-অর্ডিনেশন কমিটির কথা বলছি। এঁরা আবার চিঠি দিয়েছেন ; —আমার জবাবের জবাব।

আমি এঁদের প্রথম চিঠির যে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা এবং বিনীত আবেদন রেখেছি—তার জবাবে এবার এঁরা যে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেছেন তাতে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছি। লেখাটি এখানে উপহার দিচ্ছি। যাঁরা পড়বেন—তাঁরা দেখবেন—পত্র লেখক আমাদের মানুষই মনে করেন নি। রীতি বহির্ভূত কাজ, বুদ্ধির অভাব, অপকৌশল, সুচতুর ঘৃণ্য অপচেষ্টা, মর্য্যাদার হন্তারক ইত্যাদি অপরাধে আমাকে আসামী করা ছাড়াও—এমন কি আমাকে তিনি মনে করছেন—আমি শোষক শ্রেণীর সহায়করূপে শ্রমিক শ্রেণীর শত্রু এবং জেলার জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ বঞ্চিত হয়ে আমি আজ এই সব সংগ্রামকারী মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারীর ঘৃণ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ। ওঁরা কি বলতে চেয়েছেন ওঁদের নিজের মুখেই শুনুন ; তার পরে আমি আমার দুচারটে বিনীত নিবেদন রাখবো। পত্রটি এই —

সম্পাদক,

"মুক্তি" সাপ্তাহিক পত্রিকা, পুরুলিয়া

মহাশয়,

আপনার পত্রিকার ৩০শ বর্ষ ১৯শ সংখ্যা (২৬।৫।৬৯) প্রকাশিত "কো-অর্ডিনেশন কমিটির পত্রের প্রতি আমাদের বিনীত জবাব" শিরোনামার প্রত্যুত্তরে কয়েকটি বক্তব্য পেশ করছি।

সম্পাদক মহাশয় নিজের দায়িত্বে তাঁর বক্তব্য উক্ত শিরোনামায় পেশ করছেন। কিন্তু এর জবাব আমরা শ্রীভজহরি মাহাত, এম, পি, মহাশয়ের কাছ থেকেই আশা করেছিলাম। সম্পাদক মহাশয় কেন যে শ্রীমাহাতর হয়ে ওকালতি করেছেন তা বুঝলাম না। এটা নিশ্চয়ই রীতি বহির্ভূত কাজ। সম্পাদক মহাশয়ের একটি সম্পূর্ণ ভুল তথ্যের তীব্র প্রতিবাদ করছি। সমিতির আহ্বায়কের "মুক্তি" পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিটি -তারিখের সভায় অনুমোদিত। সুতরাং "সমিতির সহিত পরামর্শ না করিয়াই সমিতির আহ্বায়ক উত্তেজনার মুখে এই পত্র দিয়াছেন"—উক্তিটি সম্পূর্ণ ভীত্তিহীন। এতৎ সত্ত্বেও সম্পাদক মহাশয় বিশেষ কোন কর্ম্মচারীর (যিনি আপনাদের সঙ্গে যুক্ত ?) অনুমোদনের প্রয়োজনের ইঙ্গিত করেছেন তা দয়া করে জানালে বাধিত হ'ব। উপরোক্ত বক্তব্যে সমিতির আহ্বায়ককে সমিতির সাধারণ কর্ম্মচারীদের (সভ্যদের) কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার সুস্পষ্ট চক্রান্ত ছাড়া আর দ্বিতীয় কি অর্থ বহন করতে পারে ?

আমাদের ধারণা ছিল সাধারণ জনসমক্ষে পুরুলিয়ার একটি রাজনৈতিক দলের সভ্য তথা বিশেষ এক জনপ্রতিনিধির অনভিজ্ঞতার, মর্য্যাদাহানীকর ও বিভেদ মূলক বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরতে হবে না। কিন্তু "বিনীত জবাবে বিনয়ের মাত্রা অত্যাধিক থাকা সত্ত্বেও সংশোধনের পথকে এড়িয়ে গিয়ে সমিতির আহ্বায়কের দায়িত্বের কথা এবং সমগ্র সমিতির কর্ত্তব্যের বিষয় নিয়ে দীর্ঘ উপদেশ সহ বক্তব্যে কর্ম্মচারীদের মধ্যে এক সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টি করার এক সুচতুর অপচেষ্টা করা হয়েছে। যার ফলে সমিতির কর্তব্য হিসাবে আসল তথ্য এবং এই ধরণের অপচেষ্টার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এতে বিস্তৃতার বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। "জেলার লোক কাজ পায় না—বাহিরের লোক আসিলে জেলাবাসী মনে করে উহাদের দ্বারা বঞ্চিত হইতেছি," "যাহারা জেলাকে নিজের স্থান বলিয়া মনে করেন না—জেলার সঙ্গে যাদের স্থায়ী স্বার্থের সম্পর্ক নাই—তাঁহারা ভাবেন—যে কয়দিন আছি যাহা পারি গুটাইয়া লইয়া যাই" প্রভৃতি উক্তির

মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে জনসাধারণ ও স্থায়ী বসবাসকারী কর্মচারীদের সঙ্গে বহিরাগত কর্মচারীদের বিচ্ছিন্ন ও বিভেদ সৃষ্টি করার অপকৌশলটি নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এটা সম্পাদক মহাশয়ের নিজের কথা এবং জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগই নাই বলে মনে হয়। এই ঘৃণ্য অপচেষ্টা আমাদের দৃষ্টি এড়াতে পারে নাই। সম্পাদক মহাশয়ের কর্মচারীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে সমিতির ভাঙ্গন ধরাতে চেয়েছেন। এইটাই পরিষ্কার কথা। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হবে সংগ্রামী চেতনাকে বিসর্জন দিয়ে কর্মচারী-দের অন্তর্কোন্দল বৃদ্ধি, ঐক্য ও সংহতি হবে ব্যহত। পারতপক্ষে শোষক শ্রেণী ও কায়েমী স্বার্থের বাহকগণ হবে নিরাপদ। সুতরাং "শোষক শ্রেণীর স্বার্থে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামকে বিপথে চালিত করার এবং সরকারী কর্মচারীদের সংগঠনে ভাঙ্গন ধরাইবার উদ্দেশ্যে সুচতুর-ভাবে অপপ্রচার"—উক্তিটি যে আমাদের অত্যন্ত সঠিক ও গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে তা' দৃঢ়তার সঙ্গে পুনরায় ঘোষণা করছি। বিশেষ কোন কর্মচারীর দোষ ত্রুটী ও অন্যায় দুর্নীতিকে তুলে ধরা এবং ভিন্ন প্রসঙ্গে সুচতুরভাবে সমিতির ভাঙ্গন সৃষ্টি করা—দুটো এক জিনিষ নয়। তাই বিক্ষোভ ও সুদূরপ্রসারী ফলাফলের সাবধানবাণী যে নিশ্চয়ই অমূলক নয়—আশা করি সম্পাদক মহাশয় তাঁর সংগ্রামী চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করতে পারবেন। উপরন্তু "শ্রীমাহাত তাঁর কর্মীদের অবিচলিত রাখিতে পারিবেন"—উক্তির মধ্যে অন্যায়কে সাহসিকতার সাথে স্বীকার না করে অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়েই অহেতুক পাল্টা আক্রমণের শক্তির আভাষ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই সংগ্রামী কর্মচারীরা অন্যায়ের সাথে আপোষ করবেন না এবং সুনজরে দেখবেন না।

শ্রী মাহাতর অতীত কর্মজীবনের প্রতি আমরা কোন-রূপ কটাক্ষপাত না করেই বর্তমানে তাঁর প্রকাশিত বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছি। শ্রী মাহাতর আলোচ্য প্রবন্ধের যে অংশটির আমরা প্রতিবাদ করেছি। এখন সম্পাদক মহাশয়ের বক্তব্যের উপর শ্রী মাহাতর আলোচ্য প্রবন্ধের যে অংশটির আমরা প্রতিবাদ করেছি তার যৌক্তিকতা আগেই ব্যাখ্যা করেছি। এখন সম্পাদক মহাশয়ের বক্তব্যের উপর শ্রী মাহাতর প্রাক্ ও বর্তমান সংগ্রামী চেতনার ব্যবধান উপলব্ধি করতে অনুরোধ করছি। যেমন আমরা জানি যে স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রী মাহাত যে ত্যাগ স্বীকার ও কৃচ্ছ সাধন করেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু একথাও ঠিক যে এই পুরুলিয়ার এক জন বিশেষ জনপ্রতিনিধি হিসাবে দীর্ঘ ২২ বছর কংগ্রেসী কুশাসনে প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতির বীজ বোনা হয়েছে এবং যে পচনশীল সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে তার বিরুদ্ধে ও প্রতিকার কল্পে কোন উল্লেখযোগ্য ও দর্শনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। এবং যে সব গরীব মানুষের রক্তের প্রতি দরদ দেখিয়েছেন তাদের শোষণ তথা মেহনতী মানুষের সংগ্রামের পাশে তাঁকে দাঁড়াতে আজও দেখি নাই। এছাড়া বর্তমানেও শ্রমিক কর্মচারী তথা মেহনতী মানুষের সংগ্রামের পাশে তাঁকে দাঁড়াতে আজও দেখি নাই। তাই যদি সম্পাদক মহাশয় শ্রী মাহাতর বক্তব্যকে নিজের সংঘের বক্তব্য হিসাবে ধরে নিয়ে "বিনীত জবাব" লিখে থাকেন তবে আরও মর্মাহত হচ্ছি। কারণ পুরুলিয়ার কোন এক রাজনৈতিক দলের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কি ভূমিকা তার অনেক নজীরই আমাদের জানা আছে। কারণ আমরা জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নই। সুতরাং "কেঁচো খুড়তে কেউটে" বের হোক এটা নিশ্চয়ই আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় নয়।

আমরা গভীর ক্ষোভের সাথে লক্ষ্য করছি যে বর্তমান আলোচ্য বিষয়ে "বিনীত জবাবের" মাধ্যমে যা ব্যক্ত হয়েছে তা' মূল বক্তব্যকে খুব সাবধানে পাশ কাটিয়ে ভিন্ন প্রসঙ্গকে টেনে আনা হয়েছে। আমাদের প্রতিবাদের বিষয় ছিল বহিরাগত কর্মচারীরা অন্যত্র বদলী হতে চান না এবং তাঁরা দরিদ্র মানুষের রক্ত শোষণ করে সীমাহীন লোভী হয়ে পড়ে ও রক্তের স্বাদ ভুলতে পারে না। এতে বহিরাগত ও স্থানীয় কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদ অর্থাৎ সমিতির ভাঙ্গন এবং রক্তের স্বাদ অর্থে অশালীনতা ও মর্যাদাহানী সম্পর্কে আমরা যে বক্তব্য

রেখেছি তা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বলেই আমা-দের দৃঢ় ধারনা।

সম্পাদক মহাশয় ভিন্ন প্রসঙ্গে বক্তব্যকে টেনে নিয়ে দুর্নীতির প্রসঙ্গে সামগ্রিক এক তত্ত্বগত আলোচনার অব-তারনা করেছেন। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার করে তুলে ধরতে হচ্ছে বলে সম্পূর্ণ পদ্ধতি স্বাভাবিক ভাবেই আরও দীর্ঘ হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি একটি "আন্দোলনের খরচ" নামে বুলেটিন বের করেছেন বর্তমান কর্তব্য হিসাবে--যুক্তফ্রন্ট সরকারের ৩২ দফা কর্মসূচী রূপা-য়ণে কর্মচারীদের ভূমিকা, নিজস্ব নিজস্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য, অফিসের হাজিরা, জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ও প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্দেশ্য 'জয়েন্ট কাউন্সিল' ইত্যাদির ঘোষণা নিশ্চয়ই সম্পাদক মহাশয়ের জানা নাই—এছাড়া ১৬ই মে 'সংহতি দিবস' উদ্যাপনে প্রকাশ্য সমাবেশে পুরুলিয়া জেলা শাখার কো-অর্ডিনেশন কমিটি সমস্ত শ্রেণীর কর্মচারীদের কাছে কর্তব্যের যে আহ্বান জানিয়েছেন তা' সম্পাদক মহাশয়ের কানে না পৌঁছাতে আমরা আশ্চর্য হচ্ছি। সম্পাদক মহাশয়ের বক্তব্যে এটাই মনে হয় দুর্নীতির জন্যে যেন একমাত্র সরকারী কর্মচারীরাই দায়ী। এবং পুরুলিয়ার সমস্যাটা ঐ বহিরাগত কর্মচারীদের দ্বারাই উদ্ভূত। আসল ঘটনা যে তা নয় তা' একটু চিন্তা করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রায় দু'শ বছর ঔপনিবেশিক শাসনে ও ২২ বছর কংগ্রেসী কুশাসন ব্যবস্থার এবং প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি জায়গায় যে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে তা' বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকারের ৩২ দফা কর্মসূচী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে নির্মূল হবে—এ ধারণা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবভিত্তিক হবে না। শাসন ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ প্রভাব অফিসের ভিতরে, বাইরে, বিভিন্ন সংস্থায় ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিরাজ করছে। বিগত সরকার সমাজ সংস্কার এবং প্রকাশ্যে কোন দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দো-লনের সুযোগ কর্মচারীদের দেয় নাই। পরন্তু কর্ম-চারীরা সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক ও অধিকারগত দাবী দাওয়া নিয়ে এ পর্যন্ত সংগ্রাম করে এসেছে। সরকারের সঙ্গে কর্মচারীদের কি সম্পর্ক ছিল তাও বিচার্য বিষয়। সেই পরিবেশে কর্মচারীদের কর্ম-বিমুখতার কারণগুলিও লক্ষণীয়। বর্তমান সরকার কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করে কর্মচারীদের সহযোগিতা কামনা করে আহ্বান জানিয়েছেন এবং কর্মচারীরাও ইতিমধ্যে সর্বস্তরে এই প্রচার রাখছেন। এমতাবস্থায় সামগ্রিক বিষয়টি আমরা বুঝতে পারছি না – বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি, সমাজসেবক, উচ্চপদস্থ কর্মচারী, প্রশাসন ব্যবস্থা ও কর্তৃপক্ষ সকলের কর্তব্যের ও দায়দায়িত্বের কথা বাদ দিয়ে একমাত্র কর্মচারীদেরই দায়ী করা হোল কেন? সমস্যা সমা-ধানের প্রচেষ্টা কি সর্বস্তরের মানুষের পক্ষ থেকে হওয়া উচিত নয়? বিশেষ করে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব কাদের? একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে দীর্ঘ ২২ বছর এ বিষয়ে কি ভূমিকা নিয়েছেন—এ দাবী কি করা যায় না? সুতরাং শ্রী মাহাতর বক্তব্যে গরীব জনসাধারণের প্রতি হঠাৎ দরদ কুম্ভীরাশ্রুরই নামান্তর নয় কি? সমাজব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হলে যে সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয় এ ধারণা আশা করি প্রতিটি রাজনৈতিক দলের থাকা উচিত। সুতরাং নিজেদের দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া সত্যই দুঃখজনক। সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে সমিতির মধ্যে ভাঙ্গন ধরান ও 'সেন্টিমেন্টে' সুড়ি সুড়ি দিয়ে, জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলা আরও মারাত্মক ব্যাপার। এ সম্পর্কে একথাও স্পষ্টভাবে জানাতে চাই যে বিশেষ কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগকে নিশ্চয়ই কর্মচারী সমিতি অন্যায় অভিযোগ হিসাবে দেখবেন না।

সামগ্রিকভাবে বিষয়টি বিচার করলে এই দাঁড়ায় যে শ্রীমাহাতর মূল প্রবন্ধে বক্তব্য ছিল এক আর সম্পাদক মহাশয়ের জবাবদিহি হয়েছে ভিন্ন। সম্পাদক মহাশয় তাঁর বক্তব্যে স্পষ্টই স্বীকার করেছেন যে "ভাষার দৃষ্টিতে দেখলে হয়তো বলা যাইবে যে তিনি কাহাকেও বাদ না দিয়া সকলকে এক অপরাধে জড়িত করিয়াছেন।" আমা-দের প্রতিবাদ ছিল ঐ বক্তব্যে এবং স্থানীয় ও বহিরাগত

কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াসের বিরুদ্ধে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্পাদক মহাশয় তাঁর সংঘের তথা লোক-সেবক সংঘের মহান নেতার অপকীর্ত্তি চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্য এক নতুন ভূমিকার অবতারণা করে মূল বক্তব্যকে সন্তর্পণে দূরে সরিয়ে "তাঁহার কথার ধার" উপধারা দিয়ে প্রকাশিত ভাষাকে বাদ দিয়ে বিষয়টি বুঝতে বলেছেন। এ যেন "ধান ভানতে শিবের গীত" গেয়ে বসলেন। আমরা জানি শ্রী মাহাত একজন পার্লামেন্টারিয়ান। সুতরাং তাঁকে আইনের দিক দিয়ে, ভাষার দিক দিয়ে এবং বক্তব্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত সংযত ও সতর্ক হয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে চলতে হয়। তাই তাঁর ভাষাকে বাদ দিয়ে "ধার" দিয়ে বুঝতে অনুরোধ সম্পাদক মহাশয়ের নিঃসন্দেহে অন্যায় আবদারে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া ভাষার বিচারে সমিতির আহ্বায়কের অপেক্ষা "ক্রোধ বিহ্বল হয়ে আহ্বায়ক" উক্তিটি আপনাদের অশালীন উক্তি নয় কি ?

সম্পাদক মহাশয়কে আমাদের একান্ত অনুরোধ সমগ্র ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে "সমস্যা পীড়িত পুরুলিয়া জেলা" শীর্ষক প্রবন্ধের চতুর্থ প্যারাটি এবং ২৬।৫।৬৯ তারিখের তাঁর নিজস্ব অযৌক্তিক বিনীত জবাবটি প্রত্যাহার করে পুরুলিয়ার কর্ম্মচারীদের বিক্ষোভকে প্রশমিত করতে সহায়তা করবেন।

পরিশেষে, ২৬।৫।৬৯ তারিখে প্রকাশিত "কর্ম্মচারী সমূহের" স্থলে কর্ম্মচারী সমিতি সমূহের কো-অর্ডিনেশন কমিটি ভ্রম-সংশোধন করতে অনুরোধ করছি

তাং—পুরুলিয়া,
১৮-৬-৬৯

ভবদীয়
অনিল বিশ্বাস
সম্পাদক,
রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমিতি
সমূহের কো-অর্ডিনেশন কমিটি
পুরুলিয়া শাখা

চিঠিটি এই। শ্রীভজহরি মাহাতর সম্পর্কে আলোচনার উত্তর শ্রী মাহাত না দিয়ে আমি দেওয়ায় কোনো রীতি বিরুদ্ধ হয় নি আমি জানি। পত্র লেখকের নিজেরই তা জানা নেই—অথচ উনি আমাকে অজ্ঞ বলে উপহাস করেছেন। কে লিখল সেটা বড় কথা নয়—কি লেখা হল—সেটাই আসল কথা। ওঁদের চিঠির উত্তরে ওঁদের প্রতি বন্ধুভাব নিয়ে আমি যে আলোচনা করেছিলাম—তাকে "ধান ভানতে শিবের গীত" প্রভৃতি বলে আমার প্রতি শ্লেষপূর্ণ উপহাস ও তীব্র নিন্দা বর্ষণ করেছেন। আমি "ধান ভানতে শিবের গীত" করেছি কি না—তা আপনারা দেখুন।

শ্রীভজহরি মাহাত মুক্তির এই বর্ষের ১৬শ সংখ্যায় লিখেছিলেন "পুরুলিয়ায় চাকুরী সূত্রে যে সকল কর্ম্মচারী আসেন—তাঁরা পারতপক্ষে অন্যত্র বদলি হ'তে চান না। দরিদ্র মানুষের রক্ত শোষণ করে তাঁদের লোভ হয়ে পড়ে সীমাহীন। রক্তের স্বাদ কি ভোলা যায় ?" মুক্তির ১৭শ সংখ্যায় এই লেখার সংশোধন ক'রে বলা হয় তাদের লোভ হয়ে পড়ে সীমাহীন—এর জায়গায় হবে—তাদের অনেকের লোভ হয়ে পড়ে সীমাহীন।

শ্রী মাহাতর এই উক্তি অপ্রিয় এবং নির্ম্মম হ'লেও ওঁর এই কথা তো সত্য কথা। জেলার স্থায়ী বাসিন্দা কর্ম্মচারীদের বহু জনেও জেলার দরিদ্র মানুষকে শোষণ করছেন—দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছেন—একথাও সত্য। আরো বহু লোকের বহু শোষণ ও উপদ্রব আছে—একথাও নিশ্চয়ই সত্য। তাদের সবাই-এর কথা শ্রী মাহাত এক প্রবন্ধে সব বলেন নি। দুচার দিকের কথা তুলেছেন। কিন্তু দেখতে হবে যা বলেছেন—তা সত্য কি না। যাঁরা চাকুরী সূত্রে আসেন—তাঁদের সকলকে যদি ঐভাবে দোষী করা হত—তাহলে সত্যিই অন্যায় হত। প্রথমবার যে ভাবে লেখা হয়েছিল—তাতে সেই ত্রুটি ঘটে ছিল—কিন্তু সে কথা বলার উদ্দেশ্য লেখকের ছিল না বলে—লেখকের পক্ষ থেকে সংশোধন ক'রে পরবর্ত্তী সংখ্যায় বলা হয়—সবাই নয়—অনেকে। একথা লেখা হয়েছিল—কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক আমাদের কাছে চিঠি লেখার আগেই।

কর্ম্মচারী সমাজের সংগ্রাম ও আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের অন্তরের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও এবং কর্ম্মচারী সমাজের অগ্রণী নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে দুর্নীতি দূর করার চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও আজ যা সত্য নির্ম্মম বাস্তব তাকে তো

দেখতেই হবে। তাই আমার জবাবে আমার বক্তব্য এই ছিল যে, অন্যান্য যে সব পক্ষ অন্যায় করছেন—শোষণ করছেন—শ্রীমাহাত একটা প্রবন্ধে যদি তাদের কথা নাও বলে থাকেন—কিন্তু যাদের বিষয়ে যে কথা বলেছেন—তা যখন সত্য তখন তা প্রত্যাহার ক'রে নেবার কথা আসে কি ক'রে ?

একথা আজ নির্ম্মমভাবে সত্য যে, এই জেলায় শতকরা ৮০ ভাগের ওপর কর্ম্মচারী এই জেলার বাসিন্দা নন। জেলায় কর্ম্মচারী বলতে আজ বাইরের লোকই চোখে পড়ছে। আর এই সব কর্ম্মচারীদের মধ্যে বহুজনকে লোকে সেটেলমেন্টে, ব্লকে, বনবিভাগে, খাদ্যদপ্তরে—স্বাস্থ্য, কৃষি, সেচ, রিলিফ প্রভৃতি অগণিত দপ্তরে যে ভাবে দুর্নীতি ও লুণ্ঠনের ভূমিকায় দেখছে—তাতে স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের অন্তর থেকে দুঃখ বেদনা ও ক্ষোভ দেখা দিচ্ছে। শ্রী মাহাত জেলার জনসাধারণের সেই ক্ষোভকেই রূপ দিয়েছেন। কিন্তু সকল কর্ম্মচারীকে এই অভিযোগে অভিযুক্ত করা কখনই চলে না—বহু সৎ ও জনসেবী কর্ম্মচারী আছেন সেজন্য শ্রী মাহাতর পক্ষে আমরা বলেছি—সকলকে অপরাধী করার উদ্দেশ্য ছিল না যদি তাই ধারণা হয়েছে—তাহলে আমরা সেই সৎ কর্ম্মচারীদের কাছে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু যারা অপরাধী তাদের কথা বলে শ্রীমাহাত কোন অন্যায় করেন নি।

কিন্তু কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক বলছেন এ সম্পর্কে কোনো কথা বলা চলবে না—সমস্ত উক্তি প্রত্যাহার ক'রে নিতে হবে। না হলে দারুণ ব্যাপার ঘটবে। তাতে আমরা বিনয়ের সঙ্গেই বলেছি—যা বাস্তব নগ্ন সত্য—সে বিষয়ে সমস্ত উক্তি কি ক'রে প্রত্যাহার করতে পারি ভাই। কো-অর্ডিনেশন কমিটির কাছেও আশা করেছি যে, তাঁরা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবেন না—দুর্নীতির প্রতিকার দাবীকে চাপা দিতে চাইবেন না। কিন্তু পুনরায় তাঁরা দাবী জানিয়েছেন শ্রীভজহরি মাহাতর ঐ বিষয় সমস্ত উক্তি এবং আমার জবাবটা প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

আমরা জেলার সমস্ত কর্ম্মচারী সমাজের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের সঙ্গে একযোগে চলতে চাইলেও, এবং তাঁদের সঙ্গে প্রীতি ও সহানুভূতির সম্পর্ক রাখতে চাইলেও—তাঁদের সমিতির সম্পাদকের এই দাবী মানতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করছি—তাতে যদি আজ আমাদের সমগ্র কর্ম্মচারী সমাজের বিরাগভাজন হ'তে হয়—তাঁরা আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনও চালান—তবু আমরা সত্যকে অস্বীকার করতে পারব না। আমাদের সংঘের রাজনৈতিক জীবনে বহু সংগ্রামের সময় গেছে বহু সময়ে বহু ভীতি প্রদর্শনের সম্মুখীন হতে হয়েছে—কিন্তু আমরা অন্যায়ের কাছে নত হই নি—জেলার আশীর্ব্বাদ লাভ করেছি। কো-অর্ডিনেশন কমিটি আমাদের আন্তরিক মনোভাব উপলব্ধি করবেন আশা করি এবং কর্ম্মচারী সমাজের মধ্যে যাঁরা দুর্নীতি-পরায়ণ তাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিকার চেষ্টায় কো-অর্ডিনেশন কমিটি আমাদের বাধা না দিয়ে সহায়তা দেবেন কামনা করি।

কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক মশাই তাঁর প্রতিবাদ পত্রে আবার শ্রীভজহরি মাহাত সম্পর্কে যে সব কঠোর নির্ম্মম বাক্য প্রয়োগ করেছেন—এবং আরো অন্যান্য যে সব অভিযোগ আমার প্রতি করেছেন—সে সবের অযৌক্তিক রূপ আগামী সংখ্যায় তুলে ধরতে আমি বাধ্য হবো। কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক মশাই আমাদের ভয় দেখিয়েছেন যে, তাঁরা আমাদের অনেক কিছু জানেন। তবে তা এখন বলছেন না ; কারণ, কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বের হবে—এখন এই ঝামেলায় যেতে চাইছেন না'। আমি সম্পাদক মশাইকে আহ্বান জানাচ্ছি—তাঁদের হাতে কি সব কেউটে আছে—সেগুলি প্রকাশ করুন—আমরা তার জন্য প্রস্তুত আছি। এই জেলায় আমাদের বিরুদ্ধে লেখা আগ্রহে প্রকাশ করার জন্য কয়েকটি কাগজ প্রস্তুত আছে তাদের মারফত এগুলির প্রকাশ হোক—আমি বিনীত ভাবেই আমন্ত্রণ জানাই।

(ক্রমশঃ)

——•——

বরাবাজার থানার গ্রামে ভালুকের অত্যাচার

গত মাসের মাঝামাঝি বরাবাজার থানার অন্তর্গত চিরুডি টোলা বাগানটাঁড় গ্রামের শ্রীঠাকুর দাস মাহাত ভোরে মাঠের দিকে যায়। এমন সময় একটা ভালুক হঠাৎ তাকে আক্রমণ করে। সে একটা ভাঙ্গা প্রাচীরে উঠবার চেষ্টা করে কিন্তু ভালুকটা তার বাঁ পাটা যখম করে দেয় এবং শ্রীআনন্দ মোহন মাহাতকে তাড়া করে তাদের রান্না ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে। আনন্দ কোন ক্রমে অব্যাহতি পায়। তখন তার পিতা শ্রীখণ্ড মাহাত বর্শা দিয়ে ভালুকটাকে তাড়া করে এবং ভালুকটা সামান্য আঁচড় খেয়ে অন্য একজনের রান্না ঘরে ঢুকে পড়ে। ঘরের ভিতর ২।৩ জন ছোট ছেলে মেয়ে শুয়েছিল ভালুকটা তাদের আক্রমণ না করে এক কোণে আশ্রয় নেয়। ছেলেমেয়েদের কোনক্রমে চাল ছেঁদা করে বাহিরে আনা হয়—এবং ঘরে ভালুকটাকে কপাট বন্ধ করা হয়। প্রথমে ভালুকটাকে তীর দিয়ে বিধবার চেষ্টা হয় কিন্তু তীর তার লোম ভেদ করে গায়ে লাগে নি।

তখন বর্শা দিয়ে আঘাত করা হলে বর্শার খোঁচা খেয়ে ভালুকটি মরিয়া হয়ে চালের ছিদ্র দিয়ে বাহিরে বেরিয়ে আসে এবং মাঠের দিকে ছুটতে থাকে। লোকজন তাড়া করলে ভালুকটি মাঠের মধ্যে কঁকা শবর ও গগন মাহাতকে মাটিতে ফেলে গুরুতর ভাবে জখম করে। এই সময় বহু লোক লাঠী, বর্শা, শাবল ইত্যাদি দিয়ে ভালুকটাকে মেরে ফেলে। শ্রীঠাকুর দাস মাহাত কঁকাখেড়্যা ও গগন মাহাতকে কাঁটাডি হসপিটালে ভর্ত্তি করা হয়। শ্রীগগন মাহাতর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

——০——

We are pleased to Announce the Appointment of
M/s. BICHITRA
Ranchi Road—Purulia
for
Purulia as the Canvasser for Godrej Steel Furniture for Home, Office Etc.
N. P. Vyas & Co.
Asansol

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে পুরুলিয়া রাঁচি রোডস্থ "বিচিত্রা" প্রতিষ্ঠানকে "গোদরেজ" কোম্পানীর ইস্পাত নির্মিত অফিস এবং গৃহের ব্যবহারোপযোগী আসবাব পত্রের পুরুলিয়া জেলার জন্য প্রচারক নিযুক্ত করিলাম।

এন, পি, ব্যাস এণ্ড কোং
আসানসোল।

ভারতী হোটেল
ও
রেষ্টুরেণ্ট
(অশোক ষ্টুডিওর সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।
স্বল্প খরচে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত আহারের ব্যবস্থা আছে।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

ভূমি বিক্রয়

নডিহায় উদ্ধব চন্দ্র সিংহ ষ্ট্রীটের নিকটে ২৪ ডেসিমেল জায়গা পাকা প্রাচীর দিয়া ঘেরা বিক্রয় করা হইবে। ডাঃ শ্রীঅমর শঙ্কর দে—কমলা ফার্ম্মেসীতে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
২৫শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২২শে আষাঢ়, ১৩৭৬—৭ই জুলাই ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

১লা শ্রাবণের মহান স্মরণ দিবস আগত

ঋষি নিবারণ চন্দ্রের তপস্যার শ্রাবণ ধারার নিত্য বর্ষণ

১লা শ্রাবণের এইদিনে ১৯৩৫ সালের এক দুর্যোগের ক্ষণে আমাদের মহান ঋষির তিরোধান ঘটে। সেদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখের জলের শ্রাবণ ধারায় মহান ঋষির অমর স্মৃতির মন্দির জেগে ওঠে। নিত্য সেই মহান স্মৃতিময় শ্রাবণ দিবস আমাদের এসে ডাক দিয়ে যায়। আমরা যেন তার মহান আহ্বানে জাগ্রত হই। ঋষির মহান দিবস সার্থকভাবে উদ্‌যাপিত হোক।

—লাবণ্য প্রভা ঘোষ

পুরুলিয়ার কার্য্যসূচী :— প্রাতে ৮ ঘটীকায় শ্মশান-স্মৃতি-বেদীমূলে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান, বেলা ১০ ঘটীকায় মর্ম্মর মূর্ত্তিতে মাল্যদান ও সন্ধ্যা ৭টার সময় শিল্পাশ্রমে জীবন-দর্শন আলোচনা।

——০——

আন্দোলনের পথে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আবার আন্দোলনের পথে নামছেন। সমিতির বিগত আসানসোল সম্মেলনে আন্দোলনের যে তিন ধাপের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়েছিল, তারই কার্যকরী রূপ হিসাবে প্রথম পর্যায়ে আগামী ৭ই জুলাই সোমবার রাজ্যের ১৬টি জেলায় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে গণডেপুটেশন দেওয়া হবে এবং এই গণডেপুটেশন হতে জেলাগত দাবী-পত্র ছাড়াও রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীর নামে রচিত ১৬ দফা দাবীর স্মারকলিপি জেলা পরিদর্শকের কাছে পেশ করা হবে। এ ছাড়া যুক্তফ্রন্টের গৃহীত শিক্ষানীতি কার্যকরীভাবে গ্রহণ করা, বিশেষ হারে তদনুযায়ী ব্যয় সংকুলানের জন্য রাজ্য বাজেটের ৩০% শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা, প্রাথমিক শিক্ষকদের মহার্ঘ ভাতার ত্রুটি সংশোধন করে প্রয়োজন ভিত্তিক মহার্ঘভাতা দেওয়া, পৌরসভা পরিচালিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন হার সংশোধন প্রভৃতি ৬টি মূল দাবীর ভিত্তিতে রচিত আর একটি স্মারকলিপিও জেলা পরিদর্শকের মাধ্যমে মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে পেশ করা হবে।

এই দাবীর ভিত্তিতেই সমিতি আগামী ২১শে জুলাই সোমবার রাজ্য বিধান সভাতে একটি গণডেপুটেশন দেবেন।

এর সাথে সাথেই আগামী সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পুনরায় গণ ডেপুটেশন নিয়ে যাওয়ার জন্য সমিতি প্রস্তুত হচ্ছেন।

এবারে মূল দাবী হবে শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় বাজেটের অন্ততঃ ১০%ভাগ বরাদ্দ, পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত সাংবিধানিক দায়িত্ব পরিপূরণের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ এবং গতবারের গণ-ডেপুটেশনের কাছে পরলোকগত রাষ্ট্রপতি ও প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর (কেন্দ্রীয়) প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন। দিল্লী গণ ডেপুটেশনকে জাতীয় আন্দোলনরূপে গড়ে তোলার জন্য ১২ই জুলাই কমিটি ও রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতিকে নেতৃত্ব নেবারও আহ্বান জানান হয়েছে।

—•—

বিজ্ঞপ্তি

বান্দোয়ান ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠের (উচ্চতর মাধ্যমিক) জন্য নিম্নলিখিত শিক্ষকের প্রয়োজন।

একজন এম, এ (সংস্কৃত) অথবা বি, এ, অনার্স ও একজন এম, এ, (ইংরাজী) অথবা বি, এ, অনার্স। (ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।) আবেদনপত্র ১৫ই জুলাই এর মধ্যে সম্পাদকের নিকট পৌছান প্রয়োজন। শিক্ষা বিভাগের অনুমোদিত হারে বেতন দেওয়া হইবে।

সম্পাদক
ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ
(উচ্চ মাধ্যমিক)
পোঃ—বান্দোয়ান
জেলা পুরুলিয়া

শিক্ষক চাই

একজন বি, এস, সি (ফিজিক্স, কেমেষ্ট্রি, ম্যাথেম্যাটিক্স) সহকারী শিক্ষক আবশ্যক। ১৮।৭।৬৯ মধ্যে আবেদন করুন। ২০।৭।৬৯ তারিখে ইন্টারভিউ।

সম্পাদক
ঝুঝকা জুনিয়ার হাই স্কুল।
পোঃ হেঁসলা, জিলা পুরুলিয়া

Purulia Polytechnic
Purulia

ADMISSION—1969-70

"The last date of sale of Prospectus and Forms has been extended upto 29-7-69. The Forms for admission will be received by the institution upto 31-7-69".

Principal

ভারতী হোটেল
ও
রেষ্টুরেণ্ট
(অশোক ষ্টুডিওর সংলগ্ন)

পুরুলিয়া।

স্বল্প খরচে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত আহারের ব্যবস্থা আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

ভ্রম সংশোধন

গত সোমবার ৩০শে জুন যে মুক্তি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ "২৩ সংখ্যা, ১৬ই আষাঢ় ১লা জুলাই" ছাপা হইয়াছে। উহা "২৪ সংখ্যা, ১৫ই আষাঢ়, ৩০শে জুন" হইবে।

মুঃ সঃ

সম্পাদকীয়—

স্বাধীনতার স্বাদ

বিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনে দেশের জন সাধারণ যে স্বাধীনতার স্বাদ আজও পায় নি—সেই স্বাধীনতার স্বাদ তথা জনসাধারণই যে দেশের প্রকৃত মালিক এই সত্য যাতে গণনারায়ণ উপলব্ধি করতে পারে সেরূপ পরিবেশ সৃষ্টি ও প্রশাসনিক পরিবর্তন করতে যুক্তফ্রন্ট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দ্বিতীয়বার যুক্তফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর চার মাস অতিক্রান্ত হয়েছে এবং বিশ বৎসরের জঞ্জাল অপসারণ করে একটা নূতন সুস্থ ও ভদ্র পরিবেশ গঠন করার কাজে চার মাস কাল অতি অল্প সময় বলে নিঃসন্দেহে গণ্য হলেও—নিজ প্রতিশ্রুতি পালনে যুক্তফ্রন্ট কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বা করার চেষ্টা করেছে সেটা জানার দাবী জনসাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য এই প্রসঙ্গে ঐ প্রতিশ্রুতি পালনে বিশেষ কোনো বাধার সৃষ্টি হচ্ছে কিনা এবং হলে কিরূপ বাধার সৃষ্টি হচ্ছে —সেটাও বিচার করে দেখতে হবে।

যুক্তফ্রন্ট গদীতে বসার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস ও কায়েমী স্বার্থ বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি পশ্চিমবঙ্গে আইন ও শৃঙ্খলার প্রশ্নটিকে একটি জটিল ও গুরুতর সমস্যা করে তুলতে বিশেষভাবে সক্রিয় ও সচেষ্ট হয়। এই জোটের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারও হাত মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের আইন ও শৃঙ্খলার প্রশ্নটিকে ঢাক পিটিয়ে আরও গুরুতর আকারে দেখিয়ে সর্বভারতীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করার অপচেষ্টা সুরু করে। এই সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের কোনও কোনও শরিক দলের অত্যুৎসাহী কর্মীরা জনগণের দাবী প্রতিষ্ঠার অত্যধিক আগ্রহে আইন ও শৃঙ্খলার এক জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক নূতন সমস্যা সৃষ্টি করছে। স্বভাবতঃই সামগ্রিক দৃষ্টিতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বাভাবিক কাজকর্ম ও দায়দায়িত্ব পালন অযথা ব্যাহত হচ্ছে।

অন্য দিকে গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা ব্লক ও অঞ্চল পর্যায়ের প্রশাসনিক ধারার দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। কিন্তু ব্লকের বি-ডি-ও এবং অন্যান্য সরকারী কর্মচারী-সহ ভি, এল, ডব্লিউ; গ্রাম-সেবক; অঞ্চল প্রধান প্রভৃতিরা কংগ্রেসী আমলে যে কলঙ্কজনক ও জনস্বার্থ বিরোধী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে—তাতে গ্রামাঞ্চলের মানুষ দিবারাত্র এই স্বাধীন সরকার তথা স্বরাজকে শাপ শাপান্ত করে আসছে। সুতরাং এই অভিশাপগ্রস্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত না হওয়া পর্যন্ত গ্রামের মানুষ স্বাধীনতার কোনও স্বাদই পাবে না—দেশের সার্বভৌম অধিকার ভোগের প্রশ্ন ত দূরের কথা! যুক্তফ্রন্টের প্রশাসনিক সংস্কারের প্রথম ধাপ হিসাবে খাদ্য ও ত্রাণ ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ যোগ যোগের দ্বারা শাসন ব্যবস্থার গণতান্ত্রিকরণের প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং দুর্নীতির অন্যতম উৎস জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদগুলিকে বাতিল করা হয়েছে।

কিন্তু এই প্রাথমিক ধাপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও অঞ্চল প্রধান, গ্রামসেবক ও ভি, এল, ডব্লিউ এরা উর্দ্ধতন ব্লক কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় গ্রাম ও অঞ্চল স্তরে কলঙ্কিত কংগ্রেসী কুশাসনের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। সরকারী যাবতীয় কাজকর্মে, ঋণ বা সাহায্য বণ্টনে, খয়রাতী সাহায্যের তালিকা প্রণয়নে, প্রভৃতি বিবিধ কাজ এখনও এই অভিশপ্ত জোটের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হতে পারে নি যার ফলে জনসাধারণের স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণের উপযুক্ত ক্ষেত্র এখনও প্রস্তুত হয় নি। এবং এই কাজ যত বিলম্বিত হবে- জনসাধারণও সেই মাত্রায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের উপর যে আশা, ভরসা ও আস্থা পোষণ করে—সেটা ততই স্তিমিত হয়ে আসবে। সুতরাং জনসাধারণের মনে হতাশা ও বৈরাগ্য দানা বাঁধার পূর্বেই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে প্রশাসনের নিম্নতম স্তরে এই অপরিহার্য সংস্কারগুলির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

অ. চ.

—•—

পুরুলিয়ায় চালের সংকট ও প্রতিকারের ফলে অবস্থার উন্নতি

পুরুলিয়ায় চালের সঙ্কট দেখা দিচ্ছিল। চালের দামের বৃদ্ধি হচ্ছিল। অনটন অনুভূত হচ্ছিল। প্রতিকারের জন্য কিছু দিন আগে বেসরকারীভাবে চালের ষ্টক করার একটি পরিকল্পনা করে'ছিলাম। খাদ্য মন্ত্রীও সম্মত ছিলেন। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য দলের সম্মতি না পাওয়ায় তা সম্ভব হয় নি। সেই চাল থাকলে কিছুটা সুবিধা হোত। জেলার চাল খরিদ না করায় বাইরে চলে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা করলাম। অবিলম্বে সরকারীচাল রেশনে দেওয়ার প্রস্তাব করেছি। এবং তা' কার্য্যকরী করা হয়েছে। জেলার চাল বাইরে যাতে এখন সরকার না পাঠান খাদ্যমন্ত্রীকে বলছি। জেলায় চাল নীঘ্র দিতে জানাচ্ছি। চোরাই পথে চাল যাতে বাইরে না যায়—আলোচনা করায় পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা রাখছেন—জানিয়েছেন।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

তুলিন গ্রামে দুঃসাহসিক ডাকাতি

তুলিন হইতে প্রাপ্ত সংবাদটি এই—

"গত ১০।৬।৬৯ সোমবার রাত্রি প্রায় ১।১।০ টার সময় তুলিন গ্রামে সদর রাস্তার উপর করালী কুমার কুণ্ডুর গৃহে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়। করালী বাবুর স্ত্রী একা প্রায় ৫ জন অস্ত্রধারী ডাকাতের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। কিন্তু ডাকাতের ধারালো অস্ত্রে মাথায় আঘাত করায় এবং হাতে আঘাত করায় দেবমতি কুণ্ডুর হাতের লাঠি পড়ে যায়। তাঁহাকে আরও আঘাত করা হয় এবং দেহের সকল গহনা টেনে ছিনিয়ে নেয়। পরে সিন্দুক হতে সকল টাকা নেয়—এবং ইত্যবসরে গ্রামের বহু লোক উপস্থিত হওয়ায় ও বন্দুক নিয়ে নাণ্টু গোস্বামী ও অজিত চন্দ্র আসায় ডাকাতগণ পালিয়ে যায়। নগদে এবং গহনায় প্রায় তিন হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। পুলিশ অনুসন্ধানেও এখন পর্য্যন্ত কেহ ধরা পড়ে নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই ঘটনাস্থল হতে মাত্র কয়েক গজ দূরে Sales Tax Gate এ Armed Guard সর্ব্বক্ষণ পাহারা দেয়। তাদের কেহই গ্রামবাসীদের সাহায্য করে নাই। ঝালদা হাসপাতালে আহত দেবমতিকে সেই রাত্রিতেই ভর্ত্তি করা হয়।"

(এই সংবাদটি আগেই আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়—চিঠিটি কাগজের মধ্যে চাপা পড়ে থাকে। চিঠিটি সম্প্রতি পাওয়া গেল। এরকম সংবাদ প্রকাশে বিলম্ব হওয়া উচিত নয়—সেজন্য দুঃখিত। পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট তুলিন ঘুরে এসেছেন। তুলিন অঞ্চলের নিরাপত্তার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। চেক পোষ্টের পুলিশের পক্ষ থেকে এই গাফিলতি ছিল কি না সেটা দেখবার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি।

—মুক্তি সম্পাদক)

শোক সংবাদ

বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত বান্দোয়ান গ্রামের বিশিষ্ট লোক সেবক সংঘ কর্মী শ্রীপুরন্দর ডোম গত ৩০।৬।৬৯ তারিখে বান্দোয়ান সরকারী চিকিৎসালয়ে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

লোক সেবক সংঘ পরিচালিত বিখ্যাত "টুর্হু সত্যাগ্রহে" ও ঐতিহাসিক বঙ্গ সত্যাগ্রহে যোগদান করিয়া ইনি কারাবরণ করেন এবং আজীবন সংঘের বিভিন্ন গঠনমূলক কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল। সংসারে একমাত্র স্ত্রী ছাড়া তাহার আর কেহ নাই।

আমরা তাঁহার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বি, টি, কলেজ বিষয়ে সিদ্ধান্ত

নিম্নোক্ত কলেজের সঙ্গে যে বি, টি, কলেজ আছে—সেই কলেজের জন্য আরো বহু শিক্ষক শিক্ষিকা নেবার সিদ্ধান্ত যুক্তফ্রন্টের শিক্ষা বিভাগ নিয়েছেন এবং বঙ্গবাড়ীতে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কলেজের পাশে এই কলেজের কাজ চলবে।

দুঃখের বিষয়—এঁরা তিক্ততা সৃষ্টি করতে চান

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কর্ম্মচারী সমিতিগুলির কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদকের যে চিঠি মুক্তির গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে—সেই চিঠির বক্তব্যের আলোচনা আমি গত সংখ্যাতেই কিছুটা করেছি। এবারে আমার বাকি বক্তব্য এখানে রাখছি।

এঁদের জবাবে আমার প্রথম চিঠিতে আমি যা বলেছি—তার যুক্তি, তার সত্যতথ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক ধরতে পারেন নি। তিনি বলেছেন—'মূল বক্তব্যকে খুব সাবধানে পাশ কাটিয়ে ভিন্ন প্রসঙ্গ টেনে আনা হয়েছে' ইত্যাদি। দুঃখের বিষয় সম্ভবতঃ উত্তেজনা এবং ক্রোধে বিহ্বল হ'য়ে আমার যুক্তি এবং স্বচ্ছ বিশ্লেষণ তাঁদের বোধগম্য হয় নি। সেজন্য আবার আমি গত সংখ্যার মুক্তিতে আমার পূর্ব্ব আলোচনার বক্তব্য কি ছিল বুঝিয়ে বলেছি। যে কোন মানুষ ভালভাবে অনুধাবন করলে নিশ্চয়ই সে যুক্তি বুঝতে পারবেন কিন্তু কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক মশাই তা বুঝতে না পেরে আমায় অনেক তীব্র কটু কথা বলেছেন। সব সময় বহু জনের বহু কটু কথা সহ্য করছি। দুঃখ তাতে নেই।—কিন্তু দুঃখ এই যে, আমার সহজ কথাটা বুঝতে না পেরে যে উত্তেজনা ও কঠিন ভাষার সৃষ্টি করেছেন—তাতে কর্মচারী সমাজের সঙ্গে আমাদের প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ককে অযথা তিক্ততা দ্বারা এঁরা বিনষ্ট ক'রে তুলতে চাইছেন। আমি তাতে বিশেষ দুঃখ পাচ্ছি।

শ্রীভজহরি মাহাতর লেখা ওঁদের পছন্দ হয় নি। ভাল ভাবেই তার জবাব তাঁরা যুক্তি সহকারে দিতে পারতেন। কিন্তু তা না ক'রে—যে প্রবোচনা মূলক লেখা লিখেছেন—অন্য লোক হ'লে হয়তো তুমুল কাণ্ড বেধে যেত। কিন্তু ওঁরা ক্রোধে উত্তেজিত হ'লেও আমি তাতে রাগ করিনি; কারণ আমরা ওঁদের আপন জন মনে করেছি—ওঁদের সংগ্রামকে নিজেদের সংগ্রাম মনে করেছি। সেজন্য ওঁদের বক্তব্যকে আমি অন্যায় ও অযৌক্তিক মনে করলেও—ওঁদের সঙ্গে আমাদের প্রীতির সম্পর্ক যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়—সেজন্য প্রয়োজনীয় প্রতিবাদকে যথাসম্ভব বিনয়ের সঙ্গে রাখবার চেষ্টা করেছি। সেই বিনয়ের তাৎপর্য্য ওঁরা না বুঝতে পেরে, আমার বিনয়কেই উপহাস করেছেন। এবং আমার বিনয়কে যেন পরীক্ষার সম্মুখীন করতেই সম্পাদক মশাই সকলের সামনে আমাকে ঘৃণ্য, চতুর, অপদার্থ, অজ্ঞরূপে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। তবু আমি আবার বিনয়ের সঙ্গেই বলছি যে, আমার বিনয়কে যদি জেলার মানুষ সুচতুর প্রতারণার অপকৌশল মনে করেন—এবং কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদকের কঠোর উক্তিগুলি যদি সংগ্রামকারী মানুষের সত্যের দৃঢ়তা ও যোদ্ধার বাহাদুরী ব'লে মনে করেন—আমি তা নতমস্তকে মেনে নোব। সেজন্য এ বিষয়ে আমি সবিনয়ে জনমত আহ্বান করছি।

কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক মশাই আমাকে 'ধান ভানতে শিবের গীতের' এবং 'মূল বক্তব্যকে এড়িয়ে ভিন্ন প্রসঙ্গ টেনে আনার' অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু আমি সম্পাদক মশাইকে ওঁর নিজের লেখা দুটিকে আবার ভাল করে পড়তে বলব। তিনি নিজে দেখুন যে শ্রীভজহরি মাহাত বহিরাগত এবং রক্তের স্বাদ ব'লে যে কথাটা তুলেছেন—তার বিরুদ্ধে সম্পাদক মশাই নিজের কোনো বিচার, বিশ্লেষণ করেছেন কি না। তিনি সে সব কিছুই করেন নি। তিনি শুধু দাবী করেছেন—ঐ কথা প্রত্যাহার করে নিতে হবে। কিন্তু কেন? তা তাঁরা বলেন নি; কোনো যুক্তি তাঁরা দেখান নি। আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হ'তে হচ্ছে যে, আসল বিচারটা এড়িয়ে গিয়ে—তাঁরা শ্রী মাহাতকে বহু গালমন্দ করলেন—এবং আমাদের ভয় দেখালেন—ঐ কথা তুলে না নিলে বিরাট কাণ্ড ঘটবে। সেজন্য আমাকে বাধ্য হয়েই সম্পাদক

মশাইএর নিজের কথাতেই বলতে হচ্ছে যে, ওঁরা শুধু ধান ভানতে শিবের গীতই গেয়ে সন্তুষ্ট হন নি—ধান ভানতে দক্ষ যজ্ঞের গীত গেয়ে বসলেন। এটা কি আমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি রাখবার অনুকূল হচ্ছে?

কো-অর্ডিনেশন কমিটির সংগ্রামী বন্ধুরা তাঁদের যে বাঁচার লড়াই দিয়ে যাচ্ছেন—সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁরা শ্রেণীহীন সমাজের লক্ষ্যে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিশ্চয় মহান সংগ্রাম দিয়ে চলেছেন। শ্রীভজহরি মাহাত তার ক্ষুদ্র সামান্য জীবনে যেটুকু ত্যাগ, দুঃখবরণ, কারাবরণ, ক্ষতি স্বীকার ও সংগ্রাম করে চলেছেন—তার তুলনায় কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যদের ত্যাগ, দুঃখবরণ, কারাবরণ, ক্ষতি স্বীকার ও সংগ্রাম প্রভৃতি হয়তো আরো অনেক বেশী এবং মহনীয় হতে পারে।—তুলনামূলক বিচার করার আমার ইচ্ছে নেই। কিন্তু তাঁদের অবদানের তুলনায় শ্রী মাহাতর অবদান যদি নগণ্যই হ'য়ে থাকে—তবু দিনের আলোর মত সত্য-স্বরূপ সেই নগণ্যটুকুকেও যদি কেউ অস্বীকার করে—তবে জেলার একজন চাষীর ঘরের সন্তানের—জেলার সন্তানের অবদানকে অস্বীকার করার জন্য জেলাবাসীর কি দুঃখ হবে না? সম্পাদক মশাই বলেছেন—২২ বছরের দুর্নীতিপূর্ণ কংগ্রেসী কুশাসনের বিরুদ্ধে ও প্রতিকারকল্পে শ্রী মাহাত কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। তিনি আরো বলেছেন—গরীব মানুষের—শোষণ ও মেহনতী মানুষের সংগ্রামের পাশে শ্রী মাহাতকে দাঁড়াতে আজও দেখি নাই। কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যদের এই উক্তিতে কি জেলার লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরে বেদনা বোধ জাগবে না? একটি চাষীর ঘরের সন্তান—শ্রী মাহাত এই ২২ বছরের কংগ্রেসী কুশাসনের আমলে অবিরামভাবে নিয়ত জেলার জনগণের ভাষা, জেলার দরিদ্র মানুষের মুখের অন্ন, জেলার দরিদ্র চাষীর ধান, জেলার জঙ্গল, জেলার ক্রয় বিক্রয় ব্যবস্থা এবং জেলার বহুবিধ অধিকার, জেলার নিরাপত্তা প্রভৃতি রক্ষায় তার সহকর্মীদের সঙ্গে কত যে অগণিত সংগ্রাম করেছেন, কত যে কারাবরণ, নির্য্যাতন সহ্য করে ছেন—তার ইতিহাস কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক মশাই ক্রোধবশতঃ আজ অস্বীকার করতে পারেন; কিন্তু জেলার জনসাধারণ তা' অস্বীকার করতে কখনই পারেন না।

আমি জানি না কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক মশাই জেলার অধিবাসী, না, অন্য জেলার অধিবাসী। জেলার অধিবাসী হয়তো বা তিনি নন—সেজন্য তিনি জেলার ইতিহাস জানেন না। কো-অর্ডিনেশন কমিটির মত এমন প্রতিষ্ঠানের যিনি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তিনি জেলার বাইরের থেকে এসে থাকলেও তাঁর এই জেলার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত ছিল ব'লে মনে করি।

কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক মশাই আমার সম্পর্কেও বহু কথা বলেছেন। তাঁর ধারণা অনুসারে আমি নিতান্ত সামান্য, নগণ্য, ঘৃণ্য, অবাঞ্ছিত হ'তে পারি—এসব কথায় আমার আপত্তি জানাবার বিন্দুমাত্র কিছু নেই। কিন্তু যে অপরাধ আমার শত্রুরাও কখনো দিতে পারেন নি—সম্পাদক মশাই আমাকে আজ সেই অপরাধ দিয়েছেন। তা এই—যে, জনসাধারণের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। এই জেলাবাসী জানেন যে, আমি শিশু কাল থেকে সারা জেলার মাটী চষে বেড়াচ্ছি—জেলার সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে আজীবন ঘুরছি—আমাদের জীবন আজ সাধারণ মানুষের সঙ্গেই সম্পর্কের জীবন—তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কাজই আজ আমাদের জীবনের একমাত্র কাজ। জনগণের সঙ্গে কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতাদের যোগাযোগ আমাদের চেয়েও ঢের বেশী থাকতে পারে। কিন্তু আমি জনগণের সঙ্গে যে যোগ যোগ থেকে বঞ্চিত এ কথা বলা কি সত্যকে অস্বীকার করা হবে না? জনগণের সঙ্গে আমার নিত্য যোগাযোগ এবং সেই যোগাযোগের ফলেই আমরা জেনেছি যে, কর্মচারী সমাজের একটি বৃহৎ অংশের প্রতি সারা জেলার অধিবাসীদের কী দুঃখজনক ধারণা হয়ে আছে। তারই কথা আমরা লিখিত আলোচনায় উত্থাপন করেছি মাত্র। কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃবৃন্দ তা সবই জানেন। জানা দরকার—তাঁদের বিরাট সমাজের এবং দেশের কল্যাণের জন্য। যদি না জানেন তবে তা আজ তাঁদের জানাবার জন্য জনমত জাগ্রত হওয়া দরকার। কারণ কর্মচারী সমাজ এক বিশাল সংখ্যার সমাজ, তাঁদের ওপর দেশের কল্যাণের বহু কিছু নির্ভর

করছে। তাঁদের ভেতরে এক বিরাট সংখ্যক মানুষ যদি ভ্রান্তপথে চলেন—তাতে তাঁদের মহান সংগ্রামেরও যেমন ক্ষতি হবে—দেশেরও অগ্রগতি ও কল্যাণ বহুভাবে ব্যাহত হবে ব'লে আমি মনে করি।

কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক আরও অভিযোগ করেছেন যে, শ্রীভজহরি মাহাতকে তাঁরা শ্রমিক কর্মচারী মেহনতী মানুষের সংগ্রামের পাশে কখনো দাঁড়াতে দেখেন নি। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, শ্রী মাহাত আজীবন সত্যকার মেহনতী মানুষদের সংগ্রামের পাশে অতন্দ্রিতভাবে রয়েছেন। শুধু উচ্চবিত্ত বণিক-শ্রেণীরূপ শোষণকারী—এমন কি মধ্যবিত্ত কলম পেষা শ্রেণী যাঁরা মেহনতী মানুষদের শোষণ করছেন—তাদেরও বিরুদ্ধে তিনি বলিষ্ঠ সংগ্রাম দিয়ে চলেছেন—একথা জেলাবাসী সকলেই জানেন। কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে যে সমস্ত শোভাযাত্রা বা প্রতিবাদ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে হয় তো শ্রী মাহাতর যোগ দেওয়া সব সময় সম্ভব হয় নি—তার মূল কারণ আমি মনে করি—এক দিকে কো-অর্ডিনেশন কমিটি নিজেই শ্রীভজহরি মাহাতর সঙ্গে এ সব বিষয়ে বিশেষ যোগাযোগই রাখতে পারেন নি—আর অন্য দিকে শ্রী মাহাত লোকসভা প্রভৃতির কাজে প্রায়ই নিযুক্ত থাকেন ব'লে তিনি এসবে যুক্ত হ'তে পারেন নি। তা ছাড়া, লোক সেবক সংঘের বিশিষ্ট কর্মীরা সব সময় নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও, আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের প্রতিনিধিদের মারফত সব সময় আমরা কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে সবিশেষ সহায়তা দিয়ে আসছি। তাতেই শ্রী মাহাতরও অংশ গ্রহণ করা হয়েছে নিশ্চয়ই। অধিকন্তু, কো-অর্ডিনেশন কমিটি পরিচালিত মেহনতী মানুষের সংগ্রাম ছাড়াও মেহনতী মানুষদের বহুবিধ সংগ্রাম এই জেলার অনুষ্ঠিত হচ্ছে ও হয়েছে। শ্রী মাহাত এ সবের বহু কিছুতে নিজে অংশ গ্রহণ করেছেন ও নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমি এই জেলার স্থায়ী বাসিন্দা এমন একজন লোককে দেখতে চাই যিনি সম্পাদক শ্রীঅনিল বিশ্বাসের বক্তব্য সমর্থন করতে এগিয়ে আসবেন।

কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদকের লেখাটির রূপ দেখে আমি বিশ্বাস করতে পারি নি যে কমিটির সভ্যদের জ্ঞাতসারে এতেন লেখা হয়েছে। এই মনোভাব প্রকাশের জন্য সম্পাদক মশাই আমাকে চক্রান্তকারী বলেছেন। ওঁর কথায় এখন জানা গেল—সমিতির সভায় ঐ লেখাটি অনুমোদিত হয়েছিল। আমার ধারণাই যদি সত্য হোত, তাহলে ওঁদের কমিটির সুনামই হোত। কারণ সম্পাদকের ঐ চিঠি সমর্থন ক'রে সমগ্র কমিটি আজ জনগণের কাছে কিভাবে প্রতিভাত হয়েছেন—তা আজ কমিটির উপলব্ধি করা উচিত। সমিতির সভ্যদের সঙ্গে সম্পাদককে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখে আমি কোনো চক্রান্তের কাজ করিনি। সমিতির প্রতি আমার উঁচু ধারণারই প্রকাশ তাতে ঘটেছিল।

বহিরাগত ও জেলার বাসিন্দা কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা আমি করেছি বলে সম্পাদক বহু অভিযোগ করেছেন। তার জন্য আমাকে তিনি সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিসম্পন্ন, ঘৃণ্য অপকৌশলকারী, অপচেষ্টাকারী, বিভেদ সৃষ্টিকারী, সুচতুর ভাঙ্গনসৃষ্টিকারী প্রভৃতি আখ্যায় বিভূষিত করেছেন। এবং চিঠির একটা বড় অংশ এই বিক্ষোভে পূর্ণ হ'য়ে রয়েছে। বহিরাগতদের বিষয় নিয়ে শ্রীভজহরি মাহাত লিখেছিলেন—সম্পাদক তার জবাব দিয়েছেন। সেজন্য আমাকে সেই বিষয়েই লিখতে বাধ্য হ'তে হয়েছে। তার জন্যই কি আমি ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক ও ভেদ সৃষ্টিকারী হয়ে গেলাম? কর্মচারীদের মধ্যে আমি ভাঙ্গন ধরিয়ে দিচ্ছি ব'লে এত আতঙ্কিত হবার কিছু নেই—যদি নিজেদের মধ্যে সংহতি থাকে। তবে নিজেদের দলের অন্যায়কে সমর্থন করার একজোটকে সংহতির লক্ষণ ব'লে মনে করি না। তা দুঃখজনক এবং অবাঞ্ছিত। কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক বলেছেন—জনসেবী, উচ্চপদস্থ কর্মচারী, শাসন কর্তৃপক্ষ সকলকে বাদ দিয়ে কর্মচারীদেরই দায়ী করা হল কেন? এই প্রশ্নটার উত্তর দেবার আগে সম্পাদক মশাইকে জিজ্ঞাসা করি যে, অন্য বিভিন্ন পক্ষ দায়ী বা দোষীই যদি হন—তাই বলে কি দোষী কর্মচারীরা দায়ী হবেন না? যে কর্মচারীদের অন্যায়ের প্রশ্ন উঠেছে—তাদের বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ ঠিক কি ঠিক নয়—আগে সেটার উত্তর না দিয়ে সম্পাদক মশাই এই সব কথা তুলেছেন কেন?

রামের বিরুদ্ধে অপরাধের প্রশ্ন উঠলে—রাম যদি বলেন শ্যাম কি অপরাধী নয়—তাতে কি রামের অপরাধের লাঘব হয়। তাতে প্রশ্নটাকে এড়িয়েই যাওয়া হয়। শ্রীভজহরি মাহাত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদেরও বাদ দিয়ে বলেন নি। সম্পাদক ভাল ক'রে পড়লেই বুঝতে পারবেন। সম্পাদক মশাই শ্লেষ ক'রে বলেছেন—আমাদের "মতান নেতার" অপকীর্ত্তি আমি চাপা দিতে চেষ্টা করেছি। আমি কোনো নেতারই অন্যায় চাপা থাক চাই না। এ সবের খোলাখুলি আলোচনা হোক—দাবী করছি।

কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি মহাশয় শ্রীমতাদের মুখার্জ্জী বলেছিলেন 'বহিরাগত' এবং 'রক্তের স্বাদ' এই দুটো কথাই অত্যন্ত কড়া হয়েছে। আমি মনে করি কথা দুটো কড়া হলেও বাস্তব সত্য। এই কথা দুটির ওপর সব পক্ষই যখন গুরুত্ব আরোপ করছেন—তখন এ দুটির বিষয়ে উপযুক্ত আলোচনা ও বিচার হওয়া দরকার মনে করি।

কো-অর্ডিনেশন কমিটি আমাদের প্রতি অভিযোগ জানিয়ে বলেছেন যে, গরীবদের প্রতি আমাদের দরদ—কুম্ভীরাশ্রু। বলেছেন—আমাদের উক্তি অন্যায় আবদার। বলেছেন—আমাদের বক্তব্য অশালীন উক্তি। আমাদের সমস্ত বক্তব্যে আমরা ঐ সব অপরাধে কোনোভাবে অপরাধী হয়েছি কি না—অথবা এগুলির প্রকাশ অন্য পক্ষের থেকেই ঘটেছে কি না—তার বিচারের ভার জনসাধারণের হাতেই দিলাম।

উপসংহারে আমি আবার বলছি যে, আলোচনার প্রয়োজনে এই সব তর্কে অবতীর্ণ হলেও—এক দিকে যেমন কর্ম্মচারী সমাজের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক রাখতে চাই—অন্য দিকে তেমনি কারুর ভীতি প্রদর্শনে অন্যায়কে মেনে নিতে পারবো না একথাও দৃঢ়তা এবং বিনয়ের সঙ্গেই জানাতে চাই।

—•—

পুরুলিয়ায় কৃষি ও আইন মন্ত্রীর যুক্ত বৈঠক

পুরুলিয়া জেলার বিশেষ পরিস্থিতির স্বীকৃতি

গত ২৭শে জুন তারিখে পুরুলিয়া সার্কিট হাউসে কৃষি মন্ত্রী ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্য এবং আইন মন্ত্রী শ্রীভক্তি ভূষণ মণ্ডলের উপস্থিতিতে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ও যুক্তফ্রন্টের প্রতিনিধিদের এক যুক্ত বৈঠক হয়।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি সম্পর্কিত নীতি ব্যাখ্যা করে ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্য বলেন যে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই পুরুলিয়া জেলার বিশেষ সমস্যা রয়েছে। একমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল এই জেলার কৃষি কার্য্য খুবই অনগ্রসর এবং সম্পূর্ণরূপে বৃষ্টি নির্ভর হওয়ায়—জেলার কৃষি সমস্যা আরও সবিশেষ আকার ধারণ করেছে। তিনি বলেন যে সারা পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ একর জমিতে চাষ হয় এবং তার মধ্যে মাত্র ৩৬ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে। আর জোতদারদের সংখ্যা ৮'ল শতকরা ৩০ জন। সুতরাং শতকরা ৭০ জন হোল ছোট ছোট চাষী ও বর্গা দার। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ব্যবস্থা এক বিশেষ সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। এতদিন পর্য্যন্ত কৃষি সম্পর্কে ব্যাপক লগ্নিসারণের কোনো নীতি গৃহীত হয় নি—ফলে কৃষি সমস্যা এতকাল উপেক্ষিত রয়ে গেছে। সুতরাং ব্যাপক কোনো নীতি গ্রহণ করতে না পারলে এই রাজ্যে কৃষি ব্যবস্থার সার্থক উন্নতি সাধন সম্ভব নয়।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় গভীর নলকূপ ও অগভীর নলকূপের ব্যাপক কর্ম্মসূচী গৃহীত হলেও পুরুলিয়া জেলায় সেটা সম্ভব নয়। সুতরাং রিং ওয়েল প্রভৃতি বিকল্প ব্যবস্থার পরিকল্পনা এই জেলার জন্যে গ্রহণ করতে হবে।

কৃষি ঋণদান সম্পর্কে তিনি বলেন যে বলদ খরিদ ঋণদান প্রভৃতি সম্পর্কে যে পুরাতন পদ্ধতি ছিল—এখনও তার কোনও পরিবর্তন হয় নি। ফলে এ সম্পর্কে পূর্ব্বেকার অসুবিধা থেকে গেছে। ক্রমে ক্রমে এ সবের পরিবর্তন করতে হবে। তবে এখন বিভিন্ন রকমে ঋণদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বড় বড় জমির মালিকদের জন্য ষ্টেট ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সরলীকরণ পদ্ধতিতে ঋণ পাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরও বলেন যে পাম্প প্রভৃতি কৃষি যন্ত্রপাতি খরিদের জন্য লাবসিডি তথা অনুদানের ব্যবস্থা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে—কারণ এই লাবসিডিই ছিল বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতির উৎস। তবে পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা করা যেতে পারে।

লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ বলেন যে—পুরুলিয়া জেলার জমিতে এ্যানিজের পরিমাণ খুব বেশী—সুতরাং নির্বিচারে রাসায়নিক সার দেওয়াতে জমির যথেষ্ট ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এই জেলায় সি, পি লোন তথা বলদ খরিদ ঋণের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন যে গত বৎসরের ব্যাপক গোমড়কে এই জেলার প্রায় অর্দ্ধেক সংখ্যক গবাদি পশু নষ্ট হয়ে গেছে—ফলে দুঃস্থ চাষীদের পক্ষে নূতন বলদ বা কাড়া ক্রয় করতে না পারলে চাষ বাস করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়বে। সুতরাং বলদ কেনার জন্যে প্রয়োজনীয় ঋণ না পেলে বহু চাষীই নিজের জমি চাষ করতে পারবে না; আর এই জেলাতে লাবসিডি দানের প্রথা চালু রাখা কেন প্রয়োজন সেই প্রসঙ্গ অবতারণা করে বলেন যে, এই জেলার লক্ষ লক্ষ মানুষ দীর্ঘকাল শোষণে, পীড়নে ও অবহেলায় জর্জ্জরিত হয়ে একরূপ ভিক্ষুকের অবস্থায় পরিণত হয়েছে। সুতরাং এই জেলার অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করতে না পারলে এই জেলার চাষীর পক্ষে চাষের উন্নতি তথা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। সেই জন্য এখনও পুরুলিয়া জেলার চাষীদের জন্য লাবসিডি দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

শ্রীভজহরি মাহাত এম, পি বলেন যে, এই বৎসরও গত মাসাধিককাল তীব্র খরার ফলে বহু চাষীর ক্ষেতে চারা গাছ শুকিয়ে মরে গেছে। তাদের জন্য নূতন বীজ-ধানের ব্যবস্থা না করলে অনেক চাষী চাষ করতে পারবে না। সেইজন্য চাষীদের ঋণ দেওয়া এবং কৃষি যন্ত্রপাতি কেনার সাহায্যের জন্য লাবসিডি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত এম-এল-এ ঐ বক্তব্য সমর্থন করে বক্তৃতা দেন

শ্রীপ্রবীর মল্লিক এম, এল, এ, এবং শ্রীডমন কুইলী এম, এল, এ, কৃষি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি বীজধানের বিক্রয় মূল্য হ্রাস করা প্রভৃতি বিষয়ে বলেন। শ্রীকুইলী আরও বলেন যে জেলার কৃষিযোগ্য জমি ও জমির উৎপাদন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ ও পরিসংখ্যান বিভাগ পরস্পর-বিরোধী তথ্য সরবরাহ করে থাকেন—ফলে প্রকৃত অবস্থা জানা মুস্কিল হয়। জমি সেটেলমেণ্ট করা সম্পর্কেও তিনি নানা অভিযোগ করেন এবং পুনরায় সেটেলমেণ্ট করার দাবী জানান।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মাহাত এম, এল, এ, (কংগ্রেস) এই জেলার বিশেষ সমস্যাবলীর উল্লেখ করে বলেন যে ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা ও লিফট ইরিগেশন-এর মাধ্যমে জেলার সেচ সমাধান করতে হবে।

আইন মন্ত্রীর ভাষণ

অতঃপর মন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল সরকারী কর্ম্মচারীদের উদ্দেশ্য করে তাঁদের নূতন সরকারের দৃষ্টি-ভঙ্গী অনুসারে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে কংগ্রেস আমলে তাঁরা কংগ্রেস সরকারের নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী কাজ করে এসেছেন। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারের নীতি ও আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং যুক্তফ্রন্ট যখন শাসনে অধিষ্ঠিত তখন সেই সরকারের নীতি ও আদর্শ অনুসারে তাঁদের এখন কাজ করতে হবে। অবশ্য আরও তিনচার মাস কাল তাঁদের সময় দেওয়া হবে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তন করবার; কিন্তু তার পরেও যদি সরকারী আমলারা কংগ্রেসী আমলের দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেন—তবে যুক্তফ্রন্ট সরকারকেও তাঁদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

জমি নিয়ে বর্গাদারদের হাঙ্গামা সম্পর্কে আইন মন্ত্রী বলেন—যুক্তফ্রন্ট সরকার বর্গাদারদের স্বার্থ সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করার চেষ্টা করবে—এটা যেমন সত্য; তেমনি বর্গাদার জমির মালিক হয়ে যাবে এ রকম নীতি যুক্তফ্রন্ট কোথাও গ্রহণ করেনি—এটাও সমান সত্য।

জমির সেটেলমেণ্ট তথা কোনটা জমির প্লটের জমি আর কোনটা নয়—এই নিয়ে যে সকল বিরোধ বিসংবাদ হচ্ছে তার জন্য আইনমন্ত্রী মূলতঃ রিভিন্যাল সেটেলমেণ্টকে দায়ী করেন। জমিদারদের কাছে বন্দোবস্ত নিয়ে গত ২৪।৩০ বৎসর যে সব জমি চাষ করে আসছে সে সমস্ত জমিও জঙ্গল প্লট বলে দেখিয়ে চাষীকে বঞ্চিত করা হয়েছে—এ অভিযোগও তিনি স্বীকার করেন। সুতরাং জমির ব্যাপার নিয়ে এই সব গোলমাল—সরকারে কোন্ জমি ভেষ্ট হওয়া উচিৎ আর কোন্‌টা অনুচিত এটা পুনর্নির্দ্ধারণের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার পুনরায় সেটেলমেণ্ট করাবার কথা বিবেচনা করছেন। একজন মালিকের যেখানে যত জমি আছে তা একই খতিয়ানভুক্ত করা যুক্তি-সঙ্গত হবে কিনা এটাও বিচার করে দেখা হচ্ছে।

সর্ব্বশেষে আইন মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে জুলাই মাসের শেষ ভাগের মধ্যে পুরুলিয়া জেলায় বিচার বিভাগকে প্রশাসনিক বিভাগ থেকে আলাদা করে দেওয়ার নীতিকে কার্য্যকরী করা হবে।

—•—

Regd No. C—4290
Phone No.—175
মুক্তি
C. R. No—R. N. 2539/57

Admission in the Teachers' Training College

Both for men and women Trainees

For the Session starting

From August 1969.

It is really encouraging to inform the public that the Department of Education, Govt. of West Bengal, is kind enough to allow male trainees to get theirselves admitted in the Teachers' Training College, Purulia, for the session 1969-70. All particulars relating to admission and admission forms will be available from the said office (Nistarini College premises) Purulia (Between 11 A. M. to 3 P. M.). The last date of sending application is 18th July, 1969. Admission Forms will be available from the college office for which a self-addressed cover of 9" × 4" size stamped with 0=20 paise and accompanied with another extra postage stamp of 0=25 paise must be sent.

Sd/**N. K. Roy Choudhury**
Secretary
Sponsored Teachers' Training College,
Purulia.

Wanted

"Applications are invited by the undersigned for the following posts in Lagda High School (X-class Co-educational) Po—Lagda. Dist—Purulia."

(a) Assistant Headmaster :— Trained M. A's (Second class)/Hons. Graduates in English with experience in teaching English in Higher classes of High and Higher Secondary Schools for at least five years should apply for the post. Experienced Assistant Teachers of this school, who are at least graduates and who have experience and abilities in teaching English in higher classes may also apply for the post. Applications should reach the undersigned on or before the 31th July 1969.

(b) One Assistant teacher to fill up a deputation vacancy. Applicants should at least be graduates in Science. Preference will be given to candidates having experience in teaching Mathematics, Gen. Science and Geography in Secondary School. Applications should reach the office of undersigned on or before the 20th July' 69. The selected candidates be prepared to join by 1st August' 69.

Sd/ Santosh Kumar Banerjee
Secretary
Lagda High School

ঐরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
২৬শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৯শে আষাঢ় ১৩৭৬—১৪ই জুলাই ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

তীর্থঙ্কর ঋষি নিবারণ

তোমার স্মরণ দিনে হে তীর্থ-আলোক !
জয় হোক—তব জয় হোক ॥

জাতির এ যাত্রা পথে, নিশান্তের তীর্থ-অভিসারে,—
ঝড় ঝঞ্ঝা সংগ্রামের কণ্টকিত জীবন-কান্তারে ;
আলো চাই—স্বপ্ন চাই—চাই মহীয়ান অভ্যুদয়—
জাতির জীবনে চাই সন্ধানের তীর্থ পরিচয়
উদ্ভাসিত-লোক।
হেথা তব জয় হোক—তীর্থঙ্কর, হে তীর্থ আলোক ॥

স্বরাজের স্বপ্ন-দীপ, জীবনের যজ্ঞবেদী তলে ;—
যে দিন জ্বলিয়াছিল জাতির প্রাণের হোমানলে ;
সেদিন সে দীপহস্তে চলেছিলে সত্যের বাহক—
দেশের দিশারী এক পরিপূর্ণ-স্বরাজ-সাধক ;
সেদিনের পূর্ণপাত্রে ভরেছিল পরম আলোক
আজি তারি পুণ্যদানে, তীর্থঙ্কর, জয় তব হোক ॥

—০—

জেলার গ্রাম ও সহরের রেশনে চাল ব্যবস্থা

এ বিষয়ে খাদ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ

জেলার ধান চাল জেলার জন্যই থাকছে ঃ চালের সংকট ও মূল্য বৃদ্ধির দৃঢ় প্রতিরোধ ব্যবস্থা

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

১০ই জুলাই আমাদের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত সুধীন কুমারের সঙ্গে জেলার খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে কথাবার্তা করলাম। বললেন—সহরের সঙ্গে গ্রামের রেশনেও চাল দেবার আপনারা ব্যবস্থা করুন—চালের ব্যবস্থা আমি করছি। আপনাদের জেলার জন্য চালের যে ষ্টক ইতিমধ্যে রাখা হয়েছে—তার থেকে গ্রাম ও সহরের জন্য চাল দিতে থাকুন এবং যেমন যেমন চাল দরকার হবে আমি দিয়ে যাবো। খাদ্য মন্ত্রী বললেন—এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে চালের সংকট ও মূল্য বৃদ্ধি কমবে; মূল্য বৃদ্ধি কমাতেই হবে।

খাদ্যমন্ত্রীকে আমি বললাম—জেলার ঢেঁকি ছাঁটা চাল এফ, সি, আই না কেনার জন্য এই চাল বিহারের দিকে পাচার হচ্ছিল; তাই এ সম্পর্কে শাসন কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ কর্তৃপক্ষকে আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছি। তাঁরা এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছেন জানিয়েছেন। তাতে খাদ্যমন্ত্রী বললেন—এই দিকটায় জোর লক্ষ্য দিতে ওঁদের বলুন। আমি বললাম—আমি আরো বলছি।

খাদ্যমন্ত্রীকে আমি আরো বললাম যে, জেলায় সংগৃহীত ধান চাল এখন অন্য জেলায় নেওয়া ঠিক হবে না। তাতে খাদ্যমন্ত্রী বললেন—আপনাদের জেলার ধান চাল বাইরে নেবার জন্য আমার কোনো ইচ্ছে বা পরিকল্পনা নেই। তা ছাড়া, আমি তো আপনাদের জেলার জন্য প্রয়োজন মত চাল পাঠাবার কথাই দিলাম। সুতরাং নেওয়ার প্রস্তাব ওঠে না। আমি বললাম—জেলার ধান চাল বাইরে নেওয়া হচ্ছে—এবং জেলায় ধান চাল কম তবু জেলায় বাইরের চাল আসছে না বরং পাচার হচ্ছে—এই ভুল ধারণায় এই সংকট দেখা দিচ্ছে। এই মিথ্যে ধারণা অবিলম্বে দূর হওয়া দরকার এবং দূর হলেই অবিলম্বে চালের কৃত্রিম সংকট দূর হবে ব'লে আমি মনে করি।

জেলার ঢেঁকি ছাঁটাই চাল কেনা বন্ধ হয়েছিল। বন্ধ রাখার নির্দেশ তুলে নিয়ে—ঢেঁকি ছাঁটাই চাল কেনা হোক—আমি এই আদেশের সুরু থেকেই খাদ্যমন্ত্রীকে ক্রমাগত ব'লে আসছি। খাদ্যমন্ত্রীর বিভাগ নানা অজুহাত তুলে ঢেঁকি ছাঁটাই চাল কেনার বিষয়ে আপত্তি জানাচ্ছিলেন। আমি বলেছিলাম—অন্য জেলার লোক এই চাল না চান—আমাদের জেলায় এই চাল রাখা হোক। অল্প দিন পরেই চালের দর উঠবার উপক্রম হ'লে এই চাল কাজে লাগবে। আর এই চালের ষ্টক বেশী মজুত থাকলে দরও উঠবে না। এত দিনে আবার ঢেঁকি ছাঁটাই চাল কেনার সিদ্ধান্ত হয়েছে—কিন্তু বাজার দর এখন সরকারী খরিদ করার দরের চেয়ে বেশী। সুতরাং সিদ্ধান্ত হ'য়েও চাল কেনা বন্ধ। বেসরকারীভাবে ঢেঁকি ছাঁটাই চাল কেনার আমার প্রস্তাবটাও ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদল রাজী না হওয়ায় কার্য্যকরী হল না। এটাও হ'লে এই সময়ের এই চালের সংকট হোত না। যাই হোক, জেলায় যে চাল আছে তা' গ্রামে ও সহরে সর্ব্বত্র দেওয়া হচ্ছে। আরো চাল খাদ্য দপ্তর থেকে জেলায় আসছে—সুতরাং চালের সংকট হবার কোনো কারণ নেই।

—০—

সম্পাদকীয়—

গণতান্ত্রিক ঋষি নিবারণ চন্দ্র

(লাবণ্যপ্রভা ঘোষ)

ঋষি নিবারণ চন্দ্র রাজনৈতিক জীবনে গণতন্ত্রের পূজারী ছিলেন। সত্যকার গণতন্ত্র। নিছক শাসনতন্ত্র নয়। তাঁর লক্ষ্য গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রও ছিল না। লক্ষ্য ছিল—গণতান্ত্রিক গণতন্ত্র। শাসনতন্ত্র গণশক্তিকে শাসন বিধানে আবদ্ধ ক'রে রাখে। গণশক্তির মাথার ওপরে শাসনদণ্ড উদ্যত থেকে, তাকে ভয়ের শক্তিতে, বাহুবলের শক্তিতে আইনের পথে বাধ্য করে চালায়। ঋষি নিবারণ চন্দ্র শাসনদণ্ডের শক্তিতে তৈরী করা সমাজের এই শৃঙ্খলা শক্তিকে,—সমাজের নিয়মানুবর্ত্তিতাকে বাঞ্ছিত "পরিবেশ মনে করতেন না।" ঋষির লক্ষ্য ছিল—গণজীবন। এই গণশক্তি অন্তরের তাগিদে সমাজে ন্যায়ের নিয়মকে অনুসরণ করবে—শাসন দণ্ডের চাপে নয়—বাধ্য হ'য়ে নয়। সেটাই সত্যকার গণতান্ত্রিক আত্মশাসনতন্ত্র। আমাদের সমাজের একদল মানুষের নিষ্ঠাপূত অন্তরের সবল তপশ্চর্য্যায় আমাদের গণজীবন ধীরে ধীরে নিয়ত এই প্রসারতর আত্মবোধের দিকে যতই অগ্রসর হবে—ততই শাসনদণ্ডের বাহুবলের বাঁধনগুলো একে একে খসে পড়'তে থাকবে। কারণ এখানে—

"শাসন বারণ নাই প্রয়োজন,
সবাই ক'রে আত্মশাসন ;
নাইক দণ্ড, নাইক দণ্ডী
নাইক দণ্ডাদেশ।
এ যে—সব সমানের দেশ॥

সমাজে বন্ধন প্রয়োজন ; শৃঙ্খলা প্রয়োজন। না হলে সমাজ চলতে পারে না। কিন্তু সেই বন্ধন, সেই শৃঙ্খলা কোন দিক থেকে আসবে? দণ্ডের চাপে ভয়ের শৃঙ্খলা, ভয়ের বন্ধন বাইরের দিক থেকে আসবে, না, আত্মজাগৃতির মহিমাময় স্পর্শে অন্তরের দিক থেকে নীতিবোধের শৃঙ্খলা, প্রেমের বন্ধন আসবে—আজ আমাদের জীবনের কাছে এই প্রশ্ন।

সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ঋষি নিবারণ চন্দ্র—সমগ্র জীবন ধ'রে—তাঁর মানব তপশ্চর্য্যার ভেতর দিয়ে। মানুষ তাঁর কাছে শুভ বুদ্ধি এবং অভাবিত শক্তি-সম্ভাবনার আধার। এই দুটি মহান দিককে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রয়াস—তপশ্চর্য্যার ক্ষেত্র যত প্রসারিতভাবে রচিত হবে—মানুষ ততই আপন শক্তিতে, আপন তেজে, আপন আত্মপ্রেরণার তাগিদে নূতন সমাজ বন্ধনের পথে অগ্রসর হবে। শাসন-অঙ্কুশের প্রয়োজন তার বহু কমে যাবে।

কিন্তু গণজীবনের এই শুভবুদ্ধি এবং অন্তর্নিহিত শক্তিকে উৎসারিত করার কাজের ভার কে নেবে? শাসন শক্তি? তা সম্ভব নয়; কারণ তার দৃষ্টিভঙ্গী দণ্ড-ভিত্তিক কর্ম্মবোধের উপর ন্যস্ত। মানুষের শুভবুদ্ধিতে অবিচলভাবে আস্থাশীল সমাজের বড় সংখ্যক একদল তপস্বী মানুষকেই এই কাজের ভার নিতে হবে। ঋষি নিবারণ চন্দ্রের এই ছিল দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাস তাঁর বুদ্ধিগত বিশ্বাস ছিল না। এই বিশ্বাস তাঁর হৃদয়ের বিশ্বাস ছিল—নিষ্ঠার বিশ্বাস ছিল। সেজন্য তিনি এই তপশ্চর্য্যায় নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন। তাঁর তপশ্চর্য্যার উজ্জ্বল পদচিহ্নগুলি আজ আমাদের ডেকে বলছে—দেখো, আমার অকপট প্রেমের কমল স্পর্শে কতো মানুষের জীবনে মহৎ জীবনের প্রতি জাগ্রত তৃষ্ণা এনে দিয়েছি। চেয়ে দেখো,—আমার বিবেক-বোধের তপশ্চরণের ধূপগন্ধে কতো মানুষের অন্তরে নীতির কর্ম্মবিধান অনুসরণের সহজ নিষ্ঠা এনে দিয়েছি; দেখো—আমার অতন্দ্রিত মানব সেবার গভীর স্নেহ-স্পর্শে কত মানুষের অন্তরে আবেগ-ভরা মানব দরদের অশ্রুমুক্তা এনে দিয়েছি। আমি মানুষকে মানুষ বলে জানি। তাকে জানি—মনুষ্যত্বের আধার—মানবতার আধার। তোমরা যদি তা বিশ্বাস করো—তবে মানবসমাজের অন্তরের মানুষকে সমাজের প্রতিষ্ঠার জন্য এসো আমার পথে অগ্রসর হও। এই গণজীবনের মনুষ্যত্বের জাগরণের গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে। দিকে দিকে মানুষের আপন আত্মবোধসম্পন্ন অধিকারের প্রতিষ্ঠায় সত্যকার সামাময় সমাজের ভিত্তি রচিত হবে।

আমরা আজ যারা নিজেদের গণতন্ত্রের পূজারী মনে করি—আজ তাদের গণদেবতার পূজাবেদীতে নমস্কার নিবেদন করতে হবে। আর এই গণদেবতার পূজার পুণ্য উদ্যাপনের মন্ত্র রয়েছে—বীর পূজার মধ্যে—মানব-দেবতার প্রতি অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদনের মধ্যে। তাই আজ ১লা শ্রাবণের পুণ্য দিনে সেই মানব-দেবতার মূর্ত প্রতীক ঋষি নিবারণ চন্দ্রের পূজাবেদীতে আমাদের গভীরতম অন্তরের শ্রেষ্ঠতম প্রণাম নিবেদন করি।

—০—

একটি দুঃখজনক ঘটনা

যুক্তফ্রণ্টের বিভিন্ন শরিকদলের কর্মীদের মধ্যে সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সকল শরিকদলের নেতৃবৃন্দ সবিশেষ আগ্রহান্বিত থাকা সত্ত্বেও, দলগুলির সাধারণ স্তরে অহেতুক অবাঞ্ছিতভাবে যে পরিস্থিতি ঘটে তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। সম্প্রতি আমাদের যুক্তফ্রণ্টের মাননীয়া মন্ত্রী শ্রীমতী প্রতিভা মুখার্জ্জী পুরুলিয়া সফরে এসেছিলেন। শ্রীমতী মুখার্জ্জী এস, ইউ, সি দলের নেত্রী। তদুপলক্ষ্যে আদ্রায় যুক্তফ্রণ্টের সকল দলের মিলিত একটি জনসভা হয়। সেই জনসভায় যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটে—তার বিবরণ দিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন—শ্রীযুক্ত প্রবীর কুমার মল্লিক এম, এল, এ (ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি), শ্রীযুক্ত স্বপন কুমার রায়চৌধুরী (এস, ইউ, সি), শ্রীযুক্ত হরিপদ বাউরী, এম, এল, এ (এস, ইউ, সি)। এই বিবৃতিটি আমাদের কাছে প্রকাশের জন্য পাঠান হয়েছে। আমরা বিবৃতিটি এখানে প্রকাশ করছি। বিবৃতিটি এই :—

"গত ২৫শে জুন আদ্রার জনসভায় বিশিষ্ট জননেত্রী যুক্তফ্রণ্ট সরকারের মন্ত্রী শ্রীমতী প্রতিভা মুখার্জী (এস, ইউ, সি) বক্তৃতা দান কালে যখন দুর্গাপুরের পুলিশী অত্যাচারের তীব্র সমালোচনা করে স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে আরো কঠোরতার সঙ্গে ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানালেন তখন কয়েকজন লোক সভাস্থলে চীৎকার করতে থাকেন যে ঐ কথা (দুর্গাপুরের পুলিশী অত্যাচার) তাঁরা শুনতে রাজী নন।

"তাঁদের মধ্যে অন্ততঃ কয়েকজন ছিলেন যারা নিজেদের সি, পি, আই (এম) এর সদস্য বলে পরিচয় দেন এবং উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন দাবী করতে থাকেন যে তাঁরা অন্য কথা শুনবেন না। তিনি (মন্ত্রী মহাশয়া) নিজের বিভাগে কি করেছেন, সেই কথাই তাঁকে বলতে হবে। মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া বার বার বলবার চেষ্টা করেন যে তিনি যখন বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বক্তব্য রাখছেন, তখন তিনি উক্ত বক্তব্য, পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে এবং যুক্তফ্রণ্টের যৌথ দায়িত্বের অংশীদার হিসাবেই বলছেন। উক্ত সভার সভাপতি শ্রীপ্রবীর কুমার মল্লিক এম, এল, এ (সি, পি, আই), সি, পি, (এম)-এর উক্ত ব্যক্তিদের বোঝাবার চেষ্টা করেন এবং বলেন যে যুক্তফ্রণ্টের স্বীকৃত নীতি ও চরিত্রের বাইরে মন্ত্রী মহাশয়া কিছুই বলেন নি। কাজেই তাঁর বক্তৃতায় বাধা দেওয়ার কোন কারণই থাকতে পারে না। কিন্তু প্রবীর বাবুর বক্তব্য তারা মানতে রাজী না হয়ে শ্লোগান দিতে আরম্ভ করেন, যার মধ্যে মুখ্য শ্লোগান ছিল "সি-পি-আই (এম) জিন্দাবাদ" "জ্যোতি বসু জিন্দাবাদ" ইত্যাদি। শ্রীমতী মুখার্জ্জী এই অবস্থায় বলেন যে "আপনারা আমায় সভায় বলতে দেবেন না ঠিক করে এসেছেন এ রকম চ'লে আমি সভায় বলব না এবং সকলকে জানাব যে আদ্রায় সি, পি, আই (এম) কর্মীরা আমাকে সভায় বলতে দেন নি।" শান্ত হওয়ার পরিবর্ত্তে এই কথায় তারা শ্লোগান দিতে থাকেন এবং সভাস্থলে প্রচণ্ড গোলযোগ সৃষ্টি করেন। এই সময় সি, পি, আই (এম) এর কর্মীরা মাইকের তার কেটে দেন।

"রাষ্ট্রমন্ত্রী সভা ছেড়ে চলে যান। তখন সভাভঙ্গকারী কুড়ি, পঁচিশজন একটি মিছিল বের করে শ্লোগান দিতে দিতে চলে যান।

"এই ঘটনায় আদ্রার সাধারণ মানুষ ও রেলওয়ে কর্ম্মচারীগণ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হ'য়ে পড়েন এবং স্থানে স্থানে জটলা ক'রে সভাভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করতে থাকেন। যুক্তফ্রণ্টের অংশীদার বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে যুক্তফ্রণ্টের শরিকদলের এক মন্ত্রীকে বক্তৃতা করতে না দেওয়ার এই নজীর একমাত্র প্রতিক্রিয়াশীলদেরই খুশী করেছে। একথা, এমনকি, অতি সাধারণ মানুষদের মুখেও শোনা যায়। আমাদের প্রশ্ন—যাঁরা সভা ভেঙ্গে ছিলেন তাঁরা কি সত্যই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লোক, না কংগ্রেসের এজেন্ট ছিলেন? যদি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পারটির লোকই তাঁরা হন—তাহলে সেকথা জানা দরকার এবং এই পদ্ধতিই কি ভবিষ্যতে তাঁরা অবলম্বন করবেন বলে স্থির করেছেন? আজ জনসাধারণকে যুক্তফ্রণ্টের ঐক্য রক্ষা করার স্বার্থে দাঁড়াবার প্রয়োজন এসেছে। সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতীক ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলনের হাতিয়ার যুক্তফ্রণ্টের একতা ও শক্তির [illegible]দ্ধির প্রয়োজন অনুভব করতে আমরা যুক্তফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দলের নেতৃবৃন্দ, কর্ম্মী এবং জনসাধারণের কাছে এই আবেদন জানাচ্ছি।"

এই বিবৃতিতে প্রদত্ত ঘটনার কথা আমরা ঘটনার পরই জেনেছিলাম এবং বিবরণ সত্য বলেই জেনেছি। এবং এই বিবৃতিটি যাঁরা দিয়েছেন—তাঁরাও বিশেষ দায়িত্বশীল ব্যক্তি। যুক্তফ্রণ্টের কোনো শরিকদলের পক্ষে এহেন আচরণ সত্যই অবাঞ্ছনীয়। যুক্তফ্রণ্টের একজন মন্ত্রী জনগণের শাসন ও যুক্তফ্রণ্টের ঐক্যের প্রতীক। তাঁকে অসম্মানিত ক'রে আমরা নিজেদেরই অসম্মান করেছি। দুর্গাপুরে পুলিসদের আচরণ অত্যন্ত গর্হিত হয়েছিল ব'লে যুক্তফ্রণ্টের পক্ষ থেকেই দুর্গাপুর তদন্তের পর বলা হয়েছিল। পুলিস জ্যোতিবাবুর দল নয়—আমাদের সকলেরই দল। পুলিসের আচরণে আমাদের সকলের সঙ্গে জ্যোতিবাবু নিজেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। সুতরাং শ্রীমতী প্রতিভা মুখার্জ্জী কিছু অন্যায় করেন নি।

এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট ব্যাপারের কথা বলি। কয়েকদিন আগে যুক্তফ্রণ্টের রাজ্য স্তরের একটি বৈঠকে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি যখন পুলিশের আচরণের প্রতি বিক্ষোভ জানিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলছিলেন—তখন আমি পরিহাসছলে বলি যে, পুলিশ জ্যোতি বাবুর দল – তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা চলবে না। তাতে তিনি সহাস্যে জিজ্ঞাসা করেন—কেন একথা বলছেন? আমি তাঁকে বললাম—কেন, আদ্রার ঘটনা শোনেন নি? শ্রীমতী প্রতিভা মুখার্জীর বিরুদ্ধে আপনাদেরই পার্টি-ভাই-দের দাবী ছিল—জ্যোতি বাবুর লোক পুলিশের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা চলবে না। সুতরাং আপনারা এবং আমরা সবাই মিলে এখন জ্যোতি বাবুর দলের বিরুদ্ধে বলি কি ক'রে? তাতে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সেই প্রতিনিধি বলে উঠলেন—ওঃ, আদ্রার ঘটনা—ওসব নিছক পাগলামী, পাগলামী।

ভবিষ্যতে এই পাগলামী যেন না ঘটে—তার জন্য আবারও আবেদন জানাচ্ছি।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

—————

বেকার যুবকদের সামনে যে সুযোগ রয়েছে

জেলার আর্থিক উন্নতিকল্পে আমাদের যোগাযোগ সমূহ

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

পশুপালন মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

প্রজা সোশ্যালিষ্ট পার্টির নেতা শ্রীযুক্ত সুধীর দাস মহোদয় পশুপালন বিভাগের মন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে আমাদের কয়েকজনের বহুবিধ আলোচনা হয়। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন আমাদের শ্রীসমরেন্দ্র নাথ ওঝা, শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত আর কম্পাস সম্পাদক শ্রীপান্নালাল দাসগুপ্ত এম, এল, এ মহোদয় আর আমি। আমরা মন্ত্রী মহোদয়কে আমাদের জেলার শোচনীয় আর্থিক অবস্থা এবং বহু শিক্ষিত বেকার যুবকের অস্থিরতার কথা তাঁকে বলি। আমাদের জেলার কৃষিজীবনের দৈন্য এবং অনুর্ব্বরতার কথা, এ জেলায় এ পর্যন্ত কোনো রকম শিল্পউদ্যোগ না হওয়ার কথা, জেলার সেচের অকিঞ্চিৎকরতার কথা বলি। এবং জানাই যে, পশুপালনের উদ্যোগ একটি মস্ত বড় সুযোগের দিক—জেলার আয় সম্পদ প্রভৃতির দৃষ্টিতে এবং বেকার শিক্ষিত যুবকদের ভাল সংস্থানের দৃষ্টিতে।

মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, যদিও যুক্তফ্রণ্টের প্রথম যাত্রাকালে ফ্রণ্টের আর্থিক অবস্থা ভাল নয় এবং বাজেটও

খুবই টানাটানির বাজেট—তথাপি তিনি এই বছরই আমাদের জেলার কিছু সংখ্যক বেকার ছেলেকে মুরগী পালনের জন্য ঋণ দেবার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেবার ব্যবস্থা করবেন। ছাগল-ভেড়া পালন, শূকর পালন, গো-পালন প্রভৃতি বিষয়ে কত দূর কি তিনি করতে পারবেন তা তিনি শীঘ্রই আমাদের জানাবেন। কয়েকটি ভাল ষাঁড়ও শীঘ্র এখানে দেবেন জানালেন।

মুরগী পালনের কাজ একটি খুব ভাল লাভজনক কাজ। চাকুরী সন্ধানী ছেলেদের এই পথে ভাগ্য-সন্ধানের চেষ্টা করা আজ দরকার। চাকুরী ক'জন পাবে? কিন্তু এই পশুপালন কার্য্যধারার সম্ভাবনা বিরাট। যে সব ছেলেরা এই পথে অগ্রসর হ'তে সত্যই আগ্রহান্বিত—তারা আমাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন। মুরগী পালন প্রভৃতির কাজ উদ্যোগী কর্মঠ যুবক হ'লে একলাও করতে পারে। সরকারী ঋণ এক একজন পেতে পারে—৪।৫ শত টাকা। যদি ৭।৮ জন বা ২০ জন বা ৫০ জন যুবক এক সঙ্গে এই কাজ করতে সম্মত হয়—তবে খানিকটা বেশ বড় রকমের ব্যবস্থা এবং আরো ভাল আয়ের পথ হ'তে পারে। যদি ছেলেরা সম্মিলিতভাবে কাজ করতে চায়—আমরা তাদের বুদ্ধি, পরামর্শ, পরিচালনা দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকবো।

এই সমস্ত উদ্যোগ ও সরকারী ঋণ সহায়তা প্রভৃতি বিষয়ে সবচেয়ে বড় কথা হোল এই যে, এই সুযোগের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টির শক্তি অর্জ্জন করা। পুঁজিটা না ভেঙ্গে তার থেকে বহু উৎপাদন ও আয়ের পথ করা; কেবল চাকরীর দিকে না তাকিয়ে—এই উৎপাদনের পথে আত্মশক্তির বিকাশ ও পরিচয় দেবার রয়েছে। পশু পালন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় এই জেলায় শীঘ্রই আসছেন জানিয়েছেন।

কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিরাট সম্ভাবনা

আমি আগে মুক্তির পাতায় আলোচনা করেছি যে, ক্ষুদ্রশিল্প ও কুটিরশিল্প বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় আমাদের জেলার জন্য কতকগুলি পরিকল্পনা নেবার জন্য আগ্রহান্বিত। আমরাও এ বিষয়ে প্রস্তুত হ'চ্ছি।

আমরা বিভিন্ন বেসরকারী পক্ষের সঙ্গেও আর্থিক আয়োজনের বিভিন্ন সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করলাম। উদ্যোগী মানুষেরা যদি এগিয়ে আসেন—তবে ব্যাঙ্ক প্রভৃতির কাছ থেকে ঋণ পাবার অসুবিধে হবে না। প্রচুর টাকা-কড়ি আমাদের জেলার মানুষ পেতে পারেন।

আমাদের জেলার কয়েকজন উচ্চ মধ্যবিত্ত বা ধনী ব্যক্তি আমার সঙ্গে দেখা করে বলেন যে, এখন সময়ের পরিবর্তন হয়েছে—সেজন্য জনগণের বা জনগণের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ না ক'রে শিল্প প্রচেষ্টা কারখানা প্রভৃতি করা উচিত নয়। সেজন্য তাঁরা আমাদের সহযোগিতা চান। ঐ ব্যক্তিরা আরো বললেন যে, তাঁদের হাতে কিছু কিছু ভালই পুঁজি আছে—তাঁরা তা কাজে লাগাতে চান। যদি আমরা কতকগুলি ভাল ভরসাযোগ্য শিল্প স্কীম দিতে পারি—এবং তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার তত্ত্বাবধান ক'রে তাঁদের ঐক্য বজায় রাখতে সহায়তা দিতে পারি—তাহলে তাঁরা অগ্রসর হবেন এবং জেলার বহু বেকারকে কর্ম্ম দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন। আমরা বলেছি—এই প্রস্তাব আমরা ভালই মনে করছি—তবে সব দিক ভেবে এ বিষয়ে আমাদের অভিমত জানাচ্ছি। এই জেলার মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা যদি দু'দশ জন একযোগে সম্মিলিতভাবে কোনো বিভিন্ন উদ্যোগ আরম্ভ করেন বাইরে থেকে বিভিন্ন ফাণ্ড, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি থেকে টাকার অভাব হবে না।

সমবায় বিভাগের সম্ভাবনা

গত ৩রা জুলাই সমবায় মন্ত্রী শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে আমরা এক বৈঠক আলোচনা করি। বিভূতিদা ও আমি ছিলাম। ঐ বৈঠকে সমবায় বিভাগের সেক্রেটারী ও রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সম্পাদক ছিলেন। সমবায় মন্ত্রী পুরুলিয়ার সমবায় ক্ষেত্র ও সমবায় ব্যাঙ্কের বিষয়ে যে সব তথ্য পেয়েছেন—তা আমাদের কাছে বিবৃত করেন। তাতে জানলাম অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তারই ফলে আমাদের এখানের জন্য টাকাকড়ি পাওয়া একেবারে বন্ধ হ'তে চলেছিল। আলোচনার ফলে এখন কিছু টাকা চাষীদের দেওয়ার সিদ্ধান্ত হোল। সমবায় মন্ত্রী বললেন—সমবায় ক্ষেত্রটার প্রতি যদি আপনারা লক্ষ্য দেন—কাজ-কর্ম ঠিক মতে চলে—তাহলে লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ পাওয়ার কোনো অসুবিধে হবে না। এই সমবায় শক্তি, ঋণ শক্তি, জেলার কৃষি ও শিল্পের বিরাট অগ্রগতির কারণ হ'তে পারে। অথচ আমরা এর সুযোগ নিতে পারি নি। আজ এদিকে আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য দিতে হবে। দুর্নীতি-মুক্ত সংঘবদ্ধ উপযুক্ত সমবায় শক্তি জেলার দিকে দিকে গড়ে তুলে জেলার বিরাট উৎপাদন ও সম্পদকে সম্ভব করতে হবে। যারা এর প্রতিবন্ধক—যারা সমবায় শক্তির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে না পেরে সমবায়ের শক্তিকে ছিন্ন ভিন্ন এবং তার অর্থ শক্তিকে বিপথগামী করছে তাকে আজ রুদ্ধ করা প্রয়োজন। এই সমবায় শক্তি আমাদের জেলার অর্থনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মিলিত শক্তি।

আত্মহত্যা

গত ৯. ৭. ৬৯ তারিখে মানবাজারের নামোপাড়া নিবাসী শ্রীবিশ্বনাথ রায় বন্দুকের গুলিতে প্রায় সকাল ছ'টার সময় নিজের বাড়ীতে আত্মহত্যা করেন।

শ্রীরায় মানবাজার উন্নয়ন সংস্থার (১) টাইপিষ্ট ছিলেন।

তিনি সকলের প্রিয় পাত্র ছিলেন।

মৃত্যুর কারণ জানা যায় নাই।

রথ উৎসব কমিটি

পুরুলিয়ার রথ উৎসবকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গত ২৭শে আষাঢ় শনিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় চকবাজার "শক্তি সংঘ" ক্লাব প্রাঙ্গণে একটি বৈঠক ডাকা হয়। উক্ত বৈঠকে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া একটি উৎসব কমিটি গঠিত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই বৎসর প্রাচীন রথটিকে যথাসম্ভব মেরামত করাইয়া উৎসবে ব্যবহারযোগ্য করা হইয়াছে।

সর্ব্বশ্রী নরেন্দ্র নাথ দত্ত, বনবিহারী বরাট, বাদল চন্দ্র নাগ, বৃন্দাবন নন্দী, শিবলাল পাঠক, শ্যামাপদ মুখার্জ্জী, রঞ্জিৎ কুমার কুণ্ডু রামময় দরিপা, নিমাই চরণ দত্ত, নারাণ চন্দ্র সেন, ত্রিভঙ্গ দরিপা, অনিল কুমার সেন, মাধব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নির্মল কুমার মুখার্জ্জী (নিমু), দিলীপ কুমার দে মহাদেব হালদার, সুধীর কুমার কুণ্ডু, সীতারাম দত্ত, জগদীশ চট্টোপাধ্যায়, সুনীল কুমার গাঙ্গুলী, রাম নাথ শীল অলকানন্দ মুখার্জ্জী, নেপাল চট্টোপাধ্যায়, নির্মল কুমার মুখার্জ্জী, মুক্তিপদ চক্রবর্ত্তী, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

৩১শে আষাঢ় বুধবার ঋষি নিবারণ পার্ক হইতে বেলা ৩ ঘটিকায় রথ উৎসব আরম্ভ হইবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে হামলা বিষয়ে সংঘের বিবৃতি

সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফিসে কিছু সংখ্যক ছাত্রদের আক্রমণের ফলে যে ক্ষতি এবং আঘাত ঘটেছে তার জন্য সবিশেষ দুঃখিত। কোনো সংবাদপত্রের অভিমত সমূহ যদি কেউ সমর্থনযোগ্য মনে না করেন—তার উত্তর দিতে হবে বাক্যের স্বাধীনতার সুযোগের মধ্য দিয়েই। সেই সংগ্রামের জন্য উপযুক্ত আয়োজন চাই। সংগ্রামের নামে সংগ্রামকে বিপথগামী করা অবাঞ্ছনীয় এবং ক্ষতিকর। ছাত্রদের কয়েকটি সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তাদের প্রতিবাদ-শোভাযাত্রার এহেন উদ্দেশ্য ছিল না। কিছুসংখ্যক ছাত্র তাঁদের সম্মিলিত কর্ম্মধারার নির্দ্দেশ ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন। ছাত্রদের আজ সতর্ক লক্ষ্য রাখতে হবে—তাঁদের গৃহীত কর্মধারা যেন ঠিকমতো শৃঙ্খলার সংঙ্গে পরিচালিত হয়—নতুবা ছাত্রদের শক্তি ও সংহতির ক্ষতি হবে। এবং তার সঙ্গে দেশের তথা গণতান্ত্রিক অগ্রগতির ক্ষতি হবে।

রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আজ ছাত্রদেরও মনে রাখতে হবে যে যে কোন বিশৃঙ্খলার দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে জনগণের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার উপকরণ দেওয়া হবে। কিছু কিছু পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যুক্তফ্রন্ট এ বিষয়ে নীরব। এ কথা সত্যের অপলাপ।

আক্রমণের সংবাদ পেয়ে পুলিশ উপদ্রব প্রতিহত করতে যায় এবং যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের কয়েকজন সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। আমরাও এই ঘটনার জন্য দুঃখিত। এবং আমরা সেই সমস্ত ঘটনার জন্যই দুঃখিত—যে সব ঘটনা আমাদের গণতান্ত্রিক জীবনের অধিকার লাভের পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে;—শান্তিপূর্ণ জীবন পরিবেশকে ব্যাহত করছে। আমাদের সকলের সক্রিয় চেষ্টা এবং সহযোগিতায় পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ হোক—এই কামনা করি।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সংঘ

Regd No. C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No—R. N. 2539/57

WANTED

(1) One Asst. Lady teacher, Graduate in Arts, preferably M. A Or Hons. in English against a permanent vacancy.

(2) One Science Graduate (Phy, Che, Math.) against a deputation vacancy.

Apply to the undersigned with testimonials on or before 21.7.69

Sd/Jogendranath Mahato
Secretary,
Gobindapur High School
Po.—Gobindapur
Dist.—Purulia, (W. B.)

WANTED

2 (Two) Science Teachers, one in a deputation vacancy and the other in a temporary (Likely to be permanent) vacancy for Chatambari High School, Po. Begunkodar, Dist Purulia,

Candidates must possess B. Sc. (Hons.)Or 2nd class Master degree in Science (B. T. preferable)

Apply to the secretary with certificates and testimonials as early as possible.

বিজ্ঞপ্তি

বান্দোয়ান ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠের (উচ্চতর মাধ্যমিক) জন্য নিম্নলিখিত শিক্ষকের প্রয়োজন।

একজন এম, এ (সংস্কৃত) অথবা বি, এ, অনার্স ও একজন এম, এ, (ইংরাজী) অথবা বি, এ, অনার্স। (ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।) আবেদনপত্র ১৫ই জুলাই এর মধ্যে সম্পাদকের নিকট পৌছান প্রয়োজন। শিক্ষা বিভাগের অনুমোদিত হারে বেতন দেওয়া হইবে।

সম্পাদক
ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ
পোঃ:—বান্দোয়ান, জেলা পুরুলিয়া

ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট

পুরুলিয়া ফোন নং ২৩৪

জুলাই সেসনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভর্ত্তি চলিতেছে :

১। সর্টহ্যাণ্ড, ২। টাইপরাইটিং, ৩। টেলিগ্রাফী এ, এস, এম, কোর্স, ৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।

গভর্ণমেণ্ট অফিস ও রেলওয়ে হইতে প্রতিনিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে।

মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনসেশন দেওয়া হয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

রাখহরি চট্টোপাধ্যায়
প্রিন্সিপাল

স্পনসর্ড টিচারস্ ট্রেনিং কলেজ, পুরুলিয়া

১৯৬৯-৭০ সালে ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক দরখাস্তকারী ছাত্রগণকে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে আগামী ২২শে এবং ২৪শে জুলাই, ১৯৬৯ তারিখ বেলা ১১ টার সময় জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজ, পুরুলিয়া হলে ভর্ত্তির পরীক্ষা লওয়া হইবে। ছাত্রগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাহারা যেন তাহাদের রোল নম্বর (নিস্তারিণী কলেজ ; পুরুলিয়া অফিস হইতে) লইয়া যান। ছাত্রদের দুই-নিট্স দা ফুলস্কেপ্ কাগজ ও কলম আনিতে হইবে। স্কুল ফাইন্যাল অথবা হাইয়ার সেকেণ্ডারী হইতে ডিপ্লোমা পর্য্যন্ত সমস্ত পাশ সার্টিফিকেট যেন সঙ্গে করিয়া অবশ্যই লইয়া আসেন।

অফিসার-ইন-চার্জ্জ
স্পনসর্ড টিচার্স ট্রেনিং, পুরুলিয়া

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
২৭শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৫ই শ্রাবণ, ১৩৭৬—২১শে জুলাই ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

ঋষি নিবারণ চন্দ্রের তিরোধান দিবস

পয়লা শ্রাবণ অনাড়ম্বর গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে অনুষ্ঠান

গত ১লা শ্রাবণ ঋষি নিবারণ চন্দ্রের তিরোধান দিবস গাম্ভীর্য্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। সকাল ৮ ঘটিকায় শ্মশানে ঋষির স্মৃতিবেদী পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করা হয় এবং প্রার্থনানুষ্ঠানের পর স্মৃতিবেদীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়। শ্রীরাজেন্দ্র নাথ রায়, শ্রীনন্দ দুলাল মিত্র এবং শ্রীজয়ন্ত কুমার দাঁ প্রার্থনানুষ্ঠান পরিচালনা করেন। তারপর বেলা ১০ ঘটিকার সময় সহরে ঋষি নিবারণ পার্কে ঋষির মর্ম্মর মূর্ত্তিতে মাল্যদান করা হয়। যথারীতি প্রার্থনাদির পর শ্রীবীর রাঘব আচারিয়া ঋষি নিবারণ চন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তিতে মাল্যদান করেন। শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী "মুক্তি"র পক্ষ হইতে মাল্যদান করেন ও ধ্বনি পরিচালনা করেন।

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শিল্পাশ্রমে ঋষি নিবারণ চন্দ্রের তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে এক মনোজ্ঞ স্মরণ-অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। এই স্মরণ অনুষ্ঠানে শ্রীনন্দ দুলাল মিত্র ও শ্রীজয়ন্ত কুমার দাঁ প্রার্থনাদি পরিচালনা করেন। সঙ্গীতানুষ্ঠানে শ্রীমতী লীলা মৈত্র ; শ্রীমতী শুকতারা মল্লিক ; কুমারী ভাস্বতী দে, সান্ত্বনা মৈত্র ও চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাঃ অমর শঙ্কর দে, শ্রীগুরু প্রসাদ সরকার, শ্রীসব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা অংশ গ্রহণ করেন ও সঙ্গীতাঞ্জলি প্রদান করেন। শ্রীপটল চন্দ্র ঘোষ সঙ্গীতানুষ্ঠানে বেহালা সঙ্গত করেন। শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায় ঋষির রচিত "সব সমানের দেশ" এই সুবিখ্যাত গানটি পরিবেশন করেন।

ঋষির জীবনী ও আদর্শ সম্পর্কিত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে সর্ব্বশ্রী জ্যোতির্ম্ময় দাশ গুপ্ত, ডাঃ প্রভাত কুমার মল্লিক, নেপাল চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্ত কুমার দাঁ, নন্দ দুলাল মিত্র, অশোক চৌধুরী প্রমুখেরা বক্তৃতা করেন এবং শ্রীসন্তোষ কুমার রায় স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ।

—০—

কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বে দুই বিবদমান শিবির

পদচ্যুত অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাইএর সসম্মানে পদত্যাগ !!!

অবশ্যম্ভাবী ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব আজ দুইটি যুদ্ধমান শিবিরে বিভক্ত। বাঙ্গালোরে সদ্য অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুসারে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রশ্নটি নীতিগত ভাবে সমর্থন করা হয়। কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াপন্থী তথা সমাজতন্ত্র বিরোধী গোষ্ঠী (সিণ্ডিকেট পরিচালিত) চাপে পড়ে এই প্রস্তাবে নিমরাজী সমর্থন দেন—কিন্তু এর পাল্টা জবাবের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। এদিকে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পান যে তাঁকে প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত করার জন্য কংগ্রেসের সিণ্ডিকেট-গোষ্ঠী চক্রান্ত সুরু করেছে।

নিজলিঙ্গাপ্পা, কামরাজ, মোরারজী, পাতিল, অতুল্য ঘোষ প্রমুখ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস সিণ্ডিকেটের উদ্যোগে শ্রীমতী গান্ধীর সমর্থিত রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী শ্রীগিরির পরাজয় এবং সিণ্ডিকেটের মধ্যমণি স্পীকার শ্রীসঞ্জীব রেড্ডির রাষ্ট্রপতি পদের জন্য কংগ্রেস পার্লিয়ামেণ্টারী বোর্ডের মনোনয়ন লাভে শ্রীমতী গান্ধীকে প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত করার জন্য সিণ্ডিকেটের প্রচেষ্টা সপ্রমাণিত হয়। সুতরাং শ্রীমতী গান্ধী আত্মরক্ষা ও পাল্টা আক্রমণের সময় ও সুযোগ অনুসন্ধান করতে থাকেন। কংগ্রেস পার্লিয়ামেণ্টারী বোর্ড কর্ত্তৃক শ্রীরেড্ডীকে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনয়ন দানের পরই তিনি মনঃস্থির করে ফেলেন এবং পাল্টা আক্রমণের ছক ঠিক করে নেন।

বাঙ্গালোরে এ-আই-সি-সির অর্থনৈতিক প্রস্তাবটি হাতিয়ার করে সিণ্ডিকেট গোষ্ঠীর উপর তিনি ব্রহ্মাস্ত্র হানেন। অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রস্তাবে চরম বিরোধিতা করে এসেছেন। সেই জন্য ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ নীতির সার্থক প্রয়োগের স্বার্থে শ্রীমতী গান্ধী অর্থ মন্ত্রণালয় স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি দ্বারা সেই অনুসারে সরকারী আদেশ দানের ব্যবস্থা করেন। সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এক গোপনীয় পত্রযোগে অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাইকে তাঁর পদচ্যুতির সংবাদ বিশেষ দূত দ্বারা প্রেরণ করেন। তবে "গরু মেরে জুতা দানের" মত পদচ্যুত অর্থমন্ত্রীকে উপ-প্রধান মন্ত্রীর "সম্মানীত" আসনটি অলঙ্কৃত করে থাকার প্রস্তাবও করেন। মোরারজীর নিকট এই

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

ভারতী হোটেল

ও

রেষ্টুরেণ্ট

(অশোক ষ্টুডিওর সংলগ্ন)

পুরুলিয়া।

স্বল্প খরচে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত আহারের ব্যবস্থা আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট

পুরুলিয়া ফোন নং ২৩৪

জুলাই সেসনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভর্ত্তি চলিতেছে :

১। সর্টহ্যাণ্ড, ২। টাইপরাইটিং, ৩। টেলিগ্রাফী এ. এস, এম. কোর্স, ৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।

গভর্ণমেণ্ট অফিস ও রেলওয়ে হইতে প্রতিনিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে।

মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কন্‌সেশন দেওয়া হয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

রাখহরি চট্টোপাধ্যায়

প্রিন্সিপ্যাল

সম্পাদকীয়—

রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন

ভারতের সর্ব্বোচ্চ পদ রাষ্ট্রপতির নির্ব্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের রাজনীতি এক জটীল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে কংগ্রেস আবার দ্বিধা-বিভক্ত এবং কংগ্রেস-বিরোধী তথা অকংগ্রেসী শক্তিগুলিও দুইটি পরস্পর-বিরোধী শিবিরে সমবেত হয়ে আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী তথা চরম প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠি যা সিণ্ডিকেট নামে পরিচিত তাদের মুকুটমণি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীকে কংগ্রেস মনোনীত রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীরূপে নির্ব্বাচিত করেছে। এই কংগ্রেসী সিণ্ডিকেটের পাণ্ডারা হলেন কংগ্রেস সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পা; কামরাজ, মোরারজী দেশাই, অতুল্য ঘোষ আর রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী স্পীকার শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী স্বয়ং। তবে হঠাৎ সিং গজিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবনও এই কংগ্রেসী ষণ্ডরূপী সিণ্ডিকেটের দলে ভিড়েছেন। কংগ্রেসী পার্লিয়ামেণ্টারী বোর্ডের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সিণ্ডিকেটের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে পরাজিত হন। প্রধানমন্ত্রী প্রথমে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরির নাম রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রস্তাব করে পরাজিত হন এবং তার পর ঐ পদের জন্য খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের নাম প্রস্তাব করেও ব্যর্থ হন। ফলে কংগ্রেসের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন যে গোষ্ঠি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে আগামী দিনের রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির নিকট তাঁদের পরাজয় বরণ করতে হয়! রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনে শ্রীমতী গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসী গোষ্ঠি শ্রীরেড্ডী অথবা শ্রীগিরি কাকে ভোট দেন—সেটাই দ্রষ্টব্য।

কংগ্রেসের মনোনয়ন লাভ না করলেও শ্রীগিরি নির্দ্দল প্রার্থীরূপে রাষ্ট্রপতির নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন। দেশের বামপন্থী দল সমূহ শ্রীগিরিকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অন্যদিকে কংগ্রেস অপেক্ষাও অধিকতর দক্ষিণপন্থী এবং কায়েমী স্বার্থের সমর্থক কয়েকটি অকংগ্রেসী দল রাষ্ট্রপতি পদের জন্য এক তৃতীয় প্রার্থীর অনুসন্ধান করছেন। স্বতন্ত্র দল ও জনসঙ্ঘের নেতৃত্বে পরিচালিত এই তৃতীয় শক্তি গোষ্ঠিতে আকালী দল ও সি, এস, পি যোগ দিচ্ছেন।

সুতরাং আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব পরিণত হলেও মূলতঃ শ্রীগিরি ও শ্রীরেড্ডীর মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। তবে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য এই ত্রিমুখী দ্বন্দ্বে বিভিন্ন শিবিরের শক্তি সমাবেশ এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। তামিল নাড়ুর ডি, এম, কে দল এখনও কোনও মত প্রকাশ করেন নি। বলা বাহুল্য ডি, এম, কের সিদ্ধান্ত শ্রীগিরি অথবা শ্রীরেড্ডী যাঁর অনুকূলে হবে—তাঁর পক্ষে নির্ব্বাচনে জয়ের পাল্লা ভারী হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। শ্রীগিরি ও শ্রীরেড্ডী উভয়েই নিজ নিজ পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে কুরুক্ষেত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

এবারের রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন ভারতের আগামী দিনের রাজনীতির পটভূমিকায় সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কংগ্রেসের অবশ্যম্ভাবী ভাঙ্গন আজ অপরিহার্য্য পর্য্যায়ে উপনীত হয়েছে। সুতরাং পঞ্চম সাধারণ নির্ব্বাচনের পর কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস গদীচ্যুত হবে এই "বিধিলিপি অখণ্ডনীয়।" একমাত্র অন্যান্য দল বা দলগোষ্ঠির সঙ্গে কোয়ালিশন করে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে সক্ষম হতে পারে। অন্যদিকে বামপন্থী ভাবাপন্ন যুক্তফ্রন্ট শক্তিরও কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের সম্ভাবনা ক্রমশঃ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। কংগ্রেস সিণ্ডিকেট মনোনীত প্রার্থী শ্রীরেড্ডী রাষ্ট্রপতি হলে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির কেন্দ্রীয় সরকার গঠন ও পরিচালনা সহজ হবে; আর শ্রীগিরির জয়লাভে প্রগতিপন্থী শক্তিগুলির সরকার গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে। সেইজন্যই এইবারের রাষ্ট্রপতির নির্ব্বাচনের এত গুরুত্ব। আর এই নির্ব্বাচনের ফলাফল ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতি প্রকৃতিরও বহুলাংশে দিক্ নির্ণয় করবে।

অ. চ.

—•—

(৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ছাত্রদের বিবৃতি ও আমাদের মন্তব্য

জে, কে, কলেজের ছাত্রেরা আমাদের কাছে তাঁদের ধর্মঘটের যে বিবৃতি দিয়েছেন—তা অন্যত্র প্রকাশিত হ'ল। এই বিবৃতির সঙ্গে একটি সুন্দর চিঠিও পাঠিয়েছেন। এই কলেজের ছাত্রেরা সব সময় আমাদের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক রেখে চলেন। জনসাধারণের অধিকার সম্পর্কিত বহু কাজেও এরা বিশেষ অংশ নিয়েছেন। তা সত্ত্বেও, এদের বিবৃতির সঙ্গে আমাদের সমালোচনা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছি। যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করার উদ্দেশ্য হয়তো এঁদের ছিল না, বিবৃতিটির মধ্যে নিজেদের সংগ্রাম সাফল্যের গৌরব ঘোষণার প্রয়োজনেই সম্ভবতঃ যুক্তফ্রন্টের প্রতি অযথা মন্তব্য হ'য়ে গেছে। ছাত্রদের ও তাদের বাহিত উদ্দেশ্যগুলির প্রতি আমাদের প্রীতি থাকলেও, আমাদের কাগজে ওদের বিবৃতি যখন ছাপতে হচ্ছে—তখন ঐ ভাবের মন্তব্যের সম্পর্কে নীরব থাকা সমীচীন মনে হয় নি ব'লেই মন্তব্য সহ ছাত্রদের বিবৃতিটি প্রকাশ করেছি। মন্তব্য সত্ত্বেও তাদের আন্দোলনের উপযোগিতা ও সাফল্য অনুভব করেছি।

—মুক্তি সম্পাদক

———

জীবন বীমা সংস্থার
ফিল্ড অফিসারদের বিক্ষোভ

সম্প্রতি জীবন বীমা সংস্থার ফিল্ড অফিসার তথা ডেভেলাপমেণ্ট অফিসারদের কাজের নির্দ্দিষ্ট সীমা (work norm) নির্দ্ধারণ করে যে সব নূতন নিয়ম কানুন নির্দ্ধারণ করা হয়েছে—তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাবার জন্য একটি সর্ব্বভারতীয় দিবস ধার্য্য হয়। ঐ দিন সভা সমিতি করে জীবন বীমা সংস্থার ঐ নিয়মাবলীর প্রতি ধিক্কার ও প্রতিবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে উক্ত নিয়মাবলী সম্বলিত মুদ্রিত কাগজের বহ্নুৎসবের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী জীবন বীমা সংস্থার পুরুলিয়া শাখার কর্ম্মচারী ও ফিল্ড অফিসারেরা এই প্রতিবাদ দিবস পালন করেন এবং শ্রীভজহরি মাহাত এম, পি ও শ্রীসমরেন্দ্র নাথ ওঝা এম, এল, এ ঐ নিয়মাবলীর বহ্নুৎসব করেন। লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ ফিল্ড অফিসারদের এই সংগ্রামে সমর্থন ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। অফিসারদের পক্ষে শ্রীঅমৃতাক্ষ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসুনীল কুমার বক্সী তাঁদের দাবী দাওয়া ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা দেন।

———

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

প্রস্তাব "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" এর মতই ছিল—সুতরাং প্রধান মন্ত্রীর প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চাবন—যিনি হঠাৎ ভোল বদলিয়ে প্রধান মন্ত্রীর দলত্যাগ করে সিণ্ডিকেট গোষ্ঠিতে ভিড়েছিলেন—তিনি আপোষ মীমাংসার জন্য দূতিয়ালী সুরু করেন। স্বয়ং নিজলিঙ্গাপ্পা, কামরাজ প্রভৃতি কংগ্রেস নেতারা অর্থ মন্ত্রণালয় মোরারজী ফিরিয়ে দেবার জন্য শ্রীমতী গান্ধীকে সম্মত করাতে বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর এই প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণে সিণ্ডিকেট গোষ্ঠি হতচকিত হন এবং এই আঘাত এখনও সামলে উঠতে পারেন নি। তবে শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হতে পারলে এই অপমানের পূর্ণ প্রতিশোধ তাঁরা শ্রীমতী গান্ধীর উপর নেবেন।

শ্রীমতী গান্ধীও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। তিনি সিণ্ডিকেট গোষ্ঠির আঘাতের উপর আরও আঘাত হানবার উদ্দেশ্যে ক্ষিপ্রগতিতে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রশ্নটি কার্য্যে পরিণত করলেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্যে পদত্যাগ করার পূর্ব্বেই এক অর্ডিন্যান্স বলে দেশের ১৪টি শীর্ষস্থানীয় ব্যাঙ্ক যাদের মূলধন ৫০ কোটী টাকার উর্দ্ধে নেই ব্যাঙ্কগুলি জাতীয়করণের ব্যবস্থা করলেন। অর্ডিন্যান্স জারীর পর ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে এল। এই সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপের দ্বারা প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী দেশের আপামর জনসাধারণের প্রশংসাভাজন হলেন। এই কাজের দ্বারা তিনি সিণ্ডিকেটের বিরুদ্ধে আরেক দফা কিস্তি মাৎ করলেন।

———

জে, কে, কলেজের ছাত্রদের জয়লাভ

(অরুণচন্দ্র ঘোষ)

জে, কে, কলেজের ছাত্র সংগ্রাম কমিটির পক্ষে শ্রীমান প্রতাপ দাশগুপ্ত প্রকাশের জন্য একটি বিবৃতি পাঠিয়েছেন। ছাত্রদের বহুদিনকার কতগুলি দাবীর ভিত্তিতে ছাত্র ছাত্রীরা ধর্ম্মঘট করেন। তাঁরা তাঁদের সহায়ক সমর্থকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন—তাঁদের জয়লাভ হওয়ায়। এই জয়লাভে আমরা আনন্দিত।

ছাত্র সংগ্রাম কমিটির এই বিবৃতিতে আছে—দীর্ঘ বারো দিন শিক্ষা বিভাগের উদাসীনতার বিরুদ্ধে তাঁদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করতে হয়েছে। আর এই বারোদিনের মধ্যেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিক্ষাদপ্তর ছাত্রদের দাবীগুলি স্বীকার করেছেন।

ছাত্রদের এই বিবৃতির এই অংশটি সম্পর্কে আমার দুএকটি বক্তব্য আছে। আমি জানি না ছাত্রেরা ধর্ম্মঘট করার আগে শিক্ষাদপ্তরকে সব দাবী জানিয়ে প্রতিকার চেষ্টা করেছিলেন কি না। আমাদের তাঁরা কিছু জানান নি। সরকারী ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রিতাও যদি না করা হয় তবু কাজের ব্যবস্থা করতে কিছুদিন দেরী হয়ই। তবু যে ধর্ম্মঘটের ১২ দিনের মধ্যেই ছাত্রদের দাবী যুক্তফ্রন্ট সরকার মেনে নিয়েছেন—এটা যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুত কাজ করার এবং ছাত্রদের দাবীর প্রতি সহানুভূতিরই পরিচয় ঘটেছে। ১২ দিন সময় তো এখান থেকে যোগাযোগ করতেই লাগে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের এই সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবের জন্য যুক্তফ্রন্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন না জানিয়ে ছাত্রেরা লিখেছেন—দীর্ঘ বারোদিন শিক্ষা বিভাগের উদাসীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হল। এই ভাবে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে অযথা মনোভাব সৃষ্টি করায় আমি দুঃখিত।

এর সঙ্গে ছাত্রেরা লিখছেন—এই অবহেলার বিরুদ্ধে তাঁদের বীরত্ব পূর্ণ সংগ্রাম দিতে হয়েছে। বীরত্বের এই মাপকাঠী ছাত্রদের কাছ থেকে আশা করি নি। ১২ দিনের ধর্ম্মঘটকে তাঁরা বীরত্বের কাজ মনে করেছেন। নিজেদের দাবীর জন্য এই আন্দোলন প্রশংসনীয় হতে পারে—এর মধ্যে বীরত্বের কিছু আমি দেখি নি। দেশ ও জাতির জন্য অনেক বীরত্বের কাজ ছাত্রেরা করেছে—আরো বহু করতে হবে। ধর্ম্মঘট, স্লোগান ও পথলড়াকে বীরত্বের আখ্যা দিয়ে তাদের সত্যকার বীরত্বের মহিমা যেন তারা ক্ষুণ্ণ না ক'রে ছাত্রছাত্রীদের কাছে আজ আমার এই পরামর্শ।

ছাত্রদের বিবৃতিটি এই :—

জে, কে, কলেজ ছাত্র সংগ্রাম কমিটির বিপ্লবী অভিনন্দন—

দীর্ঘ বারো দিন শিক্ষাবিভাগের উদাসীনতার বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তর ও কলেজ কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছেন আমাদের ন্যায়সংগত দাবীগুলির স্বীকৃতি দিতে। তাই প্রথমেই জানাই জেলার সংগ্রামী ছাত্রছাত্রীদের বিপ্লবী অভিনন্দন। কর্তৃপক্ষের অবহেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর এই আন্দোলনে আমাদের অজ্ঞাতভাবে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকেও জানাই—আন্তরিক অভিনন্দন।

আমাদের এই আন্দোলনের উপর নির্ভর করছিল ছাত্র আন্দোলনের ভবিষ্যৎ, ছাত্রছাত্রী সমাজের মর্য্যাদা। সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ থাকার ফলেই বিভেদ পন্থীদের সবরকম হীন প্রচেষ্টার মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করে আমরা মর্য্যাদার এই লড়াইয়ে জয়লাভ করে আবার প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি যে, সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের অপর নাম জয়।

এই প্রসঙ্গে ছাত্রছাত্রী-বন্ধুদের প্রতি আবেদন জানিয়ে আমরা বলতে চাই—আমাদের আন্দোলনের চূড়ান্ত সমাধান কিন্তু এখানেই নয়। অদূর ভবিষ্যতের বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য আবার আমাদের এখন থেকেই প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে হবে। অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে এগিয়ে আসতে হবে—নতুন সমাজ গঠনে। সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে—ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য। ছাত্রছাত্রী জনসাধারণ ঐক্য দীর্ঘজীবি হোক—ছাত্রদের আন্দোলন দীর্ঘজীবি হোক্।

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

শাসনযন্ত্র সম্পর্কে কাজের বিষয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ

যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে বা মন্ত্রীদের কাছে অথবা জেলাস্তরে শাসনযন্ত্রের কাছে যাঁদের বিশেষ কিছু বলবার আছে—তাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন—এইজন্য যে, আমরা যখন যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত আছি—তখন আমরা এ বিষয়ে খানিকটা কাজে লাগতে পারি। এ সম্পর্কে আমার দুএকটি কথা আছে। যাঁরা যোগাযোগ করছেন বা যোগাযোগ করতে চান—তাঁরা সেগুলি মনে রাখলে আমাদেরও সুবিধে হবে—তাঁদেরও কাজের সুবিধে হবে। তা' এই।

অনেকে তাঁদের বক্তব্যের বিষয় লিখে আনেন না—মুখে ব'লে চলে যান। কাজের ভীড়ের সময় তাঁদের বিষয়টা তখন যদি লিখে নিতে হয়—লিখিত বক্তব্য পাই—আর দুচার কথায় জিনিষটা বুঝে নিতে পারি—তাহলে অনেকখানা সময় বাঁচে। অপর যাঁরা কথাবার্তার জন্য আসেন—তাঁদেরও সময় বাঁচে, আর কাজের ভীড়ের মধ্যে সময় দিয়েও যদি তাঁদের বক্তব্যের বিষয় লিখেও নি—তাহলেও কাজের ভীড়ের সময় তা' সংক্ষিপ্তভাবেই লিখে নিতে হয়। পরে আবার যখন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা দপ্তর যাদের কাছে ঐ কথা বলার দরকার হয়—তখন তাঁদের মুখে বুঝিয়ে বলার সময় একটি লিখিত নোটও দিতে হয়—না হলে মনে থাকা সম্ভব হয় না। যে বিষয়গুলি আমরা ভালভাবে লিখিত পাই—সেগুলি সম্পর্কে আমাদের দিক থেকে যোগাযোগ করা তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়। আর যেগুলি আমাদের সংক্ষিপ্ত 'নোট' থেকে ভালভাবে লিখে দেবার জন্য থাকে নানা কাজের ভীড়ে ভালভাবে লিখে নেবার সময়ের অভাবে সেগুলি পিছিয়ে যেতে থাকে।

সেজন্য যাঁরা যোগাযোগ করেন—তাঁদের প্রতি অনুরোধ এই যে, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার সময় বক্তব্যের বিষয় সংক্ষেপে সবটুকু গুছিয়ে লিখে আনবেন—যে মন্ত্রীকে বা দপ্তরকে দিতে হবে—তাদের বোঝবার মত ক'রে। আর লেখা যেন দুকপি থাকে—একটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা দপ্তরকে দিয়ে দিতে পারি; আর একটি কপি আমাদের কাছে থাকবে—ব্যাপারটি সম্পর্কে বিলম্ব হ'লে—সেই লেখা দেখে পরে আমাদের দিক থেকে যোগাযোগ করার সুবিধে হবে। দুটি কপি না থাকলে আমাদের আবার বিষয়টি 'নোট' করে রাখতে হয়—সময়াভাবে এর জন্যও দেরী হয়।

এ সম্পর্কে আর একটি কথা বলি। কারুর যদি একাধিক মন্ত্রীকে বা একাধিক দপ্তরকে কিছু বলার থাকে—তিনি যেন সেই সেই মন্ত্রী বা দপ্তরের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে লেখা নিয়ে আসেন। কারণ এক কাগজে বিভিন্ন দপ্তরের বিষয় থাকলে সেই কাগজ থেকে আমাদের বিষয়গুলি পৃথক পৃথক ক'রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে দিতে সময়াভাবে এই কাজ করতে দেরী হয়। যাঁদের পৃথক পৃথক ভাবে বক্তব্য ভাল ক'রে লেখা থাকে তাঁদের কাজটা তাড়াতাড়ি করা সম্ভব।

অরুণচন্দ্র ঘোষ

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

জনৈক সরকারী কর্মচারীর অভিমত

মাননীয়—

"মুক্তি", সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

গত ৫।৫।৬৯ তারিখে "মুক্তির" ৬ পৃষ্ঠায় "সমস্যাপীড়িত পুরুলিয়া জেলা" শীর্ষক রচনার (শ্রীভদ্রহরি মাহাত এম, পি) প্রতিবাদে গত ২৬।৫।৬৯ তাং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটীর জেলা শাখার আহ্বায়ক শ্রীঅনিল বিশ্বাসের যে প্রতিবাদ পত্র লেখা হইয়াছে উক্ত প্রতিবাদের উপর তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। আপনার বহুল প্রচারিত মুক্তি পত্রিকার যথাস্থানে দিয়া জনসাধারণের গোচরীভূত করিলে বিশেষ আনন্দিত হইব।

আমি একজন সরকারী কর্মচারী হিসাবে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে শ্রীভদ্রহরি মাহাত মহাশয় জেলার প্রকৃত চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। আজ দেশের দুরবস্থার একমাত্র কারণ,—সরকারী কর্মচারীদের "অসাধুতা" শতকরা ৯৫ ভাগ ছোট বড় কর্মী ঘুষ লওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। রূঢ় সত্য কথা বলিলে মানুষের গায়ে লাগে এবং নিজের সাধুতার কথা ফলাও করিয়া বলে। অনিল বিশ্বাস মহাশয় কি বলিতে পারেন যে, সরকারী অফিসে কোথাও ঘুষ লওয়া হয় নাই?

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি, হালপাতালে; ডি, সি, অফিসে; রেজিষ্ট্রী অফিসে, এক্সাসাইজ অফিসে, সেটেলমেণ্ট অফিসে, ফুড্‌সাপ্লাই অফিসে আরও বিভিন্ন অফিসে, এমন কি জজকোর্টেও ঘুষের খেলা চলে। সাধারণ মানুষ সকলেই ভুক্তভোগী। দেওয়া নেওয়া গোপনে হয় বলিয়া, এর সাক্ষী থাকে না। কিন্তু যে কোন মানুষ যে কোন অফিসে কাজ করিতে গেলে তাহাকে দক্ষিণা না দেওয়া পর্য্যন্ত, কিরূপ হায়রানী হইতে হয় তাহা পাঠকবর্গকে আন্তরিক উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করিতেছি। ভদ্রহরি মাহাত মহাশয়ের এবং তাঁহার পরিবারবর্গের সংগ্রামী দান জেলার আপামর জনসাধারণ সকলেই জানেন। কষ্টসহিষ্ণু, সত্যবাদী, মিষ্টভাষী, পরোপকারী হিসাবে শ্রীমাহাত জেলার এক বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যাক্তি হিসাবে চিরউজ্জ্বল। দলের ও দেশের জন্য কারাবরণ, তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান। দীর্ঘকাল ধরিয়া এম, পির আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জেলার বহু সমস্যা সমাধানে সহায়তা করিয়া আসিতেছেন—একথা সর্ব্বজন বিদিত। শ্রী মাহাত বিশিষ্ট দয়ালু ও মানবদরদী বন্ধু।

ইতি—

শ্রীঅনিমেষ ব্যানার্জী
সরকারী কর্মচারী, পুরুলিয়া

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বাজেট অধিবেশন

জেলা পরিশোধ (সংশোধন) বিল সম্পর্কে শ্রীগিরিশ মাহাতোর বক্তৃতা

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় গত ৯।৭।৬৯ তারিখে জিলা পরিষদ বিল (সংশোধন) সম্পর্কে বিতর্কে লোক সেবক সংঘের সদস্য শ্রীগিরিশ মাহাত নিম্নলিখিত ভাষণ দেন ঃ—

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি এই বিলের সমর্থনে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমাদের গ্রামের দিকে একটা কথা আছে যেমন কুকুর তেমন মুগুর। কংগ্রেস সরকার জেলা পরিষদ তৈরী করে যে লক্ষ লক্ষ টাকা লুট করেছিল এবং কায়েমী স্বার্থবাদী তৈরী করেছিল এই বিল এবং তার অর্ডিন্যান্স করে কুকুরের মাথায় মুগুর মারা হয়েছে। কেননা কংগ্রেসীরা যে লুঠ করছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই আজকে কংগ্রেসীদের মধ্যে হাহাকার উঠেছে লুট করতে না পেয়ে। কি করে সেই লুট হয়েছে আমরা তা জানি। অঞ্চল পরিষদের প্রধান মেম্বারকে খাইয়ে ভোজ দিয়ে টাকা দিয়ে অঞ্চল প্রধান হয়েছেন। আমাদের এখানে যিনি আঞ্চলিক পরিষদের প্রেসিডেণ্ট তিনি একজন নামকরা লোক, তিনি দুই তিন দিন ভোজ দিয়ে টাকা দিয়ে লোকজন খাইয়ে আঞ্চলিক পরিষদের প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন। শুধু তাই নয় অঞ্চল পরিষদের প্রেসিডেণ্ট এবং সহকারী প্রেসিডেণ্ট তাদের কিছুদিন পূর্বেও বেতন এবং ভাতা ধার্য্য করা ছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকার সেই ভাতা বন্ধ করে দিয়েছে। আমি জানি আমাদের ঐ যে আঞ্চলিক পরিষদের প্রেসিডেণ্ট তিনি নির্ব্বাচনে হন নি। তিনি আঞ্চলিক পরিষদের মেম্বার ছিলেন সেই সময়। কিন্তু পরে জানলাম আঞ্চলিক পরিষদের ভাইস প্রেসিডেণ্ট-এর নামে যে টাকা ছিল সেই টাকা তিনি ভাইস প্রেসিডেণ্টের নাম করে তুলে নিয়েছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি আরও জানেন কিভাবে এরা লুটের যন্ত্র তৈরী করেছেন।

ওঁরা জেলাপরিষদে ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি তৈরী করেছিলেন, ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি বরাবরই জনসাধারণের টাকা লুঠ করে খেয়েছে। এই ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির মেম্বাররা মাসে দুটি তিনটি করে মিটিং করতেন, কি প্রস্তাব পাশ হত, জানিনা, কি উপকার হত তাও আমরা জানিনা কিন্তু যেখানে জিলা পরিষদের কর্মচারীরা মাসের পর মাস বেতন পেতেন না এই মেম্বাররা কিন্তু তাদের টি, এ এবং ডি, এ ঠিকই পেতেন এবং ভোগ করতেন। জেলা বোর্ডের যারা কর্মচারী ছিলেন তারাই জেলাপরিষদের কর্মচারী ছিলেন, তারা কতবার অভিযোগ করেছে যে আমরা বেতন পাচ্ছি না। শুধু তাই নয়, জেলা বোর্ডের যে স্কুল ছিল, কতকগুলি ডাকবাংলো ঘর ছিল অফিসারদের থাকবার জন্য সেগুলি ঐ কংগ্রেসীরা আধা দামে বিক্রী করেছে নিজেদের লোকেদের কাছে এবং এই রকমভাবে ওঁরা জনসাধারণের বহু টাকা আত্মসাৎ করেছে শুধু তাই নয়, আপনারা সকলেই জানেন এঁরা লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি করেছেন। আভা মাইতি যখন রিলিফ মন্ত্রী ছিলেন কংগ্রেসের, তখন একটা রাস্তা তৈরী করতে ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে বলে হিসাব দেখান হল, তারপর তদন্তে সেটা প্রমাণ হল যে এক পয়সাও খরচ হয় নি, কাগজে কলমে হয়েছে কিন্তু আসলে কোন খরচ হয় নি। এইভাবে জেলা পরিষদকে লুঠ করে আঞ্চলিক পরিষদকে লুঠ করে যে মজা লুটছিল সেটা বন্ধ করে আজকে কুকুরের মাথায় মুগুর মারা হয়েছে, এই বলে বিল সমর্থন করছি।

——•——

একটি সংবাদ

পঞ্চায়েৎ বিভাগের অধীন পুরুলিয়া জেলা পরিষদ শীঘ্র মধ্যে নীলকুঠীডাঙ্গার এস, সি, সেন রোডের (হাটতলা হইতে ষ্টেশনের) মেরামত কার্য্য করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ফার্ম্ম হইতে প্রয়োজনীয় আলকাতরা সরবরাহ না করার জন্য কাজটি সম্পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইতেছে। সহরে অনেকে জিজ্ঞাসা করায় এই সংবাদটি জানান হইল।

——•——

রিলীফ স্কীম পরিচালনার বিচিত্র ধারা!

বহু স্থানে অন্যায় ও দুর্নীতির স্রোত অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত

এই জেলার কোনও কোনও ব্লকের কাজকর্ম্ম যে ধারায় চলেছে—সংশ্লিষ্ট ব্লক ও পুলিশ তথা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যে মনে ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কার্য্য পরিচালনা করছেন, অর্থাৎ দুর্নীতির প্রশ্রয় ও আইন কানুনের ব্যাভিচার যেভাবে ঘটছে—তাতে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলি যুক্তফ্রন্টের শাসনের অধীনে, না, সেখানে কংগ্রেসী কুশাসন এখনও অব্যাহত গতিতে জারী রয়েছে—সেই প্রশ্ন অঞ্চলবাসীদের নিকট অতি উৎকটভাবে দেখা দিয়েছে। অন্যায়ের প্রতিকারের নামে যেরূপ প্রশাসনিক প্রহসন চলেছে—তাতে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীরা যুক্তফ্রন্টের প্রশাসনিক নীতি ও লক্ষ্যকে মর্য্যাদা দেওয়া ত দূরের কথা—তাকে স্পর্দ্ধাভরে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতেও কুণ্ঠাবোধ করেন বলে হচ্ছে না।

প্রথমতঃ জয়পুর ব্লকের কথাই ধরা যাক। এখানে ব্লক অফিসের সঙ্গে কংগ্রেসী কুচক্রীদের জোট বন্ধন এখনও অব্যাহত আছে। প্রতি অঞ্চলে দুটি করে রিলীফ স্কীম চালু করা হবে—এই সাধারণ নীতি সেই সব অঞ্চলে কাঠোরভাবে পালন করা হয় যেখানে রিলীফ স্কীম যুক্তফ্রন্টের কর্ম্মীদের তত্ত্বাবধানে ও সুপারিশে পরিচালনা করা হচ্ছে। যথা মুকুন্দপুর-শ্রীরামপুর অঞ্চল। কিন্তু যেখানে কংগ্রেসী অথবা প্রচ্ছন্ন কংগ্রেসীরা মাতব্বর হয়ে রিলীফ স্কীমের নামে বেপরোয়া লুণ্ঠনে কোমর বেঁধেছেন—সেখানে সাতখুন মাফ। দরাজ হস্তে স্কীম মঞ্জুর। রাতারাতি পে-মাষ্টার প্রভৃতি নিয়োগ এবং বিদ্যুৎ গতিতে "সব কাজ" সমাধা হয়ে যায়! যেমন উপর কাহন ও বড়গ্রাম অঞ্চল। উপর কাহনে একসঙ্গে ছয়টি স্কীম ও

বড়গ্রামে অন্ততঃ পাঁচটি স্কীম চালু করা হয়েছে এবং মাত্র একটি স্কীম বাদে বাকী সবগুলি স্কীমের পে-মাষ্টার, ডীলার ও মোহরার সকলেই "পাকা কংগ্রেসী" অর্থাৎ লুণ্ঠনে সিদ্ধহস্ত। এঁদের এই স্কীমগুলি কিভাবে মঞ্জুর হোল—পে-মাষ্টার প্রভৃতি কাদের সুপারিশে নিযুক্ত হোল—এ সমস্ত অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। উপর কাহনের চালু স্কীমগুলির নাম—

১। নূতন গড়িয়া (বাঁধ সংস্কার)—রাঙ্গনীটাঁড় গ্রাম
২। শ্যামগড়িয়া (ঐ)—তানানী গ্রাম
৩। টাঁড় গড়িয়া (ঐ)— ঐ
৪। রঘুন গড়িয়া (ঐ)— ঐ
৫। রাজারাম গড়িয়া (ঐ)— উপর কাহন গ্রাম
৬। চাপুইটাড়-উপরকাহন-কাঁসাই নদীঘাট (রাস্তা)

অঞ্চল ত দূরের কথা একই গ্রামে দুই তিনটি করে স্কীমের মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে ও চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে তানানীর রঘুন গড়িয়া বাঁধের কাজ মোটামুটী সন্তোষজনক যদিও পে-মাষ্টার সম্পর্কে বহু অভিযোগ আছে। উপর কাহনের রাজারাম গড়িয়ার কাজও মোটামুটী চলনসই হলেও কুলী মজুর নিয়োগ ও তাদের মজুরী দেওয়া সম্পর্কে বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে। বাকী স্কীমগুলি একেবারে পুকুর চুরির ব্যাপার। এর মধ্যে একটি রাস্তা অর্থাৎ চাপুইটাঁড়—উপর কাহন—কাঁসাই নদীঘাট রাস্তার প্রায় এক মাইল অংশ দুই বৎসর পূর্ব্বে চেষ্ট রিলীফের মাধ্যমে "সংস্কার" করা হয়। পুনরায় সেই রাস্তায় রিলীফ কাজের ব্যবস্থা হয়েছে এবং এই ভরা বর্ষার সময় (ঐ অঞ্চলে সম্প্রতি ভাল বৃষ্টি হয়েছে) রাস্তার কাজের নামে পুকুর চুরির সুযোগ দেওয়া হচ্ছে মাত্র। বিশেষ করে এই স্কীমের পে-মাষ্টার, ডীলার, মোহরার প্রমুখেরা কংগ্রেসী আমলের সিদ্ধপীঠের দল।

পুলিশের বিচিত্র তদন্ত ধারা!

উপর কাহন অঞ্চলের রাঙ্গনীটাঁড়ের নূতন গড়িয়া (বাঁধ) স্কীমের পে মাষ্টার হলেন শ্রীপচু মাহাত; ডীলার শ্রীসুচাঁদ মাহাত এবং মোহরার শ্রীরাধু মাহাত। এই বাঁধের সংস্কার কার্য্যে প্রায় ৬৫ কুইন্টাল গম খরচ হয়েছে কিন্তু ২৫ কুইন্টালেরও কাজ হয়েছে কিনা সন্দেহ। এই স্কীমের জন্য প্রদত্ত গম যে চোরাবাজারে বিক্রয় করা হয় এই মর্ম্মে সংবাদ পেয়ে ডিষ্ট্রীক্ট এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চকে অভিযোগ করা হয়। স্কীমের বাবদ মাল মজুত থাকা স্বত্বেও আরও মাল ওঠাবার জন্য যখন পে-মাষ্টার ডীলার প্রভৃতিরা পুরুলিয়া আসে—সেই সময় পুলিশ রাঙ্গনীটাঁড় গ্রামে পৌছে বাড়ী চড়াও করে প্রায় ১২ কুইন্টাল গম উদ্ধার করে। কিন্তু কোনও রহস্যজনক কারণে পুলিশ মাত্র ৫ কুইন্টাল মাল আটক করে এবং ঐ গ্রামের শ্রীহরিপদ মাহাতর জিম্মায় রাখে। বাকী ৭ কুইন্টাল মাল ছাড় দেওয়া হয় এবং বলা বাহুল্য ঐ পরিমাণ গম বিক্রয় করে আসামীরা প্রশাসনিক দেবতাদের যথাযথ নৈবেদ্য প্রদান করে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়—"পুলিশী মামলা" হওয়া স্বত্বেও এই স্কীমের "কাজ" (অর্থাৎ পুকুর চুরি) অব্যাহত আছে এবং রিলীফ অফিস থেকেও নূতন মালের মজুরী পেতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

বড়গ্রাম অঞ্চলে যে কয়টি রিলীফ স্কীম চালু আছে তার মধ্যে ভেড়িয়া-দুরমা রাস্তা; ভেলাইডি বাঁধ ও বড়টাঁড় বাঁধ অন্যতম। এই সবগুলি স্কীম স্থানীয় কংগ্রেসীদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং কংগ্রেসী আমলের ধারায় কাজ চলছে। বলা বাহুল্য জয়পুর ব্লকের পূর্ব্বতন বি-ডি-ও যিনি স্থানীয় কংগ্রেসী কুচক্রীদের সঙ্গে জোট পাকিয়ে রিলীফ স্কীমের কাজগুলিতে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসীদের কুক্ষিগত রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন—তিনি এই সব কাজের নাটের গুরু। আর রিলিফ দপ্তরও বি-ডি-ওর কাজগুলিতে চোখ বুঁজে সমর্থন জানিয়ে আসছেন।

পুরুলিয়া ২ নং ব্লক

পুরুলিয়া ২ নং ব্লকের একটি বিশেষ স্কীমের ঘটনা যেমন চাঞ্চল্যকর—তেমনি উদ্বেগজনক। এই ব্লকের ঘোঙ্গা অঞ্চলের পোখরিয়া গ্রামের মাহালী বাঁধ স্কীম (পুরাতন) সম্পর্কে বহু অভিযোগ এবং ঐ স্কীমের সার্থকতা সম্পর্কে বিশেষ সন্দেহ থাকায় উক্ত স্কীম সম্পর্কে আপত্তি জ্ঞাপন করা হয়। ফলে উক্ত স্কীমের কাজ স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু কোলবাঁধ গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা গ্রাম সভার অধ্যক্ষ শ্রীশ্রীপতি মাহাত,

Regd No. C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No—R. N. 2539/57

শ্রীনগেন্দ্র গরাঞ্চ প্রমুখেরা ঐ বাঁধের স্কীমটি চালু করার ব্যাপারে অতিশয় আগ্রহী ছিলেন এবং নানা প্রকার অপচেষ্টা সুরু করেন। কোনও এক রহস্যজনক ভাবে এই বাঁধের পরিত্যাক্ত স্কীমটি ব্লকের মঞ্জুরী লাভ করে এবং কাজের জন্য গম সরবরাহ এর আদেশ দেওয়া হয়।

জালিয়াতীর অভিযোগ

প্রকাশ এই মাহালী বাঁধের ডীলার শ্রীভোলানাথ মাহাতর নামে জাল নথী করে কোল বাঁধের শ্রীপতি মাহাত ২৬।৬।৬৯ তারিখে ১০ কুইন্টাল গম তোলেন। এই সংবাদ পেয়ে ডীলার শ্রীভোলানাথ মাহাত এস-ডি-ওর নিকট অভিযোগ দায়ের করেন এবং এস-ডি ও বিষয়টি তদন্ত করার এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পুরুলিয়া মফঃস্বল থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাকে নির্দ্দেশ দেন। আরও প্রকাশ, তদন্তকারী পুলিশ অফিসার "পুলিশী ধারায়" তদন্ত করেন এবং নাকি ৪ কুইন্টাল গম কমতি দেখেন। অবশ্য ঘাটতি পুরণের ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া হয় এবং ঐ মাল পুলিশ কর্ত্তৃক সীজ করা হয় কিনা জানা যায় নি। আসামীকে গ্রেপ্তারও করা হয় নি—যদিও জালিয়াতী ও প্রতারণার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ছিল। পরে আসামী ধীরে সুস্থে আদালতে আত্মসমর্পণ করেন এবং জামীনে মুক্তিলাভ করেন।

আসামী শ্রীপতি মাহাতর বিরুদ্ধে প্রতারণা ও জালিয়াতীর অভিযোগ ছাড়াও এই ঘটনায় রিলিফ দপ্তর, এফ, সি, আই দপ্তর প্রভৃতির দায় দায়িত্বও কম নয়। কারণ যে ব্যক্তি প্রকৃত ডীলার নয় এরূপ জাল ব্যক্তির হাতে রিলিফ দপ্তর R. O. কিভাবে দিলেন এবং এফ,সি, আই দপ্তর গম তুলিবার ছাড়পত্র কেন দিলেন সে সব বিষয়ে তদন্তকারী অফিসার কোনও তদন্ত করেছেন কিনা জানা যায় নি।

পুরুলিয়া মফঃস্বল থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের তদন্তের ধারা সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত যেটুকু পরিচয় লাভ ঘটেছে তাতে এই মামলার পুলিশী তদন্তের ফলাফল পূর্ব্বাহ্নেই জানা যায়। কিছুকাল পূর্ব্বে সরকারী টাকা আত্মসাৎ সম্পর্কে আগয়া-নদড়া, গোলামারা, ভাঙ্গড়া প্রভৃতি অঞ্চলের অঞ্চল প্রধানদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট বি-ডি-ও যে অভিযোগ করেন—সেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারার মামলায় সব কয়জন আসামী পুলিশী তদন্তের গুণে বেকসুর খালাস হয়ে যান। ঐ সমস্ত আসামীদের মধ্যে জনৈক প্রধান শিক্ষক ও পোষ্ট মাষ্টার হওয়ায় "বিবেচক অফিসার" তাঁকে গ্রেপ্তার পর্য্যন্ত করেন নি।

আরও একটি ঘটনা! গোলামারা সমবায় সমিতির সেক্রেটারী শ্রীঅরুণ মাহাত পুরুলিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের কৃষি ঋণ হিসাবে প্রদত্ত কয়েক সহস্র টাকা আত্মসাৎ করেছে এই অভিযোগ তথ্য প্রমাণ সহ দাখিল করলেও পুলিশী বিচিত্র তদন্তের ধারার কল্যাণে মামলার ফাইন্যাল রিপোর্ট হয়ে তদন্তের উপর যবনিকা পাত হয়।

পোংরিয়া বাঁধ স্কীম সম্পর্কে মামলার আসামী শ্রীপতি মাহাত কোলবাঁধের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রদের আহারের জন্য কে-য়া-রের খাদ্য সামগ্রী তাঁর জিম্মায় থাকতো। শিক্ষা দপ্তরের সংশ্লিষ্ট অফিসারের যোগসাজসে দীর্ঘকাল ধরে কে-য়ারের সামগ্রী পাচার করার অভিযোগ ইহার বিরুদ্ধে আসে—কিন্তু কোনও অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হয় নি।

—·—

Wanted

Wanted for Manbhum Victoria Institution, Purulia the following teachers (preferably trained) on deputation vacancy. :—

1). One M.A./M.Sc or B.A./B.Sc (Hons) in Mathematics.

2). One M.A/B. A (Hons) in English.

Apply to the "Secretary" to reach on or before 27th "July", 1969.

Secretary
M. V. Institution
Purulia

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
২৮শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১২ই শ্রাবণ, ১৩৭৬—২৮শে জুলাই ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

মার্কিন মহাকাশচারীত্রয়ের সফল চন্দ্র অভিযান

চাঁদ জয় করে পৃথিবীর সন্তান আবার পৃথিবীতে ফিরলেন

আমেরিকার কেপ কেনেডী থেকে কয়েক কোটি অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট মহাশক্তিধর স্যাটার্ণ রকেটের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হয়ে মহাকাশ যান অ্যাপোলো-১১ তিন জন মার্কিন মহাকাশচারী নীল আর্ম্মষ্ট্রং, এড্রইন এ্যালড্রিন এবং মাইকেল কলিন্‌স্‌কে নিয়ে প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। মহাকাশ যানটি ১৬ই জুলাই সন্ধ্যার সময় রওনা হয়ে ২১শে জুলাই রাত্রি প্রায় ১১-০০ টার সময় চাঁদে গিয়ে নামে। এই চরম দুঃসাহসিক অভিযানের নেতা নীল আর্ম্মষ্ট্রং প্রথম চাঁদের বুকে পা দেন এবং তার বিশ মিনিট পরে সহযোগী এ্যালড্রিনও চাঁদে পদার্পণ করেন। তাঁরা দুজনে চাঁদের বুকে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে পদচারণা করেন এবং চাঁদ থেকে কিছু মাটি ও পাথর সংগ্রহ করেন পৃথিবীতে নিয়ে আসার জন্য। চাঁদের বুকে অবস্থানকালে মহাকাশচারীরা রেডিও-টেলিফোন যোগে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা করেন এবং তাদের চাঁদের বুকে নামা থেকে ফিরে আসা পর্য্যন্ত সমস্ত গতিবিধি টেলিভিসন যন্ত্র দ্বারা পৃথিবীতে প্রদর্শিত হয় এবং আমেরিকা-সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কোটী কোটী মানুষ টেলিভিসনে এই সফল চন্দ্র অভিযান প্রত্যক্ষ করেন।

চাঁদ থেকে ঈগল নামক বিশেষ যান যোগে কয়েক মাইল উঁচুতে প্রদক্ষিণরত অ্যাপোলো মহাকাশ যানে উঠে তিনজন বীর মহাকাশচারী ২২শে জুলাই তারিখে আবার পৃথিবীতে ফেরার জন্য যাত্রা করেন এবং বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে এসে ২৪শে জুলাই রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় মহাকাশযান সমেত প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে নামেন এবং তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে অপেক্ষমান জাহাজে তোলা হয়। এইভাবে অসমসাহসিক চন্দ্র অভিযান গৌরবজনক সাফল্য অর্জ্জন করে।

— —·— —

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর হইতে)

মহকুমা শাসক নিজে তদন্তে যেতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন—তবে জানান যে রিলীফ অফিসার শ্রীবিশ্বাসকে তদন্তের জন্য পাঠাচ্ছেন। মহকুমা শাসকের সঙ্গে আলোচনার পর রিলীফ অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান যে সময়, সুযোগ ও অবসর মত তিনি বেগুনকোদরে তদন্তে যাবেন।

সংঘ কর্মীদের তদন্ত

সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের এরূপ অসহযোগী ও দায়সারা মনোভাব দেখে লোক সেবক সংঘের কর্মীরা সেই দিন গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে বেগুনকোদরে তদন্তে যান। তদন্তে গিয়ে তাঁরা দেখেন কংগ্রেসী শ্রীনারায়ণ দাস কর্ম্মকারের অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা, বিদ্বেষপ্রসূত ও দুরভিসন্ধিপূর্ণ। বেগুনকোদরের গোপালবাঁধটির আয়তন প্রায় ৬৬ বিঘা এবং এই বাঁধের মাত্র এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ২০।২২ বিঘাতে জল আছে—বাকী সমস্ত ডাঙ্গা জমির সমতুল্য। এই বাঁধে এখনও শত শত লোক একমাস ধরে মাটী কাটতে পারে। আর এই অঞ্চলে জেলার অন্যান্য স্থানের মতই খরা চলছে—বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। কালেভদ্রে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং বাঁধ ভরার কোনও প্রশ্নই নেই। এই অঞ্চলে দুঃস্থ জনসাধারণ, বিশেষতঃ হরিজনেরা, কাজের অভাবে দারুণ কষ্টে দিনাতিপাত করছে।

গোপালবাঁধের টেষ্ট রিসিফের কাজ চললে এই অঞ্চলের দুঃস্থ ব্যক্তিদের সুরাহা হোত—কিন্তু কংগ্রেসীদের চক্রান্তে ও স্থানীয় রিলীফ দপ্তরের দায়িত্বহীনতা ও অবহেলায় রিলীফ কাজ বন্ধ হওয়ায় একদিকে গরীব জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট বেড়েছে ও বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে।

সামান্য কিছু বহাল জমি ছাড়া বাকী সমস্ত জমি একরূপ খিল পড়ে আছে—রোওয়ায় কোনও লক্ষণ চোখে পড়ে না।

মুরগুমা বাঁধের সেচ ব্যবস্থা

সাহারজোড় তথা মুরগুমা বাঁধের ১নং ক্যানাল থেকে কিছু জল ছাড়া হচ্ছে যার ফলে আড়ষা থানার কয়েকটি গ্রাম উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু ২নং ক্যানালের কাজ অসম্পূর্ণ থাকায় এর দ্বারা কোনও সেচ হচ্ছে না—ফলে মুরগুমা, বেগুনকোদর, চাতমঘুট প্রভৃতি গ্রাম কোনও উপকার পাচ্ছে না। এই ক্যানালের "বেনামী" ঠিকাদার এ সম্পর্কে নির্ব্বিকার। ফলে গ্রামবাসীরা নিজেরাই শ্রম দিয়ে এই ২নং ক্যানাল কাটার কাজে আত্ম নিয়োগ করেছে—যাতে মুরগুমা বাঁধের জলে সেচের দ্বারা খরা থেকে ত্রাণ পেতে পারে। প্রতিদিন শতাধিক ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা মাটী কেটে এই ক্যানাল কাটার কাজ বহুদূর অগ্রসর করেছে দেখা গেল।

স্থানীয় অঞ্চলবাসীদের অভিযোগ যে ঐ অঞ্চলের কংগ্রেসী পাণ্ডা শ্রীনারায়ণ দাস কর্ম্মকারের চক্রান্তে ও মুরগুমা ড্যামের সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদের যোগসাজসে ২নং ক্যানালটি সোজা পথে না কেটে এমন ঘুরপাক রাস্তায় কাটার ব্যবস্থা করা হয়েছে যার ফলে ক্যানালটি সম্পূর্ণ হওয়া খুবই সময়সাপেক্ষ ও বিঘ্নসঙ্কুল এবং স্থানীয় অধিবাসীদের উপকৃত হবার আশা সুদূরপরাহত।

চুরি ও ডাকাতির প্রাদুর্ভাব

মাসাধিককাল যাবৎ সহরে চুরির সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। রান্না ঘরের থালাঘটি বাসনপত্রের ছি চকে চুরির সঙ্গে লোহার রড ভেঙ্গে বা দরজার তালা ভেঙ্গে নগদ টাকা, অলঙ্কারপত্র ও মূল্যবান তৈজসপত্রাদি চুরির বহু ঘটনা ঘটছে। গত সপ্তাহে একমাত্র সহরের নামোপাড়া মহল্লায় ৮টি চুরির চেষ্টা হয়, তার মধ্যে ৩টি ক্ষেত্রে চুরি হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে ডাকাতি ও ছিনতাইএর ঘটনাও ঘটছে। সম্প্রতি পুরুলিয়া মফঃস্বল থানার সিঁড়গড়া গ্রামে এক সশস্ত্র দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়। ডাকাতেরা নগদ অর্থ ও অলঙ্কারাদি নিয়ে পলায়ন করে, একজন মহিলাকে আহত করে এবং গৃহস্বামীর বন্দুক কেড়ে নিয়ে যায়।

এ পর্য্যন্ত এই সব অপরাধের জন্য কেহ গ্রেপ্তার হয় নি।

সম্পাদকীয়—

চাঁদে প্রথম মানুষ!

মানুষের দুঃসাহসিক অভিযান ও জয়যাত্রার ইতিহাসে ১৯৬৯ সালের ২১শে জুলাই দিবসটি অমর হয়ে থাকবে এবং সেই সঙ্গে এই ঘটনাও স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে যে পৃথিবীর যে মানুষটি মর্ত্তের বন্ধন কাটিয়ে অসীম মহাশূন্যে পাড়ি দিয়ে অন্য একটি গ্রহে (উপগ্রহে) প্রথম পদার্পণ করেছিল—সেই মানুষটি হোল নীল অ্যালডেন আর্মষ্ট্রং। ১৯৬৯ সালে যে সকল মনুষ সংবাদপত্রের শিরোনামা দখল করে থাকবেন তাদের মধ্যে নীল আর্মষ্ট্রং নিঃসন্দেহে সেরা মানুষ বলে স্বীকৃত হবেন; কিন্তু শুধু এই বৎসরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা হিসাবেই নয়—আর প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে যখন বিংশ শতাব্দীর অবসান ঘটবে—তখন শতাব্দীর বা হাজার বৎসরের শ্রেষ্ঠ মানুষের বিচারের প্রশ্ন যখন উঠবে—তখন নীল আর্ম্মষ্ট্রং নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপে গণ্য হবেন।

এত দিন মানুষের কাছে যা ছিল স্বপ্ন, যা ছিল কল্পনা এবং কবি মানসের নানা রূপ ও রসের আধার—সেই চাঁদের দেশে মাটির মানুষ নেমে আজ পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে আবার ফিরে এসেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতম প্রয়োগ কৌশল আয়ত্তে এনে মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করেছে—অসাধ্যকে সাধন করেছে। মাটীর বন্ধন কাটিয়ে গ্রহ উপগ্রহে যাতায়াতে মানুষের এই হোল—গৌরবদীপ্ত প্রথম পদক্ষেপ।

অ্যাপোলো-১১ এর এই যুগান্তকারী সাফল্যের মূলে যে সকল বিজ্ঞানীদের সুদীর্ঘকালের সাধনা ও গৌরবদীপ্ত গবেষণা লোক চক্ষুর অন্তরালে কাজ করে এসেছে—তাঁদের অবদানকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা ও সম্মান দিতে হবে। তাঁদের সাধনা ও গবেষণাই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে—অসাধ্যকে আয়াসসাধ্য করেছে। অ্যাপোলোর এই সফল চন্দ্র-মর্ত অভিযানের সূত্রে আর এক জন ব্যক্তির নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে—তিনি হলেন আমেরিকার পরলোকগত প্রেসিডেন্ট কেনেডী। প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে দুঃসাহসিক শপথ ও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ১৯৭০ সালের পূর্ব্বেই চাঁদের বুকে মানুষের অভিযান সফল হবে—সেই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সার্থক হোল—এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নূতন যুগেরও সূচনা হোল।

মহাশূন্যে অভিযান ও গ্রহ গ্রহান্তরে মানুষের পদক্ষেপের সাধনায় যে দুটি দেশ আজ শীর্ষস্থান অধিকার করে রয়েছে তারা হোল আমেরিকা ও রাশিয়া। মার্কিন মহাকাশচারী নীল আর্মষ্ট্রং যেমন প্রথম মানুষ যিনি চাঁদের বুকে পদার্পণ করেছেন—তেমনি সোভিয়েট নভোচারী জুরী গ্যাগারিন হোলেন প্রথম মানুষ যিনি পৃথিবীর বন্ধন কাটিয়ে মহাশূন্যে অভিযান করে আবার সাফল্যের সঙ্গে মাটীর বুকে ফিরে এসেছিলেন। মহাকাশ বিজয়ের গৌরবোজ্জ্বল গবেষণায় সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের অবদান এবং মহাশূন্যে অভিযানে রাশিয়ার মহাকাশচারীদের কৃতিত্বও কোনও অংশে কম নয়। সুতরাং সমগ্র পৃথিবীর মানুষ এই দুই দেশের বিজ্ঞানী ও মহাকাশচারীদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে চন্দ্র বিজয়ের এই সাফল্য মানুষের জয়যাত্রাকে কিভাবে ও কি পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত করবে তার সঠিক মূল্যায়ন সময় সাপেক্ষ। তবে এই অ্যাপেলো অভিযানের সাফল্যের মূলে যেসব মার্কিন বৈজ্ঞানিকদের অবদান রয়েছে—তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী ডাঃ ভার্ণার ফন ব্রাউনের ভবিষ্যদ্বাণী বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। মার্কিন মহাকাশ পরিক্রমা কেন্দ্রের প্রধান পরিচালক ডঃ ব্রাউন বলেছেন যে—পৃথিবীর বাইরে অন্য আর এক জগতে উপস্থিত হয়ে ও পদচারণা করার যোগ্যতা অর্জ্জন করে মানুষ হয়ত বা মৃত্যু বিজয়ের পথেই পা বাড়াচ্ছে। এই চন্দ্র বিজয়ের দ্বারা মানুষের দৈহিক অমরত্ব লাভের কোনও সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে কিনা সেটা এখনও মানুষের কল্পনার বাহিরে—তবে পৃথিবীর বাইরে অন্য কোনও জগতে হয়ত এমন প্রাকৃতিক অবস্থা বা অনুকূল পরিবেশ আবিষ্কৃত হতে পারে যেখানে বাস করলে মানুষ এই পৃথিবীর জীব থেকে আরও বহু দীর্ঘজীবি হবে।

ঘটনাচক্রে আমাদের দেশে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিন মার্কিন মহাশূন্য রথ অ্যাপেলো ১১-এর চন্দ্রযাত্রা সুরু হয়; আবার উল্টো রথের দিন অ্যাপেলো চন্দ্র জয় করে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসে। আমরা এই গৌরবদীপ্ত চন্দ্র-বিজয় অভিযানকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই।

অ. চ.

কংগ্রেসীর চক্রান্তে রিলীফ কার্য্য বানচাল ?

স্থানীয় রিলীফ দপ্তরের বিসদৃশ কংগ্রেসী প্রীতি !

ঝালদা থানার বেগুনকোদর অঞ্চলে অনাবৃষ্টির জন্য চাষের কোনও কাজ-কর্ম্ম না হওয়ায় দুঃস্থ গ্রামবাসীদের অন্নাভাব তথা কাজের অভাব খুবই তীব্র হয়ে দেখা দেওয়ায় টেষ্ট রিলিফের কাজ চালু করার প্রবল দাবী সুরু হয়। কিন্তু স্থানীয় কংগ্রেসীদের বিরোধিতার জন্য বেগুনকোদর অঞ্চলে টেষ্ট রিলীফ স্কীম চালু করার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। অবশেষে বহু কষ্টে বেগুনকোদর গ্রামের গোপাল বাঁধট সংস্কারের জন্য টেষ্ট রিলীফ স্কীম মঞ্জুর হয় এবং গত ১০ই জুলাই তারিখে ২০ কুইন্টাল গম মঞ্জুর হয়। গত ১২ই জুলাই তারিখে কাজ সুরু হয়—কিন্তু লোকের অন্নের অভাব এত তীব্র যে সহস্রাধিক লোক কাজে যোগ দেয় এবং ২০ কুইন্টাল গম এক দিনেই শেষ হয়ে যায়। ১৫ই জুলাই তারিখে ওভারশিয়ার কাজের মাপ গ্রহণ করে রিপোর্ট দেন এবং সেই অনুযায়ী ঝালদা ২নং ব্লকের বিডিও নূতন মাল দেবার জন্য রিকুইজিশন করেন। গত ১৫ই জুলাই গোপালবাঁধের জন্য R. O. নিয়ে এলে রিলীফ দপ্তরের কেরানী সুনীলবাবু জানান যে গোপালবাঁধ স্কীমের বিরুদ্ধে দরখাস্ত পড়েছে—সুতরাং মাল দেওয়া হবে না। প্রকৃত ঘটনা কি জানতে চাইলে জেলা রিলীফ অফিসার শ্রীবিশ্বাস জানান যে ঝালদা ২নং ব্লক রিলীফ কমিটীর কংগ্রেসী সদস্য শ্রীনারায়ণ দাস কর্ম্মকার অভিযোগ করেছেন যে ইতিপূর্ব্বে গোপালবাঁধ স্কীমের জন্য যে মাল দেওয়া হয়েছিল সব খেয়ে ফেলেছে, কোনও কাজ হয় নি—সুতরাং আর মাল যেন না দেওয়া হয়। তাছাড়া শ্রীকর্ম্মকার নাকি আরও লেখেন যে বর্ষার জলে গোপাল-বাঁধ একেবারে ভরে গেছে—ঐ বাঁধে এখন আর ট, আর, স্কীমের কাজ চলতে পারে না। সুতরাং বিনা তদন্তে কোনও মাল দেওয়া হবে না। ১৬ই জুলাই তারিখে তদন্তে যাবেন বলে শ্রীবিশ্বাস বলেন। কিন্তু ১৬ই, ১৭ই, ১৮ই জুলাই তিন দিন সময় দিয়েও রিলীফ অফিসার শ্রীবিশ্বাস তদন্তে না যাওয়ায় গ্রামবাসীরা লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষের নিকট যান এবং অরুণবাবু পত্রযোগে শ্রীবিশ্বাসকে যত সত্বর সম্ভব তদন্তে গিয়ে অভিযোগের সত্যতা নির্দ্ধারণ করতে—এবং টেষ্ট রিলিফের কাজ যাতে বন্ধ না থাকে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ করেন। গত ১৯শে তারিখে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে এস, ডি, ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অবিলম্বে তদন্তে যাবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের অভিযান

কংগ্রেসীদের অভিযোগে একান্ত অন্যায়ভাবে টেষ্ট রিলিফের কাজ বন্ধ করায় এবং গ্রামবাসীদের ও রাজ্য ইউনাইটেড ফ্রন্ট কমিটীর সদস্য শ্রীঘোষের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করে কংগ্রেসী অভিযোগের তদন্ত করতে এস, ডি, ও এবং রিলীফ অফিসার প্রকারান্তরে অস্বীকার করায় বেগুনকোদর অঞ্চলবাসীরা অতিমাত্রায় বিক্ষুব্ধ হন। গত ২৩শে জুলাই তারিখে প্রায় ত্রিশজন বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী পুরুলিয়ায় লোক সেবক সংঘের অফিসে এসে "কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন" অফিসারদের সঙ্গে চূড়ান্ত মোকাবিলা করার দাবী জানাতে থাকেন। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের কোনও মতে শান্ত করে—মহকুমা শাসকের সঙ্গে যোগা-যোগ করা হয় এবং গ্রামবাসীদের মনোভাব জানানো হয়।

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুরুলিয়া জেলা খাদ্য ও ত্রাণ কমিটির বৈঠক

গত ২৩শে জুন তারিখে জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে পুরুলিয়া জেলা খাদ্য ও ত্রাণ কমিটীর এক অধিবেশন হয় এবং জেলা শাসক শ্রীপার্থসারথী চৌধুরী আই এ-এস সভাপতিত্ব করেন। সভার জেলা শাসক বিভিন্ন স্তরে কমিটি গঠনের পদ্ধতি এবং সদস্যদের দায়দায়িত্ব ব্যাখ্যা করে ২৷৬৷৬৯ তারিখের ৯৮৪/জি-এ নম্বরের সরকারী আদেশ পাঠ করে শোনান।

১। পুরুলিয়া এক মহকুমা বিশিষ্ট জেলা হওয়ায় মহকুমা স্তরে স্বতন্ত্র কোনও কমিটি গঠন না করে মহকুমা কমিটীর দায়দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যগুলি জেলা ভিত্তিক খাদ্য ও ত্রাণ কমিটির উপর অর্পণ করতে এবং জেলার সমস্ত এম, এল, এ-দের ও সাব ডিভিস্যানাল কণ্ট্রোলারকেও কমিটির সদস্য করার অনুমতি দেবার জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব করা হয়।

২। ব্লক পর্য্যায়ে প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে ২৷৭৷৬৯ তারিখের মধ্যে স্ব স্ব দলের প্রতিনিধিদের নাম দাখিল করতে অনুরোধ করা হয়।

৩। ১৫৷৭৷৬৯ তারিখ পর্য্যন্ত রিলীফ স্কীমগুলি চালু রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তারপর ৩১৷৮৷৬৯ তারিখ পর্য্যন্ত রিলিফের কাজ স্থগিত রেখে পুনরায় ১৷৯৷৬৯ তারিখ থেকে চালু করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়।

৪। রিলিফ কার্য্যে জোড়বাঁধ প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও যেখানে জোড়বাঁধ বা পুকুরিণী খনন প্রমুখ কার্য্যের সম্ভাবনা নেই সেখানে রাস্তা নির্ম্মাণ অথবা কণ্টুর বাঁধ নির্ম্মাণের কাজ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫। ব্লকের সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার কর্ত্তৃক রিলীফ কার্য্যের মাপ গ্রহণের সময় ব্লকের কোনও কোনও প্রতিনিধি অতি অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন। অতঃপর পে-মাষ্টার ও মোহরারদের চৌদ্দ দিন অন্তর তাঁদের বিল সরকারের নিকট দাখিল করতে হবে।

৬। মধ্যবিত্ত পরিবারের দুঃস্থ মহিলাদের সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে আঁতায় গম ভাঙ্গার প্রকল্প মঞ্জুর করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হোক।

৭। টেষ্ট রিলীফ বা খয়রাতী সাহায্যে মাইলো বিতরণের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জ্ঞাপন করা হয় এবং মাইলোর পরিবর্ত্তে গম দেবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। টেষ্ট রিলীফ কাজের মজুরী হিসাবে ধান দেওয়া সম্ভব কিনা সেই বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য ফুড করপোরেশনের জেলা ম্যানেজারকে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট দানের অনুরোধ করা হয়।

সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে লোক সংখ্যার শতকরা ১·৫ জনকে নর্ম্যাল জি, আর, এবং শতকরা ০·৫ জনকে এমার্জেন্সী জি, আর দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই জেলার বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় লোক-সংখ্যার শতকরা ৫ জনকে জি, আর দানের মঞ্জুরী দানের জন্য সরকারকে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বি, ডি, ও-দের প্রদত্ত ও মঞ্জুরিকৃত জি, আর এর তালিকা-গুলি ব্লক রিলীফ কমিটিগুলির পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরৎ দিবার এবং ব্লক কমিটীর মঞ্জুরীর পর সেই অনুযায়ী খয়রাতী সাহায্যদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৮। এই জেলার টেষ্ট রিলিফ কার্য্যের জন্য ত্রিশ লক্ষ টাকা এবং খয়রাতী সাহায্যের জন্য মাসিক আড়াই লক্ষ টাকা মঞ্জুরীর জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয় এবং টেষ্ট রিলীফ ও খয়রাতী সাহায্য সম্পর্কে অভিরিক্ত ব্যয় তথা আড়াই মাসের খরচের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়।

এই সূত্রে কমিটীর সদস্যদের অবগতির জন্য মহকুমা শাসক জানান যে টেষ্ট রিলীফ বাবদ ৫১১৪৫০৲ টাকা এবং খয়রাতী সাহায্য বাবদ ১৬২৫২৯৲ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। সরকারী মঞ্জুরী সাপেক্ষে টেষ্ট রিলীফ কাজ চালিয়ে যাবার ও প্রস্তাবানুযায়ী খয়রাতী সাহায্য বণ্টনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৯। আতুর, অক্ষম ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের নামের স্থায়ী তালিকা ব্লক কমিটীর মাধ্যমে প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১০। ফুড কর্পোরেশনের জেলা ম্যানেজার জানান যে জাঁতা ভাঙ্গা চাল খরিদ করা হবে এবং কর্পোরেশনের হেফাজতে মজুত করা হবে। প্রয়োজন হলে জেলার জন্য ঐ চাল বিতরণ করা হবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১১। বেকারীর দরখাস্তগুলি পরীক্ষা ও বিবেচনার জন্য কমিটীর সদস্যদের উপর ভার দেওয়া হয়।

১২। জেলার লোক সংখ্যার অনুপাতে চিনির কোটা বৃদ্ধির জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়।

১৩। ভুয়া রেশন কার্ড উদ্ধার ও বাতিলের জন্য ব্যাপক কার্য্যসূচী প্রণয়ন করতে সাব ডিভিস্যানাল কণ্ট্রোলারকে অনুরোধ করা হয়।

১৪। গ্রামাঞ্চলে এম. আর দোকানের মাধ্যমে আটা সরবরাহের সিদ্ধান্ত হয় এবং গম ভাঙ্গাবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে সাব ডিভিস্যানাল কণ্ট্রোলারকে অনুরোধ করা হয়।

১৫। ব্লক ও অঞ্চল কমিটীগুলির মাধ্যমে এম, আর, ডীলার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

—•—

একটি ঘটনা ও ফ্রন্ট শরিকদের আচরণ

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

যুক্তফ্রন্টের সমস্ত শরিকদলের মধ্যে আমরা ঐক্য রাখতে চাই। কোনো কোন শরিক দলের কিছু ভাই যদি ভুল ভাবে কোনো কাজ করেন এবং তার ফলে যদি যুক্তফ্রন্ট বা কোন শরিকদল লোক চক্ষে হেয় হয় তখন তার প্রতিকারে কিছু করা দরকার হয়ে পড়ে।

আমি আমাদের জেলার কয়েকটি দলের কয়েকজন কর্ম্মীর কাজের বিষয়ে প্রকাশ্যে কিছু আলোচনা করতে চাই। নিজেদের বিভিন্ন শরিক দলের ব্যাপার—প্রকাশ্যে আলোচনা না ক'রে নিজেদের মধ্যে আলোচনা ক'রে ভুলভ্রান্তির সংশোধন করাই উচিত। এক্ষেত্রেও তাই করতে পারলে সুখী হতাম। কিন্তু কয়েকটি ভাই এমন-ভাবে কাজ করেছেন যার ফলে লোক সেবক সংঘের প্রতি অত্যন্ত আপত্তিকর এবং ভিত্তিহীন অপবাদ দেওয়া হয়েছে—তাতে সংঘ এবং ফ্রন্ট উভয়েরই সুনাম বিপন্ন হয়েছে। সেজন্য আমি বাধ্য হয়ে প্রকাশ্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। যাদের সম্পর্কে আলোচনা করছি—যুক্তফ্রন্টের কর্ম্ম ও ঐক্যের মধ্য দিয়ে তাঁদের সঙ্গে আমরা প্রীতির বন্ধনে যুক্ত। তাঁদের সম্পর্কে লিখতে বেদনা বোধ হ'লেও, কর্তব্যের খাতিরেই তা লিখতে হচ্ছে।

ব্যাপারটা ঘটেছে কয়েকটি অফিসারদের বদলী নিয়ে। এবারে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পরই যুক্তফ্রন্টে আমি প্রস্তাব রাখি যে, কংগ্রেস শাসনাধীনে ও নির্ব্বাচনে জেলা-গুলিতে বিভিন্ন বিভাগীয় অফিসারদের সঙ্গে বিভিন্ন দলের ব্যক্তিদের বহুভাবে সংঘর্ষে ও পারস্পরিক বিরোধিতায় আসতে হয়েছে। এই কারণে এই রকম ক্ষেত্রে এখন যুক্তফ্রন্ট শাসনে জেলায় জেলায় উভয় পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতার কাজ খোলাখুলিভাবে চলতে বাধা পাবে। সেজন্য কিছু কিছু বিভাগের অফিসার-দের এক জেলা থেকে অপর জেলায় বদলী করা কাজের দিক থেকে ভাল হবে।

এর সঙ্গে আমি জানাই যে, যে সব অফিসারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দলের কর্ম্মীদের বা জনগণের বিশেষ অভিযোগ আছে—তাদের অবিলম্বেই এক জেলা থেকে অন্য জেলায় সরিয়ে দেওয়া দরকার।

এবারের যুক্তফ্রন্ট শাসনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও এই জেলায় বহু দল বা বহু ব্যক্তির পক্ষ থেকে নানা প্রস্তাব আসে—নানা অফিসারকে সরাবার। তারই মধ্যে

কতকগুলি প্রস্তাবকে বিশেষ জরুরী ও বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচনায় কার্য্যকরী করতে আমরা উদ্যত হই। এই বিবেচনার মধ্যে অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে স্বাস্থ্য বিভাগ তথা পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের বিষয়টিও অন্যতম বিশেষ ব্যাপারূপে দেখা দেয়।

হাসপাতাল আমাদের জীবনে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ। আর্ত, বিপন্ন মানুষের দুঃখমুক্তির এটা অপরিহার্য্য আশ্রয়। কিন্তু আমাদের এই পুরুলিয়া হাসপাতালে সুদীর্ঘ কাল ধ'রে যে সমস্ত ব্যাপার চলছিল তাতে এই জেলার মানুষ—বিশেষ ক'রে সহরের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। হাসপাতালের ডাক্তারদের মধ্যে বিভিন্ন দলীয় গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়ে দলাদলি এক অত্যন্ত মারাত্মক রূপ গ্রহণ করেছিল। এর জন্যে একদিকে যেমন আর্ত্ত মানুষের চিকিৎসার ঘোরতর বিঘ্ন এবং হাসপাতালের বিবিধ অবনতি ঘটছিল, অন্য দিকে তেমনি হাসপাতালের এক দলীয় গোষ্ঠীর দ্বারা অন্য অন্য দলীয় গোষ্ঠীকে হেয় করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত ব্যাপার ঘটছিল—তার মধ্যে অত্যন্ত কদর্য্য কুরুচিসম্পন্ন কুৎসা রটনার কাজও হ'তে লাগল। এই অত্যন্ত আপত্তিকর কুৎসা রটনা ও অপপ্রচার সৃষ্টির কাজে কোনো দলের সহায়ক-রূপে দেখা দিলেন—এখানকার প্রতিক্রিয়াশীল কয়েকটি ব্যক্তি। বেনামে স্বনামে নানা প্রচার পত্র প্রকাশিত হলেও, কোন্ দল কোন্ প্রতিক্রিয়াশীলের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে এই সব প্রচারপত্র ছাড়ছেন—কোন্ দল কোন্ রেকর্ড পত্র কার স্বার্থে গোপনে উদ্ঘাটিত করছেন—এর সমস্ত তথ্য প্রমাণ সব আমরা পাচ্ছিলাম। (যদি কেউ জানতে চান এই সব প্রমাণ দেখাতে পারবো এবং যদি জনসাধারণ দাবী করেন—তাআমি প্রকাশ করবো।) এই সব অবস্থার কারণে হাসপাতালের ব্যবস্থার চরম অবনতি ঘটে এবং হাসপাতালের দুর্নীতির বিষয়ে জনগণের দিক থেকে মুখর অভিযোগ ধ্বনিত হতে থাকে।

এবারে যুক্তফ্রন্টের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সহরের বহু মানুষ (তার মধ্যে বহু চিকিৎসকও) আমাদের বলেন যে, হাসপাতালের বিষয়ে একটা ব্যবস্থা করুন। এই দলাদলির কদর্য্য দক্ষযজ্ঞের অবসান ঘটান। সেই সময় যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন দলের শরিকদের এক বৈঠকেও সমস্ত দলের পক্ষ থেকে হাসপাতালের চরম অব্যবস্থার বিষয় এবং তার সঙ্গে ডি, এম, ও; সি, এম, ও, এইচ-এর বিরুদ্ধেও বিবিধ অভিযোগ উত্থাপিত হয়।

এই পরিস্থিতিতে আমরা ভাবলাম যে, কোন অভিযোগের জন্য কে দায়ী সে নির্ণয় করতে গিয়ে দীর্ঘ সময় ব্যয় করার এখন প্রয়োজন নেই—এখন অতি নিম্ন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করে সাধারণ মানুষের বাঁচবার ব্যবস্থা করা যাক। এবং এখানে সি, এম, ও এবং ডি, এম, ও এই দুই প্রধান থাকা সত্ত্বেও, যখন এর গোলযোগ হচ্ছে—তাঁরা এর অবসান ক'রে পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক করতে পারছেন না—তখন সি, এম, ও; ডি, এম, ও দুজনকেই সরিয়ে দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এই মনে ক'রে আমি সেই সময়ই স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে একটি নোট দিই যে ডি, এম, ও, সি, এম, ও দুজনকেই সরিয়ে দিন। তাতে স্বাস্থ্য মন্ত্রী বদলীর নির্দেশ দেন। এবং আমাকে বলেন যে, শুধু সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাই যথেষ্ট হবে না—এদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলিরও তদন্ত করে বিহিত ব্যবস্থাও করা যাক। তাতে আমি বলি—তা করতে পারেন—তবে আমার মনে হয়—সম্ভবতঃ দলাদলির কারণেই নানা বিশৃঙ্খলা ও অভিযোগ ঘটেছে। বদলীর ভিতর দিয়ে জেলার লোককে অতি সত্বর নূতন ভাল ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়াই আজ আমাদের সামনে বড় বিষয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বললেন—আমি অবিলম্বে সরিয়ে দিচ্ছি।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বদলীর ব্যবস্থা কার্য্যকরী করতে নির্দ্দেশ দিলেন; কিন্তু ব্যবস্থা গ্রহণে ক্রমাগতই বিলম্ব হতে লাগল। তার কারণ নিশ্চয়ই ছিল। পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল বিষয়ে বহু আগে থেকেই যে সমস্ত অভিযোগ, তদন্ত ও সত্য ব্যাপার নির্ণয় হচ্ছিল—সে সমস্ত ধামা চাপা দিয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের রক্ষা করার জন্য মহাতরবে খুঁটির জোর ছিল। সেই কারণে এবারেও সম্ভবতঃ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দেশ সত্ত্বেও বদলীর ব্যবস্থা বিঘ্ন হ'তে লাগল। আমরা মাঝে মাঝে স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে বলেছি—আপনার নির্দেশ এখনও কার্য্যকরী হয়

নি। তাতে বলেছেন—আমি তো বলেছি—কেন হয় নি দেখছি। তিনিও নানা কাজের ভীড়ের মানুষ; আমরাও তাই। সেজন্য তদারকের অভাবেও বিলম্ব ঘটছিল।

ইতিমধ্যে সম্ভবতঃ সি, এম, ও, এইচ-এর অভিযোগে হাসপাতালে জিনিষপত্র ও হিসাব পত্রের তদারক করতে ইন্সপেক্টার অফ এ্যাকাউন্টস আসেন। তিনি হিসাবপত্র ও ষ্টোরের ওষুধ পত্রের লেনদেনের সব ব্যাপার তদন্ত ক'রে দেখেন যে, এক অত্যন্ত অনাচার ঘটেছে বহু ওষুধের হিসাব নেই—বহু ওষুধ জমা নেই—বহু ওষুধ সময়ে খরচ না করার জন্য ব্যবহারের সময় পার হয়ে গেছে—ইত্যাদি। এটা লক্ষাধিক টাকার ব্যাপার। ইন্সপেক্টার অফ এ্যাকাউন্স সব ষ্টকের হিসাব নিতে পারলেন না। ফিরে এসে দ্বিতীয় দফা তদন্ত করবেন বললেন। এ সবের কিছু কিছু তথ্য মুক্তিতে বেরিয়েছে। হাসপাতালে রোগীদের বেশীর ভাগ ওষুধ কিনে নিতে হচ্ছে ব'লে এই জেলায় গুরুতর অভিযোগ ও বিক্ষোভ উঠছিল। ইন্সপেক্টার অফ এ্যাকাউন্স এর তদন্তের ফলে কারণটা অনেকখানা বোঝা গেল। এই তথ্যে সহরে ও জেলার সর্ব্বত্র একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। ঐ সময়ে আমাদের কাছে এক অভিযোগ আসে যে, জনৈক বড় ডাক্তার ষ্টোর কীপারকে বলছেন যে, একদিন রাত্রে কিছু ওষুধপত্র সাহেব বেঁধে ফেলে দিয়ে এসো। তিনি রাজী হন নি।

এর পর সদর হাসপাতালে আর একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল। দিন কতক আগে একদিন বিকেল বেলা আমাকে একজন ডাক্তার ফোন করে জানান যে, হাসপাতালের ওষুধের ষ্টোরে ডি, এম, ও ঢুকে ওষুধ পত্র ভাঙ্গছেন। ষ্টোর কীপার এই বিষয়ে জড়িত হয়ে যাবেন এই ভয়ে পুলিশকে দুপুরে জানিয়েছেন। সি, এম, ও, এইচ সহরে নেই। এবং পুলিশও কিছু না করায় আপনাকে জানাতে হচ্ছে—এর প্রতিকার করুন।

আমি ডি, সি-কে তখন ফোন করে বিষয়টা জানালাম এবং বললাম যে, আপনি এই সময় হাসপাতালে যান এবং ষ্টোরে ঢুকে কি হচ্ছে দেখুন—এবং সত্যি কোনো অবাঞ্ছিত ব্যাপার হতে থাকলে সেটা সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জানিয়ে দিন। ডি, সি, বললেন আমার নিজের না যাওয়াই ভাল—পুলিশকে বরং পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি বললুম—কি ব্যাপার, কি হচ্ছে জানা নেই—একেবারে পুলিশ পাঠিয়ে হৈ চৈ করাটা কি ঠিক হবে। (অর্থাৎ তেমন ব্যাপার যদি কিছু না হয় তা'হলে একজন অফিসারকে অনর্থক অসম্মান করা হবে।) ডি, সি, বললেন—একটু ভেবে আপনাকে বলছি। একটু পরে ডি, সি ফোনে বললেন—এখুনি আমায় বলরামপুর যেতে হচ্ছে সেজন্য আমি আর হাসপাতালে যাবো না ভাবছি। পুলিশকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে নির্দ্দেশ দিচ্ছি। তিনি সাদা পোষাকের ডি-আই-বি পুলিশকে পাঠান; এবং জন দুই সাদা পোষাকের কনেষ্টবলকে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করে রাখা হয়।

এদিকে দেখা গেল—একটু ক্ষণের মধ্যেই ডি, এম, ওর আত্মীয়েরা ষ্টোরে এসে সেখান থেকে ডি, এম, ওকে তাঁর কোয়াটারে নিয়ে যান। ইত্যবসরে রাত্রি প্রায় ৮ টার সময় সি, এম, ও, এইচ বাঘমুণ্ডি থেকে পুরুলিয়া ফেরেন এবং সদর হাসপাতালে আসামাত্র ষ্টোরকীপার ডি-এম-ওর বিরুদ্ধে একটা লিখিত অভিযোগ পেশ করেন। সি-এম-ও এইচ ষ্টোরকীপার প্রদত্ত লিখিত অভিযোগ থানায় প্রেরণ করেন। সেই অভিযোগ অনুসারে টাউন পুলিশ গভীর রাত্রে সদর হাসপাতালে এসে মেন ষ্টোর ও অন্য দুটি ষ্টোর তালাবদ্ধ ও সীল করে যায় এবং পুলিশ প্রহরা মোতায়েন করে।

এর কিছু দিন আগে থেকেই শুনছিলাম—যুক্তফ্রন্ট-বিরোধী ২১ জন লোকের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে ফ্রন্টের কয়েকটি দলের কয়েকটি কর্ম্মী ডি, এম, ওকে পুরুলিয়ায় রাখবার চেষ্টায় আপ্রাণ ঝুঁকে পড়েছেন। ডি, এম, ওর অন্যায়ের বিরুদ্ধে যাঁরা রয়েছেন বলে ওঁদের ধারণা—ওঁরা তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে উষ্মা প্রকাশ ও অপপ্রচার ক'রে বেড়াচ্ছিলেন—শুনলাম। ওষুধের শিশি ভাঙ্গা ও ষ্টোরে তালাবন্ধের সময় থেকে ওঁদের বিক্ষোভ এবং ডি, এম, ওকে বাঁচাবার চেষ্টা আরো উগ্র হয়ে উঠল। আমরা আরো শুনলাম—ডি, এম, ওর বাড়ীর লোকের সঙ্গে ওঁদের কারো কারো ঘোরাফেরা, কলকাতায় গিয়ে দরবার প্রভৃতি চলছে। যুক্তফ্রন্টের যাঁরা ডি, এম, ওকে

সমর্থন করছিলেন তাঁরা প্রকাশ্যেও বলছিলেন শুনলাম যে, তাঁরা কয়েকটি দল যখন চেষ্টা করছেন—তখন ডি-এম-ওকে কে সরায় তাঁরা দেখবেন। আমি সব সময় জেলায় থাকি না—সেজন্য ওঁদের এই সব প্রচারের কথা পরে জেনেছি। তাঁরা জানতেন যে, ব্যাপক জনমতের ভিত্তিতে এবং ফ্রন্টের বিভিন্ন দলের কর্ম্মীদের অভিমতের ওপর ভিত্তি করে ডি, এম, ওকে সরাবার জন্য লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে আমরা চেষ্টা করছি। সুতরাং ডি, এম, ওর বিষয়টাকে লড়াইএর ব্যাপার বা সম্মানের লড়াই ক'রে না তুলে আমাদের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ ক'রে দাবী করতে পারতেন যে, ডি, এম, ওকে সরাবার তোমাদের যুক্তি কি; অথবা বলতে পারতেন ওঁকে রাখবার বিষয়ে ওঁদের নিজেদের যুক্তি কি বা ডি-এম-ওর বিষয়ে ওঁদের বক্তব্য কি।

যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির পক্ষ থেকে ঐ রকম আচরণই সঙ্গত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে পথ তো তাঁরা ধরলেন না, বরং আরো যেভাবে এ বিষয়ে অগ্রসর হলেন, তা আরো দুঃখজনক এবং আপত্তিজনক হোল। তারা মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে 'তার' করলেন—

"লোক সেবক সংঘ সম্ভবতঃ সি, এম, ও; ষ্টোরকীপার, কয়েকজন ডাক্তার ও কেরাণী—প্রভৃতি স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ডি, এম, ওকে ওষুধের শিশি প্রভৃতি ভাঙ্গার ও নষ্ট করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করাতে চান। কিন্তু এখনও উপযুক্ত তদন্ত বা প্রমাণ হয় নি। আমরা প্রার্থনা করি—যতক্ষণ না তিনি দোষী প্রমাণিত হন—ততক্ষণ ডি, এম, ওকে যেন গ্রেপ্তার করা না হয়। আমরা বেদনার সঙ্গে অনুভব করেছি যে, হাসপাতালের কল্যাণ করার নিয়মিত ব্যবস্থা গ্রহণে ডি এম, ওকে নিষ্ক্রিয় ক'রে রাখা হয়েছে। উপযুক্ত নিরপেক্ষ তদন্তের পরই সত্য ঘটনা পাওয়া যেতে পারে। বিশদ বিবরণ পরবর্ত্তী পত্রে দেওয়া হচ্ছে।"

স্বাক্ষরকারীগণ—

১। বিমল কুমার ভাদুড়ী, জেলা বাংলা কংগ্রেস।
২। বুদ্ধেশ্বর দত্ত, পুরুলিয়া স্থানীয় কমিটি
সি, পি, আই (মার্কসবাদী)
৩। ফণীভূষণ মণ্ডল, জেলা ফরোয়ার্ড ব্লক।
৪। বীণাপাণী মিশ্র, সাধারণ সম্পাদক,
জেলা বাংলা কংগ্রেস
৫। পঙ্কজ হালদার, সেক্রেটারী মার্ক্সিষ্ট ফরোয়ার্ড ব্লক

লোক সেবক সংঘের বিরুদ্ধে এইভাবে ভিত্তিহীন অযথা অপবাদ সহ তারবার্তাই শুধু এঁরা পাঠালেন না—এঁদের এই তারবার্তাটি যুক্তফ্রন্টের বিরোধী একটি সাময়িকপত্রে প্রকাশ করা হোল। অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের এক শরিককে লোকচক্ষে অভিযুক্ত করার জন্য যুক্তফ্রন্টের শরিক কয়েকটি দল অবতীর্ণ হলেন। যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ সর্ব্বদাই ফ্রন্টের দলগুলির মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য মনে করছেন। যেখানে সঙ্গত অভিযোগ থাকলেও নিজেদের মধ্যে আলোচনার প্রয়োজন থাকে তা তো করলেনই না বরং কতকগুলি সম্পূর্ণ দুঃখজনক ভিত্তিহীন তথ্য সংঘের ওপর আরোপ করলেন। যে সাময়িক পত্রটিতে এই তথ্য প্রকাশ হয়েছে এই সাময়িক পত্র গোষ্ঠী বহু পূর্ব্ব থেকেই ডি, এম, ওর পক্ষে প্রচার চালাচ্ছিলেন। এই সাময়িক পত্রটিতে উপরোক্ত তারবার্ত্তার তথ্য প্রকাশের সঙ্গে লেখা হয়েছিল যে, পুরুলিয়া জেলার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ঐ তারবার্তা প্রেরণ করছেন। এই সাময়িক পত্র জেলার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে লোক সেবক সংঘের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নিযুক্তরূপে প্রকাশ ক'রে তার উদ্দেশ্য সফল করেছিল। কিন্তু এতে যুক্তফ্রন্ট বা ন্যায়ের দাবী বা জন দাবী কোনটারই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় নি—সে কথা বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারলেন না দুঃখের কথা।

তারবার্তায় বলা হয়েছে—সি, এম, ও এইচ প্রভৃতি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রভাবে লোক সেবক সংঘ প্রভাবান্বিত হ'য়ে অন্যায় কাজ করতে চলেছে। একথা যে অত্যন্ত অসত্য কথা সেটা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দপ্তরে খোঁজ নিলেই বোঝা যাবে। ডি, এম, ওকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা আমরা করছি একথা বলার মধ্যে ওদের আশঙ্কাই প্রবল ছিল। ডি, এম, ও যে পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন—তাতে তাঁর গ্রেপ্তার হওয়া কিছু বিচিত্র ছিল না। আমরা তাঁর গ্রেপ্তার চাইলে—সেটার দেরী হত না—কারণ গ্রেপ্তার হওয়ার সমস্ত অবস্থা সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল। সেই ভয়েই আমাদের

Regd No. C—4290
Phone No.—175
মুক্তি
C. R. No—R. N. 2539/57

নামে একটা দোষারোপ তুলে ডি এম, ও যাতে ধরা না পড়েন তার ক্ষেত্র করা হয়েছিল মাত্র।

আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি, ডি, এম, ও-কে সরাবার ব্যবস্থা করে জেলার একটি জরুরী চাহিদা আমরা পূরণ করেছি। এবং আমার সংবাদ এই যে, ডি, এম, ওকে যাঁরা ঐ অবস্থায় সমর্থন দিচ্ছিলেন—তাঁদের প্রতি শহরের বহু লোক বিরক্ত হচ্ছিলেন। এবং তাঁদের সম্পর্কে নানা ধারণা লোকের মনে দেখা দিচ্ছিল। আমাদের সম্পর্কে যে প্রভাবের কথা তোলা হয়েছে—আত্ম বিচার ক'রে দেখা উচিত—কার প্রভাব কোন্‌খানে কাজ করেছে।

আমি মনে করি—যে ভাইরা এই ব্যাপারে ঐভাবে কাজ করেছেন—তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ দল ও যুক্তফ্রন্টের ক্ষতি ও সুনামের হানী করেছেন। আমি বিশ্বাস করি—তাঁদের নিজ নিজ দলেরও বিবেচক ব্যক্তিরা তাঁদের ঐ কাজ কখনই সমর্থন করবেন না।

জনজীবন সম্পর্কিত এই সব ব্যাপারে এই রকম লঘু-ভাবে কাজ করা যাতে না হয়—যুক্তফ্রন্টের শরিকরা তার প্রতি লক্ষ্য দেবেন—কামনা করি।

প্রকাশ্যে ঐভাবে লোক সেবক সংঘ এবং যুক্তফ্রন্টকে লোক চক্ষে এইভাবে দাঁড়াতে হল ব'লে—ঐ ভাইদের প্রতি আমার আন্তরিক প্রীতি থাকা সত্ত্বেও আমি এই বিবৃতি দিতে বাধ্য হলাম। আমার উদ্দেশ্য কেউ ভুল বুঝবেন না এই প্রার্থনা।

—০—

বিজ্ঞপ্তি

গোলামারা হাই স্কুলের হেড মাষ্টারের পদের জন্য একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক চাই। বি, এস, সি; এম, এ, বি, টি, অথবা এম, এস, সি; বি, টি, যোগ্যতা বাঞ্ছনীয়। অ্যাসিষ্ট্যান্ট হেডমাষ্টারের পদে অন্যূন ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। আবেদন পত্র ১০।৮।৬৯ তারিখের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছান প্রয়োজন।

সেক্রেটারী
গোলামারা হাই স্কুল
পোঃ—গোলামারা
জেলা—পুরুলিয়া

ভারতী হোটেল
ও
রেষ্টুরেণ্ট
(অশোক ষ্টুডিওর সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।
স্বল্প খরচে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত
আহারের ব্যবস্থা আছে।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট
পুরুলিয়া ফোন নং ২৩৪
জুলাই সেসনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভর্ত্তি চলিতেছে:
১। সর্টহ্যাণ্ড, ২। টাইপরাইটিং, ৩। টেলিগ্রাফী এ, এস, এম, কোর্স, ৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।
গভর্ণমেণ্ট অফিস ও রেলওয়ে হইতে প্রতিনিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে।
মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।
দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনসেশন দেওয়া হয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।
রাখহরি চট্টোপাধ্যায়
প্রিন্সিপ্যাল

উৎকৃষ্ট ছাপা ও বাঁধাইএর
জন্য
"মুক্তি প্রেস"
অনুসন্ধান করুন

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত
মুক্তি
সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ
(সাপ্তাহিক পত্রিকা)
৩০শ বর্ষ
২৯শ সংখ্যা
পুরুলিয়া, সোমবার
১৯শে শ্রাবণ, ১৩৭৬—৪ঠা আগষ্ট ১৯৬৯
বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

মন্ত্রীসভায় পুরুলিয়া জেলার পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা

মন্ত্রী মণ্ডলীর নিকট লোক সেবক সংঘের স্মারকলিপি পেশ

সংঘ সচিবের যোগাযোগ ও পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী কর্ত্তৃক প্রস্তাব উত্থাপন

পুরুলিয়া জেলার শোচনীয় কৃষি ও খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে লোক সেবক সংঘের স্মারকলিপি সম্পর্কে শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন এবং পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভায় এই বিষয় উত্থাপন করলে ঐ প্রসঙ্গে মন্ত্রীসভায় আলোচনা হয়। উপরোক্ত আলোচনাদির ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় পুরুলিয়া জেলায় ত্রাণমূলক ব্যবস্থাদি কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায় সেই সম্পর্কে পরিকল্পনা ও তথ্য বিবরণাদি দাখিল করার জন্য ত্রাণমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন। কৃষি মন্ত্রীকেও কৃষি বিষয়ে কৃষি দপ্তরের কি কি পরিকল্পনা আছে তা জানাবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করেছেন।

মন্ত্রীসভায় আলোচিত স্মারকলিপির মূল বিষয়গুলি নিম্নরূপ—

গত বৎসর পুরুলিয়া জেলায় প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। "মুক্তি" পত্রিকার মাধ্যমে এই সব তথ্য বিবরণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

পুরুলিয়া জেলার জনসাধারণ এত দুঃস্থ ও দরিদ্র যে তারা প্রকৃতপক্ষে দুর্ভিক্ষকালীন পরিস্থিতির মধ্যেই বাস করে। ব্যাপক অঞ্চলে একটু অস্বাভাবিক খরা দেখা দিলেই জেলার বহু সংখ্যক অধিবাসীর জীবনে—বিশেষতঃ যারা অনুর্ব্বর বাদ জমির মালিক—অভাব, অনটন ও অনাহারের অভিশাপ এনে দেয়। এদের জীবিকা অর্জ্জনের কোনও বিকল্প ব্যবস্থা নেই।

ফসলহানীর এই দারুণ দুর্দ্দশায় গত বৎসর রাষ্ট্রপতির শাসনে এই জেলায় ব্যাপক গো-মড়কে জেলার প্রায় অর্দ্ধেক গবাদি পশুর মৃত্যু ঘটে। সেই সময়ে জেলার এই বিবিধ দুর্দ্দশার কথা সরকারের দৃষ্টিতে আনা হয় এবং অর্ত্ত ও দুঃস্থ নরনারীর অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থার জন্য আবেদন করা হয়। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় যে কোনওরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয় নি।

যুক্তফ্রন্টের শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ত্রাণমন্ত্রী ও কৃষি মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্ত তথ্য বিবরণ পেশ করি কিন্তু সরকারের নিদারুণ অর্থ সঙ্কটের কারণে তাঁদের বিশেষ চেষ্টা স্বত্ত্বেও আশানুরূপ সাহায্য প্রদান সম্ভব

হয় নি। মন্ত্রীমণ্ডলীর সম্মতি ও সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্য কোনও একজন মন্ত্রীর পক্ষে কোনও সাহায্য করা সম্ভব হচ্ছে না।

ইতিমধ্যে এই বৎসর বর্ষাকালে একটানা খরার ফলে জেলার কৃষিকার্যে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং এই খরার জন্য ব্যাপকভাবে বীজ ধান বা চারাগাছ মরে নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে সমগ্র চাষী সমাজ অভিমাত্রায় আতঙ্কিত ও দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে অর্থাভাবের জন্য তারা আর চাষ করতে পারবে না।

বর্ষা সুরু হওয়ার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে এবং এখনও ভাল মত বৃষ্টি হলে চাষীরা অবস্থা অনেকটা সামলে নিতে পারবে কিন্তু অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সাহায্যাদি না পেলে অধিকাংশ চাষীর পক্ষেই বিবিধ বাধা অতিক্রম করে এই শেষ চেষ্টার সুযোগ নেওয়া সম্ভব হবে না।

কৃষি কার্য্যে এই সব বিঘ্ন ও বিড়ম্বনার ফলে অসংখ্য লোক কাজের চেষ্টায় অথবা ঋণ ও অন্যান্য সাহায্যাদির আশায় ছোটাছুটি করছে। আর এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে জেলার অসংখ্য দুঃস্থ, আর্ত্ত, বিকলাঙ্গ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষুধার অন্ন ও সাহায্যের জন্য হাহাকার করছে। এই অবস্থায় আগামী ফসল না ওঠা পর্য্যন্ত অবিলম্বে ও ব্যাপকভাবে কাজের ব্যবস্থা, ঋণের ব্যবস্থা, খয়রাতী সাহায্যের ব্যবস্থা এবং খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজন।

আমাদের প্রস্তাব

জেলার পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক পর্য্যালোচনা করে খাদ্য ও ত্রাণ কমিটির বৈঠকে আমরা নিম্নলিখিত সাহায্যাদি প্রদানের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি—

১। আগামী ফসল না ওঠা পর্য্যন্ত চেষ্ট রিলিফ, খয়রাতী সাহায্য প্রভৃতি ত্রাণমূলক কার্য্যাদির জন্য অন্ততঃ ৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করতে হবে।

১। কৃষি কার্যের জরুরী চাহিদাগুলি মেটাবার জন্য যথা খরিফ চাষ, আগামী শীতকালীন ও পরবর্ত্তী গ্রীষ্মকালীন চাষাবাদ; বলদ খরিদ ঋণ প্রভৃতি বাবদ অন্ততঃ ২০ লক্ষ টাকা এই বৎসর বরাদ্দ করতে হবে। এই সঙ্গে আরও প্রয়োজন—

ক) গ্রুপ লোনের জন্য ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করতে হবে—যাতে প্রতি ব্লকে ১ লক্ষ টাকা হিসাবে পড়ে এবং ১০০০ চাষীকে ১০০ টাকা করে সাহায্য দেওয়া যায়।

খ) ব্যাপকভাবে জেলার সর্ব্বত্র সেচ প্রকল্পাদি রূপায়ণের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের প্রচেষ্টাসমূহ—

জেলার সার্বিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করে খাদ্য ও ত্রাণ কমিটি এই প্রস্তাবগুলি সরকারের নিকট রাখছে। জেলার বিভিন্নদলের দায়িত্বশীল প্রতিনিধিরা সংগ্রিষ্ট মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ করছেন এবং যুক্তফ্রন্টের পুরুলিয়া জেলার এম, এল, এ-গণ মিলিতভাবে ত্রাণ মন্ত্রী ও কৃষি মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও জেলার পরিস্থিতি জানান।

গত ১৯৬৭ সালের খরার সময় যুক্তফ্রন্ট সরকার এইজেলার আর্ত্ত ও অনাহারক্লিষ্ট নরনারীর জীবন রক্ষায় যে অভাবনীয়রূপে সাহায্য দান ও ত্রাণ কার্য্য করেছিলেন তা জেলাবাসী অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে। এই বৎসর যদিও সেইরূপ শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব এখনও হয় নি—কিন্তু ঘটনার গতি দেখে আশঙ্কা হয় যে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সাহায্যাদির ব্যবস্থা না হলে অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের বর্তমান আর্থিক সঙ্কটের কথা আমরা বিলক্ষণ জানি—কিন্তু তবুও আশা করি যুক্তফ্রন্ট সরকার আর্ত মানবতার সহায়তায় পরিপূর্ণভাবে এগিয়ে আসবেন এবং যথাসাধ্য সাহায্য দানের ব্যবস্থা করবেন।

—•—

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার-কর্ম্মী পরিষদের ডাকে—

৬ই আগষ্ট, বুধবার

গ্রন্থাগার আইন প্রবর্ত্তন ও গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের বিভিন্ন প্রকার দাবীতে

বিধান সভা অভিযান

—•—

WANTED

An Arts graduate on deputation vacancy. Apply sharp with full particulars on or before the 13th August, 1969. Appear for interview on the the 17th August at 12 noon.

Secretary
Jhunjka Junior High School,
P. O. Hensla.
Dist—Purulia.

3. 8. 1969

সম্পাদকীয়—

মন্বন্তরের পদ ধ্বনি ?

এগারো শত ছিয়াত্তর সালে অর্থাৎ বৃটিশ শাসনের আদি পর্ব্বে সুবা বাংলায় যে মহামন্বন্তর এক নিদারুণ অভিশাপের মত দেখা দিয়েছিল—সেই অভিশপ্ত বর্ষের দ্বি-শতবার্ষিকী পূর্ণ হতে চলেছে। সেই দারুণ দুর্বৎসরের স্মৃতিকে আমাদের মানসপটে পুনরায় জাগরূক করার জন্যই যেন প্রকৃতি বিমুখ হয়ে জনগণের ভাগ্য নিয়ে পরিহাস সুরু করেছে। পুরুলিয়া জেলা সহ পশ্চিম বঙ্গের বহু জেলাতেই একটানা খরা চলেছে যার ফলে অধিকাংশ স্থানেই বীজ ধান অথবা চারা গাছ মরে নষ্ট হয়ে গেছে এবং বহু স্থানে চারা গাছগুলি কোনও মতে বেঁচে থাকলেও বৃষ্টির অভাবে ধান রোপণ করা সম্ভব হচ্ছে না। যে সব ক্ষেত্রে চাষীর বীজ ধান বা চারা গাছ মরে নষ্ট হয়েছে—তাদের অধিকাংশের এমন সঙ্গতি নেই যে দ্বিতীয় বার বীজ ধান দিয়ে ধানের চারা তৈরী করে।

আকাশে মাঝে মাঝে মেঘের দর্শন মিললেও বর্ষণের নাম গন্ধ নেই। আর কোথাও কখনও ছিটে ফোঁটা বর্ষণ হলেও সে বৃষ্টি কোনও কাজেই আসছে না। সমগ্র আষাঢ় ও শ্রাবণের অর্দ্ধেক অতিক্রান্ত হয়ে বর্ষাকাল বিগত হতে চললেও আজ পর্য্যন্ত নিচিভাগ জমিতেও ধান্য রোপণ সম্পূর্ণ হয় নি—আর যে সামান্য জমিতে ধান্য রোপণ কোনও মতে করা হয়েছে সে সমস্ত জমিও কোথাও কোথাও জলাভাবে ফেটে চৌচীর হয়ে যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে সমগ্র চাষী সম্প্রদায় যেমন উদ্বিগ্ন জনসাধারণও সম পরিমাণে আতঙ্কিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। আগামী দুর্দ্দিনের আশঙ্কায় কারো মনে আজ শান্তি নেই। সমগ্র দুনিয়ার জ্ঞান বিজ্ঞানের এত উন্নতি—কৃষি ব্যবস্থায় অভাবনীয় বিপ্লব সাধিত হলেও স্বাধীনতার বিশ বৎসর পরেও আমাদের এই শোচনীয় অসহায়তা; চঞ্চলা প্রকৃতির খাম খেয়ালীপনার উপর সীমাহীন নির্ভরতা—আমরা আজও কত পশ্চাৎপদ, কত দুর্ব্বল ও অসহায় সেটাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মন্বন্তর দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা বাংলাকে যে ভাবে গ্রাস করেছিল সমাজ ও সভ্যতার এত প্রগতি স্বত্বেও বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষের করাল পদধ্বনি আজও কি ঐরূপ আতঙ্ক সৃষ্টি করবে?

অ. চ.

—•—

গ্রন্থাগার আইন

জ্ঞানে বিজ্ঞানে, সাহিত্যে সংস্কৃতিতে এবং শিক্ষায় ও দীক্ষায় পশ্চিম বঙ্গ অগ্রগণ্য হলেও জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যতম আধার; শিক্ষা ও সাধনার অন্যতম বাহন—গ্রন্থাগারগুলির দৈন্য ও দুরবস্থা পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে নিশ্চয়ই গৌরবজনক নয়। সমগ্র রাজ্যে প্রয়োজনের তুলনায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা অপ্রতুল; আর যে কয়টি গ্রন্থাগার দিনগত পাপক্ষয়ের মত কোনরূপে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে তাদের বহু সংখ্যকক্ষেই গ্রন্থাগারের পরিবর্তে গ্রন্থাগারের কঙ্কাল বলাই সঙ্গত। পশ্চিম বঙ্গে প্রায় আড়াই হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে—কিন্তু গ্রন্থাগার আখ্যার যোগ্য লাইব্রেরী কেবল মাত্র কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রয়েছে। মহাবিদ্যালয় বা কলেজের ছাত্রদের সুদীর্ঘ কালের অভিযোগ যে তাদের প্রয়োজনের পুস্তকগুলির অতি কদাচিৎ প্রাপ্তিযোগ ঘটে—আর সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সনাতন দুরবস্থার কথা সর্ব্বজন বিদিত।

সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয়তা অতি তীব্রভাবে অনুভূত হলেও এই উন্নতি সাধনের পথে প্রধান অন্তরায়গুলি দূরীকরণের জন্য সার্থক প্রচেষ্টা খুব অল্পই হয়েছে। বলা বাহুল্য গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিভিন্নমুখী উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দের সঙ্গে গ্রন্থাগারের পরিচালনা, পুস্তক ও অন্যান্য উপকরণের ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের জীবনধারার মান উন্নয়ন প্রভৃতির গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদির সার্থক সমাধানের প্রশ্নটি আর বিলম্বিত করা উচিত নয়। সুতরাং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্ম্মী সংঘ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সরকার ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যে আন্দোলন ও অভিযান চালিয়েছেন—তাকে আমরা অভিনন্দন জানাই এবং সেই সঙ্গে রাজ্যের জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হোক ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হোক এই কামনা করি।

অ. চ.

—•—

বরাভূম হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল প্রসঙ্গে

স্কুল গৃহ নির্ম্মাণাদির হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে জটীল পরিস্থিতি

১৯৫৬ সালে বিহার আমলে বরাবাজার গ্রামের দ্বিতীয় হাই স্কুলরূপে বরাভূম হাই স্কুল স্থাপিত হয় এবং স্কুলের প্রথম ম্যানেজিং কমিটিতে বরাবাজারের তদানীন্তন বি, ডি, ও শ্রী টি, কে, মণ্ডল সভাপতি এবং শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র মাহান্তী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। শ্রীঅযুজাক্ষ মাহান্তী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন।

স্কুলটি স্থাপিত হবার কিছুকাল পরেই পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৯৬১ সালে এই স্কুলটি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলরূপ অনুমোদন লাভ করে। তারপর স্কুল গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ৪২০০০৲ টাকা সরকারী অনুদান দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় দফায় স্কুলের আসবাবপত্র ও ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতী খরিদ বাবদ ৪২০০০৲ টাকা সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়।

এই হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতী খরিদ সম্পর্কে ম্যানেজিং কমিটি তথা স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অর্থ অপচয় ও বে-আইনী অর্থ ব্যয়ের নানা অভিযোগ উঠতে থাকে এবং এই সম্পর্কে নানা প্রকার তদন্তাদির ব্যবস্থাও হয়—কিন্তু বিশেষ কোনও ফল হয় নি।

গত ২৪।১১।৬৫ তারিখে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি পুনর্গঠিত হয় এবং শ্রীঅনিল কুমার মাহান্তী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু প্রকাশ, সম্পাদক নির্ব্বাচিত হবার তিন মাস পরে তাঁকে আকস্মিকভাবে চার্জ্জ দেওয়া হয়—এবং বিস্তারিত চার্জ (detailed charge) প্রায় দেড় বৎসর পরে পান। এই নূতন কমিটি গঠিত হবার পর স্কুলের হিসাব নিকাশ সম্পর্কিত অভিযোগ ও গরমিলের তদন্ত করার জন্য ২৮।২।৬৬ তারিখে ৪ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। এই সাব কমিটির সদস্য ছিলেন সর্ব্বশ্রী বিশ্বেশ্বর মাহান্তী; অনিল কুমার বক্সী; সুভাষ চন্দ্র পাণ্ডা ও অমূল্য রতন মাহান্তী। এই সাব-কমিটি ১১।৪।৬৬ তারিখে তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। স্কুলের হিসাবে ১৭৬৮৩৲ টাকা ঋণ গ্রহণ হিসাবে দেখানো হয়েছিল—কিন্তু সাব-কমিটি ঐ ঋণের কোনও হদিস পান নি। সাব-কমিটির রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয় যে স্কুলের "বিল্ডিং একাউন্ট" (গৃহ নির্ম্মাণ সংক্রান্ত হিসাব) এর ৮৪,৫৮৮৲ টাকা ব্যয়ের কোনও 'ভাউচারাদি' পাওয়া যায় নি।

১৬।৫।৬৬ তারিখে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির বৈঠকে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সাব-কমিটির সদস্যদের হিসাব নিকাশ দাখিল করতে এবং ১৭৬৮৩৲ টাকা ঋণের কৈফিয়ৎ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। স্কুলের হিসাবে অরোরা কোম্পানীর নিকট থেকে ১১,১২১৲ টাকা এবং ভাটিয়া কোম্পানীর নিকট থেকে ৬৫৬২৲ টাকা—এই মোট ১৭৬৮৩৲ টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছে বলে দেখানো হয়—কিন্তু তার কোনও সন্তোষজনক কারণ বা কৈফিয়ৎ পাওয়া যায় নি। প্রকাশ, প্রধান শিক্ষক মহাশয় নাকি স্বীকার করেন ১০০০০৲ টাকার আসবাবপত্রের খরচ দেখানো হলেও ঐ আসবাবপত্র পাওয়া যায় নি।

স্কুলের এই হিসাব সম্পর্কিত গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে কোনও পথ না পাওয়া যাওয়ায় নূতন ম্যানেজিং কমিটিও বিভ্রান্ত হন এবং তদানীন্তন ডি-আই-এফ স্কুলস শ্রী বি, এন, ভদ্রের পরামর্শে ম্যানেজিং কমিটি ২।৫।৬৭ তারিখের বৈঠকে ঝালিদা সত্যভামা বিদ্যাপীঠের অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক শ্রীশশাঙ্ক ঘোষ মহাশয়কে আরবিট্রেটর নিযুক্ত করেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ সমস্ত বিষয় তদন্ত করার পর "বিশেষ কারণের" জন্য নাকি রিপোর্ট দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। তারপর ম্যানেজিং কমিটির ২৩।৭।৬৭ তারিখের বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা দপ্তরের অফিসার শ্রীকমল গাঙ্গুলীকে স্পেশ্যাল অডিট করাবার জন্য অনুরোধ করা হয়। শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী স্কুলের হিসাব পত্র স্পেশ্যাল অডিট করেন—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোনও রিপোর্ট দেন নি।

অবশেষে কলিকাতার চার্টার্ড একাউন্টান্ট মেসার্স পি, কে, ব্যানার্জী এ্যাণ্ড কোং এর দ্বারা অডিট করানো হয়। অডিট রিপোর্টে ৮৪,৪২৮ টাকা ব্যয়ের সমর্থন-সূচক ভাউচারাদি পাওয়া যায় নি বলে মন্তব্য করেছেন।

বর্ত্তমান ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারী শ্রীঅনিল কুমার মাহান্তী স্কুলকে কেন্দ্র করে যে সব অর্থ অপচয় ও দুর্নীতি চলে এসেছে তার প্রতিকারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কোনও সুরাহা হয় নি। এদিকে কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের নিকট যে আবেদন করা হয়েছিল—আজ পর্য্যন্ত তার কোনও উত্তর পাওয়া যায় নি।

—০—

পুরুলিয়া শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে (বি, টি, কলেজ) সহশিক্ষার ব্যবস্থা

ও পুরুলিয়া জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির অবদান

দীর্ঘকালের প্রচেষ্টা, প্রতীক্ষা ও প্রতিনিধি প্রেরণের পর এই শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে ও বি, টি, কলেজের বর্ত্তমান গভর্ণিং বডির সংযোগিতায় এবং লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ ও পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়দ্বয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতে এই বৎসর থেকেই স্থানীয় শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়টিতে সহশিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হোল। আজ সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাবার অবসরে স্থানীয় শিক্ষক সমিতি এই দাবী পূরণের জন্য যে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরছি।

গত দু'বৎসর যাবৎ স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পুরুলিয়া শাখা) পুরুলিয়া বি, টি, কলেজে সহশিক্ষার ব্যবস্থা কিম্বা সম্ভবপর হ'লে আবলম্বে পুরুষ শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দাবী জানাচ্ছিলেন। এই শিক্ষক সমিতি লক্ষ্য করেছিলেন যে স্থানীয় দুইশত শিক্ষার্থীর আসন বিশিষ্ট শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়টিতে প্রতি বৎসর ৪০ জন মহিলা শিক্ষার্থী (এ বৎসর ৭৫ জন) শিক্ষণের সুযোগ পান এবং স্থানাভাবে কিম্বা মহিলা শিক্ষার্থীর অভাবে প্রায় ১৬০টি আসন শূন্য থাকে। অথচ ১৯৫৬ সালে বঙ্গভুক্তির পর এই জেলায় বহু জুনিয়ার হাই, হাই এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল হয়েছে এবং ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যাধিক শিক্ষক শিক্ষণ-শিক্ষণের সুযোগ লাভে বঞ্চিত হচ্ছেন। শিক্ষার মান উন্নয়নে, সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষাদানে, শিক্ষকদের বেতন ও চাকুরীর নিরাপত্তার জন্য এবং সর্ব্বোপরি যুক্তফ্রন্ট সরকার ঘোষিত শিক্ষানীতির সার্থক রূপায়ণের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনেক বেড়েছে অথচ সেই তুলনায় শিক্ষণ লাভের সুযোগ রয়েছে যৎসামান্য।

১৯৬৭ সালের আগষ্ট মাসে যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট তাঁহ পুরুলিয়া জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি পুরুলিয়া শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়টিতে সহশিক্ষার ব্যবস্থ গ্রহণ করার জন্য দাবী জানিয়ে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। তাঁরা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাসও পেয়েছিলেন। তারপর ঐ মাসেই ১৫ই তারিখে পুরুলিয়ায় সহশিক্ষা মূলক শিক্ষক-শিক্ষণের সুযোগ সহ অন্যান্য দাবী নিয়ে এক দাবী পত্র আমাদের জেলার মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের নিকট অর্পণ করেন। তারপর যেদিন কায়েমী স্বার্থ ও নীচ চক্রান্তের ফলে জনগণ-অভিনন্দিত ঐ দরদী সরকারের অটৈধভাবে সমাপ্তি ঘোষণা করা হোল, সেদিন অন্য সকলের মত এই জেলার শিক্ষক সমাজও মর্ম্মাহত হয়েছিলেন। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ডাকে সাড়া দিয়ে এই জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমিতিও গত নির্ব্বাচনে জনপ্রিয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম চালিয়েছেন। নূতন জনপ্রিয় যুক্তফ্রন্ট সরকার স্থাপিত হবার পর গত ২৩।৩।৬৯ তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভায় এই শিক্ষক সমিতি শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের দাবীতে সক্রিয় হন এবং একটি Committee of Initiators গঠিত করেন। ঐ কমিটিতে সমিতির সভাপতি শ্রীশশাঙ্ক শেখর ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক শ্রীশক্তিপদ সাহানী সহ নিম্নোক্ত নয়জন সদস্যকে মনোনীত করা হয়—

(১) শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, (২) শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৩) শ্রীরামকমল অধিকারী, (৪) শ্রীব্রজ যকেশ চক্রবর্ত্তী (৫) শ্রীহরিপদ মর্দনা, (৬) শ্রীঅরবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, (৭) শ্রীদিলীপ কুমার মুখার্জী, (৮) স্বামী তপানন্দ, (৯) শ্রীহরিপদ পাল।

তারপর এই জেলার নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির শাখা পুরুলিয়া শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ও এই জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিশেষ কয়েকটি দাবী নিয়ে গত ১৫।৪।৬৯

তারিখে শ্রীশক্তিপদ সাহানী মহাশয়ের নেতৃত্বে শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদিলীপ মুখার্জী, শ্রীহৃষিকেশ চক্রবর্ত্তী, শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅবনীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমধুসূদন মণ্ডল ও শ্রীনিতাই দাস গাঙ্গুলী প্রমুখ কয়েকজন সভ্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও ঐগুলির সমাধানে তাঁর সহানুভূতি ও সাহায্যলাভে সক্ষম হন। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় আমাদের প্রতিনিধিদের জানান যে শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ও নিস্তারিণী কলেজের জন্য নূতন একটি গভর্ণিং বডি গঠিত হবে এবং শিক্ষক সমিতি যেন ঐ গভর্ণিং বডির মাধ্যমে তাঁদের দাবী পূরণ করার জন্য সক্রিয় হন। তখন উক্ত গভর্ণিং বডিতে স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট গণতন্ত্রবাদী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির দাবী এই শিক্ষক সমিতি জানিয়েছিলেন। তারপর শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে এবং শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের (সচিব, লোক সেবক সংঘ) ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্থানীয় নিস্তারিণী কলেজ ও শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়টির জন্য একটি নূতন গভর্ণিং বডি গঠিত হয়। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় উক্ত গভর্ণিং বডি গঠনের আদেশ ১৬।৪।৬৯ তারিখে দিলেও সরকারী পত্র আমাদের কাছে মে মাসের শেষ সপ্তাহ নাগাদ পৌঁছায়। এবং আমাদের অন্যতম কর্ম্মী শ্রীসত্যদাসকে ঐ কাজটি করার জন্য কলিকাতা পাঠান হয়। এই সপ্তাহেই পুরুলিয়া জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির একটি সভা আহুত হয় এবং শ্রীশক্তিপদ সাহানী মহাশয়ের নেতৃত্বে শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামকমল অধিকারী, শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী, শ্রীদিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথ বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ কয়েকজন সভ্য উক্ত গভর্ণিং বডির সভ্য ও লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত শিল্পাশ্রমে সাক্ষাৎ করেন এবং এই জেলার শিক্ষক সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্বাভাবিকভাবেই এই জেলার স্বার্থে শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় সেগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং আমাদের দাবী পূরণের ক্ষেত্রে এবং সর্ব্বাগ্রে শিক্ষক-শিক্ষণের সুযোগ দানের জন্য তাঁর সক্রিয় সহযোগীতার আশ্বাস দেন। ঐ দিনই ঐ শিক্ষক প্রতিনিধিগণ মহাবিদ্যালয়টির গভর্ণিং বডির সম্পাদক শ্রীনির্ম্মল কুমার রায় চৌধুরী (মাঝি ডাক্তার) মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের দাবী পূরণে উদ্যোগী হ'লে পর সকল রকম প্রাথমিক অসুবিধাগুলির দূরীকরণে এই শিক্ষক সমিতি তাঁকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য ক'রবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি দাবীপত্র পেশ করেন। পরে শিক্ষক সমিতির সভাগণ গভর্ণিং বডির অন্যতম সদস্য শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসমরেন্দ্র নাথ ওঝা এম, এল, এ মহাশয়দের সহিতও সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদেরও সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেন। শিক্ষক সমিতির পক্ষে শ্রীশক্তিপদ সাহানী ও শ্রীরামকমল অধিকারী তার পর দিন শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ ও নির্ম্মল কুমার রায়চৌধুরী মহাশয়দের সহশিক্ষামূলক বি, টি, কলেজের সম্ভাব্য স্থান হিসাবে স্থানীয় ভিক্টোরিয়া স্কুলের বিশ্বনাথ হোস্টেল ও জে, বি, টি কলেজের (প্রাক্তন সৈনিক স্কুলের) অব্যবহৃত ঘরগুলি দেখিয়েছিলেন। আমাদের সমিতির জন্য বিভিন্ন কাজে ভিক্টোরিয়া স্কুলের করণিক শ্রীননী সরকার মহাশয়ও সহযোগীতা করেছেন।

(ক্রমশঃ)

——•——

বেআইনী মদ চোলাই-এর বিরুদ্ধে অভিযান

নির্দ্ধারিত পরিকল্পনানুযায়ী বে-আইনী মদ চোলাই-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে স্থানীয় আবগারী কর্তৃপক্ষ বিগত দুই সপ্তাহে ১৬০টি কেস ধরেছেন এবং সেই সঙ্গে ৬৯ জন স্ত্রীলোক সহ ১৬১ জন আসামী ধরা পড়েছে। এই অভিযানের ফলে ৬৮৫ লিটার জাওয়া; ৫টি মদ চোলাই করার যন্ত্রপাতি; ১৪৮ কে, জি পচাই ও ৩৯ লিটার বে-আইনী আটক করা হয়েছে। গত এপ্রিল মাস থেকে এই বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে।

এই স্থানে আরও উল্লেখযোগ্য যে গত এপ্রিল থেকে জুন এই তিন মাসের মধ্যে এই জেলা থেকে আদায়ীকৃত আবগারী শুল্কের পরিমাণ হোল ৯২৪০০০৲ টাকা মাত্র।

——•——

স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের পরীক্ষার উল্লেখযোগ্য ফলাফল

এই বৎসরের উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ (আবাসিক)-এর ফলাফল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। পুরুলিয়া সহরের ছাত্র শ্রীমান শ্যামল সরকার ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি ও অঙ্কে লেটার নম্বর পেয়ে 'ষ্টার মার্ক' (৮০৮) পেয়েছে। রঘুনাথপুর সহরের ছাত্র শ্রীমান মহীতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কে দুইশত নম্বরের মধ্যে ২০০ নম্বরই পেয়েছে এবং ফিজিক্স ও মেকানিক্স এ লেটার নম্বর পেয়ে 'ষ্টার মার্ক' (৮৩৮) পেয়েছে। স্থানীয় ডাবর গ্রামের শ্রীভবানী মাহাত টেকনিক্যাল গ্রুপে সপ্তম স্থান (৭০৮) অধিকার করেছে।

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের এই বৎসরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় (১৯৬৯) মোট ৫৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে একজন পরীক্ষা দেওয়া স্থগিত রাখে। মোট ৫৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩০ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়; ২৫ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং দু'জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। একজন ছাত্র কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দেবে এবং বাকী ছাত্রেরা বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২৫টি লেটার নম্বর পেয়েছে এবং পাঁচ জন ষ্টার মার্ক পেয়েছে।

এই বৎসর সর্ব্বভারতীয় ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষায় বিদ্যাপীঠের ছাত্র শ্রীমান সবিৎ কুমার চক্রবর্ত্তী (আদ্রা) ও শ্রীমান স্নেহময় বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করে বৃত্তি লাভ করেছে। গত তিন বৎসর যাবৎ বিদ্যাপীঠের ছাত্রেরা উক্ত সর্ব্বভারতীয় বৃত্তি লাভ করেছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, জগদীশ বসু ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ প্রতিযোগিতায় এই বৎসরে বিদ্যাপীঠের ছাত্র শ্রীমান প্রসেনজিৎ বিশ্বাস ও শ্রীমান তপন কুমার মণ্ডল বৃত্তি লাভ করেছে।

টেকনিক্যাল বিভাগ

শ্রীমান প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় - দ্বিতীয়, শ্রীমান নিমাই নন্দী চতুর্থ, শ্রীমান ভবানী মাহাত সপ্তম, শ্রীমান সুশান্ত পাল দশম। কৃষি বিভাগ—শ্রীমান ভাস্কর সেন —দ্বিতীয়, শ্রীমান অনীশ দাস— অষ্টম।

সর্ব্বভারতীয় পরীক্ষায় সৈনিক স্কুলের ফলাফল

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একমাত্র সৈনিক স্কুল—পুরুলিয়া সৈনিক স্কুল থেকে ছাত্রেরা ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরিচালিত সর্ব্বভারতীয় এণ্ট্রান্স পরীক্ষা (৪২তম কোর্স) এইবার প্রথম দেয়। গত ডিসেম্বর মাসে এই পরীক্ষা হয় এবং ২৮শে জুন তারিখে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। সর্ব্ব ভারতে মোট ৫০৫০ জন পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষা দেয় এবং খড়গ্ভাসলার ন্যাশানাল ডিফেন্স একাডেমীর "অল ইণ্ডিয়া মেরিট লিষ্ট" অনুসারে মাত্র ৫৩৫ জন পরীক্ষার্থী যোগ্যতা সম্পন্ন মার্ক পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। এই উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে পুরুলিয়া সৈনিক স্কুলের ১১ জন পরীক্ষার্থী আছে; এবং এদের মধ্যে শ্রীমান হীরক সেন সর্ব্বভারতীয় পরীক্ষায় পঞ্চদশ স্থান অধিকার করেছে। শ্রীমান সেন এক জন কুশলী চিত্রশিল্পীও বটে। সৈনিক বিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনীতে অঙ্কন বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্যও বহু পুরস্কার লাভ করেছে।

ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর আর্ম্মী, নেভী ও এয়ার ফোর্স—এই তিন বিভাগে আসনের শূন্যতা অনুসারে মাত্র ২৫০ জন ছাত্রকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এদের মধ্যে পুরুলিয়া সৈনিক স্কুলের ৯ জন ছাত্র আছে। খড়গভাসলার (পুণার) ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমীর "কল-আপ" নোটিশ অনুসারে পুরুলিয়া সৈনিক স্কুলের ৯ জন ছাত্র গত ১৬ই জুলাই তারিখে ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমীতে ভর্ত্তী হয়েছে। সেখানে তাদের তিন বৎসর "জয়েন্ট কোর্স" নিতে হবে এবং তার পর এক বৎসর আর্ম্মী, নেভী অথবা এয়ার ফোর্সের সংশ্লিষ্ট ট্রেণিং কেন্দ্রে ট্রেণিং নিতে হবে। এইভাবে চার বৎসর ট্রেণিং নেবার পর ছাত্রেরা ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের জন্য "প্রেসিডেণ্টস্ কমিশন" পাবে।

পুরুলিয়া সৈনিক স্কুলের কৃতি ছাত্রদের নাম -

ক্রমিক নং	রোল নং	নাম	এয়ার ফোর্স	নেভী/আর্মী
১	৩০৫১	হীরক সেন	১৫	২৩
২	৩০৪০	সন্দীপ সেনগুপ্ত	—	৩০
৩	৩০৪৪	অনিমেশ ভট্টাচার্য্য	২৬	৪৮
৪	৩০৫৪	স্বরূপ মজুমদার	—	৫৭
৫	৩০৫৭	অভীজিৎ রায়	৬১	১২৬
৬	৩০৩৪	ছুঙ্গা আও	—	১২৮
৭	৩০৫২	কুলদীপ সিং	৮৮	১৪২
৮	৩০৪৩	শুভ ঘোষ	১৫৪	২০৯
৯	৩০৪৬	সৌমেন ব্রহ্ম	—	২৩৬
১০	৩০৫৩	প্রতি বিন্দু	২৩৫	৪৪৬
১১	৩০৫০	অনিরুদ্ধ	—	৪৮১

পুরুলিয়া সৈনিক স্কুল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ছাড়াও আসাম, মনিপুর, নাগাল্যাণ্ড ও উড়িষ্যার বহু ছাত্র অধ্যয়ন করে।

—–*—–

ভূমি ব্যবস্থাঃ ভেষ্টিং ও জেলার সমস্যা

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

আমাদের জেলায় জমি সরকারে ভেষ্ট হওয়া অর্থাৎ সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার ব্যাপার, জনগণের জমি জঙ্গলের অধিকার ভুক্ত হওয়ার ব্যাপার এবং সেটেলমেণ্ট বিভাগের মাপে জমি নির্দ্ধারিত হওয়ার ব্যাপার—এই তিন ব্যাপার নিয়ে জেলায় ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এই এই ব্যাপক বিক্ষোভ অনুধাবন করে জেলার রাজস্ব বিভাগ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হয় যে, ভুলভাবে যাদের জমি ভেস্টিং হ'য়েছে, লিখিত ভাবে সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা রাজস্ব বিভাগকে জানান। প্রায় শতখানেক আবেদন পত্র বান্দোয়ান থেকে আমাদের কর্মীরা ও অন্যান্য ব্যক্তিরা লিখলেন। আমরা সেগুলি রাজস্ব মন্ত্রীর কাছে দিলাম।

রাজস্ব মন্ত্রী এর তদন্তের জন্য ল্যাণ্ড রেকর্ডস এ্যাণ্ড সার্ভের ডিরেক্টারকে পুরুলিয়া পাঠালেন। তিনি এখানে এসে জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে এক বৈঠকে আমন্ত্রণ করলেন—তাতে ডি, সি ও অন্যান্য অফিসারেরাও উপস্থিত ছিলেন। তাতে বহুজন নানা অভিযোগ উত্থাপন করেন। ভুলভাবে ভেষ্টিং হচ্ছে - অন্যায় ভাবে জঙ্গল বিভাগ জমি নিচ্ছে এবং সেটেলমেণ্টের কাজ বহুলাংশে দুর্নীতির পরিবেশে করা হয়েছে ব'লে ঐ বৈঠকে গুরুতর অভিযোগ ওঠে। এই বৈঠকের পর ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ এণ্ড সার্ভের ডিরেক্টার রাজস্ব মন্ত্রীর কাছে একটি দীর্ঘ বিবরণী প্রদান করেন। রাজস্ব মন্ত্রী ঐ দীর্ঘ বিবৃতিটি আমাদের কাছে প'ড়ে শোনান। আমরা উত্তর দিই যে, পুরুলিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে ডিরেক্টারের ঠিক মতো ধারণা না থাকায়—তিনি ঐ বৈঠকে সমবেত প্রতিনিধিদের বক্তব্যের তাৎপর্য্য সঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি।

এর দিন কতক পূর্ব্বে জেলার ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজস্ব মন্ত্রীর সঙ্গে একদিন আমি আলোচনা করি। তিনি বলেন যে, "ভুলভাবে ভেষ্টিং হচ্ছে ব'লে আপনাদের ওখান থেকে যখন ব্যাপক অভিযোগ হচ্ছে—তখন আপনি কতকগুলি ঘটনা অনুধাবন ক'রে আমাকে জানান যে, কি পরিস্থিতিতে ঐ রকম ভেষ্টিং হচ্ছে।" এ সম্পর্কে আমি বিভিন্ন সব রকম ব্যাপারগুলি অনুধাবন করার সময় না পেলেও, কতকগুলি ব্যাপার অনুধাবন করি এবং এ, ডি, সির সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা করি এবং ভেষ্টিং সম্পর্কে কতকগুলি গুরুতর ভ্রান্তিজনক ব্যাপার ঘটেছে বলে উপলব্ধি করি। সেগুলি রাজস্ব মন্ত্রীকে জানাবার জন্য কলকাতা যাই; ইতিমধ্যে রাজস্ব মন্ত্রী বনবিভাগের মাধ্যমে ভুল ভেষ্টিং সম্পর্কে ল্যাণ্ড রেকর্ডসের ডিরেক্টরের তদন্তের একপৃথক রিপোর্ট আমাদের পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী বিভূতিদার কাছে পাঠিয়ে তাঁর অভিমত চান। বিভূতিদা একটি লিখিত বিবৃতি তৈরী করেন। ভুল ভেষ্টিং এর তথ্য সন্নিবেশ ক'রে আমিও একটি লিখিত বিবৃতি প্রস্তুত করি।

গত ২৪ শে জুলাই তারিখে রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার মহোদয়ের সঙ্গে আমরা এক বৈঠকে মিলিত হই। এই বৈঠকে আমাদের পক্ষে ছিলেন-পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীসমরেন্দ্র নাথ ওঝা, এম, এল, এ, শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত, এম, এল, এ, শ্রীগোবর্দ্ধন মাঝি, এম, এল, এ, আর আমি। এই বৈঠকে রাজস্ব মন্ত্রী উপরি উল্লিখিত ল্যাণ্ড রেকর্ডসের ডিরেক্টারের দীর্ঘ বিবৃতগুলি প'ড়ে শোনান। আমরা আমাদের লিখিত বিবৃতিগুলি রাজস্ব মন্ত্রীকে দিই। সমস্ত বিষয়গুলির ওপর দীর্ঘ আলোচনা হয়। রাজস্ব মন্ত্রী অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ও আগ্রহের সঙ্গে আমাদের বক্তব্য সব শুনলেন এবং আলোচনা করলেন। ভেষ্টিং সম্পর্কিত গোলমালগুলির আশু প্রতিকারের জন্য রাজস্ব মন্ত্রীর প্রস্তাব এবং আমাদের প্রস্তাব মিলিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তখন যা করণীয় উপলব্ধি হোল সেগুলির এখানে আলোচনা করছি। এবং স্থির হল, আরো ভালভাবে দেখে শুনে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে আরো যা করার মনে হবে তা করা হবে এবং আইনের দিকগুলিও বিশদ ভাবে দেখে নেওয়া যাব

ভেষ্টিং সম্পর্কিত যে সব গোলমাল সারা পশ্চিম বাংলায় এবং আমাদের জেলায় ঘটেছে তা ছাড়াও, পুরুলিয়া জেলায় যে সমস্ত বিশেষ গোলমাল ঘটেছে—সে বিষয়ে ব্যাপক গুরুতর ব্যাপার যা আমরা রাজস্ব মন্ত্রীকে জানালাম—তা এই। আমাদের জেলায় গরীব চাষীদের কাছ থেকেই আজ ব্যাপক ভাবে আলোড়ন উঠেছে—তারা বলছে—তাদের ন্যায় সঙ্গত অধিকারের জমি নিয়ে নেওয়া হয়েছে। তদন্ত করতে গিয়ে দেখা গেল—একটা কারণেই গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে এবং বহু গরীব চাষী বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। এর পটভূমিকা এই।

১৯৫৩ সালে যখন পশ্চিম বাংলার ভূমি আইন নূতন ক'রে হ'তে যায়—(এষ্টেট এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট—তখন সকলকে সাবধান করে বলা হয় যে, এই আইন প্রণয়ন ও প্রবর্তন করতে কয়েক বছর লাগবে; ১৯৫৩ সাল থেকে সেই কয় বছরের মধ্যে যে সব জমি কেনা বেচা হবে—সেই সব যেন নূতন আইনে যা হতে চলেছে—তার দৃষ্টিতে করা হয়। আইনকে ফাঁকি দেবার জন্য সিলিং এর বাইরের জমি যদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়, তাহলে জেনে বুঝে এ হেন জমি কেনার অপরাধে ক্রেতা অপরাধী হবেন; এবং ক্রয় বিক্রয়কে দুরভিসন্ধি প্রণোদিত (malafide) বলে ধরা হবে। আর তা যদি না হয়- তাহলে সেই ক্রয় বিক্রয়কে সদিচ্ছা প্রণোদিত (Bonafide) ব'লে ধরা হবে। যদি সদিচ্ছা প্রণোদিত ব'লে গণ্য হয়—তাহলে বিক্রেতার জমির সিলিং এর ভেতর থেকে জমি নিয়ে নেওয়া হবে।

১৯৫৩ সালে পুরুলিয়ার লোক জানতেন না যে শীঘ্র মধ্যে পুরুলিয়া বাংলায় যুক্ত হয়ে যাবে অথবা ছোট নাগপুর টেনেন্সী এ্যাক্ট আর চলবে না। সেজন্য ১৯৫৩ থেকে '৫৬ সালের মধ্যে যে কেনা বেচা হয়েছে—তা লোকে নিতান্তই স্বাভাবিকভাবে কেনা বেচা করেছে। একে দুরভিসন্ধি প্রণোদিত বলা কখনই চলে না।

দ্বিতীয়তঃ পুরুলিয়ার বঙ্গ ভুক্তির পরও ছোট নাগপুর টেনেন্সি এ্যাক্ট অনুসারেই পুরুলিয়া জেলার কাজ কর্ম্ম দীর্ঘকাল ধরে চলতে দেওয়া হল। সেজন্য লোকে ধারণা করেছিল যে, এখানে এই আইনই উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছে এবং তা চলবে। সুতরাং এই সময়কাল মধ্যেও বহু সাধারণ মানুষ সরল ভাবে কেনা বেচা করেছে। তাদেরও সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবে বিষয়গুলি বিচার ক'রে দেখতে হবে এবং তা না দেখা পর্য্যন্ত সেগুলির সকলকে দুরভিসন্ধি-প্রণোদিত (malafide) বলা চলে না।

কিন্তু সেটেলমেণ্ট বিভাগ বেশী জমি ভেষ্টিং করাবার বাহাদুরী নেবার জন্যেই হোক বা অজ্ঞতার জন্যেই হোক—একেবারে এই সমস্ত কেনা বেচাকে এক কলমে দুরভিসন্ধি প্রণোদিত ক্রয় বিক্রয় বলে ঘোষণা করেছেন। ফলে ক্রেতারা (যাদের মধ্যে অধিকাংশ দরিদ্র তারা) আজ ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে চলেছেন। তাদের জমি ভেষ্ট করেছে।

ছোট নাগপুর টেনেন্সী এ্যাক্ট অনুসারে জেলার বহু লোক আর যে একটি অধিকার অর্জ্জন করেছেন তা কোরফার স্বত্ব। রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলে পাওয়া জমির স্বত্বের যাচাই যে ভাবে হয়, দলিল পত্র দেখে—কোরফার স্বত্বে এই ধারা প্রয়োগ করতে গিয়ে বহু জমি সরকারে ভেষ্ট হয়েছে। এই সমস্যাগুলি বিশেষ বিবেচনার বিষয় এবং এ সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ শীঘ্রই করতে হবে—সে বিষয়ে রাজস্ব মন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করলেন।

একটি যে ব্যাপারে পশ্চিম বাংলায় কিছু কিছু গোলমাল হয়েছে তা হচ্ছি—সে ব্যাপারটি হচ্ছে এই :—মধ্যস্বত্বে চাষীদের ৬ (৫) ধারা অনুসারে বি ফরমে জমি সম্পর্কে বিবরণ দেওয়ার নির্দেশ আছে। বহু চাষী এসবের সন্ধান না রাখার ফলে বি করমে বিবরণ দেননি। তারপর ভেষ্টিং এর আগে চাষীদের আবার একটা সুযোগ দেওয়া হয়—তাদের এ সম্পর্কে বক্তব্য কি জানাবার জন্য এই সুযোগও অনেককে দেওয়া হয়নি—এই অভিযোগ। এই অবস্থায় এদের জমি ভেষ্ট ক'রে যাওয়া উচিত হবে না—রাজস্ব মন্ত্রী ও আমরা সকলেই উপলব্ধি করি।

এই বিষয় সম্পর্কে রাজস্ব মন্ত্রী বলেন—আপনাদের জেলার সকলকে জানিয়ে দিন যে এই ভাবে যাদের জমি ভেষ্ট করেছে—৬ (৫) ধারা অনুসারে বি ফরমে এ, ডি, সির কাছে আবেদন করুন। জঙ্গলের বিষয় সম্পর্কে রাজস্ব মন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের যে আলোচনা হল—তা এই।

আমরা রাজস্ব মন্ত্রীকে জানালাম যে, বন বিভাগ থেকে জঙ্গল সীমা বিষয়ে নোটিফিকেশন দেওয়া এবং তদনুসারে দখল দেওয়ার দায়িত্ব বিষয়ে নানা গোলমাল সৃষ্টি করা হয়েছে। ২৯ (১) জঙ্গল আইন অনুসারে নোটিফিকেশন করেও দীর্ঘ এত বৎসর ধরে বনবিভাগ সেই জমি নেবার কোনো কালে চেষ্টাই করেননি। এই সাম্প্রতিককালে করছেন মাত্র। সেজন্য জনসাধারণ নোটিফিকেশনের দ্বারা সৃষ্টি পরিবর্তন অনুভব করেন নি। এবং তারা আগের ধারায় জঙ্গল সীমানাস্থিত জমি দখল ক'রে ও জমি তৈরী ক'রে গেছেন—ছোটনাগপুর টেনেন্সি এ্যাক্টের ধারণাটা সামনে রেখে।

তারপর, এমন কি, বিগত মাসের সময়ও বন বিভাগ একবারে চুপ ক'রে ছিলেন—নিজেদের দাবী অনুসারে মাপের কোনো চেষ্টা করেন নি। এবং জঙ্গলের জমি দখলকারীদের নাম খতিয়ানে উঠেছে—এরা সব দখলকারী এই ব'লে।

তাছাড়া আর একটি গোলমাল ঘটেছে। জঙ্গল সীমানার ভেতর নোটিফিকেসনের আগে থেকেই যারা জমি তৈরী করেছে—তাদের ব্যক্তিগত অধিকার বিষয়ে পৃথক পৃথক বিবেচনা না ক'রে, পাইকারীভাবে একটা প্লট, অঞ্চল হিসাবে নোটিফিকেসন দেওয়া হয়েছে। ফলে জঙ্গলের অভ্যন্তরে বহু লোকের ন্যায় সঙ্গত অধিকার বিপন্ন হোল। বন বিভাগের নোটিফিকেসনের পরও বন বিভাগ বহু দরিদ্র মানুষকে সরকারী জমিতে চাষের ক্ষেত করার—তাদের জমির ক্ষুধা মেটাবার অবাধ সুযোগ দিয়েছেন। সময়ে তাদের সাবধান করেননি; তাতে বহু লোকে তাদের জীবনের সঞ্চয় ঢেলে দিয়ে জঙ্গলের কাঁকর পূর্ণ মাটিকে বহু পরিশ্রম করে সফলযোগ্য জমিতে পরিণত করেছে। এই সমস্ত লোকের মধ্যে বহু লোকেরই এখন জঙ্গলের ঐ জমিগুলিই তাদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। এই অবস্থায় এই জমি কেড়ে নেওয়া সমীচীন হয় না। তাছাড়া এই বন বিভাগের জমিতেও নোটিফিকেশনের পূর্ব থেকেই ছোটনাগপুর টেনেন্সী এ্যাক্ট অনুসারে লোকে কোরকার সত্ব অর্জন করেছে। সেগুলিকে পশ্চিম বঙ্গের নূতন ভূমি আইন অনুসারে দেখতে হবে না। এসব আলোচনা হল; এই সব জমি বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গ সরকার বিবেচনা করছেন।

যে সমস্ত বিষয় এখানে আলোচিত হয়েছে—এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যদি কারো কোনো কিছু বলার থাকে—তাহলে বাধিত হবো। এখানে আলোচিত বিষয় ছাড়াও যদি জেলার ভূমি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় নূতন কোনো সমস্যা বা ব্যবস্থার কথা বলতে চান—তাহলেও আনন্দিত হবো।

———•———

WANTED

Wanted two Arts Graduate for Madhutati High School to fill up two deputation vacancies. Apply to the Secretary with the copies of certificates and mark sheets on or before 11. 69.

Sd Dr. Aswini Kumar Chatterjee
Secretary
Madhutati High School.
P. O, Madhutati, Dist—Purulia.

WANTED

Wanted one B A. and one B. Sc. in deputation vacancy from 15. 8. 69 to 15. 5. 70. Apply to the Secretary Talajuri Srimati High School P. O. Gourangdih, Dist Purulia on or before 10th. August. 1969.

যুক্তফ্রন্ট সরকারের আবেদন

জঙ্গলের জবর দখল বন্ধ করুন, বনভূমি রক্ষা করুন

কয়েকটি জেলা হতে জঙ্গলের জমি, এমন কি ভালো জঙ্গল নষ্ট করে তার জমি জবর দখলের সংবাদ এসেছে। দেশের আবহাওয়ার যা অবস্থা তাতে জঙ্গল রক্ষা করা ও জঙ্গল বাড়াবার প্রয়োজনীয়তা সকলেই বুঝতে পারেন। এ বিষয়ে সরকার ও জনসাধারণের অনেক কিছু করার আছে। এই অবস্থায় জঙ্গলের নামে রক্ষিত জমি যদি লোকে যে যার খুসী মতো দখল করতে আরম্ভ করেন তাহ'লে সুষ্ঠুভাবে কিছু করা মুস্কিল হয়। সরকার তাই জনগণের ও সমস্ত সংগঠনের সাহায্য চায়।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে এ খবর আছে যে এমন কিছু চাষের জমি আছে যেখানে কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরে চাষ আবাদ করছেন, যেখানে জঙ্গল নাই, অথচ তা জঙ্গল বলে রেকর্ড থাকায় কৃষকেরা অসুবিধায় পড়েছেন, তাতে কয়েক বছরের জমিদারী উচ্ছেদের ফলে যে লক্ষ লক্ষ একর জমি বন বিভাগের হাতে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে এমনি বেশ কিছু জমি আছে বলে ধারণা। দ্বিতীয়তঃ অনেকে মনে করেন যে জঙ্গলের রেকর্ড ভুক্ত এমন কিছু জমি আছে যা চাষের কাজে বেশী উপযোগী হবে, বিশেষতঃ কংসাবতী সেচ প্রকল্পের ফলে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে এর সম্ভাবনা বেড়েছে। এমনি জমি নির্দিষ্ট করে জমিহীন কৃষকদের দেওয়া উচিত বলে তারা মনে করেন। অন্যদিকে রাজস্ব বিভাগের হাতে এমন জমি থাকতে পারে যাতে জঙ্গল তৈরি করলে ভালো হবে। এই সব বিষয় সরকার গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে চায়।

যুক্তফ্রন্ট সরকার জমিহীন কৃষকদের জমির ক্ষুধার কথা জানে। ফসল উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তাও সে বোঝে. তেমনি দেশের সামগ্রিক স্বার্থে জঙ্গলের প্রয়োজনীয়তাকে সরকার অবহেলা করতে পারে না। এই উভয় দিকের কথা মনে রেখে যুক্তফ্রন্ট সরকার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের জন্য বন বিভাগ, কৃষি বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ ও সেচ বিভাগের অফিসারদের নিয়ে বাস্তব অবস্থা জানার জন্য তথ্য কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত করেছেন। এই কমিটিগুলির গৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সরকার বিধিবদ্ধভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। জনসাধারণ ও জন প্রতিনিধিরা এই সমিতির কাছে তাদের লিখিত বক্তব্য রাখতে পারেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে যদি কৃষকরা স্থানীয়ভাবে নিজেদের ধারণা মতে জঙ্গলের জমি দখল করতে থাকেন তাহলে এই সামগ্রিক প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে যাবে। সরকার তা হতে দিতে পারে না। তাই সরকার সমস্ত কৃষক জনসাধারণ ও বিভিন্ন সংগঠনের কাছে আবেদন করছে যেন তাঁরা সরকারী বনভূমিতে জবরদস্তী দখলদারী বন্ধ করতে সাহায্য করেন।

জলপাইগুড়ি জেলার দলমোর জঙ্গলের কথা স্বতন্ত্র। এটা একটি ভালো জঙ্গল. অথচ কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির প্ররোচনায় এই জঙ্গলকে জবর দখল করে গাছপালা কেটে নষ্ট করা হচ্ছে। জঙ্গলের একপাশে কিছু জমিহীন লোককে বসতির সুযোগ দিয়ে সরকার আলোচনার মাধ্যমে এর সমাধান করতে চেয়েছিল. কিন্তু মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী এই প্রচেষ্টা সফল হতে দেয় নাই। গত বিধ্বংসী বন্যার পটভূমিকায় এমনি ধ্বংসমূলক কাজ জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। এ জিনিষ কোন পার্টি বা সরকার বরদাস্ত করতে পারে না। এ জঙ্গলকে রক্ষা করতেই হবে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকারকে নিতেই হবে। সরকার জনগণের সহযোগিতা কামনা করছে।

নিবেদক—

স্বাক্ষর শ্রীভবতোষ সরেন, ১১।৭।৬৯

স্বাক্ষর হরেকৃষ্ণ কোঙার, ১১।৭।৬৯

স্বাক্ষর জ্যোতি বসু, ১২।৭।৬৯

স্বাক্ষর বিভূতি দাসগুপ্ত, ১২।৭।৬৯

স্বাক্ষর কানাইলাল ভট্টাচার্য্য, ১২।৭।৬৯

স্বাক্ষর বিশ্বনাথ মুখার্জী, ১২।৭।৬৯

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) বি. ২৪৮৭(২৭)/৬৯

Government of West Bengal

Office of the Deputy Commissioner, Purulia

Judicial (M V.) Department.

Notice

Applications have been received as shown below for the grant of permanent stage carriage permits on the following routes. The applications will be available for inspections in the office of the undersigned on any working day of the office during office hours.

Any representation and/or objection to be made in connection with said applications u/s 57 (3) of the Motor Vehicles Act. 1939 may be submitted so as to reach the undersigned on or before the 30th August. 1969. (30.8.69)

The applications together with the objection and/or representation if any, in connection with the said applications will be considered by the Regional Transport Authority, Purulia in its meeting to be held on or after 30.8.69. The date, time and place of hearing will be notified in due course.

No objection and/or representation will be considered unless it is made in writing before the appointed date and unless a copy thereof is furnished simultaneously to the applicant by the person making such representation.

Sd/—S. Sircar
Secretary
Regional Transport Authority, Purulia.

Date 26.7.69

Details of Routes

Sl. No.	Names of routes	No. of applications received.
1.	Purulia to Bagmundi via Jhalda (4 Nos)	10
2.	Purulia to Suisa via Bagmundi 1 No.	16
3.	Kotsila to Purulia via Garjaipur 1 No. (During Night)	Nil
4.	Purulia to Bhurkundaghat via Raghunathpur Gobranda 1 No.	8
5.	Ghat Rangamati to Purulia via Kashipur Ladhurka 1 No.	4
6.	Purulia to Manbazar via Cheka, Majhihira 1 No.	2
7.	Purulia to Dhadka via Latapara 1 No.	1
8.	Purulia to Puncha 2 No.	6
9.	Purulia to Santaldih via Nadiha 1 No.	11
10.	Purulia to Disergarghat via Raghunathpur (during afternoon) 1 No.	13
11.	Purulia to Pairachali via Manbazar 1 No.	8
12.	Purulia to Brajapur via Jhalda 1 No.	19
13.	Purulia to Ghat Rangamati via Raghunathpur, Adra, Kashipur, Gourangdih. 1 No.	15
14.	Purulia to Baghmundi via Balarampur 1 No.	5
15.	Adra to Manbazar via Hura, Puncha 1 No.	2
16.	Purulia to Dumurdi Nadighat via Chakoltore, Suklara, Tokoria, Puriara, Kaipara. 1 No.	8

—0—

Regd No. C—4290
Phone No.—175
মুক্তি
C. R. No—R. N. 2539/57

WANTED

Two experienced Arts graduate teachers (one capable to teach English and Mathematics and the other capable to teach Bengali and English in the top classes) to fill up two deputation vacancies in Chittaranjan High School, Purulia.

Applications with testimonials must reach the undersigned on or before the 8th August, 1969.

Sd/Dr Sukumar Roy
Secretary
Chittaranjan High School.
Purulia

শিক্ষক চাই

ঝাঁপড়া হাই স্কুলের জন্য ডেপুটেশন ভ্যাকান্সীতে একজন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকের প্রয়োজন। আবেদনকারীর স্বহস্তে লিখিত দরখাস্ত নিম্ন ঠিকানায় পৌছার শেষ তারিখ ৯।৮।৬৯ এবং ইন্টারভিউ-এর তারিখ ১৩।৮।৬৯ (বেলা ১০টা)

সেক্রেটারী
ঝাঁপড়া হাই স্কুল
পোঃ—ঝাঁপড়া
জেলা—পুরুলিয়া

WANTED

An experienced graduate teacher against deputation vacancy for Keshargarh Krishnananda Vidyapith, P. O. Rakab, Dist. Purulia. Pay according to G. A. Rules. Apply to the Secretary by 9.8.69.

Swami Tapasananda
Secretary
Sri Krishnananda Vidyapith
Rakab

WANTED

An Arts Graduate, (fair knowledge in English, History is required) in a deputation vacancy. Apply to the undersigned within 10.8.69.

Dr. Panchanon Mukherjee
Secretary
Bagda High School.
(C. K. Vidyapith)
Po.—Bagda
Dist.—Purulia.

WANTED

Wanted for Khudibandh Jr. High School, Khudiband the following teachers on deputation vacancy—

1) One B Sc.
2) One B A.

Apply to the Secretary to reach on or before 10th August. 969.

Secretary
Khudibandh Jr. High School
Po.—Ghongha
Dist—Purulia.

ভারতী হোটেল
ও
রেষ্টুরেণ্ট
(অশোক ফুডিংএর সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।
স্বল্প খরচে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত
আহারের ব্যবস্থা আছে।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
৩০শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৬শে শ্রাবণ, ১৩৭৬—১১ই আগষ্ট ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

জেলার খাদ্য সংকট ও প্রতিকার আয়োজন

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় (ক্যাবিনেটে) সিদ্ধান্ত ঃ মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ

রিলিফ মন্ত্রীর আশ্বাস : তাঁর নির্দ্দেশে রিলিফ কমিশনারের আগমন

পটভূমিকা ঃ—গত বৎসর শতকরা ৬০ ভাগ ধান নষ্ট হওয়ায় এবং গরু মহিষ শতকরা ৫০ ভাগ নষ্ট হওয়ায় এবং বৃষ্টি বিলম্বে হওয়ায় কর্ম্মহীন মানুষদের কাজ দেবার জন্য সারা জেলায় রিলিফ কাজের ব্যবস্থা হয়—রিলিফ মন্ত্রী জনাব আবদুর রেজাক খান মহোদয়ের নির্দেশ ও আশ্বাসে। কৃষিমন্ত্রী শ্রীকানাই লাল ভট্টাচার্য্য মহোদয় পুরুলিয়া জেলার জন্য বিশেষ সহায়তা ব্যবস্থার উদ্যোগ করেন—সরকারের অর্থের গভীর অসাচ্ছল্য সত্ত্বেও। রিলিফ চলতে থাকে।

তারপর বৃষ্টি অবশ্যই হবে এই আশায় ১৫ই জুলাই থেকে রিলিফ কাজ বন্ধের সিদ্ধান্ত হয়। তবু পরিস্থিতির জন্য কাজ আরো চালান হয়। কাজ বন্ধ হবার পর দেখা যায়—প্রকৃতি প্রতিকূল; আদৌ বৃষ্টি নেই। সেজন্য ২৮শে জুলাই তারিখে জেলা খাদ্য ত্রাণ কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়—এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে রিলিফ আরো চালান দরকার। কারণ রিলিফ কাজ বন্ধ করে আনার জন্য লোকের মধ্যে কষ্ট দেখা দেয়। এ বিষয়ে পরিস্থিতি পর্য্যালোচনার জন্য ৫ই আগষ্ট তারিখে জেলা খাদ্যত্রাণ কমিটির জরুরী বৈঠক আহ্বান করা হয়।

সরকারে যোগাযোগ ঃ—আমাদের পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী বিভূতিদা, এই জেলার যুক্তফ্রন্টের সমস্ত এম, এল, এরা এবং আমরা পুর্ণ থেকেই রিলিফ মন্ত্রী ও কৃষি মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে যাচ্ছিলাম। তাঁদের বাজেটের সীমিত অবস্থা দেখে এবং তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিষয়টি ক্যাবিনেটে উত্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়।

মন্ত্রিসভায় বা ক্যাবিনেটে উত্থাপন ঃ—বিগত ৩১শে জুলাই তারিখের ক্যাবিনেটে জেলার বিষয়টি উত্থাপনের জন্য আমি একটি স্মারক লিপি ৩০শে জুলাই মুখ্যমন্ত্রী ও সকল মন্ত্রীকে দিই এবং প্রায় সকল মন্ত্রীর সঙ্গে পৃথক পৃথক সাক্ষাৎ করি।

মুখ্যমন্ত্রী ও সকল মন্ত্রীর কাছ থেকে গভীর সহানুভূতিসূচক আশ্বাস লাভ করি। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার

মুখোপাধ্যায় সঙ্গে সঙ্গে রিলিফ মন্ত্রীর কাছে একটি 'নোট' দেন যে, তিনি যেন পুরুলিয়া জেলার জন্য ব্যাপক রিলিফের একটি কর্ম তালিকা প্রস্তুত ও প্রেরণ করেন। পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী বিভূতিদা বিষয়টি ৩১শে জুলাই ক্যাবিনেটে উত্থাপন করেন। তারা আশা করেন শীঘ্র বৃষ্টি হবে এবং ইতিমধ্যে যে রিলিফ প্রয়োজন তার ব্যবস্থার জন্য ক্যাবিনেট পরামর্শ করেন।

জরুরী খাদ্যত্রাণ কমিটির বৈঠক ঃ ৫ই আগষ্ট বৈঠক হয়। তখনও পর্য্যন্ত জেলায় বৃষ্টি আদৌ না হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। ব্যাপক রিলিফ ও কৃষি ব্যবস্থার বিষয় আলোচিত হয়। কমিটির উদ্বেগ ও অনুরোধ সম্বলিত একটি দীর্ঘ প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী ও সকল মন্ত্রীকে পাঠাবার সিদ্ধান্ত হয় এবং স্থির হয়—জেলা খাদ্যত্রাণ কমিটির সকল দলের সদস্যরা একযোগে ৮ই আগষ্ট মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

১লা আগষ্ট তারিখে জেলা শাসক শ্রীপার্থসারথী চৌধুরী জেলার অবস্থা বর্ণনা করে এবং আশু প্রয়োজনসমূহ ব্যক্ত করে যে পত্র দিয়েছিলেন তা পাঠ করা হয় এবং জেলার অবস্থা ও প্রয়োজনকে তাতে সুন্দরভাবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশ করার সদস্যরা সন্তোষ প্রকাশ ও অনুমোদন করেন। ক্যাবিনেটে প্রদত্ত আমাদের স্মারকলিপিও এই বৈঠকে আলোচিত ও অনুমোদিত হয়।

এই বৈঠকে আমরা সকলেই উপলব্ধি করি যে, বৃষ্টি যদি এখনো ভালভাবে হয় তাতে আদৌ আশানুরূপ ফসল হবে না। এবং জেলার যে অবস্থা তাতে চাষ হলেও চাষীকে বহুভাবে সহায়তা দিতে হবে; জি আর এখন আরো বেশী সংখ্যায় দিতে হবে এবং ভাদ্র থেকে চাষ না ওঠা পর্য্যন্ত জেলায় ব্যাপক সবরকম রিলিফ দিতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারে অবিলম্বে আরো যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

৭ই আগষ্ট এর ক্যাবিনেট ঃ—৭ই আগষ্ট ক্যাবিনেট আছে বলে আমি ৬ই কলকাতা রওনা হয়ে যাই। ৭ই সকালে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীতে গিয়ে তার সঙ্গে পরিস্থিতির গুরুত্ব আলোচনা করি। অবস্থা সংকটজনক ব'লে তিনি যে উপলব্ধি করেছেন—তা তাঁর বিশেষ উৎসাহ প্রকাশের মধ্যে ব্যক্ত হোল। বললেন—ব্যবস্থা করতেই হবে। জেলা খাদ্য ত্রাণ কমিটির প্রস্তাব ক্যাবিনেটের সকল সদস্যকে দিই। ডি, সির চিঠির কপি কয়েকজনকে দিই। ক্যাবিনেটে বিভূতিদা পুরুলিয়ার বক্তব্য উত্থাপন করেন। বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়। রিলিফ মন্ত্রীকে জেলার ব্যবস্থা বিষয়ে তিনি দ্রুত যে সমস্ত ব্যবস্থা করতে চান—তা করার জন্যে অগ্রসর হ'তে বলা হয়। রিলিফ মন্ত্রী কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেবার জন্য রিলিফ কমিশনারকে অবিলম্বে পুরুলিয়া যাওয়ার জন্য বলেন।

৮ই আগষ্ট এর সাক্ষাৎকার ঃ—পূর্ব ব্যবস্থামত খাদ্যত্রাণ কমিটির বিভিন্ন দলের সদস্য আমরা বেলা ৪টার সময় বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এই বৈঠকে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত এবং খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীন কুমার যোগ দেন। পুরুলিয়া থেকে গিয়ে যোগ দেন—শ্রীঅম্বরীষ মুখোপাধ্যায় (সি, পি, এম), শ্রীস্বপন কুমার রায়চৌধুরী (এস, ইউ, সি) শ্রীনির্মল কুমার মুখোপাধ্যায় (সি, পি, আই) এবং শ্রীদমবেন্দ্র নাথ ওঝা, এম, এল, এ, শ্রীপ্রবীর কুমার মল্লিক এম, এল, এ, শ্রীঅরিপদ বাউরী এম, এল, এ (এস, ইউ, সি), শ্রীতিনকড়ি বাউরী এম, এল, এ (বাংলা কংগ্রেস)। বাংলা কংগ্রেসের একজন প্রতিনিধি পুরুলিয়া থেকে এই উদ্দেশ্যে গেছলেন। তিনি বৈঠক চলাকালীন যোগ দেন। সেজন্য নাম জানি না। পরে নাম প্রকাশ করব।

মুখ্যমন্ত্রী এ বৈঠকে বলেন যে, গতকাল ক্যাবিনেটে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পূর্ব থেকে নির্দ্ধারিত ছিল। পরে অন্য কয়েকটি বিশেষ আলোচনা দেখা দিলেও, সেগুলির আলোচনা ক্যাবিনেটে সম্ভব হয় নি। কিন্তু পুরুলিয়ার বিষয়টিকে আমরা খুবই জরুরী উপলব্ধি করেছি ব'লে সেই অবস্থ তেও পুরুলিয়ার বিষয় আলোচনা করেছি। আমরা সাধ্যমত ব্যবস্থা যা কিছু দরকার করছি। পুরুলিয়ার প্রতিনিধিরা অবস্থার গুরুত্ব বিষয়ে যার যা বক্তব্য ছিল রাখেন। খাদ্যমন্ত্রী এখানের প্রয়োজনীয় খাদ্য দেবেন একথা বলেন। পঞ্চায়েৎ মন্ত্রীও আলোচনা করেন। পুরুলিয়ার

(শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়—

এই বাৎসরিক খাদ্য সংকট দূর হোক ঃ

চাই দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা

এই জেলার প্রত্যেকটি মানুষের আজ অহর্নিশ কামনা—আমাদের জেলার জীবনে যে খাদ্য সংকট ভয়াবহভাবে আমাদের প্রায় প্রতি বৎসর বিপন্ন করছে—তার আশু অবসান হোক।

এই আমাদের সকলের কামনা। কিন্তু শুধু এই কামনার দ্বারাই তো অবস্থার পরিবর্তন হবে না। আমাদের কামনার সঙ্গে আমাদের কাছে আজ এই বড় প্রশ্ন যে, কি ক'রে এই পরিবর্তন আসবে?

যখন প্রায় প্রতি বৎসর আমরা সরকারে জানাই যে, আজ ভয়াবহ সংকট—আমাদের জেলার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা করুন; তখন দেশের সাংবাদিকেরা ও বাইরের অন্যান্য অনেক লোকে বিস্মিত হন যে, এদের চিরকালই দুর্ভিক্ষ? ব্যাপার কি? তাঁরা জানেন না বা বিশ্বাস করতে পারেন না যে, এই জেলার কী শোচনীয় অবস্থা! তাঁরা পশ্চিম বাংলার অন্যান্য জেলার অবস্থার দৃষ্টিতে একথা ভাবেন। কিন্তু জানেন না যে এই জেলা চিরকাল কিভাবে শোষিত হয়েছে—উপেক্ষিত হয়েছে। দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে। ২০ বৎসর স্বাধীন জীবনের কোনো সুযোগ পায় নি।

ইংরেজ আমলে আদিবাসী হরিজন অধ্যুষিত পিছিয়ে পড়া এ দেশকে কর্ম্মচারীরা, চালাক মানুষেরা শোষণের অবাধ ক্ষেত্ররূপে পেয়েছিল। স্বাধীনতার পর সীমা কমিশনের রক্তাক্ত নিষ্ঠুর অবিচারী খড়্গে জেলার দেহ ছিন্ন ভিন্ন খণ্ডিত হ'য়ে গেল। বিহার কংগ্রেস সরকার একে অত্যাচার ক'রে, লুঠ ক'রে চলে গেলেন। যেটুকু অংশের বাকি ছিল—বাংলার কংগ্রেস সরকার সমাধা করলেন। কাঁকর মাটিতে চাষ; সেচ নেই, শিল্প নেই. সে লাক্ষা নেই; আয় নেই; বহু লোকের ভিক্ষা ছাড়া উপায় নেই। শাসনের হাতে শোষণ আর উপেক্ষা ছাড়া কথা নেই। এ জেলার মানুষের জন্য চাকরী নেই। একটু জল কম হ'লেই ডাঙ্গা জমির ফসল শুকিয়ে মরে। এ জেলা বাঁচে কি করে?

সে জন্য আজ চারিদিক থেকে আওয়াজ উঠেছে—বাৎসরিক ভিক্ষা দিয়ে এই অবস্থার অবসান হবে না। জেলাব্যাপী উন্নয়নের সর্ব্বাঙ্গীন কর্মধারা আজ দ্রুত বেগে চার দিক থেকে গ'ড়ে তুলতে হবে। চাই দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা।

একথা অবশ্যই সত্য যে, এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের বিষয়ে সবচেয়ে বেশী দায়িত্ব সরকারের। তবে এই জেলার মানুষের দায়িত্বও কোনো অংশে কম নয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার সারা বাংলার মধ্যে এই জেলার সবচেয়ে বৈনোর কথা এবং তার আপন দায়িত্বের বিষয় উপলব্ধি করেছেন। সেজন্য যুক্তফ্রন্টের কর্ম্মসূচির ৩২ দফা বিষয়ের মধ্যেই পুরুলিয়ার উন্নয়ন স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এই জেলার মানুষের আজ কর্ত্তব্য রয়েছে নিজেদের উন্নয়নের পরিকল্পনা সমূহ তৈরী করে শাসনের কাছে দ্রুত এগিয়ে দেওয়া। যে চিকিৎসক সেবার জন্য আগ্রহশীল—বেদনায় অস্থির রোগীকে সেই সেবার সুযোগ নিতে নিজেকে উদ্যোগী হতে হবে।

সেজন্য আজ এই জেলার চিন্তাশীলদের—রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের কর্ম্মীদের এ বিষয় অগ্রসর হ'তে আহ্বান জানাই। তথ্য সংগ্রহ, পরিকল্পনা সমূহ রচনা, জিলার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ সংগ্রহ, জেলার উন্নয়নের সমস্ত সম্ভাবনার বিষয় সন্ধান প্রভৃতি বহুবিধ কর্ম্মপ্রচেষ্টায় আজ জেলা মুখর হয়ে উঠুক। জেলার সে সব উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিকে দ্রুত কর্য্যকর করিয়ে নিতে আমাদের উদ্যোগ ও সংকল্প জরুরী চাহিদার যোগ্য হোক—এই কামনা করি।

——•——

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

এই নিদারুণ সংকটকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হওয়ায় আমরা আশ্বস্ত হ'লেও, বাঁকুড়া ও অন্যান্য কয়েকটি জায়গার উদ্বেগজনক খাদ্য পরিস্থিতির কথাও মুখ্যমন্ত্রীকে জানাই। মুখ্যমন্ত্রী ঐ বৈঠকের মধ্যেই রিলিফ কমিশনারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন—পুরুলিয়া গিয়ে তিনি যেন রিলিফের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সব ক'রে আসেন এবং রিলিফ কাজ বন্ধ না হয় দেখেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেন যে, রিলিফ কমিশনারের সঙ্গে ত্রাণ কমিটির এক জরুরী বৈঠকে আপনারা বসুন। এবং কর্মধারা ঠিক করুন।

রিলিফ কমিশনারঃ রিলিফ কমিশনার শ্রীজে, কে, রায় ৮ই আগষ্ট পুরুলিয়া আসছেন। জেলার কয়েকটি স্থান সফর করে দেখবেন। এবং ১০ই খাদ্য ত্রাণ কমিটির সদস্যদের সঙ্গে এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন। ডি, সি-ও ৮ই কলকাতা গেছলেন। রিলিফ কমিশনারকে জেলা পরিস্থিতি বিষয়ে বলেছেন। জেলায় ফিরে এসে দেখি ৮ই থেকে বৃষ্টি সুরু হয়েছে। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে যে রিলিফ কর্মধারা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা আমরা সবাই মিলে করব।

জেলার সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতি সাধারণে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে ৯ই তারিখে বেলা ৩ টার সময় আমাদের লোক সেবক সংঘের কলকাতা অফিসে আমি একটি প্রেস কনফারেন্স ডেকেছিলাম। রিলিফ কমিশনার সহ জেলা খাদ্য ত্রাণ কমিটির জরুরী বৈঠকের জন্য এখানে চলে আসবার প্রয়োজনে প্রেস কনফারেন্সটি বাতিল করতে হ'ল।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

শোক সংবাদ

গত ৪ঠা আগষ্ট তারিখে শ্রীযুক্তা রাজবালা দেবী তাঁহার নিলকুঠিডাঙ্গাস্থিত ভবনে দীর্ঘকাল রোগভোগের পর প্রাণত্যাগ করেন। তিনি মানভূমের জাতীয় জাগরণের অন্যতম পুরোধা ৺উপেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সহধর্মিনী ছিলেন এবং সুদীর্ঘকাল ব্যাপী জাতীয় আন্দোলনের বহু ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে তাঁহাকে অতিবাহিত করিতে হয়। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকায় তাঁহার গৃহও আন্দোলনের এক কর্মচঞ্চল কেন্দ্র হইয়া উঠে এবং কর্মীদের অন্যতম আশ্রয় স্থানে পরিণত হয়। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সুদীর্ঘকালের রাজনৈতিক স্মৃতির উপর যবনিকা পাত হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার ৯২ বৎসর বয়স হইয়াছিল এবং তিনি দুই পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মধ্যমপুত্র ৺ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কিছুকাল এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং জেলার নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তি ছিলেন।

আমরা তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শোক সংবাদ

পুরুলিয়ার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ নির্মল কুমার রায় চৌধুরীর মাতা শ্রীযুক্তা সুকুমারী দেবী গত ২ই আগষ্ট তারিখে ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ক'য়েকদিন পূর্বে ঠাকুরঘরে পূজা করিবার সময় তিনি হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া যান এবং পাঁচদিন অচৈতন্য অবস্থায় কাটাইবার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি তদানিন্তন মা-ভূম জেলা বোর্ডের হেডক্লার্ক ও একাউন্ট্যান্ট ৺তোতিনী কুমার রায় চৌধুরীর সহধর্মিনী এবং ধানবাদের বিশিষ্ট এ্যাডভোকেট ৺গুরেন্দ্র নাথ রায়ের কনিষ্ঠা ভগিনী।

তিনি বিশেষ দয়ালু ও ধর্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র ও তিন কন্যা এবং বহু আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন।

আমরা তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ অনুষ্ঠান

আইন মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে উদযাপিত

যুক্তফ্রন্টের বত্রিশ দফা কার্য্যসূচীর অন্যতম বাস্তবে রূপায়ণ

শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের উপলক্ষ্যে আদালত প্রাঙ্গণে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইন ও বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীভক্তি ভূষণ মণ্ডল সভাপতিত্ব করেন।

স্বাগত সম্বর্দ্ধনা

স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপনের সূত্রে জেলা ও দায়রা জজ শ্রীএস; কে, গাঙ্গুলী বলেন যে কলিকাতা হাইকোর্ট ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার উভয়ের সক্রিয় সহযোগিতা ও ঐকান্তিক আগ্রহের ফলে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ সহজ ও সম্ভব হোল। এই পৃথকীকরণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন যে বিচারক যদি প্রশাসনিক স্বার্থের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত থাকেন তবে তার পক্ষে ন্যায় বিচার করা সম্ভব হয় না। বর্তমানে এই পৃথকীকরণের পর বিচারকেরা একমাত্র হাইকোর্টের নিকট দায়িত্বশীল থাকবেন—সুতরাং কোনরূপ চাপ বা প্রভাবের বশীভূত না হয়ে তাঁদের পক্ষে ন্যায় বিচার করা সম্ভব হবে।

বিচার বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারী ও স্পেশ্যাল অফিসার শ্রীকে, জি রায় বলেন যে, এই দিনটি পুরুলিয়া জেলার পক্ষে বিশেষ স্মরণীয় দিন। তিনি আরও বলেন যে—১৮৮৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের দাবী জানিয়ে প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সেই থেকে দীর্ঘ ৮০ বৎসর কাল ধরে এই আন্দোলন চলে আসছে। আজ তা সার্থকতার পথে চলেছে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভাষণ

পুরুলিয়া বার এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীযতীন্দ্র মোহন দত্ত পুরুলিয়া বারের পক্ষ থেকে এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়ে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন বিচার বিভাগকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। স্বতন্ত্র বিচার বিভাগকে স্বাধীনতার স্তম্ভস্বরূপ আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন যে দেশের সংবিধানে রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচারের যে গ্যারান্টি বা প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ আছে তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে পালন করাই বিচারালয়ের বা বিচারকের একমাত্র লক্ষ্য ও আদর্শ হওয়া উচিৎ।

শ্রীকমলা প্রসাদ ব্যানার্জী মোক্তার এ্যাডভোকেট বলেন যে—ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারকদের প্রত্যেকের উপর প্রশাসন দপ্তরের ভার থাকায়—তাঁরা বিচারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি ও সময় দিতে পারতেন না—যার ফলে বিচার কার্য্য ব্যাহত ও বিলম্বিত হোত। এখন বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক হওয়ার ফলে ন্যায় বিচার পাওয়ার অসুবিধে হবে না।

রঘুনাথপুর বারের এ্যাডভোকেট শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র দে বলেন যে প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর দলীয় ও রাজনৈতিক প্রভাব থাকায় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষদের বিচারকরূপে ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার করা সম্ভব হোত না—সেই জন্যই বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের দাবী উঠে এবং সেই দাবী পুরুলিয়া জেলার ক্ষেত্র পূর্ণ হতে চলেছে।

জেলাশাসক শ্রীসার্থসারথী চৌধুরী আই-এ-এস এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন যে, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষদের উপর বিচার কার্য্যের ভার থাকাতে তাঁদের দুরকম সত্তা বজায় রেখে চলতে হোত। কারণ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষরূপে তাঁদের ভূমিকা ছিল এক প্রকার—আবার বিচারকরূপে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ত সম্পূর্ণ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করতে হোত—যার ফলে ব্যবহারিক ও মানসিক ক্ষেত্রে বিশেষ বিব্রত ও

বিড়ম্বনা বোধ করতে হোত। সুতরাং বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ করায় তাঁরা স্বস্তিবোধ করছেন এবং স্বাগত জানাচ্ছেন। স্বাধীন বিচার ধারা গণতন্ত্রের অন্যতম আদর্শ হওয়ায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে এই বিচার ধারাকে পূর্ণ মর্য্যাদাদান সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ বলেন যে শিশুকাল থেকে আমরা আইন ভঙ্গই করে এসেছি—সুতরাং আমাদের মুখে আইনের কথা শুনে অনেকে হয়ত আশ্চর্য্যবোধ করবেন। কিন্তু যে আইন আমরা ভেঙ্গেছি সেই আইনভঙ্গের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে আইনকে অপব্যবহার ও ব্যভিচারের কলঙ্ক থেকে মুক্ত করে তাকে স্বীয় মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। কারণ যে আইন দেশের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে, মানুষের মনুষ্যত্বকে ক্ষুন্ন করে এবং জাতির অগ্রগতির পথ রোধ করে—সেই আইনকে ভঙ্গ করার নৈতিক দায়িত্ব সকলেরই আছে।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, যে সরকার সুবিচার দিতে পারে না—সে সরকার টিকতেও পারে না। সুতরাং আইনের মর্য্যাদা রক্ষায় শাসনযন্ত্রকে মানুষের ব্যক্তিত আইন প্রণয়ন করতে হবে—জাতির জীবনে অগ্রগতির পথকে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। সাধারণতঃ শাসনযন্ত্রের প্রবণতা হোল আইনের রক্ষা নয়—আইনকে হাতে নিয়ে নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন ও স্বার্থ সাধন করা অর্থাৎ আইনের অপপ্রয়োগ করা। সেইজন্যই বিচার বিভাগকে শাসনযন্ত্র থেকে স্বতন্ত্র করার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই পৃথকীকরণ একটা চরম লক্ষ্য বা আদর্শ নয়—এটা একটা ব্যবস্থা মাত্র; একটা বৃহত্তর আদর্শের পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ মাত্র।

শ্রী ঘোষ আরও বলেন যে যুক্তফ্রন্টের বত্রিশ দফা কার্য্যসূচীর অন্যতম ছিল শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ এবং সেই কার্য্যসূচী আজ রূপায়িত হতে চলেছে। বত্রিশ দফা কার্য্যসূচীর মধ্যে এই ধারাটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মূলে আইন মন্ত্রীর সবিশেষ চেষ্টা ও অবদানকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে—জনগণের প্রতি সুবিচারের লক্ষ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারও ঐকান্তিকতার সঙ্গে এই ব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে আগ্রহী ও সচেষ্ট হয়েছেন।

(ক্রমশঃ)

পুরুলিয়া শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে (বি, টি, কলেজ) সহশিক্ষার ব্যবস্থা ও পুরুলিয়া জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির অবদান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গত মে মাসের শেষ সপ্তাহে উক্ত গভর্নিং বডির সভাগণ মিলিত হন এবং শিক্ষক সমিতির দাবী সম্বলিত পত্রটির বিচার করেন। পুরুলিয়া শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়টিতে পুরুষ শিক্ষার্থীদের শিক্ষণের সুযোগদানের উদ্দেশ্যে তাঁরা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য মহাশয়ের নিকট পৃথক পৃথক পত্র দেন। ঐ সংবাদ পাওয়া মাত্র ১৫, ৬, ৬৯ তারিখে শ্রীশক্তিপদ সাহানী মহাশয়ের নেতৃত্বে শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীরামকমল অধিকারী বর্দ্ধমান যান এবং ১৬, ৬, ৬৯ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ও ইন্সপেক্টর অব কলেজেস্ এর সাথে দেখা ক'রে জানতে পারেন যে D. P. I. West Bengal এর কার্য্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন চিঠি না পৌঁছান পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ "কিছুই করতে পারেন না"। ফলে ঐ দিনই তাঁরা বর্দ্ধমান থেকে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানে আমাদের জেলার মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মন্ত্রী মহাশয়ের সাহায্যে তাঁরা জানতে পারেন যে D. D. P. I. শ্রী কে, সি, মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুরুলিয়া আসবেন এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় আমাদের দাবী সমর্থন করে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ দিয়েছেন। তবুও

শিক্ষামন্ত্রীর নিকট আমাদের জেলার মন্ত্রী মহাশয় আমাদের সম্মুখেই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন (টেলিফোনযোগে) যে এই বছর হইতেই স্থানীয় শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে সহশিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। ঐ দিনই ঐ প্রতিনিধিগণ এই জিলার শিক্ষা-সমস্যা, শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ লাভের জন্য এ, বি, টি, এ, কার্য্যালয়ে সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী অনিলা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর সাহায্যলাভের আশ্বাস লাভ করেন। তবুও বিভিন্ন আমলাতান্ত্রিক চাপে সত্বর কোন নির্দ্দেশ না আসায় শিক্ষক সমিতির পক্ষে শ্রীরামকমল অধিকারী পুনরায় শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত যোগাযোগ করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সত্বর সরকারী অনুমোদন লাভ করা সম্ভবপর হয় এবং নিস্তারিণী কলেজ ও বি, টি কলেজের গভর্নিং বডির অন্যতম সভ্য শ্রীনিতাইদাস গাঙ্গুলী মহাশয় ঐ পত্রটির কপি নিয়ে আসেন।

তারপর ৭, ৭, ৬৯ তারিখে পুনরায় শিক্ষক সমিতির পক্ষে শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তী ও শ্রীহৃষিকেশ চক্রবর্তীকে বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভের জন্য বর্দ্ধমান পাঠান হয়। তাঁরা বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ও ইনস্‌পেক্টার অব কলেজেসের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং D. P. I. অফিস হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ মর্ম্মে চিঠি পৌঁছাইলে পর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিলাভে কোন অসুবিধা যেন না হয় তার ব্যবস্থা করে আসেন এবং শ্রীহৃষিকেশ চক্রবর্তী মহাশয় D. P. I. অফিস থেকে বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে অবিলম্বে চিঠি পাঠান হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য কলিকাতা যান।

গত ১২, ৭, ৬৯ তারিখে D. D. P. I. শ্রীকে, সি, মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুরুলিয়া আসিলে পর ঐ দিন শিক্ষক সমিতির পক্ষে শ্রীশক্তিপদ সাহানী মহাশয়ের নেতৃত্বে শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামকমল অধিকারী ও শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর সঙ্গে স্থানীয় সার্কিট হাউসে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর নিকট অবিলম্বে পুরুলিয়ায় শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে সহশিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য ও স্থানীয় নিস্তারিণী কলেজে বিজ্ঞান, ও হোম সায়েন্স শাখা খোলার জন্য প্রস্তাব পেশ করেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষেও প্রতিনিধিগণ ঐ দিন শ্রীকে, সি, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আমাদের দাবীগুলির সমর্থন জানান।

গত ১০।৭।৬৯ তারিখে পুরুলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এক সভা স্থানীয় ভিক্টোরিয়া স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে পুরুলিয়া শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে এ বৎসর হ'তে সহশিক্ষার ব্যবস্থা ও সে বিষয়ে এই মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির অবদান সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রকাশের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

এই শিক্ষক সমিতি এই বিবৃতির মাধ্যমে জেলাবাসী সকলকেই জানাতে চায় যে সহশিক্ষার সুযোগ-সহ শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রচেষ্টায় হয় নাই। শিক্ষক সমিতির এই দাবী তাঁদের বহু দিনের দাবী এবং বহু বাধা বিপত্তি ও প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্বেও সমিতির সভ্যদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় এবং অনেকের সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতায় এর আংশিক পূরণ এ বৎসর সম্ভবপর হ'ল। এ বিষয়ে যাদের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেছি তাঁদের সকলের নিকট বিশেষতঃ লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়, এই জেলার মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায় মহাশয় এবং এ, বি, টি, এর সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী অনিলা দেবীর নিকট এই জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বহু পরিশ্রম, অর্থব্যয়, সকলের সহযোগিতা ও ঐকান্তিক কামনায় যে ব্যবস্থা আজ সম্ভবপর হ'ল তার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিই এই জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমিতি দেখতে চায় এবং এ বিষয়ে তাঁরা কলেজ গভর্নিং বডিকে সকল রকম সাহায্যদানের ও সহযোগিতার যে প্রতিশ্রুতি ইতিপূর্ব্বে দিয়েছেন তা আর একবার দিচ্ছেন। তবে যদি কখনও এই প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল খুশীতে পরিচালিত হয় বা এখানে যদি শিক্ষার্থী নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রে বা কোনরূপ নিয়োগের ব্যাপারে এই জেলার দাবী উপেক্ষিত হয় বা কোনরূপ স্বজন-পোষণ-নীতি বা অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহলে সেই বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক ব্যবস্থাকে এই জেলার শিক্ষক সমাজ কোনদিনই সহ্য করবেন না এবং এই অন্যায়গুলির প্রতিকারের জন্য আবার তাঁরা আন্দোলনের পথে নামবেন।

আমাদের প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণে যাঁরা সহযোগিতা ও সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকেই পুনরায় কৃতজ্ঞতা জানাই। ইতি—

বিনীত

স্বাঃ শ্রীশক্তিপদ সাহানী, সাধারণ সম্পাদক
পুরুলিয়া জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি
পুরুলিয়া

১৯শে জুলাই, ১৯৬৯

জেলা খাদ্য ও ত্রাণ কমিটির বৈঠকের বিবরণ

গত ২৮।৭।৬৯ তারিখে জেলাশাসকের খাস কামরায় পুরুলিয়া জেলা খাদ্য ও ত্রাণ কমিটির বৈঠক হয়। শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

১। ত্রাণ কার্য্যের পর্য্যালোচনা করা হইল। গত বছর কোন কোন এলাকায় ৬০ ভাগের কম ফসল, বৃষ্টির অপ্রাচুর্য্যের জন্য এ বছরের ভুট্টা ফসলের সম্যক ক্ষতি এবং ধান্য রোপণ অসম্ভব হওয়ায় জেলার সর্ব্বত্র বেকারী ও অভাব অনটন দেখা দেওয়ায় এই সভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। জিলা সমাহর্তা মহাশয় গত সভায় স্থির হওয়া সত্ত্বেও ১৫।৭।৬৯ তারিখের পরেও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রাণ কার্য্য চালাইয়াছেন তাহাতে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। জিলা সমাহর্তা মহাশয় ত্রাণকার্য্যের জন্য অর্থ বরাদ্দ ও তজ্জন্য ১১,১৭৫৩৭·০০ টাকা অতিরিক্ত খরচের প্রতি সভাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভায় ইহা স্থির হইল যে অবিলম্বে ঐ টাকা দিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হউক। সভায় আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হইল যে ত্রাণ কার্য্য চালাইয়া যাওয়া প্রয়োজন এজন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ চাওয়া হউক এবং অনুমতি ও অর্থবরাদ্দ সাপেক্ষে ত্রাণ কার্য্য চালু রাখা হউক। খয়রাতী সাহায্যের হার বর্দ্ধিত না হওয়ার ফলে এই খাতেও ২,৯৮,১২৭·৫৭ টাকা সরকারী বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচ হইয়াছে সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল এবং স্থির হইল এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হউক, এবং বর্তমান দুরবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া বর্তমান হারে খয়রাতী সাহায্য চালাইয়া যাওয়া হউক। এ সম্বন্ধে আরও স্থির হইল যে অঞ্চল খাদ্য ও ত্রাণ কমিটি খয়রাতী সাহায্য পাইবার উপযুক্ত দুঃস্থ ব্যক্তিদের এক তালিকা সম্যক পর্য্যালোচনা করিয়া অবিলম্বে বি, ডি, ও অফিসে পাঠাইয়া দিবেন।

খরাজনিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জেলাবাসীগণ যে নিদারুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া ইহা স্থির হইল যে অবিলম্বে পুরুলিয়া জিলাকে খরা-পীড়িত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হউক তজ্জন্য ত্রাণ-কার্য্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অনুমোদনের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হউক।

খাদ্য করপোরেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী এই প্রসঙ্গে জানান যে ত্রাণ কার্য্যের জন্য সরকারী পরিমিত বরাদ্দের অতিরিক্ত খাদ্য শস্য জেলাশাসকের অনুরোধে সরবরাহ করা হইয়াছে কিন্তু এই ব্যবস্থা অধিককাল চালু রাখা সম্ভব নয়। যাহাতে এ বিষয়ে সরকারী অনুমোদন পাওয়া যায় সে বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

সভায় স্থির হইল যে জেলার পরিস্থিতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাহাদের প্রাদেশিক নেতাদের জানাবেন এবং বিধানসভার সদস্যবৃন্দ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অর্থ বরাদ্দের অনুরোধ জানাবেন।

২। সভায় স্থির হইল যে এই জেলায় বিভিন্ন ব্লক-পর্য্যায়ের কমিটিগুলি পরিশিষ্টে বর্ণিত রাজনৈতিকদলের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইবে। আরও ঠিক হইল যে পরবর্ত্তীকালে যদি কোন অনুমোদিতদল প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে চান তবে তাঁদের প্রস্তাব জেলা কমিটি বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত লইবেন।

৩। এই সভায় স্থির হইল যে সভার কার্য্য-বিবরণী বাংলায় লিপিবদ্ধ করা হইবে।

৪। এই সভায় স্থির হইল যে এই সভার কার্য্য বিবরণী ব্লক পর্য্যায়ের খাদ্য ও ত্রাণ সভার কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং পঠিত হইবে।

৫। সরকারী বিভিন্ন ঋণের বিষয় আলোচনা হইল এবং জেলার চাহিদা ও সরকারী অনুমোদিত পরিমাণের বিষয় সভ্যগণের অবগতির জন্য জানানো হয়।

৬। সভায় স্থির হইল যে সহরাঞ্চলের জন্য খাদ্য ও ত্রাণ কমিটির গঠন আগামী সভার কার্য্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

৭। খোলা বাজারে চাউলের ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে জেলায় বর্ত্তমান খাদ্য পরিস্থিতির আলোচনা করিয়া স্থির হইল যে (ক) সীমান্ত এলাকায় চাল পাচার

সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে হইবে। (খ) মজুত বিরোধী অভিযান ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। (গ) আংশিক রেশন দোকানে পরিমিত চাউল ও গম রাখিতে হইবে। (ঘ) চাউল বিক্রয়ে অতিরিক্ত মুনাফাকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। (ঙ) বেআইনী মজুতদারদের বিরুদ্ধে নিবর্ত্তন মূলক আইন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। সমস্ত পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য মহকুমা খাদ্য নিয়ামককে অনুরোধ করা হইল। বেকারীগুলকে ময়দা সরবরাহের জন্য নিয়ামককে ক্ষমতা দেওয়া হইল। খাদ্য ও ত্রাণ কমিটির সদস্যগণকে অনুরোধ করা হইল তাহারা যেন নিজ নিজ এলাকায় খাদ্য মজুতকারীদের নাম গোপনে বি, ডি, ও, মহাশয়দের অবিলম্বে পাঠাইয়া দেন। আগষ্ট মাসের জন্য ৪০০০ (চার হাজার) টন চাউল ও ৮০০০ (আট হাজার) টন গমের জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হউক।

৮। রিলিফ বিভাগের ও কয়েকটি ব্লকের কতকগুলি ত্রুটী ও অব্যবস্থার বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা হয়। ইহার প্রতিকার পন্থাও আলোচিত হয়।

৯। সমগ্র পরিস্থিতির পর্য্যালোচনার জন্য ইং ৫।৮ ৬৯ তাং অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় এই সভার পরবর্ত্তী অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির হইল।

১০। সভাপতির অনুমতিক্রমে সাঁতুড়ি, মানবাজার, হুড়া ও ঝালদা এলাকায় কতিপয় অধিবাসী খাদ্য ও ত্রাণ কমিটির সভায় তাহাদের বক্তব্য পেশ করেন। স্থির হইল যে সাঁতুড়ি থানায় ত্রাণ কার্য্য, ঝালদা ও মানবাজার এলাকায় খোলা বাজারে চাউলের সরবরাহ এবং হুড়া থানায় জামবাদ গ্রামের ত্রাণ কার্য্যের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া ব্যবস্থা নেওয়া হউক।

—·—

শিক্ষক চাই

কাঁটাডি শিক্ষাসত্রের জন্য ডেপুটেশন ভ্যাকান্সীতে দুইজন স্নাতক শিক্ষক চাই। শিক্ষক শিক্ষণ প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। আগামী ১৬ই আগষ্টের মধ্যে প্রশংসাপত্রাদি সহ আবেদন করিতে হইবে এবং ২০শে আগষ্ট বেলা ২॥ ঘটিকার সময় সাক্ষাৎকারের জন্য উপস্থিত হইতে হইবে।

সেক্রেটারী
কাঁটাডি শিক্ষাসত্র
পোঃ কাঁটাডি (পুরুলিয়া)

ট্রাক দুর্ঘটনায় তরুণ চিকিৎসকের শোচনায় মৃত্যু

গত ৪ঠা আগষ্ট রাত্রি ৮॥০ টার সময় পুরুলিয়া নডিহা মহল্লায় ট্রাকের চাকার তলে পিষ্ট হইয়া পুরুলিয়ার তরুণ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার রঞ্জিত দে (৩২) প্রাণ হারাইয়াছেন।

প্রকাশ যে কোন একটি নিমন্ত্রণ বাড়ীতে উপস্থিত থাকিবার জন্য ডাক্তারবাবু অন্যান্য দিন অপেক্ষা তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিতেছিলেন। বিড়ির পাতা বোঝাই একটি ট্রাক নডিহা মহল্লার সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিল। নিজ বাড়ী হইতে মাত্র কয়েক গজ দূরে ডাক্তার দুর্ঘটনার কবলে পতিত হন। তাঁহার মাথার এক পার্শ্ব দিয়া ট্রাকের একটি চাকা চলিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার মৃত্যুমুখে পতিত হন। গাড়ীটি থানায় হাজির না হইয়া বরাকর রোড দিয়া পলায়নের চেষ্টা করে এবং কুশটাঁড় ষ্টেশনের নিকট গোলকুণ্ডায় পুলিশের নিকট আত্ম সমর্পণ করে।

দুর্ঘটনায় নিহত ডাক্তার রঞ্জিত দে পুরুলিয়ার প্রসিদ্ধ ও প্রবীণ হোমিওপ্যাথ ডাঃ ক্ষিরোদ গোপাল দে মহাশয়ের মধ্যম পুত্র।

ডাঃ দে কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজ হইতে ডি. এম. এস, ডিগ্রী লাভ করিয়া পুরুলিয়ায় চিকিৎসা ব্যবসা সুরু করেন এবং অতি অল্প কাল মধ্যে নিজ পেশায় ও সমাজ সেবায় সুনাম অর্জন করেন। তিনি প্রিয়দর্শী, মিষ্টভাষী ও বন্ধু বৎসল ছিলেন। মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হয়। এই শোচনীয় দুর্ঘটনায় সমগ্র সহরবাসী মর্মাহত হন।

আমরা তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

—·—

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

জঙ্গলের কাঠ চুরির সংবাদ দেওয়ার পরিণাম

পুরুলিয়া মফঃস্বল থানার শুকলাড়া গ্রামের শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস লিখিতেছেন—

গত ১০।৭।৬৯ তারিখে শুকলাড়া বনে সেখ মহম্মদ ইউসুফ সর্দ্দার পাগা রজক ও মতি রজককে দিয়া গাছ কাটাইতেছিলেন। তাহা আমি সেইদিনই আমাদের শুকলাড়া গ্রামের ফরেষ্ট গার্ডকে জানাই। তাহা ছাড়া ১২।৭।৬৯ তারিখে D. F. O. Purulia মহাশয়কে এবং D. C. Purulia মহাশয়কে জানাই। ১৪।৭।৬৯ তারিখ A. F. O. Purulia তদন্ত করেন এবং তার জন্য ইউসুফবাবু D. F. O. অফিসে ৩০ ত্রিশ টাকা জরিমানা দিয়াছেন। তারপর ৩০।৭।৬৯ তারিখে পুনরায় মফঃস্বল্ থানার মেজোবাবু এবং A. F. O. কর্ত্তৃক তদন্ত কালে ইউসুফবাবুর দুইটি পুকুর হইতে শুকলাড়া বনের অনেক গাছ পাওয়া যায়।

যেহেতু আমি D. F. O. মহাশয়কে শুকলাড়া বনের গাছ তছনছ হইতেছিল তাহা খবর দিয়াছিলাম সেইজন্যই Asst F. O. এবং পুলিশ দ্বারা ৩০।৭।৬৯ তারিখে তদন্ত হবার পরেই আমার দাদু শ্রীকুঞ্জদাস গ্রাম শুকলাড়ায় ইউসুফবাবুর লোক দ্বারা মার খান। এই ব্যাপারে পুরুলিয়া মফঃস্বল থানায় খবর দেওয়া হইয়াছে ; পুরুলিয়া হাঁসপাতালে ডাক্তার চিকিৎসাও করিয়াছেন। ডেপুটী কমিশনার পুরুলিয়া মফঃস্বল থানার দারোগাবাবুকে তদন্ত করিবার আদেশ দিলে গত ১।৮।৬৯ তারিখ রাত্রি ৮½ টার সময় মফঃস্বল থানার পুলিশ তদন্ত করিয়াছেন এবং একজন আসামী সেক্ রহমান সাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। এখন আমার চাষবাস করিবার জন্য ইউসুফবাবু আমার বাড়ীতে কাহাকেও যাইতে দিতেছেন না। সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করি।

—•—

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

কালাপাথর অঞ্চলবাসীদের অভাব অভিযোগ

কাশীপুর থানার কালাপাথর কল্যাণ সংঘ পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীকানাইলাল মিশ্র লিখিতেছেন—

সোনাথলী অঞ্চলের জনসাধারণের বিনীত প্রার্থনা যে, সোনাথলী কালাপাথর স্কুল বোর্ডিং হইতে কুলতোড়া গ্রাম পর্য্যন্ত দীর্ঘ ১॥০ মাইল রাস্তাটি দীর্ঘকাল যাবৎ মেরামতের অভাবে মনুষ্য ও যানবাহন চলাচলের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া পড়ায় আমরা চরম অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছি। বলা বাহুল্য কুলতোড়া, পাবড়া, রঘুনাথপুর, লাড়া, জীবনপুর, মাঝিডি, জামকিরি, বলরামপুর, জগন্নাথডিহি, লড়ি প্রভৃতি ৮-১০টি আঞ্চলিক গ্রাম সমূহের জনসাধারণের স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, ব্যবসা, পোষ্ট-অফিস, শিক্ষা সংক্রান্ত যোগাযোগ তথা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের কেন্দ্রস্থল হইল প্রতিবেশী সোনাথলী-কালাপাথর গ্রাম দুইটি। সর্ব্বোপরি অধুনা এ অঞ্চলের শ্রমিকদের কর্ম সংস্থানের অনুরূপ কোন বিকল্প সংস্থান না থাকায় তাহাদের অনেকেই অনাহারে, অর্দ্ধাহারে দিনাতিপাত করিতেছে। কাশীপুর থানার প্রান্তস্থিত এ অঞ্চলের যোগাযোগের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উক্ত ১॥০ মাইল রাস্তাটির সংস্কারের জন্য এ যাবৎ কাল ধরিয়া বহুবার আবেদন নিবেদন করিয়াও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থকাম হইয়াছি। সুতরাং উক্ত রাস্তার সংস্কার কার্য্য অনতিবিলম্বে যাহাতে আরম্ভ হয়—কর্ত্তৃপক্ষের সমীপে বর্তমানে ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

—•—

Government of West Bengal

Office of the Executive Engineer, P. W. D., Purulia Division, Purulia.

Notice Inviting Tenders (Abridged)

3rd Call.

SHORT NOTICE

E. E., P. D. No. 14,15 & 16 of 1969-70 dated Purulia the 5th. Augt. '69.

Sealed tenders are invited by the Executive Engineer, P. W. D., Purulia Division, Purulia, from the enlisted contractors of P. W. D. (Buildings & Roads and Construction Board) for the work of : –

i) Various Groups of repair and maintenance to the Govt. Buildings & Communications under Purulia and Raghunathpur Sub-Division of Purulia Division during 1969-'70.

ii) Sanitary and plumbing (repairs and maintence) works under Raghunathpur Sub-Division of Purulia Division during 1969-70.

iii) Loading, unloading and Carriage of different Govt. Materials under Raghunathpur Sub-Division of Purulia Division during 1969-70. (Bonafied, resourceful & reliable outside contractors also are eligible to participate the tender)

LAST DATE AND TIME LIMIT FOR RECEIPT OF TENDER—

22nd. August 1969, upto 15·00 HOURS.

The tender documents and other relevant particulars may be seen by the intending tenderers, during the office hours, in the office of the Superintending Engineer, P. W. D., Wes-tern Circle P-5, C. I. T. Road, Calcutta-14 or in the office of the Executive Engineer, Purulia Division, P, W. D. or in the office of the Sub-Divisional Officer, P. W. D., Purulia and Raghunathpur Sub-Division.

Intending tenderers will have to produce valid certificate of upto-date clearance of Income Tax and Sales Tax for being entitled to receive tender documents for the works.

No tender documents shall in any case be issued on the last date of receipt of tenders.

Sd. B. J. Mukherjee
Executive Engineer
Purulia Division (P. W. D.)

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়
পুলিশী তাণ্ডবের প্রতিবাদে পুরুলিয়ায় সভা ও শোভাযাত্রা
ঋষি নিবারণ পার্কে প্রতিবাদ সভার অনুষ্ঠান

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পুলিশী হামলা ও বেপরোয়া তাণ্ডবের প্রতিবাদে গত ৫ই আগষ্ট সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবাদ ও সংহতি রক্ষা দিবস পালনকল্পে সভাসমিতি এবং মিছিল ও সমাবেশের অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই অনুযায়ী পুরুলিয়াতেও এই দিবস পালনের জন্য জেলা যুক্তফ্রন্ট ঋষি নিবারণ পার্কে জনসভা আহ্বান করেন এবং জেলা যুক্ত আন্দোলন কমিটি জুবিলী ময়দান থেকে একটি শোভাযাত্রা শুরু করে আদালত প্রাঙ্গণ ও সহর পরিক্রমা করে জনসভায় মিলিত হবার কার্যক্রম গ্রহণ করেন।

গত ৫ই আগষ্ট উপরোক্ত কার্যক্রম অনুসারে অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হয়। বৈকাল ৬-৩০ ঘটিকায় ঋষি নিবারণ পার্কে জনসভায় রাজ্য যুক্তফ্রন্ট কমিটির সদস্য ও লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও শ্রমিক-কৃষক সংস্থার প্রতিনিধিগণ ভাষণ দানকালে বিধানসভায় পুলিশী তাণ্ডব সম্পর্কে ভাষণদান কালে পুলিশের এক অংশের এই উন্মত্ত পাশবিক কার্যকলাপের পশ্চাতে যুক্তফ্রন্ট-বিরোধী প্রশাসনের কিছু উচ্চ পর্যায়ের অফিসার এবং কংগ্রেসের সুপরিকল্পিত চক্রান্তের উল্লেখ করেন। এই সব চক্রান্তকারীদের অপকৌশল ব্যর্থ করিবার জন্য ও চক্রান্তকারীদের সমুচিত শাস্তি বিধানের জন্য জনসাধারণকে সজাগ ও সক্রিয় হতে আবেদন জানান।

এই জনসভায় সর্বশ্রী পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় (কমুনিষ্ট পার্টি); কেনারাম মণ্ডল (এস, ইউ, সি); নকুল মাহাত (মার্ক্সিষ্ট কমুনিষ্ট পার্টি); অধ্যাপক নিমাই দত্ত (ওয়ার্কার্স পার্টি); ডাঃ অম্বরিশ মুখার্জী (কৃষক সভা); পঞ্চানন বাউরী (বিড়ি শ্রমিক); অমলেন্দু মুখার্জী (ছাত্র ফেডারেশন); সাম্য মল্লিক (যুব সংঘ); প্রহ্লাদ বাউরী (বিড়ি কারিগর); স্বপন ব্যানার্জী (যুব ফেডারেশন); অনিল বিশ্বাস (কো-অর্ডিনেশন কমিটী); রাধানাথ দেব (যুক্ত আন্দোলন) বিশ্বনাথ বুটালিয়া (বিড়ি কারিগর); মতাদেব মুখার্জী (যুক্ত আন্দোলন); প্রমুখেরা ভাষণ দান করেন।

সভাপতির ভাষণ দান সূত্রে শ্রীঘোষ বলেন যে পুলিশের এই ঘৃণ্য কাজের পশ্চাতে অধিকাংশ পুলিশ-বাহিনীর কোনও সমর্থন নেই। সুতরাং অপরাধী পুলিশদের উপর যেমন প্রয়োজনীয় শাস্তিবিধান করতে হবে —সেই সঙ্গে পুলিশদের ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ ও দাবী-দাওয়া সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

—— ০ ——

ফোনেটিক কমর্শিয়াল ইন্‌স্টিটিউট
পুরুলিয়া
ফোন নং ২৩৪

জুলাই সেসনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভর্ত্তি চলিতেছে:

১। সর্টহ্যাণ্ড, ২। টাইপরাইটিং, ৩। টেলিগ্রাফী এ. এস. এম. কোর্স, ৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।

গভর্ণমেণ্ট অফিস ও রেলওয়ে হইতে প্রতিনিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে।

মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনসেশন দেওয়া হয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

রাধাহরি চট্টোপাধ্যায়
প্রিন্সিপাল

WANTED

(a) One Basic trained Science graduate.

(b) One Basic trained I. A.

(c) One part time craft teacher (Tailoring) diploma or certificate-holder.

(d) One Clerk-cum-storekeeper (S.F or H.S).

(e) One Darwan cum Mali.

Apply to the Secretary, Ranipur College Senior Basic School, Saltore, Purulia by 20th August, '69 latest.

Purulia Polytechnic
PURULIA
Admission 1969—'70

Applications for admission to Three Years L. C. E., L. M. E. and L. E. E. courses will be received by the Principal upto extended date 20-9-69. Age limit 15 to 20 years upto 1st Jan' 69. Compartmental cases of H. S. (with Mathematics) may be considered provided the applications are received in time. Form and Prospectus will be available on payment of 75 p. in cash or in Crossed Postal Order.

Principal.

WANTED

An assistant teacher B. A. with Sanskrit or Matriculate with Kavyatirtha on a deputation vacancy. Apply to the Secretary, Baghmundi High School, P. O. Baghmundi. (Purulia) by 18.8.69. Date of interview 23. 8. 69.

বিজ্ঞপ্তি

নিমডি লোকসেবায়তনে ৭ম/৮ম শ্রেণী পাস করা এবং ১৮ বছর বয়স বা তদূর্দ্ধের মেয়েদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যে ট্রেনিং ক্লাস খোলা হইয়াছে তাহাতে কিছু সীট খালি আছে। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক উপরোক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থিনীরা নিম্নোক্ত ঠিকানায় দরখাস্ত করিতে পারেন।

সেক্রেটারী
লোক সেবায়তন, পো: নিমডি, জেলা সিংভূম

WANTED

Two experienced Arts graduate Teachers against deputation vacancy for Gourinath Sevak Dinanath High School, P.O. Dimdih, Dist—Purulia. Application must reach the under-signed on or before 16. 8. 69

ভারতী হোটেল
ও
রেষ্টুরেণ্ট
(অশোক ষ্টুডিওর সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।
স্বল্প খরচে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত
আহারের ব্যবস্থা আছে।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

WANTED

Wanted two experienced graduates (fair knowledge in English and History) in deputation vacancies. Apply to the Secretary withm 20.8.69.

Secretary
Nadiha High School
Po.—Nadiha, Purulia

Regd No. C—4290
Phone No.—175
মুক্তি
C. R. No—R. N. 2539/57

নোটিশ

এতদ্বারা জনসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার-গণের পক্ষ হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় চাষী, ব্যবসায়ী, পাইকার ও অন্যান্য লোকজন মাথায়, ভারে, গো-গাড়ীতে বা অন্যান্য যে কোন যান-বাহনের সাহায্যে যে সকল শাক-সব্জী, জ্বালানী কাঠ, রোলা, লাঙ্গল, বাঁশ ঝাটা, ঘুংগ, খড়, গরু, ছাগল, ভেড়া, মুরগী, হাঁস, ডিম, মাছ, কুলা, দই, দুধ, ধান্য, লাহা, হরিতকী, গুড়ের কুম, মাটির হাঁড়ি, ভাঙ্গা পিতল, কাঁসার বাসন, কাঠ কয়লা, কলুর সরিষার তেল, খইল, গাড়ীর চাকা, পাতা, খালা ইত্যাদি মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের সিডিউল ভুক্ত দ্রব্যাদি পুরুলিয়ার রাস্তায় রাস্তায় ফেরী করিয়া বা যে সব স্থানে দৈনিক হাট বসে বা রাস্তার ধারে ও বড় হাটে দোকান পাতিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে বা ঐ সকল স্থানে বিক্রয়ের জন্য রাখিয়া থাকে সেই সকল সামগ্রীর উপর মিউনিসিপ্যালিটি অনুমোদিত সিডিউল অনুযায়ী দৈনিক টিকিট কাটিয়া যে টোল আদায় হয় তাহা ১৯।৬৯ হইতে ৩১।৮।৭০ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রকাশ্য নীলামে ডাক করিয়া বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

যিনি বা যাঁহারা উক্ত টোল আদায় বন্দোবস্ত লইতে ইচ্ছুক তাঁহারা ১৮-৮-৬৯ তারিখে বেলা ৩ ঘটিকার সময় মিউনিসিপ্যাল অফিসে হাজির হইয়া নীলামে ডাক দিতে পারেন।

নীলাম ডাক দিবার অন্যান্য নিয়ম ও সর্ত্তাবলী মিউনিসিপ্যাল অফিস খোলা থাকার দিনে ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে।

প্রকাশ থাকে যে মিউনিসিপ্যালিটি সর্বোচ্চ বা যে কোন ডাক মঞ্জুর করিতে বাধ্য নহেন এবং কর্তৃপক্ষের বিচার চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

বিঃ দ্রঃ—(ক) মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের অন্তর্ভুক্ত যে সকল স্থায়ী দোকান ঘর ভাড়ায় বন্দোবস্ত আছে বা ভবিষ্যতে তৈয়ার করিয়া বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে বা রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে যে সকল গুমটি আছে বা ভবিষ্যতে হইবে তাহা এই বন্দোবস্তের বিষয়ীভূত নহে।

(খ) যাহাতে গরু-ছাগলাদি, বড় হাটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জনসাধারণের কোনরূপ ক্ষতি করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা এই বন্দোবস্তের সর্ত্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

পুরুলিয়া
মিউনিসিপ্যাল অফিস
তাং—২৯।৭।৬৯

স্বাঃ এস, এন, দাস
পৌর প্রশাসক
পুরুলিয়া পৌরসভা

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
৩১শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১লা ভাদ্র, ১৩৭৬—১৮ই আগষ্ট ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

পায়রাচালী ঘাটে শোচনীয় নৌকাডুবী

দশ জনের সলিল সমাধি ঃঃ আরও পনের জন নিখোঁজ

বন্যাস্ফীত কংসাবতী নদী বক্ষে এক শোচনীয় দুর্ঘটনা

গত ১৪ই আগষ্ট তারিখে বেলা প্রায় ১২-৩০ ঘটিকার সময় পায়রাচালী ঘাটে এক শোচনীয় নৌকা দুর্ঘটনায় বহু যাত্রীর প্রাণহানী ঘটে এবং প্রায় পনের জন যাত্রী নিখোঁজ হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বাঁকুড়া থেকে পুরুলিয়াগামী মহালক্ষ্মী বাসে আনুমানিক ১২৫ জন যাত্রী কংসাবতী নদীর অপর পারে অবতরণ করে এবং প্রথম খেয়ায় প্রায় পঞ্চাশ জন যাত্রী পায়রাচালী ঘাটে পৌছে পুরুলিয়াগামী দ্বিতীয় মহালক্ষ্মী বাসে চড়েন। দ্বিতীয় বারের খেয়ায় আরও প্রায় ৫০।৬০ জন যাত্রী পায়রাচালী ঘাটের দিকে আসার সময় মাঝ নদীতে প্রবল বাতাসে নৌকাটি দুলতে থাকে ও নৌকার মধ্যে জল ঢোকে। এর ফলে যাত্রীদের মধ্যেও নাকি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং নৌকাটি এক দিকে কাত হয়ে উল্টে যায়।

এই দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে মানবাজার ১ নং উন্নয়ন সংস্থার বি, ডি, ও এবং স্থানীয় এম, এল, এ শ্রীসিরিশ চন্দ্র মাহাত ঘটনাস্থলে পৌছেন ও প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে নৌকাটির সন্ধান পান। উদ্ধার প্রাপ্ত কয়েকজন ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন যে ১৫-২০ জন যাত্রী কোনও মতে তীরে ওঠেন বাকী সব যাত্রী অধিকাংশ স্ত্রীলোক ও শিশু স্রোতের টানে ভেসে যায়।

মানবাজার থানার মারফৎ দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে পুরুলিয়া থেকে সাহায্যকারী পুলিশ বাহিনী সহ সদর মংকুমা হাকিম রাত্রিবেলা পায়রাচালী ঘাট অভিমুখে রওনা হন এবং সারা রাত্রিব্যাপী অনুসন্ধান কার্য্য চলে। বাঁকুড়ার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষদেরও ঘটনার বিবরণ জানিয়ে অনুসন্ধান কার্য্যে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। ১৫ই আগষ্ট তারিখে সকাল বেলা জেলা শাসক ঘটনাস্থল অভিমুখে রওনা হন।

গত তিনদিনব্যাপী অনুসন্ধান চালিয়ে এই পর্য্যন্ত ১০টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং মৃতদেহগুলি ঘটনাস্থল থেকে দুই তিন মাইল দূরে পাওয়া যায়। অভিশপ্ত নৌকাটির অধিকাংশই ছিল শ্রমিক শ্রেণীর আদিবাসী এবং তাদের সঙ্গে স্ত্রী পুত্রাদিও ছিল। সুতরাং মৃত ও নিখোঁজের

মধ্যে স্ত্রীলোক ও শিশুদের সংখ্যাই বেশী। সরকারী মতে ৩০জন যাত্রীকে উদ্ধার করা হয় এবং পনের জন যাত্রী নিখোঁজ হয়েছে।

মানবাজার উন্নয়ন সংস্থার কর্ম্মচারীরা এবং মানবাজার যুব সংঘের কর্ম্মীরা এই নৌদুর্ঘটনায় নিখোঁজ ব্যক্তিদের অনুসন্ধানে এবং উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ত্রাণকার্য্য ও সহায়তা দানে বিশেষ সচেষ্ট হন।

সর্ব্বশেষ সংবাদ অনুযায়ী ১০টি মৃতদেহ বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়। অভিশপ্ত নৌকার ২জন মাঝিকে এই সূত্রে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

——•——

খটঙ্গা গ্রামে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ?

লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীর গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু

ঝালদা ২ নং ব্লকের খটঙ্গা গ্রামে লোক সেবক সংঘের সহায়ক তরুণ কর্ম্মী শ্রীমান অর্জ্জুন মাঝি গত ১৪ই জুলাই তারিখে খটঙ্গা গ্রামে সন্ধ্যার সময় গুলি বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। এই মৃত্যুর ঘটনা এখনও রহস্যাবৃত—প্রাথমিক পুলিশী তদন্ত হয়ে গেছে—কিন্তু রহস্য উদ্ঘাটিত হয় নি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ তথ্য গোপন করার চেষ্টা হচ্ছে এবং এই ঘটনা একটি ডাকাতি প্রচেষ্টার জের বলেও নাকি পুলিশের নিকট অভিযোগ করা হয়েছে। সুতরাং অভিযোগ ও পাল্টা-অভিযোগের সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণ থানা পর্য্যায়ের অফিসারদের দ্বারা সম্ভব বলে মনে হয় না। উপযুক্ত তদন্তের জন্য উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ সচেষ্ট হতে হবে এবং গোয়েন্দা বিভাগের যোগ্য অফিসার দ্বারা এই হত্যাকাণ্ডের সূত্রে যে রহস্যজাল সৃষ্টি হয়েছে—তা ভেদ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

খটঙ্গা গ্রামের ৺মধু মাঝির পুত্র শ্রীমান অর্জ্জুন মাঝি লোক সেবক সংঘের একজন সহায়ক কর্ম্মী এবং এই বৎসর সে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। গত মধ্যবর্ত্তীকালীন নির্ব্বাচনে লোক সেবক সংঘ তথা যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর অনুকূলে কাজ করার সূত্রে স্থানীয় কংগ্রেসীদের সঙ্গে বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং ভোট গ্রহণের প্রাক্কালে এই বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে ও কংগ্রেসী হুমকি তথা ভীতি প্রদর্শন উপেক্ষা করে সে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে নির্বাচনী কার্য্য চালিয়ে যায়। আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলে এই উদীয়মান আদিবাসী কর্ম্মীর কার্য্যকলাপ ও প্রভাব স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী প্রীতির চক্ষে দেখছিলেন না।

প্রকাশ, গত ১৪ই জুলাই তারিখে অনুমান সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকার সময় শ্রীমান অর্জুন মাঝি খটঙ্গা গ্রামের এক গোলদারী দোকানের সম্মুখে বসেছিল। সে সময় কে বা কাহারা তাকে এক বিশেষ কাজের অজুহাতে নাকি ডেকে নিয়ে যায়। সে সময়ে দোকান থেকে কিছুদূর এগিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌছলে পার্শ্বের দিক থেকে বন্দুকের গুলি এসে শ্রীমান অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করে এবং সে গুলির আঘাতে মারা যায়।

ঘটনার পর গত ২৪শে জুলাই তারিখে ঝালদা থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা তদন্তের সূত্রে খটঙ্গা গ্রামে আসেন। তদন্তের সময় সর্ব্বশ্রী ঋতবরণ মাঝি,, ফলারী মাঝি, ভরত মাঝি, কুঞ্জ সিং, লুদা সিং, শঙ্কর সিং, সাহেব রাম মাঝি, লক্ষ্মীকান্ত মাঝি প্রমুখেরা উপস্থিত ছিলেন। তা'ছাড়া গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে শ্রীহরি নারায়ণ সিং বাবু, দোকানের মালিক শ্রীরমণীকান্ত পড়িহা প্রভৃতিরাও কয়েকজন ছিলেন।

আরও প্রকাশ তদন্তকালে দারোগাবাবু যখন অর্জ্জুন মাঝিকে কে মেরেছে বা তার মৃত্যুর কারণ কি প্রশ্ন করেন তখন শ্রীফলারী মাঝি বলে যে পাহারাদার শ্রীরাজু সিং ঘাটোয়াল এবং শ্রীলক্ষ্মীরাম মাহাতকে "দুই বেত লাগালেই" সব তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়বে—কিন্তু দারোগা বাবু নাকি ফলারী মাঝির উত্তরে কর্ণপাত করেন নি। এই সূত্রে কতিপয় গ্রামবাসী এই অভিযোগও করেছেন যে দারোগাবাবু স্থানীয় প্রভাবশালী কংগ্রেসীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাদি করে তাঁর তদন্ত সমাধা করেন।

——•——

সম্পাদকীয়—

দিল্লীর নাটক !

নয়া দিল্লীর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের নাটক বেশ জম-জমাট ! ভারতের এই সর্ব্বোচ্চ ও সবিশেষ সম্মানিত পদের জন্য গিরি-রেড্ডী-দেশমুখ এর মধ্যে যে ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব সুরু হয়েছে—তাতে কাশ্মীর থেকে কন্যা-কুমারী পর্যান্ত এক অভূতপূর্ব্ব রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। সেই সঙ্গে রাজধানীতে নানা ভাঙ্গাগড়ার খেলাও সুরু হয়েছে।

এই নির্ব্বাচনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান আজ অপরিহার্য্যভাবে চরম ভাঙ্গনের সম্মুখীন। শ্রী গিরির জয়লাভে রেড্ডী-দেশাই-পাতিল-অতুল্য-কামরাজ প্রমুখ সিণ্ডিকেট গোষ্ঠী কেবল এক ঘরেই নয়—একেবারে রাজনীতি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেসের চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও কায়েমী স্বার্থের সেবক-গোষ্ঠী হীনবল হয়ে শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেস থেকেই বিতাড়িত হবে। এই ভাবে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের তথাকথিত প্রগতিপন্থীরা দেশের অন্যান্য অকংগ্রেসী ও প্রগতিপন্থী দলগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে, "বিদ্রোহী কংগ্রেস"কে আরও দু-চার বৎসর বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন। অন্তিম দশাপ্রাপ্ত রোগীকে কোনও সঞ্জীবনী ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা আয়ুর মেয়াদকে আরও কিছু দীর্ঘ-স্থায়ী করার প্রচেষ্টার মত "কংগ্রেস" এই নামটি রক্ষা করার ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু আজ না হয় কাল কংগ্রেসের মৃত্যু অবধারিত।

রাষ্ট্রপতির নির্ব্বাচনে শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীর জয় হলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তা আরও মারাত্মক হবে। কারণ রেড্ডীর জয়লাভে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী একেবারে মারমুখী হয়ে উঠবে এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে কেবল প্রধান মন্ত্রীত্বের পদ থেকে অপসারণের প্রচেষ্টাই হবে না—সেই সঙ্গে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে হয়ত সদলবলে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারও করা হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস তথাকথিত বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী এই দুইটি বিবদমান দলে ভাগ হয়ে যাবে এবং সারা ভারত-ব্যাপী রাজ্যে রাজ্যে ও কেন্দ্রে দুই শরিকের শেষ লড়াই-এর মরণ কামড় সুরু হবে। এবং এই বিরোধের শেষ পরিণতি হবে—অদূর ভবিষ্যতে কংগ্রেসের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু এবং ভারতের রাজনীতি থেকে শেষ বিদায়।

রাষ্ট্রপতির এই চতুর্থ নির্ব্বাচন সূত্রে সিণ্ডিকেট-প্রার্থী সঞ্জীব রেড্ডীর বিরোধীতায় এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী শ্রীগিরির সমর্থনে লোকসভা ও বিধানসভার কংগ্রেসী সদস্যরা কংগ্রেস সভাপতির "কড়া নির্দেশের" বিরুদ্ধে যে ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন এবং প্রকাশ্যে নির্দেশ অমান্যের ধৃষ্টতা প্রকাশ করেছেন—তাতে রেড্ডীর নিশ্চিত পরাজয় এবং গিরির অপরিহার্য্য জয়ের সম্ভাবনাকেই সুস্পষ্ট করছে। কংগ্রেসের সিণ্ডিকেট তথা চরম প্রতি-ক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সঙ্গে স্বতন্ত্র ও জনসংঘের আঁতাত এবং যুগ্ম প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রপতি-নির্ব্বাচন সাগর পার হবার রণ-কৌশল কংগ্রেসের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে।

উত্তর-স্বাধীনতা যুগের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে কংগ্রেসী নাটকের উপর যবনিকাপাতের সময় আসন্ন। কংগ্রেসের মরণ অপরিহার্য্য—তবে সে মৃত্যু রামের হাতে হবে, না, রাবণের হাতে হবে সেটাই দ্রষ্টব্য। অর্থাৎ গিরি, না, রেড্ডী কে কংগ্রেসের মৃত্যুর কারণ হবেন—আগামী ২০শে আগষ্ট তা ঘোষিত হবে।

অ. চ.

——•——

ভ্রম সংশোধন

গত ২৯শ সংখ্যার মুক্তি চতুর্থ পৃষ্ঠার চতুর্থ প্যারার দ্বিতীয় লাইনে ও শেষ প্যারার প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে "শ্রীঅনিল কুমার মাহান্তী" এই নামের পরিবর্ত্তে "শ্রীঅনিল কুমার ষড়ঙ্গী" হবে। এই ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

মুঃ সঃ

——•——

ডি- আই অফ স্কুলসের জ্ঞাতার্থে

১। বোঙ্গাবাড়ী প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীহরিপদ মাহাত বাতিলীকৃত জেলা স্কুল বোর্ডের সদস্য এবং কংগ্রেস প্রভাবিত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক। এরূপ এক জন "বিশিষ্ট" শিক্ষক স্কুলের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তক সরবরাহের জন্য অগ্রিম মূল্য আদায় করেন এবং স্থানীয় শিক্ষা দপ্তর থেকে পুস্তকগুলি নিয়ে যান—কিন্তু দুইটি ক্লাসের মুষ্টিমেয় কয়েকটি ছাত্রকে ঐ পুস্তক দিয়েছেন—বাকী ছাত্রদের দেন নি—এই অভিযোগ। অনুরূপভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের নিকট থেকে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতিতে মূল্য অগ্রিম আদায় করেন গত জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসে—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত পুস্তক সরবরাহ করেন নি—এই দ্বিতীয় অভিযোগ; পাঠ্য পুস্তকাদি না থাকায় স্কুলে পড়াশোনা একেবারেই হচ্ছে না—এই তৃতীয় অভিযোগ। পুরুলিয়া থেকে বোঙ্গাবাড়ী অনধিক তিন মাইল—সুতরাং যে কোনও দিন যে কোনও সময়ে তদন্ত করার কোনও অসুবিধা নেই।

২। শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র সিং (মাহাত) গাড়াফুসড়ো প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল গৃহ সংস্কারের জন্য তিনি বৎসর কয়েক পূর্ব্বে স্কুল গৃহ মেরামতের জন্য ৫০০৲ টাকা সরকারী সাহায্য পান। কিন্তু ঐ অর্থে স্কুলগৃহ আজ পর্য্যন্ত মেরামত ও সংস্কার করা হয় নি বলে প্রায় সাত আট মাস পূর্ব্বে মুক্তি পত্রিকায় অভিযোগ প্রকাশিত হয়।

এই সাত আট মাসের ব্যবধানে ঐ বিষয়ে কোনও তদন্ত হয়েছে কিনা—কিম্বা স্কুলগৃহ মেরামতের ব্যবস্থা হয়েছে কিনা—অথবা ঐ সরকারী অর্থ কয়েক বৎসর ধরিয়া আত্মস্বার্থে ব্যবহৃত হওয়া অপরাধ যোগ্য কিনা—সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে অবহিত করবেন কি?

৩। জয়পুর থানার রোপো অঞ্চলের বালী গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে বলে শোনা যায় এবং ঐ বিদ্যালয় গৃহটি গত দুই বৎসর ধরে হোমগার্ডরা অধিকার করে বসবাস করছে বলেও জনশ্রুতি। বালী গ্রামে "যথারীতি" একজন শিক্ষকও আছেন, নিয়মিত বেতনও পান—তবে কোথায় তিনি স্কুল করেন এবং কতজন ও কোন কোন ছাত্রকে পড়ান—সেটা গ্রামের অধিবাসীরা বিশেষ অবগত নন।

সুতরাং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে আলোকপাত করলে স্থানীয় অধিবাসীরা বিশেষ বাধিত হবে।

৪। পুরুলিয়া ২নং ব্লকের ঘোঙ্গা অঞ্চলের কোলবাঁধ গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও গ্রামসভার অধ্যক্ষ হলেন শ্রীশ্রীপতি মাহাত, তিনি সম্প্রতি, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের একটি টেষ্ট রিলিফ স্কীমের ডীলারের সহী জাল করে ১০ কুইন্টাল গম তোলার জন্য জালিয়াতী ও প্রতারণার অভিযোগে মামলার আসামী। কেয়া-রের খাদ্য বিতরণ, দুগ্ধ বিতরণ প্রভৃতি "সমাজ সেবায়" এঁর পারদর্শিতার কথা গ্রামাঞ্চলে তদন্ত করলেই জানতে পারা যাবে।

—— • ——

আবগারী কনষ্টেবলের "রাজনীতি"!

শ্রীযুধিষ্ঠির রজক একজন আবগারী কনষ্টেবল। নিবাস ডুমডুমী গ্রাম, থানা পুরুলিয়া। সুদীর্ঘকাল ধরে একই স্থানে মৌরসী পাট্টা করে আবগারী বিভাগের কাজে "বিশেষ যোগ্যতা" দেখিয়ে এখন "রাজনীতিতে" হাত পাকাবার কাজে মহড়া দিচ্ছেন।

পার্শ্ববর্ত্তী কোলবাঁধ গ্রামের শ্রীশ্রীপতি মাহাত টি-আর-এর গম তোলার সূত্রে প্রতারণা ও জালিয়াতী মামলায় জড়িয়ে পড়লে বন্ধুকে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য তিনি খুবই সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং যথা-যথাস্থানে উপযুক্ত পরিমাণ দান করার টাকাও প্রতিশ্রুতি দিতে সুরু করেন। শ্রীরজক—এমন কি লোক সেবক সংঘের জনৈক বিশিষ্ট কর্ম্মীর নিকট "পার্টি ফাণ্ডে মোটা টাকা" দেবার প্রলোভন দেখিয়ে বন্ধুর বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেবার চেষ্টা করতে অনুরোধ জানাবার স্পর্দ্ধাও দেখান।

—— • ——

বিবিধ সংবাদ

মানভুম স্পোর্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের কর্ম্মকর্ত্তা

মানভূম স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের বিগত বার্ষিক অধিবেশনে ১৯৬৯-৭০ সালের জন্য কর্ম্মকর্ত্তাগণ নির্ব্বাচিত হন। এ্যাসোসিয়েশনের বিধি নিয়ম অনুসারে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট যথাক্রমে পদাধিকার বলে সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। শ্রীগোপাল নন্দী আগামী বৎসরের জন্য পুনরায় সাধারণ সম্পাদক; শ্রীমনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুজিত বন্দ্যোপাধ্যায় যুগ্ম-সম্পাদক এবং শ্রীঅলক চৌধুরী কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন।

আগামী ২১শে আগষ্ট তারিখে বাঁকুড়ায় গত বৎসরের সেমি-ফাইনাল খেলা হবে—পুরুলিয়া জেলা এই সেমি-ফাইন্যাল প্রতিযোগিতায় যোগদান করবে।

—— • ——

জেলার খাদ্য পরিস্থিতি ও খাদ্য ত্রাণ কমিটির জরুরী বৈঠক

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

মুক্তির গত সংখ্যায় জেলার খাদ্য পরিস্থিতি ও আমাদের যুক্তফ্রন্ট সরকারের এ সম্পর্কে উদ্বেগ ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচেষ্টা বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি। এই বিবরণীতে কলকাতা থেকে রিলিফ কমিশনারের এই জেলায় আগমন ও জরুরী খাদ্য ত্রাণ কমিটির বৈঠকের বিষয় জানিয়েছি।

১০ই আগষ্ট রিলিফ কমিশনার শ্রীজে, কে রায় পুরুলিয়া আসেন। জেলার কয়েকটি জায়গা পরিদর্শন করেন। রঘুনাথপুর ব্লক(২)-এর চেলিয়ামা প্রভৃতি পরিদর্শন করেন।

বেলা ২॥ টার সময় সার্কিট হাউসে জেলা খাদ্য ত্রাণ কমিটির সদস্যদের সঙ্গে এক জরুরী বৈঠকে রিলিফ কমিশনার মিলিত হন। ঐ বৈঠকে রিলিফ কমিশনার জেলার কয়েকটি স্থান পরিদর্শন ক'রে কি দেখলেন—তা বলেন। জেলার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করি। খাদ্য ত্রাণ কমিটির সদস্যেরা জেলার বিভিন্ন দিকের সংবাদ নিয়ে আসেন। তা'ছাড়া, এই বৈঠকে আসার পূর্ব্বেই আমরা জেলার প্রায় সব দিকের সংবাদ পেয়েছিলাম—আমাদের লোক সেবক সংঘের জেলা পরিষদের বৈঠকে জেলার খাদ্য পরিস্থিতি আলোচনার জন্য ঐ দিন সকালে এই পরিষদের জরুরী বৈঠক হয়।

এই বৈঠকে যা উত্থাপন করি, তা এই—

বৃষ্টিপাত ও জেলার অবস্থা

১) গত ৮ই আগষ্ট শুক্রবার দিনে ও রাত্রে আমাদের জেলায় ব্যাপকভাবে যে প্রবল বৃষ্টি হয়, তাতে কয়েকটি থানা ছাড়া সর্ব্বত্র চাষের বেশ উপযোগী ব'লে মনে হয়েছে। পূর্ব্ব দিকে বৃষ্টি একটু বেশী প্রবল হওয়ায়—হুড়া থানায় ও হুড়া সংলগ্ন পুরুলিয়ার কিছু জায়গায় চাষের জমির আইল প্রভৃতি ভেঙ্গে বহু লোকের ক্ষতি হয়। অপর পক্ষে কয়েকটি থানায় বৃষ্টি কম হয় বা বৃষ্টি কিছুটা ভাল হ'লেও বেশী শুকনো জমিতে জল শীঘ্র টেনে নেয়। সংবাদে জানা গেল—এই অবস্থা ঘটেছে বান্দোয়ান থানায় (বিশেষ সুপুডি অঞ্চলে), বরাবাজার থানায়, মানবাজার থানার পূর্ব্বাংশে; ঝালদা থানায়, বাগমুণ্ডী থানায়, রঘুনাথপুর থানার কিয়দংশে।

২) এই ৮ই আগষ্ট তারিখের বৃষ্টির পূর্ব্বে সারা জেলার চাষের ৵০ আনা পরিমাণ মাত্র ধান রোপন হয়েছিল। ৮ই তারিখের এই বৃষ্টিতে গড়ে জেলার ॥০ আনা চাষ সমাধা হবে আশা করা যাচ্ছে। কিছু থানায় কম, কিছু থানায় বেশী।

৩) এর পর যদি বৃষ্টি ভাল হ'তে থাকে তবে জেলায় ৮ বা ৮৵ আনা চাষ হবে। ৵ বা ।০ আনা জমিতে চাষ হবে না—বিভিন্ন কারণে। (এই বৈঠকের পর দেখা যাচ্ছে—বৃষ্টিতে আবার বিশেষ টান পড়েছে।)

৪) এর পর যদি ভাল বৃষ্টি হতে থাকে—তাতে চাষ ভালভাবে উঠলেও এত দেরীতে, অসময়ে চারা লাগানোর ফলে—মাটি বসে যাওয়ার ফলে ধানের উৎপাদন হবে মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ।

৫) দিন ১৫।২০ এর মধ্যে চাষ শেষ হ'লেই লোকে অন্য বছরের তুলনায় কর্ম্ম অভাবে, খাদ্যাভাবে বেশী অস্থির হবে। কারণ গতবারে ধান ভাল হয় নি, বহু গরু, মহিষ মরেছে—এবারেও এত দেরীতে চাষের জন্য লোকে বহু ভাবে হায়রান হয়েছে—এবারের ভাদ্র আশ্বিন আরও সঙ্কটের হবে।

সেজন্য জেলার সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতির জন্য আমরা যে প্রস্তাবগুলি এই বৈঠকে রাখি—তা' এই—

জেলার জন্য যে রিলিফ অবশ্যই চাই

১) আর ১৫।২০ দিন পরেই ব্যাপকভাবে টি, আর এর কাজ জেলার সর্ব্বত্র খোলা দরকার। এবং ফসল না ওঠা পর্য্যন্ত এই কাজ চালিয়ে যাওয়া দরকার।

২) পরবর্ত্তী চাষের জন্য যে যে বীজের আবশ্যক তা হচ্ছে—গম, বুট, আলু, খেসারি প্রভৃতি। এগুলির

সরবরাহের জন্য উপযুক্ত এবং যথাসময়ে ব্যবস্থা প্রয়োজন।

৩) অবিলম্বে গ্রুপ লোন (ঋণ) ব্যাপক হারে দেওয়া দরকার।

৪) ৩ একরের উর্দ্ধে যাদের জমি তাদের সারের ঋণ দেওয়া নিষেধ করা হয়েছে। সেই আদেশ বদলে তাদের আরো বেশী চাষী যাতে ঋণ পায় তার ব্যবস্থা করা দরকার।

৫) অবিলম্বে জি, আর, আরো বাড়ানো দরকার। কারণ জেলার বহু অন্ধ, খঞ্জ অসহায় এবং বহু অকর্ম্মণ্য কুষ্ঠ রোগীদের মধ্যে অনেকে জি, আর পাচ্ছে না।

৬) এই জেলায় সহরে গ্রামে আটার চেয়ে গমের চাহিদা বেশী। গম বেশী দেওয়া হোক—আর আটার চাহিদা মেটাবার জন্য জাঁতা স্কীম বেশী করে চালান হোক—তাহলে এক শ্রেণীর মানুষ এর দ্বারা কাজ পাবে।

৭) জমির খাজনার হাল চেক না দেখালে ঋণ পাওয়া যায় না। যে সমস্ত জমির জন্য (ইন্‌জাংসন জারী) মামলা হয়েছে—সেই সমস্ত জমির প্রজারা খাজনা দিতে বা চেক সংগ্রহ করতে পারে নি এই রকম প্রজাদের জন্য চেক দেখানো পদ্ধতি উঠিয়ে অন্য পদ্ধতি করা হোক। খাদ্য ত্রাণ কমিটির সদস্যেরা সার্টিফিকেট দিতে পারেন।

৮) যতটুকুই রিলিফ কাজ হোক না কেন, তা ঠিক-ভাবে রিলিফের কাজে লাগানো যাতে হয়—দুর্নীতি যাতে না হয় তজ্জন্য সরকার ও খাদ্যত্রাণ কমিটির ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সহযোগিতায় দৃঢ় লক্ষ্য রাখা হোক।

৯) গো মহিষের ঋণ রিলিফ বিভাগের অন্তর্গত নয় ব'লে এ বিষয়টি এখানে উত্থাপন করি নি।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন—পুরুলিয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে। আর রিলিফ কমিশনার—যাঁর মধ্য দিয়ে সরকারী পরিকল্পনা কর্ম্মের নির্দ্দেশ পাবে—তাঁকে পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের কথা বলা হোল।

বাঁকুড়ার সঙ্গে পুরুলিয়ার তুলনা প্রসঙ্গ

আলোচনা প্রসঙ্গে রিলিফ কমিশনার মিঃ রায় বলেন যে, "বাঁকুড়া দেখে এলাম—সেখানে চাষের কাজ অনেক এগিয়েছে—ওখানে চাষীরা উদ্যোগী দেখলাম—আপনাদের জেলার চাষী মনে হচ্ছে কর্ম্ম বিমুখ।" তিনি আমাদের বলেন যে, চাষীদের সক্রিয় করতে আপনারা চেষ্টা করুন। রিলিফ তো চিরকাল বাঁচবার ব্যবস্থা হ'তে পারে না।

উত্তরে আমি বলেছিলাম—বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার মধ্যে অনেক তফাৎ নানা বিষয়ে। পুরুলিয়ার সংলগ্ন বাঁকুড়ার খানিকটা অংশের জমি আমাদের জমির মত হতে পারে—কিন্তু সমগ্র বাঁকুড়ার জমি আমাদের জমির চেয়ে অনেক খানা ভাল। কাঁসাই বাঁধে আমাদের জেলার লোক উচ্ছেদ হয়েছে—জেলার জমি ডুবেছে—কিন্তু কাঁসাই বাঁধের সুযোগ এই জেলা পায় নি। বাঁকুড়ার একটা বৃহৎ অংশে সেচের জল পাচ্ছে। এই সেচ এবং বাঁকুড়ার কিছুটা উন্নত জমির কারণে নানা রকম চাষের প্রসার বাড়ছে। আর সমস্ত পুরুলিয়া জেলার জমি কাঁকর ও বালী পূর্ণ হওয়ায়—একটু কম বৃষ্টি হলেই তার অগণিত ডাঙ্গা জমির ধান মরে যায়। প্রায় প্রতি বছর অনাহারে বহু লোক বিপন্ন হয়। প্রায়ই অনাহার মৃত্যু ঘটে। এ জেলায় শিল্প বলতে কোন কিছু নেই। লাক্ষা ছিল—তা' গেছে। বাঁকুড়ায় ব্যাপক তাঁত শিল্প, বাসন শিল্প প্রভৃতি চলছে। স্বাধীন জীবনে কিছু কিছু সহায়তা লাভ ক'রে খানিকটা এগিয়েছে। এ জেলার মানুষ কংগ্রেসী শাসনে—বিহার আমলে ও বাংলা আমলে বহু-ভাবে নিগৃহীত বঞ্চিতই হয়েছে। এই সব রাজনৈতিক বিরূপতার জন্যই সেচ হয় নি, কৃষির উন্নতি হয় নি; একটা শিল্প পর্যান্ত এখানে করা হয় নি—সিমেণ্ট প্রভৃতির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও। এ জেলার চাষী শুধু শুকনো জমি নিয়ে অনাহার, হাহাকার করে। এহেন বিপর্য্যস্ত জীবনে চাষী উদ্যোগ দেখায় কি ক'রে?

তবু তারই মধ্যে আমরা চাষীদের উদ্যোগী করতে, তাদের নানা রকম উন্নত প্রণালীতে চাষ করাতে সবিশেষ চেষ্টা করে যাচ্ছি—তাঁকে বললাম। এই লক্ষ্যে আমরা কৃষি ফার্ম করেছি—নানা রকম হাইব্রীড বীজ আনিয়ে চাষীদের দিচ্ছি—উন্নত বীজের বিক্রয় কেন্দ্র করেছি—চাষীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ধারায় চাষের শিক্ষা দানের যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।

দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা—

তাঁকে আরও বললাম যে, প্রতি বৎসর রিলিফের ভরসা যে বাঁচবার পথ নয়—একথা অনেক আগেই আমরা উপলব্ধি ক'রে, চেষ্টা করছি যাতে এই জেলার বিভিন্ন দিকে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা সমূহ গ্রহণ করা হয়। এবং আমরা উপলব্ধি করেছি যে, সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিষ—সেচ। সেই সেচের জন্যও আমরা বহু চেষ্টা করছি। আর অগণিত চাষীর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে উন্নত কৃষির সঙ্গে আমরা চেষ্টা করছি—কুটির শিল্পের, ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যাপক ব্যবস্থার জন্য। তাতে ছেলেরা কাজ পাবে—জেলার সমৃদ্ধি হবে।

এই জেলার জন্য কুটির শিল্প আজ জরুরী কি না—

কৃষি কমিশনার বললেন—আমি তো কুটির শিল্প ক্ষুদ্র শিল্প বিভাগেরও সেক্রেটারী আছি। এ সম্পর্কে আমি ব্যবস্থা করতে পারি। তবে আপনাদের এই জেলায় সেচ ও কৃষিই একমাত্র সমস্যা—কুটির শিল্প পরে হ'লেও হয়। তার উত্তরে আমি বললাম—চাষী পরিবার ছাড়া অন্য বহু পরিবার আছে—যাদের ছেলেদের ভবিষ্যৎ অবলম্বন কিছু নেই চাকরী ছাড়া। জেলায় বা দেশে জমিও এমন কিছু নেই যা এদের ভাগ ক'রে দিয়ে কৃষিতে বসানো যায়। অথচ জেলার অসংখ্য ছেলে চাকরীর জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রিলিফও যেমন পথ নয়, চাকরীও তেমনি পথ নয়। ক'জনের জন্য চাকরীর আসন দিতে পারা যাবে? সেজন্য কৃষি উৎপাদনের পাশে শিল্প উৎপাদনের দ্রুত ব্যবস্থা চাই—এই কর্ম্মহীনদের কাজ দেবার জন্যে আর জেলার সম্পদ সৃষ্টির জন্যে।

আমি আরো বললাম—যে কেন্দ্রীয় সরকারের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প বিভাগ থেকে শ'দুই পরিকল্পনার বিবরণ এনেছি এবং তাদের সুযোগসমূহ জেনে এসেছি। এই কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিষয়ে এখন আমাদের জেলার জন্য আমাদের রাজ্য সরকারকে বিশেষ উদ্যোগী ও তৎপর হতে হবে। রিলিফ কমিশনার তা স্বীকার করলেন এবং বললেন—বিভিন্ন বিষয়ে জেলার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই সব দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা যা করব—তা যেন তাঁদেরও পাঠাই।

—•—

ভূমি সমস্যার আরেক দিকঃ সাবধান

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

পশ্চিম বাংলার ভূমি সংক্রান্ত আইনে আছে—মধ্য-সত্ত্বাধিকারীরা যদি সরকারকে যে জমি দিতে হবে—সেই জমির অংশ থেকে কাউকে অন্যায়ভাবে বিক্রি করেন—তবে অন্যায়ভাবে দেওয়া এই জমি নেবার জন্যও ক্রেতা বিপদে পড়বেন। সেজন্য আমাদের জেলার লোককে যে একটি বিষয়ে খুব সাবধান থাকতে হবে—তার কথা এখানে জানাচ্ছি।

আমাদের জেলায় অনেক জমিদারী ও জমি, জমিদার তথা মধ্যসত্ত্বাধিকারীদের দ্বারা আনীত মামলার জন্য ইন্‌জাংসনের জন্য ঝুলছে। বহু মৌজা বা জমি ইন্‌জাং-সনের ভেতরে পড়েছে। বিচারের ফল না বেরোনো পর্য্যন্ত এই জমির খাজনা জমিদার বা মধ্য সত্ত্বাধিকারীদের দেওয়া কখনই উচিত হবে না। পরে অসুবিধে হতে পারে। আর জমিদার বা মধ্য সত্ত্বাধিকারীরা যদি ঐ আটক থাকা জমির মধ্য থেকে কোনো জমি বিক্রি বা বন্দোবস্ত করতে চান—কেউ যেন ঐ জমি কখনই না কেনেন। তাহলে মামলার রায়ের পরে বিশেষ বিপদে পড়তে হতে পারে। আমাদের রাজস্ব মন্ত্রী আমাদের জেলার সকলকে এ কথা ভালভাবে জানিয়ে দিতে বলেছেন। সেজন্য পুনরায় বলছি যে, মধ্য সত্বের বা জমিদারীর যে সব জমি মামলার মধ্যে ইন্‌জাংসনে আটক রয়েছে—সেই জমির মধ্য থেকে কোনো জমি এখন কেউ কিনবেন না; অথবা ঐ সব জমির জন্য খাজনা এখন কেউ দেবেন না।

—•—

শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ অনুষ্ঠান

আইন মন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডলের সভাপতির ভাষণ

যুক্তফ্রন্টের বত্রিশ দফা কার্য্যসূচীর অন্যতম বাস্তবে রূপায়ণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আইন মন্ত্রীর ভাষণ

যুক্তফ্রন্টের আইন ও বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন যে প্রায় এক শতাব্দী কাল ধরে পরাধীন ভারতে শাসন যন্ত্র থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকী করণের যে দাবী ও আন্দোলন সুরু হয় —ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর সেই দাবী পূরণের প্রয়োজনীয়তা বহু বিলম্বে উপলব্ধি করা হয়। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে গুজরাটের আমেদাবাদ সহরে এই পৃথকীকরণ ব্যবস্থাকে প্রথম কার্য্যকরী করা হয়—তারপর একে একে সমস্ত রাজ্যেই এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে— একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ও নাগাল্যাণ্ড ছাড়া। তিনি পরিতাপের সঙ্গে বলেন যে বাংলা একদিন সমগ্র ভারতকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান করে এসেছে—সেই পশ্চিম বাংলা অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে একেবারে সর্কনিম্ন ধাপ নাগাল্যাণ্ডের পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

আইন মন্ত্রী আরও বলেন যে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রী সভার নিকট তিনি নিজ দপ্তরের নীতি ও কার্য্যসূচি সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখেন—তাতে ছয় মাসের মধ্যে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকী করণের প্রস্তাব করেন। এই পথে নানারূপ বাধা ও বিঘ্ন স্বত্বেও তিনি এই পৃথকীকরণ প্রস্তাবকে কার্য্যকরী করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি আরও বলেন যে তিনি গ্রামের মানুষ—সুতরাং বিচারের নামে গ্রামের মানুষদের যে বিড়ম্বনা ও হয়রানী ভোগ করতে হয় তা বিলক্ষণ জানেন—সুতরাং সেই বিড়ম্বনা যথাসাধ্য দূর করতে তিনি বদ্ধ পরিকর হয়েছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচার পদ্ধতির সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে হাইকোর্টের "আদিম বিভাগ" (Original side) গরীবের প্রতি অন্যায় ও বৈষম্যের একটি নিদর্শন। কারণ মোটা টাকার কোর্ট ফী না দিলে এখানে বিচার লাভ করা শক্ত। যদিও আইনতঃ "পপার-সুট" (Pauper Suit) এর ব্যবস্থা আছে—কিন্তু সেই "পপার" ঘোষণার জন্য যে জটীল ও ব্যয়বহুল ব্যবস্থা রয়েছে—তাতে আইনতঃ পপার সাব্যস্ত হওয়া আর অর্থব্যয় করে মামলা পরিচালনা করা প্রায় সমপর্য্যায়ভুক্ত হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তিনি বলেন যে অন্যদিকে আইনের ফাঁক দিয়ে বিভিন্ন চেম্বার অফ কমার্স ও কায়েমী স্বার্থের কোটী কোটী টাকার মালিকেরা বিনা কোর্ট ফীতে এই আদিম বিভাগে কোটী কোটী টাকার মামলা করে আনছেন—কিন্তু এক পয়সাও "এ্যাড ভ্যালোরেম" ফী দেন না। কিন্তু গরীব ও মধ্যবিত্তদের টাইটেল সুটের জন্য ঘটী বাটী বন্ধক দিয়ে কোর্ট ফী জমা দিতে হয়। সুতরাং এই অন্যায় ব্যবস্থা দূর করার জন্য বিধান সভার বর্ত্তমান অধিবেশনে তিনি প্রয়োজনীয় বিল আনবেন বলে জানান।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে ক্রমিক পর্য্যায়ে কর ধার্য্য (Progressive taxation)-এর অনুরূপ তিনি ক্রমিক পর্য্যায়ে কোর্ট ফি ধার্য্য করার (Progressive Court fee) নীতি প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করছেন। এই নীতি অনুসারে ২০০০৲ টাকার কম পরিমাণ অর্থের জন্য কোনও কোর্ট ফী লাগবে না—কিন্তু তারপর উর্দ্ধতর পরিমাণ অর্থের উপর আনুপাতিক হারে বর্দ্ধিত কোর্ট ফী লাগবে।

কলিকাতার ক্ষেত্রে যে সকল বিশেষ ব্যবস্থাদি প্রচলিত আছে তার সমালোচনা করে আইন মন্ত্রী বলেন যে কলিকাতার সিটি সিভিল কোর্টের নামে যে সকল সুযোগ সুবিধা ও আইন কানুনের ব্যবস্থাদি আছে—তা পরিবর্তন করে কলিকাতাকেও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য ষোলটি জেলার মত একটি জেলা গণ্য করে এখানের সিটি সিভিল কোর্টের পরিবর্ত্তে জেলা কোর্ট স্থাপনের বিষয় তিনি চিন্তা করছেন।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্থাপন করে শ্রী মণ্ডল বলেন যে বর্ত্তমান আইনের চৌহদ্দীর মধ্যে চোখের সম্মুখে সজ্ঞানের জ্ঞাতসারে চোরাবাজারী চলতে থাকলেও একে বিচারনীয় (Justiciable) অপরাধ বলে গণ্য করা যায় না। প্রশাসনের এই অসহায়তা দূর করার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া প্রমুখ উন্নত ও প্রগতিশীল দেশগুলিতে এইরূপ অপরাধ ও সমাজবিরোধী কাজের জন্য যেরূপ আইনের বিধান আছে—পশ্চিমবঙ্গেও সেরূপ আইন প্রণয়নের উদ্যোগ আয়োজন করছেন।

শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে আইন মন্ত্রী বলেন যে এর দ্বারা কেবল ন্যায় বিচারের ব্যবস্থাই করা হচ্ছে না—বিচার কার্য্যকে ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। এই সূত্রে তিনি বলেন যে সমস্ত পুরাতন মামলা এক বৎসরের মধ্যে যাতে নিষ্পত্তি হয়ে যায় তার চেষ্টা করতে হবে। আপীল কোর্টেও যাতে মামলা বিলম্বিত না হয় সে বিষয়েও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে তিনি বিচারক ও আইনজীবি উভয়ের প্রতি আবেদন জানান।

সর্ব্বশেষে তিনি বলেন যে প্রথম পর্য্যায়ে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া মুর্শিদাবাদ ও কুচবিহার—এই চারটি জেলায় অবিলম্বে পৃথকী করণের কাজ সুরু হচ্ছে এবং আগামী সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কাজ সুরু হলে আরও পাঁচটি জেলায় এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হবে।

গত ৪ঠা আগষ্ট সকাল ৯ ঘটিকার সময় জজ কোর্টের প্রাঙ্গণে এক সুদৃশ্য মণ্ডপে এই অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে শ্রীগোপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং পুলিশ ব্যাণ্ড সহযোগে সমাপ্তি সঙ্গীতরূপে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

এই অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য জেলা তথ্যাধিকারিকের নেতৃত্বে প্রচার দপ্তরের কর্ম্মীরা সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেন এবং এই পৃথকীকরণ ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য জজকোর্ট ও কালেক্টোরেটের কর্ম্মচারিরা দীর্ঘদিন ধরে অশেষ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করেন।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কালেক্টোরেট ও রেকর্ড রুম থেকে কয়েকজন কর্ম্মচারী জজকোর্টে স্থানান্তরিত হয়েছেন এবং এই বদলীর সূত্রে রেকর্ড রুমের টাইপিষ্ট, কপিষ্ট প্রভৃতি কর্ম্মচারীদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অবিচার ও ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

বরাবাজার হাই স্কুলের অডিট রিপোর্ট ও অন্যান্য প্রসঙ্গে

বরাবাজার হাই স্কুলের হিসাব নিকাশ সংক্রান্ত গোলমালের যে বিবরণ মুক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় দেওয়া হয়েছিল—এই সূত্রে এইখানে স্কুলের অডিট রিপোর্টটি প্রকাশ করা হোল—

Audit Report—6.5.63—31.3.68

To amount transfered out of grant	66'744'50	By Building materials and labour charges	84'428'44
To amount transferred to furniture and equipment	17'683'94		
	Total Rs, 84'428 44		Total Rs, 84'428'44

1, No stock book was maintained for materials purchased and issued for construction.

2. Labour payment and wages are not properly supported by vouchers.

P. K. Banerjee & Co.
Chartered Actt.
8 Lyons Range, Calcutta

23'4 69

উপরোক্ত অডিট রিপোর্টে স্কুলের গৃহ-নির্ম্মাণ সংক্রান্ত হিসাব নিকাশের গোলমালের বিষয়ই স্বীকৃত হয়েছে। সেই সূত্রে আরও উল্লেখযোগ্য যে কলিকাতার Indian Chemical and Scientific Instrument Works স্কুলের বিরুদ্ধে টাকা প্রাপ্তির এক মামলা করেছেন। সেই মামলা এখনও বিচারাধীন। এই মামলার বিবরণ ও ঐ সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যাদি বারান্তরে আলোচিত হবে।

Regd No. C—4290
Phone No.—175
মুক্তি
C. R. No—R. N. 2539/57

ভারতী হোটেল
ও
রেষ্টুরেণ্ট
(অশোক ষ্টুডিওর সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।
স্বল্প খরচে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত
আহারের ব্যবস্থা আছে।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

ফোনেটিক কমর্শিয়াল ইনষ্টিটিউট
পুরুলিয়া
ফোন নং ২৩৪
জুলাই সেসনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভর্ত্তি চলিতেছে ঃ
১। সর্টহ্যাণ্ড, ২। টাইপরাইটিং, ৩। টেলিগ্রাফী এ. এস. এম. কোর্স, ৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।
গভর্ণমেণ্ট অফিস ও রেলওয়ে হইতে প্রতিনিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে।
মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।
দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কনসেশন দেওয়া হয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।
রাখহরি চট্টোপাধ্যায়
প্রিন্সিপাল

WANTED
For Barasini N. L. Jr. High School, P.O. Lipania, Dist. Purulia. (1) One graduate with History/Sanskrit in deputation vacancy and (2) One graduate with Math. in temporary vacancy. Apply to the Secretary before 22nd August 1969.
Secretary

WANTED
Two Science graduates (Physics, Chemistry, Mathematics) against deputation vacancy for Ladhurka High School. Apply to the Secretary, Ad-hoc Committee, P. O. Ladhurka, Dist. Purulia on or before 23-8-69.
S. N. Modak
Headmaster
Ladhurka High School

নীলামের নোটিশ
আগামী ২৮শে আগষ্ট ১৯৬৯ সালে বেলা দুই ঘটিকার সময় বলরামপুর জিলা পরিষদ ডাক-বাংলোয় বলরামপুর লাক ওয়াসারির প্রকাশ্য নীলাম হইবে। বিশদ বিবরণ জিলা পরিষদ আফিসে দ্রষ্টব্য।
এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার,
পুরুলিয়া জিলা পরিষদ

WANTED
One B. Sc. Teacher preferably with distinction for Tulin J. S. R. Higher Secondary School, against deputation vacancy. Last date for receiving applications—22nd August 1969.
Secretary,
Tulin J. S. R. H. S. School
P. O. Tulin
Dist. Purulia

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত
মুক্তি
সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ
(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
৩২শ সংখ্যা
পুরুলিয়া, সোমবার
৮ই ভাদ্র, ১৩৭৬—২৫শে আগষ্ট ১৯৬৯
বার্ষিক মূল্য—৬,
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি ভি, ভি, গিরি
তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেস প্রার্থী রেড্ডী পরাজিত
দ্বিতীয় অগ্রাধিকার ভোট গণণায় ফলাফল নির্দ্ধারিত

ভারতের সর্ব্বোচ্চ পদ রাষ্ট্রপতির নির্ব্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী প্রগতিশীল দলগুলির সমর্থিত নির্দল প্রার্থী শ্রীবরাহগিরি ভেঙ্কট গিরি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীনীলম্ সঞ্জীব রেড্ডীকে তীব্রতম প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পরাজিত করে ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন। ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হোসেনের পরলোক গমনের ফলে এই নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্ব্বাচনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের যে তীব্র বিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব সুরু হয় নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে তা চরমে উঠে এবং নির্ব্বাচনের পরেও তার জের চলেছে। কংগ্রেস আজ এক বিরাট ভাঙ্গনের সম্মুখীন।

প্রথম প্রেফারেন্স (অগ্রাধিকার) ভোট গণণায় ফলাফল নির্দ্ধারিত না হওয়ায় দ্বিতীয় প্রেফারেন্স ভোট গণণার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং শ্রী গিরি ১৪৬৫০ ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেস প্রার্থী রেড্ডীকে পরাজিত করেন। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ১৯ বৎসরের ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম কংগ্রেস প্রার্থী পরাজিত হলেন এবং রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনেও এই সর্ব্বপ্রথম দ্বিতীয় প্রেফারেন্স ভোট গণণার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

মোট ভোট গণণার ফলাফল

	রাজ্য	সংসদ	দ্বিতায় গণণা	মোট
গিরি—	১৯৪৭৩১	২০৬৭৮৪	১৮৫৬২	৪২০০৭৭
রেড্ডী—	১৫৯১৮০	১৪৪৩৬৮	৯১৮৭৯	৪০৫৪২৭

	রাজ্য	সংসদ	দ্বিতীয় গণণা	মোট
দেশমুখ—	৫৪৫৯৩	৫৮১৭৬	—	১১২৭৬৯
অন্যান্য—	৫০৪৯	৩৪৫৬	—	৮৫০৫

ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে—সংসদের (লোকসভা ও রাজ্যসভা) ৭৪৭ জন সদস্যের মধ্যে ৭২৮ জন ভোট দান করেন এবং শ্রীগিরির পক্ষে ৩৫৯ জন এবং রেড্ডীর পক্ষে ২৬৮ জন সংসদ সদস্য ভোট দেন অর্থাৎ প্রায় ১৭০ জন কংগ্রেস সদস্য শ্রী গিরির অনুকূলে ভোট দান করেন। শ্রীদেশমুখকে ১০১ জন সদস্য ভোট দেন এবং এঁরা অধিকাংশই হলেন জনসংঘ ও স্বতন্ত্র দলের সদস্য। জন সংঘ ও স্বতন্ত্র দলের সদস্যেরা প্রায় সকলেই তাঁদের দ্বিতীয় প্রেফারেন্স ভোট কংগ্রেস প্রার্থী শ্রী রেড্ডীর অনুকূলে প্রদান করেন যার ফলে রেড্ডীর পক্ষে ৯১৮৭৯ দ্বিতীয় অগ্রাধিকার ভোট লাভ করা সম্ভব হয়।

ভারতের ১৭টি রাজ্যের মধ্যে ১১টি রাজ্য শ্রীগিরির পক্ষে এবং ৬টি রাজ্য শ্রী রেড্ডীর অনুকূলে ভোট দেয়।

সর্ব্বাধিক পরিমাণ ভোট পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাওয়ায় শ্রী গিরির জয়লাভের পথ সুগম হয়। যে যে রাজ্যগুলি গিরির পক্ষে ছিল; পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, বিহার, কেরল, পাঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা, অন্ধ্র ও নাগাভূমি।

আর রেড্ডীর পক্ষে রাজ্যগুলির নাম - মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর ও আসাম।

রাজ্যের ভোটার সংখ্যা	গিরির পক্ষে ব্যালট ও ভোট		রেড্ডীর পক্ষে ব্যালট ও ভোট	
১। পশ্চিমবঙ্গ (২৭৯)	(২৪৮)	৩১০০০	(২৫)	৩১২৫
২। উত্তর প্রদেশ (৪২৫)	(১৮১)	৩১৪৯৪	(১৩৮)	২৪০১২
৩। বিহার (৩১৮)	(১৬৫)	২৪০৯০	(১১১)	১১২০১
৪। তামিলনাড়ু (২৩৩)	(১৪২)	২০৪৪৮	(৫৪)	৭৭৭৬
৫। অন্ধ্র (২৮৫)	(১৩১)	১৬৩৭৫	(১১৮)	১৪৫৭০
৬। কেরালা (১৩০)	(১০৩)	১৩০৮১	(১৫)	১৯০৫
৭। মধ্য প্রদেশ (২৯১)	(১০৬)	১১২২৭	(১১২)	১২২০৮
৮। পাঞ্জাব (১০৪)	(৮০)	৮৫৬০	(১০)	১০৭০
৯। উড়িষ্যা (১৩৯)	(৬৭)	৮৩৭৫	(১৫)	১৮৭৫
১০। জম্মু ও কাশ্মীর (৭১)	(৫৮)	৩৪২২	(৮)	৪৭২
১১। হরিয়ানা (৭৮)	(৩৭)	৩৪৬৮	(৩২	৩০০৮
১২। আসাম (১১৫)	(৪৮)	৪৫১২	(৫৭)	৫৩৫৮
১৩। মহারাষ্ট্র (২৬৯)	(৫০)	৭৩০০	(২০১)	২৯৩৪৬
১৪। মহীশূর (২১৪)	(৫৩)	৫৭৭৭	(১৫)	১৪৭১৫
১৫। রাজস্থান (১৮২)	(৩৫)	৩৮৫০	(৯৮)	১০৭৮০
১৬। গুজরাট (১৬৮)	(১২)	১৪৭৬	(১০২)	১২৫৪৬
১৭। নাগাল্যাণ্ড (৫২)	(৩৮)	২৬৬	(৪)	২৮
সংসদ (৭৪৭)	(৩৫৯)	২০৬৭৮৪	(২৬৮)	১৫৪৩৬৮

—·—

সম্পাদকীয়—

স্বাগতম্

ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে শ্রীবরাহ গিরি ভেঙ্কট গিরির নির্ব্বাচনী সাফল্যে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই চতুর্থ রাষ্ট্রপতির নির্ব্বাচন বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতির দিক্-নির্ণয় করছে। গত উনিশ বৎসরের ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই প্রথম কংগ্রেস প্রার্থীকে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্ব্বাচনে পরাজয় বরণ করতে হোল। তৃতীয় রাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্ব্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ জাকীর হোসেন এবং বিরোধী দলের প্রার্থী শ্রীসুব্বা রাওএর মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলেও কংগ্রেস প্রার্থীর জয়লাভ সম্পর্কে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ ছিল না। সেই সময় দলমত নির্ব্বিশেষে বিরোধী দলগুলি একজন সর্ব্বসম্মত প্রার্থী মনোনয়নে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু চতুর্থ রাষ্ট্রপতি পদের নির্ব্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহণ করে এবং কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিরোধ যেমন চরম আকার ধারণ করে—তেমনি দেশের রাজনৈতিক দলগুলিও কে কোন শিবিরভুক্ত তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

কংগ্রেস আজ দ্বিধা-বিভক্ত। ক্ষমতার লড়াইও অতি উগ্রভাবে ও নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। রাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হোসেনের আকস্মিক মৃত্যু কংগ্রেসের এই সর্ব্বনাশ ডেকে আনে। উপরাষ্ট্রপতি শ্রী গিরিকে রাষ্ট্রপতির পদে উন্নীত করার প্রশ্নে কংগ্রেসে তীব্র মত-বিরোধ দেখা দেয় এবং সিণ্ডিকেট-গোষ্ঠী অবজ্ঞা ভরে ও উপেক্ষার সঙ্গে শ্রী গিরির দাবী নস্যাৎ করে। শ্রী গিরিও কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘকালের সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং নির্দ্দল প্রার্থীরূপে রাষ্ট্রপতি পদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সঙ্কল্পবদ্ধ হন। এই প্রশ্নে প্রংগ্রেস যেমন দ্বিধা বিভক্ত হয়—তেমনি বিরোধী দলগুলিও সংযুক্ত মোর্চ্চা গড়ে তুলতে অক্ষম হয় এবং প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল দুই পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়। কংগ্রেসের সিণ্ডিকেট-গোষ্ঠী কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনভার থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে বিতাড়িত করার অপচেষ্টা সুরু করে। এই সম্পর্কে জনসংঘ, স্বতন্ত্র দল প্রমুখ কায়েমী স্বার্থবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সঙ্গে সিণ্ডিকেট গোষ্ঠীর এক আঁতাতও হয়। অন্যদিকে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর দলবল প্রধানতঃ আত্মরক্ষার তাগিদে কংগ্রেস-বিরোধী প্রগতিশীল দলগুলির উপর অধিকতর পরিমাণে নির্ভরশীল হতে বাধ্য হন। এইভাবে দ্বিধা বিভক্ত কংগ্রেস ও কংগ্রেস বিরোধী শক্তিগুলি দুই শিবিরে সমাবিষ্ট হয়ে ভবিষ্যৎ ভারতের শক্তি সমন্বয়ের ও চূড়ান্ত সংগ্রামের ইঙ্গিত বহন করছে।

শ্রী গিরির নির্ব্বাচনের ফলশ্রুতি হিসাবে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে এবং কেন্দ্রের সঙ্গে অকংগ্রেসী রাজ্য সরকারগুলির যে অহী-নকুল সম্পর্ক এতদিন ছিল—সেই অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে সেটা যুক্তিসঙ্গতভাবে আশা করা যায়। সুতরাং শ্রী গিরির নির্ব্বাচনে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে বড়রকম রদবদলের সম্ভাবনা রয়েছে—তাতে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে কেন্দ্রে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার পতন ঘটিয়ে হয়ত কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হবে।

সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল আগামী ১৯৭২ সালে পঞ্চম সাধারণ নির্ব্বাচনের পর কেন্দ্রে যে বিরাট পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং কেন্দ্রীয় শাসন থেকে কংগ্রেসকে চিরকালের জন্য বহিষ্কৃত হবার যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে—তা শ্রী গিরির নির্ব্বাচনে উজ্জ্বলতর হয়েছে। সুতরাং সেই বিরাট সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়ণের পথে সুযোগ সুবিধা যে আরও বিস্তৃত হয়েছে তার জন্যও শ্রী গিরির নির্ব্বাচনকে আমরা বিশেষ করে স্বাগত জানাচ্ছি।

অ. চ.

—·—

পশুপালন মন্ত্রী শ্রীসুধীর দাসের পুরুলিয়া আগমন

নূতন পশু চিকিৎসা হাসপাতাল ভবনের উদ্বোধন

২৪শে আগষ্ট তারিখে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পশুপালন ও পশু চিকিৎসা বিভাগের মন্ত্রী শ্রীসুধীর দাস মহাশয় পুরুলিয়া শহরের অলঙ্গিডাঙ্গায় দেশবন্ধু রোডস্থিত পশু চিকিৎসা হাসপাতালের নব-নির্ম্মিত ভবনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়।

এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শ্রীসুধীর দাস সভাপতিত্ব করেন এবং লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীগোপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও সম্প্রদায় এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন যে পুরুলিয়ার সঙ্গে সুধীরবাবুর দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক। ঋষি নিবারণ চন্দ্রের সঙ্গে এঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় রাজনৈতিক কার্য্যের সূত্রে ঋষি নিবারণ চন্দ্র যখন মেদিনীপুর জেলায় রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির পরিচালনা করেন সেই সময় শ্রী দাস তাঁকে বিশেষ সক্রিয় সহযোগিতা দান করেন।

শ্রীঘোষ আরও বলেন যে অধিকাংশ সহরবাসী পশুপালনের বিরাট গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত নন। একদিকে কৃষির সঙ্গে পশুপালন ও পশু চিকিৎসার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে—চাষীদের চাষের প্রয়োজনে ও সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের দুগ্ধ সরবরাহের জন্য গো-মহিষাদির প্রত্যক্ষ ও অপরিহার্য্য প্রয়োজন রয়েছে। এ ছাড়া সমগ্র পৃথিবীকে এখন দুটি বিশিষ্ট অঞ্চল অর্থাৎ কার্ব্বোহাইড্রেট (শর্করা জাতীয়) ও প্রোটীন জাতীয় অঞ্চলে ভাগ করা হয়। কেবল মাত্র শর্করা জাতীয় খাদ্যে একটা জাতি বলিষ্ঠরূপে গড়ে উঠতে পারে না। এর জন্য প্রোটীন জাতীয় খাদ্যের অপরিহার্য্য প্রয়োজন এবং সেই জন্যই পশু পালন ও পশু চিকিৎসার উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

এই জেলার পশু চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে বলেন যে লোক সংখ্যা ও প্রয়োজনের দিক থেকে—এই ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়—তার উপর যে সামান্য ব্যবস্থা আছে—তাতেও জনসাধারণ প্রয়োজনের সময় বিশেষ কোনও সাহায্য পায় না এটাও দীর্ঘকালীন অভিযোগ। এই সব বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকেই অবহিত ও সচেষ্ট হতে হবে।

মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসুধীর দাস ঋষি নিবারণ চন্দ্রের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন যে তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সাধ্যমত দেশ সেবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

দেশের খাদ্য সমস্যার প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন যে কৃষি বিভাগের চেয়ে পশুপালন বিভাগ আরও জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্যান্ত কৃষি ও খাদ্য বিভাগের জন্য যে ব্যয় হয়েছে—তার সিকি অংশও যদি পশু পালন বিভাগের জন্য ব্যয় হোত—তবে দেশের খাদ্য সমস্যা সমাধান বহুল পরিমাণে সহজ হোত। তিনি এই ঘোষণা করেন যে পশ্চিমবঙ্গে পশুপালন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পোলট্রি ও ডেয়ারী ডেভেলাপমেণ্ট কর্পোরেশন গঠন করা হচ্ছে।

পুরুলিয়ার সমস্যা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে এই জেলার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি যুক্তফ্রণ্টের বত্রিশ দফায় দেওয়া আছে এবং তাঁর দপ্তরও সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখবে।

——•——

ভ্রম সংশোধন

গত ৩১শ সংখ্যার "মুক্তি" পত্রিকার ৪র্থ পৃষ্ঠায় "মানভূম স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েসনের কর্ম্মকর্ত্তা" শীর্ষক সংবাদে ভ্রমক্রমে এ্যাসোসিয়েশনের "ওয়ার্কিং প্রেসিডেণ্ট ডাঃ প্রভাত কুমার মল্লিক" এই নামটি বাদ পড়িয়া গিয়াছিল।

উক্ত সংখ্যার "মুক্তি"র ৯ম পৃষ্ঠায় "বরাবাজার হাই স্কুলের অডিট রিপোর্ট ও অন্যান্য প্রসঙ্গে" শীর্ষক সংবাদটি "বরাভূম হাই স্কুল" সম্পর্কে। ভ্রমক্রমে "বরাবাজার হাই স্কুল" লিখিত হইয়াছে। এই ভ্রমের জন্য দুঃখিত।

——০——

মুঃ সঃ

বিহারে খাদ্য সংকট ও রাজ্যপালের আশ্বাস

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

ইচাগড়, চাণ্ডিল, নিমডি, পটমদা এই চারিটি ব্লক যা এখন বিহারের সিংভূম জেলায় অবস্থিত—এগুলির খাদ্য পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকট জনক। একেবারে পুরুলিয়া জেলার অনুরূপ অবস্থা। গত বছর ধান ও অন্যান্য ফসল খুবই কম হয়েছিল। তার ওপরে এ বছরে বৃষ্টি এ পর্যান্ত আদৌ না হওয়ায়, অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করেছে। এই আদিবাসী প্রভৃতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির বাসিন্দারা একেই তো বেশীর ভাগ অত্যন্ত দরিদ্র, তার ওপর এই নিদারুণ অবস্থা। এই খাদ্য সংকটের গুরুতর অবস্থা জ্ঞাপন করতে এবং তার প্রতিবিধানের জন্য অনুরোধ করতে আমরা গত ১৮-৮-৬৯ তারিখে বিহারের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো মহোদয়ের সঙ্গে পাটনায় রাজভবনে সাক্ষাৎ করি। এই সাক্ষাৎকারে আমরা তিন জন ছিলাম—শ্রীভজহরি মাহাত, এম, পি, নিমডি লোক সেবায়তনের পরিচালক শ্রীসুবোধ কুমার রায় এবং আমি। জরুরী অবস্থার জন্য আমরা রাজ্যপাল মহোদয়ের সঙ্গে আগে সময় নির্দ্ধারণ ক'রে নেবার সুযোগ না পেয়ে, একটা পত্র তাঁকে লিখে রওনা হই। ১৮ই তারিখে তাঁর বহু কাজের ভীড় সত্ত্বেও, অন্য বিভিন্ন কাজে সময় নির্দ্ধারিত হ'য়ে গেছে ব'লে ওঁর সেক্রেটারী বলা সত্ত্বেও রাজ্যপাল মহোদয় আমাদের সময় দিলেন। এবং আমাদের সঙ্গে এক ঘণ্টা কাল কথাবার্ত্তা ক'রে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেন। আমরা তাঁর কাছে সমস্ত অবস্থা জানাই।

চারিটি ব্লকে নিদারুণ খাদ্যাভাব –

পটমদা, ইচাগড়, নিমডি ও চাণ্ডিল ব্লকের বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে রাজ্যপাল মহোদয়ের কাছে যা জানাই তা' এই : –

১) গত বছর ধান ও অন্যান্য ফসল বহু নষ্ট হয়ে যায়।

২) এ বৎসর বৃষ্টির অভাবে চাষের কাজ প্রায় এখনো হ'তেই পারে নি।

৩। ব্যাপক গুরুতর খাদ্যাভাব চলেছে। এমন কি অনাহার মৃত্যুর সংবাদও আসছে।

৪। ঐ প্রত্যেকটি ব্লকে অগণিত মানুষ কর্ম্মহীন হ'য়ে আছে।

৫। এবছর জনার (ভুট্টা) ও অন্যান্য প্রথম দিককার ফসল প্রায় সবই নষ্ট হয়েছে।

৬। সাম্প্রতিক কিছুটা বৃষ্টিপাত চাষের কাজকে খানিকটা সাহায্য করবে কিন্তু পক্ষকাল পরেই লোকে কর্ম্মহীন ও খাদ্যহীন হবে। তাদের জন্য তখন সঙ্গে সঙ্গে রিলিফের মাধ্যমে কাজের ব্যবস্থা করা দরকার হবে।

এই অবস্থার প্রতিকারে আমাদের প্রস্তাব : সর্ব্ববিধ রিলিফ যা ফসল না ওঠা পর্য্যন্ত চাই—

১) সমস্ত ব্লকে টেষ্টরিলিফের মাধ্যমে লোককে কার্য্যদান ;

২) বহু সংখ্যক বিপন্ন মানুষকে এখনই খয়রাতী সাহায্য দেওয়া ;

৩) চাষী ও অন্যান্য শ্রেণীর মানুষকে ঋণ দেওয়া ;

৪) গ্রেন গোলা থেকে ধান ঋণ দেওয়া ;

৫) কিছু কিছু অংশে 'লঙ্গরখানা' খোলা ;

৬) সরকারী খাজনা, ঋণ প্রভৃতি আদায় এখন বন্ধ করা ;

৭। নির্দ্ধারিত ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহ করা।

অনাহার মৃত্যুর সংবাদ—

ক) চাণ্ডিল থানার সিধি গ্রামের ১১ জনের এবং (খ) ইচাগড় থানার ল্যাপসোডি গ্রামের ৫ জনের অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ আমাদের দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাগুলি সম্পর্কে আমাদের দিক থেকে এখনো তদন্ত করা হয় নি। রাজ্যপাল মহোদয়কে আমরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম দিই।

রাস্তা মেরামতের জরুরী প্রয়োজন—১১ মাইল

১) পুরুলিয়া-বান্দোয়ান রাস্তায় বিহারের অংশে ৭ মাইল মাত্র ধবনী হইতে বামুনডি–শীঘ্র উপযুক্তভাবে মেরামত প্রয়োজন।

২) বান্দুড়দা (কাটিন) থেকে পটমদা রাস্তাটি (৪ মাইল মাত্র); এটিরও শীঘ্র উপযুক্তভাবে মেরামত প্রয়োজন।

কারণ বিহার অংশের এই রাস্তা গুরুতরভাবে খারাপ থাকায় পুরুলিয়া থেকে বান্দোয়ান বা পটমদা যাওয়ার পথ বর্ষাকালে দুরন্ত দুর্গম হ'য়ে ওঠে। সেইজন্য উপযুক্ত মেরামত অবিলম্বে দরকার।

সর্ব্বাঙ্গীন উন্নয়ন ব্যবস্থা—

১) সিংভূম জেলার নিমডি, পটমদা, চাণ্ডিল, ইচাগড় প্রভৃতি অংশগুলি বেশীর ভাগ অত্যন্ত দরিদ্র মানুষের বাসভূমি—এদের মধ্যে অধিকাংশ লোক আদিবাসী। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা বরাবর উপেক্ষিত ও শোষিত হয়েছে।

২) সেজন্য আজ অবিলম্বে এদের জন্য সর্ব্বাঙ্গীন উন্নয়ন কর্ম্মধারা গ্রহণ করা দরকার—তজ্জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা, প্রকল্প সমূহ এবং তার দ্রুত রূপায়ণ দরকার।

৩) এই উন্নয়ন কর্ম্মধারার মধ্যে সেচ ব্যবস্থাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। উন্নত কৃষি ব্যবস্থার আয়োজন অপরিহার্য্য। কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যাপক প্রবর্তন কর্ম্মহীনদের কর্ম্ম দিতে ও উন্নয়নের ব্যবস্থা সম্ভব করতে এই অঞ্চলে খুবই উপযোগী হবে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় দিকেও অনুরূপভাবে পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প প্রয়োজন।

অন্যান্য বিষয়সমূহ—

১) রিলিফ ও উন্নয়নের সমস্ত কাজগুলির রূপায়ণে ঐ ব্লকগুলির কর্ম্মীরা যাতে সরকারী প্রচেষ্টাকে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা দিতে পারেন—তজ্জন্য রাজ্যপাল মহোদয় যেন সংশ্লিষ্ট অফিসারদের নির্দ্দেশ দেন—তাঁরা যেন জনগণের এই সহযোগিতা গ্রহণের জন্য যোগসূত্র রক্ষা করেন।

২) কাঁড়রা-শিলি রাস্তার ইচাগড় অংশে ব্যাপক মেরামতের কাজের দ্বারা বহু টেষ্ট রিলিফ দেওয়া যেতে পারে। এই রাস্তা আগাগোড়া ভেঙ্গে বিপজ্জনক হয়ে আছে।

মাননীয় রাজ্যপালের আশ্বাস—

রাজ্যপাল মহোদয় খুব আন্তরিকতার সঙ্গে এবং মনোযোগ সহকারে আমাদের বক্তব্য শুনেছেন। এবং ঐ সব অঞ্চলবাসীর সাধারণ জীবনযাত্রার দুরবস্থার কথা তিনি জানেন এবং বর্ত্তমান সংকটের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে, যথা শীঘ্র তিনি যথোচিত এবং তাঁর দ্বারা যা সম্ভব তিনি করবেন ব'লে আন্তরিকভাবে আশ্বাস দিয়েছেন।

১৮.৮.৬৯

—•—

পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল্ হস্পিট্যাল-এর সেবাকার্য্য

গত ৩১শে মার্চ ৬৯ "পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল্ হস্পিট্যালের উদ্বোধন হয়—বহু লোকের উপস্থিতিতে। বর্তমানে হাসপাতালটি মাত্র তিন শয্যাবিশিষ্ট; দরিদ্র রোগীরা উক্ত হাসপাতালের মাধ্যমে পুরুলিয়া জেলায় এই সর্বপ্রথম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সুযোগ পাইতেছেন এবং গত দুই মাসে বিভিন্ন জটিল রোগী চিকিৎসায় হাসপাতালটি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। গত ১০ই এপ্রিল ৬৯ হাসপাতালের বহির্বিভাগও খোলা হইয়াছে। এবং উহার উদ্বোধন করিয়াছেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের হোমিওপ্যাথিক ইন্স্পেক্টার ও সুখ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ যুগল কিশোর সেনগুপ্ত মহাশয়। গত দুই মাসে এই বহির্বিভাগটিতে ইতিমধ্যেই বহু রোগীর ভীড় জমিতেছে এবং ক্ষুদ্র ভবনের বহির্বিভাগে রোগীদের বসিবার স্থানাভাব ঘটায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বহির্বিভাগটি সম্প্রসারিত করার কথা চিন্তা করিতেছেন।

এই হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার্থে শহরের গণ্যমান্য হোমিও দরদী ব্যক্তি ও বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথদের লইয়া একটি শক্তিশালী পরিচালক কমিটি গঠিত হইয়াছে। উক্ত কমিটির সদস্যবর্গ হইলেন—(১) সভাপতি—ডাঃ জয়ন্ত কুমার সরকার (২) সহ-সভাপতি—ডাঃ পি, কে, মল্লিক (৩) সাঃ সম্পাদক—ডাঃ গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায় (৪) সহ-সম্পাদক ডাঃ গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৫) কোষাধ্যক্ষ—ডাঃ সুধীর কুমার হুজুরী (৬) ডাঃ কে, জি, দে (৭) ডাঃ জে, কে সেনগুপ্ত (৮) ডাঃ পি, কে, চৌধুরী (৯) ডাঃ স্বামী মায়েশানন্দ (১০) ডাঃ এ, এল্ ব্যানার্জ্জী (১১) শ্রীদ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২) শ্রীজয়ন্ত কুমার দাঁ (১৩) শ্রীগিরীশ চন্দ্র মাহাতো (১৪) শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায় (১৫) শ্রীরাধাগোবিন্দ কুণ্ডু (১৬) শ্রীমতিলাল সারদা।

হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে এ পর্য্যন্ত ২১ জন রোগীর নিয়মিত চিকিৎসা হইয়াছে। আরোগ্যের হার খুবই আশাপ্রদ। শহরের অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ঐ সব রোগীর চিকিৎসাকার্য্যে যথাযথ পরামর্শ দিয়া থাকেন। অবশ্য অন্তর্বিভাগের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ হইলেন—ডাঃ স্বামী মায়েশানন্দ, ডাঃ ভবানী কুমার চট্টোপাধ্যায় গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আর্-এম্ ও)। এবং পরামর্শ-দাতৃ মণ্ডলীগণের মধ্যে ডাঃ জে, কে সরকার, ডাঃ কে, জি, দে, ডাঃ জে, কে, সেনগুপ্ত, ডাঃ পি, কে, চৌধুরী ডাঃ এইচ, কে, মজুমদার ও ডাঃ জি, এল্ মুখার্জ্জী অন্যতম। বহির্বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকবৃন্দ হইলেন—ডাঃ ভৈরব চন্দ্র মাহাতো, ডাঃ মহাদেব গঁরাই। বহির্বিভাগটি নিয়মিত প্রত্যহ সকাল ৭টা-৯টা এবং বৈকাল ৩টা-৫টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে।

হাসপাতালের অন্তর্বিভাগের কর্মী ৪ জন মাত্র স্বল্প দক্ষিণার বিনিময়ে সেবাকার্য্য করিয়া থাকেন এবং অন্যান্য চিকিৎসকগণ সকলেই বর্তমানে অবৈতনিক।

হাসপাতালের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য একটি পুষ্করিণী সহ ১৫ বিঘা জমি শ্রীমত্যা সুশীলা বালা দেবী হাসপাতালকে দান করিয়া দরিদ্র জনসাধারণের সেবাকার্য্যে এক অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। এজন্য কর্তৃপক্ষ তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ। বর্তমানে রোগীর চিকিৎসা, পথ্য ও আহারাদি, পরিচর্য্যা ইত্যাদি ব্যয়ভার সম্পূর্ণভাবে জন সাধারণের ক্ষুদ্র বৃহৎ দানের উপর চলিতেছে। আশা করা যায় যে, জেলার এই হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালটি জনসাধারণ, সরকার, জেলা-পরিষদ ও মিউনিসিপ্যালিটির দানে উত্তরোত্তর তাহার সেবাকার্য্যের প্রাঙ্গণ প্রশস্ত করিতে সমর্থ হইবে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অতি-সম্প্রতি পুরুলিয়া জেলার প্রত্যেকটি থানায় অন্ততঃ পক্ষে একটি করিয়া "গ্রামীন বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়"(Rural Outdoor Dispensary) খুলিবার বলিষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। শীঘ্র মধ্যেই লক্ষণপুরে ও হেঁসলায় হাসপাতালের দুইটি গ্রামীন বহির্বিভাগ খুলবার আশু প্রচেষ্টা চলিতেছে। জেলার ধনী দরিদ্র জনসাধারণ এবং বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথগণকে এই জন সেবামূলক কার্য্যে সাড়া দিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছেন হাসপাতাল কমিটির পক্ষে সম্পাদক মহাশয়।

—•—

জীবিকা ও বাঁচবার পথ আজ কী?

(অরুণচন্দ্র ঘোষ)

চারিদিকে আওয়াজ—চাকরী চাই

শিক্ষা,—উচ্চশিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটছে। বিদ্যা-নিকেতনগুলিতে থেকে প্রতি বৎসর দলে দলে পাশ করা ছেলেমেয়ে বেরিয়ে আসছে—যেমন কল থেকে অহর্নিশ ভারে ভারে উৎপাদিত জিনিষ বেরিয়ে আসে। প্রতি বছর এরা বেরিয়ে এসে আগের বছরের লক্ষ লক্ষ বেকারের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আকাশ বাতাস আলোড়িত ক'রে আওয়াজ তুলছে—চাকরী চাই।—কেরানী, ইঞ্জিনীয়ার, ওভারসিয়ার, ডাক্তার, শিক্ষক, বি, ডি, ওর পদ চাই—নইলে বাঁচবো কিসে? সত্যিই, এদের বাঁচতে হবে। ঘরে অন্ন নেই, আশা নেই,—মা-বাপের সংসারে পোষ্য অনেকগুলি। অভাব চারিদিকে কালো ছায়া মেলে হাহাকার করছে।

এ ছাড়া আজ অন্য পথ সামনে নেই

বাঁচতে হবে—তাই কাজ চাই। আজ আমাদের ছেলেমেয়েরা জেনেছে যে, এই কাজের সবচেয়ে বড় এবং সুবিধের অবলম্বন চাকরী। দেশের অগণিত ছেলেমেয়েদের সুযোগ রূপে চাকরী ছাড়া জীবিকার অন্য বৃহৎ এবং ব্যাপক জাতীয় আয়োজন কিছুই গড়ে ওঠেনি। ইংরেজ আমলে এবং স্বাধীনতার ২১ বছর ধরে কংগ্রেস আমলে

—কোনো আমলেই গড়ে ওঠেনি। তাই দেশের স্বাভাবিক মনোভাবরূপে—জীবিকার সুযোগ রূপে চাকরী-ধারণাই দেশে এবং ছেলেমেয়েদের মধ্যে চলেছে। সেই কারণে একটা চাকরীর সন্ধান পেলেই দলে দলে শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েরা ছুটে আসছে। এবং এক একটা চাকুরীর পদে দরখাস্ত দিয়ে প্রতি সময়ে কত শত শত—কত হাজার হাজার ছেলেমেয়ে নিরাশ হচ্ছে—আমরা দেখতে পাচ্ছি।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতির একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত

এই পরিস্থিতি কত যে ভয়াবহ এবং করুণাজনক তার একটা মর্ম্মবেদনাদায়ক দৃষ্টান্ত এখানে দিই। পঞ্চায়েৎ দপ্তরেই, ও, পির পদে অর্থাৎ পঞ্চায়েৎ এক্সটেনসন অফিসারের পদে সম্প্রতি ২০।২২ জন মাত্র লোক নেওয়া হবে। এর নিম্নতম যোগ্যতা—গ্রাজুয়েট হওয়া চাই। **এই ২০।২২টি পদের জন্য ৮ হাজারের ওপর দরখাস্ত পড়েছে !!!** পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী মহোদয় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন—এদের 'ইনটারভিউ' নেওয়াই বা যায় কি করে? শুধু সারা পশ্চিম বাংলা নয়—সারা ভারতবর্ষের সমস্ত সরকারী বেসরকারী দপ্তরে, কলে কারখানায়, শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষের কাজের চাহিদার ক্ষেত্রে এই ভয়াবহ শোচনীয় অবস্থা। তবু মানুষকে বাঁচতেই হবে। তবে বাঁচার পথ কি?

আমাদের 'উঞ্ছবৃত্তির অর্থনীতি'—

অন্য দেশ অন্য পথে

চাকরীর পদ বাড়িয়েই কি এই সমস্যার সমাধান হবে? এক একটা রাজ্যে চাকুরীর ক্ষেত্রে বছরে বড় জোর দু'চারশ লোক-নিয়োগের জন্য পদ খালি বা পদ সৃষ্টি হচ্ছে মাত্র। অথচ এদিকে প্রতি বছর চাকরীর পুরাতন লক্ষ লক্ষ দাবীদারদের সঙ্গে নূতন কয়েক লক্ষ ছেলেমেয়ের চাকরীর চাহিদা এসে হাজির হচ্ছে। তাহলে এই সব কর্মহীন ছেলেমেয়েরা 'কাজ' বা জীবিকা বা বাঁচবার আশ্রয় পায় কোথায়? চাকরী যদি বাঁচবার পথ নয়—তবে 'অন্য কিছুর' সন্ধান আজ অপরিহার্য্য। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই যে, 'অন্য কিছুর' সন্ধান, আয়োজন বা ব্যবস্থা—সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে, বিশাল জাতীয় আকারে, আমাদের দেশ-জীবনে গড়ে ওঠবার সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টার পরিবেশ এখনো সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু আমাদেরই সামনে পৃথিবীর দিকে দিকে 'চাকরী নয়, অন্য কিছুর' সন্ধানে ও সার্থক ব্যবস্থায় মানুষ এগিয়ে চলেছে। আর আমরা এখনো উঞ্ছবৃত্তির অর্থনীতি নিয়েই চলেছি। চাহিদার তুলনায় সব কিছুর উৎপাদন (এক মানুষ ছাড়া) অত্যন্ত কম। যা সামান্য আছে—সে সামান্য নিয়েই অগণিত লোক আমরা লেনদেন অর্থাৎ ব্যবসা করতে চাই—আমরা অল্প জিনিষের হিসাব রাখতে বহুজনে কেরানী হ'তে চাই। উৎপাদন যদি না বাড়ে তবে কেনা বেচার লোক বাড়ানো যায় কি ক'রে? আর হিসাব রাখার লোকই বা বাড়ানো যায় কি ক'রে?

জাতির অর্থনৈতিক ভিত্তি—চাকরী নয়—তবে কী?

একটা জাতির শক্তিশালী অর্থনীতির ভিত্তি হচ্ছে—উৎপাদন। কৃষি, শিল্প এবং পশু-সম্পদের উৎপাদন। এবং তার পিছনে মানসিক সৃষ্টির প্রেরণা। এই বিরাট সম্পদ সৃষ্টির আয়োজনকে গ'ড়ে তুলতে কাজের ভাগ যেমন বহুজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে, তেমনি এই বিরাট উৎপাদিত সম্পদকে দেশের সব মানুষের ভেতর সুষ্ঠু বণ্টনব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। তবেই জাতি বাঁচতে পারে। না হ'লে ধ্বংস অনিবার্য্য।

মূল কথা 'উৎপাদন'—তাতে সকলের

কর্ম্ম শক্তির যোগ

অর্থনীতির মূল কথা যেমন হল—উৎপাদন—জাতির প্রয়োজনীয় সমস্ত চাহিদার পরিপূর্ণ যোগান দিতে বিশাল 'উৎপাদনের' আয়োজন—তেমনি তারপরই সবচেয়ে বড় কথা হ'ল—সেই বিশাল উৎপাদনের কাজে জাতির সক্ষম সমস্ত মানুষের শ্রমশক্তিকে, কর্ম্মশক্তিকে নিয়োগ করতে হবে। কারুর শক্তিকে বেকার রাখা হবে না—কাউকে সুযোগহীন করা হবে না—কাউকে বেকার থাকতে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। অর্থনীতির এই লক্ষ্য থাকলে—সমস্ত আয়োজনের কাঠামোকে 'ব্যাপক রূপায়ণে' গ'ড়ে তুলতে হবে।

এই সমৃদ্ধির পথে যে দুটি জিনিষের বাধা—

অর্থ-নৈতিক সমৃদ্ধির জন্য যে যে জিনিষ প্রয়োজন—সেগুলি বিষয়ে আমাদের সুপরিকল্পিত ভাবে সংগঠন চাই।

এর জন্য 'ভূমি' চাই—তা আমাদের বহু আছে। বিবিধ ভূমি সম্পদ চাই—তাও বহু আছে। লোক শক্তি চাই—বিশাল লোক শক্তি আছে। জৈব অজৈব যে সমস্ত কাঁচা মাল বা উপকরণ চাই—তারও সম্ভাবনা অপরিমেয়। বাধা পাচ্ছে—দুটি জিনিষে। (১) তার একটি হচ্ছে—উপযুক্ত ব্যবস্থা—অর্থাৎ পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা বিষয়ে। আর (২) দ্বিতীয়টি হচ্ছে—পুঁজি বিষয়ে। প্রথমটির অভাবে দ্বিতীয়টির অবস্থা অত্যন্ত সমস্যাজনক। অর্থনীতির মূল নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। সেই সরকার দৃঢ় ব্যবস্থা নিলে সহজেই এই দুটি জাতীয় সমস্যা সমাধানের পথে আমরা দ্রুত অগ্রসর হ'তে পারি। কিন্তু তার আশু সম্ভাবনা যদি না থাকে—তাহলে এই দুটি বিষয়ে রাজ্য সরকার ও জনসাধারণেরও বহু কিছু করবার আছে—আমাদের বিবিধ সীমাবদ্ধ অবস্থার মধ্যেও।

কেন্দ্রের দায়িত্ব : রাজ্যের দায়িত্ব :

জনগণের দায়িত্ব

মুদ্রানীতির শক্তিতে কালো টাকার অবসান করা,—শোষণভিত্তিতে জমা করা পুঁজির অবসান করা প্রভৃতি কাজ কেন্দ্রীয় সরকার একদমেও করতে পারেন। জাতীয় সম্পদের মূল্যের চেয়েও মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে না দিয়েও অগণিত মানুষকে কাজে লাগাতে ও তার দ্বারা সম্পদ সৃষ্টি করতে কেন্দ্রীয় সরকার যোগ্যতার সঙ্গে পারেন। রাজ্য সরকার বা জনগণের এই অধিকার না থাকলেও, বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে আমাদেরও বহু কিছু করবার আছে। তা কি আছে—সে বিষয়ে চিন্তা, পরিকল্পনা, অভিমত সংগ্রহ, এবং তার ভিত্তিতে দৃঢ়তা এবং সাহসিকতার সঙ্গে উৎপাদনের কাজে প্রচণ্ড শক্তিতে আমরা অগ্রসর হ'তে পারি। এই দুরূহ কাজে আজ লাগতে হবে।

এ সম্পর্কে রাজ্য সরকারেরও যেমন বিরাট দায়িত্ব রয়েছে এবং তার বিরাট শক্তি সম্ভাবনাও রয়েছে—তেমনি এর জন্যে জনসাধারণেরও বহু কিছু করার এবং সেই প্রচেষ্টায় বিরাট শক্তি সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের দায়িত্ব-সমূহ এবং সরকারী বেসরকারী শক্তি সম্ভাবনাগুলি সম্যক রূপে তুলে ধরাও এক বৃহৎ ব্যাপার। এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করতে এবং ব্যাপকভাবে বাংলার জনমত সৃষ্টি করতে অগ্রণী তথা চিন্তাশীলদের আজ এগিয়ে আসতেই হবে। এ সম্পর্কে এখানে আমি কয়েকটি কথা রাখছি।

কৃষি উন্নয়নের পথ—বেকার সমস্যার বড় সমাধান

বেকার সমস্যার শতকরা ৭০ ভাগ দূর হতে পারে—বৈজ্ঞানিক কৃষি ব্যবস্থার মধ্যে। এই বৈজ্ঞানিক কৃষি ব্যবস্থার মধ্যমণি হবে—সেচ। আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের শোচনীয় অর্থ-নৈতিক জীবনেও যখন বর্ষা আসে তখন সারা দেশ সবুজ হয়—ফসলে ভ'রে ওঠে—খাটবার মানুষের টানাটানী পড়ে—আমাদের চাষীর দৈন্যদশা সত্ত্বেও—বর্তমান কৃষির অবৈজ্ঞানিক রূপ সত্ত্বেও। যদি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ চাষযোগ্য জমি—লক্ষ লক্ষ একর জমি সারা বছর নিয়ন্ত্রিত সেচের জল পায়—তাহলে চাষী ও মজুর শ্রেণী প্রায় কেউ বেকার থাকবে না। তার সঙ্গে চাষ প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরিচালিত অবশ্যই করতে হবে। ব্যাপকভাবে পাম্প প্রভৃতি চালাতে, ওষুধ দিয়ে রোগ নিবারণ করতে, উন্নত সার ব্যবস্থা করতে, যন্ত্রাদি সারাতে, উন্নত বীজ উৎপাদন প্রভৃতি করতে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত ছেলেমেয়ে—বৈজ্ঞানিক, টেক্‌নিশিয়ন, ইলেকট্রিশিয়ন, হিসাব রক্ষক প্রভৃতি চাই। এই কৃষি দেশের বিরাট খাদ্যচাহিদা ও কাঁচা মালের বিরাট চাহিদার সার্থক যোগান দিতে পারবে।

(ক্রমশঃ)

শিক্ষক চাই

মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সির জন্য একজন বি এস সি শিক্ষক প্রয়োজন। পোষ্ট গ্রাজুয়েট বেসিক ট্রেনড্ শিক্ষকদের এই পদে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। অবিলম্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত
সেক্রেটারী
জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়
পোঃ মাঝিহিড়া পুরুলিয়া।

Regd No. C—4290
Phone No.—175
মুক্তি
C. R. No.—2539/57

Wanted

A Head Master for the Sonaijuri Anchalik Jr. High School (Bhalagora) P.O Sonaijuri, Dist-Purulia. Minimum qualification **Graduate.** Apply to the Secretary on or before 31.8.69. Date of interview 7.9.69. at 2 P M.

Secretary.

Wanted

One graduate strong in English in the deputation vacancy of the Head Master of Jr High School and one Hons. Graduate in English for the Proposed High School. Apply to the Secretary on or before 1st September, 1969.

Secretary,
Mangura B. N. Jr. High School
P. O. Mangura-lalpur, Dist Purulia.

কর্ম্মখালি

পুরুলিয়া ডিষ্ট্রীক্ট হোলসেল কনজুমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটী লিমিটেডের **ক্যাশিয়ার** পদের জন্য আগামী ৭. ৯. ৬৯. তারিখের মধ্যে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা—বাংলা ও ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে পারার মত জ্ঞান; ১০০০৲ টাকা নগদ্ এবং ৩০০০৲ টাকার বণ্ডের সিকিউরিটী; বয়স অনূর্দ্ধ ৪৫ বৎসর; ক্ষিপ্রতার সহিত কারেক্টী নোট গুণিবার বিশেষ যোগ্যতা। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা বিশেষ যোগ্যতা বলিয়া বিবেচনা করা হইবে। যোগ্য প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়সসীমার শিথিলতা এবং প্রারম্ভিক বেতন হার বিশেষ বিবেচনা করা হইবে। বেতন—১৩০—৪—১৭০—৮—২৫০ টাকা এবং মহার্ঘ ভাতা—২০ টাকা।

Executive Officer.
Purulia District Wholesale
Consumer's Co-op. Society Ltd.
Po: Purulia

Wanted

An assistant teacher. B. A. with Sanskrit on a deputation Vacancy. Apply to the Secretary, Kashidih C. R. C. G. Vidyapith P. O. Kashidih. Dist-Purulia within 29.3.69.

Secretary,

গান্ধী রচনা সম্ভার

৬ খণ্ডে প্রকাশিত হইবে
প্রতি খণ্ডের মূল্য—৫৲ টাকা
অগ্রিম ১০৲ টাকা দিয়া নাম রেজিষ্ট্রী করিলে ২৪৲ টাকায় পূর্ণ সেট পাওয়া যাইবে।

ফোনেটিক কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট
পুরুলিয়া

ফোন নং ২৩৪

জুলাই সেসনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভর্ত্তি চলিতেছে:

১। সর্টহ্যাণ্ড, ২। টাইপরাইটিং, ৩। টেলিগ্রাফী এ. এস. এম. কোর্স, ৪। বুক কিপিং ইত্যাদি।

গভর্ণমেণ্ট অফিস ও রেলওয়ে হইতে প্রতিনিয়ত চাকরীর চাহিদা আসিতেছে।

মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

দরিদ্র ও মেধাবী **ছাত্রছাত্রীদের** কনসেশন দেওয়া হয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে।

রাখহরি চট্টোপাধ্যায়
প্রিন্সিপাল

ভারতী হোটেল
ও
রেষ্টুরেণ্ট
(অশোক ষ্টুডিওর সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।

স্বল্প খরচে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত আহারের ব্যবস্থা আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
৩৩শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৫ই ভাদ্র, ১৩৭৬—১লা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গে ও বিহারে বিধ্বংসী বন্যা
লক্ষ লক্ষ নরনারী আর্ত্ত ও বিপন্ন

রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক খরার পর প্রবল বর্ষণ সুরু হয়েছে এবং এই বর্ষণের ফলে গঙ্গা নদী ও শাখা নদীগুলি স্ফীত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মালদা মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলা ও বিহারের মুঙ্গের জেলায় প্রবল প্লাবন সুরু করেছে। বন্যার প্রকোপে মালদহের ২১ জন ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন এবং লক্ষ লক্ষ নরনারী আর্ত্ত ও বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সামরিক বাহিনী বন্যার্ত্তদের ত্রাণের জন্য দিবারাত্র চেষ্টা করে চলেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর অঞ্চল এই বন্যায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং বহু ঘরবাড়ী ও হাজার হাজার একর ধানের জমি জলমগ্ন হয়ে আছে।

বিহারের মুঙ্গের জেলায় ৫ লক্ষ নরনারী বন্যা পীড়িত হওয়ায় প্রায় পাঁচশত একর জমি জলপ্লাবিত হয়েছে। বন্যা পীড়িতদের উদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা হচ্ছে। এ পর্য্যন্ত ৩৮৫৯২ জন ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভা বন্যা পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করে বন্যাত্রাণে যতদূর সম্ভব সহায়তা দানের ব্যবস্থা করছেন। মন্ত্রীসভা কেন্দ্রের নিকট দাবী জানিয়েছেন যে রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করে রাজ্যের পরিকল্পনাগুলি সার্থক করে তুলতে হবে এবং এই বাবদে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

ইতিপূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলারও কিয়দংশ প্লাবিত হয়। এই বন্যা পরিস্থিতি গুরুতর।

—০—

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

ঋণ বিতরণের নামে অযথা হায়রানী

মানবাজার ২নং ব্লকের আঁকরো গ্রাম হইতে সর্ব্বশ্রী বিষ্ণুপদ মাহাত, শম্ভু মাহাত এবং বংশী মাহাত অভিযোগ করিতেছেন :—বড়গ ডুমা-আঁকরো অঞ্চলের ডি. এল. ডব্লিউ শ্রীসুনীল মিশ্রের গ্রুপলোন বিতরণে ধামখেয়ালী ও দায়িত্বহীনতার ফলে আমাদের ঋণ লইতে গিয়া অযথা হায়রানী ও অর্থনাশ হইয়াছে—কিন্তু ঋণ পাওয়া যায় নাই। গত ৭।৮।৬৯ তারিখে আমাদের মঞ্জুরীকৃত গ্রুপলোন বণ্টনের তারিখ থাকায় আমরা ব্লক অফিসে যাইতেছিলাম এবং আমাদের সহিত একজন পূর্ণ গর্ভবতী নারীসহ তিনজন স্ত্রীলোক ছিলেন। প্রবল বৃষ্টির দরুণ নদীতে তখন প্রায় এক বুক বান থাকায় তিনজন মহিলাকে আমরা গৃহে পাঠাইয়া বাকী ছয়জন পুরুষ সাঁতার কাটিয়া নদী পার হই। কিন্তু ব্লক অফিসে পৌছিয়া সমস্ত পরিস্থিতি বুঝাইলেও উপরোক্ত তিনজন মহিলা অফিসে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত ঋণ বণ্টন করিতে অস্বীকার করেন। তখন ব্লকের ক্যাশিয়ার বাবু এই পরিস্থিতিতে আঁকরো গ্রামে গিয়া ঋণ বণ্টন করিতে ডি. এল. ডব্লিউকে অনুরোধ করিলে তিনি তাহাও অস্বীকার করেন। সেই অবস্থায় পরবর্ত্তী ১০।৮।৬৯ তারিখে ঋণ বণ্টনের তারিখ ধার্য্য হয়।

নির্দ্ধারিত ১০।৮।৬৯ তারিখে আমরা সকলেই ব্লক অফিসে উপস্থিত হই—কিন্তু ক্যাশিয়ার বাবু জানাইলেন যে ডি. এল. ডব্লিউ অনুপস্থিত এবং সমস্ত রেকর্ডপত্র তাঁহার নিকটেই আছে—সুতরাং ঋণ বিতরণ সম্ভব নয়। সুতরাং সেই দিন আমরা রাঙ্গামাটী গ্রামে শ্রীচাক মাহাতর গৃহে রাত্রিবাস করিয়া পুনরায় পরদিন অর্থাৎ ১১।৮।৬৯ তারিখে ব্লক অফিসে গিয়াছিলাম; কিন্তু ক্যাশিয়ার বাবু আমাদের জানাইলেন যে ডি. এল. ডব্লিউ সেই দিনও ফিরে নাই—অতএব ঋণ বিতরণ হইবে না। এই অবস্থায় আমরা ৫০ টাকা ঋণ পাইবার জন্য প্রায় ৩২ টাকা ব্যয় করিয়া নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিলাম।

———•———

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

নিতুরিয়া-সাঁতুড়ী অঞ্চলের শোচনীয় পরিস্থিতি

নিতুরিয়া ব্লক খাদ্য ও ত্রাণ কমিটীর সদস্য শ্রীসর্ব্বেশ্বর মাহাত জানাইতেছেন : সমগ্র নিতুড়িয়া থানা ঘুরিয়া দেখিলাম বৃষ্টি আজ পর্য্যন্ত বিশেষ হয় নাই—বাংলা ২৩শা শ্রাবণ কিছু বৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে লোক কিছু চাষ করিয়াছে এবং ১লা ভাদ্র কিছু বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে আনুমানিক শতকরা ২৫ ভাগ চাষ হইতে পারে। যদি বৃষ্টি সম্পূর্ণ হয় তাহা হইলেও এই থানায় ৭০ ভাগের বেশী চাষ হইবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং বৃষ্টি হইলেও এই নিতুড়িয়া থানায় শতকরা ২০ বিশ ভাগের বেশী ধান উৎপন্ন হইবে কিনা সন্দেহ এবং সাঁতুড়ী থানার অবস্থাও অনুরূপ। অতএব নিতুড়িয়া ও সাঁতুড়িতে দুর্ভিক্ষ হইবার পূর্ণ আশঙ্কা দেইজন্য অতি সত্বর সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। সেপ্টেম্বর মাস হইতে ব্যাপকভাবে টেষ্ট রিলীফ কার্য্য ও খয়রাতী সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হউক। নিতুরিয়া থানায় সরবেড়িয়া, গুনেড়া, জনারদনডিহীয়া, ভামুরীয়া প্রভৃতি অঞ্চলগুলি একেবারে খরা অঞ্চল।

———•———

ভারতী হোটেল

ও

রেষ্টুরেণ্ট

(অশোক ষ্টুডিওর সংলগ্ন)

পুরুলিয়া।

স্বল্প খরচে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত

আহারের ব্যবস্থা আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

সম্পাদকীয়—

ত্রাণমূলক ব্যবস্থা ধারার আমূল পরিবর্ত্তন চাই

খরা, অনাবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি এবং তজ্জনিত ব্যাপক ফসলহানী ও খাদ্য সঙ্কট যে সকল জেলা বা অঞ্চলের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা—সেখানের কর্ম্মহীন, অনাহারক্লিষ্ট ও দুঃস্থ মানুষের জীবনরক্ষার অপরিহার্য্য প্রয়োজনে টেষ্ট রিলীফ, খয়রাতী সাহায্য, লঙ্গরখানা, চীপ ক্যান্টিন প্রভৃতি বিবিধ ত্রাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকে না।

এই সকল ত্রাণব্যবস্থা যেমন অপরিহার্য্য প্রয়োজন—তেমনি এটাও অনস্বীকার্য্য যে সমগ্র ব্যবস্থাধারার রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতিপূর্ণ এবং "লঙ্কায় গেলেই রাবণ" হয়ে যাবার অপবাদের ন্যায় কংগ্রেসী বা যুক্তফ্রন্ট যে কোনও শাসনব্যবস্থাই হোক না কেন বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামোয় এবং আমাদের জাতীয় চরিত্রের যে অবক্ষয় ও অধঃপতন ঘটেছে তাতে "দুর্নীতি" নামক ব্যাধিটা শিবেরও অসাধ্য রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ত্রাণমূলক ব্যবস্থায় যে কোটী কোটী টাকা ব্যয় হয় তাতে সাধারণতঃ সিকি ভাগ পরিমাণ অর্থ প্রকৃত দুঃস্থ ও আর্ত্ত ব্যক্তিদের সাহায্য ও জীবনরক্ষার কাজে আসে—বাকী বারো আনা ভাগই চুরি, জালিয়াতী, প্রতারণা, লুণ্ঠন প্রভৃতির মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী দালালদের লোভ ও লালসা চরিতার্থ করে। আর বৎসরের পর বৎসর এই বিপুল অর্থব্যয়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কোনও স্থায়ী কাজ বা উন্নতি সাধিত হয় না। রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, পুকুর সংস্কার প্রভৃতি যেসব কাজ টেষ্ট রিলীফের নামে হয়—সেগুলি সাধারণতঃ সরকারী টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার পর্য্যায়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে অর্থের অভাবে জেলার বা অঞ্চলের বহু জরুরী সমস্যা মেটানো যায় না—সত্যকারের বহু উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে যায়।

সুতরাং গভীরভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে যে—এই ধরণের ত্রাণমূলক ব্যবস্থাধারা আর চলতে দেওয়া হবে কিনা। এই ভাবে জাতীয় স্বার্থ বিড়ম্বিত ও জাতীয় চরিত্রের অধিকতর অবক্ষয় ও অধঃপতন ঘটতে দেওয়া চলবে কিনা। অন্যদিকে দেশের বর্তমান সঙ্কটকালীন পরিস্থিতিতে ত্রাণমূলক ব্যবস্থাধারা বন্ধ করাও সম্ভব নয়। সেই জন্য সমগ্র ত্রাণব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন ও রূপান্তর ঘটাতে হবে।

এই ত্রাণব্যবস্থাকে একটি বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র কার্য্যধারা-রূপে পরিচালনা না করে—এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগীয় কার্য্যসূচীর সমন্বয় সাধন করে—এই কার্য্যসূচীর মাধ্যমে স্থায়ী উন্নয়নমূলক স্কীম বা প্রকল্প রূপায়িত করতে হবে।

কৃষি, সেচ, পূর্ত, বন, উন্নয়ন প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ত্রাণ ব্যবস্থাধারাকে এমন-ভাবে রূপায়িত করতে হবে যাতে টেষ্ট রিলীফের মাধ্যমে নির্ম্মিত কাঁচা রাস্তা বা পুষ্করিণী পরবর্ত্তী ধাপ রূপে পূর্ত বিভাগ বা সেচ বিভাগ দ্বারা যতদূর সম্ভব পাকা রাস্তায় অথবা সেচের উপযোগী জলাশয়ে পরিণত করা যায়। অনুরূপভাবে বনবিভাগ, কৃষি বিভাগ বা উন্নয়ন বিভাগের কার্য্যসূচি বা প্রকল্প এমনভাবে রচনা করতে হবে যার রূপায়ণের সূত্রে দুঃস্থ, আর্ত্ত ও পীড়িত নরনারীর ত্রাণকার্য্যের চাহিদাও বহুলাংশে পূরণ করতে পারে। ফলে এই সব বিভাগের স্বাভাবিক কর্ম্মধারা দুর্গত অঞ্চলের অপরিহার্য্য ত্রাণব্যবস্থার চাহিদা বহুলাংশে পূরণ করতে সাহায্য করবে। অবশ্য বন্যা, অগ্নিকাণ্ড, প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে যে ত্রাণকার্য্যের জরুরী প্রয়োজন দেখা দেয়—তার ব্যবস্থাধারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির।

ত্রাণকার্য্যকে দুর্নীতিমুক্ত, অপচয় ও অপব্যয় রহিত এবং প্রকৃত উন্নয়নমুখী করার জন্য সংশ্লিষ্ট দুর্গত অঞ্চলের বিভাগীয় কর্তৃপক্ষেরা একত্রে মিলিত হয়ে পরস্পরের পরিপূরক রূপে প্রয়োজনীয় স্কীম বা যোজনা রূপায়ন করুন। আর সংশ্লিষ্ট সমবায় আইনকে আরো উদারভিত্তিক করে কেবলমাত্র লেবার কোঅপারেটিভ অর্থাৎ শ্রম সমবায়ের সংগঠন করে তার মাধ্যমে যতদূর সম্ভব কাজ করতে হবে। আর দুর্নীতির প্রকোপ উত্তরোত্তর যেমন বেড়েই

চলেছে—এর উপযুক্ত মোকাবিলা করার ব্যবস্থা অবিলম্বে গড়ে তোলা প্রয়োজন। বর্তমান প্রশাসনিক ধারায় তদন্ত ও দুর্নীতির দমন সম্পর্কে যে যে ব্যবস্থা আছে তা সম্পূর্ণ অসন্তোষজনক এবং এর কার্য্যকারীতা আজ পর্য্যন্ত বিশেষ উপলব্ধি করা যায় নি—অন্ততঃ জেলা ও তার নিম্নতর স্তরে। সুতরাং সর্ব্বস্তরে ব্যাপ্ত দুর্নীতির উপযুক্ত তদন্ত করবার জন্য প্রত্যেক জেলায় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি তদন্ত কমিটী গঠন করতে হবে এবং এই কমিটীর মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী উভয় সদস্য রাখতে হবে। এই তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট তথা সুপারিশের ভিত্তিতে দোষী ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তি বিধানের দায়িত্ব প্রশাসন ব্যবস্থার উপর থাকবে। দুর্নীতির প্রসার রোধ ও দুর্নীতি দমন সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলে যুক্তফ্রন্ট প্রশাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে।

অ. চ.

—— ০ ——

কে-য়া-রের মাল নিয়ে ব্যবসায় !!

প্রকাশ, গত ১৬ই আগষ্ট তারিখে গাড়াফুড়ো অঞ্চলের কাঁটাবেড়া গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক শ্রীনরেন্দ্রনাথ মাহাত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের "বাল-আহারের" জন্য বিক্রী কে-য়া-রের মাল নিয়ে যান। কিন্তু ছাত্রদের না খাইয়ে ঐ মাল তিনি বিক্রয় করেছেন এই মর্ম্মে অভিযোগ গ্রামবাসীরা ডেপুটী কমিশনার; ডি, আই, অফ স্কুলসের নিকট করেন।

আরও প্রকাশ, উপরোক্ত মর্ম্মে অভিযোগের সূত্রে পুরুলিয়া ১নং ব্লকের বি-ডি-ও গত ২৫শে আগষ্ট তারিখে তদন্তে যান এবং অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়। তদন্তের বিবরণ প্রসঙ্গে বি-ডি-ও শ্রীচক্রবর্ত্তী বলেন যে—বিদ্যালয়ের শিক্ষক স্বীকার করেন যে তিনি কেয়ারের মাল বিক্রয় করেছেন—তবে সেটা গ্রামের কোনও অনুষ্ঠানের জন্য করেছেন—এই অজুহাত দেখান। বি-ডি-ও আরও মন্তব্য করেন স্কুলের খাতাপত্রাদি ও তদন্তে দেখা গেছে যে গত দুবৎসরের মধ্যে কেউই এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন নি।

কেয়ারের অবশিষ্ট মজুত মাল বি-ডি-ও গ্রামের অধ্যক্ষের জিম্মায় রেখে এসেছেন এবং খাতাপত্র আটক করেছেন। এই অভিযোগ সম্পর্কে পূর্ব সংবাদ পেয়ে ডি-ই-বি পুলিশও তদন্ত করেন এবং বি-ডি-ওর তদন্ত রিপোর্ট সাপেক্ষে পুলিশী হস্তক্ষেপ স্থগিত আছে।

ইতিমধ্যে জনৈক কংগ্রেসী এম-এল-এর প্রচেষ্টায় এই ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার বিশেষ চেষ্টা হচ্ছে বলে প্রকাশ। পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে ঘাটতি কয়েক বস্তা কেয়ারের মাল এনে মাল পাচারের অভিযোগ খণ্ডন করারও চেষ্টা হচ্ছে।

দ্বিতীয় ঘটনা

গত ২৮শে আগষ্ট সকাল প্রায় ৯-০০ টার সময় সিহলী গ্রামের জোলাডি টোলার দিক থেকে দুজন লোককে সাইকেলে এবং একজন লোককে মাথায় করে কে-য়া-রের বস্তা নিয়ে যেতে দেখে গ্রামের লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং জলেশ্বর গ্রামের নিকট তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসা-বাদ সুরু করে। সেই অবসরে সাইকেল আরোহী দুজন বস্তা ফেলে সাইকেল চড়ে পালিয়ে যায়—কিন্তু পদব্রজে যে মাল চালান করছিল সে বমালসমেত ধরা পড়ে।

গ্রামবাসীরা ইতিমধ্যে দুর্নীতি দমন বিভাগের (ডি-ই-বি) ইন্সপেক্টারকে লিখিত অভিযোগ করে এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে তদন্তে যান। গ্রামবাসীদের দ্বারা ঘেরাও করা মালপাচারকারী মালসমেত গ্রেপ্তার হন এবং পুলিশ পিঁড়রগড়িয়া গ্রামের শিক্ষক শ্রীময়থনাথ সরকার (জোলাডি টোলার অধিবাসী)এর গৃহ খানাতল্লাস করে ২৫ বস্তা কে-য়া-রের মজুত খাদ্য উদ্ধার ও আটক করেন। প্রকাশ, ধৃত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি অনুযায়ী খানাতল্লাসী হয় এবং পুলিশ অপর দুজন ব্যক্তি যারা সাইকেল চড়ে পালিয়ে যায় তাদের অনুসন্ধান করছে।

এই প্রসঙ্গে আরও জানা যায় পিঁড়রগড়া স্কুলের সেক্রেটারী ও অন্যান্য সদস্যেরা শিক্ষক ময়থবাবুকে গ্রামেই কেয়ারের মাল রাখবার জন্য বহুবার অনুরোধ করেছিলেন —কিন্তু শিক্ষক মহাশয় নাকি তাতে কর্ণপাত না করে পাঁচ মাইল দূরে নিজ গৃহে ঐ মাল রাখতেন।

— —০— —

জীবিকা ও বাঁচবার পথ আজ কী ?

(অরুণচন্দ্র ঘোষ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের পথ— বেকারীর অন্যতম সমাধান

একমাত্র কৃষি উৎপাদনে জাতির সব চাহিদার যোগান হ'তে পারে না। শিল্পজাত বহু দ্রব্যের চাহিদা আমাদের জীবনে রয়েছে। এই শিল্প উৎপাদনকে যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মাধ্যমে করার ব্যবস্থার মধ্যেই বহু বেকারের কর্ম্মসংস্থান রয়েছে। তবে দেখতে হবে—শিল্প-কেন্দ্রগুলি ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের হ'লেও তা উন্নত ধরণের হবে এবং দ্রুত যোগান দেবার শক্তি সম্পন্ন হবে। প্রয়োজনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের সমন্বয়ে উৎপাদন ব্যবস্থা হতে পারবে।

পশু পালনের ব্যাপক উন্নতি— আর একটি বিরাট পথ

আমাদের দেশে চাষের জন্য দুর্ব্বল কৃশ গরু রাখা ছাড়া গোপালনের প্রচেষ্টা বলতে তেমন কিছু নেই। ছাগল ভেড়া মুরগী প্রভৃতি নিতান্ত দরিদ্র গৃহস্থের প'ড়ে পাওয়া জিনিষের মত হয়ে আছে। অন্যান্য এক এক দেশে প্রতি বছর কোটি কোটি গোসম্পদ ও অন্যান্য পশুসম্পদ বাড়ছে। এই পথও সমৃদ্ধির এক বিশাল পথ—এই পথ বেকারী দূর করার এক বিশাল সার্থক পথ।

এইসবের জন্য চাই পুঁজি : তার উপায় সমূহ

এই সমস্ত উৎপাদনের দিকগুলি ব্যাপকভাবে গ'ড়ে তুলতে গেলে উপযুক্ত সাংগঠনিক ব্যবস্থার সঙ্গে পুঁজির প্রয়োজন। নানা প্রতিকূল অবস্থাতেও কিভাবে পুঁজি আসতে পারে—তার কতকগুলি দিক এখানে রাখছি। তা এই :—

কৃষি উন্নয়নের জন্য পুঁজির সুযোগ সুবিধা

(১) কৃষি উন্নতির জন্য ষ্টেট ব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন বড় বড় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। নিজের জমির বা সমবেত কয়েকজনের জমির মূল্যের অর্দ্ধেক টাকা ঋণস্বরূপ পাওয়া যাবে। সবরকম কৃষিজাত পাম্প ও ট্রাকটর প্রভৃতি কেনা, গভীর নলকূপ করা, মুরগী পালন, গোপালন, নারকেল সুপুরি প্রভৃতির বাগান ইত্যাদির জন্য ঐ ঋণ বহু পরিমাণে পাওয়া যেতে পারে। এক হাজার বিঘা জমি হ'লে খাদ্য সংরক্ষণের ভাল পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারবে—তাতে বৈদেশিক সহযোগিতাও পাওয়া যাবে।

(২) রাজ্য কৃষি বিভাগ থেকে কৃষি সম্পর্কে বিবিধ ঋণ সাহায্য প্রভৃতির সঙ্গে ল্যাণ্ড মরগেজ ব্যাঙ্ক মারফত কৃষি উন্নয়নের প্রভূত ঋণ পাওয়া যেতে পারে। পুরুলিয়া জেলায় এই ব্যাঙ্ক নেই অন্যান্য জেলায় আছে। পুরুলিয়াতেও এই ব্যাঙ্ক করার চেষ্টা হচ্ছে।

(৩) প্রতি জেলার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা কৃষি উন্নয়নের জন্য পাবার সুযোগ রয়েছে। এই ব্যাঙ্কগুলিকে ভিত্তি ক'রে যে সমবায়গুলি গড়ে উঠছে—সেগুলির মাধ্যমে সাধারণতঃ এই টাকা যোগ্য লোকের হাতে পড়ে না—উৎপাদন-মূলক কাজেও পুঁজি খাটে না। বহু টাকা বাকি পড়ে। এই ব্যাঙ্কগুলি যে উদ্বর্তন ব্যাঙ্কের কাছে টাকা পায়—সে ব্যাঙ্ক হাত গুটিয়ে নেই। ঠিকমত ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা চললে—বহু লক্ষ টাকা ঋণ প্রতি বৎসর পাওয়া যেতে পারে। এই ব্যাঙ্ক ও সমবায়কে ঠিক পথে চালাতে হবে।

(৪) এগ্রিকালচ্যারাল ফিনান্স করপোরেশন এই প্রতিষ্ঠান কৃষি উন্নয়নমূলক প্রকল্পে চাষীদের সরাসরি ঋণ দেয়। এই প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ দশ লক্ষের নিচের কোনো প্রকল্পে ঋণ দেয় না। দশ লক্ষের ওপরেই এক একটি প্রকল্পে ঋণ দেয়।

পশুপালনের পথে সুযোগ সুবিধা

(১) রাজ্য পশুপালন বিভাগ থেকে উন্নত ধরণের মুরগী পালন, শূকর পালন, গোপালন প্রভৃতির জন্য দীর্ঘমেয়াদে পরিশোধের সর্তে ঋণ পাওয়া যাবে।

শিল্প উন্নয়নের জন্য সুযোগ সুবিধা

(১) রাজ্য সরকারের কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য ঋণ ও নানাবিধ সহায়তা পাওয়া যাবে।

(২) পশ্চিম বঙ্গ খাদী গ্রামোদ্যোগ বোর্ডের কাছ থেকে নানা রকম কুটির শিল্পের জন্য ঋণ পাওয়া যায়। এই বোর্ডের মাধ্যমে নিখিল ভারত খাদী কমিশনের কাছ থেকে তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিবিধ কুটির শিল্পের জন্য ঋণ ও সহায়তা পাওয়া যাবে।

(৩) নিখিল ভারত খাদী কমিশনের কাছ থেকেও সরাসরি কুটির শিল্পের জন্য বিবিধ ঋণ ও সহায়তা পাওয়া যাবে।

(৪) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে সাহায্য দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বিভাগ কলকাতায় রয়েছে—নাম ক্ষুদ্র শিল্প সহায়তা প্রতিষ্ঠান (Small Industries Service Institute)এ এঁরা কয়েক হাজার থেকে লক্ষাধিক টাকা ঋণ দিতে পারেন—ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পের জন্য। এঁদের বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ দ্বারা বহু স্কীম তৈরী আছে। এঁদের সঙ্গে যোগাযোগের দ্বারা এঁদের কোনো স্কীম নিজের বা নিজেদের জন্য পাশ করিয়ে নিলে, নিজেদের পক্ষ থেকে স্কীমের বাজেটের শতকরা ২২ ভাগ দিলে বাকী টাকা এঁরা দেবেন। এবং কাঁচা মাল প্রভৃতির জন্য ব্যাঙ্কের মারফত কাজ চালালে আরো বহু সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে।

পুঁজি সৃষ্টিতে জনগণের শক্তি সংযোগ

(১) যে সব ব্যাঙ্ক এই উন্নয়নের কাজে জনগণকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা দেবার জন্য এগিয়ে আসবে—জনগণকে সেই ব্যাঙ্কে টাকা রাখবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাতে জনগণের জন্য সহায়তার উৎস আরো বেগবান হবে। তাতে জনগণ ব্যক্তিগতভাবে ও দেশ হিসাবে লাভবান হবে।

(২) বহু ধনী এবং মাঝারি মধ্যবিত্তরা বেশীর ভাগই টাকা লগ্নী করেন ব্যবসাতে। উৎপাদনমূলক কাজে অর্থাৎ কৃষি, শিল্প, পশুপালন প্রভৃতি কাজে এঁরা যাতে টাকা লগ্নী করতে থাকেন—তার জন্য ব্যাপক উৎসাহের ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে। উন্নত কৃষির জন্য, পাম্প প্রভৃতির জন্য এঁরা যাতে টাকা খাটিয়ে চাষীদের সঙ্গে যৌথ উৎপাদন ও ব্যবস্থা করতে পারেন—তারও প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

শ্রম-ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পুঁজি সৃষ্টির পথ

পুঁজি সৃষ্টির সবচেয়ে বড় উপায় শ্রম। রাজ্য সরকার শ্রম-ব্যাঙ্ক গঠন করতে পারেন। বা বেসরকারী ভাবেও করা যেতে পারে।

উদ্দেশ্য—সদ্য সদ্য যদি বেশী পুঁজি ব্যয় করার না থাকে—তাহলে কিছু কিছু লোকের শ্রমের জন্য বাকি রাখার ধারা করা যেতে পারে—তার জন্য রসিদ দেওয়া হবে। সেটা দেখালে ঐ বিশেষ ব্যাঙ্ক তার শ্রমের জন্য প্রাপ্য টাকা হিসাবে জমা রেখে যাবে। কে কতদিন পরে চেক ভাঙ্গাতে পারবে ধার্য্য থাকবে। উৎপাদনের পর জিনিষ বিক্রি হ'লে সুদ সহ প্রাপ্য টাকা দেওয়া হ'তে থাকবে। এতে শ্রম যিনি দিচ্ছেন—তিনিও তাঁর শ্রমের একটা অংশ ব্যাঙ্কে ক্রমাগত জমা রেখে এক সঙ্গে মোটা টাকা পেতে পারেন—সেটা পুঁজি হিসাবে খাটাতে পারবেন।

পুঁজি-উন্নয়নের অন্যতম প্রাণ—একে অটুট রাখতে হবে—

মনে রাখতে হবে—উৎপাদন গ'ড়ে তোলার, জীবিকার জন্য যোগান দেওয়ার লক্ষ্যে যে পুঁজি—সেটা প্রাণস্বরূপ। তাকে কিছুতেই ভাঙ্গা চলবে না। পুঁজি পুঁজিরূপেই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত শক্তিতে অগ্রসর হ'য়ে যেন নব নব সম্পদের কারণ হয়—সেটা দেখতে হবে। এই সচেতনতার অভাবে সমবায়গুলি নষ্ট হচ্ছে—দেশের উদ্যোগ পিছিয়ে যাচ্ছে। সেজন্য এদিকে দৃঢ়ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

উন্নয়ন সংস্থা ও জনগণকে পথ প্রদর্শন

আমাদের সামনে বহু রকমের সুযোগ সুবিধা রয়েছে তার মাত্র কয়েকটা দিকের কথা এখানে সংক্ষেপে মোটামুটি বললাম। আরো বিভিন্ন দিকে যে সুযোগ সুবিধা আছে

সে সবের তথ্যাদি নিয়ে জনগণকে পরিজ্ঞাত, উৎসাহিত ও কর্মরত করতে হবে। প্রতি জেলায় জেলায় সরকারী বেসরকারী "উন্নয়ন" সংস্থা গড়তে, তা সক্রিয় করতে হবে। এমন সংস্থাও গড়তে হবে—যার মাধ্যমে এই সবের বিশদ তথ্যাদি, ঠিকানা, সহায়তা, উৎসাহ উদ্দীপনা প্রসারিত হয়। বাংলার শিক্ষিত মানুষেরাও বহুজন খবরই রাখেন না—কোথায় কি সুযোগ সুবিধে আছে, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মানুষ বিপুল পরিমাণে এই সব ঋণ প্রভৃতির সুযোগ নিচ্ছেন। আমরা বঞ্চিত হচ্ছি নিজেদের অজ্ঞতার ও উদ্যমের অভাবের জন্য। আজ আমাদের এই সব সুযোগ সমূহের পূর্ণ সদুপযোগ করতে পূর্ণোদ্যমে ঝাঁপ দিয়ে লাগতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, বাঁচবার এই আসল পথের দিকে এগিয়ে যাবার, ঝাঁপিয়ে পড়ার, বহু পরিশ্রম ক'রে কিছু গ'ড়ে তোলার প্রতি যে গভীর বিমুখতা আমাদের জীবনে আছে তাকে ভাঙতে হবে। অনায়াসলভ্য নিরাপদ চাকুরীর পথ অনুসরণ করার যে মনোবৃত্তি তাকে দূর করতে হবে। জীবিকাহীন, আশাহীন, ভবিষ্যৎহীন জীবনে বাঁচবার জন্য যে পথগুলি গড়ে তোলবার জন্য দুরূহ ব্রতের ডাক রয়েছে—তাকে যেন ছেলেমেয়েরা বীর্য্যবত্তার সঙ্গে, শক্তির সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে—এই লক্ষ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে হবে।

আজ যোগ্য মানুষ ও উদ্যোগী কর্মী প্রয়োজন

উৎপাদনের এই মহান কর্মভার দ্রুত গড়ে তুলতে নেতৃত্ব দেবার জন্য দৃঢ়চিত্তসম্পন্ন যোগ্য মানুষদের খুঁজে বার করতে হবে। এই সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদেরও সন্ধান ক'রে তাঁদের যোগ্য স্থান দিতে হবে। উদ্যোগী, পরিশ্রমী প্রাণশক্তিসম্পন্ন কর্মীর দল গড়তে হবে। কর্মভীরু, কর্মবিমুখ, দুর্ব্বলচিত্ত, দ্বিধাগ্রস্ত মানুষের হাতে উৎপাদনের বিশাল কর্মভার বিপন্ন হতে থাকবে। সেজন্য যোগ্য, কর্মী গড়ার কর্ম আয়োজন চাই।

আজ সম-দায়িত্ব—রাজ্য সরকারের ও জনগণের

কিন্তু উৎপাদনের এই দুরূহ কাজের জন্য আলোড়ন সৃষ্টি করতে, যা কিছু আয়োজন আছে খুঁজে বার করতে,—যা কিছু বুদ্ধি, সংগঠনীশক্তি ও ঐক্যশক্তি আছে বা সমন্বয় ক'রে কাজ চালাবার যোগ্যতা আছে—তা আন্তরিকতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে,—এগিয়ে আসতে হবে আজ রাজ্য সরকারকে এবং রাজ্যের জনগণকে। এর জন্য পশ্চিম বাংলায় দ্রুত ঐক্যবদ্ধভাবে কর্ম প্রচেষ্টা মূর্ত হোক—সেই প্রচেষ্টার প্রাণবেগ সারা বাংলাকে নাড়া দিক—মানুষ উপলব্ধি করুক—বাঁচবার পথ আজ কি।

(ক্রমশঃ)

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠান

গত ১৫ই আগষ্ট পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে স্বাধীনতা দিবস সুচারুরূপে উদ্‌যাপিত হয়। সকাল ৭-৩০ মিনিটে পুরুলিয়ার ডেপুটি কমিশনার শ্রীপার্থসারথি চৌধুরী আই, এ, এস, 'শহীদবেদী'-তে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। তার পর জাতীয় সঙ্গীত ও ছেলেদের কুটমার্চ হয়।

বেলা ন'টায় 'কম্যুনিটি হলে' সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। বিদ্যাপীঠ একটি সর্ব্বভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাই অখণ্ড জাতীয়তার ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাষায় (বাংলা, ইংরেজী, অসমীয়া, মণিপুরী, ওড়িয়া, হিন্দী, মালয়ালম্ প্রভৃতি) স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা, গান ও কবিতা পাঠ হয়। বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়েছিল—নাগানৃত্য, মণিপুরীনৃত্য, তিব্বতীনৃত্য ও নেপালীনৃত্য। বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী প্রমথানন্দজী মহারাজ সভাপতিত্ব করেন ও অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত দর্শক মণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানান।

বিকেলে ছাত্র ও শিক্ষকদের একটি প্রীতিপূর্ণ ফুটবল খেলা হয়। এই উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হয়।

সন্ধ্যা ৭-৩০-এ শিশু বিভাগের দ্বারা সুশীল দাসের 'কেমন জব্দ' নাটিকাটি সু-অভিনীত হয়।

এই পুণ্যতিথিটির স্মরণে প্রায় কুড়িটির মতো 'দেয়াল পত্রিকা' বের হয়। তাতে ছেলেদের শিল্পভাবনার নতুন প্রতিশ্রুতি ফুটে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যাপীঠের শিক্ষকগণ বোড়াবাড়ী গ্রামে বয়স্কশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন সেবামূলক কার্যহিসাবে।

এল-আই-সি

ফিল্ড ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশনের বিক্ষোভ

আসনসোল ডিভিজন এল, আই, সি ফিল্ড ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশনের আহ্বানে ২২শে আগষ্ট পুরুলিয়া শাখার বহির্বিভাগীয় কর্ম্মচারীরা, তাঁহাদের বিরুদ্ধে আসনসোল ডিভিজনের ডিভিজন্যাল ম্যানেজারের আনীত চার্জ্জশিট প্রত্যাহারের দাবীতে বেলা ১০টা হইতে বৈকাল ৫টা পর্যান্ত অফিস প্রাঙ্গণে অবস্থান ধর্মঘট পালন করেন।

পরে বৈকাল ৫টার সময় বহির্বিভাগীয় কর্মচারীরা, অফিস কর্মচারী ও এজেণ্টদের সহিত একত্রভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

——০——

গ্রামসেবকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

পুরুলিয়া ১নং ব্লকের ডিমডিহা অঞ্চলের গ্রামসেবক শ্রীহরেকৃষ্ণ মাহাতর বিরুদ্ধে অঞ্চলবাসীরা জি, আর, তালিকা প্রণয়ন, ঋণ বিতরণ প্রভৃতি ব্যাপারে বিবিধ দুর্নীতির অভিযোগ আনিলে এই বিষয়ে তদন্ত হয়; আরও প্রকাশ তদন্তে অভিযোগাদি সপ্রমাণিত হওয়ায় উক্ত গ্রামসেবককে বান্দোয়ান থানায় বদলী করা হয়।

——০——

সাঁওতালডি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পে বিক্ষোভ
৪ জন মহিলা সহ ৯৫ জন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার

সাঁওতালডি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পে স্থানীয় বাস্তুচ্যুত অধিবাসীদের কাজের সুযোগ সুবিধাদান, ক্ষতিপূরণ দান ত্বরান্বিত করা, প্রভৃতি দাবীতে স্থানীয় অধিবাসীরা সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের নেতৃত্বে গত ১৪ই আগষ্ট থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং প্রকল্পে পিকেটিং সুরু করেন। এই পিকেটিং এর ফলে প্রকল্পের কর্ম্মীরা কার্যে যোগদান করতে পারেন নি এবং প্রকল্পের কাজ বন্ধ থাকে। প্রকাশ গত ১৬ই আগষ্ট সাঁওতালডি প্রকল্পের জনৈক ইঞ্জীনীয়ার তাঁর গাড়ীতে কয়েকজন কর্ম্মী সহ কাজে যোগদানের জন্য যখন আসছিলেন সেই সময়ে বিক্ষোভকারীরা তাঁকে ঘেরাও করে এবং কার্য্যে যোগদান করতে বাধা দেয়। আরও প্রকাশ পুলিশ মৃদু বলপ্রয়োগ করে উপরোক্ত ইঞ্জীনীয়ারকে উদ্ধার করে এবং বিক্ষোভকারী জনতাকে বে আইনী ঘোষণা করে স্থানত্যাগ করতে নির্দ্দেশ দেয়। পুলিশের নির্দ্দেশাদি অমান্য করার ফলে পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু অন্যান্য বিক্ষোভকারীরাও গ্রেপ্তার করার দাবী জানালে পুলিশ ৪ জন মহিলা সহ ৯৫ জনকে গ্রেপ্তার করে এবং ট্রাকযোগে পুরুলিয়ায় আনয়ন করে। সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩।১৪৭।৩২৩। ৩৪১।৪৪৭ ধারা মতে অভিযোগ আনা হয়।

প্রকাশ, গত ২২শে আগষ্ট তারিখে ৯৫ জন সত্যাগ্রহী জামীনে মুক্তি পান।

——•——

পথ দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব

গত ৪ঠা আগষ্ট তারিখে পুরুলিয়া টাটা নগর (চাইবাসা) জাতীয় সড়কে নডিহা মহল্লায় শোচনীয় ও মর্ম্মন্তিক ট্রাক দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মহল্লাবাসী তথা সহরের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে অনুরূপ দুর্ঘটনা নিবারণকল্পে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট কয়েকটি প্রস্তাব রাখা হয়েছে; যথা—

১) জেলা স্কুল মোড় থেকে তুলসী-কেতিকা রোডের মোড় পর্যান্ত অংশটিকে একমুখী রাস্তা (One-way-traffic করতে হবে।

২) বাস, ট্রাক, ট্যাক্সী প্রভৃতি দ্রুতগামী যানবাহনের গতি সীমা ঘণ্টায় ৫ মাইল নির্দ্ধারণ করতে হবে।

৩) জামসেদপুর থেকে রাঁচী বা ধানবাদগামী ট্রাকগুলিকে সিমুলিয়া গ্রামের পর উইলকক্স রোড ধরে ভাটবাঁধ মহল্লার মধ্য দিয়ে সোজা রাঁচী রোড বরাবর বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) পুরুলিয়া-টাটানগর জাতীয় সড়কের সহরের অংশে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থানে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

এই সকল প্রস্তাব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা প্রয়োজন; কারণ সাম্প্রতিক কালে সংশ্লিষ্ট রাস্তায় পর পর কয়েকটি নিদারুণ শোচনীয় ও মর্ম্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

——•——

সাঁওতালডি থার্ম্মল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী

সকলেই জানেন—আমাদের জেলায় সাঁওতালডিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের একটি বিরাট কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং কাজ অগ্রসর হ'য়ে চলেছে। এই কেন্দ্রের কাজ সম্পূর্ণ হ'লে এবং চালু হ'লে পুরুলিয়া জেলা সহ পশ্চিম বাংলার একটি বিরাট অংশে প্রচুর বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে ও তার দ্বারা উন্নত প্রণালীতে কৃষি ও শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব হবে; এবং বেকারীর একটা বড় অংশের অবসান করার উপায় হবে। কাজ ঠিক মত অগ্রসর হ'তে পারলে কিছুদিনের মধ্যেই এই কেন্দ্র চালু হবে।

এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য ঐ অঞ্চলের কতকগুলি গ্রামের লোককে বাস্তুহারা হ'তে হয়। তাদের ক্ষতিপূরণ ব্যাপার, বিদ্যুৎ কেন্দ্রে তাদের চাকুরীর প্রশ্ন, বহিরাগতের নিয়োগ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ঐ অঞ্চলবাসীদের মধ্যে বহু দিন থেকে বিবিধ অভিযোগ ও বিক্ষোভ দেখা দিতে থাকে। আগের যুক্তফ্রণ্ট শাসন আমলে বিক্ষুব্ধ লোকদের পক্ষ থেকে কেন্দ্র নির্ম্মাণের কাজকর্ম বন্ধ করেও দেওয়া হয়। ঐ সময়ে শিল্পমন্ত্রী শ্রীসুশীল কুমার ধাড়া সেখানে যান এবং তাঁর সঙ্গে লোক সেবক সংঘের প্রতিনিধিরাও যান। তারা মীমাংসার পথ করায় কাজকর্ম্ম চালু হয়। তার পর যুক্তফ্রণ্ট শাসন বাতিল থাকার সময়ে আরো বহু বিক্ষোভ সঞ্চিত হয়।

সম্প্রতি বিবিধ অভিযোগ অবলম্বন ক'রে আন্দোলন সুরু হয়। আবার কাজ চলতে বাধা দেওয়া হয়। দু'একটি রাজনৈতিক দল এঁদের নেতৃত্বদানে ও সহযোগিতায় এসে যোগ দেন। আন্দোলনের মধ্যে অনশন সুরু হয়। কাজকর্ম্মে বাধা সৃষ্টির জন্য ৯৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলাশাসককে সেখানে পাঠিয়ে, বিক্ষোভকারীদের জানান হয় যে তাঁদের বক্তব্য বিবেচনা ক'রে দেখা হবে—তাঁরা আন্দোলন বন্ধ করুন। ফলে অনশন ভঙ্গ হয়। শিল্পমন্ত্রীর আহ্বানে বর্দ্ধমানের ডি, আই, জি; বর্দ্ধমানের কমিশনার, জেলার ডেপুটি কমিশনার এবং পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট কলিকাতা গিয়ে শিল্পমন্ত্রী ও পঞ্চায়েৎ মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন ও পরিস্থিতি জ্ঞাপন করেন।

পরে ঐদিন শিল্পমন্ত্রী শ্রীসুশীল কুমার ধাড়া, পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত এবং পূর্তমন্ত্রী শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় একত্রে বসে বিষয়টি আলোচনা করেন ও স্থির করেন যে, আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় তাঁরা আন্দোলনকারীদের বক্তব্য শুনবেন। এবং তাঁদের ন্যায়সঙ্গত যে সব দাবী এখন প্রতিকারযোগ্য তার প্রতিকার করা হবে এবং যে সব ভুলধারণা ওঁদের মধ্যে আছে—তা নিরসন করা হবে।

এই আলোচনা বৈঠকে যে তিনটি বিষয় আলোচিত হবে তা এই :—

(১) জমির ক্ষতিপূরণ দিতে কোনো বৈষম্যমূলক ব্যবহার বা অন্যায় ঘটেছে কি না;

(২) বাস্তুহারাদের সুযোগ সুবিধা ও জীবিকার প্রশ্ন;

(৩) চতুর্থ শ্রেণীর চাকুরীর কাজের যোগ্য স্থানীয় ব্যক্তিদের বা মজুর শ্রেণীর স্থানীয় ব্যক্তিদের দাবী দাওয়ার প্রশ্ন।

আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদের তথ্যাদি সহ ঐ দিন আসবার জন্য সংবাদ পাঠাতে বিভাগীয় অফিসারদের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই আলোচনার সময়ে শিল্পমন্ত্রী বলেন যে, যাঁরা আন্দোলন করছেন—তাঁদের অভিযোগগুলি তাঁর কাছে তাঁরা ঠিকমতো উত্থাপন করলে এই আন্দোলনের প্রয়োজন হোত না। এই বৈঠকে একথাও আলোচিত হয় যে, জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এহেন বিরাট কাজটি বাধা দিয়ে বন্ধ ক'রে রাখার কর্ম্মধারা খুবই ক্ষতিকর। এতে অগণিত মানুষের কর্ম্মসংস্থানের পথ পিছিয়ে যাবে। এই বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হ'লে ব্যাপক শিল্প প্রসার ও উন্নত কৃষির সম্প্রসারণ সম্ভব হবে। তাতে অগণিত বেকারের কর্মসংস্থানের উপায় হবে।

নিজেদের দাবী নিয়ে আন্দোলন করার প্রয়োজনীয়তা যদি থাকে, তবে কাজ বন্ধ না ক'রে অন্য উপায়েই তা করা কর্ত্তব্য। কাজ বন্ধ ক'রে আন্দোলন করলে আন্দোলনকারীদের নিজেদেরও ক্ষতি হবে—রাজ্যেরও বহু মানুষের ক্ষতি হবে।

যে সব ব্যক্তিকে সাঁওতালডিতে গ্রেপ্তার করা হয়—তাদের মুক্তির আদেশ দেওয়া হয়েছে। সংবাদ পাওয়া গেল—আন্দোলন যাঁরা করছিলেন—তাঁরা কেন্দ্রের কাজ যাতে অগ্রসর হ'তে বাধা না পায় তার পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। এটা তাঁদের প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত। তিন মন্ত্রী মহোদয়ের এই আলোচনা বৈঠকে আমাকেও ডাকা হয়েছিল।

অরুণচন্দ্র ঘোষ

—০—

জেলায় বন সংরক্ষণের কার্য্যসূচি

জেলার বাজেট বরাদ্দে ব্যাপক ছাঁটাই

পুরুলিয়া জেলায় বনাঞ্চল বিস্তারের এক পরিকল্পনা নিয়ে স্থানীয় বনবিভাগ এই জেলায় ইউক্যালিপ্টাস বৃক্ষ চাষের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই বিভাগের কার্য্যক্রম নিম্নরূপ—

১৯৬৮.....১৫০০ একর
১৯৬৯.....২০৫০ একর
১৯৭০.....৩০০০ একর

আর ভূমি সংরক্ষণ বিভাগের কার্য্যক্রম নিম্নরূপ—

১৯৬৮.....১০০০ একর
১৯৬৯..... ৭৫০ একর
১৯৭০.....১০০০ একর

এই জেলার মানবাজার, পুরুলিয়া, পুঞ্চা ও কাশীপুর বনের সংরক্ষিত অঞ্চলে ইউক্যালিপ্টাস বৃক্ষ রোপন করার কার্য্যক্রম নেওয়া হয়েছে। আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে এই জেলায় ১০০০০ ইউক্যালিপ্টাস বৃক্ষ রোপন করে একটি কাগজের কলের কাঁচা মাল সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

কিন্তু এই বৎসরের বাজেটে পুরুলিয়া বনবিভাগের জন্য ৮০ লক্ষ টাকার স্থলে ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে—যার ফলে জেলার বনাঞ্চল সৃষ্টি করার কাজ বিপুলভাবে ব্যাহত হবে। এবং এই জেলায় ইউক্যালিপ্টাস বৃক্ষ চাষের দ্বারা জেলায় কাগজের কল স্থাপনের পরিকল্পনাও সফল হওয়ার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। বনবিভাগের এই কাজের সূত্রে বেকার সমস্যা সমাধানের তথা ত্রাণমূলক ব্যবস্থার পরিপূরকরূপে যে কার্য্যক্রম গ্রহণ করার সম্ভাবনা ছিল তাও বানচাল হতে চলেছে। ইতিমধ্যে পুরুলিয়া বনবিভাগের জন্য দুইটি ট্রাক্টর বরাদ্দ করা হয়েছে—বনাঞ্চল সৃষ্টির কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য।

—০—

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদের নির্ব্বাচন

গত ৩০শে আগষ্ট তারিখে ভারতের উপরাষ্ট্রপতির পদের নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি শ্রী ভি, ভি, গিরির পদত্যাগের ফলে এই পদ শূন্য হয়। কংগ্রেস মহীশূরের রাজ্যপাল শ্রী জি, এস, পাঠককে উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনয়ন দান করে এবং বিরোধী পক্ষ থেকে শ্রীশিবশঙ্কর পিল্লাই ও শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথকে মনোনয়ন দান করে।

গত ৩০শে আগষ্ট তারিখে ভোট গ্রহণ করা হয় এবং শ্রী জি, এস, পাঠক ৪০০ ভোট পেয়ে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীপিল্লাইকে পরাজিত করেন। শ্রী পিল্লাই ১৬৯ ভোট পান। শ্রী কামাথের পক্ষে মাত্র ১০০ ভোট পড়ে এবং তিনচারজন প্রার্থীর পক্ষে কোনও ভোট পড়ে নি। সুতরাং কংগ্রেস প্রার্থী শ্রী পাঠক যথারীতি উপরাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হন। ৩১শে আগষ্ট রবিবার তিনি শপথ গ্রহণ করবেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের সময় যে রাজনৈতিক সঙ্কট ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়—উপরাষ্ট্রপতি পদের নির্ব্বাচনে সে রকম কোনও উত্তেজনা সৃষ্টি হয় নি।

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার চেয়ারম্যান পদও অলঙ্কৃত করেন সুতরাং শ্রী জি, এস, পাঠক রাজ্যসভার চেয়ারম্যান রূপেও কার্য্য করবেন।

—০—

শিক্ষক-দিবস ১৯৬৯

আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর পুরুলিয়া জেলার সর্ব্বপ্রকার শিক্ষায়তনে শিক্ষক দিবস প্রতিপালিত হইবে। ৬ই সেপ্টেম্বর জেলা সহরে এই উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষে ছাত্রদের মিলিত কুচকাওয়াজ, শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমাজের শিক্ষকগণের মধ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতা ও সন্ধ্যায় হরিপদ সাহিত্যমন্দিরে একটি নাটক অভিনীত হইবে।

গত ১৯৬১ সাল হইতে প্রতি বৎসর সমগ্র রাজ্যে শিক্ষক-দিবস প্রতিপালিত হইতেছে। গত কয়েক বৎসরে এই জেলা হইতে প্রায় ১৪,০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে ও ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হইয়াছে। ১৯৬৮ সালে এই জেলার ৩জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও একজন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে ৬০০৲ হারে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে ৮জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের জন্য ৬০০৲ টাকা হিসাবে ৪৮০০৲ সাহায্য মঞ্জুর হইয়াছে।

শিক্ষক দিবস উপলক্ষে সংগৃহীত অর্থ শিক্ষক সমাজের কল্যাণে ব্যয় করা হয়। সুতরাং মুক্তহস্তে শিক্ষক কল্যাণ তহবিলে দান করিয়া এই তাণ্ডবকে সমৃদ্ধ করিতে ও শিক্ষক-দিবসকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ জানাইতেছি।

শ্রীসুধীন্দ্র মোহন রায়,
জিলা—বিদ্যালয় পরিদর্শক, পুরুলিয়া

—০—

সহরে ডিপথেরিয়া রোগের প্রকোপ

পুরুলিয়া সহরে ডিপথেরিয়া রোগ ব্যাপকভাবে ও সংক্রামক আকারে দেখা দিয়েছে। প্রত্যহ পঁচিশ ত্রিশজন শিশুরোগ সদর হাসপাতালের বহির্বিভাগে ও সহরের বিভিন্ন ডাক্তারখানায় চিকিৎসার জন্য আনা হচ্ছে। অবিলম্বে এই সম্পর্কে সতর্কতামূলক ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন প্রয়োজন—তেমনি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ সিরাম সরবরাহ করা একান্তই আবশ্যক।

—০—

জয়পুর ব্লক কমিটীর সিদ্ধান্ত

জয়পুর ব্লক খাদ্য ও ত্রাণ কমিটীর গত ২৪শে জুলাই তারিখের বৈঠকে টেষ্ট রিলীফের যে সব স্কীমে কাজের মাপ করে ৭ কুইন্টালের অধিক কম (Short-fall) হয়েছে সেই সব স্কীমের পে-মাষ্টারদের বিরুদ্ধে ডায়েরী (F. I. R) করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিম্নলিখিত স্কীমের পে-মাষ্টারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়:—

১) ভেলাইডীর নারায়ণ বাঁধ: পে-মাষ্টার ভোলানাথ মাহাত ৬৫ কুইন্টাল মাল তোলেন—২৭৪০১ ঘন ফুট মাটী কম কাটা হয়েছে অর্থাৎ প্রায় ১২ কুইন্টাল গম কম।

২ আঘরপুর-ডুমুরডি রাস্তা: পে-মাষ্টার সরযূ মাহাত ৪০ কুইন্টাল মাল তোলেন—৩৩০৩৭ ঘন ফুট মাটী কম কাটা হয়েছে অর্থাৎ ১১ কুইন্টাল কম।

৩) রাজনীটাড়ের নূতন বাঁধ: পে-মাষ্টার পচু মাহাত ৬৫ কুইন্টাল মাল তোলেন—৭৮৮৫৬ ঘনফুট মাটী (অর্থাৎ ৬৩ কুইন্টাল গম) কম দেখানো হয়েছে।

৪) হোয়াংদা-জয়রামগড়িয়া: পে-মাষ্টার কমল কৈবর্ত্ত ৪০ কুইন্টাল মাল তোলেন—৩৩৮৫৬ ঘন ফুট (অর্থাৎ ১৪ কুইন্টাল গম) মাটী কম কাটানো হয়েছে।

৫) কোকিয়াড়া গ্রামের নূতন গড়িয়া: পে-মাষ্টার মানিক চন্দ্র গোস্বামী ৮৫ কুইন্টাল মাল তোলেন—কিন্তু প্রায় সাড়ে ১৩ কুইন্টাল গমের কাজের কোনও হিসাব নেই।

৬) দাঁড়িকুড়ী-তালমু রাস্তা ভায়া পুন্দাগ পে-মাষ্টার অনাদি চ্যাটার্জ্জী। ২৫ কুইন্টাল মাল তোলেন ২০ কুইন্টাল গমের কাজের হিসাব পাওয়া যায় নি।

—০—

পাওয়া গিয়াছে

একগোছা চাবি পাওয়া গিয়াছে। যাহার চাবি তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় উপযুক্ত প্রমাণ দিয়া নিয়া যাইবেন।

খগেন ঘোষ
কমলা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার
নীলকুঠীডাঙ্গা, পুরুলিয়া

Regd No. C—4290
Phone No.—175
মুক্তি
C. R. No.— 2539/57

"এম, আর" উদ্ভাবিত
বাসনপত্রের জন্য
বিস্ময়কর ধাতু
"সিংহল"

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্ম্মিত পণ্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম;
সিংহল—বন্ধন দ্রব্য ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—
সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—রূপার ন্যায় নয়নাভিরাম; কিন্তু স্টেনলেশ ষ্টীল অপেক্ষা দামে সিকী মূল্য।
সিংহল—আধুনিকা গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা ও বন্ধন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা **"সিংহল"** বাসনপত্র ব্যবহার করেন।

এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা জ্বালানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে বন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।

প্রস্তুত কারক:—**মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল**
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

"মনোহরণ চপলচরণ
সোণার হরিণ চাই!"
কিন্তু কোথায় গেলে পাই?
মনোহারী উপহার সামগ্রীতে
আপনার মন হরণ করবে
গৌরী শঙ্কর ষ্টোর্স
বিন্দুভবন
চক্‌বাজার, পুরুলিয়া।

গান্ধী রচনা সম্ভার
৬ খণ্ডে প্রকাশিত হইবে
প্রতি খণ্ডের মূল্য—৫৲ টাকা
১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে অগ্রিম ১০৲ টাকা দিয়া নাম রেজিষ্ট্রী করিলে ২৪৲ টাকায় পূর্ণ সেট পাওয়া যাইবে।
গান্ধী শতবার্ষিকী কমিটি, পুরুলিয়া।

"নাগ"
লাইট হাউস
প্রোঃ—শ্রীরাধাবল্লভ নাগ এণ্ড সন্স
মধ্যবাজার, পুরুলিয়া (পঃ বঃ)
স্টোভ, লাইট, গ্যাসবাতি মেরামত করা হয় ও ভাড়ায় পাওয়া যায়। সামিয়ানা, সতরঞ্চি, আসন, ভোজকার্য্যের তৈজসপত্র, উৎসবাদির জন্য ব্যাণ্ডপার্টি প্রভৃতি ভাড়ায় পাওয়া যায়। কার্ব্বাইড বিক্রয় হয়।
আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Wanted

One M. A. (Second class) or Hons. Graduate in Bengali to fill up a deputation vacancy. Preference will be given to trained and experienced teachers. Apply to Secretary with attested copies of Marksheet and Certificates on or before 6th Sept. '69. Applicants should be prepared to join immediately.

Secretary,
Lagda High School
P. O. Lagda, Dist. Purulia.

Wanted

For Kasturba Hindi Balika Vidyalaya (High School), Purulia (Hindi medium) two Assistant Lady Mistresses. One should be B. Sc. and another B. A. B. T. is preferable. Pay according to scale approved by W. B. Government. Apply to the Secretary latest by 10-9-69.

Mohini Devi Khedia.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
৩৪শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২২শে ভাদ্র, ১৩৭৬—৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

পুরুলিয়া-কোটশিলা বড়লাইন প্রসঙ্গে
রেল দপ্তরের উপমন্ত্রীর পুরুলিয়া সফর

পুরুলিয়া-কোটশিলা ছোট লাইনটি বড় লাইনে (ব্রড গেজে) রূপান্তর করার দাবীর সরেজমীন তদন্তে আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর সকাল ৮ ঘটিকায় রেল দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীরোহনলাল চতুর্ব্বেদী চক্রধরপুর-গোমো প্যাসেঞ্জার যোগে পুরুলিয়া ষ্টেশনে পৌছবেন। পুরুলিয়ায় দুই ঘণ্টাকাল আলাপ আলোচনাদির পর বেলা ১০-২০ মিনিটের সময় পুরুলিয়া-কোটশিলা ট্রেনযোগে কোটশিলা রওনা হবেন।

পুরুলিয়া-কোটশিলা ছোট লাইনটি ব্রডগেজ বা বড় লাইনে রূপান্তর করার দাবী দীর্ঘকালের। এই দাবীর ভিত্তিতে এই জেলায় বহু আন্দোলন হয়েছে—বহু সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। এই দাবীর ভিত্তিতে এবং পুরুলিয়া ষ্টেশনের বিবিধ উন্নতি বিধান, পুরুলিয়া-ছড়া রোডের রেলওয়ে ক্রসিং-এ ওভার ব্রীজ অথবা আণ্ডার ব্রীজ নির্ম্মাণ প্রভৃতি দাবীর সূত্রে লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ এবং সংসদ সদস্য শ্রীভজহরি মাহাত সম্প্রতি রেলদপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ রামসুভগ সিংএর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রেলমন্ত্রী তাঁদের যে প্রতিশ্রুতি দেন সেই সূত্রে সরেজমীন তদন্তে রেল উপমন্ত্রী শ্রীচতুর্বেদী পুরুলিয়া সফরে আসছেন। তাঁর কার্য্যসূচি নিম্নে দেওয়া হোল:—

পুরুলিয়া ষ্টেশনে পৌছবেন..... সকাল ৮-০৮ মিঃ
পুরুলিয়া-কোটশিলা ট্রেনে যাত্রা..... বেলা ১০-২০ মিঃ
গৌরীনাথধাম..... বেলা ১১-০৮ মিঃ
চাষ রোড স্টেশন..... বেলা ১১-৩১ মিঃ
গড়জয়পুর..... বেলা ১১-৫৭ মিঃ
কোটশিলা..... বেলা ১২-২৮ মিঃ
মোটরযোগে রাঁচী যাত্রা..... বেলা ১-৩০ মিঃ

পুরুলিয়া ও অন্যান্য ষ্টেশনে সহস্র সহস্র ব্যক্তি সমবেত হয়ে বড় লাইনের দাবী জানাবেন এবং সম্ভব হলে স্মারকলিপি পেশ করবেন।

—০—

পার্টওয়ান প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের

পরীক্ষা ব্যবস্থার চেষ্টা

জগন্নাথ কিশোর কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় জানলাম যে, প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষার জায়গা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সে জন্য আমরা চেষ্টা করছি—ইউনিভার্সিটি যাতে অনুমতি দেন—জগন্নাথ কিশোর কলেজকে কলেজ সীমার বাইরে পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করতে। তাহলে প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা হবে। ফরম পূরণের শেষ তারিখ ১৫ই সেপ্টেম্বর। তার আগে যাতে ঐ পরীক্ষার্থীরা ফরম পূরণের জন্য জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষের অনুমোদন পান সে বিষয়ে অধ্যক্ষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করেছি। তিনি বলেছেন—তিনি সরাসরি অনুমোদন দিলে, তারপরে ইউনিভার্সিটির অনুমতি না পেলেও, পরীক্ষা নেওয়ার জন্য পরীক্ষার্থীদের কাছে তিনি দায়িত্বে পড়ে যাবেন। সেজন্য স্থির হয়েছে যে, যে সব পরীক্ষার্থী একথা মেনে নেবে যে, ইউনিভাসিটির অনুমতি না পেলে, যেহেতু অধ্যক্ষ মহোদয় ফরম পূরণে অনুমোদন দিয়েছেন—সেই হেতু তাঁকে পরীক্ষা নেবার জন্য বলবেন না—তাদের তিনি অনুমোদন দেবেন। অধ্যক্ষ মহোদয়ের সঙ্গে পরামর্শ অনুসারে এই ঠিক হয়েছে যে, আমরা যে সব পরীক্ষার্থীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'রে তাঁর কাছে নাম পাঠিয়ে দোব—তিনি তাঁদের ফরম পূরণে অনুমতি দেবেন। যে সব পরীক্ষার্থী ঐ সর্ত্তে ফরম পূরণের অনুমতি পেতে ইচ্ছুক—তিনি আমার সঙ্গে অথবা শ্রীঅশোক চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করুন।

অরুণচন্দ্র ঘোষ

(৯ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আরো মহান। এর অভাবে সমাজ আজ বিশৃঙ্খল এবং বৈষম্যপূর্ণ। সেজন্য এই দুটি সাধনার কাজ একে অপরের পরিপূরক ক'রে তুলতে হবে। সেই কারণে সমবায় গড়ার ব্রতীদের আদর্শবাদী হতে হবে; মানবিকতার বোধে অনুপ্রাণিত হ'তে হবে; সাম্যবোধের মূল্য উপলব্ধি করতে হবে; সৌহার্দ্দ্য এবং সমপ্রাণতার অনুভবে নিজেকে মানব সমাজের যোগ্য এবং সমবায়ের যোগ্য রূপে গ'ড়ে তুলতে হবে।

আমাদের বিশাল দায়িত্ব—

সমবায়কে জানা ও জানানো

আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ সমবায়ের মহান উপযোগিতা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন ও তা বহু অনবদ্য প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছিলেন। আরো কয়েকজন মনীষী এ বিষয়ে অগ্রণীরূপ প্রচার করেছেন। আজ তাঁদের লেখা, সমবায়ের বিস্ময়কর ইতিহাস ও সমবায়ের সাধনাসমূহ গভীরভাবে জানতে হবে; আর এর অভ্রান্ত উপযোগিতার তত্ত্বসমূহ জনজীবনে ঐকান্তিকভাবে প্রচার করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। **আমাদের বাঁচবার সবচেয়ে বড় পথ—এই সমবায়।** (ক্রমশঃ)

——॰——

আমি বাবার কোন সম্পত্তি চাই না।

শ্রীপরমানন্দ বক্সী

আমি বাবার কোনও সম্পত্তি চাই না।

পুলকানন্দ বক্সী

আমি বাবার কোনও সম্পত্তি চাই না এবং কখনোও দাবী করিব না।

২০।১০।৬৮ **শ্রীনয়নানন্দ বক্সী**

শ্রীযোগানন্দ বক্সী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বাসযাত্রী সংঘের বার্ষিক সাধারণ সভা

বাসযাত্রীদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও অধিকতর সুযোগ সুবিধা বিধানের নিমিত্ত পুরুলিয়া বাসযাত্রী সংঘ গঠিত হইয়াছে। ইহাকে আরও প্রতিনিধিত্বমূলক ও শক্তিশালীরূপে গঠনকল্পে আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর রবিবার বেলা ১০টার সময় হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের "জগদীশ হলে" বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছে। জনসাধারণকে উক্ত অধিবেশনে যোগদানের নিমিত্ত সংঘ সভাপতি ও সম্পাদক আবেদন জানাইয়াছেন।

সম্পাদকীয়—

পরলোকে ডাঃ হো-চি-মিন

উত্তর ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট, বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী নেতা ও প্রবীন জননায়ক ডাঃ হো-চি-মিন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ভিয়েৎনামের এই অপরাজেয়, অদম্য ও অফুরন্ত প্রাণধারা সম্পন্ন নেতা এবং উত্তর ভিয়েৎনাম রাষ্ট্রের মহান স্রষ্টা উত্তর ভিয়েৎনামের চব্বিশতম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের পরদিন প্রাণত্যাগ করেন।

সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে—হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান সৃষ্টির ন্যায়—উত্তর ভিয়েৎনাম ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম দুটি পৃথক দেশ ও রাষ্ট্রে বিভক্ত হলে—সমগ্র ভিয়েৎনামকে সাম্রাজ্যবাদী শাসনমুক্ত এক ও অখণ্ড রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য যে সুদীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের নেতৃত্ব ডাঃ হো-চি-মিন দিয়ে এসেছিলেন এবং মহাপরাক্রমশালী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েৎনামের ন্যায় ক্ষুদ্র দেশ বৎসরের পর বৎসর যে অমিত বিক্রমে সংগ্রাম করে এসেছে—তাতে শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের মুক্তি সাধনার বরেণ্য নেতা হিসাবে ডাঃ হো-চি-মিন অমর হয়ে থাকবেন। এই মুক্তি-সাধক বিশ্ববিশ্রুত নেতার উদ্দেশ্যে আমরা অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই। অ. চ.

——॰——

রং বদলের পালা!

দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের ধামাধরা রায় বাহাদুর ও খান বাহাদুরের দল যেমন দুগ্ধফেননিভ খদ্দরে শোভিত হয়ে দেশপ্রেমের উচ্ছাসে কংগ্রেসের খাতায় নাম লিখিয়ে রাতারাতি দেশবরেণ্য নেতা হয়ে উঠতে লাগলেন;—এখন তেমনি চাকা ঘুরে যাওয়ায় কংগ্রেসের ফুটো নৌকা ছেড়ে কংগ্রেসী ধামাধরার দল বিপ্লবের জয়ধ্বজা নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে যুক্তফ্রণ্টে ভিড়তে সুরু করেছেন। সুদীর্ঘ বিশ বৎসর ধরে কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতায় যারা যাবতীয় সমাজ-বিরোধী কার্য্যে সিদ্ধপীঠ হয়ে উঠেছিল—তারা হঠাৎ আজকে সমাজতন্ত্রের জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের এই সকল কুকলাশের দল যুগের হাওয়া বদলের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও রং বদলিয়ে মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে বিপর্য্যস্ত করে—দেশের প্রগতিকে বিপন্ন করে—বিগত যুগের আবর্জ্জনায় নূতন যুগের পরিবেশকে বিষাক্ত ও পঙ্কিল করে তোলে।

পশ্চিমবঙ্গে এখন যুক্তফ্রণ্টের শাসন চলছে। অকংগ্রেসী ও প্রগতিশীল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংযুক্ত মোর্চ্চা হোল এই যুক্তফ্রণ্ট। যুক্তফ্রণ্টের শরিক প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের নিজস্ব মতবাদ ও বিশিষ্ট কর্ম্মধারা আছে। সর্ব্বদল স্বীকৃত বত্রিশ দফা কর্ম্মসূচি বিভিন্ন দলকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছে। রাজ্যের কৃষক, শ্রমিক, নিম্ন মধ্যবিত্ত প্রভৃতি শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত শ্রেণীর—অর্থাৎ বৃহত্তম সংখ্যক জনমণ্ডলীর কল্যাণ সাধন, অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধারার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ রচনা করা যুক্তফ্রণ্ট তথা যুক্তফ্রণ্ট প্রশাসন-এর ঘোষিত আদর্শ এবং যুক্তফ্রণ্টের কার্য্যধারা সেই লক্ষ্যে রচিত। সুতরাং এই আদর্শ ও লক্ষ্যের কষ্টিপাথরে কে শত্রু আর কে মিত্র এটা যাচাই করতে দিব্য দৃষ্টি বা অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন করে না। অতি সাধারণ মানুষও তার স্থূল দৃষ্টি দিয়েও সহজেই এটা নির্ণয় করতে পারে।

তৎসত্ত্বেও বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন স্থানে এত বিভ্রান্তি, এত বিরোধ এবং এত অশান্তি কেন? কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম—তার মোকাবিলা করা যত কঠিনই হোক না কেন—যুক্তফ্রণ্ট যুক্তভাবে তার জন্যে প্রস্তুত এবং এই সংগ্রামে জয়লাভ করার মত শক্তি ও আত্ম-বিশ্বাস তার আছে। কিন্তু যুক্তফ্রণ্টের দুর্ব্বলতা হোল—তার শরিকী-সংঘর্ষ। আর এই শরিকী-সংঘর্ষের উৎপত্তি হোল—দলীয় প্রভাব ও ক্ষেত্র বিস্তৃতির উদগ্র অধৈর্য্য। নিজ নিজ দলের ক্ষেত্র ও প্রভাব বিস্তারের উৎকট প্রতিযোগিতায় সংশ্লিষ্ট দলের কর্মীরা যেমন অন্ধভাবে দলের সদস্য সংগ্রহে মেতে উঠেছেন—তেমনি ক্ষেত্র বিশেষে উন্মত্তের মত শরিকী অন্য দলের শক্তি ও প্রভাব ক্ষুন্ন করতে হিংস্রের মত আক্রমণ করছেন। ফ্রণ্টের শরিকী দলের এই দুর্ব্বলতায় সুযোগ নিয়ে কেবল

কংগ্রেসীরাই নয়—কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষিত সমাজ-বিরোধী ও স্বভাব-দুর্বৃত্তেরাও নিজেদের রং বদলিয়ে সুযোগ সুবিধামত বিভিন্ন শরিকদলে ভিড়ে পড়ছে—আর যুক্তফ্রন্টের সংযুক্ত মোর্চ্চাকে ভেঙ্গে দেবার কংগ্রেসের বৃহত্তর চক্রান্তকে সফল করার উদ্দেশ্যে শরীকে শরীকে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষকে তীব্রতর করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে।

এই শরিকী সংঘর্ষের অন্ধতায় রাজ্যের জনগণের কল্যাণ বিধান ও যুক্তফ্রন্টের বত্রিশ দফা কার্য্যসূচির সার্থক রূপায়ণ গৌণ বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে আর দলীয় স্বার্থান্ধতা মুখ্য লক্ষ্য হয়ে পড়েছে। এই দলীয় স্বার্থান্ধতার প্রতিক্রিয়া প্রশাসন ব্যবস্থায়ও প্রকট হয়ে উঠছে—শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্ন ছাড়াও—দুর্নীতির অভিযান অব্যাহত গতিতে চলেছে—আর যুক্তফ্রন্টের ঘোষিত নীতি ও আদর্শ রূপায়ণে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের আগ্রহ ও আনুগত্য শিথিল হয়ে পড়ছে। সুতরাং এই দুর্বলতা দূর করার আশু ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে—বিভিন্ন দলে অনুপ্রবিষ্ট রং পরিবর্ত্তনকারী সমাজবিরোধীদের বহিষ্কার ও ভবিষ্যতে অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে না পারলে এবং দলীয় কর্ম্মীদের স্বার্থান্ধ কার্য্যকলাপ দলের নেতৃত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না করতে পারলে যুক্তফ্রন্ট এক দারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন হবে। যুক্তফ্রন্টকে ভেঙ্গে দেওয়ার কংগ্রেসী চক্রান্ত কায়েমী স্বার্থবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতায় সফল হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে—যে জনসাধারণের সমর্থন, শুভেচ্ছা বা আশীর্ব্বাদে যুক্তফ্রন্ট সরকার শাসনের গদীতে বসেছে—সেই জনসাধারণের আশা আকাঙ্খা পূরণে যুক্তফ্রন্ট কতদূর সচেষ্ট হয়েছে ও সাফল্য অর্জ্জন করেছে এবং জনগণের চক্ষে যুক্তফ্রন্টের ভাবমূর্ত্তি ম্লান হচ্ছে না উজ্জ্বলতর হচ্ছে—সেইটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

অ. চ.

পরলোকে ত্রাণমন্ত্রী শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্ব্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত দীর্ঘকাল রোগভোগের পর গত ৬ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৬৫ বৎসর হয়েছিল এবং তিনি তাঁর স্ত্রী ও বহু আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। আমরা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাচ্ছি।

শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশিষ্ট সৈনিক ছিলেন। বৃটিশ শাসনে ও কংগ্রেসী সরকারের জেলে তাঁকে জীবনের প্রায় ১৪ বৎসর কাটাতে হয়েছে। বৃটীশ আমলে তাঁকে আন্দামানেও পাঠানো হয়।

১৯০২ সালে বরিশাল জেলার ভাঙ্গকোটী নারায়ণপুর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ৺সর্ব্বানন্দ সেনগুপ্ত। ছয় ভাইএর মধ্যে তিনিই জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় শ্রী সেনগুপ্ত অনুশীলন পার্টির সংস্পর্শে আসেন। রিপন কলেজে (বর্ত্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) পড়ার সময় তিনি অন্যান্য সহপাঠীদের চেষ্টায় বাংলাদেশে প্রথম সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। ১৯২৯ সালে মেছুয়াবাজার বোমার মামলার নেতা শ্রী সেনগুপ্ত সাত বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামানে প্রেরিত হন। ১৯৩৮ সালে মুক্তিলাভ করেই তিনি কমুনিষ্ট পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন। ১৯৫৭ সাল থেকে তিনি আইন সভার সদস্য এবং ১৯৬৭ ও তারপর ১৯৬৯ সালে পশ্চিম বঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হলে তিনি মার্ক্সবাদী কমুনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে মন্ত্রীসভার সদস্য হন।

আল-আক্‌সা মসজিদে অগ্নি-সংযোগ ব্যাপারে পুরুলিয়ায় প্রতিবাদ দিবস পালন

জেরুজালেমের পবিত্র আল-অক্‌সা মসজিদে অগ্নি সংযোগের প্রতিবাদে সমগ্র বিশ্বে ও ভারতবর্ষে প্রতিবাদের সূত্রে গত ২৯শে আগষ্ট তারিখে পুরুলিয়াবাসী মুসলমানগণ "মস্‌জিদ্ আল-আক্‌সা" দিবস পালন করেন। এই দিন তাঁরা কালো ব্যাজ ধারণ করেন এবং দোকান পাট বন্ধ রাখেন। মসজিদে ও অনেক গৃহে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়।

এই উপলক্ষ্যে পুরুলিয়া ঈদগায় এক জনসভা হয় এবং এই সভায় জনাব বসীর আহম্মদ সভাপতিত্ব করেন। কোরাণ পাঠ সহকারে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। বিভিন্ন বক্তা আল-আক্‌সা মসজিদে অগ্নি সংযোগের ব্যাপারে ইস্রাইল সরকারকে দায়ী করেন এবং দোষী ব্যক্তিদের সমুচিত শাস্তি বিধানের দাবী জানানো হয়।

পঞ্চায়েৎ রাজ আইন চালু হ'তে চলেছে

আমাদের পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর বিধান সভায় পঞ্চায়েৎ সম্পর্কে বিল উত্থাপন করবেন। বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়া হবে। পুনরায় বিধান সভায় উপস্থাপিত হবে। এই বছরের মধ্যেই বিলটি আইনে পরিণত হবে এবং আশা করা যাচ্ছে—এই বছরেই অথবা আগামী বছরের একেবারে প্রথমেই এই পঞ্চায়েৎ আইনের ভিত্তিতে সারা পশ্চিম বাংলায় নূতন পঞ্চায়েতী শাসনধারা কায়েম হবে।

যে পঞ্চায়েৎ ও পরিষদ আইন এতদিন চলছিল—তা' গণতন্ত্র সম্মত উপযুক্ত আইন ছিল না। বরং জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রতিবন্ধকই ছিল। আমাদের পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী মহোদয় যুক্তফ্রন্টের আগের শাসনকালেই পঞ্চায়েৎ পুনর্গঠনের একটি রূপরেখা উপস্থিত করেন। তাতে পঞ্চায়েৎ পরিষদকে একটি সম্পূর্ণ নূতন কাঠামো দেওয়া হয়। তাতে রাজ্য সরকারের সব রকম শাসন কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ক'রে, পঞ্চায়েতী রাজের পরিকল্পনা করা হয়। তিনটি স্তর করা হয়। প্রত্যেক স্তরে একটি বিধান সভার ধাঁচায় 'পরিষদ' এবং একটি মন্ত্রীমণ্ডলীর ধাঁচায় 'পঞ্চায়েৎ' গঠনের পরিকল্পনা হয়। প্রতি স্তরেই বহু সংখ্যক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে জনগণের শাসন-জীবনকে সক্রিয়, সফল ও কার্য্যকরী করার বিধিবিধান রচিত হয়।

ঐ পঞ্চায়েৎ পুনর্গঠন রূপরেখাটি সারা পশ্চিম বাংলার অগণিত রাজনৈতিক অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে এবং অগণিত প্রতিনিধিস্থানীয় তথা পঞ্চায়েৎ বিষয়ে আগ্রহশীল ব্যক্তিদের পাঠানো হয়। বহু বৈঠক আলাপ আলোচনা দ্বারা জনমত সংগ্রহ করা হয়। বহু ব্যক্তি নিজ অভিমত প্রেরণ করেন। সংবাদ ও সাময়িকপত্রে এ বিষয়ে আলোচনা হ'তে থাকে। এই পরিকল্পনা বহু জনের দ্বারা অভিনন্দিত হয়।

এবারে পুনরায় পঞ্চায়েৎ বিভাগের দায়িত্বভার নিয়ে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী মহোদয় আইনজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের সাহচর্য্যে পঞ্চায়েতের ঐ রূপরেখাটিকে আইনের রূপদান করেন। সেই আইনের কাঠামোটি যুক্তফ্রন্টের সমস্ত দলের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত সাব-কমিটি কিছুদিন ধ'রে কয়েকটি বৈঠকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। অঞ্চল স্তরে পরিষদটিকে আপাততঃ বাদ রাখার জন্য সাব কমিটির বহু সদস্য অভিমত প্রকাশ করেন এবং গ্রামস্তরের পরিষদটির গঠন প্রকৃতির খানিকটা পরিবর্তনের জন্য তাঁরা বলেন। আরো কয়েকটি ছোটখাট পরিবর্ত্তন তাঁরা চান। পরিবর্তনের এই প্রস্তাবগুলি গ্রহণ ক'রে, যুক্তফ্রন্টের ঐক্যপূর্ণ অভিমতরূপে পঞ্চায়েৎ আইন বা বিল গঠিত হয়। গত ২১শে আগষ্ট ক্যাবিনেটে এবং ২৫শে আগষ্ট ক্যাবিনেট নিযুক্ত পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী সহ কয়েকজন মন্ত্রীর এক সাব কমিটি এই বিলটি বিচার করেন। দুএকটি সামান্য পরিবর্তনের প্রস্তাব ছাড়া বিলটি অনুমোদিত হয়।

বহু প্রতিনিধি সমন্বিত বিভিন্ন স্তরের নির্ব্বাচন, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের সম্প্রসারণ, রাজ্যশাসন ও জনশাসনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে বিধিবিধান প্রণয়ন প্রভৃতি প্রশ্নগুলি সম্পর্কে নিয়মাবলী রচনার কাজও শীঘ্রই সমাধা হ'য়ে যাবে।

জনগণের সত্যকার আত্মশাসন ও তার ভেতর দিয়ে দ্রুত আর্থিক ও সর্ব্ববিধ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যে নূতন পঞ্চায়েৎ শাসনের পরিকল্পনা করা হয়েছে ও প্রবর্তন হ'তে চলেছে—তাকে আজ উপযুক্ত নেতৃত্বে প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে হবে এবং এর মধ্য দিয়ে রাজ্যের সর্ব্বত্র বিরাট জনশক্তিকে নিজেদের সত্যকার দ্রুত উন্নয়নে নিযুক্ত করতে হবে। তাবই বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ সুযোগের পথ আজ উন্মুক্ত হচ্ছে। বঞ্চিত উপেক্ষিত সাধারণ মানুষ আজ বহু প্রতিনিধির শক্তিতে যাতে সমাজের প্রতিবন্ধক শক্তিগুলিকে নিষ্ক্রিয় ক'রে আত্মশাসন রূপায়িত করতে পারে—তজ্জন্য এই পঞ্চায়েৎ আইনে তাকে সত্যকার পঞ্চায়েতী শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। আজ যথার্থভাবে মহান লক্ষ্যে পঞ্চায়েতী কর্ম্মধারা অগ্রসর হোক—এই আমাদের সকলের কাম্য।

অরুণচন্দ্র ঘোষ

জীবিকা ও বাঁচবার পথ আজ কী ?

(অরুণচন্দ্র ঘোষ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিস্তারিত আলোচনার ভেতর দিয়ে একথা বলেছি যে, অগণিত সাধারণ মানুষের হাতে ভূমি ও শ্রম সহজলভ্য ; কিন্তু কৃষির অন্যান্য বহু জিনিষ যা পুঁজি না হ'লে সংগৃহীত হয় না, সেই পুঁজি পাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর। এবং পুঁজি দিয়ে সেই সব জিনিষও না কিনলে, কৃষি কাজও সম্ভব নয়।

পুঁজি নেই তবু পুঁজির অভিনব পথ

কোনো একজন চাষীর উপযুক্ত উন্নত চাষের জন্য যদি ১০০০৲ টাকার পুঁজি দরকার হয়—এবং সেই চাষীর যদি বছরে ১০৲ সঞ্চয় করার সামর্থ্য হয়—তাহলে এক হাজার টাকা পুঁজি ক'রে নেবার সামর্থ্য তার ১০০ বছরের আগে হবে না—অর্থাৎ তার জীবনকালে তা' সম্ভব হবে না। ফলে, সমস্ত জীবন তার অভাবে, দারিদ্র্যে, পুঁজিবিহীন অবস্থায় নাম মাত্র উৎপাদনের দুঃখ নিয়ে কাটতে থাকবে। কিন্তু যদি ঐ একই অবস্থার ১০০ জন চাষী একতাবদ্ধ হ'য়ে পুঁজি সংগ্রহ করে—তাহলে প্রথম বছরেই সেই ১০০০৲ টাকার পুঁজি জমা হ'য়ে যাবে। আর এই এক হাজার টাকার পুঁজি নিয়ে ১০০ জন চাষী যদি সমবেত শক্তি, সমবেত বুদ্ধি, সমবেত পরিশ্রম, সমবেত ব্যবস্থা, সমবেত উদ্যোগ এবং সমবেত যোগ্যতা নিয়োগ করে—তবে ছ' বছরেই লক্ষ টাকার সম্পদ বা আয় বা পুঁজি সৃষ্টি করা অসম্ভব হবে না।

এক হাজার থেকে ৬ বছরে এক লক্ষ টাকার পুঁজি !

এটা কি ক'রে সম্ভব ? একথা বহুজনে প্রশ্ন করতে পারেন। যদি ঐ একশো জন চাষীর চাষ উদ্‌যাপন করার মোটামুটি ক্ষমতা থাকে, বলদ, লাঙ্গল প্রভৃতির জন্য নতুন খরচ করতে না হয়—তাহলে তাঁরা মিলিত ভাবে নিজেদের বাছাই করা খানিকটা জমিতে ঐ এক হাজার টাকার পুঁজি বিশেষ কোনো কোনো উন্নত চাষে নিয়োগ ক'রে ঐ বিস্ময়কর লাভ দেখাতে পারেন।

তবে তার অপরিহার্য্য সর্তগুলি এই ঃ—

তবে মনে রাখতে হবে যে, তাঁদের প্রতি বছরের এক হাজার টাকা করে পুঁজি ও তার থেকে প্রতি বছরের যা কিছু লাভ এ সমস্তই অখণ্ড পুঁজি রূপে থাকবে ; কোনো ভাবেই তা' একটুও ভাঙ্গা হবে না। এবং সমবেত কাজের সাফল্যের যে মূল সর্ত তা' হল—সততার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং সেই পরিস্থিতি অটুট রাখা। এবং তার সঙ্গে এটাও অপরিহার্য্য যে, ঐ পুঁজিটুকু বৈজ্ঞানিক কৃষি ধারার চাষেই নিয়োজিত হবে। এই অবস্থাগুলি বজায় থাকলে ঐ বিস্ময়কর সাফল্য অবধারিত। উন্নত বীজের চাষ—অর্থাৎ শঙ্কর ভুট্টা, শঙ্কর কাপাস, উন্নত বীজের তরিতরকারী বিশেষ লাভজনক চাষ। পুঁজি কিছু বেশী নিয়োগ ক'রে নিয়ন্ত্রিত সেচের ব্যবস্থা করতে পারলে আয় আরো বহুগুণ দ্রুত হতে পারবে। ভেড়া, ছাগল, শূকর, মুরগী প্রভৃতি পালনের কাজও অত্যন্ত লাভজনক জিনিষ।

৬ বছরে হাজার থেকে লক্ষ টাকা—

কি ক'রে হয় তার হিসাব

একটা হিসাব দিচ্ছি—অবাস্তব কিছু নয়। উন্নত বীজের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতি অবলম্বন করলে—এই হারে লাভ বা পুঁজি সৃষ্টি হ'তে পারে। প্রথম বছর এক হাজার টাকার পুঁজি লাগিয়ে ৫০০৲ টাকা লাভ হল। প্রথম বছর কিছু কম লাভ ধরা গেল। দ্বিতীয় বছরে প্রথম বছরের ঐ পুঁজি ও লাভ মিলিয়ে দেড় হাজার টাকার পুঁজি হোল—তার সঙ্গে ঐ একশ' চাষীর নতুন এক হাজার টাকার পুঁজি মিলল। আড়াই হাজার টাকা লাভ নিয়ে এল দেড় হাজার টাকা। হল মোট ৪ হাজার। তৃতীয় বছরে ৪ হাজারের সঙ্গে নতুন পুঁজি এক হাজার মিলিত হল। এই পাঁচ হাজারের পুঁজি আরো ৫ হাজার নিয়ে এল। মোট হোল ১০ হাজার টাকা।

চতুর্থ বছরে ১০ হাজারের সঙ্গে নতুন পুঁজি এক হাজার মিলল। এই এগারো হাজারের পুঁজি আরো ১১ হাজার লাভ নিয়ে এলো। বেশী পুঁজির কারণে লাভের মাত্রা বাড়ল। মোট হল ২২ হাজার। পঞ্চম বছরে ২২এর সঙ্গে আরো নতুন এক হাজার টাকা মিলল। সেই ২৩ হাজার পুঁজির প্রয়োগে ৪৬ হাজার টাকার সম্পদ, আয় বা লাভ নিয়ে এলো। ৬ষ্ঠ বছরে ৪৬ হাজার পুঁজির সঙ্গে নূতন এক হাজার পুঁজি মিলিয়ে হল—৪৭ হাজার। এই ৪৭ হাজার টাকার পুঁজি বৎসরান্তে ৫৩ হাজার টাকার আয় বা লাভ নিয়ে আসতে পারবে। অর্থাৎ আগের পুঁজি ও লভ্যাংশ মিলিয়ে এক লক্ষ টাকা হল ! বেশী পুঁজিতে বেশী হারে লাভ হোল। আরো বেশী হারে লাভ হ'তে পারে। এটা বিস্ময়কর হলেও অবাস্তব নয়—সম্পূর্ণ বাস্তব।

এটা অবাস্তব নয় যদি বৈজ্ঞানিক

পদ্ধতি অনুসৃত হয়

উন্নত বীজের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক কৃষিতে লাভ কেমন হ'তে পারে—তার পরীক্ষিত সাফল্যের পরিচয় পরে দোব। আমি যা হিসাব দিলুম, বৈজ্ঞানিক চাষ অনুসরণ ক'রে তার চেয়েও বেশী আয় বা পুঁজি সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু আমি সাবধানতার জন্য মাঝারি ধরণের আয়ের হিসাবই দিয়েছি। নানা পরিস্থিতির কারণে আয়টা যদি ঐ হারের চেয়ে কমও হয়—তাহলেও একথা অবধারিত যে, বাঞ্ছিত সমবায়ের ধারায় পুঁজি বা লাভ দ্রুত বাড়বেই। তারই পরিচয় দিতে এই উদাহরণ দিলাম।

যা একজনের পক্ষে অসম্ভব ছিল—

তাকে সফল করল—সমবায়

তাহলে কি দাঁড়াল ? একশতজন চাষী প্রত্যেকে ১০০০৲ টাকার পুঁজি চাইছিল। তাদের কারুরই পক্ষে সারা জীবনে তা পাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু ৬ বছরেই ঐ একশোজন চাষীর প্রত্যেকের জন্যই এক হাজার টাকার পুঁজি পাওয়া গেল। অর্থাৎ ১ লক্ষ টাকা ছ' বছরেই সম্ভব হোল। এটা যে অবাস্তব নয়—সাম্প্রতিক পৃথিবীর ইতিহাসে এর অপূর্ব্ব বহু নিদর্শন আছে। এই যে বাঁচবার অভিনব পদ্ধতি—এরই মহান নাম—সমবায়।

সমবায় কারা গড়েছে ঃ কোন্ পরিস্থিতি

সমবায় এনেছে

আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই ধারণা এই যে, বিশ্বের যেখানে যা কিছু বিরাট সম্পদ গ'ড়ে উঠেছে—তা সম্পদবান কৃতী মানুষদের সম্পদের শক্তিতেই গড়ে উঠেছে। দরিদ্র মানুষ যাদের কিছু নেই—তাদের সম্পদ সৃষ্টি করার ক্ষমতাই নেই। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ভুল কেন তা একটু পরেই বলছি। এর সঙ্গে আমাদের আর যে একটি বিশেষ ধারণা রয়েছে—তা' এই যে, পৃথিবীতে আবিষ্কৃত মহান পথগুলি সবই বিশ্বের জ্ঞানীদের জ্ঞানের তপস্যার মধ্য থেকেই উদ্ভূত। এও সত্য নয়।

ইতিহাসের সেই চিরস্মরণীয় মানুষগুলি

বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় পরিস্থিতির বিভিন্ন চাহিদার মধ্য দিয়ে সমবায় প্রথার উদ্ভব হ'লেও, ইতিহাসে একথা আজ স্বীকৃত হ'য়ে আছে যে, মানুষের অগ্রগতি লাভ করার সবচেয়ে বড়ো এই যে উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে বিশ্বের সেই মহান উপায়রূপ সমবায় পন্থার প্রথম ভাগীরথ হয়েছিলেন—ইংলণ্ডের কয়েকটি নিরক্ষর ভাই-বোন। অত্যন্ত দারিদ্র্যে জর্জ্জরিত এই মানুষগুলি মানুষের সমাজের হাতে দিয়ে গেলেন এক অভিনব পন্থা—সম্পদ সৃষ্টির কাজে নিঃস্ব মানুষদের সমবেত চেষ্টার জন্য এক বৈজ্ঞানিক বিধান। এই মহান সমবায়।

রিক্ত নিঃস্ব মানুষদের সম্পদ সৃষ্টির ইতিহাস

সম্পদবান ব্যক্তিদের সম্পদের শক্তিতেই বিশ্বের সমবায়ের ঐশ্বর্য্য গড়ে ওঠেনি। উনবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের বিভিন্ন দিকে নিরন্ন ক্ষুধার্ত অভাবগ্রস্ত দরিদ্র চাষী, শিল্পী ও শ্রমিকদের চরম অর্থসংকট ও হাহাকারের পরিবেশে—তাদের বাঁচবার এক অভিনব পদ্ধতি সন্ধানের মধ্যেই দিকে দিকে মহান সমবায়ের জন্ম হয়েছিল। জার্মানীতে, ডেনমার্কে, সুইডেনে এবং আরো বহু দেশে দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত, শোষিত, নিগৃহীত মানুষের দল ভয়াবহ অর্থসংকটের সম্মুখীন হয়ে, নিজেদের আশাহীন, পুঁজিহীন, উপায়হীন রিক্ততার মধ্য থেকেই যে সম্পদ সৃষ্টির গঙ্গোত্রী ধারার পথ করেছিল—তার সম্পদ আজ দেশে দেশে ধনীদের সম্পদ সৃষ্টির ধারাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

প্রতিযোগিতার রণক্ষেত্রে তারাই আজ বিজয়ী। দেশে দেশে সমবায়ের সেই প্রথম দিনগুলির ইতিহাস—সেই নিঃস্ব রিক্ত ভাগীরথদের বিস্ময়কর সাধনার ইতিহাস—রোমাঞ্চ কাহিনীর চেয়েও রোমাঞ্চকর।

এই আলাদীনের প্রদীপ

ঋণভারে জর্জ্জরিত, দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত, শোষিত বঞ্চিত সেই মানুষগুলি বাঁচবার সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে, সমবেত শক্তিতে, আলাদীনের প্রদীপের কাহিনীর মত দেখতে দেখতে দ্রুত যে বিস্ময়কর পরিবর্তন এনেছিল—যে অভাবনীয় সম্পদ সৃষ্টি করেছিল—নিজেদের জীবনে অতি দ্রুত যে ঐশ্বর্য্য ও আনন্দের দিন ডেকে এনেছিল—তার কাহিনী পড়তে পড়তে গৌরবে মন ভ'রে ওঠে;—শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়; আর অত্যন্ত দরিদ্র ভারতবর্ষের মানুষ হিসাবে প্রেরণায় মন ভ'রে ওঠে, যে,—আমাদেরও বাঁচবার পথ রয়েছে। সে পথ এই মহান সমবায়।

সমবায় এত মহান তবু আমরা পিছিয়ে কেন

পৃথিবীর সব জায়গার মানুষ আজ এই মহান সমবায়ের পথ অনুসরণ করছেন। অনেকগুলি দেশ এ পথে সার্থকভাবে বহু অগ্রসর হয়েছেন। বহু দেশ এই পথে অগ্রসর হ'তে চেষ্টা করছেন। আমাদের দেশেও আমাদের সরকারগুলি জনগণের মধ্যে এই সমবায় ধারা প্রবর্তনের চেষ্টা দীর্ঘকাল ধরেই করছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এর দ্বারা আমাদের জনগণের মনে এই মহান সমবায়ের প্রতি বিশ্বাস বা আগ্রহ সৃষ্টি হয় নি। বরং উল্টো ফলই হয়েছে। সমবায় ধারা যদি মহান তবে এই অবস্থা কেন হোল? তার কারণ, একে ঠিক পথে পরিচালিত করা হয় নি। যে মানসিক বৃত্তিগুলিকে জাগ্রত ক'রে সমবায়ের শক্তি উদ্ভূত হয়—সেই মনোভাবগুলি গড়ে তোলার চেষ্টা হয় নি। বরং ঠিক তার বিপরীত বৃত্তিগুলি এখানে সমবায়ের সুযোগ গ্রহণের প্রেরণা রূপে কাজ করছে।

সমবায়ের মানসিক ভিত্তি আগে চাই

সমবায় কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার জিনিষ নয়। সমবায়ের চাহিদা মানুষের ভেতর থেকে আসবে—মানুষের অন্তরে এর জন্য আগ্রহ,—এর উপযোগিতার ধারণা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে—এবং এই বোধের মধ্য দিয়ে পরস্পরের প্রতি সহায়তাদানের ঐকান্তিকতা ও তার জন্য নির্দ্ধারিত কর্মধারার প্রতি অন্তরের সততা জীবনে মূর্ত হ'য়ে দেখা দেবে—এহেন পরিবেশ গড়া চাই। আমাদের সমবায়ের জীবনে যে অবস্থাগুলি অপরিহার্য্যরূপে গড়া উচিত ছিল—যা আদৌ না গড়ার জন্য সমবায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে এবং যার ফলে জনমনে আস্থা নষ্ট হয়েছে—আমার পরবর্তী আলোচনা থেকেই তার ধারণা স্পষ্ট হবে।

সমবায় জীবনে ভাব প্রচারের যে অপরিহার্য্য স্থান

(২) নিঃস্ব রিক্ত মানুষের মিলিত শক্তির মূল্য অতীব মহান—একথা গভীরভাবে অন্তরে উপলব্ধি করানোর জন্য ব্যাপক, সুপরিকল্পিত, মর্ম্মস্পর্শী, যুক্তি-আধারিত ভাব প্রচারের অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে। এই ভাব প্রচারের তীব্র কর্ম্মব্যাপৃতি যেমন সরকারের দিক থেকে চাই—তেমনি জনগণের দিক থেকেও সমানভাবে করতে হবে। যে সব দেশ এর প্রয়োজন উপলব্ধি ক'রে ভাব প্রচারের গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে—সেই সব দেশেই সমবায় সার্থক, কার্য্যকরী, বিরাট এবং অন্তহীন সম্ভাবনার রূপে দেখা দিয়েছে।

সমপ্রাণতা—যা সমবায়ের প্রাণ

(২) আজ উপলব্ধি করতে হবে যে সমবায়ের জীবনে যে পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধন প্রয়োজন সেই বন্ধনকে নিজেদের সমগ্র অর্থনৈতিক চেষ্টা, ব্যবস্থা ও আয়োজনের মধ্যে—এমন কি সমগ্র সমাজ জীবনের মধ্যে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত করতে হবে। কারণ ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও অক্ষমতার সঙ্গে আমাদের বৈষম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার প্রশ্ন জড়িত হ'য়ে রয়েছে। নিঃস্বদের নিজেদের সম্মিলিত পুঁজির শক্তিতে গড়া উৎপাদন দেখা দিলে তার ক্ষমতাকে নষ্ট করার জন্য বড়ো পুঁজির শক্তিগুলি প্রতিযোগিতার আঘাত হানে এবং হানবে। তাদের কলাকৌশলে বাজারে জিনিষের দর কমে এবং কমবে। ব্যক্তিগত স্বার্থবোধকে সরিয়ে রেখে—নিজেদের সমস্ত ধারাকে অর্থাৎ উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, লভ্যাংশ প্রভৃতি ধারাকে সম্মিলিত স্বার্থের দৃষ্টিতে দৃঢ়তার সঙ্গে পরিচালিত করতে হবে। না পারলে নিজেদের ধ্বংস অনিবার্য্য। এই ধ্বংসকে এড়াবার ক্ষমতার মধ্যেই সমবায় শক্তি। পারস্পরিক ঐক্যবোধ, সহযোগিতা ও সহানুভূতি যা অপরিহার্য্য—তা খাঁটি, অকপট হওয়া চাই। পরস্পরকে বাঁচাবার জন্য আন্তরিক সহানুভূতি ও সম্প্রীতি চাই। এই শক্তিই সমবায়ের প্রাণকেন্দ্র।

ফাঁকি দেওয়ার মনোবৃত্তি—সমবায়ের বিপত্তি

(৩) এরই প্রয়োজনে সমবায়ব্রতীদের যে চারিত্রিক শক্তির প্রয়োজন—তা' হচ্ছে—সততা; কেউ কাউকে ফাঁকি দেবার মনোভাব কখনই রাখবে না। শোষণ এবং ফাঁকির জন্যই এই দুরবস্থা। যে কয়েকজন একটি সমবায়ে যুক্ত হবেন—তাঁদের অন্তর থেকে এই ফাঁকি দেবার বৃত্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। জেগে থাকলে যেমন ঘুমোনো যায় না—মুখবন্ধ রাখলে যেমন কথা বলা যায় না—তেমনি একে অপরকে ফাঁকি দেবার মনোভাব রাখলে সমবায় হবে না। সেজন্য সমবায়ে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে বাছাই করা লোক নিয়ে কাজ করতে হবে এবং যারা একযোগে সমবায়ে মিলিত হবেন তাদের অন্তরে এই সম-স্বার্থবোধের উপযোগিতা ও মূল্যবোধকে উজ্জ্বল করে গ'ড়ে তুলতে হবে। একথাও ভালভাবে মনে রাখতে হবে যে, সংসারে সব দেশে সাধারণ মানুষ সম্মিলিত শক্তিতে চলতে পারে নি ব'লেই চালাক মানুষেরা তাদের সব রকমে শোষণ করেছে, নিঃস্ব করেছে। সমবেতভাবে সম-স্বার্থবোধে চলার শক্তিই শোষণ ঠেকাবার উপায়। এই সমবায় শক্তির মন্ত্র থেকেই সমাজতন্ত্রের পরিকল্পনাও উদ্ভূত। সুতরাং এ সবের মূল ঐক্যবোধ।

আংশিক সমবায় নয়—সমগ্র সমবায় চাই

(৪) আমরা সমবায়ের মধ্যে ঋণ পাওয়াটাকে অত্যন্ত জোর দিয়ে থাকি। মনে করি সমবেতভাবে ঋণ পাওয়াটাই সমবায়ের সার্থকতা। তা নয়। একজন চাষী বা শিল্পী ঋণ পেলেই তার দ্বারা উৎপাদন ক'রে, সম্পদ সৃষ্টির পথে অগ্রসর হ'তে পারবে না। এমন কি, কিছু লোক ঋণ পেয়ে সমবেতভাবে উৎপাদন করলেও সম্পদ সৃষ্টি হবে না। পরিকল্পনা, ঋণ গ্রহণ, কাজের মিলিত ব্যবস্থা, উৎপাদন ব্যবস্থা, বণ্টন ব্যবস্থা, ঋণ পরিশোধ ব্যবস্থা প্রভৃতি সমগ্র আয়োজন ধারাকে সমবায়ের শক্ত বন্ধনে আনতে হবে। শুধু ঋণ দান বা ঋণ আদায় করেই সার্থক সমবায় হবে—একথা মনে করা আমাদের মারাত্মক ভুল হবে।

সমবায়ের মূল লক্ষ্য উৎপাদন ও সমবণ্টন

(৫) সমবায়ের মূল কর্ম্মভার হল—উৎপাদন। কৃষিজাত, শিল্পজাত, পশুজাত সম্পদ সৃষ্টির উৎপাদনের সমবায়ই—আসল সমবায়। ঋণদান সমবায় বা বিপনী সমবায় গৌণ সমবায়। কারণ দেশের জনগণের সবরকম চাহিদার যোগ্য যোগান দেওয়াটাই জাতির অর্থনীতির আসল কাজ। তারপরেই জরুরী কাজ হল দেশের সম্পদ দেশের জীবনে সম-বণ্টনের জন্য যোগ্য সমবায়। এই দুটি সবচেয়ে জরুরী সমবায়কে গ'ড়ে তুলতে আনুষঙ্গিক দুটি সমবায় হচ্ছে—ঋণ দান ও বিপনী সমবায়। দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি নেই—উৎপাদনের চেষ্টা নেই—শুধু ঋণ বা বিপনীতে কী অগ্রগতি হবে? সেজন্য আজ দৃষ্টিভঙ্গীর মোড় ফেরাতে হবে। সমবায়ের আজ মূল লক্ষ্য হবে উৎপাদন। এর মধ্যেই কর্মহীনদের বাঁচবার মহান পথ রয়েছে।

সমবায়ে বৈজ্ঞানিক উৎপাদন ধারা চাই

(৬) সমবায়ের মাধ্যমে এই উৎপাদনকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ধারায় পরিচালিত করতে হবে। নতুবা দেশের চাহিদা বা অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যেতে হবে।

নিজেদের পুঁজি সৃষ্টি—সমবায়ের অন্যতম সাধনা

(৭) নিজেদের বহু কষ্টের জীবনেও, অবিরত চেষ্টা করতে হবে—নিজেদের খরচ থেকে বাঁচিয়ে তিলে তিলে পুঁজি বাড়াতে। সমবায়ের ব্রতীদের এই ব্যক্তিগত পুঁজি সঞ্চয় ও সমবায়ের শক্তি থেকে ক্রমাগত চেষ্টায় পুঁজি সঞ্চয় করে অপরের ঋণকে শোধ ক'রে আনার সংগ্রাম সমবায়ের জীবনে অবিরাম চলতে থাকবে। এবং ঋণ শোধ করার মধ্যে গৌরববোধ—দারিদ্র উদ্‌যাপনবোধ গভীরভাবে আজ জাগ্রত করতে হবে। এরই ভেতর দিয়ে পুঁজির অখণ্ড অস্তিত্বের বিশেষ মূল্য ও উপযোগিতা বোধ প্রসারিত করতে হবে।

সমবায় যে চারিত্রিক সম্পদগুলি চায়

(৮) দারিদ্র্য থেকে মুক্তির সাধনা যেমন আমাদের মহান, তেমনি সংকীর্ণ জীবনবোধ থেকে মুক্তি লাভ ক'রে উন্নত সমাজের মানুষরূপে নিজেদের গড়ার কাজ আমাদের

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

Regd No. C—4290
Phone No.—175

মুক্তি

C. R. No.—2539/57

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়

রাঁচী রোডে—

(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)

দেশবন্ধু রোডে—

(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

কালি সিংহানীয়া

পুরুলিয়া

ফোন নং—৯৩

জমি বিক্রয়

"হুড়ার মধ্যস্থলে, মেন রোডে, বাস উপযোগী দুর্গা মন্দিরের সন্নিকটে, (কূপ) ইন্দারা সহ ২৩ ডিঃ জমি এবং চাষের উপযোগী প্রায় ৫ একর জমি বিক্রয় আছে। অনুসন্ধান করুন—

শ্রীমহানন্দ দে
পোঃ হুড়া (পুরুলিয়া)

Wanted

For Jhalda Satyabhama Vidyapith P. O. Jhalda (Purulia) one temporary B. Sc (Phy. Chem. Math) teacher. Appear before the Selection Committee on 13.9.69 at 3 P. M. with application and Certificates, in the School Office.

"নাগ"

লাইট হাউস

প্রোঃ—শ্রীবাদলচন্দ্র নাগ এণ্ড সন্স

মধ্যবাজার, পুরুলিয়া (পঃ বঃ)

স্টোভ, লাইট, গ্যাসবাতি মেরামত করা হয় ও ভাড়ায় পাওয়া যায়। সামিয়ানা, সতরঞ্জি, আসন, ভোজকার্য্যের তৈজসপত্র, উৎসবাদির জন্য ব্যাণ্ডপার্টি প্রভৃতি ভাড়ায় পাওয়া যায়। কার্ব্বাইড বিক্রয় হয়।

আমাদের কোন ব্র্যাঞ্চ নাই।

"মনোহরণ চপলচরণ
সোনার হরিণ চাই।"
কিন্তু কোথায় গেলে পাই ?
মনোহারী উপহার সামগ্রীতে
আপনার মন হরণ করবে

গৌরী শঙ্কর ষ্টোর্স

বিন্দুভবন
চক্‌বাজার, পুরুলিয়া।

ভারতী হোটেল

ও

রেষ্টুরেণ্ট

(অশোক ষ্টুডিওর সংলগ্ন)

পুরুলিয়া।

স্বল্প খরচে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত আহারের ব্যবস্থা আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
৩৫শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৯শে ভাদ্র, ১৩৭৬—১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

(বার্ষিক মূল্য—৬,
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা)

শহীদ গোবিন্দ ও শহীদ চুণারাম স্মরণে

বীরের রক্ততীর্থে আমাদের প্রাণের অর্ঘ্য

১৩ই আশ্বিন, ৩০শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবারে অনুষ্ঠান

স্থান—মানবাজারে পুলিস থানায় শহীদ প্রাঙ্গণ

১৯৪২ সাল স্বাধীনতার চরম সংগ্রামের দিন। ভারতবর্ষের দিকে দিকে সেদিন দেশের অগণিত নির্ভীক দেশপ্রেমিকের বুকের রক্তে দেশজননীর পায়ে অর্ঘ্য নিবেদিত হচ্ছিল। এই জেলাতেও সেদিন ঐ মরণজয়ী বীরের অভাব হয় নি। ব্রিটিশ সরকারের ঘাতকেরা যখন হেঁকে বলছে—সরে যাও, সরে যাও—গুলির মুখে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—তখন নিরস্ত্র নির্ভীক সৈনিকেরা দৃঢ় পদক্ষেপে পুলিসের নিশান করা বন্দুকের সামনে আরো এগিয়ে গিয়ে বলেছে—গুলিই চলুক আর কামানই ছুটুক—আমাদের অভিযান চলবেই- আমরা ব্রিটিশ শাসনের অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করবই—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। এরাও থামল না—পুলিসও থামল না—অজস্র গুলি চলল; বহু নির্ভীক সৈনিকের রক্ত স্বাধীনতার বেদীমূলে ঝরে পড়ল। **আমাদের অমর শহীদ গোবিন্দ, চুণারাম নিজেদের জীবন-অর্ঘ্য দেশজননীর পায়ে সমর্পণ ক'রে চলে গেলেন।** তাঁরা এই মাটি থেকে চলে গেলেন—কিন্তু আমাদের ইতিহাসে তাঁরা মৃত্যুঞ্জয় হ'য়ে রইলেন। আজ মহান শহীদ দিবসে তাঁদের প্রতি আমরা আমাদের প্রাণের অনন্ত নমস্কার জানাই। এই মহান অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সকলকে আমন্ত্রণ জানাই। ১৪।৯।৬৯

নিবেদিকা—লাবণ্য প্রভা ঘোষ

WANTED

For the **Sponsored Teachers' Training College**
P. O. & Dist.—PURULIA, the following Staff :—

1. One Head clerk-cum-cashier, scale of pay Rs. 200-10-300/- plus revised D. A. Must be graduate.
2. One Accountant-cum-clerk, scale of pay Rs. 125-3-140-4-200/-, plus revised D. A., must be passed in accountancy and must at least be a matriculate or passed any examination equivalent to matriculation.
3. One Typist-cum-clerk, scale of pay Rs. 125-3-140-4-200/-, plus revised D. A., must at least be a matriculate or passed any examination equivalent to matriculation,—must have a speed of minimum 40 words per minute in typing.

Applications containing age, qualifications, experiences etc. and accompanied by attested copies of all pass certificates and testimonials should be addressed to reach the Officer-in-charge of the college by 26-9-69 at the latest.

N. K. Roy Choudhury
Secretary.

"কলেজ হোস্টেলের তত্ত্বাবধায়িকা"

স্পন্সর্ড, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, পোঃ, এবং জেলা পুরুলিয়া, হোস্টেলের জন্য একজন মহিলা তত্ত্বাবধায়িকা (মেট্রন) প্রয়োজন। বয়স পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশ বৎসরের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। ম্যাট্রিকুলেশান বা তৎসমতুল্য পাশ হইলে ভাল হয়। মাসিক নির্দ্দিষ্ট বেতন ৬০ (ষাট) টাকা। বিনা খরচায় থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা। ভাল স্বাস্থ্য এবং রন্ধন সম্বন্ধে ভাল অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বয়স ও অভিজ্ঞতা উল্লেখ করিয়া এবং পাশ সার্টিফিকেট এবং প্রশংসাপত্র সহ কলেজের অফিসার-ইন-চার্জ্জের নিকট আবেদন পত্র ২৬।৯।৬৯ তারিখের মধ্যে পৌছান চাই।

N. K. Roy Choudhury
Secretary

"কলেজ হোস্টেলের তত্ত্বাবধায়িকা"

নিস্তারিণী কলেজ, পোঃ এবং জেলা পুরুলিয়া হোস্টেলের জন্য একজন মহিলা তত্ত্বাবধায়িকা (মেট্রন) প্রয়োজন। বয়স পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশ বৎসরের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। ম্যাট্রিকুলেশান বা তৎসমতুল্য পাশ হইলে ভাল হয়। মাসিক নির্দ্দিষ্ট বেতন ৬০, (ষাট) টাকা। বিনা খরচায় থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা। ভাল স্বাস্থ্য এবং রন্ধন সম্বন্ধে ভাল অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বয়স ও অভিজ্ঞতা উল্লেখ করিয়া এবং পাশ সার্টিফিকেট এবং প্রশংসাপত্রসহ কলেজের প্রিন্সিপ্যালের নিকট আবেদন পত্র ২৬।৯।৬৯ তারিখের মধ্যে পৌছান চাই।

N. K. Roy Choudhury
Secretary

মহান গান্ধী শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হোক

আগামী ২রা অক্টোবর থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০ সপ্তাহব্যাপী কার্য্যধারা

সম্পাদকীয়—

জনগণের দাবী মানতে হবে

এটা এখন দাবী আদায়ের যুগ। বিরাট সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় তাদের ক্ষুদ্র, মাঝারী বা বৃহৎ বিবিধ প্রকার সংগঠনের মাধ্যমে ও সঙ্ঘশক্তির ভিত্তিতে নিজ নিজ দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন করে চলেছে এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এতদিন সমাজের শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত সম্প্রদায়কে শোষক শ্রেণীর শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাদের বাঁচার দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে আসতে হয়েছে। কিন্তু এখন ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে—শোষক শ্রেণীর শাসনের কঠিন শৃঙ্খল শিথিল হয়ে পড়ছে—ফলে শোষিত শ্রেণীর ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের আন্দোলন অনেক সহজ ও নিরাপদ হয়ে আসছে। রাজ্য স্তরে পশ্চিম বঙ্গের যুক্তফ্রন্টের শাসন ব্যবস্থার ঘোষিত নীতিই হোল কৃষক-শ্রমিক-শিক্ষক-কর্ম্মচারী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর সকলপ্রকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা ও আন্দোলনের সাফল্যের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করা।

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট তথা যুক্তফ্রন্ট সরকার কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক ও সরকারী কর্ম্মচারীদের শক্তির সমর্থনে যেমন শক্তিশালী ও দৃঢ় ভিত্তিক হয়েছে—শিক্ষক, সরকারী কর্ম্মচারী ও শ্রমিক শ্রেণীও যুক্তফ্রন্ট শাসনে বিশেষ উপকৃত হয়েছে—তাদের আন্দোলন ধাপে ধাপে সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছে এবং বাঁচার দাবী বহুলাংশে পূরণ হয়েছে। কলেজ বা বিশ্ব বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষকদের বিষয় বাদে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের অবস্থার উল্লেখ-যোগ্য উন্নতি হয়েছে—বড় বড় শিল্পের সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকদের বাঁচার সংগ্রামের মূল দাবীগুলিও পূরণ হয়েছে বা হচ্ছে।

এই সকল সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক-শিক্ষক-কর্ম্মচারী সম্প্রদায় দেশের বিরাট সমাজের এক একটি অংশ বিশেষ।

সামগ্রিক দৃষ্টিতে এই সমাজভুক্ত কোটী কোটী নরনারী আজও চরম দারিদ্র্যক্লিষ্ট, অশিক্ষিত, রোগজীর্ণ ও অসহায়। এই বিরাট জনমণ্ডলীর অবস্থার আজও কোনও উল্লেখ-যোগ্য উন্নতি সাধিত হয় নি। স্বাধীনতার পরবর্ত্তী বিশ বৎসর কালে সামগ্রিকভাবে জনগণের অবস্থার উন্নতি সাধনে প্রকৃতপক্ষে কোনও চেষ্টাই হয় নি। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট শাসনব্যবস্থা জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও বিশেষ আগ্রহশীল হওয়া সত্ত্বেও এই স্বল্প সময়ের পরিসরে বিশেষ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয় নি। সুতরাং তুলনামূলক বিচারে শ্রমিক-শিক্ষক ও সরকারী কর্ম্মচারীদের জীবনযাত্রার মান সাধারণ মানুষদের জীবনযাত্রার ধারা অপেক্ষা অনেক উন্নত; এই সঙ্ঘবদ্ধ শ্রেণীর জীবন ধারণের সুযোগ সুবিধা সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বেশী এবং সাধারণ বিচারে শ্রমিক-শিক্ষক-সরকারী কর্ম্মচারী প্রভৃতি সম্প্রদায় উপেক্ষিত ও অবহেলিত বিরাট সমাজের অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সৌভাগ্যবান শ্রেণী।

এই পরিস্থিতিতে সমাজের উন্নত ও অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান শ্রেণীরূপে শিক্ষক, সরকারী কর্ম্মচারী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বৃহত্তর জনমণ্ডলী সম্পর্কে তাঁদের নিজ নিজ দায়িত্বটুকু পরিপূর্ণভাবে পালনের সময় এসেছে। নিজ নিজ দাবী ও অধিকার আদায়ের সঙ্গে স্বীয় দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালনের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা ও আন্দোলন সুরু না হলে—সমাজে দারুণ বিশৃঙ্খলা ও বিক্ষোভ দেখা দিতে বাধ্য।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বহু ত্রুটী আছে—ছাত্রছাত্রীকে পঠন পাঠনে শিক্ষক সম্প্রদায়ের ত্রুটী ও অবহেলা অনেকক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক অধঃপতনের জন্যও অনেকাংশে দায়ী। শিক্ষাদান ব্যবস্থায় বিবিধ প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে ছাত্র সমাজের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে। এই বিষয়ে সমগ্র শিক্ষক সমাজ বিশেষ উদ্যোগী ও সচেষ্ট হয়ে তাঁদের বাঁচার দাবী আদায়ের জন্য যেমন দীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলন করে এসেছেন—তেমনি শিক্ষা ধারার সামগ্রিক উন্নতি বিধানে, ছাত্রমণ্ডলীকে নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষাদানে অনুরূপ সাধনা করবেন ও সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টিতে আত্ম-নিয়োগ করবেন দেশবাসী তাঁদের কাছে এই প্রত্যাশাই করে।

সরকারী কর্ম্মচারীরাও এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। সমগ্র প্রশাসনিক যন্ত্রের তাঁরাই প্রাণকেন্দ্র। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে তাঁদের

সম্পর্ক যেমন নিবিড়—যোগ তেমনি নিত্যনৈমিত্তিক। জনসাধারণের সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ, চাহিদা প্রভৃতির প্রতিকার বা পূরণ তাঁদের কাজের ধারার উপর বিশেষ নির্ভরশীল। সুতরাং সরকারী কর্মচারীদের বাঁচার সংগ্রাম ও দাবী আদায়ের আন্দোলনের সঙ্গে এই বিরাট জনমণ্ডলীর প্রতি তাঁদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের প্রশ্নও নিবিড়ভাবে জড়িত। সর্বস্তরে দুর্নীতিমুক্ত, ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠুক—সরকারী অফিসে আদালতে সাধারণ মানুষের হায়রানী, লাঞ্ছনা আর কার্য্যোদ্ধারের জন্য দক্ষিণা দানের প্রথা চিরকালের জন্য অবসান হোক—এই জনসাধারণের দাবী।

দেশের কোটী কোটী কৃষক, ক্ষেত মজুর ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—এদের কোনও সংগঠন নেই—কিন্তু দেশ বা সমাজ বা জনসাধারণ বলতে এদেরই বোঝায়। এদের মধ্যেই আছে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকারের দল যাদের বাঁচার দাবীর প্রতি কারো বিশেষ লক্ষ্য বা দৃষ্টি নেই, কিন্তু এরাও দেশের নাগরিক—এদের প্রতিও রাষ্ট্রের ও প্রশাসন ব্যবস্থার দায়িত্ব কোন অংশে কম নয়। সমগ্র দেশে মূল্যবৃদ্ধির ও মুদ্রা স্ফীতির অভিশাপ সমভাবে বর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির পটভূমিতে শ্রমিক-শিক্ষক সরকারী কর্মচারীর বেতন ও মহার্ঘভাতা প্রভৃতি বৃদ্ধির দাবী উচ্চার হচ্ছে এবং তা অনেকাংশে পূরণও হচ্ছে। আর ঐ দাবী পূরণের জন্য প্রশাসনিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি মেটাতে অতিরিক্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ করের বোঝা জনসাধারণের স্কন্ধে চাপছে—কিন্তু মূল্য বৃদ্ধির অভিশাপ থেকে রেহাই-এর কোন পথ তাদের নেই। সুতরাং গৌণী সেনকপী গণনারায়ণকে এই সাঁড়াশী আক্রমণে পর্যুদস্ত ও বিপর্যস্ত হতে হচ্ছে। সুতরাং জনগণের বৃহত্তর স্বার্থ সাধন ও কল্যাণ বিধানের দৃষ্টিতে শ্রেণী স্বার্থে দাবী আদায়ের সংগ্রামকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ঐকান্তিক সাধনার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে হবে—এই হোল জনগণের দাবী।

অ. ভ.

কেন্দ্রীয় রেল উপমন্ত্রীর পুরুলিয়া সফর

পুরুলিয়া ষ্টেশনে জনপ্রতিনিধিদের দীর্ঘ আলোচনা

রেলদপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীরোহনলাল চতুর্ব্বেদী গত ১২ই সেপ্টেম্বর সকালে পুরুলিয়া আসেন। তাঁহার সহিত লোক সভার সদস্যদ্বয় শ্রীসতীশ চন্দ্র সামন্ত ও শ্রী টি. কে. প্যাটেলও আসেন। আদ্রা ডিভিসনের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শ্রী এম, জি, ভর্ম্মা, ডি, সি, এস শ্রী টি, সি, সুবর্ণ; ডিভিস্যানাল ইঞ্জীনীয়ার; ও অন্যান্য উচ্চ পদস্থ রেলকর্ম্মচারী সঙ্গে আসেন ও আলোচনায় যোগ দেন।

জেলার জনসাধারণের পক্ষ থেকে লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ; শ্রীভজহরি মাহাত এম, পি; শ্রীপ্রবীর কুমার মল্লিক এম, এল, এ প্রমুখেরা আলোচনায় যোগদান করেন। পুরুলিয়া কোটশিলা ছোট লাইন ব্রডগেজী করণ; পুরুলিয়া-ছড়া রোডের রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংএ ওভার ব্রীজ বা আণ্ডার ব্রীজ প্রভৃতি বিবিধ দাবীর বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

রেল দপ্তরের উপমন্ত্রীর শেষ মুহূর্ত্তে সরকারী সফরসূচী পরিবর্ত্তিত হওয়ায় অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং গৌরীনাথধামে বিক্ষুব্ধ জনগণ পুরুলিয়া-কোটশিলা গামী ট্রেন, যাতে করে মন্ত্রীর সফর করার কথা ছিল—সেই ট্রেনটি আটক করে রাখে। অনুরূপভাবে চাষ রোড ষ্টেশনেও অপেক্ষমান জনমণ্ডলী দীর্ঘকাল রেল উপমন্ত্রীর জন্য প্রতীক্ষা করে হতাশ হন।

জয়পুর গ্রামে অপেক্ষমান জনতা রাস্তায় উপমন্ত্রীর মোটর থামিয়ে বড় লাইন করা সম্পর্কে স্মারকলিপি প্রদান করেন এবং এই সম্পর্কে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা করেন। জয়পুর থেকে শ্রীচতুর্ব্বেদী কোটশিলা রওনা হন।

জয়পুর আসার পূর্ব্বে শ্রীচতুর্ব্বেদী দলবল সহ বোকারোয় নির্ম্মীয়মান ইস্পাত কারখানা পরিদর্শনে যান। এই সূত্রে সরকারী সফর সূচির পরিবর্ত্তন ঘটে।

"ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ এবং অর্থনৈতিক উন্নতি"

(মদন কুণ্ডু)

আধুনিক শিল্পোদ্যোগকে একটী সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপনের জন্য শিল্প বহির্ভূত কয়েকটী ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন অপরিহার্য। সেই ক্ষেত্রগুলির অন্যতম হচ্ছে, কৃষি, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই পরিবর্ত্তন ঘটানোর প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের। উদাহরণ স্বরূপ 'মেইজী' আমলের জাপান এবং বলশেভিক রাশিয়ার ভূমিসংস্কার বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতাপূর্ব যুগে ভারতের জনসাধারণের স্বাধীনতা অর্জ্জন ও সংহত করার প্রচেষ্টা; স্বাধীনতা উত্তর যুগে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিপ্লবের কপটাচরণের দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সুষ্ঠু উন্নতির পরিবেশ অবহেলিত। অতিক্রান্ত দুই যুগের দেশবাসীর মাথাপিছু ১১৬৲ টাকা বিদেশী ঋণ এবং তৎকালীন সব পরিকল্পনা রূপায়ণের ভ্রান্ত প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে আজ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বিচার করার প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক উন্নতির ধারা কয়েকটী স্তরে বিভক্ত এবং উন্নতির প্রথম স্তর, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের সহিত জড়িত এবং পরিপূরক। ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে, বিদেশী শোষণের পরেও, উত্তরণের (টেক-অফ) পূর্বশর্তের জন্য যে সব উপাদান এবং রাজনৈতিক-সামাজিক কাঠামগুলি আমাদের দেশে উপস্থিত ছিল, দেশ বিদেশের বিভিন্ন অর্থনীতিবিদগণ সে কারণেই পরিকল্পনার প্রাথমিক অবস্থাতেই অর্থাৎ কিনা ৫২।৫৩ সালে, ভারতের আধুনিক শিল্পোদ্যোগের জন্য উত্তরণ (টেক-অফ) প্রচেষ্টার শুরু, অনুমান করেছিলেন। উত্তরণের পূর্ব শর্তগুলির অন্যতম হচ্ছে যে দেশের আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় সংগ্রহ করে উৎপাদনে নিয়োজিত করার ক্ষমতা থাকা চাই এবং এমন একটা কাঠামো থাকা চাই যাতে সঞ্চয়ের প্রান্তিক হারটাও বেশী হবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিদের এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব গ্রহণ এবং তার সাফল্যের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত প্রচেষ্টার দরকার। এই বিশেষ অধ্যায়েই কৃষির উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা, সঞ্চয় বৃদ্ধি অর্থনৈতিক ইতিহাসে সর্বজন স্বীকৃত, এবং সঞ্চয় বৃদ্ধির অন্যতম কারণরূপে গণ্য। এইরূপ সঞ্চয়ই ক্রমবর্দ্ধমান লগ্নীর ক্ষমতা যে গায়। উত্তরণ প্রাককালে যে লগ্নী জাতীয় আয়ের ৫% এরও কম হয়, উত্তরণ কালে সেই লগ্নী ৫% এর বেশী হয়। ফলস্বরূপ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, চাহিদা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি গুণাত্মক নিয়মে বেড়ে যায়। এবং উচ্চ জন সম্ভোগের যুগ পর্য্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু ১৯৬৬-৬৭তে আমাদের জাতীয় আয়ের হঠাৎ ৬·১% হ্রাস পায় এবং ইহার কারণগুলির বিশ্লেষণে আমাদের প্রাকৃতিক গলদগুলি বোঝা যায়। দুর্বল এবং ত্রুটীপূর্ণ অর্থনীতিই ইহার অন্যতম কারণ। এই পটভূমিকায়, কৃষির উৎপাদন ও উদ্বৃত্তে সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং দেশের সঞ্চয়ের প্রধান অংশ যা ব্যাঙ্কে আমানতরূপে পাওয়া যায়, তার যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার—ইত্যাদির পর্য্যালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে অতীতে আমাদের দেশের ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যকলাপ এবং রাষ্ট্রায়করণের প্রয়োজনীয়তা বিচার করা দরকার।

১। ভারতে শতকরা ৮০ জন কৃষির উপর নির্ভরশীল। বিগত কয়েক বৎসরের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে ব্যাঙ্কগুলির লগ্নীকৃত মোট টাকার মাত্র শতকরা ২ থেকে ৩ ভাগ কৃষিতে দেওয়া হয়েছে। এইরূপে কৃষি চরম উপেক্ষিত হওয়ায় আজও খাদ্যের জন্য আমরা বিদেশের মুখাপেক্ষী। এই অবহেলার জন্য কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি, ভোগের উদ্বৃত্তের সঞ্চয়, আভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টির ভীষণ ক্ষতি হয়েছে।

২। জাপানে শিল্প উন্নতির জন্য ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কগুলি যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো, আমাদের দেশের ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যাবলী অনুধাবন করলে সেখানে নিরাশ হতে হয়। দীর্ঘমেয়াদী কোন নূতন শিল্পে ব্যাঙ্কের দাদন প্রায় নাই।

৩। স্বল্প মেয়াদী ব্যবসা বাণিজ্য এবং স্বল্পকালীন বেশী লাভের জন্য ব্যাঙ্কগুলির ক্রমবর্দ্ধমান দাদন ফাটকা বাজীর প্রশ্রয় দিয়েছে।

৪। ব্যাঙ্কগুলির কর্ত্তৃত্ব একটি বিশেষ শ্রেণীর কুক্ষিগত হওয়ার জন্য, আমানতের বৃহৎ অংশ, প্রায় ৬০% দাদনরূপে সেই সব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শিল্পে এবং ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োগ করা হয়েছে।

৫। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির জন্য যে বৃহৎ বিদেশী মূলধন ভারত পেয়েছে এবং যা কার্য্যত: ব্যয় হয়েছে, তার অনেকাংশই, আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের অদূরদর্শীতার জন্য, আজ মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তিকে অস্বাভাবিক ধনীতে পরিণত করেছে। এই কালো টাকার পাহাড় দেশের কোন কাজে লাগে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কিছু সংখ্যক শিল্পপতি সরকারের উপর অসৎ উপায়ে অন্যায় চাপ সৃষ্টির দ্বারা নূতন শিল্পোদ্যোগের লাইসেন্স গ্রহণ করেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সেই সব শিল্প স্থাপন থেকে বিরত থাকেন এবং সৎ ও নূতন উদ্যোক্তাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দ্বারা শিল্পক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করেন।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণে দেশের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করার এবং আলোচিত মারাত্মক ত্রুটিগুলির সংশোধনের পক্ষে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। প্ল্যান অনুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য দেশের অর্থনীতিকে একটি বিশেষ খাতে প্রবাহিত করার এবং দেশের সঞ্চয় ও মূলধনে স্থায়ী এবং নূতন কল্যাণকর শিল্পে নিয়োগ করার জন্য সময় ও সুযোগ উপস্থিত।

কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন বলিষ্ঠ নীতির অভাবে জাতীয় করণের উদ্দেশ্যেও বিঘ্ন ঘটতে পারে। লাইফ ইন্সিওরেন্স প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় করণের পরও L. I. C.এর মূলধনের শতকরা ২৫% ভাগ মাত্র কয়েকটি পরিবারের শিল্প বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়েছে। জাতীয়করণের আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে আমাদের ত্রুটী লক্ষণীয়। অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আজ রাষ্ট্র এবং জনসাধারণকে বেশী সচেতন হওয়ার প্রয়োজন, যাতে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ক্ষেত্রে এবং তার উদ্দেশ্যকে সার্থক করার জন্য অতীতের কোন ত্রুটী বা বিচ্যুতি ঘটতে না পারে।

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের জাতীয়তাবোধ, এবং প্রচণ্ড মনোবল, নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং কঠোর সংগ্রামের দরকার হয়; আজ আমাদের দেশবাসীকে আরও বেশী তীব্র অর্থনৈতিক সংগ্রামে জয়লাভের জন্য সৈনিকের মতই কর্ত্তব্যপরায়ণ ও উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

—·—

জীবনবীমা সংস্থার বহির্বিভাগীয় কর্ম্মীদের বিক্ষোভ

আসনসোল ডিভিসন এল, আই, সি ফিল্ড ওয়ার্কাস এ্যাসোসিয়েশনের আহ্বানে গত ১লা সেপ্টেম্বর পুরুলিয়া শাখার বহির্বিভাগীয় কর্মচারীরা কর্ত্তৃপক্ষের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

পরে বৈকাল ৫টায় তাঁহারা অফিস প্রাঙ্গণে অফিস কর্ম্মচারী, এজেন্ট ও জনসাধারণের সহিত সমবেত হইয়া এল, আই, সি কর্ত্তৃপক্ষের নিম্নলিখিত নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন—

১। বহির্বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের ছাঁটাই ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার জন্য।

২। মোরারকা কমিশন ও এড্‌মিনিষ্ট্রেটিভ রিফর্ম্ম কমিশন বাতিল জন্য।

৩। ওয়ার্ক নর্ম্ম প্রত্যাহার জন্য—

৪। কমরেড সাধনা, বি, সি, মুখার্জী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে চার্জ্জসীট প্রত্যাহার জন্য।

৫। এজেন্ট ও পলিসি হোল্ডারদের ব্র্যাঞ্চ অফিসে সর্ব্বসুযোগ সুবিধার জন্য।

—·—

জীবিকা ও বাঁচবার পথ আজ কী?

(অরুণচন্দ্র ঘোষ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিশদভাবে সমবায়ের মহান উপযোগিতার কথা আলোচনা করলাম। জীবিকা ও বাঁচবার উপায় হিসাবে পুঁজির জন্য যে টাকা দরকার—তা পাবার বহুবিধ পথের সন্ধান দিয়ে—তার সঙ্গে কেন এই সমবায়ের অবতারণা করেছি – তার গভীর তাৎপর্য্যের কথা এখানে বলি।

যার একলা করার শক্তি নেই—তার শক্তির উপায়

ক) কৃষি, শিল্প, পশুপালন প্রভৃতির মত উদ্যোগপূর্ণ কাজকে নূতন ধারায় গড়ে তোলবার মত সহজ পরিবেশ যখন আমাদের জীবনে নেই—এবং এক একটি কাজে বহু দিক যখন গড়ে তোলবার রয়েছে—যা এককভাবে সামলাবার শক্তি আমাদের অনেকেরই নেই—তখন সেই সব কাজ আজ সফল করতে হলে অনেকে মিলেই তা করতে হবে। নতুবা এ পথগুলি গড়ে উঠবে না। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে অনেকেরই ব্যাপার এই যে, কিছু করার জন্য একলা ঋণ নিয়ে তিনি একলা কিছু ক'রে উঠতে পারেন না—নিজেও ঋণে জড়িয়ে যান, অপর দিকে জাতিরও ক্ষতি হয়। সেজন্য কয়েকজন ক'রে মিলে মিশে এক একটি জিনিষ গড়ে তোলার কাজে আজ অগ্রসর হতে হবে।

সমবেত কাজ বিশ্বাস অর্জ্জনের পথ—

খ) তাছাড়া, আজ ঋণ ভালভাবে পাবার জন্য সমবায় ধারা বা সমবেত প্রচেষ্টার ধারা একটা বড় আশ্রয়। সমবেতভাবে কিছু লোকের উদ্যোগ, সংকল্প ও অগ্রগতি দেখলে সরকার, ব্যাঙ্ক বা পুঁজি সম্পন্ন মানুষে। ঋণ দিতে বেশী ভরসা পাবেন।

গ) সমবেতভাবে কাজ খানিকটা সফলভাবে গ'ড়ে তুললেই—এবং তা আরো বহু মানুষকে উত্তরোত্তর জড়িয়ে কাজটিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গ'ড়ে তোলার রূপ দেখলেই—চারিদিক থেকে অজস্র পুঁজি এসে জুটবে—এ নিঃসন্দেহ।

আজ দিকে দিকে দলবদ্ধভাবে কাজের উদ্যোগ হোক

এই সব কারণে আজ আমাদের প্রচেষ্টাগুলি সমবায় ধারায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সব সময় যে সরকারী সমবায় ধ'রায় করতে হবে—তার কথা নেই। সরকারী বা বেসরকারীভাবে এক একটি দল ক'রে—ছেলেমেয়েদের দলকে আজ দেশের বিবিধ উৎপাদনের গুরুভার গ্রহণ করতে হবে। সেজন্য আজ সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় ছেলেমেয়েরা এক একটা ছোট ছোট দল বা ইউনিট গড়ে তুলুক—যারা সংকল্প নেবে—"আমরা এক যোগে কাজ গ'ড়ে তুলবো—ঋণ প্রভৃতি, সরকারী সহায়তা প্রভৃতি একযোগে সংগ্রহের চেষ্টা করব—নিজেদের কষ্ট সঞ্চিত সাধ্যমত পুঁজি এক ক'রে আমরা একটা সফল কর্ম্মক্ষেত্র গড়ে তুলবো। এবং আমরা পরস্পরকে সহায়তা দিয়ে পরস্পরকেও গ'ড়ে তুলবো।" সেজন্য নিজেদের জানা শোনা বিশ্বাসভাজনদের নিয়ে এক একটি দল গড়ে উঠুক এবং উপযোগিতা ও মানবতার দৃষ্টিতে ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সেই বিশ্বাস নিত্য দৃঢ়তর হ'তে থাক। তবেই সমবায় শক্তিশালী হবে আর তার মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েরা নিজেরা লাভবান, সৌভাগ্যবান এবং শক্তিশালী হবে।

আমাদের হাতে সমবায় ব্যর্থ হবে কেন—আমরা সবাই অপদার্থ নই

আজ ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমবায় গড়ে তুলতে, সমবেতভাবে উৎপাদনের আয়োজনের ব্যবস্থা ক'রে দিতে দিকে দিকে পাড়ায় পাড়ায় অগ্রণী মানুষদের এগিয়ে আসতে হবে। তাঁদের পথ দেখাতে হবে; ভরসা দিতে হবে। বহু সমবায় প্রচেষ্টা এতদিন ব্যর্থ হয়েছে ব'লে আজ হতাশ হবার কিছু নেই। ব্যর্থতার কারণ এই যে, হয়, অসাধু অযোগ্য মানুষেরা সমবেত হয়েছিল—

সমবায়কে শোষণ ক'রে আত্মসাতের জন্য অথবা কাজের জন্য যে সব যোগ্যতা প্রয়োজন তা' অর্জন করার কোন চেষ্টা ছিল না ব'লে। তাই সে সব সমবায় ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তাই ব'লে আমরা সবাই অযোগ্য নই, অসাধু বা অপদার্থ নই। আজ আমরা আমাদের আত্মপ্রত্যয় দিয়ে, মানুষের অধ্যবসায় দিয়ে, প্রাণশক্তি দিয়ে নিশ্চয়ই এই সব প্রচেষ্টা গ'ড়ে তুলব। এই দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আমরা রাখি। যোগ্য মানুষেরা নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসুন। সদিচ্ছাসম্পন্ন সৎ ছেলেমেয়েদের এক যোগে কাজ করবার মনোভাবে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলুন। তারা মরণোন্মুখ দেশের জন্য, জাতির জন্য, নিজেদের বাঁচবার জন্য উৎপাদনের মহান দায়িত্বে অগ্রসর হবার অজেয় সংকল্প গ্রহণ করুক। এই পথই আজ তাদের ও জাতীর সমৃদ্ধির পথ সেটা নিশ্চিত-ভাবে জেনে রাখুক।

অবিস্মরণীয় সেই ইতিহাস কেন স্মরণ করছি

এর আগে আমি সমবায়ের প্রথম অভিযান-কালের স্মরণীয় ইতিহাস প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের মহান সমবায়-ভগীরথদের উল্লেখ করেছি—এখানে তার ছোট্ট কিন্তু ইতিহাসের অবিস্মরণীয় কাহিনীটি উপহার দিচ্ছি। উপহার দিচ্ছি এই দেখাবার জন্য যে, আজ আমাদের সামনে সমবায় ধারায় কাজ করার জন্য কত রকম ঋণ রয়েছে;—সাধারণ মানুষকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে কত সরকারী বেসরকারী আয়োজন হয়েছে। কিন্তু যেখানে দারিদ্র্যের চরম অবস্থা এবং সামান্য পুঁজির কল্পনা করাও যেখানে দুঃসাহসের কথা—সেখানে কয়েকজন নিরক্ষর ভাই বোন কী পরম অধ্যবসায় ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পুঁজি সৃষ্টির ইতিহাস গড়েছিল—তারই কথা এখানে বলতে চাই। এতে আমরা অন্তরে অসীম বল পাবো। ভাববো যে, আজকের দিনেও আমাদের কয়েকজন মিলে যদি পুঁজি সৃষ্টির যোগ্যতা না রাখতে পারি—তবে আমাদের বৃথাই জন্ম।

অত্যন্ত দুঃখী মানুষদের একটি আসরের কথা

সে আজ ১২৬ বছর আগের কথা। ১৮৪৩ সাল। স্থান—ইংলণ্ডের রচডেল। সেখানে একদিন সারাদিনব্যাপী প্রাণান্তকর পরিশ্রমের পর একটি শান্ত সন্ধ্যায় ২৮ জন খুবই গরীব শ্রমজীবি নিরক্ষর মানুষ এক জায়গায় বসে নিজেদের দুঃখের কথা আলোচনা করছিলেন। তাঁদের দুঃখ এই যে, তারা তাঁতের কলে কাজ ক'রে সপ্তাহে মাত্র পাঁচ ছয় আনা পান—কেউ কেউ বড় জোর দশ এগার আনা মাত্র রোজগার করেন। অত্যন্ত দুঃখে তাঁদের জীবন কাটে। তার ওপর বাজারের জিনিষপত্রের দাম খুবই চড়া। জীবন চলা দুষ্কর।

দুঃখের গল্প থেকে এক মহান সংকল্পের অভ্যুদয়

নিজেদের মধ্যে এই সব দুঃখের গল্প করতে করতে তাঁদের একজন বললেন—থোক জিনিষ যারা কেনে তারা সস্তায় পায়। কিন্তু গরীব মানুষ যার এক দিনের জিনিষ কেনাই ভার—সে থোক কিনবে কি করে? তাঁরা পুঁজিহীন মানুষ ব'লে সকলেই নিজেকে এ বিষয়ে অত্যন্ত অসহায় মনে করলেন। একজন বলে উঠলেন—যদি আমরা সবাই মিলে মিশে থোকের টাকা জমা করতে পারি—তবে তো আমরা সকলেই ঐ থোক কেনার লাভটা পেতে পারি। সকলের মুখে একটা আশার ঝলক খেলে গেল। এই তো এক পথ রয়েছে। এই চিন্তা থেকে ঐ নিরক্ষর পুঁজিহীন নিতান্ত দরিদ্র মানুষ-গুলির ভেতরে এক সংকল্পের দানা বাঁধল। সেই সংকল্প সংগঠনের পথে অগ্রসর হল। স্থির হল সবাই এক পাউণ্ড করে (অর্থাৎ ১৫৲ টাকা করে) জমা করবেন। তারপর তা' মিলিয়ে সমবেত কাজের পত্তন হবে।

কিন্তু এত দারিদ্র্যের মধ্যে সঞ্চয়ের পথ কোথায়?

কিন্তু যাদের রোজগার সপ্তাহে মাত্র পাঁচ ছয় আনা—যাদের ঐ পয়সায় প্রায় অর্দ্ধাহারে থাকতে হয়—তার এক একজন কি ক'রে এত টাকা সঞ্চয় করবে? স্থির হল—তা করতেই হবে। সকলে সংকল্পে অটল। পেটের অন্ন থেকে কেটেও, তিল তিল ক'রে যতদিনে হয়—এই এক পাউণ্ড ক'রে টাকা তাঁরা জমা করবেনই। সুরু হল তাদের নূতন কর্ম্মের অভিযান। এই ২৮ জনের প্রত্যেকের কাছ থেকে তিল তিল ক'রে রোজ সংগ্রহের কাজ চলতে লাগল। এই নিরক্ষর দরিদ্র দুঃখী মানুষ দের অটল সংকল্প ও সঞ্চয় সাধনার মধ্য দিয়ে পৃথিবী এক নূতন অভিনব কর্ম্মধারার পথে অগ্রসর হ'তে চলল। ইতিহাসের এই দিনগুলি ঈশ্বরের এক অনন্ত আশীর্ব্বাদ পুণ্যক্ষণ।

এক নূতন সমস্যা—ধার যদি হ'তে থাকে

যখন ওদের মধ্যে এই সঞ্চয়ের সাধনা চলছিল—তখন ঐ ২৮ জন তন্তুবায় কতকগুলি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হলেন। ঐ ২৮ পাউণ্ড পুঁজি জমা করার পর ঐ টাকায় যখন জিনিষপত্র কিনে বিপনী ভাণ্ডার তৈরী হবে—তখন নিজেরা ধার নিতে সুরু করলে এই সম্মিলিত শক্তির আধার তো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। তাই তো কি হবে—সকলে আশঙ্কিত হলেন। কিন্তু, না, কিছুতেই আমরা কেউই ধারে জিনিষ কিনবো না, তা সে যতই কষ্ট হোক। তাঁরা আর এক এই নূতন সুদৃঢ় সংকল্প নিলেন।

আর এক সমস্যা—ব্যবসায়ীরা যদি দাম কমায়

তারপর আর এক কঠিন সমস্যা এসে তাঁদের সামনে দেখা দিল, তাঁরা ম্রিয়মান হ'য়ে পড়লেন। সমস্যা এই যে, বেশী পুঁজির দোকানদারেরা যখন দেখবে—তাদের সঙ্গে দরিদ্র মানুষদের সমবায়ী এক দোকান প্রতিযোগিতায় নেমেছে—তখন তাকে বিনষ্ট করার জন্য তারা জিনিষপত্রের দাম কমিয়ে দেবে—তখন কি নিজেরাই সেই দোকান থেকে জিনিষ কেনার লোভ সামলাতে পারবেন? এই ভাবে তো তাঁদের দোকান ভেঙ্গেই পড়বে। কিন্তু না, তা' হ'তে দেওয়া হবে না। বাজারে যত সস্তার জিনিষই পাওয়া যাক—আমরা আমাদের দোকান থেকেই প্রত্যেকে জিনিষ কিনবো। এর মধ্য দিয়েই আমাদের বাঁচার পথ রয়েছে। এই তো সত্যাকার সমবায়। আর মনে ভয় রইল না। তাঁরা নিশ্চিত বিশ্বাসে কাজ এগিয়ে নিয়ে চললেন।

আরো যে ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হ'ল

আরো স্থির হল—ঐ দোকানে শুধু নিজেরাই কিনবেন না—বাইরের লোককে জিনিষ বিক্রি করা হবে। জিনিষ-পত্রের দাম বাজার দরের সমান থাকবে। জিনিস কেনার সঙ্গে সঙ্গে থোক কেনার লাভটা হবে না সত্য,—কিন্তু বছর শেষে লভ্যাংশটা তাঁরা ভাগ করে নেবেন। বাইরের লোকের কাছে বিক্রির মধ্য দিয়েও তাঁদের লাভ হবে। এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ সুবিধে এই হবে যে, থোক কেনার দামে নিজেরা জিনিষ কিনলে যেটা কিছু কিছু লভ্যাংশ পাওয়া যেতো; কিন্তু ঐভাবে লাভ পেয়ে খুব বেশী সুবিধে হত না। যে ক্ষেত্রে বছর শেষে লভ্যাংশ নিলে এক সঙ্গে বেশী টাকা পেলে, সেই টাকায় সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিষও এক সঙ্গে কিনতে পারা যাবে, আর তার থেকে আবার সকলে একটা ক'রে মোটা অংশও পুঁজিতে লাগাতে পারবেন।

হঠাৎ দোকানের দরজা খুলল—ইতিহাস চলতে সুরু করল

নিজেদের সমিতির নাম দেওয়া হল—রচডেল ইকুইটেবল পাইওনিয়ার্স সোসাইটি। অবশেষে ঠিক হোল—১৮৪৪ সালের ২১শে ডিসেম্বরে এই সমবায়ী সংস্থার নূতন দোকান খোলা হবে—এক ভাড়া করা দোকানে। কথাটা সব জানাজানি হ'য়ে গেল। দেখা গেল ঐ ২১শে ডিসেম্বর দোকানের সামনে বহু লোক জমা হ'য়ে নানা ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে। বলছে—দু'দিনেই এদের দোকান উঠে যাবে—ধারে ডুবে যাবে। বহু শরিকে গাজন নষ্ট হবে—এরা ঝগড়া ক'রে শেষ হয়ে যাবে—এত টাকা সব জলে যাবে ইত্যাদি। এই সব শুনে সমবায়ের সেই ভগীরথেরা সংকোচে ম্রিয়মান হলেন। ভয়ও পেয়ে গেলেন—অত লোকের সমালোচনায়। ওঁরা দোকান সত্যিই খুলবেন, কি, খুলবেন না—খুবই দ্বিধায় পড়ে গেলেন। বন্ধ দোকানের সামনে লোকের ভীড়ও বাড়তে লাগল—হাসি তামাসাও বাড়তে লাগল। এমন সময় ঐ ২৮ জনের মধ্যে একজন হঠাৎ এগিয়ে এসে দোকানের দরজা জানলা খুলে দোকান চালানর কাজ সুরু করে দিলেন। ঐ অপূর্ব্ব মুহূর্ত্তটির থেকে সুরু হ'য়ে গেল ইতিহাসের এক জয়যাত্রা।

এর পরের অপূর্ব্ব ইতিহাসের কাহিনী থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, ঐ শুভ মুহূর্ত্তটিতে যদি তাঁদের ঐ সাহস না হত—ওঁরা পিছিয়ে পড়তেন তবে তাঁদের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের যে অভিনব পরীক্ষা ও সাফল্য ঘটল—তার সংকল্পটুকুও চিরদিন অন্ধকারের গর্ভে বিলীন হ'য়ে থাকত। কিন্তু ঈশ্বরের বিধান ছিল অন্য।

তার পরের বছর প্রভুর জন্মদিনে নূতন কাপড়

তার ঠিক এক বছর পরের ইতিহাসের কথা বলছি। সেদিন প্রভু যিশুখৃষ্টের জন্মদিনের উৎসবে গীর্জ্জায় গীর্জ্জায়

ঘণ্টা বাজছিল। ঐ ২৮ জন তাঁতির পরিবারেরা গীর্জ্জায় চলেছেন—নূতন কাপড় চোপড় পরে। রচডেলের লোকেরা দেখে অবাক। কারণ রচডেলের অধিকাংশ লোকেরা এত দরিদ্র যে, তারা নূতন কাপড় জামা কোনো দিন কিনতেই পারত না—আধ-পুরাণো কাপড় জামা কিনেই তাদের পরতে হয়। এক বছরের মধ্যে ওদের এই উন্নতি দেখে তারা হতবাক। মানুষ বুঝল যে, এত দরিদ্র মানুষদেরও বাঁচবার পথ কি রয়েছে—এবং কি ভাবে, কেন তারা শোষিত হচ্ছে।

কথাটা রাষ্ট্র হোল—সঙ্গে সঙ্গে আরো বড় ইতিহাসের চলা সুরু হল

কথাটা রাষ্ট্র হ'য়ে গেল—শুধু ঐ রচডেলে বা তার আশে পাশে নয়। ঐ একটি অখ্যাত জায়গার নিরক্ষর ক'টি মানুষের সাধনার কথা সারা ইংলণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল বন্যার জলের মত। সুরু হল দিকে দিকে ওদের ধারায় সমবায় স্থাপন। এক নূতন অর্থনৈতিক সাধনার পথে ইংলণ্ডের যাত্রা সুরু হ'ল। রচডেলের ঐ সমবায়টি এক দিন ২।৩ জন কিছু লেখাপড়া জানা লোক ছাড়া সব নিরক্ষর মানুষের সংগঠন দিয়ে কিভাবে সুরু হয়েছিল—তার কাহিনী আমরা শুনলাম। আজ তার বিরাট ইতিহাস এই যে, তার অধীনে আজ কয়েক শ' কারখানা এবং তার কর্ম্মচারীর সংখ্যা আজ ৬।৭ হাজার। আমাদেরও মধ্যে আজ যারা অন্নহীন, কর্ম্মহীন, পুঁজিহীন; আশাহীন তাদেরও আজ আশার পথ রয়েছে। সে পথের হদিস আমাদের সামনে। সে পথ হচ্ছে—এই সব মানুষদের জন কয়েকের সমবেত সংকল্প ও কর্ম্মোদ্যোগ। মানুষের জীবন আমরা পেয়েছি—আমাদের ভেতরে প্রাণশক্তি আত্মবল ও বুদ্ধির আশীর্ব্বাদ আছে। তা' আশ্রয় ক'রে আমরা বাঁচবো—এই আমাদের সংকল্প।

(ক্রমশঃ)

——•——

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

খরাপীড়িত পাতকুম পরগণার মর্ম্মান্তিক দুর্দ্দশা

ইচাগড় থানার উদাটাঁড় গ্রাম থেকে শ্রীরাজেন মাহাত জানাচ্ছেন—

ইচাগড়, চাণ্ডিল ও নিমডি ব্লকে প্রচণ্ড খরা ও অনাবৃষ্টির ফলে সমগ্র অঞ্চলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে ও চারিদিকে হাহাকার উঠেছে। লোকেরা থালা বাসন, গরু ভেড়া মুরগী প্রভৃতি বিক্রী করে এখন সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছে। কিন্তু গ্রামশুদ্ধ লোকের সবাই এর সমান দুরবস্থা - সুতরাং কে কাকে ভিক্ষা দেবে। নিরুপায় হয়ে বহু লোক কাজের সন্ধানে ঝরিয়া, বর্দ্ধমান, দুর্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে চলে গেছে। কিন্তু গ্রামে যারা আছে তাদের দুঃখ কষ্টের সীমা নেই। পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই এমন কি পুকুরে বা কুয়ায় স্নান করার মত জলও নেই। অনাহারে অর্দ্ধাহারে লোকেরা চলৎশক্তি রহিত হয়ে পড়ছে—ছেলে মেয়েরা স্কুলে যেতে পারছে না। জ্যৈষ্ঠ মাসে চাষীরা জোনার, কোদো, কুদলী প্রভৃতি যে সব শস্যের চাষ করেছিল—সমস্ত রৌদ্রে জলে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। সামান্য যে সব ক্ষেতে চাষ হয়েছিল—সে সব ক্ষেতের ধানের চারা সব শুকিয়ে মরে গেছে। বাঁধ, পুকুর, কুয়াতে জল নেই আর নদীনালা দিয়েও সামান্য জল বইছে।

আমরা বিহার সরকারের কাছে বহু আবেদন নিবেদন করেছি—কিন্তু কোনও ফল হয় নি। কোনও প্রকার রিলীফ কার্য্যের ব্যবস্থা নেই—খয়রাতী সাহায্য দানেরও কোনও কথাই নেই। সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষি ঋণ-দানের যে ব্যবস্থা আছে তাও বন্ধ। এ সম্পর্কে সমবায় বিভাগের অফিসারদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাঁরা পরিষ্কার জবাব দেন—"চাষ কে লিয়ে রূপয়া দিয়া যাতা হায়। লেকিন জমিন মে পানি নেহী হায়। চাষ কেইসে হোগা? থানেকো লিয়ে রূপয়া নেহি দিয়া যায়গা।"—সুতরাং আমাদের অনাহার মৃত্যুই ভবিতব্য। ক্ষুধার জ্বালায় লোকে ঘাসের বীজ কুড়িয়ে এনে—তাই কুটে ও সিদ্ধ করে খাচ্ছে; কিন্তু এইভাবে আর কত দিন চলবে?

——•——

পুরুলিয়া জেলা খুচরা বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির সম্মেলন

গত ১৫-৮-৬৯ তারিখে পুরুলিয়া জেলা খুচরা বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির সম্মেলন সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়; পুরুলিয়া জেলার প্রায় ছয়শত খুচরা বস্ত্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে অর্দ্ধেকের অধিক সদস্য উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও তাহার সমাধান বিষয়ে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে "থোক বস্ত্র ব্যবসায়ীগণের" বেআইনী অসম্মান সূচক আচরণ ও কার্য্যকলাপ প্রভৃতি প্রতিরোধ করার জন্য সকলেই ঐক্যবদ্ধ হন। এই সভায় আলাপ আলোচনার পর পাঁচটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। যথা লেন দেন সম্পর্কে কোন রকম বিরোধ সৃষ্টি হইলে যদি "থোক বস্ত্র ব্যবসায়ীগনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ভাবে" খুচরা বস্ত্র ব্যবসায়ীদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় ও মান্য করিতে বাধ্য করা হয় তাহা হইলে এই সম্মেলন তাহা অগ্রাহ্য করিবেন। অন্যান্য প্রস্তাবের মাধ্যমে প্রকাশ যে "কান থোক বস্ত্র ব্যবসায়ী" অতিরিক্ত মুনাফা লইয়া খুচরা বস্ত্র ব্যবসায়ীগনকে এক বিকট-অবস্থায় দাঁড় করিয়াছেন ও নানারকম লেন-দেন সম্পর্কে বিঘ্নও সৃষ্টি করাইয়াছেন—সেই সম্পর্কেও প্রস্তাব লওয়া হইয়াছে—যে খুচরা বস্ত্র ব্যবসায়ীগন এই অবস্থায় একটি থোক কো: অপারেটিভ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ৩২ জন সদস্য লইয়া একটী জেলা কমিটি গঠন করা হয় এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে কর্ম্মকর্ত্তা (Office Bearer) নিযুক্ত করা হয় যথা:—

১। শ্রীপ্রবীর কুমার বন্দোপাধ্যায়=সভাপতি
২। শ্রীঅশোক কুমার পাল=সহ সভাপতি
৩। শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ কাটারুকা=সম্পাদক
৪। শ্রীবিশ্বনাথ বুটোলিয়া=সহ সম্পাদক

——•——

গান্ধী রচনা সম্ভার

৬ খণ্ডে প্রকাশিত হইবে

প্রতি খণ্ডের মূল্য—৫৲ টাকা

৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে অগ্রিম ১০৲ টাকা দিয়া নাম রেজিষ্ট্রী করিলে ২৪৲ টাকায় পূর্ণ সেট পাওয়া যাইবে।

গান্ধী শতবার্ষিকী কমিটি, পুরুলিয়া।

বিজ্ঞপ্তি

(১) ভারত সরকার কর্ত্তৃক শূকর পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে উন্নত প্রণালীতে শূকর পালনের জন্য তিন মাস ব্যাপী ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা হরিণঘাটা ফার্ম্মে (জেলা নদীয়া) করা হইয়াছে। প্রার্থীদের শিক্ষার যোগ্যতা অষ্টম মান পর্য্যন্ত প্রয়োজন।

(২) এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশুপালন বিভাগ কর্ত্তৃক নদীয়া জেলার হরিণঘাটা ফার্ম হইতে উন্নত জাতের ষাঁড় বাছুর প্রজননের জন্য এবং চাষের জন্য মাত্র ৬০ (ষাট) টাকা মূল্যে বিতরণ করা হইতেছে। এই সব ষাঁড় হইতে বলদও চাষের পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত। প্রকাশ থাকে যে সেখান হইতে পুরুলিয়া পর্য্যন্ত আনার জন্য খরচ ক্রেতাগণকে বহন করিতে হইবে।

(৩) এতদ্বারা আরও ঘোষণা করা যাইতেছে যে মুরগী-পালক বা মুরগী পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে ষ্টেট ব্যাঙ্ক ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সরকারী ব্যাঙ্কগুলি হইতে ঋণ দেওয়া হইতেছে।

এতৎ বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য জিলা পশুপালন আধিকারীক, পুরুলিয়া মহাশয়ের সহিত যোগাযোগ করুন।

——•——

জমি বিক্রয়

হুড়ার মধ্যস্থলে, মেন রোডে, বাস উপযোগী দুর্গা মন্দিরের সন্নিকটে, (কূপ) ইন্দারা সহ ২৩ ডিঃ জমি এবং চাষের উপযোগী প্রায় ৫ একর জমি বিক্রয় আছে। অনুসন্ধান করুন—

শ্রীমহানন্দ দে
পোঃ হুড়া (পুরুলিয়া)

জমি বিক্রয়

পোকাবাঁধপাড়া তেওয়ারী কুটীরের সংলগ্ন ১৩ ডিঃ বাস্তু বিক্রয় হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

ভাস্কর তেওয়ারী
পোঃ বাঁগুড়দা, সিংভূম।

বিশ্ব অভিনন্দিত গান্ধীজীর মহান শতবার্ষিকী সমাগত

Regd No. C—4290
Phone No.—175 মুক্তি C. R. No.—[illegible]/57

"এম, আর" উদ্ভাবিত

বাসনপত্রের জন্য বিস্ময়কর ধাতু

"সিংহল"

সিংহল—মানেই এলুমিনিয়াম নির্ম্মিত পণ্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ;

সিংহল—রন্ধন দ্রব্য ও বাসনপত্র রূপে আদর্শ—

সিংহল—বাসনপত্র দীর্ঘস্থায়ী অথচ ওজনে হাল্কা—রূপার ন্যায় নয়নাভিরাম ; কিন্তু স্টেনলেশ স্টীল অপেক্ষা দামে সিকী মূল্য।

সিংহল—আধুনিকা গৃহকর্ত্রীর একমাত্র প্রার্থিত বস্তু। সাংসারিক হিসাব-নিকাশ কুশলা ও রন্ধন পটিয়সী গৃহকর্ত্রী মাত্রেই সর্ব্বদা **"সিংহল"** বাসনপত্র ব্যবহার করেন।

এলুমিনিয়াম অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং সর্ব্বদিকে সমান ভাবে উত্তাপ ছড়ায়। এই হেতু ইহা জালানীর খরচ কমায়। ইহা একাধারে রন্ধন গৃহের শোভা বাড়ায়, সহজে ব্যবহার করা যায় এবং অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।

প্রস্তুত কারক :—**মেসার্স মীর্জামল রামেশ্বরলাল**
তেলকলপাড়া, পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

বাড়ী বিক্রয়

পুরুলিয়ার নীলকুঠিডাঙ্গায়—৬ কাঠা জমির উপর প্রায় ১৬ ফুট × ১১ ফুট ও ১৬ × ১৭ ফুট Size এর দুই কামরা যুক্ত ও Boundary wall সহ - বাড়ী বিক্রয় আছে। পাকা ছাদ আছে, কূয়া নাই। জলের কল বাইরের রাস্তার উপর আছে তাহা হইতে water pipe connection লইতে হইবে। রান্নাঘর ও store-এতে খোলা চাল আছে। স্নানাগার ও একটী পায়খানা আছে। ২টি বড় ঘরে, রান্নাঘরে, store-এ এবং পায়খানায় electric আছে। যোগাযোগ করুন।

শ্রীরাধা কিশোর সরকার (বাঁকুবাবু)
সুরতনাথ ঘোষ লেন
নীলকুঠিডাঙ্গা, পুরুলিয়া।
কিম্বা নীচের ঠিকানায় পত্রালাপ করুন—
শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র সেন গুপ্ত
নাজিরবাগান, পোঃ হালতু (Cal-31)

"মনোহরণ চপলচরণ
সোণার হরিণ চাই।"
কিন্তু কোথায় গেলে পাই ?
মনোহারী উপহার সামগ্রীতে
আপনার মন হরণ করবে

গৌরী শঙ্কর ষ্টোর্স

বিন্দুভবন
চকবাজার, পুরুলিয়া।

"নাগ"

লাইট হাউস

প্রোঃ—শ্রীবাদলচন্দ্র নাগ এণ্ড সন্স
মধ্যবাজার, পুরুলিয়া (পঃ বঃ)

স্টোভ, লাইট, গ্যাসবাতি মেরামত করা হয় ও ভাড়ায় পাওয়া যায়। সামিয়ানা, সতরঞ্চি, আসন, ভোজকার্য্যের তৈজসপত্র, উৎসবাদির জন্য ব্যাণ্ডপার্টি প্রভৃতি ভাড়ায় পাওয়া যায়। কার্ব্বাইড বিক্রয় হয়।

আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই।

ভারতী হোটেল
ও
রেষ্টুরেণ্ট

(অশোক ষ্টুডিওর সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।

স্বল্প খরচে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত আহারের ব্যবস্থা আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৫০শ বর্ষ
৩৬শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৫ই আশ্বিন, ১৩৭৬—২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

বিশ্ববন্দ্য গান্ধীজীর শতবার্ষিকী সমাগত

২০ সপ্তাহব্যাপী বার্ষিকী পালনের আয়োজন

২রা অক্টোবর, ১৫ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার হইতে আরম্ভ

২২শে ফেব্রুয়ারী, ১০ই ফাল্গুন, রবিবার, মহীয়সী কস্তুরবার তিরোধান দিবসে সমাপ্তি

আগামী ২রা অক্টোবর, ১৫ই আশ্বিন আমাদের বিশ্ববরেণ্য মহাত্মা শ্রীমোহন দাস করমচাঁদ গান্ধীজীর পুণ্য জন্ম দিবস থেকে একশত বর্ষ পূর্ণ হবে। জগদ্বরেণ্য যুগমানব গান্ধীজীর অবিস্মরণীয় কর্ম্মসাধনা ও চারিত্র্য-মহিমাকে বিশ্বজীবনে তুলে ধরার জন্য আজ সারা বিশ্বে তাঁর শতবার্ষিকী পালনের মহান আয়োজন সুরু হয়েছে। বিশ্বের অগণিত মানুষের সঙ্গে সারা ভারতের মানুষ আজ সারা দেশ জুড়ে বহুভাবে, বহু কর্ম্মতালিকায় ২০ সপ্তাহ ধ'রে এই মহান জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান করার জন্য আয়োজনে রত।। এই উদ্দেশ্যে বহু সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা স্থাপিত হয়েছে—সর্ব্বভারতীয় স্তর, রাজ্য স্তর, জেলা স্তর, ব্লক স্তর প্রভৃতি স্তরের সংস্থা বিবিধ কর্ম্মোদ্যোগ নিয়ে কাজ সুরু করেছেন। দেশের অগণিত প্রতিষ্ঠান ও বিবিধ কর্ম্ম বিভাগের পক্ষ থেকেও নানা অনুষ্ঠান করছেন। এই জেলাতেও যে গান্ধী শতবার্ষিকী কমিটী কর্ম্মরত রয়েছেন এবং আরো বিভিন্ন যে সমস্ত সংস্থা এই পুণ্যময় উৎসব উদযাপনের আয়োজন করছেন তাঁদের সকলের কর্ম্মের সাফল্য কামনা করি। লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকেও বিশেষ কর্ম্মধারা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে সকলে আপন কর্ত্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হবেন—কামনা করি।

নিবেদিকা—**লাবণ্যপ্রভা ঘোষ**
পরিচালিকা, লোক সেবক সংঘ

0

Government of West Bengal.
Office of the Executive Engineer, P. W. D.,
Purulia Division, Purulia.

Notice Inviting Tenders (Abridged)

The following tenders are invited in the sealed covers by the Executive Engineer, P. Purulia Division, Purulia from the contractors specificaly mentioned here-under by the hours of the 7th October 1969.

The Tender documents and other relevant particulars may be seen by the inten tenderers during the office hours of all working days in the office of the Executive Eng P.W.D., Purulia Division, Purulia.

Intending tenderers will have to produce valid certificate of uptodate clearance of In Tax and Sales Tax.

No tender documents shall be in any case issued on the last date of receipt of tender

Sl. No.	E.E.P.D. No. & dt.	Name of the work.	Estimated amount put to tender.	Earnest money.	Class of co actor eligi
1.	22 of '69-70.	Repairs to Amblars Bungalow Purulia in the Dist of Purulia.	Rs. 16,577-00	Rs. 414-00	Class IV & regd. Contrac of P.W.D., & C
2.	23 of '69-70.	"Imp. to Purulia-Ranchi Road from the junction of Chas Gulbera road to Bihar border" in the Dist. of Purulia, (Advance collection of $\frac{3}{4}$" down local hard stone chips of approved quality, to be stacked at Bamnia Rest Shed.)	Rs. 20,750-00	Rs. 415-00	Bonafide resou ful quarry hold and stone suppli (including register contractors of P. D. as well as Cons Board having ne ssary financial a other resources a experience of simi supply provided t stipulation m a d herein-after a r e satisfied
3.	24 of '69-70.	Providing Municipal Water-Tap connection in the Dist Jail Purulia. (Sanitary & Plumbing Works.)	Rs. 18,723-00	Rs. 468-00	Class II registere contractors of Sanita & Plumbing Works per approved list P. W. D. as well Construction Board.

Executive Engineer,
Purulia Division, P. W. D, Puruli

সম্পাদকীয়—

কে-য়া-র এর খাদ্য বিতরণের বিকল্প ব্যবস্থা

পুরুলিয়া জেলায় কে-য়া-রের খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থায় এক সঙ্কট দেখা দিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন, বা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন—তাতে গ্রামের ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কে-য়া-রের খাদ্য বণ্টন বন্ধ হতে চলেছে। বাস্তব পরিস্থিতি যত গুরুতর হোক—বাধা ও অসুবিধা যত অলঙ্ঘনীয়ই হোক—এই জেলার বর্তমান সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতিতে কেয়ারের খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থা বন্ধ করা কেবল অন্যায় নয়—অমার্জনীয় অপরাধ হবে।

সরকারী তথ্য অনুযায়ী পুরুলিয়া জেলার বিশটি সার্কেলের চব্বিশশত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, এগার বৎসর বয়স পর্যান্ত বালক বালিকা; প্রসূতি ও গর্ভবতী নারী প্রভৃতি আড়াই লক্ষ শিশু ও নারী এই খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থার দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন। কিন্তু বণ্টন ব্যবস্থার নিদারুণ ত্রুটি বিচ্যুতি, বহুক্ষেত্রে বণ্টনকারীদের অসাধুতা এবং তদারককারীদের দায়িত্বহীনতার ফলে—এই ব্যবস্থার দ্বারা যাঁদের উপকৃত হবার কথা তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বঞ্চিত, অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়েছে। সুতরাং এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে একান্ত স্বাভাবিকভাবেই তীব্র সমালোচনা ও বিরুদ্ধ জনমত সৃষ্টি হয় এবং তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ এই খাদ্য বণ্টন বা স্থার সর্ব্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে কেয়ারের খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থায় যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে—তা পূরণ করার কোনও সহজ ও নির্ঝঞ্ঝাট ব্যবস্থা হাতের কাছে না পেয়ে কর্তৃপক্ষ সরাসরি এই খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থা বন্ধ করে দেবার কথাও চিন্তা করছেন বলে ধারণা হচ্ছে।

হাজার হাজার মাইল দূরের একটি বৈদেশিক রাষ্ট্রের সমবায় সংস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দুঃস্থ, আর্ত ও অনাহার ক্লিষ্ট শিশু ও নারীর ত্রাণ ও সহায়তার জন্য এই সাহায্য প্রেরণ করে থাকে। চির-দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ভারতের বহু রাজ্যে এবং পুরুলিয়া সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দুই বৎসরাধিক কাল ব্যাপী কে য়ার-এর খাদ্য বণ্টন হয়ে আসছে। কিন্তু এই খাদ্য বণ্টনে পুরুলিয়া জেলার কেলেঙ্কারীর মত অনুরূপ অব্যবস্থা ও অব্যবস্থা অন্য জেলা বা অন্য কোনোও রাজ্যে হয়েছে কি না আমাদের জানা নেই। আমরা সবাই গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ প্রভৃতি আদর্শের কথা উচ্চ কণ্ঠে প্রচার করে থাকি—ভারতের নৈতিক আদর্শের শ্রেষ্ঠতা আর আপামর জনসাধারণের সারল্য ও সাধুতা সম্পর্কে আমাদের "গর্ব্বের ও গৌরবের" সীমা পরিসীমা নেই। কিন্তু শিশুর মুখের অন্ন কেড়ে চোরা ব্যবসায় করি; দুঃস্থদের জন্য প্রদত্ত পরের দান করা সামগ্রী চুরি করে নিজের ধন সম্পদ বাড়াবার চেষ্টা করি এমন অমানুষ ও পাষণ্ড ব্যক্তি পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। সুতরাং রাগ বা অভিমানের প্রশ্ন নয়—এই জাতীয় কলঙ্ক থেকে মুক্তি লাভের জন্য আমাদের সকলকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এবং সৎ ও নিষ্ঠাপূত কাজের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করতে হবে ও আত্ম পরিচয় দিতে হবে।

কে-য়া-রের খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থার মূল কর্ত্তৃত্ব থেকে শিক্ষকদের সরিয়ে নিয়েই শিক্ষক সংঘের দায়িত্ব শেষ হয় নি। এই ধারা চালু রাখার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলারও দায়িত্ব তাঁদের আছে। সরকারী কর্তৃপক্ষ, সমাজসেবী ও জনসাধারণের দায়িত্বও কিছু কম নয়। সুতরাং সরকারী কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক সংঘ ও সমাজসেবীদের মিলিত প্রচেষ্টায় গ্রামাঞ্চলে বা সহরে কে-য়া-রের খাদ্য বণ্টনের বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকেই বিশেষ সচেষ্ট ও সক্রিয় হতে হবে। সুতরাং জেলার বৃহত্তর স্বার্থে অবিলম্বে একটি বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলে কে-য়া-রের খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চালু হোক।

অ. চ.

এই জেলার রিলিফ সম্পর্কে শেষ তথ্য

বিগত ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে পুরুলিয়া জেলার রিলিফ ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমরা দেখা করি ও আলোচনা করি। তাঁকে বলি যে, এখন টি, আর এর কাজ অবিলম্বে না করলে বহু লোকের অত্যন্ত অন্ন কষ্ট হবে। এবং জি, আরও অত্যন্ত কম দেওয়া হচ্ছে। মালদা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জায়গায় ভয়াবহ বন্যার জন্য রাজ্য সরকারকে আজ খুবই ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে—রিলিফের জন্য। এই পরিস্থিতিতে কিছু বলতে আমাদের সঙ্কোচ হ'লেও আমাদের জেলার খাদ্য পরিস্থিতি এবং ব্যাপক কর্ম্মহীনতার জন্য লোকের অবস্থা খুবই গুরুতর। অবিলম্বে রিলিফ সমূহের ব্যবস্থা করা দরকার। মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে রিলিফ মন্ত্রী জনাব আবদুর রেজাক খান তখন এসে আলোচনায় যোগ দেন। তাঁদের উভয়কে অবস্থার গুরুত্ব আমরা বুঝিয়ে বলি।

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

বরাভূম হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের হিসাব নিকাশ প্রসঙ্গে

বরাভূম হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের বিজ্ঞান শাখার যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়ের ব্যাপারে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান সায়েন্টিফিক এ্যাণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস স্কুলের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করেছেন তাতে নানাপ্রকার জটীলতা ও বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে।

১৯৬২ সালে বরাভূম হাই স্কুল হায়ার সেকেণ্ডারী (কলা ও বিজ্ঞান) স্কুল পর্য্যায়ে উন্নীত হয়। গত ১৯।১১।৬২ তারিখে বৈজ্ঞানিক, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য বিদ্যালয় ২১৮৭৫৲ টাকা সরকারী অনুদান লাভ করে। প্রকাশ, প্রধান শিক্ষক মহাশয় বিভিন্ন ফার্ম্ম থেকে টেণ্ডার না নিয়েই এবং বিভিন্ন দ্রব্যের কোনওরূপ তুলনামূলক বিবরণ তৈরী না করেই কলিকাতার ইণ্ডিয়ান সায়েন্টিফিক এ্যাণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস কোম্পানীকে মাল সরবরাহ করবার নির্দ্দেশ দেন। উক্ত কোম্পানী ২৮।১২।৬৩ তারিখে বিদ্যালয়কে ২২৬৩০৲ টাকার বিল পাঠায় (ভাউচার নং ৩ থেকে ৮) এবং সেই বিল অনুযায়ী কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও প্রেরণ করে। আরও প্রকাশ, উপরোক্ত বিল বাবদ কোম্পানী সম্পূর্ণ টাকা পেয়েছে এবং বিলটি শিক্ষা দপ্তরের টেকনিক্যাল সেকসন কর্ত্তৃক ১৩।১।৬৪ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে বিদ্যালয়ের নথীপত্র থেকে জানা যায়।

গত ২২।১।৬৪ তারিখে যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য বিদ্যালয় দ্বিতীয় কিস্তিরূপে ১০৯৩৭৲ টাকা সরকারী অনুদান পায়। আর ইণ্ডিয়ান সায়েন্টিফিক এবং কেমিক্যাল ওয়ার্কস কোম্পানী ১২।২।৬৬; ১৫।৩।৬৬ এবং ১৬।৪।৬৬ তারিখের তিনটি বিলে বিদ্যালয়কে ৩৮৪৬'৬৪ টাকার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে। তারপর তৃতীয় কিস্তীরূপে বিদ্যালয় ২৮.৩.৬৬ তারিখে ৮৪৩৮৲ টাকা সরকারী অনুদান লাভ করে।

রাঁচীর ভাটীয়া সায়েন্টিফিক কোম্পানী বিদ্যালয়কে একটি গ্যাস প্ল্যাণ্ট এবং বৈদ্যুতিক জেনারেটার সরবরাহ বাবদ ৬৫৬২৲ টাকার (ভাউচার নং ১৪) বিল দেয় এবং বিলের টাকাও কোম্পানী পেয়েছে।

বরাভূম হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের নূতন ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হবার পর শ্রীঅনিল কৃষ্ণ ষড়ঙ্গী ২৪।১১।৬৫ বিদ্যালয়ের সেক্রেটারীর কার্য্যভার গ্রহণ করেন এবং প্রাক্তন সেক্রেটারী শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র মাহান্তী আরও তিন মাস পরে পরিচালক সমিতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে চার্জ্জ বুঝিয়ে দেবার সময় কলিকাতার অরোরা কোম্পানী এবং রাঁচীর ভাটিয়া কোম্পানীর নিকট থেকে যথাক্রমে ১১১২৲ টাকা এবং ৬৫৬২৲ টাকা ঋণের উল্লেখ করেন। কিন্তু নূতন পরিচালক সমিতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত সাব-কমিটি উপরোক্ত ঋণ সম্পর্কে তদন্ত করে স্কুলের ক্যাশ বুকে ঐ ঋণের কোনও যৌক্তিকতা ও সত্যতা খুঁজে পান নি।

অতঃপর কলিকাতার ইণ্ডিয়ান সায়েন্টিফিক এ্যাণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস কোম্পানীর এ্যাডভোকেট বিদ্যালয়ের সেক্রেটারীকে কোম্পানীর ১৪,৯৭২'৪০ টাকা পরিশোধ করবার জন্য ১০.৫.৬৫ তারিখে এক নোটিশ দেন। উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির পর বিদ্যালয়ের নূতন সেক্রেটারী শ্রীঅনিল কৃষ্ণ ষড়ঙ্গী পূর্ব্বতন সেক্রেটারী শ্রী মাহান্তীকে (যিনি পরবর্ত্তী কমিটিরও একজন সদস্য) নোটিশটি পাঠান এবং পরিচালক সমিতির অবগতির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেশ করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু শ্রী মাহান্তী কোনও রূপ জবাব দেন নি।

ইত্যবসরে উক্ত কোম্পানী কলিকাতা নগর দেওয়ানী আদালতে বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালের ৮৭ এবং ৮৮ নম্বর মোকর্দ্দমায় যথাক্রমে ৩৫০০৲ এবং ৪৩২০ টাকা দাবী করেন। বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি ২০।৮।৬৭ তারিখের সভায় উপরোক্ত মামলাগুলি বিরোধীতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং প্রাক্তন সেক্রেটারী ও বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক মহাশয়দের মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তথ্যাদি দ্বারা সম্পাদককে সাহায্য করার অনুরোধ জানান। উপরোক্ত সভায় প্রাক্তন সেক্রেটারী শ্রী মাহান্তী অনুপস্থিত থাকেন।

প্রকাশ, উক্ত মোকর্দ্দমা দুইটির জবাব সদস্যগণ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হয়ে আদালতে দাখিল করবার জন্য যখন তৈরী হয় তখন প্রাক্তন গৃহ-নির্ম্মাণ (Building construction) এবং আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয়কারী উপ-সমিতির সদস্য ডাঃ অম্বুজাক্ষ ষড়ঙ্গী মহাশয় সম্পাদককে অনুরোধ করেন যে ১৭,৬৪৩০.৯৪ টাকার হিসাব নিকাশ চুকিয়ে স্কুলকে যেন দায়মুক্ত করেন। অতঃপর পরিচালক সমিতি গত ১৫।১।৬৮ তারিখের বৈঠকে ডাঃ ষড়ঙ্গীর দরখাস্ত ও প্রধান শিক্ষকের মন্তব্য বিবেচনা করে অডিটের অনুমোদন সাপেক্ষ ৯৪০০৲ টাকা দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং টাকাও প্রদান করে।

ক্রমশঃ

(৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

তখন মুখ্যমন্ত্রী ও রিলিফ মন্ত্রী কার্য্য ব্যবস্থা বিষয়ে পরামর্শ করেন। এবং রিলিফ মন্ত্রী বলেন—অবিলম্বে ডি. সিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন—কি কি কাজের স্কীম আছে—কি কি কাজ করতে হবে—তার জন্য নির্দ্দেশ নিয়ে যান।

এই সিদ্ধান্ত অনুসারে এখানে এসে সংবাদ ডি-সিকে দিই। আমাদের পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী বিভূতিদাও ডি. সিকে ট্রাঙ্ককলে ডেকে পাঠান। সোমবার রিলীফ মন্ত্রীর সঙ্গে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী জেলার রিলিফ ব্যবস্থা বিষয়ে কথাবার্ত্তা করবেন—ডি. সি এই কথাবার্ত্তায় যোগ দেবেন। আশা করা যাচ্ছে শীঘ্রই রিলিফের কাজ কর্ম্ম আরম্ভ হবে।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পঞ্চায়েৎ বিল

পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক উত্থাপন

নূতন বিলের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় মন্ত্রীর ভাষণ

গত ৯ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশনে পঞ্চায়েৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীবিভূতি দাসগুপ্ত "পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ বিল ১৯৬৯"—পঞ্চায়েৎ বিলটি উপস্থাপিত করার সময়ে নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন।

"অধ্যক্ষ মহাশয়, এই পঞ্চায়েৎ বিলটি বহু প্রতীক্ষিত। ১৯৬৭ সালেই যুক্তফ্রণ্ট সরকার পঞ্চায়েৎ সম্বন্ধে এই রকম একটি বিল আনবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু যুক্তফ্রণ্ট চলে যাবার জন্য তা সম্ভব হয় নাই।

এই বিলটি এবারে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। উপস্থাপিত করার পূর্ব্বে এ বিষয়ে বাংলা দেশের জনমত নির্বিশেষে সমস্ত দল সমস্ত শ্রেণীর এবং সমস্ত পর্য্যায়ের জনসাধারণের অভিমত গ্রহণ করা হয়েছে।

একটা দেশের গবর্মেণ্ট যত ভালোই হোক না কেন—এবং অর্থের প্রাচুর্য্য যতই থাকুক না কেন—সেই গবর্মেণ্টের কার্য্য ও ব্যবস্থার সঙ্গে যদি দেশের জনসাধারণের সক্রিয় যোগাযোগই শুধু নয়, নিজের নিজের ক্ষেত্রে যদি তারা পরিচালনার প্রত্যক্ষ অংশভাগী না হয়, দায়িত্ব ও দায়িত্ব পালনের জন্য ক্ষমতা নিয়ে যদি সচেতন হয়ে তারা উৎসাহ সহকারে এগিয়ে না আসে তবে কোন উন্নতিই—সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক—বাঞ্ছিত সফলতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে না।

বর্তমানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কখনই সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে পারে না—যদি যাদের জন্য এবং যাদের নিয়ে গণতন্ত্র দেশের সেই জনগণ তাদের নিজের ব্যবস্থা পরিচালনার কাজে প্রত্যক্ষভাবে তার অংশভাগী না হয়। এইজন্যই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সর্ব্বজনস্বীকৃত।

এই দিকে লক্ষ্য রেখে দেশের উচ্চ পর্য্যায় থেকে আরম্ভ করে একেবারে গ্রামস্তর পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক কাঠামো একদিকে যেমন বিকেন্দ্রীত হয়ে বিস্তৃত ও প্রসারিত হবে, সেই সঙ্গে দায়িত্ব ও ক্ষমতাও বিস্তৃত ও প্রসারিত হবে। জনসাধারণ আত্মশাসিত হয়ে আত্মনির্ভর হবে এবং তাদের সমবেত বুদ্ধি শক্তি, সমবেত শ্রমশক্তি এবং সমবেত অর্থ শক্তির দ্বারা তারা নিজেদের বাঞ্ছিত উন্নতির ব্যবস্থা করবে। এই দিকে লক্ষ্য রেখে আজ এই "পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ বিলটি" পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের প্রতিভূ ও প্রতিনিধিদের এই বিধানসভায় আমি উপস্থিত করছি।

এই বিলে প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনের দ্বারা পঞ্চায়েতের তিনটি স্তর রাখা হয়েছে। গ্রাম পর্য্যায়ে গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল পর্য্যায়ে অঞ্চল পঞ্চায়েৎ এবং জিলার পর্য্যায়ে জিলা পরিষদ ও পঞ্চায়েৎ। এর বিশদ বিবরণে আমি যাচ্ছি না, কিন্তু এই তিন পর্য্যায়েই যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী—যারা বিধানসভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন, তারা প্রত্যক্ষ ভোটে এই তিন পর্য্যায়ে তাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে পাঠাবেন, এইটিই হল এই বিলের মূলগত বৈশিষ্ট্য যা ভারতে অন্য কোন রাজ্যে—যেখানে যেখানে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা হয়েছে—নেই।

ব্লকের ক্ষেত্রে 'ব্লক পঞ্চায়েৎ' বলে খানিকটা অপ্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনে একটি সংগঠন রাখা হয়েছে। আমাদের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কার্য্য ব্যবস্থা যেভাবে অবস্থিত, সেই কার্য্য ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করে অঞ্চল ও গ্রাম ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাদি করার জন্য বহু আলোচনার পরে ব্লক-ক্ষেত্রে এই রকম একটি সংগঠন রাখার প্রয়োজন আছে বলেই মনে হয়েছে।

এই বিলের মূল কাঠামো হচ্ছে এই। অঞ্চল পর্য্যায়ে ও জিলার পর্য্যায়ে পঞ্চায়েতের বিধিসঙ্গত ট্যাক্স প্রভৃতি আদায়ের ক্ষমতা ও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সমস্ত পর্য্যায়ের পঞ্চায়েতকেই বর্তমানের সংবিধান ও পরিস্থিতির সীমার মধ্যে যতদূর সম্ভব স্বশাসিত অটোনোমাস রাখার চেষ্টা

করা হয়েছে। অন্যান্য যে সমস্ত ব্যবস্থা এই বিলে আছে তা এই মূল কাঠামোকে কার্য্যে রূপায়িত করে সক্রিয় করার অপরিহার্য্য প্রয়োজনরূপে ব্যবস্থিত হয়েছে।

পুনরাবৃত্তি হলেও এ কথা অতি সত্য যে যত ভাল গভর্ণমেণ্ট হোক না কেন, জনসাধারণ যদি জড় ও নিষ্ক্রিয় থাকে এবং তাদের নিষ্ক্রিয়তা যদি চালু থাকে তবে তাদের অবস্থার উন্নতি হওয়া দুষ্কর। এই বিলে জনসাধারণ যাতে নিজেদের ক্ষমতার প্রয়োগ প্রত্যক্ষভাবে করে নিজেদের প্রচেষ্টায় উন্নত ও সুষ্ঠু জীবন যাপনের আশা ও আকাঙ্খাকে রূপায়িত করতে পারে তার সুযোগ ও পথের দিকে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম বাংলার জনমত নির্বিশেষে সকলের প্রচেষ্টার উপর এই বিলে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, জনগণের জন্য—তার সফলতাকে রূপায়িত করা নির্ভর করছে।

এই প্রসঙ্গে একটা দিকের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। জনগণকে আমরা অপরাগ মনে করে তাদের 'আমরা থাইয়ে দেবো'—এইরকমভাবে যদি আমরা ব্যবস্থা পরিচালনা করতে যাই তবে আর যাই হোক সেটা গণতন্ত্র থাকে না। জনগণের শক্তির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসই গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করে রাখতে পারে। জনগণকে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করবার জন্য ছেড়ে দিতে হবে। তারা যাতে আত্মনির্ভর হয়, ব্যবস্থার গতি সেই দিকে দিতে হবে। গণতন্ত্র দ্বারা জনগণকে আমরা নিশ্চয়ই একটা নিরুপায় এবং অসহায় গোষ্টিতে পরিণত করব না।

এতে যদি লোকেরা ভুল করে তো করুক। পণ্ডিত লোকেরা উপর থেকে তো এত দিন একেবারে প্রচণ্ডভাবে শাসন পরিচালনা করে এসেছেন। এখনও কি তারা সেইভাবেই করে যাবেন? লোকে ভুল করবে—তাদের নানা ত্রুটি আছে এই ভেবে আমরা শঙ্কিত হয়ে তাদের জন্য যখন ব্যবস্থা করতে যাই তখন নানা বাঁধন দিয়ে তাদের সহজ চলার পথ বাধি না। লোকে যদি ভুল করেই তো করুক। তাদের ভুল করবার অধিকার এবং সুযোগ থাকবে না? এবং ভুল করে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের কাজ নিয়ন্ত্রিত করার সুযোগ থাকবে না? জনগণের সম্মুখে এই বিশ্বাস এবং নির্ভরতা নিয়েই এই বিল করবার চেষ্টা হয়েছে।

আমি পশ্চিম বাংলায় যে পঞ্চায়েতী আইন এখন চলছে এবং যা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে এই বিল আনা হচ্ছে যে সম্বন্ধে বিশদভাবে কোন আলোচনা করতে চাই না। তার কার্য্যকারিতা পরীক্ষিত হয়ে গেছে এবং দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে যে তা ব্যর্থ হয়েছে বলেই বাংলার জনসাধারণ-এর দুর্দ্ধার দাবী ছিল তা পরিবর্তন করে একটি সুষ্ঠু সহজ গণতান্ত্রিক পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এই বিলে সেই দাবীর স্বীকৃতি আছে এবং সেই সম্ভাবনাকেই রূপায়িত করার প্রচেষ্টা হয়েছে।

যুক্তফ্রন্ট সরকার এই পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েতী বিল দ্বারা একটা নূতন যুগান্তকারী কিছু করার দাবী একেবারেই করে না। বর্তমানে যে পঞ্চায়েতী আইন প্রচলিত আছে তা প্রবর্তন করার সময় ১৯৫৭ ও ১৯৬৩ সালে বর্তমানে যারা যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভায় ও বিধান সভার সদস্যরূপে আছেন তাদের মধ্যে অনেকেই তখনকার বিরোধী সদস্যরূপে সর্ব্বস্তরে প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচন দ্বারা পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠার দাবী খুব দৃঢ়ভাবেই করেছিলেন। কিন্তু তার প্রতি কর্ণপাত করা হয় নাই। সেই আইনের কার্য্যকারিতা দ্বারা তাদের দাবীর যথার্থতাই বছরের পর বছর ধরে প্রমাণিত হয়ে এসেছে। সে দাবী পশ্চিম বাংলার জনগণের দাবী ছিল। আজ পরিবর্তিত অবস্থায় সেই সদস্যরাই তাদের বিস্মৃতপ্রায় গণদাবীর রূপ দিতে চলেছেন এই বিলে।

যুক্তফ্রন্ট সরকার মনে করে যে—যে ব্যবস্থা এই পঞ্চায়েতী বিল আনা হয়েছে—সেটা তারা কার্য্যকরী করে পশ্চিম বাংলার জনসমাজে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি ও প্রগতির গোড়াপত্তন করবেন। বাংলা দেশ তার বহুবিধ দুর্গতি অসুবিধা ও বিপর্য্যয় সত্ত্বেও তার সৃজন শক্তি ও প্রাণ-শক্তি সম্পদ হারায় নাই, এবং আমার একথা ঘোষণা করতে কোন বাধাই নাই যে বাংলার প্রবুদ্ধ গণশক্তি এই প্রকৃত পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যে সুদৃঢ় গণতান্ত্রিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করবে তা সমগ্র ভারতে পথিকৃৎ হবে।

যাই হোক অধ্যক্ষ মহাশয়, গবর্ণমেণ্ট মনে করে যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিলটি একটি সিলেক্ট কমিটি দ্বারা বিবেচিত হোক। সেইজন্য আমি প্রস্তাব করছি এবং যে প্রস্তাব প্রচারিত হয়েছে—যে এই বিধানসভার উনিশ জন সদস্য নিয়ে যে সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাব হয়েছে সেই কমিটির নিকট বিবেচনার জন্য এই বিল পেশ করা হোক।

বিভূতি দাসগুপ্ত

জিলা পরিষদ কর্ম্মীদের ক্ষোভ

গত ২৭-৩-৬৯ তারিখ থেকে বর্দ্ধিত হারে মহার্ঘ্য ভাতা দেবার যে সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার ঘোষণা করেন সেই অনুযায়ী জেলা পরিষদের কর্ম্মচারীদের মহার্ঘ্যভাতা দান, ঘরভাড়া সম্পর্কিত ভাতা এবং শিশুদের শিক্ষাদান সহায়ক ভাতা দেবার কোনও ব্যবস্থা এই পর্য্যন্ত না হওয়ায় পুরুলিয়া জেলা পরিষদের কর্ম্মচারীরা বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পুরুলিয়া জেলা পরিষদ ইতিপূর্ব্বেই পরিষদের কর্ম্মচারীদের বেতন ও ভাতা সম্পর্কে রাজ্য-সরকারের কর্ম্মচারীদের পর্য্যায়ে গণ্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, পরিষদ এই পর্য্যন্ত কর্ম্মচারীদের পূজা এ্যাডভান্স মঞ্জুর না করায়ও বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

পরিষদের কর্ম্মচারীদের উপরোক্ত প্রাপ্য অর্থ সাহায্যার্থে আগামী পূজার পূর্ব্বেই মঞ্জুর ও প্রদান করবার জন্য পুরুলিয়া জেলা পরিষদের প্রশাসক মহাশয়কে বিশেষ অনুরোধ করা হয় এবং এই বিষয় সম্পর্কে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী ও পঞ্চায়েৎ সচিবকেও যথারীতি অবগত করানো হয়েছে এবং দাবীগুলি পূরণ না হলে কর্ম্মীরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন বলে জানিয়েছেন।

গান্ধী রচনা সম্ভার

৬ খণ্ডে প্রকাশিত হইবে

প্রতি খণ্ডের মূল্য—৫৲ টাকা

৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে অগ্রিম ১০৲ টাকা দিয়া নাম রেজিষ্ট্রী করিলে ২৪৲ টাকায় পূর্ণ সেট পাওয়া যাইবে।

গান্ধী শতবার্ষিকী কমিটি, পুরুলিয়া।

মধুকুণ্ডা ষ্টেশনে
জনতা-পুলিশে সংঘর্ষ

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর সকালে মধুকুণ্ডা ষ্টেশনে রাঁচী-আসানসোল প্যাসেঞ্জার ট্রেনে সফরকারী বিহার সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় যাত্রীদের এক প্রবল সংঘর্ষ হয়—ফলে উভয় পক্ষেই কয়েকজন আহত হন এবং ট্রেনটি কয়েক ঘণ্টা আটক থাকে। সংবাদ পাওয়া মাত্র পুরুলিয়া থেকে ডি, এস, পি-র নেতৃত্বে একটি পুলিশ বাহিনী ঘটনা-স্থলে প্রেরিত হয় এবং অবস্থা আয়ত্বে আনা হয়। ৮৮ জন বিহার সশস্ত্র পুলিশকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭/১৪৮/৩০৩ এবং ৩২৫ ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার করে পুরুলিয়া আনয়ন করা হয় এবং পরে জামীনে মুক্তি দেওয়া হয়।

প্রকাশ, রাঁচীতে প্রধান মন্ত্রীর সফর সংক্রান্ত ব্যাপারে কর্ত্তব্য সাধনের পর ৮৮ জন সশস্ত্র বিহার পুলিশ রাঁচী-আসানসোল ট্রেনযোগে ধানবাদ ফিরছিল। পুলিশেরা ৩টি বগীতে আসছিল। মধুকুণ্ডা ষ্টেশনে যাত্রীরা ঐ কামরাগুলিতে চড়বার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয় এবং ঐ সূত্রে জনতা-পুলিশে সংঘর্ষ বাধে।

জেলায় রিলিফ ব্যবস্থা বিষয়ে সংবাদ

ইতিপূর্ব্বে আমরা সংবাদ দিয়াছি যে, চাষের কাজ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে টেষ্ট রিলিফের কাজ যাহাতে সুরু হয় এবং বর্তমানে দি, আর যাহাতে বাড়ানো হয়—তজ্জন্য আমরা রাজ্য সরকারকে বিশেষভাবে বলিয়াছিলাম এবং আর্থিক অবস্থা খুব ভাল না থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারও এ সম্পর্কে বিশেষ আশ্বাস দিয়াছিলেন কিন্তু সম্প্রতি মালদা, মুর্শিদাবাদে ভয়াবহ বন্যায় অগণিত মানুষ নিদারুণ সংকটের সম্মুখীন হওয়ায়—তাঁদের প্রাণ রক্ষার জন্য রাজ্য সরকারকে সবিশেষ চেষ্টায় লাগিতে হইয়াছে। এই আকস্মিক পরিস্থিতির কারণে এই জেলার রিলিফের ব্যবস্থার জন্য নির্দ্ধারিত কর্ম্ম আয়োজনে বিলম্ব হইতেছে। তবে এই জেলার বিশেষ অবস্থার দৃষ্টিতে আমরা সবিশেষ চেষ্টা করিতেছি।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

জীবিকা ও বাঁচবার পথ আজ কী?

(অরুণচন্দ্র ঘোষ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মানুষের দুর্ব্বার প্রাণশক্তি যে ইতিহাস গড়ছে

আমার এই দীর্ঘ আলোচনায় আমি উৎপাদনের কথা, পুঁজির কথা, শ্রমের কথা বলেছি। নিঃস্ব, রিক্ত অবস্থায় অত্যন্ত সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যেও প্রচণ্ড উদ্যোগী মানুষ কিভাবে আপন ভাগ্যকে ফিরিয়েছে—তার কথাও বলেছি। এই সবের মধ্যে 'উদ্যোগই' হল সবচেয়ে বড় কথা। কারণ যে উদ্যোগী মানুষ, সে শূন্যতার থেকেও সম্পদ সৃষ্টি করে। মানুষের এই 'উদ্যোগের' মহিমাকে মানুষের মনে উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধরবার জন্যে রবিনসন ক্রুশোর অমর কাহিনী আমাদের জন্য রয়েছে। রচডেলের অবিস্মরণীয় সেই ইতিহাসও মানুষের অপরাজেয় উদ্যোগের অপূর্ব্ব পরিচয়। এই দুর্জ্জয় উদ্যোগ যাদের মধ্যে আছে—সেই মানুষের মধ্য থেকেই কলম্বাস বেরিয়েছে—অজানা সমুদ্রে মানুষ টানা জাহাজে দুরন্ত অভিযানের উদ্দেশ্যে। এই মানুষেরাই করেছে মেরু জয়; এরাই করেছে আফ্রিকার অরণ্য আবিস্কার, মরুতে সোনার ফসল এরাই ফলিয়েছে—এরাই বিশাল বাহিনী নিয়ে আল্পস পর্ব্বত লঙ্ঘন করেছে অসীম আত্মবলের বীর্য্যে। আজ তারাই ভূধর, গগন, অপরিমেয় সমুদ্রের তলা তোলপাড় করছে—তারাই আজ মানুষের মহান বিস্ময়রূপে অসমসাহসিকতায় চাঁদে পাড়ি দিচ্ছে।

উদ্যোগহীন প্রাণশক্তিহীন আমরা কোথায় আছি

আর আমরা? আমরা নিশ্চিন্ত নিরাপদের চাকুরীর জন্য ছুটোছুটি ক'রে যখন তা' পাচ্ছি না, তখন নিঃসহায় পরাজিতের মত ঘরে চুপ ক'রে বসে হতাশায় ডুবে যাচ্ছি। চাকরীর পরিবর্ত্তে বাঁচবার মত কিছু করার জন্য যে প্রাণশক্তির প্রয়োজন—যে উদ্যোগ প্রয়োজন পাঁচ জনকে জড়ো করা,—দুঃখের জীবনে পুঁজি বের করা,—ঋণ কোথায় পাবে সন্ধান করা,—তার জন্য ছুটোছুটি করা ইত্যাদি আমাদের নির্জীব জীবনে যেন ভয়ানক ব্যাপার মনে হচ্ছে। বার কয়েক দরখাস্ত ক'রে চাকরী না পেয়ে আমরা জীবন ও মনুষ্য সমাজের ওপর বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছি। ভাবছি "এত চেষ্টাতেও চাকরী যখন পাচ্ছি না—তখন বুঝেছি—কোথাও কিছুই নেই—কোনো কিছুতেই কিছু হবে না। আর এত ঝামেলাই বা কে করে! ওসব করতে যাওয়ায় বিপদও অনেক আছে—কে ওসব ফ্যাসাদে পড়তে যাবে।" বহু দর্শনের পর এই আমাদের জীবন দর্শনের শেষ উক্তি!

ব্যর্থতার দৃষ্টান্তে হতাশ কেন—পৃথিবীর দিকে তাকাও

একথা সত্য যে, চাকরীর নিরুপদ্রব পথের বাইরে অজানা পথে যারা গেছে—অর্থাৎ আমাদের দেশে শিল্প, কৃষি, সমবায় প্রভৃতির কাজে যারা নেমেছে—তাদের বহু ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত রয়েছে—পরস্পরকে ফাঁকি দিয়ে, কাজের আয়োজনকে লাটে উঠিয়ে কিছু হাতিয়ে নিয়ে স'রে পড়ার দৃষ্টান্ত অগণিত রয়েছে। চারিদিকে এই সব দেখে শুনে খানিকটা প্রতিক্রিয়া, খানিকটা হতাশা হবারই কথা। কিন্তু এই সব দৃষ্টান্ত, এই নৈরাশ্যই যে আমাদের ঐ ভয়াবহ বেকারত্বের কারণ, ঐ হাহাকারের, ঐ জড়ত্বের কারণ তা কখনই নয়। আমরা আজ আর সেই মধ্যযুগে নেই। সচল পৃথিবীর সমস্ত খবর আজ দিনরাত আমাদের সামনে ছুটে আসছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি—কৃষি, শিল্প, উৎপাদন, সমবায় প্রভৃতি ব্যাপার অজানা দেশে কী অদ্ভুত সার্থকতায় দ্রুত এগিয়ে চলেছে!

আমরা জানতে পাচ্ছি—সে সব দেশের অগণিত উচ্চ শিক্ষিত জ্ঞানীগুণী ছেলেমেয়েরা আজ আমাদের অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয় এই কৃষির কাজকে, এই শিল্পের কাজকে বুদ্ধি বিজ্ঞানের সাহায্যে কী অপূর্ব্বভাবে গড়ে তুলছে। ধান্দাবাজদের অসাধুতা, সুযোগ সন্ধানীর অযোগ্যতা ও তাদের ব্যর্থতার পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তারা দেশের ঐ সব মহান কাজগুলিকে প্রাণের হিম্মতে, প্রচণ্ড উদ্যোগের শক্তিতে কি অভাবিত সফলতায় এগিয়ে নিয়ে চলেছে—আমরা দেখেও আর তা' দেখছি না। ওদের দৃষ্টান্ত চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে গেলেও আমাদের ছেলে মেয়েরা বলবে—ও সব আমাদের দেশে চলবে না।

আমাদেরও জীবনের প্রাণশক্তির উজ্জ্বল পরিচয়

একথা কি সত্য যে, আমাদের দেশে ওসব চলবে না? আমাদের দেশের মানুষ কি এত নিঃস্ব এবং এত অযোগ্য যে ও সব আমাদের দেশে অচল? আমরা কি সবাই এতই অসাধু যে আমাদের কাজ গ'ড়েই উঠতে পারে না? এ সবের কোনটাই সত্য নয় বা আমাদের কাজ না হবার কারণ নয়। কারণ ঐ সব দেশের মানুষ আমাদের দেশেরই মত সাংঘাতিক বিশৃঙ্খলা, অবাধ শোষণ এবং নিদারুণ নিঃস্বতার মধ্যেই সংগ্রাম ক'রে সম্পদ এনেছে। আমরাও তা পারি। ঐ সব দেশের মানুষ সততার সঙ্গে কাজ উদযাপন ক'রে নিজেদের মনুষ্যত্বের পরিচয় দিচ্ছে। আমরাও তা নিশ্চয়ই পারি। এর জন্য চাই প্রচণ্ড উদ্যোগ, আত্মবল,—প্রাণশক্তি। আমাদের দেশের মানুষ আলাদা জাতের কিছু নয়। আমাদেরও দেশের মানুষ অপূর্ব্ব মনোবলে হিমালয় জয় করছে—ডেঙায় চ'ড়ে মহাসাগর পার হ'য়ে আন্দামান পাড়ি দিয়ে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। আমাদেরই ছেলেরা এই সেদিনও রণাঙ্গণে দুর্দ্ধর্ষ আত্মবল ও সাহসের পরিচয় দিয়ে মৃত্যু জয় করেছে। আমাদের দেশের বিপ্লববাদী ছেলেমেয়েরা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অগণিত সংগ্রামীরা যে বীর্য্যবত্তা, যে আত্মবলের পরিচয় দিয়েছে—তা প্রাণশক্তির পরিচয়ের ইতিহাসে কারুর চেয়ে কম নয়। আমাদেরও ভেতর সততার সঙ্গে কাজ ক'রে মনুষ্যত্বের পরিচয় দেবার মানুষ বহু আছে। তারা সুযোগ পাচ্ছে না বা সুযোগ নেবার জন্য এগিয়ে আসছে না—আমাদের ভেতরের লুকানো শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে না। কেন তা হচ্ছে এও এক গুরুতর সমস্যা। এর কারণ কি এবং এর প্রতিকার কি তা আজ আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে।

আমাদের উদ্যোগহীনতার অন্যতম কারণ—সুযোগের পরিবেশ নেই

একথা সত্য যে অন্য দেশের তুলনায় হয়ত প্রকৃতিগতভাবে, জন্মগতভাবে আমাদের ভারতীয়দের মধ্যে উদ্যোগ অপেক্ষাকৃত কিছু কম। কিন্তু আমাদের জীবনে পরিদৃশ্যমান এই ব্যাপক উদ্যোগহীনতার সমস্তটা ঐ কারণে নিশ্চয়ই নয়। এর যে সব অন্য কারণ আছে—তার মধ্যে দুটি বিশেষ বিষয়ের আলোচনা এখানে করছি। তার একটি হোল—পরিবেশ ও সুযোগ। অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে পুঁজিহীন জীবনে মানুষের যখন কোনো কিছু করার পথ, সুযোগ বা বুদ্ধি থাকে না তখন সরকার থেকে—দেশের বিভিন্ন সংস্থা থেকে এই রকম মানুষদের বুদ্ধি দেওয়া, ভরসা দেওয়া, সুযোগ করে দেওয়া, ঋণ দেওয়া, কোথায় কি আছে, কোথায় কি করতে হবে দেখিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা বা পরিবেশ যদি থাকে এবং এই রকম সুযোগ পেয়ে ছেলেমেয়েরা সার্থকভাবে কাজে এগিয়ে যাচ্ছে এমন দৃষ্টান্তসমূহ যদি চারিদিকে থাকে—তবে আমাদের এই সব নিষ্ক্রিয় ছেলেমেয়েদের ভেতরের উদ্যোগ বৃত্তি ঝুঁকে পড়ার পথ ও প্রেরণা পেতে পারে; আত্ম বিকাশের তারা সুযোগ পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ২২ বৎসরের স্বাধীন জীবনে এই পরিবেশ গড়ে ওঠেনি।

পথপ্রদর্শক ছেলেরাও পিছিয়ে কেন—তার কারণ

ভীষণ প্রতিকূলতায় উদ্যোগের সঙ্গে সংগ্রাম করার শক্তি ব্যাপকভাবে ছেলেমেয়েদের জীবনে আশা করা যায় না। আত্মশক্তিতে বিশেষ চিহ্নিত ছেলেমেয়ের দল বেশী থাকে না। অন্য দেশে সে দেশের জাতি ও সরকারের সঙ্গে এই রকম চিহ্নিত ছেলেমেয়েরা অন্যান্য কম উদ্যোগের ছেলেমেয়েদের জন্য ভরসার পরিবেশ গ'ড়ে তুলছে। কিন্তু আমাদের দেশে এতদিন সরকারও যেমন নীরব থেকেছেন—তেমনি বিশেষ উদ্যোগী প্রতিভাবান ছেলেমেয়েরাও এখনও তাদের আত্মশক্তির ক্ষেত্রে চিহ্ন রাখতে এগিয়ে আসতে পারে নি। কারণ তাদের উদ্যোগের প্রেরণার জীবনে স্বভাবগত বাধা ছাড়াও আরও কোথাও বাধা নিশ্চয় ঘটছে। সেগুলি কী তা' আমাদের দেখতে হবে। এ সম্পর্কে একটি বিশেষ বিষয় আলোচনা করছি।

প্রোটিন অঞ্চল ও কার্ব্বোহাইড্রেট অঞ্চল

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি বহুদিন ধ'রে গবেষণার পর তাঁর এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ

করেছেন যে, পৃথিবীতে দুটি অঞ্চল (Zone) আছে। একটি 'প্রোটিন অঞ্চল' আর একটি 'কার্বোহাইড্রেট অঞ্চল।' প্রোটিন অঞ্চলের মধ্যে যুক্ত করা হচ্ছে সেই সব দেশকে যে দেশের মানুষের প্রধান খাদ্য প্রোটিন খাদ্য অর্থাৎ মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, দৈ, ছানা প্রভৃতি। আর কার্বোহাইড্রেট অঞ্চলের মধ্যে সামিল করা হচ্ছে সেই সব দেশকে যে সব দেশের মানুষের প্রধান খাদ্য বা প্রায় একমাত্র খাদ্য কার্বোহাইড্রেট; অর্থাৎ চাল, গম, যব, কোদো, শাঁওয়া, কাওন, আলু, ট্যাপিওকা প্রভৃতি শর্করা জাতীয় খাদ্য।

দুর্ভিক্ষ অঞ্চল, ক্ষুধার অঞ্চল—কেন হয়েছে?

ঐ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক নানা বিষয় বিচার করে দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীর ঐ কার্বোহাইড্রেট অঞ্চলই হচ্ছে দুর্ভিক্ষ অঞ্চল বা ক্ষুধার অঞ্চল (Hunger Zone.) খাদ্য বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান প্রভৃতির গবেষণালব্ধ তথ্য প্রমাণ দেখিয়ে তিনি বলছেন যে যারা 'প্রোটিন' খাদ্য পায় না,—যারা কেবল কার্বোহাইড্রেট খাদ্যের খায়—তাদের খাবার স্পৃহা অত্যন্ত বেড়ে যায়। যে ভাত খায় তার ভাত খাওয়ার আকাঙ্খা মিটতেই চায় না—ভাত খেয়েও মনে হয় আরো ভাত খাই। এই প্রচণ্ড ভাত রুটি প্রভৃতি খাওয়ার ফলে তাদের অনেক পরিমাণে ভাত রুটি খাওয়ার শক্তি বেড়ে যায়। তাদের শরীর এবং তাদের খাওয়ার আকাঙ্খা অনেক বেশী ভাত রুটি চায়। কিন্তু যদি ঐ সব লোককে ভাতের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে প্রোটিন খাদ্য দেওয়া যায়—তবে ভাত রুটির ঐ অস্বাভাবিক চাহিদা অনেক কমে যাবে। ভাত সে যে পরিমাণ খেতো—ভাত এবং প্রোটিন খাদ্য মিলিয়েও সেই পরিমাণের চেয়ে অনেক কম খাদ্য খাবার সে প্রয়োজনীয়তা বা আকাঙ্খা অনুভব করবে।

দুর্ভিক্ষ অঞ্চল—বিশ্বের কতখানা ভুখণ্ড জুড়ে?

ঐ গবেষকের গবেষণা অনুসারে কার্বোহাইড্রেট অঞ্চল বা দুর্ভিক্ষ অঞ্চল হচ্ছে—পৃথিবীর বেশীর ভাগ ভুখণ্ড জুড়ে রয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা নিয়ে এই দুর্ভিক্ষ অঞ্চল। এই মহাদেশগুলি প্রচুর চাল গম উৎপাদন করে। তবু দুর্ভিক্ষ যায় না। ওর কারণ হচ্ছে এই যে, এই মহাদেশগুলিতে প্রোটিনের নিদারুণ অভাব। উনি বলেছেন—এরা যদি প্রোটিন খাদ্য বাড়াতে পারে—তবে এদের বর্তমান মোট খাদ্য পরিমাণের অনেক কম খাদ্যেই ওদের চাহিদা মিটবে।

প্রোটিন আমাদের জীবনে অপরিহার্য্য কেন?

শুধু খাদ্যের পরিমাণ কমানোর জন্য বা খাদ্যের আকাঙ্খা কমানোর জন্যই যে প্রোটিন দরকার তা নয়। আমাদের উপযুক্ত স্বাস্থ্যের জন্য, ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রামের জন্য, শরীরের সুগঠন ও সমাক বিকাশের জন্য এই প্রোটিন অপরিহার্যরূপে অত্যন্ত দরকার। এর অভাবে নানাবিধ রোগ এবং পঙ্গুতা দেখা দেয়। সুতরাং প্রোটিন আমাদের জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

প্রোটিনের অভাবে জীবন সংগ্রামে আমরা পিছিয়ে?

কিন্তু এর অভাবে আমাদের জীবন-সংগ্রামে সব চেয়ে বড়ো যে ক্ষতি হচ্ছে তার কথা এখন বলি। ব্যাপকভাবে ভয়াবহ উদ্যোগহীনতার জন্য আমরা যে আজ জীবন-সংগ্রামে অত্যন্ত পিছিয়ে আছি—তার অন্যতম প্রধান কারণ—ব্যাপকভাবে আমাদের দেশের জনগণের জীবনে এই প্রাণশক্তিবাহী প্রোটিনের অত্যন্ত অভাব। প্রোটিনের অভাবে ব্যাপকভাবে রোগ, দুর্বলতা, কৃশতা, পঙ্গুতা, জড়তা, উদ্যোগহীনতার অভিশাপে সারা দেশ আজ বিপন্ন।

বিবেকানন্দের বাণী—তোরা রজোশক্তি সম্পন্ন হ'

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—তোদের আমি কিছু দিনের জন্য বেদ, গীতা, ধর্ম, কর্ম সব শিকেয় তুলে রাখতে বলছি—তোরা কিছু দিন মাছ মাংস খাওয়া অভ্যেস কর, আর তার হজম করার জন্য ডন বৈঠক কর। ভাত আর শাক পাতা চিবিয়ে তোদের শরীরগুলো তমোশক্তির জড়তায় ভেতো, উদ্যমহীন, ক্লীব হ'য়ে গেছে। আজ তোদের মধ্যে রজোগুণ চাই—যেন প্রাণশক্তি টগবগ করে ফুটে উঠতে থাকে। প্রোটিন বঞ্চিত হয়ে এই রজোগুণ তোরা কোথায় পাবি? পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে দেখ—ওদের কী উদ্যোগ—ওদের কী প্রাণশক্তি! ওরা পাহাড় পর্বত জয় করছে—সমুদ্র তোলপাড় করছে! ওরা প্রাণশক্তির বলে কী সম্পদই না সৃষ্টি করছে! আর তোরা

পঙ্গু, ক্লীব, জড়ভরত হ'য়ে ঘরের কোণে বসে পূর্বপুরুষের বড়াই ক'রে মরছিস। আজ রজোশক্তির উপযুক্ত খাদ্য চাই—আজ পাহাড় জয় করা পরিশ্রমের শক্তি চাই। মনে রাখিস—আমি তোদের মধ্যে মাংস খাওয়া সিংহের বিক্রম দেখতে চাই।

প্রোটিন - আমাদের বাঁচবার বিভিন্নমুখী পথ

স্বামীজীর কথাতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি—প্রোটিনের উপযোগিতা কী—আমাদের জীবন সংগ্রামের জন্য—আমাদের উদ্যোগময় জীবনের জন্য। সেজন্য আজ আমাদের বেকারীত্ব দূর করার প্রয়োজনে যেমন আমাদের উৎপাদনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে—তেমনি আমাদের প্রচণ্ডভাবে লাগতে হবে—প্রোটিন খাদ্য বাড়াবার জন্য অশেষ প্রয়াস করতে। এই প্রোটিন খাদ্য বাড়াবার কাজ আমাদের চারটি দিক থেকে সহায়ক হবে—(১) আমাদের বেকারী দূর করবে। (২) আমাদের খাদ্যের যোগান দেবে (৩) আমাদের স্বাস্থ্য এবং শরীর গঠনে অদ্ভুত সহায়ক হবে; আর (৪) দেশের উৎপাদন বাড়াতে, দেশ গড়ে তুলতে সমস্ত শরীর মনে যে প্রাণশক্তি ও উদ্যোগের উজ্জ্বল তরঙ্গ প্রবাহিত হওয়া দরকার—জাতির দেহে দেহে সেই প্রাণ প্রাচুর্যের স্রোত উদ্বেলিত হবে।

(ক্রমশঃ)

ভারতী হোটেল
ও
রেষ্টুরেণ্ট
(অশোক ষ্টুডিওর সংলগ্ন)
পুরুলিয়া।
স্বল্প খরচে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত
আহারের ব্যবস্থা আছে।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়

"নাগ"
লাইট হাউস
প্রোঃ—শ্রীবাদলচন্দ্র নাগ এণ্ড সন্স
মধ্যবাজার, পুরুলিয়া (পঃ বঃ)
ষ্টোভ, লাইট, গ্যাসবাতি মেরামত করা হয় ও ভাড়ায় পাওয়া যায়। সামিয়ানা, সতরঞ্জি, আসন, ভোজকার্য্যের তৈজসপত্র, উৎসবাদির জন্য ব্যাণ্ডপার্টি প্রভৃতি ভাড়ায় পাওয়া যায়। কার্বাইড বিক্রয় হয়।
আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই।

"মনোহরণ চপলচরণ
সোণার হরিণ চাই!"
কিন্তু কোথায় গেলে পাই?
মনোহারী উপহার সামগ্রীতে
আপনার মন হরণ করবে
গৌরী শঙ্কর ষ্টোর্স
বিন্দুভবন
চক্‌বাজার, পুরুলিয়া।

প্লট হিসাবে জমি বিক্রয়
রাঁচী রোডে—
(পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের বিপরীত পার্শ্বে)
দেশবন্ধু রোডে—
(পুরুলিয়া পশু হাসপাতালের সন্নিকটে)
নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
কালি সিংহামীয়া
পুরুলিয়া
ফোন নং—৯৩

Regd No C—4290
Phone No—175 মুক্তি C. R. No.—2539/57

নোটীশ

জেলা—পুরুলিয়া

মোকাম—পুরুলিয়া মুন্সেফী আদালত।

সন ১৯৬৯ সালের ১৬৩ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা

যেহেতু পুরুলিয়া জেলার বরাবাজার থানার সিয়াড়কেট্যা গ্রামের সর্ব্বসাধারণের পক্ষে উক্ত গ্রামের ভাকড়ু মাহাত প্রমুখ বাইশজন গ্রামবাসী সিয়াড়কেট্যা গ্রামের সাবেক ১৯২, ১৯৩ নং প্লটের এর হাল ৩১৭, ৩১৮ নং প্লটের বাঁধে উক্ত গ্রামের সর্ব্ব সাধারণ স্বত্ববান আছেন এবং নালিশী বাঁধের নূতন রেকর্ড ভ্রমাত্মক হইয়াছে এই মর্ম্মে ঘোষণাসূচক ডিক্রি পাইবার নিমিত্ত উক্ত মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন।

এবং যেহেতু ১২.১১.৬৯ তারিখে উক্ত মোকর্দ্দমার জবাব দাখিল জন্য দিন ধার্য্য হইয়াছে;

অতএব উক্ত গ্রামের সর্ব্ব সাধারণকে জানান যায় যে তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ উক্ত মোকর্দ্দমায় বাদী শ্রেণীভূক্ত হইবার জন্য উক্ত তারিখ মধ্যে হাজির হইয়া দরখাস্ত করিতে পারেন।

অদ্য সন ১৯৬৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

অনুমতানুসারে—
স্বাঃ শচীন্দ্রনাথ দত্ত
সেরেস্তাদার

উন্নত কৃষিকার্য্যের জন্য—
মেনন এণ্ড মেনন
এর ডিজেল পাম্পিং সেট

- নগদে বা শতকরা ১০ টাকা জমা দিয়া ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পাওয়া যায়।
- ঘণ্টায় ১২-১৩ হাজার গ্যালন জল সরবরাহ করে।
- ৫ ঘোড়া মেনন ডিজেল ইঞ্জিনের সঙ্গে ৩"×২॥" পাম্প, ট্রলির উপর বসানো, ২৫' সাকসন পাইপ, ২৫' ডেলিভারী পাইপ, ফুট-ভাল্ব ইত্যাদি সহ পাওয়া যায়।
- প্রতিটি পাম্পিং সেট আমাদের নিজস্ব মেকানিক দ্বারা সুষ্ঠুভাবে চালাইয়া ও বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

এছাড়াও যাবতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি ও র‍্যালীর গাছ মার্কা সুসম দানা সার, বীজও গরু ও মুর্গীর খাবারের জন্য অনুসন্ধান করুন।

আর, কে, কুণ্ডু এণ্ড সন্স
মেন রোড—পুরুলিয়া।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
অরুণচন্দ্র ঘোষ

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

৩০শ বর্ষ
৩৭শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১২ই আশ্বিন, ১৩৭৬—২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য
১৩ পয়সা

যুগমানব গান্ধীজীর জন্ম শতবার্ষিকী

২রা অক্টোবর থেকে ২২শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত পালন করুন

মহামানবের মহান চিন্তাধারা, অভিনব মতবাদ, অপরূপ আদর্শবাদ প্রচারিত হোক

আগামী ২রা অক্টোবর গান্ধীজীর জন্মদিবস। যদিও এই মহামানব আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন—তবুও অনেকে আমরা তাঁর মহানত্বের পরিমাপ করতে পারি নি। জগদ্বরেণ্য বৈজ্ঞানিক স্বর্গত আইনষ্টাইন বলেছিলেন—একদিন পৃথিবীর মানুষ বিস্মিত হবে যে. এমন মানুষের আবির্ভাব পৃথিবীর মাটিতে হয়েছিল। গান্ধীজীর অভিনব চিন্তা-মহিমার বিরাটত্বের পরিমাপও যেমন আজও আমাদের অনেকের কাছে হয় নি—তেমনি তাঁর অপূর্ব্ব চারিত্রিক মহিমা ভারতের কোটি কোটি মানুষকে কিভাবে এক নূতন সাহসে ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিল—তারও পরিমাপ আমরা এখনো করতে পারিনি।

আগামী গান্ধী জয়ন্তীর ২০ সপ্তাহব্যাপী কার্য্যক্রমের মধ্যে গান্ধীজীর মহান চিন্তাধারা সমূহ গভীরভাবে অধ্যয়নের কর্ম্মতালিকা অন্যতম প্রধান কর্ম্মলক্ষ্য হোক।

নিবেদিকা—লাবণ্যপ্রভা ঘোষ

—.—०——

লোক সেবক সংঘের সহর অফিস সংঘের জন্ম শতবার্ষিকীর যোগাযোগ কেন্দ্র